গীত-রত্নমালা।

প্রথম ভাগ।

ভূমিকা।

এতদ্দেশে সঙ্গীত শাস্ত্রের চর্চ্চা বহুকালাবধি হইয়া আসিতেছে এবং এক সময়ে উহা চূড়ান্ত সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। নায়ক গোপাল, ব্রজ বাউরা, মিয়া তানসেন, আমীর খস্রু, সদারঙ্গ, শরীমিয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গায়কগণের নাম ও কীর্ত্তি অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু এক্ষণে সে সমস্ত উপন্যাসবৎ হইয়াছে। অতি উচ্চ হইলেই তাহার পতন আছে, সেই চির পরম্পরাগত নিয়মানুসারে এ দেশের সঙ্গীত বিদ্যা অধুনা অবনতির অবস্থায় অবস্থিত। এক্ষণে "নায়ক" বা "মিয়া" দেখিতে পাওয়া দূরে থাকুক, এক আধ জন "ওস্তাদ" ও সচরাচর দেখা যায় না।

কলিকাতা মহানগরীতে একটী সঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা এবং অন্যান্য স্থানে নাটকাদি অভিনয়ের জন্য কতকগুলি সম্প্রদায় ও রঙ্গস্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইহাতে সাধারণের সঙ্গীত শ্রবণ ও শিক্ষার কিছু সৌকর্য্য হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের অভাব পূরণের অথবা পূর্ব্ববৎ উৎকর্ষ সাধনের সম্ভাবনা নাই। তবে যতটুকু চর্চ্চা হইতেছে তাহাই ভাল।

কাল পরিবর্ত্তনের সহিত অস্মদ্দেশীয় লোকের রুচিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য রাজশাসন ও সভ্যতার প্রভাবে দেশে একটী মহা প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বতন প্রথা সকল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গীত বিদ্যাটী অনেকাংশে বিকৃত ও কিয়ৎপরিমাণে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই কীর্ত্তি

প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক গীত সন্নিবেশিত হইল। ইহাতে গীত সংখ্যা ১৪০০। দ্বিতীয় খণ্ডে, বাঙ্গালা টপ্পা, কবি ও পাঁচালীর বিষয়, গণেশ ও গোপালের যাত্রা এবং বাউলাদি বিবিধ বিষয়ক গীত সঙ্কলিত ও সন্নিবেশিত হইল। উভয় খণ্ডেই পুরাতন ও ইদানীন্তন উভয় প্রকার গীতই আছে। যে সকল গীতের রচনার, ভাবের, বা সুরের লালিত্য নাই তাহা পরিত্যক্ত হইল। বর্তমান রুচি মতে যে সকল গীত অশ্লীল বিবেচনা হইতে পারে, তাহাও পরিত্যাগ করা গেল।

বিষয়, ভাব, ঘটনা এবং রাগিণী অনুসারে গীত গুলি সাজাইয়া সংগ্রহকের প্রধান ও কর্তব্য কর্ম তাহা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়াছি। স্থলে অবস্থা বিশেষের বশবর্তী হইয়া কোথাও বা ঘটনা, কোথাও বা ভাব রাগিণীর অনুরোধে চলিতে হইয়াছে। অর্থাৎ কোন স্থানে একটী গীত হয় ত প্রাতঃকালের রাগিণী সংযুক্ত, কিন্তু তাহার উত্তরটী হয় ত মধ্যাহ্নের রাগিণীযুক্ত, সেস্থানে ঘটনার অনুরোধে উত্তরটী প্রশ্নোক্ত গীতের পরেই লিখিত হইয়াছে, রাগিণীর অনুরোধ রক্ষা হয় নাই। কোথাও বা একভাবের দুইটী বা ততোধিক গীত একত্র সাজান হইয়াছে, সেস্থানে ভাবের অনুরোধে যাইতে হইয়াছে, রাগিণীর শৃঙ্খল রক্ষা হয় নাই। পাঠকগণ দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যেক গীতের পার্শ্বে রচয়িতার নাম (যত দূর জানা গিয়াছে) দেওয়া হইল। সংগ্রহ মধ্যে স্বরচিত গানও কয়েকটী দিয়াছি, কিন্তু অবিখ্যাত রচয়িতাদিগের নামের মধ্যে নিজ নাম স্থান পাইবার অযোগ্য বিবেচনায় তাহা দিলাম না।

মদীয় কতিপয় বন্ধু সমস্ত গীতগুলির স্বরলিপি দিতে অনুরোধ করেন। উহা করিতে পারিলে ভাল হইত সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ কোন গীত গুলির স্বরলিপি করিয়া দিব এরূপ মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু উহা এত অধিক পরিশ্রম, সময়, ও ব্যয় সাধ্য, যে তাহা আমার দ্বারা হওয়া সুকঠিন, এই বিবেচনায় ক্ষান্ত হইলাম। আর এক কথা, এই পুস্তক শিক্ষার্থীদিগের জন্য নহে। যাঁহারা স্বরলিপি দেখিয়া গীত শিক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ও অন্যান্য মহাশয়গণ কৃত পুস্তক প্রস্তুত আছে।

এই পুস্তক প্রস্তুত করণে আমি নিম্নলিখিত কয়েক খানি পুস্ত

প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে আমার সংগৃহীত গীত অনেক আছে। ঐ পুস্তক হইতে আমি কয়েকটী মাত্র গীত গ্রহণ করিয়াছি। ঐ অধ্যায়ের কতক গুলি গীত অসম্পূর্ণ আছে, এবং অনেক গানের "মহড়া" বা "অন্তরা" পাওয়া যায় নাই। এই অভাব পূরণের জন্য নিরন্তর অনুসন্ধান করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

(৬ষ্ঠ) পাঁচালী।—দাশুর পাঁচালীর যে গুলি আমার জানা ছিল তাহাই লিখিত হইয়াছে। বিস্তর অন্বেষণ করিলে দাশুর পাঁচালীর গীত অনেক পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে সকল সংগ্রহের সুযোগ ও সময় পাই নাই। ৺রসিক রায়ের পাঁচালীর মধ্যে অনেক গান আমার জানা ছিল, তদ্ভিন্ন যাহা মুদ্রিত হইল সে গুলি বটতলা হইতে প্রকাশিত পুস্তক হইতে গৃহীত ও সংশোধিত হইয়াছে।

(৭ম) বিবিধ।—ইহার কতকগুলি আমার জানা ছিল ও কতকগুলি বিবিধ পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

(৮ম) হিন্দী গীত।—ইহার মধ্যে ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা আছে। এই অধ্যায়ের অধিকাংশ গীত পূর্ব্ব হইতে আমার জানা ছিল। অবশিষ্ট কতকগুলি গীত পানিহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, চানক বারাকপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ নাগ বি, এ, এবং খড়দহ নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র ঘোষাল এই তিন গায়ক বন্ধুর নিকট পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "গীত সূত্রসার" এবং শ্রীযুক্ত লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ পুস্তক হইতেও অনেক গুলি ভাল২ ধ্রুপদ ও খেয়াল গ্রহণ করিয়াছি।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক বন্ধুর নিকট পুস্তক ও হস্তলিখিত গীত নানা প্রকার সাহায্য পাইয়াছি, বাহুল্য ভয়ে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিলাম না। তাঁহারা সকলেই আমার ধন্যবাদের পাত্র।

পুস্তক মুদ্রিত হইবার পর অনেক গুলি গীত সংগ্রহ করিয়াছি। সে গুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবার উপায় না থাকাতে কতকগুলি "রামপ্রসাদী" অধ্যায়ের শেষে, এবং কতকগুলি "পরিশিষ্ট" অধ্যায়ে নিবিষ্ট করা হইল।

পাঠক ও গায়কদিগের সুবিধার জন্য তিনটি সূচীপত্র পুস্তকের প্রথমেই দেওয়া গেল;—প্রথমটী গীতের, দ্বিতীয়টী রাগ ও রাগিণীর, এবং তৃতীয়টী গীত

রচয়িতাদিগের নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে সাজান হইয়াছে। অনেক গীতের রচয়িতার নাম পাওয়া যায় নাই; যে নামগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যেও কোনওর নাম ঠিক হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে একটু সন্দেহ আছে। সাধারণের সাহায্য ভিন্ন এই অভাব পূরণের ও সন্দেহ ভঞ্জনের উপায়ান্তর দেখি না। কবির গীতের গাহনা "চিতান" হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু গীত লিখিবার সময় অগ্রে "মহড়া" লিখিবার প্রথা আছে। ইহা সাধারণে না জানিতে পারেন এই আশঙ্কায় আমি গাহনার প্রণালী অবলম্বনে "চিতান" পূর্ব্বে এবং "মহড়া" পশ্চাৎ লিখিয়াছি; কিন্তু গীত নির্ব্বাচনের সুবিধার জন্য প্রথম সূচিপত্রে চিতান ও মহড়া উভয়েরি আদ্যাংশ লিখিত হইল।

এই পুস্তকের সমস্ত "প্রুফ" আমি স্বয়ং দেখিতে না পারায় দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক মুদ্রাঙ্কন-দোষ ঘটিয়াছে, এ কারণ একটী শুদ্ধিপত্র দিতে বাধ্য হইলাম। এই পুস্তক মধ্যে যে কিছু ভ্রম কিম্বা গীতের অসম্পূর্ণতা আছে, পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা প্রদর্শিত করিলে যথেষ্ট বাধিত হইব এবং দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কন সময়ে সেই সকল দোষ সংশোধন করিবার অভিপ্রায় রহিল। এক্ষণে এই গ্রন্থ খানি যদি সাধারণের বা গায়কদিগের কোন উপকারে আইসে, তাহা হইলেই আমি সমস্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক জ্ঞান করিব, কিমধিক মিতি

খড়দহ, ১লা মাঘ,
সন ১৩০৩ সাল।

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়।

গীত-রত্নমালা।

প্রথম ভাগ।

ষষ্ঠ অধ্যায়। পাঁচালী।

গীত-রত্নমালা।

প্রথম ভাগ।

সাধারণ সূচীপত্র।

অ।

* ব্রাহ্ম-সংগীত।

। রামপ্রসাদী ।

ঐ।

ও।

খ।

গ।

থ।

দ

প।

ফ।

ভ

জ

.গর নামের সূচীপত্র

রাগ রাগিণীর সূচী পত্র।

পত্রাঙ্ক।

পাহাড়ী। ...

... শেষ। ... ১৪৩ ৮৮২, ৯৩৯।

শুদ্ধি পত্র।

পত্রাঙ্ক।	গীত সংখ্যা	পংক্তি।	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	৭	১	ভৈরবী	ভৈরব
১৭	২১	৪	সধুর	মধুর
২০	২৬	১	বেবাগ্য	বৈরাগ্য
২২	৩০	সমস্ত		এই গীতটি তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে "শ্যামা" বিষয়ের মধ্যে বসিবে।
৪৪	৮০	৪	কংশারি	কংসারি
৬১	১১২	২০	খেমেছিল	থেমেছিল
৬৫	১২১	৩	বধুর	বধূর
৮০	১৪৯	৪	হহ	হয়
,,	,,	৭	উপবা	উপমা
,,	,,	৯	আশ্রয	আশ্রম
৮১	১৫০	৫	অজামলি	অজামিল
৮২	১৫২	শেষ	ভাবে	তাবে
৮৪	১৫৬	রচয়িতার নাম	হরি সভা	হরিসভা
৮৫	১৫৮	১	মূলাতন	মুলতান
৮৮	১৬৪	১	ললিত বিভাষ	ললিত বিভাষ। খেমটা
,,	১৬৬	৪	মনি	মণি
,,	,,	৭	মিটে	মিঠে
৯১	১৭০	১৫	কিম্বা	কিবা
৯২	১৭৩	রচয়িতার নাম	গোস্মামী	গোস্বামী
৯৩	১৭৫	৯	হ্যাঁচ্‌কা	হ্যাঁচ্কা
৯৮	১৮৫	৫	নেড়ে চড়ে	নেড়ে চেড়ে
১০৫	২০১	৬	ধুমল	ধূমল
১০৮	২০৭	১০ ও ১১	আগুণ	আগুন
১১৩	২১৭	১০	হরি	হরি হরি।

১১৩	২১৮	৬	সুযুক্কাতে	...	সুযুম্নাতে
,,	,,	১০ ও ১৪	জীবত্মা	...	জীবাত্মা
১১৪	২১৯	৮	তোব	..	তা'রা
১১৫	২২১	১২	খট্কাতে	...	খট্কাতে
১১৬	২২২	৯	পক্ষ	...	পঞ্চ
,,	২২৩	৬	থাকৃতে	...	থাকৃতে
১১৭	২২৫	বচয়িতার নাম	নিত্র	...	মিত্র
১১৯	২	৭	যাঁয়	...	যাঁর
,,	,,	৯	তাঁয়	...	তাঁর
১২২	১০	৬	উপাব	.	উপায়
১২৫	১৯	৪	পূনঃ	...	পুনঃ
২৮	২৬	৪	স্মবিায়	...	স্মবিয়ে
,,	,,	শেষ	মবণে	.	মবণে
,,	২৭	৬	কোথা	...	কোথা
১২৯	২৮	৩	কেথায়	..	কোথায়
১৩০	৩১	৩	মহামযা	...	মহামায়া
১৩২	৩৫	২	তুলি	...	তুমি
১৩৭	৪৯	৪	ক্ষয়	...	কব
১৩৯	৫৩	৭	সর্ব্বভুত	...	সর্ব্বভূত
,,	৫৪	২	সুথ	...	সুখ
১৪১	৫৭	৬	জেবতানাং	...	দেবতানাং
১৪৪	৬৬	২	বিপত	...	বিগত
১৪৭	৭৩	৪	সুথেব	.	সুখের
১৫৩	৯২	৬	ব্রহ্মংম্যি	...	ব্রহ্মময়ি
১৫৬	১০০	২	উযে	...	উঠে
১৬০	৪	রচয়িতার নাম	য়াব	...	রায়
১৬১	৮	৬	গয়াত্রী	...	গায়ত্রী
,,	৯	৪	রূপ	..	রূপা
,,	,,	৭	আসয়ে	...	আসরে
১৬৪	১৫	৭	থোয়	...	ঘোর

১৬৫	১	শেষ	চতুর্ব্বগ্য	...	চতুর্ব্বর্গ
১৬৭	৯	রচয়িতার নাম	তর্কলঙ্কাব	...	তর্কালঙ্কার
১৬৮	১৩	৭	নাশিহে	.	নাশিছে
,	,,	শেষ	ভাসিছে	...	ভাবিছে
১৬৯	১	শেষ	প্রদায়িণী	...	প্রদায়িনী
১৭৩	৮	১৪	ত্রিভুব”ন	...	ত্রিভুবনে
১৭৭	১৮	শেষ	আকিঞ্চন	...	অকিঞ্চন
১৮৫	৪৯	৩	রঙ্গিনী	...	রঙ্গিণী
১৯০	৬২	শেষ	কৈলাশে	...	কৈলাসে
১৯১	৬৩	১১	কর হে	...	করে হে
১৯২	৬৮	৬	ত্রিপথ	...	ত্রিপত্র
১৯৩	৬৯	৩	ত্রিপূরারি	...	ত্রিপুবাবিঃ
১৯৪	৭২	৯	শমনরূপিনী	...	শমনরূপিণী
১৯৭	৮১	৪	বারে	...	যারে
১৯৯	৮৮	৪	রঙ্গিনী	...	রঙ্গিণী
২০০	৯১	৫	ঐ	..	ঐ
২০৬	১০৮	৩	দিতিসৃত	...	দিতিসুত
২০৮	১১৫	রচয়িতার নাম	হরেন্ত্র	..	হরেন্দ্র
২১১	১১৮	৮	বিরহিনী	..	বিরহিণী
২১৯	১৩৯	রচয়িতার নাম	চট্যো	...	চট্টো
,,	১৪০	৪	ইন্দ্	...	ইন্দু
২২১	১	৭	লয়	...	লও
,,	২	১৩	তাড়নার	...	তাড়নায়
২২২	৪	৩	সর্ব্বস্বরূপিনী	...	সর্ব্বস্বরূপিণী
২২৫	১৩	৫	ত্রাণকারিনী	...	ত্রাণকারিণী
২৩০	২৫	৮	তাপবিহীন	..	তপবিহীন
২৩১	২৯	৪	বিবধ	...	বিবিধ
২৩৩	৩৬	শেষ	মাঠে	...	মঠে
,,	২	২	তাব	...	ভাব
৩৮	১২	১২	দাশরথী	...	দাশরথি

২৫৮	৬১	২	কলী	কালী
২৫৯	৬৪	শেষ	করিছে	করেছে
২৬০	৬৮	৬	যলিব	বলিব
„	„	১০	হর	হয়
২৬১	৬৯	৪	রজ্জুতে	রজ্জুতে
„	৭২	৩	একথ্য	অকথ্য
২৬৩	৭৫	৯	কবণে	কাবণে
„	৭৭	সমস্ত		এ গীতটী সপ্তম অধ্যায়ে "বিবিধ" মধ্যে বসিবে
২৬৪	৮০	৮	অম্বধিবে	অম্বু ধীরে
২৬৫	৮১	৫	প্রতুল	রাতুল
„	„	শেষ	নরেব	নবেব
২৭৫	১০৬	শেষ	হইব	হব
২৭৭	১১২	৩	শোকে	শকে
২৭৮	১১৪	৮	ত্রিপুরাথী	ত্রিপুবাবি
২৮২	১২৬	শেষ	বেখেছ	রেখেছে
২৮৫	১৩৫	১	খঠ	খট
২৮৯	১৪৪	৫	নিগুণেব	নির্গুণের
২৯১	১৫০	২	দুঃখহারা	দুঃখহরা
২৯৬	১৬৫	৮	৭র ২	থব ২
২৯৯	১৭৪	শেষ	সগুণে	স্বগুণে
৩০২	১৮০	৩	সান্তনা	শান্তনা
৩০৬	১৯২	৫	বর	করে
৩০৯	২০০	১	আড়াঠেকা	জৎ
„	২০১	১	ঐ	আড়াঠেকা
৩১৭	২২৪	৪	শবণাগতে রে	শরণাগতেরে
৩২৩	২৩৯	৬	জিত	জিতি
৩২৫	২৪৫	৬	তুলে	ভুলে
৩২৬	২৪৬	৮	তীর্থে	তীর্থ
৩২৭	২৫২	রচয়িতার নাম	দাসরথী	দাশরথী

৩২৯	২৫৭	৪	মহামায়াব	...	মহামায়ার
৩৩৩	২৬৬	২	যায়	...	যার
„	„	১১	সম	...	শম
৩৩৪ হইতে ৩৩৬	২৭০, ২৭১ ২৭২		সমস্ত		এই কয়েকটী গীত সপ্তম অধ্যায় "বিবিধ" মধ্যে বসিবে
৩৩৬	২৭৩	২	মেমকা	...	মেনকা
৩৩৮	১	৫	কথায়	...	কথার
৩৫২	৩১	৮	পরমাযু	...	পরমায়ু
৩৫৩	৩৮	৫	বদার্থ	...	বাদার্থ
৩৬০	৫৩	১০	মহামায়ার	...	মহামায়ায়
৪১৯	৪৪	৬	ফালভয়	...	কালভয়
৪২২	৫৩	৬	ঘোরাও	.	ঘেরাও
৪২৫	৬১	রচয়িতা'র নাম	বিশ্বনাথ	...	বিশ্বনাথ দে
৪২৬	৬২	৫	কঙ্গালের	...	কাঙ্গালের
৪৫৭	৫৭	৪	দেখে	..	দেখ
৪৯২	৩৬	২	কিব	:	কি
৫১২	৯৩	৩	আখিনীরে	...	আঁখিনীরে
ঐ	ঐ	শেষ	অসম্পূর্ণ		নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বসিবে "জেনে শুনে স্থদন বলে, মরে নাই রাই দেখা হবে ফিরে"
৫২২	১২০	সমস্ত	দ্বিতীয় বার সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ৪৮৯ পত্রাঙ্ক দেখ	}	লুপ্ত হইবে
৫৪৬	১৫	১৩	ব'লে	...	বলে
৫৪৭	১৬	৮	উমায়	...	উমার
৫৫০	২০।	২	পুরবাবী	...	পুরবাসী
৫৫৬	২৪	২	গোগালকে	...	গোপালকে
৫৬৪	৩২	১২	শ্রীরাধায়	...	শ্রীরাধার
৫৬৭	৩৬	১১	কাদিস্‌নে	...	কাঁদিস্‌নে

৫৬৭	৩৬	১	ধরতা পাওয়া যায় নাই	..	লুপ্ত হইবে
„	„	২	উত্তর	...	পাল্‌টা
„	„	„	পরাণের নিজ	..	ভবানীপুরের সখের
„	„	রচয়িতার নাম	পরাণচন্দ্র চন্দ্র	..	কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো
„	„	৮	শুধু তুই ব'লে তাই আবার কইলি		নিজে উঠ্‌তে গেলি কেন ছলিস্‌
৫৭০	৪০	২০	বগনী রঞ্জন	...	রমণীরঞ্জন
৫৭১	৪১	রচয়িতার নাম	রামক্রী	...	রামজী
৫৭৪	৪৪	২১	আগুণ	...	আগুন
৫৮৪	৫৬	১২	চন্দ্রাবলীয়	...	চন্দ্রাবলীর
৫৮৬	৫৮	১৭	ফিয়ে	...	ফিরে
৫৮৯	৬১	১০	নয় ত নয়	...	নয় ২ নয়
৭০২	৫১	২	সফলংক্রিয়া	..	সফলা ক্রিয়া
৭১২	৮১	৩	প'ড়ে গোকুলে	...	পড়ে অকুলে গোকুলে
ঐ	ঐ	ঐ	হেন	...	হেম
৭২১	১০৪	৪	পবে	..	পাব
৭৯৮	৬০	৭	চক্ষু বুজে	..	চক্ষু বুজে
৮০০	১	২	তোরোরি	...	তেরোরি
৮৩৩	১১২	শেষ	দরদশন	...	দরশন
৮৯৮	৩৫১	২	ঠাঙ্করা	...	ঠাকুরা
ঐ	৩৫২	২	মারেরি	...	মায়েরি
৯০৬	৩৮২	১	পুম খাম্বাজ	..	লুম খাম্বাজ
৯২০	১০	৩	কলুষ হব	...	কলুষ হর
৯২২	১৫	২	অরাধন	..	আরাধন
৯৯১	১৬৪	২	পরাধিনী	...	পরাধীনী

রাগরাগিণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

আমাদের প্রাচীন বঙ্গীয় সঙ্গীতে শুদ্ধ রাগ বা রাগিণীর ব্যবহার প্রায় দেখা যায় না প্রাচীন গীতের মধ্যে কবি ও কীর্ত্তন এবং গ্রাম্য সঙ্গীতই প্রধান। উহার সকল গীতেই মিশ্রিত রাগিণী ব্যবহৃত কিন্তু হিন্দুস্থানী মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটী সঙ্গীতে রাগ রাগিণীর ব্যবহার অনেকটা বিশুদ্ধ উক্ত রাগ রাগিণীর বিবরণ আমাদের হিন্দু সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষরূপে প্রকটিত আছে অধুনা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "গীত সূত্রসারে" ঐ বিষয় বঙ্গভাষায় বিবৃত হইয়াছে, অতএব উহার বাহুল্য বিবরণ এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। তবে যে কয়েকটী মুখ্য বিষয় জানা আবশ্যক, তাহাই সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশিত করিলাম

সাধারণ মতে ভারতীয় সঙ্গীতে ছয়টী রাগ ও ছত্রিশটী রাগিণী অর্থাৎ এক একটী রাগের ছয়টী করিয়া ভার্য্যা প্রসিদ্ধ আছে প্রত্যেক রাগের ছয়টী পুত্র ও ছয়টী পুত্রবধূ এবং একটি করিয়া পুত্র সখা ও একটী করিয়া পুত্রবধূ সখী নির্দ্দিষ্ট। ইহাদিগের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই বিষয়ে মতভেদও আছে তাহাও নিম্নে প্রদর্শিত হইল

ছয় রাগ।

ব্রহ্মার মতে	ভরতমুনির মতে	হনুমন্ত মতে	সোমেশ্বর মতে	অন্যান্য মতে
১ শ্রী	শ্রী	শ্রী	শ্রী।	মালব।
২ বসন্ত	মালকোষ	মালকোষ	মালব।	বসন্ত
৩ পঞ্চম	হিন্দোল	হিন্দোল।	হিন্দোল।	বৃহন্নট
৪ ভৈরব	ভৈরব।	ভৈরব।	ভৈরব।	কৌশিক।
৫ মেঘ	মেঘ।	মেঘ।	মেঘ	মল্লার
৬ বৃহন্নট বা নটনারায়ণ।	দীপক	দীপক	দীপক	প্রদীপ

উক্ত ষড় রাগ ষড় ঋতুতে গাহিবার বিধি আছে। যথা।—

রাগ		গাহিবার সময়
১ শ্রী (বা মালব)	...	শিশির ঋতুতে।
২ বসন্ত (মালকোষ বা মালব)	...	হেমন্ত ,,

৩	পঞ্চম (হিন্দোল বা বৃহন্নট)	...	বসন্ত ঋতুতে
৪	ভৈরব (বা কৌশিক)	...	শরৎ ,,
৫	মেঘ (বা মল্লার)	...	বর্ষা ,,
৬	নটনারায়ণ (দীপক বা প্রদীপ)	..	গ্রীষ্ম ,,

দীপক রাগ ও বেহাগ রাগিণী সম্বন্ধে দুইটী অদ্ভুত জনশ্রুতি আছে, তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলিতে পারি না তবে সাধারণের বিদিতার্থ সেই প্রবাদ লিখিলাম

কথিত আছে যে মিয়া তানসেন অনিচ্ছা সত্বেও দিল্লীর পাত্‌সাহেব আজ্ঞানুসারে দীপক রাগ গাহিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দেহ দগ্ধ হইয়া মৃত্যু হয় সে জন্য প্রসিদ্ধ নায়ক ও গায়কেরা এক মত হইয়া দীপক রাগ আলাপ করা নিষিদ্ধ করেন, এবং সেই অবধি ঐ রাগটি বিলুপ্ত হইয়াছে।

বেহাগ রাগিণী পূর্ব্বে মধ্যাহ্নের সময় গাইবার প্রথা ছিল একদা একটী সঙ্গীতজ্ঞা রমণী উক্ত সময়ে শিশু ক্রোড়ে লইয়া অস্ত্রদ্বারা মৎস্য কর্ত্তন করিতেছিলেন, পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে একজন বেহাগ রাগিণীর গান করিতেছিল ঐ গান শুনিয়া রমণী এত মুগ্ধা ও বাহ্যজ্ঞান শূন্যা হইয়াছিলেন যে মৎস্য ভ্রমে ক্রোড়স্থ শিশুকে কর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই অবধি বেহাগ রাগিণী দিবাতে আলাপ করা নিষিদ্ধ এবং নিশীথ সময়ে গাইবার নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে ইহা ভিন্ন অন্যান্য রাগ ও রাগিণী বিষয়ক অনেক লোক-রহস্য আছে; এ পুস্তকে তাহার বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক।

ছত্রিশ রাগিণী

নিম্নস্থ তালিকায় যেং রাগের যেং রাগিণী (বা ভার্য্যা) তাহা লিখিত হইল যথা—ব্রহ্মার মতানুসারে

১ শ্রী।		২ বসন্ত		৩ পঞ্চম
(১) মালশ্রী।	...	(৭) দেশী	...	(১৩) বিভাষা
(২) ত্রিবণী।	...	(৮) দেবগিরি	...	(১৪) ভূপালী
(৩) গৌরী	...	(৯) বৈরাটী	...	(১৫) কর্ণাটী।
(৪) কেদারী।	...	(১০) টৌরিকা	...	(১৬) বড় হংসিকা
(৫) মধুমাধবী।	...	(১১) ললিতা।	...	(১৭) মালবী।
(৬) পাহাড়ী।	...	(১২) হিন্দোলী	...	(১৮) পটমঞ্জরী

৪ ভৈরব		৫ মেঘ		৬ নটনারায়ণ।
(১৯) ভৈরবী।	...	(২৫) মল্লারী	...	(৩১) কামোদী।
(২০) বাঙ্গালী।	...	(২৬) সোরটী।	...	(৩২) কল্যাণী।
(২১) সৈন্ধবী।	...	(২৭) সাবেরী।	...	(৩৩) আভীরি।
(২২) রামকেলী।	...	(২৮) কৌশিকী।	...	(৩৪) নাটিকা।
(২৩) গুর্জ্জরী	...	(২৯) গান্ধারী	..	(৩৫) সারঙ্গী
(২৪) গুণকেলী।	...	(৩০) হরশৃঙ্গার।	...	(৩৬) হাম্বিরা।

ভরত মুনির মতানুসারে

১ শ্রী।		২ মালকোষ।		৩ হিন্দোল।
(১) দেবগান্ধার।	...	(৭) টোড়ী	...	(১৩) রামকেলী।
(২) বসন্ত	...	(৮) গাম্ব।	...	(১৪) বিহড়ড়া।
(৩) আশাবরী।	...	(৯) খাম্বাবতী।	...	(১৫) বেলাবলী।
(৪) মালবী।	...	(১০) গুণকেলী।	...	(১৬) *টমঞ্জরী
(৫) ধানশ্রী।	...	(১১) গৌরী।	...	(১৭) ললিতা।
(৬) মালশ্রী।	...	(১২) কুকুভা	...	(১৮) দেশাক্

৪ ভৈরব।		৫ মেঘ		৬ দীপক
(১৯) ভৈরবী।	...	(২৫) দেশকার।	...	(৩১) দেশী।
(২০) বাঙ্গালী	...	(২৬) গুর্জ্জরী।	...	(৩২) কামোদী
(২১) সৈন্ধবী।	...	(২৭) ভূপালী।	...	(৩৩) কেদারা।
(২২) মধ্যমা।	...	(২৮) সুবট	...	(৩৪) কাফি।
(২৩) মধুমাধবী।	...	(২৯) মল্লারী	...	(৩৫) নট।
(২৪) বিরারী	...	(৩০) টঙ্ক।	..	(৩৬) কানড়া।

হনুমন্ত মতানুসারে প্রতি রাগের পাঁচটি করিয়া ভর্য্যা যথা—

	১ শ্রী	২ মালকোষ।	৩ হিন্দোল।
(১)	মল্লারশ্রী। ...	(৬) টোড়ী। ...	(১১) রামকেরী।
(২)	মালবী। ...	(৭) গৌরী ...	(১২) দেশাক্ষি।
(৩)	ধানশ্রী। ...	(৮) গন্ধারী। ...	(১৩) ললিতা।
(৪)	বাসন্তী। ...	(৯) খাম্বাবতী। ...	(১৪) বেলাবলী।
(৫)	আশাবরী।	(১০) কুকুভা ...	(১৫) পটমঞ্জরী।

	৪ ভৈরব।	৫ মেঘ।	৬ দীপক।
(১৬)	বরাতী	(২১) টঙ্কা। ...	(২৬) দেশী
(১৭)	মধ্যমাধী। ...	(২২) মল্লারী। ...	(২৭) কাম্বোদী
(১৮)	ভৈরবী। ..	(২৩) গুর্জ্জরী ...	(২৮) নাটিকা
(১৯)	সৈন্ধবী ...	(২৪) ভূপালী	(২৯) কেদারী।
(২০)	বাঙ্গালী। ...	(২৫) দেশ শ্রী। ...	(৩০) কর্ণাটী

রাগের পুত্র ও পুত্রবধূগণ।

১ ভৈরব।		২ মালকোষ।	
পুত্রগণ।	পুত্রবধূগণ।	পুত্রগণ।	পুত্রবধূগণ।
(১) দেওসাক্	যোগিয়া	গান্ধার।	কৌশিকী।
(২) নট।	রিখব।	ছায়ানট।	মাঝ।
(৩) বিভাষ।	আশিনী।	নট।	লীলাবতী
(৪) শ্যাম	রেওয়া।	কেদারনট	শ্যামপুরবী।
(৫) ঢোল।	বহুলা	সারঙ্গনট	বাগশ্রী।
(৬) অজয় পাল।	ভেটিয়ারী।	গৌরনট।	বেলাবলী।

পুত্র সখা।	পুত্রবধূসখী।	সখা	সখী।
কালাংড়া	সুহা	পাথাব	দেশকেলী।

	৩ হিন্দোল		৪ দীপক।	
	পুত্রগণ	পুত্রবধূগণ	পুত্রগণ।	পুত্রবধূগণ।
(১)	সাহানা	বাসন্তী।	নট	মিয়াকি মল্লার।
(২)	মনোধ্যান।	বাহার	কানড়া বাবোয়া।	পরদীপকী।
(৩)	মালোয়া।	জয়ন্তী।	গারা	মাধায়রী।
(৪)	কানড়	ললত	খাম্বাজ।	মালী গৌরী
(৫)	গৌর।	ইমন	ইমন	মালাবতী
(৬)	কল্যাণ।	পরমানন্দ।	কেদারা।	পলাশ।
	সখা	সখী।	সখা	সখী।
	বেহাগড়া	রূপশ্রী	শ্যাম কল্যাণ	ঠুংরি

	৫ শ্রী		৬ মেঘ	
(১)	তিলক কামোদ	ভবোক্ষি।	গৌণ্ড	দেশী টৌড়ী।
(২)	পুরিয়া কানড়া	ললিত গৌরী।	গৌড় মল্লার।	নট মল্লার।
(৩)	শ্যামবাম।	পুরিয়া আশাবরী।	সিন্দুরা।	আড়ানা।
(৪)	কামোদ নট	শ্যাম ববারি	বড়হংস।	সামন্ত।
(৫)	পঞ্চম	পুরিয়া টৌড়ী	শঙ্করাভরণ।	ছায়া
(৬)	জয়ৎ কল্যাণ।	হাম্বির কল্যাণ।	জয়ৎ।	নাগধ্বনি।
	সখা।	সখী	সখা।	সখী।
	নট নারায়ণ।	কামোদ কল্যাণ	সম্পৎ	গৌরা।

উক্ত রাগ রাগিণীর বিভাগের বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিলাম না।

রাগিণীদিগের মধ্যে কোন কোনওটীর অনেক প্রকার আছে যথা—

দ্বাদশ মল্লার।

১ মেঘ, ২ সুরট, ৩ দেশ, ৪ গৌড়, ৫ নট, ৬ জয়জয়ন্তী, ৭ নায়কী, ৮ অরুণ, ৯ ধূরিয়া, ১০ সুরদাসী, ১১ রাজ এবং ১২ মিয়া মল্লার।

অষ্টাদশ কানড়া।

১ দরবারী, ২ নায়কী, ৩ কৌশিকী, ৪ মুদ্রা, ৫ বাগশ্রী, ৬ নট, ৭ কাফি, ৮ কোলাহল, ৯ মঙ্গল, ১০ শ্যাম, ১১ টঙ্ক ১২ নাগধ্বনি, ১৩ আড়ানা, ১৪ সাহানা, ১৫ সুহা, ১৬ সুঘরাই, ১৭ হোসেনী এবং ১৮ মিয়া জয়জয়ন্তী।

নব নট।

১ বৃহৎ বা নটনারায়ণ, ২ কেদার, ৩ কল্যাণ, ৪ কামোদ, ৫ মল্লার, ৬ ছায়া, ৭ কদম্ব, ৮ হাম্বির এবং ৯ আহীরি নট।

সপ্ত সারঙ্গ।

১ বৃন্দাবনী, ২ মধুমাধ, ৩ গৌড়, ৪ বড়হংস, ৫ শুদ্ধ, ৬ সামন্ত, এবং ৭ মিয়াকী সারঙ্গ।

ত্রয়োদশ টৌড়ী।

১ কাফি, (মতান্তরে দেশী), ২ লক্ষ্মী, ৩ গুর্জ্জরী, ৪ মুদ্রা, ৫ খট, ৬ দরবারী, ৭ সুহা, ৮ সুঘরাই, ৯ নাচারী, ১০ জোয়ানপুরী, ১১ বাহাদুরী, ১২ আশাবরী, এবং ১৩ গান্ধারী টৌড়ী।

ভৈরব তিন প্রকার—শুদ্ধ, আনন্দ, ও মঙ্গল

শ্রী পাঁচ প্রকার—শুদ্ধশ্রী, মালশ্রী, ধানশ্রী, জয়ৎশ্রী ও শ্রীটঙ্ক।

কেদারা তিন প্রকার—শুদ্ধ, জলধর ও মারু কেদারা।

বেহাগ ঐ —শুদ্ধ, অরুণ বেহাগ ও বেহাগড়া

শঙ্করা ঐ —শঙ্করা অরুণ, শঙ্করাভরণ ও শঙ্করাকরণ।

একজাতীয় রাগিণী।

কল্যাণ জাতীয় ইমন, ভূপালী, শ্যাম ও হেমখেম

বেলাবলী জাতীয় দেওগিরি, কোকভ, আলাইয়া ও সরফর্দা।

সমপ্রকৃতিক রাগিণী।

(১) মারোয়া, পুরিয়া, ত্রিবণী ও জয়ন্ত

(২) মুলতান, ভীমপলাশী, ধানী ও রাজবিজয়

(৩) ঝিঁঝিট, খাম্বাজ ও লুম

(৪) সিন্ধু, সিন্দুরা ও কাফি।

(৫) ভৈরব, রামকেলী, বাঙ্গালী, যোগিয়া কালাংড়া ও ভটিয়ারী।

(৬) বিভাষ ও দেশকার।

(৭) শঙ্করা ও বেহাগ

(৮) সোহিনী, বসন্ত, হিন্দোল।

(৯) শ্রী, গৌরী, পুরবী, বরাটী, মালিগোরা ও সাজগিরি

(১০) বাগশ্রী, পটমঞ্জরী, ও আভীরী

(১১) হাম্বির ও কেদারা

(১২) পঞ্চম ও ললিত।

সঙ্গীতে নব রস আছে যথা—১ শৃঙ্গার, ২ রৌদ্র, ৩ করুণা, ৪ বীর, ৫ বিভৎস, ৬ ভয়ানক, ৭ অদ্ভুত, ৮ হাস্য ও ৯ শান্ত

হাস্য রসাত্মক রাগিণী।

ধানশ্রী, মালশ্রী, ভৈরবী, সুভগা, পঞ্চমী, নাটী, বেলাবলী, গুর্জ্জরী, কামোদী, চাপি, কল্যাণী, কোড়া, কেদারিকা, তুড়ী, কৌমারী, মায়ুরী, দেশকারী, সিন্দুরা রামকেলী ও ভূপালী।

করুণরসাত্মক রাগিণী।

গান্ধারী, দীপক, কল্যাণী, পুরবী, সারবী, গৌরী, পাহাড়ী, কাফি, মায়ুরী, মালশ্রী, নাটী, ভূপালী, বেলাবলী, ললিতা, পটমঞ্জরী, বৈরাগী, চাপি, মোহরাটী, বিভাষ, আলাইয়া, দেবগিরি, যোগিয়া, গান্ধার, ভৈরবী এবং সৈন্ধবী।

বীর রসাত্মক রাগিণী।

সিন্দুরা, নট, আড়ানা, কানড়া, বাগশ্রী, মালব, শঙ্কর, এবং পুরিয়া

শৃঙ্গার বা আদি রসাত্মক রাগিণী

পরজ, কালাংড়া, কেদারা, ললিত, সোহিনী, খট, বাহার ও সৈন্ধবী

সর্ব্বরসাত্মক রাগিণী

ঝুম, বাবোয়াঁ, ইমনি, পিলু, ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, ধানী, ও চিত্রা গৌরী।

রাগ সকলের যেরূপ গাইবার ঋতু নির্দ্দিষ্ট আছে, তদ্রূপ রাগিণীদিগের ও গাইবার সময় নিধার্য্য করা আছে। এ বিষয়েও অনেক মতভেদ আছে, সে সমস্ত এ স্থানে প্রকটিত করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই তবে সাধারণ প্রচলিত মতে দিবা ও রাত্রিভাগে যখন যে রাগিণী গাইবার নিয়ম, তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দিবাভাগে।

১ হইতে ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত		৬ হইতে ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত	১১ হইতে ১৬ দণ্ড পর্য্যন্ত
ভৈরব	দেব গান্ধার	বিভাষ।	সিন্দুরা।
ভৈরবী।	ভেটিয়ারী।	দেওগিরি	সৈন্ধবী।
বাগাবি	গুণকেলী	বোকভ	ব'ন্দি
রামকেলী।	আনন্দভৈরবী।	আলাইয়া।	সিন্ধু।
দেশকার।	কালাংড়া।	বেলাবলী	টোড়ী
যোগিয়া।		পটমঞ্জরী।	গুর্জ্জরী।
খট।		সরফবদা	সুধবাই
আশোয়ারী।		সুহা	কাফিসিন্ধু
গান্ধার।			

১৭ হইতে ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত	২১ হইতে ২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত	২৫ হইতে ২৮ দণ্ড পর্য্যন্ত।	২৯ হইতে ৩০ দণ্ড পর্য্যন্ত
বৃন্দাবনী সারঙ্গ।	ভীমপলশ্রী	পুরবী।	শ্রী।
মধুমাধ সারঙ্গ।	রাজ বিজয়।	পুরিয়া (দিন)	সাজ গিরি
গৌড় সারঙ্গ	ধানী	পুরিয়া ধানশ্রী।	টঙ্ক
সুদ্ধ সারঙ্গ।	ধবলশ্রী।	বরাটী	মালব
৭ঠ হংসিকা।	মুলতানী।	আহীরি।	ত্রিবণী
দেওসাক্।	পিলু	ধানশ্রী	চিত্রা
বসন্ত।	মালি গৌরা	মালশ্রী।	গৌরী
মাঝ।		ঢোল।	শ্রী-গৌরী।

রাত্রিকালে।

১ হইতে ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত।	৬ হইতে ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত।	১১ হইতে ১৫ দণ্ড পর্য্যন্ত।	১৬ হইতে ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত।
শ্যাম।	হাম্বির	কানড়া	বেহাগ।
ইমন।	কেদারী।	খাম্বাজ	বিহঙ্গড়া
কল্যাণ।	ছায়ানট।	আড়ানা।	সম্পূর্ণ
পুরিয়া। (রাত)	কামোদী	সাহানা।	টঙ্ক।
ভূপালী।		বাগশ্রী	শঙ্করা।
জয়জয়ন্তী।		সিন্দূরা	রতিবাহী।
		লুম	ঝিঁঝিট
		মেঘ	বারোয়াঁ।
			মালোয়া।
			পরজ।

২১ হইতে ২৫ দণ্ড পর্য্যন্ত।	২৬ হইতে ২৯ দণ্ড পর্য্যন্ত।	৩০ দণ্ডের সময়।
নট নারায়ণ	হিন্দোল।	ললিত।

গীত রত্নমালা।

প্রথম অধ্যায়—দেবতাবিষয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।—গণেশ।

রচয়িতার নাম।

রাগ ভৈরব। তাল একতালা।

গণাধিপ অজয় গজানন গণনায়ক।
গণপতি গুণাকর গণেশ, গুণহীনে গতি দায়ক।
গজেন্দ্রবদন লম্বোদর, যোগেস্বামী শম্বর,
তরুণ ভানু নিন্দিত তনু, ভানুজ ভয় বারক।
বিঘ্ন হরণ মূষিক বাহন, চতুর্ভুজ এক রদন,
সুন্দর রূপ আনন্দরূপ, কামদ মদ দমন ;—
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বর, ভবার্ণব নাবিক ;
কিঙ্করে কর করুণা প্রভো ! ক্লেশ কলুষ নাশক ॥ (১)

(অজ্ঞাত)

ইমন। কাওয়ালী।

প্রণতি মিনতি চরণে গণেশং।
বিঘ্ন বিনাশন ত্বং পরমেশং ; পরাৎপর পরম পুরুষং,

রামচাঁদ দাস।

পরমানন্দ-দায়ক পরম ব্রহ্ম, পরম পাপ বিনাশং।
কিবা নিন্দিত তরুণ তপন তনু সুবিরাজিতং, লম্বোদর চতুর্ভুজ
শান্তি সুশোভিতং, করীন্দ্র বদন দ্বয়ং;—
যোগীন্দ্র পূজিতং সুরেন্দ্র সেবিতং, গিরীশ সুনয়ন
মুনীন্দ্রবন্দিতং, মাতঙ্গ গমন দেহি মম শিবং, কুরু দেব
করুণা লেশং। (২)

দাশরথী রায়

ইমন। কাওয়ালী।

মানস! গণেশ ভাব না।
ভাবিলে দুখ রবে না রবিসুত ভাবনা।
সানন্দে সদা সাধে সুরেন্দ্র নাকে, ভজ গিরীন্দ্র-সুতাসুত করীন্দ্রমুখে
যদি করবে সিদ্ধি কামনা।
ভব সর্বদেহ দুঃখ সর্বকারীরে, হবে সর্ব সুখ তব এক্ষা শরীরে,
ভেবে দিব্য জ্ঞান লভ না;—
মূলে কারণ গুণ গুরু হৃদয়, পূজ্য ত্রিলোকায় অসুর ক্লেশক ক্লিষ্ট,
যার গুণনিধি বন্দে, সমস্ত, সেই মুক্তি সাধে সে জনা॥ (৩)

(অজ্ঞাত)

হাম্বির। চৌতাল।

হে গণেশ! বন্দ শ্রীকান্ত নন্দন, বিঘ্ন বিনাশন তারণ,
পতিত পাবন।
(আমার) জ্যোতির্ম্ময় যোগীন্দ্র ইন্দ্র যিনি গজানন,
পাপীরে উদ্ধারিতে তারণ কারণ;—
(চৌতাল) অনাদি অনন্ত দেব, মহাদেব সুত দেব,
ইন্দ্র চন্দ্র আদি দেব, পূজে সদা ও চরণ॥ (৪)

জয়জয়ন্তী। ঝাঁপতাল

আরে মূঢ় মন মজ, হেরম্ব চরণ রাজে
কেন উদিত হবে বিঘ্ন, সিদ্ধি হবে সর্ব্ব কাজে
হেন তরুণ অরুণ কান্তি, যাবে ভ্রান্তি পাবে শান্তি,
অবিলম্বে অবলম্ব, লম্বোদর পদাম্বুজে
একি রে মন বিড়ম্বনা? ভাল যাহা ভাল বাস না,
বিষয় বিষে বাসনা, পাদপদ্ম সুধা ত্যজে (৫)

সোহাগ একতালা।

ওরে! মন মধুকর
হের হেরম্ব চরণাম্বুজ, নয়নাম্বুজ খুলে একবার।
ওরে মূঢ় মতি একি আচরণ, বিষয় বিপিনে কর বিচরণ,
স্মরণ হলো গণেশ চরণ, কভু স্মরণ না কর।
বলি বলি শুন রে অলি নির্গুণ, মায়া গুণে মিছে কর গুন গুন,
মানসে জপ সে গণেশের গুণ, বিগুণ যাবে তোমার ;—
সেই মোক্ষ বৃক্ষ কর রে আশ্রয় কুযুক্তি বচনে দিওনা প্রশ্রয়,
হায়! প্রেয় তব হেয় জ্ঞান হয়,
মধু ত্যজ বিষ, বিষ মধুকর (৬)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—শিব

ঝিঁঝিট। একতালা।

(অজ্ঞাত)

হর শঙ্কর চন্দ্রশেখর, পিনাক শূলধারে।।
বিভূতি ভূষণ দিক্ বসন, জাহ্নবী জটাভারে।।
অনল ভালে মদন দহন, তরুণ অরুণ কিরণ নয়ন,
নীলকণ্ঠ রজত বরণ, মণ্ডিত ফণীহারে।*

রচয়িতার নাম।

উক্ষারূঢ় ধবল অঙ্গ, অক্ষমালা শোভিত বক্ষ,
যক্ষ রক্ষ পিশাচ পক্ষ, (প্রভু !) রক্ষহ ভব পারে ॥ (১)

(অজ্ঞাত)

খাম্বাজ। কাওয়ালী।

শঙ্কর শিব সঙ্কটহারি ! ।
নিস্তার প্রভো জয় দেব দেব ! ।
সংসার সিন্ধু সেতু, কে করে পার, তোমা বিনে আর ?
হে দীননাথ ! চরণারবিন্দ হে ! যাচি তোমারি । (২)

প্যারীচাঁদ মিত্র

খাম্বাজ। মধ্যমান।

নও তুমি কেবল কাশীবাসী (বিশ্বেশ্বর হে !)
যেখানে ভ্রমণ করি সেই বারাণসী
তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানা রত্নে পরিপূর্ণ, প্রকৃত অন্নপূর্ণ
তুমি ব্রহ্মাণ্ড নিবাসী।
স্নান তীর্থ নাহি দেখি, চিত্ত তীর্থে সদা সুখী,
ধন মান চাহি না হে ! শান্তি অভিলাষী ॥ (৩)

রামপ্রসাদ সেন

ভৈরব। একতালা।

শঙ্কর হর ভাং বিভোর, আধ মগন আঁখি বিশাল।
ধুতুরা কর্ণ রজত বর্ণ, কটিতটে শোভে ব্যাঘ্র ছাল।
ভোঁও ২ ভোঁও বাজে ভোরঙ্গ, ডমরুতে ধরে তাল ;
তাহে ববম্ ২ ববম্, ববম্ বলে বাজিছে গাল।

রঘুনিস্তার দাস।

ঝুল ২ ঝুল জটাতে গঙ্গা, ফং ফং ফণীরব ভয়াল ;
যোগ নিরত পরম যোগী, অলকে বহ্নি তিলক ভাল
নন্দী ভৃঙ্গী বিষম ঝিঙ্গী, সঙ্গে সঙ্গী প্রমথ জাল ;
তাতাথৈ ২ তাতাথৈ, তাতাথৈ নাচে তাল বেতাল (৪)

দাশরথী রায়।

ভৈরবী একতালা।

ত্রাণ কর হে শঙ্কর ! ।
আশুতোষ নাম, গুণে গুণধাম, হর মম দুঃখ হর ২।
বিপদ কাণ্ডারী প্রভু ত্রিপুরারি, বিখ্যাত গুণ ত্রিপুর ;
পাপে হয়ে ভারি, ভবে ডুবে মরি, ওহে গঙ্গাধর ধর ২।
ওহে ত্রিনয়ন ত্রিতাপহারি ! ত্রিপুরান্তক ত্রিশূলধারি !
ত্রিজগত পাপ তাপ নিবার ,—কৃপা নয়নে হের,
কি করি শঙ্কর, শমন কিঙ্কর, বাদে কর হে কি কর ?
জয় জয় শত্রু জয়, ওহে মৃত্যুঞ্জয় !
দাশরথী কাঁপে থর থর (৫)

আশুতোষ দেব

আলাইয়া। চৌতাল।

শিব শম্ভু সদানন্দ, শূলপাণি সর্ব্বেশ্বর ।
ব্যোমকেশ বৈদ্যনাথ, বৃষভবাহন বক্রেশ্বর।
বামদেব বপু বিহীন বসন, বিশ্বেশ্বর ভব ভয় ভঞ্জন,
ভক্ত বৎসল দীননাথ দুঃখ মোচন, দক্ষ দলন দিগম্বর।
পরম যোগী পরমাত্মা, পশুপতি পরশুকর,
গিরিজাপতি গঙ্গাধর ! গিরিশচন্দ্র গোপেশ্বর,
আদিনাথ অম্বুজাক্ষ, আশুতোষ অলকেশ্বর (৬)

পাঁচালীর নাম।

দাশরথী রায়।

আলাইয়া। একতালা।

শিবের নাথ হে শিবের নাথ! শঙ্কর অপার পার মহিমে
অনাথবন্ধু হে অনাথ! নাথ নাম বোলিছে।
শিরে শোভে জটাজুট, শূল হস্তে ধরিলে;
দেব উক্ত পক্ষ বক্ষে, ভক্ত মুক্ত করিলে।
ভালে ভাল শোভা শিরে সুচন্দ্র কিরণে;
দেবাদিদেব সব অসুর নাশ করিলে।
বিশ্বনাথ শব অঙ্গ ভূষণ ভস্ম ভূষিলে;
সর্বদাতা মোক্ষদাতা, কর্তা ত্রিভুবনে।
রঙ্গে ভঙ্গে ভুজঙ্গ সঙ্গে গঙ্গা জল মানিলে;
ব্যোমকেশ ভীম ভৈল পতিত উদ্ধারিলে।
প্রাচীন প্রাচীন প্রভু, হে পতিত পাবনে!
হৃদয়ে রক্ষ বিশ্বেশ্বর, ত্রৈলোক্য পোষিলে॥ (৭)

দাশরথী রায়

সিন্ধু। ঝাঁপতাল।

শিব শঙ্কর শশধর ধর, হে গঙ্গাধর হর
অশেষ গুণ ধর, শেষ বিষধর ধারি।।
গিরিশ গৌরীশ, মহেশ পশুপতি শশী কর,
ত্রিপুরহর আশুতোষ, এ শিশু দোষ বিনাশ,
করিতে তোষ হে মহেশ, আশু হৃদে ধরি।।
কাল ভয়ে শরণাগত, শমন কিঙ্কর ভীত,
প্রণাম তুমি ওহে কাল কালবারি।—
ও পদে ভক্তিহীন মূঢ়মতি, গতি বিহীন আমি হে অতি,
অগুণে গুণবিহীন, দীন দাশরথীরে,
তুমি ত্রাণ কর যদি ভব তরা বারি।। (৮)

রচয়িতার নাম

(অজ্ঞাত)

পূরবী। আড়াঠেকা।

হে শিব শঙ্কর। হর হর বিশ্বেশ্বর।।
কাশীপতি, আশুতোষ গঙ্গাধর
বাজিছে বিবিধ তাল, শুনিতে অতি রসাল,
বব বম্ বাজে গাল, শুনিতে কি সুমধুর।
যে জপে তোমার নাম, রাঙ্গা পায়ে তারই ধাম,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, দেহ তারে মহেশ্বর।
তুমি না করিলে দয়া, কে দিবে আর পদছায়া?
ভব বশ মোহ মায়া, তুমি প্রভু সারাৎসার (৯)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ইমন কল্যাণ। একতালা।

নমো নমো শশাঙ্ক শেখর, নমো বাঘাম্বর নমো বৃষভ বাহন।
নমো ত্রিলোচন, নমস্তে শঙ্কর, নমো বিভূতি ভূষণ।
শিব শম্ভু হর, নমো যোগীশ্বর, নমো মদন শাসন.
রজত ভূধর, জগত ঈশ্বর, ফণী ভূষা শব আসন
সমাধি ঈশান। বাদন বিষাণ, নীলকণ্ঠ নমো নমো,
অতি দীন দাস, পদে তব আশ, দেখো নাহি জন্মে ভ্রম ১০

ভূপালী। কাওয়ালী

জয়, শঙ্কর শিব শূলপাণি।
গলেতে হাড়ের মাল, ববম্ বাজিছে গাল,
শিরেতে শোভিছে কাল ফণী
অনাদি অনন্ত মহেশ দিগম্বর, অনঙ্গ অন্তক বসন বাঘাম্বর,
বম্ বম্ হর হর, ভোলা মহেশ্বর।
বামেতে বিরাজে ভবরাণী,
(শিরেতে বিরাজে সুরধুনী) (১১)

রচয়িতার নাম

দাশরথী রায়।

সুরট । ঝাঁপতাল ।

বঞ্চিত কোরনা মুক্ত কিঞ্চিত করুণা শিব ।।
ভব। তব করুণা বিনে, ভবে আর কত আসিব ?।
বিনা করুণা উদ্ভব, কত দিন বলহে ভব।
কূল বিহীন হয়ে ভব জলধি জলে ভাসিব ?।
ওহে সঙ্কট বিনাশি। কবে বিলাবে করুণা রাশি ?
যারা বাদী ভজনে আসি, স্বজনে কবে নাশিব ?।
দাশরথী বাসনা যোগি। যবে হব জীবন ত্যাগী,
হয়ে মোক্ষ ফলভাগী, ভাগীরথীতে ভাসিব ॥ (১২)

(অজ্ঞাত)

নটবেহাগ । ঝাঁপতাল ।

জয় শিব শঙ্কর, হর ত্রিপুরারি ।।
পাশী পশুপতি, পিনাকধারি ।
শিরে জটাজুট, কণ্ঠে কাল কালকূট, সাধকজনগণ মানসবিহারী ।
ত্রিলোক তারক, ত্রিলোক পালক, পরাৎপর প্রভু মোক্ষ বিধায়ক,
করুণা নয়নে হের, ভকত জনে,
লয়েছি শরণ, পদে তোমারি । (১৩)

রামপ্রসাদ সেন।

বেহাগ । একতালা ।

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া ।
(শিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম্, ভোঁ ২ ভোঁ বম্ বম্,
ববম্ ববম্ গালবাজিয়া ।
মগন হইয়ে প্রমথনাথ, নটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি ২ কোটি দানব সাথ, শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া ;—
কটিতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় দুলিছে হাড়ের মাল,
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরল জালিয়া।

রচয়িতার নাম

শশধর কলা ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিয় লোভে,
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া ;—
আধ চাঁদ কিবা করে চিকিমিকি,নয়নে অনল ধিকি ২ ধিকি,
ও অলিত হয় থাকি ২ থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ।
বিভূতিভূষণ মোহন বেশ, তরুণ অরুণ অধর দেশ শব আভরণ
গলায় শেষ, দেবের দেব যোগিয়া ;—বৃষভ চলিছে খিমিকি ২,
বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ২, ধরত তাল ত্রিমিকি ২,
হরিগানে হর নাচিয়া
বদন ইন্দু ঢল ২ ঢল, শিরে স্রবময়ী করে টল ২, লহরী উঠিছে
কল ২ কল, জটাজুট মাঝে থাকিয়া ,—হ সাদ কহিছে
এ ভব ঘোর, শিয়রে শমন করিছে জোর, কাটিতে নারিনু
কর্ম্ম ডোর, নিজ গুণে লহ তারিয়া । (১৪)

বসন্ত । কাওয়ালী ।

দাশরথী রায় । কাতরে উদ্ধার হে উমাকান্ত ।
গেল দিন ত নিকট কৃতান্ত
হর পাপ কৈলাসবিহারী পাপহারি ! ফণীহার হর নৈলে আমি ,
এ অনন্ত হারি ; কে আর লইবে ভার, কে আর করিবে
পার ? অপার সংসার সাগর ঘোর, হর তুমি যদি কর
দুঃখের অন্ত ।
তৎপদ বিহীন ভক্তি রতি, কাতর অতি দাশরথী, দেহ রথে
আমার অজ্ঞান সারথি ;—মন অশ্ব বাঁধা তাতে.
অসার সারথি মতে, না চলে ভক্তিপথে, মজালে সুতে ;
করে কুপথ গমনেতে কালান্ত । (১৫)

পরজ বাহার । ঝাঁপতাল ।

(অজ্ঞাত) দীনে কৃপা কর
হর গঙ্গাধর দিগম্বর ! অশিব নাশিয়ে শিব ! দীনে নিস্তার ।

রচয়িতা ...।

কি কহিবে ... রাঘব, তুমি হে দেব উত্তম, কে আছে তোমা'র
সম ? মনোহর কলেবর।
মহাযোগী যে ধ্যানে, যোগে সিদ্ধ তুমি হলে, [illegible] নাম বলে,
দেব সকলে; জানিয়া কৈলাস কাশী, [illegible]
অন্তে পাব ভবরাশি, [illegible] জ্ঞান অপার (১৬)

পরজ বাহার। কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) জয়, বিরূপাক্ষ ত্রিপুরারি।
কটিতে বাঘাম্বর, ভস্মাঙ্গ কলেবর, গঙ্গামালা জটাধর,
ত্রিশূল ডমরু ধারি।।
ঢুলু ২ ঢুলনয়ন সিদ্ধি পানে, বৃষোপরি আসন ভ্রমণ শ্মশানে,
বিধি আদি সুর তব মহিমা না জানে,
মূঢ় নরে কি কহিবে ওহে মদনারি।।
ববম্ ২ বিষাণ বাজে, ফণী ধরিয়া ফণা গম্ভীর গরজে,
অঙ্গ শশধর ভালে সাজে, শিরে কুলু ২ করে
সুরধুনী বারি॥ (১৭)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—হরি।

রূপবর্ণন।

ঝিঁঝিট। আড়াঠেকা।

শ্রীধর কথক। জনম মরণ কষ্ট, নষ্ট আজ কৃষ্ণ দরশনে।
কিবা সে উৎকৃষ্ট রূপ, আকৃষ্ট করিল মনে।
আজ আমার কি শুভাদৃষ্ট, সম্মুখে দাঁড়ায়ে কৃষ্ণ,
মুখে বলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, লীন হল কৃষ্ণ চরণে॥ (১)

রচয়িতার নাম

বাগেশ্রী। ঠুংরি।

রামগোপাল মুখোপাধ্যায়

ভাব নব নীরদ বরণ
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা হরি, শ্রীনন্দনন্দন
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশাঙ্কিত, কমলা কর সেবিত, চরণ যুগল স্থিত,
পীতবসন
যশোদা অঞ্চল নিধি, কৌস্তুভ শোভিত হৃদি,
দোলিত কুণ্ডল শ্রুতি, মুরলী ধারণ
চন্দন চর্চ্চিত ভাল, গলে দোলে বনমাল,
ভক্তজীবন গোপাল, গোপাল ভাব (২)

খট ভৈরবী। একতালা।

দাশরথি রায়।

ওহে হরি! কি রূপ ধরিলে?।
ত্যজে পদ্মাসন, মদনমোহন, মদনান্তক হৃদে দাঁড়ালে।
কেন হরি পীতবাস পরিহরি, কি ভাবে এ ভাব সে ভাব
পাসরি? গোলোকের ঈশ্বরী, কোথা সে কিশোরী?
মোহন বাঁশরী, কোথায় লুকালে? (৩)

আড়ানাবাহার তিয়ট।

প্রাণকৃষ্ণ হালদার

সেইরূপে হৃদে হরি! হও হে উদয়
যাতে ভুলালে ব্রজপুরের গোপিনীচয়
সে যে সজল জলধর, শ্যামল কলেবর, সহাস্য ওষ্ঠাধর,
অপূর্ব্ব গমন।
তাহে তপ্ত কাঞ্চন বর্ণা, শরদিন্দু বদনা, সৌদামিনী সম যে
শোভা পায়;—এই সাধ মনে করি, বামে লও রাসেশ্বরী,
প্রাণকৃষ্ণেরি হরি, শমন ভয়। (৪)

রচয়িতার নাম

পরজবাহার। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত)

কি বঙ্কিম ঠাম ? শ্যাম ! নটবর বেশ।
হেরে মোহন মূরতি, মোহে শত কাম
তিন ঠাঁই হয়েছে বাঁকা, পাঁচনী দিয়েছে ঠেকা,
চূড়ার উপর ময়ূর পাখা, তাহে রাধার নাম (৫)

কালাংড়া। খেমটা।

(অজ্ঞাত)

ক্ষীরোদ সিন্ধুনীরে, কি রূপ মাধুরী
নীল জলে নীল তনু, নীল লহরী।
ফুল বনফুল দল দুলছে চারু গলে, চঞ্চলা চপলা
যেন জলদের কোলে ;—পীত ধড়া, বাঁকা চূড়া,
কি শোভা হেরি। (৬)

স্তবন।

ভৈরবী। একতালা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ভজ রে মন নারায়ণ, অনাদি অখিল কারণং।
দেবকীসুত দামোদর, দ্রৌপদী ভয়ভঞ্জনং।
মাধবী মানস মোহনকারী, মনোহর রূপ মুরলীধারী,
বৃন্দাবন বিপিনবিহারী, রূপ বারিদ গঞ্জনং
কেশীমথন কালীয়দমন, কংস দানব ঘাতনং,
রাধিকারমণ রসিক রতন, কুঞ্জকানন রঞ্জনং॥ (৭)

ঐ ছেপ্‌কা।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

কালীয় মর্দ্দন, কংস নিসূদন, কেশীমথন বংশীধারে।।
খগপতি বাহন, খেচর পালন, খিন্ন জন ধনাধারে।।
গোকুল গোলোকচন্দ্র গদাধর, গরুড়বাহন গিরিধারে।
ঘন ২ ঘুঙ্ঘুর ঘোষক ঘনতনু, ঘোর তিমির সংহারে।

রচয়িতার নাম।

চঞ্চল চম্পক চারু চটুল চল, চীর চতুর্ভুজ চৈদ্য হরে।
ছদ্ম বামন ছিন্ন রাবণ, ছলিত বলি বল গৌরবে
জগজন জীবন জৈন জনার্দ্দন, জলদ জলজ রুচি চৌরে।
ত্রিভুবন তারক, তাপনিবারক, তরুণ তনুজিত তোযধরে।
দৈত্য দল বল দলন দুঃখ হর, দুরিত দাহক দেব হরে।
নূতন নীরদ নীল কলেবর, নন্দনন্দন নবকারে।
পতিতপাবন পরম কারণ, পীত পটু পটধারে।
বল্লব বালক বিপিনবিহারক, বংশীবট তটতীরে
ভুবন ভূষণ ভকতিভাজন, ভীমভবভয় তারে।
মদনমোহন মানসমোহন, মঞ্জু মধুপুর মান হরে। (৮)

রামকেলী। কাহারবা।

(অজ্ঞাত) জয় যদুনন্দন জগত জীবন, জগন্নাথ জগতার জি।।
বৃন্দাবনমে ধেনু চরাওয়ে, সঙ্গে লয়ে ব্রজবালা জি.
যমুনা পুলিনে শ্রীরাধা সনে, বিহরত বংশী বাজাওয়ত জি।
নিকুঞ্জ বনমে, কুসুম কাননমে, ভ্রমরা হরিগুণ গাওয়ত জি।।
(৯)

রামকেলী। একতালা।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়। জয় ব্রজেশ্বর জগদীশ্বর, জগজ্জন জগৎ পালন।।
হৃষীকেশ হরি রাসবিহারি। রমানাথ রাধামোহন।
হরি বিশ্বম্ভর বংশীধর, শ্রীধর গিরিধারণ। তুমি, অনাথের নাথ,
শ্রীপতি শ্রীনাথ, দীননাথ দীনতারণ।
ত্রিলোক পালক বালক বেশেতে, কর বসুদেব দুঃখ নাশন;
তুমি, নরকান্তকারি। নরকান্তি ধরি নরকুলে জন্মগ্রহণ
হরি, ভকতবৎসল ভবতারণ, ভানুজ ভয় ভঞ্জন। তুমি,
গোলোকের পতি, অগতির গতি, গোকুলচন্দ্র গোপীমোহন।

রচয়িতার নাম।

হে হে বামন বিশ্বজন পালন, বরাহ মুর্ত্তি ধর বসুধা উদ্ধারণ,
বসুদেব বনমালী বারিধি বন্ধন, বৈকুণ্ঠনাথ হে বিরাট বিশ্বস্তব!
হে পীতাম্বর পৃথিবীর প্রতিপালক, সংহারক ত্বং পরমেশ্বর;
পদ্ম পলাশলোচন, পুরুষোত্তম! পাদপদ্মে রাখ, আমি অতি পামর (১৬)

সাধন

ভৈরবী। একতালা।

প্যারিচাঁদ মিত্র

মনোযোগে মনোযোগ কর হে সাধন
এ নয় অসাধ্য সাধন
কি প্রয়োজন আসন? কি প্রয়োজন চন্দন? রেচক পূরকে নাহি কিছু প্রয়োজন
অনুতাপ অগ্নি জ্বালি, চিত্তমধ্যে দেহ ঢালি, শ্রদ্ধা ভক্তি হবি দিয়া, কর হে দাহন
মন অতি সমল, কর তারে নির্ম্মল, পাইবে হে বিমল অমূল্য রতন (১৭)

কল্যাণ। মধ্যমান।

দাশরথি র'য়।

রাগ চণ্ডালেরে আগে, প্রাণে কর নিধন
ভূত হবে বশীভূত, সব রিপু পরাভূত, গুরুদত্ত মহাতত্বমসি কর আরাধন
আগমে বলে ঈশান, শ্মশানে সে এই প্রাণ, "মরা" ২ বলিতে হইবে "রাম" সম্বোধন;—সাধনের এই সার, আশার হবে সুসার, সদাশিব শব সাধে, সাধে সে পরম ধন (১৮)

রচয়িতার নাম

সুরট মল্লার আড়াঠেকা।

রঘুনাথ রায়

অবিদ্যা ঘনে করিল, নিবিড় অন্ধকার
অহমিতি মমেতি নাদ, গর্জ্জয়ে বারম্বার
ধনাশা বায়ু প্রচণ্ড, বহে প্রতিক্ষণ দণ্ড, শশকা করকা বর্ষে,
মোহ বারিধার
পড়িয়া দুর্যোগে হরি, অন্ধবৎ সদা ফিরি, হেরি কদাচিত যদা,
তড়িত সঞ্চার;—দুঃখানলেতে মূর্চ্ছিত, বস্তু ভ্রমে
মোহান্বিত, অকিঞ্চনে এ যাতনা, (কৃষ্ণ) দিও না
বার বার (১৯)

খট। একতালা

নীলকণ্ঠ অধিকারী।

একবার ডাক্‌রে বীণে তারে, সুমিলিত তারে, ভবাব্ধি
দুস্তারে, নিস্তারে যে জন
অন্য রাগে ত্যজ, অনুরাগে মজ, (একবার) মধুর স্বরে বাজ,
শ্রীমধুসূদন
ওরে সপ্ত স্বরে পূর্ণ করি তিন গ্রাম, শ্রীরাগে শ্রীকণ্ঠে ডাক্‌রে
অবিরাম, নামের ফলে পাবি অন্তে মোক্ষধাম, পূর্ণকাম
হবে সত্বরে এখন।
তুমি বিনে বীণে! নাই অন্য বল, ত্যজে কুপ্রবৃত্তি হরি হরি বল,
(ভবে) তরিবার সম্বল, আর কি আছে বল? সার কেবল
সেই শ্রীহরির চরণ
ওরে, বহুদিন তোমায় রেখেছি সুতারে, তুমি রক্ষা মোরে
কর রে এই বারে, ধর্‌বে যখন করে শমন কিঙ্করে,
উচ্চস্বরে হরি বলিবে তখন (২০)

রচয়িতার নাম

দেওগিরি কাওয়ালী

মধুকান শোন্ রে বীণে। কি শুনবিনে ?
মোরে নাম কি শুনাবি নে ? ছেড়ে কুবোল সদাই কেবল,
হরিবোল বিনে বলবি নে
যখন বন্ধন কর্‌বে তারে, তবে ২ ডাক্‌বি তাঁরে, জ্ঞান না
ভব তুস্তারে, কে তারে আর তিনি বিনে
যতন করে বীণে তোরে, রেখেছি এই করে করে ; চিন্‌লিনে
সে বেণুকরে, যে দীনেরে কৃপা করে ;—যাঁরে ধ্যানে
না পায় ভব, বীণে ! যদি তাঁরে ভাব, সুদন বলে তবে
ভবপারে যেতে আর ভাবিনে (২১)

ঐ। ঐ

ঐ বিফলে দিন যায় রে বীণে,
শ্রীহরির সাধন বিনে ; অসার খলু সংসারে, সারাৎসার নাম
শুনা বীণে !
বৃথা গুন গুন রবে, কি গুণ গাও সগৌরবে ? নির্গুণে আর কে
ভাবিবে, গুণাতীত গুণ বিনে ?
জান বীণে অনুরাগ, জান কত রাগিণী রাগ ; ভক্তি রাগে যুক্ত
কর রাগে যেন ঘটে বিরাগ ;—মূল কথা শোন্ মন দিয়ে,
মূল মন্ত্র শিখাইয়ে, মূলতানে আলাপ করিয়ে, মজ বিশ্বমূল
তানে
দীপক বাসনা জ্বলে, যেন জ্বলে প্রেমানলে ; নির্ব্বাণে পাইবে মুক্তি
মল্লারে আনহ জলে ;—ত্যজিয়ে মনের ভ্রান্তি, শিখাইয়ে
জয়জয়ন্তী, যখন জয় জলদকান্তি, জয় হবে যম নিদানে
(অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই)(২২)

রচয়িতার নাম

সুরট মল্লার একতালা

গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার

বৃথা দিন গেল রে বীণে ডাকরে বীণে মধুর রবে
শ্রীহরি বল বিনে বীণে। রবিনে আর অন্ত রবে
কর্ রে বীণে উপাসনা, কর্ রি নে আর দুর্ব্বাসনা,
করিলে সে নাম ঘোষণা, রবি তনয় দূরে যাবে
ওরে! না বলিলি হরি গুণ, তোর্ গুণে কি তবে গুণ?
ওরে বীণে তব গুণ, লোকে গাবে কোন্ গৌরবে?
ডাক্ রে বীণে গুণে, গুণে, নিজ গুণে সে নির্গুণে, দিনহীন
গোবিন্দের যেন, যেতে হয় না ঘোর রৌরবে (২৩)

খাম্বাজ একতালা।

দাশরথী রায়

জীব মীন রে, জীবন গেল
কাল পেয়ে কাল ধীবর এল; বিষয় বারি ক্ষেত্রে,
টান্‌বে কর্ম্মসূত্রে, ফেলিয়া অঞ্জাল জাল।
কেন আশ্রয় কর্‌লি এ সংসার বারি? কাল জাল যায় ফেল্‌তে
অধিকারী, এ পাপ জলহরি পরিহরি হরিচরণ গভীর
জলে চল
দাশরথী বলে নয়ন জলে ভাসি, জল কেন হয়ে সে জল
অভিলাষী? যে জল মাঝারে জলে দিবানিশি, কলুষ
বাড়বানল (২৪)

ঐ। ঐ

গোবিন্দ অধিকারী।

জীব কেন রে অচৈতন্য?
দ্বৈত জ্ঞান ত্যজ, শ্রীঅদ্বৈত ভজ, নিত্যানন্দে মজ, পাবে
চৈতন্য।

রচয়িতার নাম।

শ্রীবাস গদাধরের অতুল মাহাত্ম্য, প্রভু তুল্য কিন্তু নাহিক প্রভুত্ব,
পভুতে দাসত্ব এই পঞ্চতত্ব, যে করে রে তত্ব (সেই তত্বজ্ঞানী)
স্বসত্বেতে ধন্য
প্রভুর প্রিয়তম ছয় গোসাঞী গুণবন্ত, দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টী
মোহান্ত, শান্ত মহাদান্ত ;—ভক্তের আদি অন্ত, কে করিবে
অন্ত, অনন্ত এান্ত জীব ত সামান্য
প্রভু শ্রীনিবাস ! পূরাও অভিলাষ, ঘুচাও অভিলাষ হৃদয়ে কর বাস,
দেহ শ্রীপদে বাস ;—দাসের এই আশ্বাস, তব দাসের
দাস, কর গোবিন্দ দাসের বাসনা পূর্ণ (২৫)

বৈরাগ্য।

খাম্বাজ আড়াঠেকা।

দাশরথি রায়

জীবের আর কদিন এ দেহে জীবন রহিবে ?
আজি যদি না বল তবে, কৃষ্ণ কথা আর কবে কবে ?
দেহ তত্বে মন দেহ, এ দেহ সদা সন্দেহ, চিন্ত নীলদেহ
গিছে, দেহের গৌরবে রবে
কি চিন্ত রে দাশরথি, অতীত দিন অল্প অতি, আর
কবে শরণ হরির, চরণ প০বে লবে ? (২৬)

পিলু জৎ

বিষ্ণুরাম
চট্টোপাধ্যায়

এক দিন হায় এমন হবে, এ মুখে আর বল্‌বে না
এ হাতে আর ধর্‌বে না এ চরণে আর চল্‌বে না
নাম ধরে ডাকিবে সবে, শ্রবণে তা শুন্‌বে না ;
পুত্র মিত্রে জগৎ চিত্রে, নেত্রে নিরখিবে না।
অসাড় হবে এ রসনা, আস্বাদন আর কর্‌বে না ;
ভাল মন্দ কোন গন্ধ, নাসিকাতে লবে না।

রচয়িতার নাম

রাজ-সিংহাসন ছাই মাটি বন, এ বিচার আর থাক্‌বে না ;
বন্ধনে দহনে দেহে, যাতনা জান'বে না।
হবে সাঙ্গ অবশাঙ্গ, সঙ্গে কিছুই যাবে না ;
তাঁরে, এই বেলা ডাক্ ডেকে নে রে ডাক্‌তে সময়
মিল্‌বে না (২৭)

সিন্ধু কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত)

তাঁ বিনে পার পাবিনে পারাবারে
বলি তাই বারে ২ ; পারের কাণ্ডারী হরি, হরি
বিনা কে নিস্তারে ?
ধন জন পরিবার, কোন্ কর্ম্মের তোমার ? (তারা) পার্ ক'রে না
করিতে পার , বরং ডুবাতে পারে পাথারে রে। (২৮)

ললিত আড়াঠেকা

পরিব্রাজক
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন

জাগ রে নিদ্রিত জীব। ঘুমাইবে আর কত ?
চেতন হয়ে দেখ চেয়ে, শিয়রে কাল সমাগত।
পেয়েছ মনুষ্য কায়া, ত্যজরে বিষম মায়া, লয়ে
মিথ্যা সুত জায়া, দিনে২ দিন গত ;
কুবাসনা পরিহরি, সদা বল হরি ২, বহিবে প্রেম
লহরী, হৃদে অবিরত ;—পূর্ণ হবে রে কামনা,
রবে না আর ভয় ভাবনা, পাবে না যম যাতনা,
হরি গুণ গাও সতত (২৯)

রচয়িতার নাম

ভৈরবী পোস্ত

নবচন্দ্র রায়

ওরে . মন তোর পায়ে ধরি, যা বলি তা শোন্
বিরলে বসিয়ে ভাব, শিবের সেবিত ধন
কি কারণে মোহাবেশে, অচৈতন্য আছ মন ? ঐ যে,
বেদের বাজি সকল ফাঁকি, হাঁসের ডিম দেখায় যেমন।
তুমি কার কে তোমার, কার জন্যে জ্বালাতন ?
দেখ, পলকে সৃজন হয়, পলকে হয় পতন
সকল কি তোর সঙ্গে যাবে, যত কর উপার্জ্জন ?
ম'লে, হবে দণ্ডী দিবে পিণ্ডি, ঊর্ণা তণ্ডুল সম্ভাবন
তুমি চঞ্চল হয়েছ বড়, যাবে ব'লে বৃন্দাবন ;
তোমার হৃদাসনে রাধাকৃষ্ণ, তাঁরেই কর দরশন
দ্বিজ নবচন্দ্র কয়, শ্যামা কভু মেয়ে নয় ; সে যে
বাজায় বাঁশী, ধরে অসি, অন্তে হয় সে নারায়ণ (৩০)

ঐ। একতালা।

(অজ্ঞাত)

গেল দিন দীনবন্ধু ব'লে ডাক্‌রে রসনা।
যদি পেয়েছ মানব জনম, হেলাতে হারাইও না
মিছে কাল কোরনা গত, সন্নিকটে কালাগত, হও রে
জাগ্রত ; ওরে নামামৃত অবিরত পান বিনা
প্রাণ পাবি না
ভাই বন্ধু সুত দারা, কেবল সুখের সুখী তারা,
তাদের না দেখ্‌লে সারা ; যে দিন হবি রে
ভাই ভব ছাড়া, সঙ্গেতে কেউ যাবে না। (৩১)

রচয়িতার নাম

আলাইয়া একতালা

দাশরথী রায়

গেল রে দিন গেল একান্ত
কি কর মম মানস ভ্রান্ত ? নিন্দি নীলকমল রূপ
হৃদ্‌কমলে, ভাব সে কমলাকান্ত।
মুদিলে নয়ন সব অন্ধকার কেহ নয় আমার আমি নিরাকার,
কর সেবা কার, ঘরে কেবা কার, হব রে জায়া সুত ?
না শুন শ্রবণ সুমন ভারতী, ভব নিস্তারণ তোমার
ভারতী, কেন চিন্ত না রে তাঁরে দাশরথি ?
(স্বীয়) শিয়রে অসুর ভাবে কৃতান্ত (৩২)

টোড়ী। কওয়ালী।

দাশরথী রায়

জীব! জাননা কি হবে জীবনান্তে ?
আছে চরমে পরমাপদ, শমন সহ বিবাদ, পারবে না
হরির চরণ বিনা জিন্তে
(দুর্ল্লভ) জনম লইয়ে ভবে কি লাভ করিতে এলি ? (যখন)
জননী জঠরে ছিলি সে কথা কি ভুলে গেলি ?
বলেছিলি ভজিব শ্রীকান্তে ;—পরিহরি হরি পদ,
পরিবারে সদা সাধ, ভবে গিছে কেন পরিবাদ
এলি কিন্‌তে ?
অদ্য অথবা দেহ শতান্তে যাবে রে, নাহি রবে ত
বয়েছ কি গৌরবে রে ? নাম যাবে দাশরথি
শয়ন করিয়ে ক্ষিতি, নয়ন মুদিয়ে হরি শব রে ;—
যাবে দারা সুত সহিত উৎসব রে,—শব দেখি
যাবে সবে, তখন সে ভার কে লবে, কেন না
মজিলি কেশবের পদ প্রান্তে ?। (৩৩)

রচয়িতার নাম

আলাইয়া ঢিমা তেতালা।

দাশরথি রায়। হরি পদ-পঙ্কজে মজ মনভৃঙ্গ রে।
বিষয় কিংশুকে, বিহর কিং সুখে, সুখ সরোবরে
সিদ্ধ।
বিষয় বিষ ত্যজি বিশাল কাল সামাল, কি কর কাল
মতে কাল গেল ২, নিকটে কাল আর
কেন কর কাল ব্যাজ?
ওরে মূঢ়মতি যত অসার পসার, যদি সুসার বাসনা
কর কর সার সারাৎসার, সেই ব্রজরাজ ;—
জন্মাবধি কর মম ধন মম গৃহ, জনমে নীলদেহ
চরণে না মন দেহ, ধিক্ দাশরথি দেহ ধ'রে
কি করিলি কাষ? (৩৪)

মুলতান। ঐ।

ঐ শ্রীকান্ত শ্রীচরণ ভাব রে মন.
হল দিন্ ত অন্ত শ্রীকৃতান্ত আগমন
এ সংসার কেন আর? সব অসার কর সার, কেবল
ভবসার স্থান যে জন
আছ কি ভাবে কি পাপে জ্ঞান হারা? নিদানে কি
ধন দারা সুত দ্বারা? মুদিলে তারা তারা কে
তখন? না রেখে পার্থসারথি পদে রতি,
ব্যর্থ দিন গত রতিগত দাশরথী, দেখ না
মন সিয়রে শমন (৩৫)

রচয়িতার নাম

ছায়ানট। কাওয়ালী।

দাশরথী রায়। গোবিন্দ গুণধাম! কে জানে তোমার মায়া?
হর ২ হরারাধ্য হরি ধন জন মায়া; দীনহীন
ভ্রান্ত পামরে দেহ পদ ছায়া
দীনবন্ধু তনয় কেহ নয় এ দিছে প্রলয়, দীনে রক্ষ তুমি
মোক্ষধাম হে! শ্যাম হে!—শিবের সম্পদ পদ, প্রদানে
হর বিপদ, নিরাশ্রয়ে নিরাপদ, কর হে নীরদ কায়া ॥

(৩৬)

সুরট। একতালা

নীলকণ্ঠ অধিকারী। কত দিনে হবে প্রেমের সঞ্চার?
হয়ে পূর্ণকাম, বল্‌ব হরি নাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার
কব হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন?
সংসার বন্ধন, হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।
কবে পরশ মণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন?
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার;—
(হায়) কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের
ভরম, কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার?।
মাখি সর্ব্ব অঙ্গে গুরুপদ ধূলি, কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেম বারি দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি ২ প্রেম যমুনার;—
প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়া সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার (৩৭)

বাহার। রূপক।

(অজ্ঞাত) কারে আপন ২ বলে ভাবিস্ মন?
তুমি কার, কে তোমার আছে আপন?।

রচয়িতার নাম।

পাসরিয়ে আত্ম তত্ত্ব, না ভজিলে পরমার্থ, অনিত্য বিষয়ে
মত্ত, ভুলে সত্য সনাতন
ভাব বিপিন বিহারী, দ্বিভুজ মুরলীধারী, ভক্তের প্রাণধন
হরি, সব জীবের জীবন (৩৮)

রামপ্রসাদী সুর। একতালা।

ঐ আর কবে চৈতন্য হবে ?।
বল, আলস্য শয্যায় শুয়ে, কত কাল জেগে ঘুমাবে ?।
ঐ যে শুনিছ কাণে, কাঁদতেছে উচ্চ রবে ;
তোমার মতন একজন চলে গেল, সর্ব্বস্ব তার
রইল ভবে।
মনে ভেবে দেখ যে দিন, ঐ দশা তোমার হবে ;
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, ভবের বিভব কোথায় রবে ?
ধর্ম্ম ধনে হও রে ধনী, যে ধন তোমার সঙ্গে যাবে।
কর তাঁর শ্রীচরণ হৃদে ধারণ, পরকালে যাঁরে পাবে (৩৯)

দেশ। কাওয়ালী।

নীলকণ্ঠ অধিকারী কবে হব হরি ধনে ধনী ?
করিব খনন হৃৎরত্ন খনি ; নিরখিব তার মাঝে হরি
প্রেম চিন্তা মণি।
হরি প্রেমাঞ্জনে নিত্য রঞ্জিয়া নয়ন, হেরব হরিবর্ণ মাখা
গৃহ বিত্ত ধন, হরি মুখ ছবি আঁকা আত্মীয় স্বজন,
হরিপ্রেম হেমময় নিরখিব ধরণী।
হরি রত্নে বিমণ্ডিত বসন ভূষণ, যান আসন শয্যায় সুসজ্জিত
হরিধন, দেয়ালে কবাটে বিভূষিত শ্রীহরি রতন,
যতনে হরি রতনে সাজাব সংসার বিপণি।

রচয়িতার নাম

মহাজনগণ সঙ্গে করি যোগ সাধন, বাণিজ্য করিব করি
হরিপ্রেম মূলধন, যোগ ভক্তি প্রেম আদি করি ধন
উপার্জ্জন, পাপ তাপ ভয় শোকে তৃণতুল্য মনে গণি (৪০)

মল্লার। জৎ

বেণীমাধব দাস

কেমনে এ ভবনদী হব পার?
ভবে, তোমারি ভরসা কেবল, ওহে নিত্য নির্ব্বিকার।।
সম্বল নাহিক হেরি, কেমনে এ ভবে তরি? বিনা তোমার
চরণ তরি, উপায় নাই আমার,—জানি হে গোকুল-
ইন্দু, দীনহীনের তুমি বন্ধু, পার কর ভবসিন্ধু,
হয়ে ভবের কর্ণধার
পড়েছি হরি অকূলে, তাই ডাকি তোমায় আকুলে,
কৃপা করি লও হে কূলে, ওহে কর্ণধার,—বেণী
বলে ওহে হরি। ভাসিয়ে তোমার নামের তরি,
পারে যেন যেতে পারি, হরি ব'লে অনিবার (৪১)

সুরট মল্লার। ঢিমা তেতালা।

দাশরথী রায়

ভব সঙ্কটেতে তরি কেমনে?
ভেবেছ রে মন কি মনে ২? গেল কুপথ ভ্রমণে দিন
না ভজে রাধারমণে।
দুঃখে থাকি জননী উদরে বলেছিলে, দামোদরে সাদরে পূজিব
চরণ বিজনে;—আসি সংসার রত্নাকরে, কি রত্ন পেয়েছ
করে? ও রত্ন হারালি রে অযতনে।
সেই দুস্তারে কে তোরে নিস্তারে? ভয়ঙ্কর দিনকর সুত আসিবে
করে বন্ধনে; আশা, কুবৃত্তি আছে তোর নিবৃত্তি ক'রে
তারে, প্রবৃত্ত হ রে হরি সাধনে।

রচয়িতার নাম।

ভাব বিপদ ভঞ্জন, হবে বিপদ ভঞ্জন, নিরঞ্জন জ্ঞানাঞ্জন
দিবেন নয়নে ;—ভবে সে পদ হলে সম্পদ, দাশরথীর
কি বিপদ, ভব পার গমনে ? (৪২)

রূপক বর্ণনা।

ললিত বিভাষ। ঝাঁপতাল।

দাশরথী রায়। হৃদি বৃন্দাবনে বাস, কর যদি কমলাপতি ! ।
ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার, ভক্তি হবে রাধা সতী।
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী, দেহ হবে
নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী
আমার ধর ২ জনার্দ্দন ! পাপভাব গোবর্দ্ধন, কামাদি ছয়
কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি ;—বাজায়ে কৃপা বাঁশরী,
মন ধেনুকে বশ করি ;—তিষ্ঠ হে হৃদি গোষ্ঠে, পুরাও
ইষ্ট এই মিনতি
আমার প্রেমরূপ যমুনা কূলে, আশা বংশীবট মূলে,
স্বদাস ভেবে সদয় ভাবে, সতত কর বসতি ;—যদি
বল রাখাল প্রেমে বন্দি থাকি ব্রজধামে ;—জ্ঞানহীন
রাখাল তোমার, দাস হবে হে দাশরথী (৪৩)

সিন্ধু ভৈরবী। আড়াঠেকা।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। বাজাও বিবেক বংশী, হরি হে নিশ্বাস পবনে।
ভুলাও মোহন স্বরে, মনোবৃত্তি সখীগণে
ভক্তি যমুনা কূলে, প্রীতি কদম্ব মূলে, বিহর আনন্দে সদা,
হৃদয় রাধিকা সনে।
নব ২ বেশ ধরি, ওহে রসময় হরি ! দেখাও রূপ মাধুরী,
নিত্য চিত্ত বৃন্দাবনে

রচয়িতার নাম

নানা রসে কর কেলি, ভক্তবৃন্দ সনে মিলি, বাজাও
মুরলী সুধা রবে প্রাণ কুঞ্জবনে
যে ধ্বনি ক'রে শ্রবণ, শ্রীচৈতন্য অচেতন, ঈশা মুষা
শাক্য জন্, আদি যত দেবগণে (৪৪)

জয়জয়ন্তী। একতালা।

গোবিন্দ অধিকারী। শ্রীরাধা গোবিন্দ, শ্রীচরণারবিন্দ, মকরন্দ পান কর
মন ভৃঙ্গ।।
বিষয় কেতকী,কাননে ভ্রম কি? সেই বনে ভ্রম যে বনে ত্রিভঙ্গ।
বৃন্দাবন প্রেম সরোবর মধ্য, অনন্তরূপিণী কোটি গোপ পদ্ম,
পদ্ম মধ্যে নীলপদ্ম রাধাপদ্ম, ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা যাঁর মৃণাল সঙ্গ।
ব্রজের মধুর কৃষ্ণ মধুর মূরতি, মধুর শ্রীমতী বামে বিহরতি,
রাখ রতি মতি, ঐ মধুর ভাব প্রতি, (মন) মধুপুরে
যেন দিও না ভঙ্গ
শুন্ ২ ওরে গাও রাধাকৃষ্ণের গুণ, মধু পাবে যাবে ভবের
ক্ষুধাগুন, বাড়িবে সদ্গুণ ত্যজিবে বিগুণ,
নির্গুণ গোবিন্দ গায় গুণ প্রসঙ্গ (৪৫)

সুরট। কাওয়ালী।

দাশরথী রায়। চল রে মানস! রস বৃন্দাবনে।
অনন্ত ভয় এড়াবে, কৃতান্ত দূরে যাবে, নিতান্ত স্থান
পাবে, শ্রীকান্ত চরণে
সদত কলুষ কংস করে জ্বালাতন, সাজ ওবে মন তায়
করিতে দমন, আন গিয়ে হৃদয় মধুপুরে মধুসূদনে।

ঘচরিতার্থ নাম

অজ্ঞানান্ধ পায় নয়ন, মন মালাকারের মন, পরিতোষ
হবে শ্রীনাথ আগমনে ; শ্রী পায় কুব্জা বুদ্ধি
শ্রীহীনে ;—কুমতি রজক নাশ হবে রে ত্বরায়,
হৃদয় মথুরায় আন গে শ্যামরায়, জীবিত মা
দেবকীর পরিত্রাণ হেতু বন্ধনে (৪৬)

মন ও রসনার প্রতি উপদেশ।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। ঠুংরি।

(অজ্ঞাত) হরি পদ কমল পীযূষ রসে, মজ রে পিপাসু মন মধুকর।
বিষম সুখ আশে, কেন রে মায়া বশে, ভব কণ্টক বনে বৃথা
ভ্রমণ কর ?
মধুলোভে কত, প্রেমিক ভকত, বিহরিছে ও পদ পঙ্কজ ভিতর ;
বিমোহিত হয়ে, আছে লুকাইয়ে, মধুপানে আনন্দিত অন্তর।
ও চরণ সরোজে, বিমল দল মাঝে, সাধু সঙ্গে সদা সুখে বাস কর ;
নিশ্চিন্ত মনে, বসি পদ্মাসনে, পিয় রে মকরন্দ নিরন্তর (৪৭)

খাম্বাজ। জৎ।

দাশরথী রায় নন্দের নন্দন চিন্তামণি, কি ধন চিন্‌তে পার্‌লি নে ?
যাঁরে চিন্তিলে যায় ভব চিন্তা, তাঁরে চিন্তা কর্‌লি নে ?
ভবে জন্ম তোর অনিত্য, ওরে! তুলে তুই তুলসী পত্র,
অগ্নে শ্রীগোবিন্দ শ্রীচরণারবিন্দে দিলি নে ?
কি কুদিনে ভবে এলি, কুসঙ্গে দিন হারাইলি,
দীনবন্ধু নামটি একবার, দিনান্তরে বল্লি নে॥ (৪৮)

রচয়িতার নাম

খাম্বাজ। মধ্যমান।

দাশরথী রায় এই ছিল কি মন রে তোর মনে ?
আমারে মজালি মন ন ভজে রাধারমণে
তুই আমার আমি তোর, তোর্ সনে কি মনান্তর,
মনান্তরে রাখ্‌লি কেন, মন্মথ মোহনে ?—যাবে
চিন্তে বিধি হরে, না চিন্তিলা চিন্তা ক'রে,
তুই আমায় ডুবালি অন্তে, চিন্তাসাগর জীবনে (৪৯)

ঐ। কাওয়ালী।

ঐ ওরে! অচেতন কেন তুমি চিত ?
এ নহে উচিত হর যায় বাঞ্ছিত, না চিন্তিয়া
চিন্তামণি পদ হইলে বঞ্চিত।
তাঁরে চিন্তা বিনা গতি, পরের কোন সঙ্গতি, নাহি
বিধি বিধি বিরচিত ;—ভব দুস্তরে নিস্তার চিত
নাহি কদাচিত। (৫০)

ঐ একতালা।

মধু কান। হেলাতে রতন, হারাইও না মন, হরি ২ বল বদনে
হরি বোল হরি বোল বল শয়নে স্বপনে জাগরণে
ঐহিকের সুখ হল না বলিয়ে, তা বলে কি নাম রহিবে
ভুলিয়ে ? যার নামে যার প্রেমে হলেন শুকদেব সুখী,
নারদ বৈরাগী, মহাদেব যোগী, যেড়ায় শ্মশানে মশানে
যোগে ধ্যানে
মনে কর সেই দিন ভয়ঙ্কর, অবশ অঙ্গ যে দিন হইবে
তোমার ;—সেই দিনে বদনে যদি বল্‌তে পারিস্ নাম,
হরি পূরাবেন মনস্কাম যাবি মোক্ষধাম, তোকে লবে না
ছোঁবে না শমনে।

রচয়িতার নাম

ত্যজ্য করে যেদিন যাইবে সংসার, কোথা রবে তব পুত্র
পরিবার ? সংসার অসার, আঁখি মুদলে অন্ধকার,
হরি নাম কর সার, তবে তরিতে পারিবে
তুফানে
সুদন কহে নাহি নাম হরি বিনে, হরিনাম সুধা পিয় রে
বদনে, কলিতে তরাতে, হরি স্বয়ং কর্ণধার,
যদি ভবে হবে পার, রাখ রতি মতি হরির
চরণে। (৫১)

সিন্ধু। টিমা তেতালা।

দাশরথী রায়

মন রে! বিপদে ত্রাণ আর পেলি নে।
বলিতে হরি তোর আর বলিলে; তুই এ জনমে
হরিপদ নলিনে স্থান নিলি নে।
যখন জঠরেতে ছিলি, দুঃখ পেয়ে বলে ছিলি, হরি
ভুলে দুঃখ পেয়েছি আর ভুলি নে;—সব কার্য্য
পরিহরি, এবার ভজিব হরি, ভবে এসে সে
পথে তুই গেলি নে।
কুপথে ভ্রমণ, সদাই কর মন, সেই শমন দমন রাধারমণে
মন দিলি নে;—পাপ ধূলি গায় মাখিলে,
হরিপদ হ্রদ জলে, একবার প্রবেশিয়ে সে ধূলি
তুই ধুলি নে।
নিরখিতে নিরঞ্জন, গুরুদত্ত জ্ঞানাঞ্জন, দূরে রাখি
আঁখিতে মাখালি নে;—ওরে অধমাধিপ! তুই ত
জ্ঞান প্রদীপ, নিবাইলি দাশরথীরে নিস্তার পথ
দেখ লি নে॥ (৫২)

রচয়িতার নাম

পিলু। পোস্ত

গোবিন্দ অধিকারী

হরি হরি বল ওরে আমার মন।
হরি বিনে কে আর, আছে শমন দমন ?।
ভাব্‌লি না সে কাল বরণ, কিসে হবে কাল নিবারণ ?
সদা যেন মত্ত বারণ, করিছ ভ্রমণ
মত্ত হয়ে সম্পদে, না ভজিলি হরি পদে, প্রতিফল তার
পদে ২, দিবে যে শমন।
যে পদ লক্ষ্মীর সম্পদ, ভাব্‌লি না সে হরি পদ, ঘটালি আপন
আপদ, এ আর কেমন ?
কারে বল আপন২, কর রে মন কি আলাপন ? সে নহে কখন
আপন, যেমন স্বপন, — আপন যে চিন্‌লি না তারে, যে ভব
দুস্তারে তারে, গোবিন্দ কয় ভাব্‌লে তাঁরে, পলাবে শমন
(৫৩)

ভৈরবী। কাওয়ালী।

কালাচাঁদ দাস

ভজ গোবিন্দ চরণারবিন্দ মন।।
এ ভব যন্ত্রণা যাবে এড়াবে শমন
আশীলক্ষ যোনি ভ্রমে, এসেছ মন ক্রমে ২, মানব জনম বহু শ্রমে,
পেয়েছ এখন
যদি বল সময় আছে, সে কথা সকলি মিছে, কাল বেড়ায় পিছে ২,
সদা সর্ব্বক্ষণ ;—সকল কর্ম্মের ঠিক পাবে,
দেখ তুমি মনে ভেবে, কখন কালাকাল হবে,
নাহি নিরূপণ।
বশ্য আছে এ রসনা, এই সময় বিবেচনা, নিদানে বলা হবে না,
হবে অচেতন ;—স্ত্রী পুত্র সকলে আছে, শুনাইবে কাণের
কাছে, শ্রবণ আগে বচন পাছে, পলাবে তখন।

রচয়িতার নাম

গলিত তখন হবে দেহ, ঘৃণাতে ছোঁবে না কেহ, এই সময়েতে
স্নেহ, করিবেন নারায়ণ,—কুপথে মজা মজে, এ কথা মন
কি বুঝে? কালাচাঁদ দাসে ভজে, শ্রীকৃষ্ণ চরণ (৫৪)

ভৈরবী। একতালা

দাশরথী রায়। একান্ত চিত্তে চিন্ত মন শ্রীকান্ত চরণদ্বয়
নিতান্ত কাটিবে ইহে, দুরন্ত কৃতান্ত ভয়
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র, চন্দ্র যে চরণ ধ্যায়, সে চরণে শরণ
নিলে, মরণে মঙ্গল হয় (৫৫)

বিভাষ। কাওয়ালী।

ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাল। মন। একবার হরি বল হরি বল হরি বল।
হরি ২ হরি বলে ভব সিন্ধু পারে চল, হরি ২ হরি বল,
পাবি রে তুই মোক্ষ ফল।
জলে হরি স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি, অনলে অনিলে হরি,
হরি ময় এই ভূমণ্ডল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি, বল রে হরি ২, হরি তোর ক্ষুধার অন্ন,
হরি তোর পিপাসার জল।
দুর্ব্বলের বল হরি, অধমতারণ হরি, পতিত পাবন হরি,
হরি ভকতবৎসল।
ভক্তিরস পান করি, যে বলে হরি ২, বাঞ্ছাকল্পতরু হরি,
দেন তারে মোক্ষফল
হরি বেদ হরি বিধি, হরি মন্ত্র হরি সিদ্ধি, হরি বল হরি বুদ্ধি,
হরি ভরসা কেবল
পাষণ্ডদলন হরি, নাস্তিকের দর্পহারী, যাঁহার পূর্ণ প্রতাপে, কাঁপে
পাপাসুর দল
অন্নে হরি বস্ত্রে হরি, গৃহ পরিবারে হরি, দেহ মন প্রাণে হরি,
হরি সঙ্গের সম্বল

রচয়িতার নাম

নিশ্বাস প্রশ্বাসে হরি, শোণিত প্রবাহে হরি, নয়ন অঞ্জন হরি,
হরি শক্তি হরি বল
চিন্ময় অরূপ হরি, নহেন কভু দেহ ধারী, চিদানন্দ রূপ ধরি,
করেন প্রাণ শীতল।
প্রবাসে কাননে হরি, পর্ব্বত পাথারে হরি, আকাশ ভূতলে
হরি, হরি ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থল।
গৃহে দেবালয়ে হরি, পথে কর্ম্মক্ষেত্রে হরি, আহারে বিহারে
হরি, হরি প্রাণের সম্বল
অখণ্ড অব্যয় হরি, ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণকারী, দীন জনে দয়া করি,
দেন চরণ কমল।
সুখে হরি দুঃখে হরি, বিপদে সম্পদে হরি, জনমে মরণে
হরি, হরি পরম মঙ্গল
হরি ভক্তি হরি মুক্তি, হরি স্বর্গ হরি গতি, হরি জগতের
পতি, হরি ইহ পর কাল
হরি পিতা হরি মাতা, হরি গুরু জ্ঞান দাতা, হরি
সর্ব্বজন ত্রাতা, শুদ্ধ সত্ব নিরমল
নয়নে দেখ হে হরি, রসনায় বল হরি, হৃদয় কমলে
ভজ, হরি চরণ কমল। (৫৬)

টোড়ী। কাওয়ালী।

দাশরথী রায় ভাব, শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে, নিতান্ত কৃতান্ত
ভয়ান্ত হবে ভবে
ভাবিলে ভাবনা যত ভ্রূভঙ্গে হবে রে, তরল তরঙ্গ রঙ্গে
ত্রিভঙ্গে যে বা ভাবে।
মন, কিমর্থে এ মর্ত্ত্যে কি তত্ত্বে এলি, সদা কুকীর্ত্তি দুর্ব্বৃত্তি
করিলি, কি হবে রে?—উচিত এ নহে দাশরথীরে
ডুবাবে, কর প্রায়শ্চিত্ত রে চিত্ত। সে নিত্য পদ পাবে (৫৭)

রচয়িতার নাম

হরিনামের গুণকীর্ত্তন।

মুলতান। একতলা।

দাশরথী রায় তোরে ভাল ব সি মন।।
তাই দিলাম হরিনাম অমূল্য রতন।
এ দেহ মাঝারে রেখো যত্ন করে, দেখো দেখাইও না
রিপু ছ-জনারে, দিতে হবে কর, ধর্‌বে দিবাকর সুত
কর যখন
প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠি শয্যা হতে, মুখে হরি নাম কর
উচ্চারণ; (তবে) তোর কি বিপদ রবে? এ নামের
গৌরবে, সুখী হবি সর্ব্ব ক্ষণ;—দগ্ধ আছ সদা ভব
ক্ষুধানলে, স্নান করে আসি জাহ্নবীর জলে, মুখে
দিবে তুলে, সকল যাবি ভুলে, জুড়াবে জীবন
নামের, মহিমা কি জানি, বিরিঞ্চি গীর্ব্বাণী, ভবরাণী
ঐ নামে মগন; হয়ে ঐ নামাভিলাষী, ঈশান
শ্মশান বাসী, লক্ষ্মী দাসী ঐ নামের কারণ;—
হরি নামের গুণ কি কহিব আমি? সুখে থাকুন
সদা গুরুদেব গোস্বামী, দিলেন দয়া করে,
এ দাশরথীরে, এড়াতে শমন (৫৮)

মুলতান একতালা।

রমানাথ ভট্টাচার্য্য হরিনাম লয়ে হর, কৈলাস শিখর, ত্যজিয়া শ্মশানে গেল রে
নারদ প্রহ্লাদ ধ্রুব মহাশয়, হরি নাম করে সদা সদাশয়,
রবির তনয়, তারে করে ভয়, হরি নাম যে বা করে রে
অধম অজামিল, বিখ্যাত অখিল, হরি নামে তারা তরে রে;
এমন সুধামাখা নাম, কর অবিশ্রাম, পরিণামে পার হবে রে

রচয়িতার নাম

শুনরে পামর ভাগবত সার, হরি নাম বিনা গতি নাহি আর,
এ ভব সংসার, যদি হবে পার, হরি বলে একবার ডাক রে
হরি দয়াময়, বেদাগমে কয়, শমন ভয় নামে পলায় রে,
তোর রবে না বিপদ, হরি মোক্ষ পদ, রমানাথ এই
বলে রে (৫৯)

মুলতান। একতালা।

দাশরথী রায় — হরি নাম লইতে অলস করো না, রসনা. যা হবার তাই হবে
সুখ পেতেছ না আরো পাবে? ঐহিকের সুখ হলনা
বলে কি ঢেউ দেখে না ডুবাবে?
রাখ ২ নাম যতন করি, যদি ভবাবে তরী এ ভব বারি,
হরি ভবের কর্ণধার, জীবের মূলাধার, (পঞ্চমুখে)
ভব যায় ভাবে
সেবো ২ সে নাম সদা সযতনে, নিও নিওরে নাম শয়নে
স্বপনে, সচেতনে থেক, হরি বলে ডেক, এ দেহ
ত্যজিবে যবে (৬০)

টোড়ী একতালা।

দাশরথী রায় — রসনা! আলস্য ত্যজ, ভজ হরির পদাম্বুজ
যে পদ পঙ্কজে হৃদয় মাঝে ভজে তমোরজ
নিজ গাত্র পত্র করি, যেবা তাহে লিখে হরি, (তার)
সজ্জা দেখে লজ্জা পেয়ে, পলায় সূর্য্যাত্মজ (৬১)

মারোয়া বেহাগ ঝাঁপতাল।

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় — হরিনাম সুধারসে কেন রসনা রস না? ।
বিরস বিষয় রসে, কেন সতত বাসনা?

রচয়িতার নাম।

দারা সুত আদি সবে, সকলি পড়িবা রবে, সাব মাত্র
সঙ্গে যাবে, সেই নামের সাধনা।
বার ২ গতায়াতে, নানা ক্লেশ পাও পথে, (এবার) মোহ
মদে অন্ধ হয়ে, যেন বঞ্চিত হইও না
অতএব বাক্য ধর, হরিনাম সাধন কর, হরিনাম কীর্তন
কর, ঘুচিবে ভব যন্ত্রণা
সদা সাধুগণ সঙ্গে, মজ ঐ নাম রঙ্গে, অনুলেপ
সদা অঙ্গে, নামের সুধা অঙ্গনা (৬২)

সাহানা। জৎ।

রাজকৃষ্ণ রায় নগর চেয়ে কানন ভাল, নাহিক হেথায় কোলাহল।
ভক্তিভরে মধুরস্বরে, মন রে, আমার হরি বল
প্রতিধ্বনি গভীর স্বরে, বলবে হরি ঘুরে ঘুরে, বনের
পাখী বলবে হরি, দুলবে প্রেমে কুসুম দল (৬৩)

ঝিঁঝিট। জৎ

(অজ্ঞাত) হরিনাম অমূল্য নিধি, হৃদয় পরশ মণি
আছে যার কণ্ঠে গাঁথা (ও মন।) সেই পরম ধনে ধনী।
সকল শাস্ত্রের সার, ভক্তের জীবনাধার, হরিনাম
কল্পতরু, অনন্ত রত্নের খনি
যাহার পরশে হয়, সব দিক স্বর্ণময়, হরিদাস
হরি ভজে, হলেন ভক্ত শিরোমণি (৬৪)

খাম্বাজ। একতালা।

দাশরথী রায় মম মানস শুক পাখি!
সুখ মোক্ষধাম সুকোমল নামটি কমলআঁখি; ঐ
বুলিটি ধর, আমায় সুখী কর, শুক নারদ যায় সুখী।

রচয়িতার নাম।

সদা বল তুমি কৃষ্ণ ২ বাধা, পাবে সুধা ক্ষান্ত হবে ভবের ক্ষুধা,
কেন খাও রে ফলহীন ফল সদা, বিষয় কাননে থাকি
আশা বৃক্ষে বাসা আর কেন নিয়ত? এখন হও দাশরথীর অনুগত,
আয় রে আমি তোরে হেমবিনিন্দিত প্রেম পিঞ্জরেতে রাখি
(৬৫)

পিলু। খেমটা।

(অজ্ঞাত) না জানি হরি কেমন, নামটি এমন, মিঠা এত।
দয়ালের নাম শুনে হয় মন উচাটন, দেখ্‌লে জানি কেমন হতো
যে হতে নাম শুনেছি, সে হতে পাগল আছি, মরি কি বাঁচি
ও সুখ বল্‌ব কত,—তারে ধরি ২ করে হিয়ে, ধর্‌লে জীবন
সফল হতো।
শুনেছি লোক মুখেতে, এমন রূপ নাই জগতে, যে দেখেছে সেই
হয়েছে অনুগত;—তারে দেখ্‌লে অঙ্গ সঙ্গ মাগে, নয়ন
ঝরে অবিরত (৬৬)

মঙ্গল (মিশ্র)। একতালা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ। এমন সুধার হরি নাম, হরি বল না
সাধের পণে কিন্‌বি হরি, সাধ্ কেন তোর হল না?।
পাপী তাপী নাইক রে বিচার, হরি ডাক্‌লে করে পার,
করুণার তুলনা নাই আর;—নামে হও রে মাতোয়ারা,
মিছে মদে ভুল না (৬৭)

কেদার কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) হরের্ণাম বিনা মন, কি আছে সংসারে?
স্মরণ করিলে দুঃখ তাপ যাবে দূরে।
যত মুনি ঋষি ধ্যান করে সদা, নামামৃত রস পান করে।

রচয়িতার নাম।

তাই বলি বারং আনাগোনা, ভ্রমে পতিত হ'লে কি করিছ ভাবনা,
যদি এ ভবসাগরে, তরিবার ইচ্ছা ওরে, ডাক কর্ণধারে
বারম্বার রে (৬৮)

সাহানা। জৎ।

(অজ্ঞাত) হরি নামে সবাই নাচে, এমনি হরিনামের লীলা
সাগর জলে হেলে দুলে, লহর নাচে তাল বেতালা
তুই কেন মড়ার মত, নিঝুম হয়ে আছিস্ এত? নাচ্ না রে
ভাই হরি বলে, জুড়িয়ে যাবে প্রাণের জ্বালা (৬৯)

প্রার্থনা।

ললিত। আড়াঠেকা।

তিনকড়ি বিশ্বাস জানি হে জানি হে হরি। তুমি বিপদ কাণ্ডারী
তুমি যদি বধ প্রাণে, কি আছে উপায় তারি?
যত আছে চরাচর, সকলি তোমার কর, ইন্দ্র চন্দ্র আদি
হর, ঐ চরণে আজ্ঞাকারী
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি মিনতি স্তুতি, যেন থাকে
চরণে গতি, এই ভিক্ষা মাগি হরি। (৭০)

ভৈরবী। জৎ।

বেণীমাধব / হৃদয় মন্দিরে দাঁড়াও, শ্যামা রূপে হে শ্যাম শশি।।
ত্যজে বাঁশী ধর অসি, লোল জিহ্ব অট্ট হাসি।
পীত ধড়া ত্যজ্য করে, বেড় কটি নরকরে, দৈত্যের মুণ্ড করে
ধরে, ঘুচাও ভক্তের মন মসি।
ত্যজিয়া গুঞ্জ বনমালা, গলে পর মুণ্ডমালা, পরিহরি
মোহন চূড়া, হয়ে দাঁড়াও এলোকেশী।

রচয়িতার নাম

চরণে চরণ ছাড়, মম হৃদে নৃত্য কর, নৃত্যকালী রূপ ধর,
হেরি ও রূপ দিবানিশি
বেণী দাসের এই বাসনা, হের্‌ব রূপ শবাসনা, পূজিব হে
অভয় চরণ, দিযে ভক্তি জবারাশি (৭১)

টোড়ী ভৈরবী। একতালা

রমানাথ ভট্টাচার্য্য

বৃথা, দিন গেল হে হরি!।
আমি ভজন সাধন কখন করি?
দাও শ্রীচরণ মধুসূদন আমি ভবার্ণবে ডুবে মরি
প্রভাতা সর্ব্বরী, হলে মনে করি, তুলসী কুসুম চয়ন করি;
তোমার এমনি মায়া যোগ, (হরি হে) হয় না মনোযোগ,
(কেবল) ভূতের ব্যাগার খেটে মরি
অভিলাষ করি, হৃদয়েতে হেরি, শমন দমন চরণ তরি;
আমার রইল মনে সাধ, হরিষে বিষাদ, বিবাদ
করে ছজন অরি
আমার বৃথা হল আশা, বৃথা ভবে আসা, নিরাশা-সাগরে
ডুবে মরি;—আমার কেহ নাই বন্ধু, (হরি হে!)
ওহে দীনবন্ধু! ভবসিন্ধু কিসে তরি?
পলাইতে চাই, পথ নাহি পাই, কুসঙ্গে রয়েছে ঘেরি;
আছে চতুর্দ্দিকে বসে, বেঁধে মায়াপাশে, রমানাথে
ভাবে কি ঝকমারি। (৭২)

ঐ। একতালা

নীলকণ্ঠ অধিকারী।

আমি আর কিছু ধন চাই না কেবল চরণ ভিকারী
যে পদ বই ভব, জানে না বৈভব, ভবার্ণব তরণ তরী
যে চরণ করিলে স্মরণ, ঘটে না অকালে মরণ, আমায় দাও
হে চরণ অধমতারণ! বারিদ বরণ বংশীধারি!।

রচয়িতার নাম

বৃন্দাবনে তুমি ব্রজনায়ক, একমাত্র জীবের চরণদায়ক,
ঐ পদের আছে অনেক গ্রাহক, অনেকে দিয়েছ হরি!—
কণ্ঠের মনে এই করি যে প্রত্যাশা, সেই জন্মেতে
ঘরে ফিরে ঘুরে আসা, এই বারেতে হরি পূর্ণ কর
আশা, আমি আর যাওয়া আসা কর্‌তে নারি (৭৩)

আলাইয়া। কাওয়ালী।

দাশরথী রায় দীননাথ! হবে দীন দুঃখ নাশিতে
আসিতে তুষিতে; হয় দেহ শ্রীপদ, না হয় বল ■ আপদ,
আমি দেখ্‌ব না তোর আর হবে না আসিতে
আর যাতনা সহে না সদায় হে ঘুচাও যদ্যপি নাথ
যাতায়াত দায় হে হই জনমের মতন বিদায় হে!
নৈলে ত দায় রবে সমুদায় হে!—না হয় ভবে
জন্ম মরণ, দুঃখের তরু অসিত বরণ! যদি ছেদন
কর কৃপা অসিতে (৭৪)

খট। আড়াখেমটা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ হরি! মন মজায়ে লুকালে কোথায়?
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা প্রাণসখা রাখ পায়
কালশশি! ব'জালে বাঁশি, ছিলাম গৃহবাসী কর্লে উদাসী,
কুল ত্যজে হে অকূলে ভাসি;—ওহে হৃদিহারী
কোথায় হরি! পিপাসী প্রাণ তোমায় চায় (৭৫)

গৌড় সারঙ্গ আড়াঠেকা

পূর্ণচন্দ্র সিংহ। কেন প্রভু দীনজনে হইলে নিদয়?।
না দিলে ভকতি হরি! কি দিয়ে তুষি তোমায়?।

রচয়িতার নাম।

জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক বলে, তন্মুতরী সাজাইলে, পাপ পুণ্য ছুটা
স্বজিলে সাগর ;—মোহ পাল আশা পবনে, ছুটা দাঁড়ীর
মিলনে, ডুবালে পাপ সলিলে, পূর্ণচন্দ্রের হৃদয় (১৬)

মুলতান। আড়াঠেকা।

গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

তার দীনে নিজ গুণে, শ্রীমধুসূদন।
শুনেছি ত্রিভঙ্গ তুমি, পতিতপাবন
আমি অতি দুষ্কৃতি, না জানি ভকতি স্তুতি, গতিহীনে
দেহি গতি, দুর্গতি হরণ।
তুমি ত্রিলোক তারণ, ভবভয় নিবারণ, দারিদ্র্যঃদুঃখ ভঞ্জন,
শমন দমন (১৭)

দেশ। একতালা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

কেশব। কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জকানন চারি।
মাধব মনোমোহন, মোহন মুরলী ধারি।
(হরিবোল। হরিবোল। হরিবোল। মন আমার)
ব্রজকিশোর কালীয় দমন, কাতর ভয় ভঞ্জন,—
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখি'পাখা, রাধিকা হৃদি রঞ্জন
গোবর্দ্ধন ধারণ, বন কুসুম ভূষণ, দামোদর কংশ দর্পহারি।
শ্যাম রাস রসবিহারি।
(হরিবোল। হরিবোল। হরিবোল। মন আমার) (১৮)

সুরট। ঐ

দীনাথ ট... রী

আমি মুক্তি চাইনে হরি।
পড়িয়ে বিপদে, তোমারি শ্রীপদে, ভক্তি ভিক্ষা করি।

রচয়িতার নাম

আমি আসিব যাইব, চরণ সেবিব, হইব প্রেম অধিকারী ;—
আমায় এই দাও প্রসাদ, সেবা অপরাধ, যেন ঘটাইওনা বংশীধারি ! !
চিনি হওয়া চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল, আমি দেখিলাম চিন্তা করি ;— সার্ষ্টি সামীপ্য, করি লক্ষ ২, মোক্ষ বাঞ্ছা নাহি করি
সেই যমুনার কুলে, শ্রীরাস মণ্ডলে, রহিবে রাসবিহারি ;—
যেন জন্মে ২ আসি, হয়ে সেবাদাসী, চামর ব্যজন করি ।
(৭৯)

কানড়া ঝাঁপতাল

বহু ভট্ট । রাধারমণ, মদনমোহন, মাধব মুকুন্দ মুরারি ! !
মধুসূদন মনোহর ময়ূরপুচ্ছধারি !
কৃষ্ণ কেশব কান্ত কালীয় দমন কলুষহারি কংশারি !
কাল কমলাকান্ত, দনুজহারি হরি ।
ব্রজমে গিরিধারী লাল, ব্রজরাজ গোপাল, বাঁকে বিহারি ;—
নীল নীরদ শ্যাম, নব লোকেশ্বর, জয়তি যদুনাথ
শ্রীনাথ গোপীনাথ, গোলোকনাথ শ্রীহরি (৮০)

বাগশ্রী আড়াঠেকা ।

বিজয় নাথ মুখোপাধ্যায়
বিপাকে পড়িয়ে হরি ! যাব কার দ্বার ?
অসহায় অন্ধকারে, কে করে নিস্তার ?
তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা, তোমারি আসি, তুমি ভরসা আমার ।
মোহময় পাপ নাশি, বিরাজ হৃদয়ে আসি, আঁধার আলোক
তুমি হে সবার অধিক

রচয়িতার নাম।

অন্তরে বাহিরে যার, ভ্রমে রিপু দুর্নিবার কোথায় নিষ্কৃতি শান্তি,
দুঃখ তার অনিবার,—যাচি নাথ পদাশ্রয়., ত্রাহি ২
দয়াময়, সংসার সঙ্কটে বিভু! তোমারি চরণ সার। (৮১)

বেহাগ। ঝাঁপতাল

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

যাচি হে হরি! ও পদ রাজীব তব
দেহি সুগতি সুমতি, দৈবী সুখ সম্পদ সব।
দেহ বিমল ভকতি, জ্ঞান মুকতি, বৈরাগ্য বিবেক ন্যায় সুকৃতি;
খণ্ডি পাপচয়, নাশ কাল ভয়, পার কর দীনে
মোহময় ভব (৮২)

বেহাগ। কাওয়ালী।

মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কি বুঝিবে জীবে তব, লীলার কৌশল?
ওহে নিত্য নিরমল! মহামোহ মদ্যপানে জগত বিহ্বল।
শ্রুতি স্মৃতি মিমাংসায়, চতুর্ব্বেদে বিধাতায়, অন্ত নাহি পায় ন্যায়,
সাঙ্খ্য পাতঞ্জল।
অঙ্কুশ আঘাত করি, মাহুতে চালায় করী, বিষধর করে ধরি,
খেলে মাল দল;—দিবাকর নিশাকর, ভূলোক আলোক
কর, রাহুভয়ে থর ২, কম্পিত দুর্ব্বল
দেব দানব মানব, আর জীব জন্তু সব, ভবে উদ্ভব পতনে, এক
বিন্দু জল;—তোমার লীলার লেশ, যোগে না পেয়ে উদ্দেশ,
দারুময় হৃষীকেশ, মহেশ পাগল (৮৩)

পরজ বাহার। তিয়ট।

যদুনাথ রায়।

হরি! কে জানে হে তব তত্ত্ব নিরূপণ?।
অদ্ভুত অপরূপ রূপ কর ধারণ।

রচয়িতার নাম

ওহে সত্যযুগেতে হরি! দৈত্যাদি সংহারি, দেবাদিগণে করিলে
পালন ;—শেষে ভূভার হরিবার জন্য, নানারূপে অবতীর্ণ,
বলি ছলিবার জন্য, হলে বিশ্ব বামন
ত্রেতায় রাম অবতারে, পাষাণী অহল্যারে, মানবী করে দিয়ে
শ্রীচরণ ;—সুধাসিন্ধু সিন্ধু জলে, রাম নামে ভাসাও শীলে,
স্বকার্য্য উদ্ধারিলে, বধিয়ে দশানন।
দ্বাপরে বৃন্দাবনে, ফিরিতে গোচারণে, ভুলাতে বাঁশীর গানে,
গোপীর মন ;—সেথায় করিলে কত কেলি, আমাদের মন
ছলি, হইলে কৃষ্ণকালী, ভুলালে বৃন্দাবন।
কলিতে কল্পতরু, জগন্নাথ জগদ্গুরু, হরিনাম করিতেছ
বিতরণ ;—রেখে গয়ায় শ্রীপাদপদ্ম, ত্রিভুবন করে বাধ্য,
অকিঞ্চনের দুঃসাধ্য ভবাব্ধি নিস্তারণ (৮৪)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ —হরি। কীর্ত্তন।

দশাবতারের স্তব।

খাম্বাজ কাওয়ালী।

জয়দেব গোস্বামী

প্রলয় পয়োধিজলে, ধৃতবানসি বেদং ;
বিহিত বহিত্র চরিত্র মখেদং ;
কেশব ধৃত মীন শরীর, জয় জগদীশ হরে। ১
ক্ষিতিরতি বিপুল তরে, তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে ;
ধরণি ধরণ কিণ চক্র গরিষ্ঠে ;
কেশব ধৃত কচ্ছপ রূপ, জয় জগদীশ হরে। ২
বসতি দশন শিখরে, ধরণী তব লগ্না ;
শশিনি কলঙ্ক কলেব নিমগ্না ;
কেশব ধৃত শূকররূপ, জয় জগদীশ হরে। ৩

রচয়িতার নাম।

তব কর কমল বরে, নখ মদ্ভুত শৃঙ্গং ;
দলিত হিরণ্যকশিপুতনু ভৃঙ্গং ;
কেশব ধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে। ৪
ছলয়সি বিক্রমণে, বলিমদ্ভুত বামন ;
পদ নখ নীরজনিত জন-পাবন ;
কেশব ধৃত বামনরূপ, জয় জগদীশ হরে। ৫
ক্ষত্রিয় রুধির ময়ে, জগদপগত পাপং ;
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভব তাপং ;
কেশব ধৃত ভৃগুপতি রূপ, জয় জগদীশ হরে। ৬
বিতরসি দিক্ষুরণে দিক্পতি কমনীয়ং ;
দশমুখ মৌলি বলিং রমণীয়ং ;
কেশব ধৃত রাম শরীর, জয় জগদীশ হরে ৭
বহসি বপুষি বিশদে, বসনং জলদাভং ;
হলহতি ভীতি মিলিত যমুনাভং ;
কেশব ধৃত হলধর রূপ, জয় জগদীশ হরে। ৮
নিন্দসি যজ্ঞবিধে,—রহহ শ্রুতি জাতং ;
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং ;
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর, জয় জগদীশ হরে।
ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে, কলয়সি করবালং ;
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং ,
কেশব ধৃত কল্কি শরীর, জয় জগদীশ হরে। ১০
শ্রীজয়দেব কবে,—রিদমুদিতমুদারং ;
শৃণুমে সুখদং শুভদং ভব সারং ;
কেশব ধৃত দশবিধ রূপ, জয় জগদীশ হরে।
বেদানুদ্ধরতে, জগন্তি বহতে, ভূগোল মুদ্বিভ্রতে ;
দৈত্যং দারয়তে, বলিং ছলয়তে, ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে

রচয়িতার নাম।

পৌলস্ত্যং জয়তে, হলং কলয়তে, কারুণ্যমাতন্বতে ;
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে, দশাকৃতি কৃতে, কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ (৮৫)

খট্‌ভৈরবী একতাল

সিমলা শৈল হরিসভা

এস গৌর চন্দ্র গৌর হরি।।
একবার এস হে নদীয়ার চাঁদ
তোমায় দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে হে, একবার এস হে
সংকীর্ত্তনের মাঝে
গৌরাং। একা যদি আসিতে নার,
তবে নিতাইচাঁদকে সঙ্গে কর
গৌরাং। নদে ছাড়া যদি রইতে নার,
তবে আমার হৃদয় নদে কর (হৃদয় শূন্য আছে)
গৌরাং পতিতপাবন, ও নাম শুনে কাণে,
বড় ভরসা হয়েছে মনে
গৌরাং। তখনি ত, ও বলেছ তুমি,
কাঙ্গাল ডাকিলে আসিব আমি (৮৬)

ঐ ঐ।

ঐ

আহা। কি মধুর ২, বাজিছে নূপুর, কমল চরণ যুগে।
বঙ্কিম ঠাম, নবঘন শ্যাম, ভালে তিলক আগে
কটিতটে ধড়া, শিরে চারু চূড়া, বাঁকা শিখি বাঁধা তায় ;
মন প্রাণ ভোলা, গলে বনমালা, বাঁকা নেচে যায়
ফিরে চায়
রাধা ২ বলে, কভু কেঁদে চলে, কভু প্রেমে মাতোয়ারা ;
রাধা প্রেম ছলে, শিখায় সকলে, ভকতি মুকতি ধারা। (৮৭)

রচয়িতার নাম

জয়জয়ন্তী একতালা।

সিমলা শৈল হরিসভ — এ ভব বন্ধন, কবে হবে মোচন, পরম করুণাময় হরি হে।
পাপের মন্ত্রণা, দিতেছে যন্ত্রণ, আর যে সহেনা মরি হে।।
হরি! তব শ্রীপদ, স্মরিলে বিপদ, জীবের নাহি রহে জানি;
হে প্রভু দয়াময়, খণ্ড শমন ভয়, দেহ অভয়
চরণ তরি হে।। (৮৮)

জয়জয়ন্তী। একতালা।

ঐ — হরিনাম গুণগানে, নাম গান সুধা পানে, এক প্রাণে মাতি ভাই
দয়াময় হরি বই, মুক্তির উপায় নাই; প্রেমময় হরি বই
শান্তির উপায় নাই
আয় ২ বাহুতুলে, হৃদয় কবাট খুলে, হরির দোয়ারে যাই
প্রাণের ভকতি ভরে, নত শিরে যোড় করে, হরির চরণে লুটাই (৮৯)

ঐ। তিয়ট।

ঐ — এস সবে মিলি আজি হরি গুণ গানে
পুরাই মনের আশা, নামামৃত পানে।
ত্যজিয়ে মমতা মায়া, এস সভাজন! জুড়াই জীবন আজি
নামামৃত পানে।
সংসারের ভাব যত, সকলি বিদিত, কেবলই মোহে মোহিত,
মত্ত অভিমানে
ছাড় ২ দেহ মনে যত গর্ব্ব আছে, শান্তি সুখ ধর ২ হৃদয়
মাঝারে, হরি নাম ভেলা করি, কি ভয় মরণে?—নির্ম্মল হৃদয়
হবে, শান্তি সুখ ধামে, বিরাম দিওনা মন! হরিনাম গানে।
হাত তুলি হরি বল, জীবন সম্বল, বিভু বিশ্ব সনাতন অখিল তারণে;—
নয়ন মুদিত করি, হরি প্রেমে ভাসিয়ে, গদ ২ ভাবে দেখ,
(সতৃষ্ণ নয়নে দেখ) হরি হৃদয় বিমানে (৯০)

রচয়িতার নাম।

মুলতান। আড়াখেমটা।

গিমলা শৈল — হরিনামামৃত নীরে, মজে থাক্‌রে মন রসনা।

হরিসভা — যে হরি নামের লাগি, শঙ্কর হয়েছেন যোগী, সে বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী,
ওরে, শাস্ত্রেতে আছে ঘোষণা
ধ্রুব প্রহ্লাদ ডুবেছিল, ডুবে রতন পাইল, হরি তাদের কোলে নিল,
ঘুচিল যমযন্ত্রণা (৯১)

সোহিনী। একতালা।

ঐ — রাধে গোবিন্দ বল রাধে (মন আমার)।
যদি তর্‌বি রে বিপদে
সেখানে কি বলে এলি? (রাধাকৃষ্ণ নাম, আমি ভজ্‌ব সদা)
বিষয় পেয়ে ভুলে গেলি, ও তুই আপন হাতে বিষ খেলি,
মজিয়ে সম্পদে
স্ত্রী পুত্র পরিজন, কেহ তোর নয় আপন, (ও তুই কারে
আপন ২ বলিস্? ওরে কেউত সঙ্গে যাবেনা রে!
ওরে আপন কে তা চিন্‌লি না রে!), ও তুই মায়াতে
হয়ে অচেতন, মজ্‌লি রে বিপদে।
রাধাকৃষ্ণ দুটি নাম, অনন্ত সুখের ধাম, (এমন সুধামাথা নাম,
ও তুই ভজ্‌লি না রে! নামের গুণে ত্রিতাপ জ্বালা যায় রে!)
ও তোর ভাল হবে পরিণাম, মজ্‌লে রাঙ্গাপদে। (৯২)

বিভাষ। আড়াখেমটা।

(অজ্ঞাত) — হরি বল হরি বল রে ও মন! দিন্ গেল বিফলে।
ও মন, এখনো না বল্লে হরি, বল্‌বে কি আর দেহ গেলে?।
এ দেহ জলের বিম্ব, বিম্ব ভাঙ্গ্‌লে মিশে যাবে জলে;
মন রে! ভাই বন্ধু দারা সুত, (তা'রা) কেউ যাবে না
নিদান কালে। (৯৩)

রচয়িতার নাম।

বিভাষ। আড়াখেমটা।

রাজকৃষ্ণ রায়। হরি বল হরি বল হরি বল মন!
ছাড় মোহ মায়া, ভ্রান্তি ছায়া, সংসার বন্ধন।
আর ভক্তিভরে উচ্চস্বরে (নেচে ২ রে।) কর হরি সংকীর্ত্তন;
যে জন ব হুতুলে হরি বলে, (এম্নি দয়াল হরি রে।)
হরি তারে দেয় দরশন;—কাঙ্গাল প্রেম ভিকারী, প্রেমের
হরি, করে প্রেম বিতরণ (৯৪)

জয়জয়ন্তী একতালা।

গোবিন্দ দাস হরি ২ বলি, ভুজ যুগ তুলি, পুলকে পুরল তনু
অরুণ দিঠি জলে অবনী ভাগল, সুরধুনী ধারা বহে যনু।
পদতলে ভকত কল্পতরু, সিঞ্চিত প্রেম মকরন্দ;
যা কর ছার, সুরাসুর নরবর পরমানন্দ।
পেখলু গৌরচন্দ্র নটরাজ;—
জঙ্গম হেম কল্পতরু উরল, কিয়ে নবদ্বীপ মাঝ।
নয়ন নীরদ জনিত মন্দাকিনী, ত্রিভুবন তরল তরঙ্গে;
নিত্যানন্দ চন্দ্র বাম দিনমণি, ভ্রমই প্রদক্ষিণ রস রঙ্গে।
যা কর চরণ সমাধিয়ে শঙ্কর, চতুরানন কুরু আশে;
সো পঁহু পতিত কোরে করি কাঁদই, কিবা হব
গোবিন্দ দাসে॥ (৯৫)

জয়জয়ন্তী। জৎ।

সিমলা শৈল হরিসভা। তুমি যজ্ঞেশ্বর হরি, অখিল তারণ।
বিভু বিশ্ব সনাতন, ভকত জীবন।
সংসার সাগর কূলে, তোমারি মহিমা, সাক্ষ্য দিয়া বিতরিছে
অতুল সাধন

রচয়িতার নাম।

বাহিরে তোমার ভাব, বিশ্ব শোভে তায়, অতুল শোভায়,
তুমি অন্তর শোভন
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কর, ধর অসহায়ে ; রাখ পদাশ্রয়ে, হরি ! এই
অকিঞ্চনে ;—মিনতি সুগতি দেহ, ভকতি জীবনে, তার ২
তার হরি অনাথ শরণ
মোহে মুগ্ধ হয়ে মোরা, সংসার পাথারে, সঙ্কট গণিছি সদা
তোমা অদর্শনে ;—দয়াময় দয়া কর, দয়ার সাগর,
পূর্ণব্রহ্ম তুমি হরি চরম কারণ
আমরা মিনতি করি, যুকতি বিহীন, জানি তুমি জনার্দ্দন জগত-
জীবন ;—সেবকে প্রসন্ন হও, সেবিলে তোমায় হে।
সাধকে তোমারে কহে ভকত জীবন ;—ভব জলধিতে
তুমি তারণ কারণ,প্রণমি তব চরণে, হরি করুণা কারণ (৯৬)

মুলতান। একতালা।

"সিমলা শৈল
হরিসভা।

হরি, দেখা দাও আমায়
ভবপারে যেতে হরি। তরি ডুবে যায়।
মন ছিল আমার দেহ তরির মাঝী,তাহে ছিল আমার দাঁড়ী ছজন
পাজি, তাদের বশে মাঝী, (হরি হে !), নিয়ে মাঝামাঝি,
মাঝি বুঝি মজায়।
তারা কুবাতাস পেলে, আশা পাল তুলে, যায় গো চলে, বারণ
মানে না ; আবার তাদের বশে গেলে, মোহ গর্ত্তে ফেলে,
মায়া জালে পড়ে বাঁচি না ;—আমার এ যে তরি, পঞ্চ
কাষ্ঠের তরি, কাল জলে যায় কালে নে যায় ধরি, দিয়ে
চরণতরি(হরি হে !) এদাসেরে তরি,তস্থর তরি তরাও।(৯৭)

রচয়িতার নাম

ভৈরবী। কাওয়ালী।

সিমলা শৈল ঃ হরিসভা

আর কারে ডাকি, তোমা ছাড়ি যাব কার দ্বার ?
তুমি আঁধারেরি আলো, জীবন আধার।
সুখদ প্রভাতকালে, হৃদয়ে না দেখা দিলে, তুমি বিনে এ সংসারে
বল কে আছে আমার ?
মন প্রাণ ধন জন, সকলি তুমি হে প্রাণ, রাখিলে ভবেতে থাকি,
তুমি বিনে কে আছে আর ?।
ভক্তবৎসল তুমি, জীবন আধার তুমি, তোমা ছাড়া কোথা আমি,
সকলি আঁধার; হে বিভু বিশ্বসনাতন। তুমি জ্ঞান ধন জন,
পরাৎপর সবে বলে, তুমি মম প্রাণাধার। (৯৮)

সুরট। ঐ।

ঐ

বিষয় সুখে মন তৃপ্তি কি মানে।
তব চরণামৃত, পান পিপাসিত, নাহি চাহি ধন জন মানে।
হৃদয় পিপাসু সদা পরমেশ্বর পদ,—কমল মধুপানে ; না চাহি
অপর কিছু,মধুকর ত্যজে মধু,চায় কি সে জল পানে ?।
সেই তব সুবিমল প্রেম মুখ ছবি, নিরখি ২ অনিমেষে ; সফল
করিব প্রভু। নেত্র যুগল মম, পাসরিব ভয় দুঃখ ক্লেশে ;—
অনুদিন গাইব ভগবদমল যশ, কোমল সুমধুর তানে ;
মিলিবে সে ফল তাহে কভু নাহি মিলে যাহা, দুঃসহ
তপ জপ দানে।
পল ভর না ছাড়িব তোমার সে শ্রীচরণ, তুমিও রাখিবে তব
দাসে ; তব সহবাস সুখে রহিব নিশি দিন, না গণিব ভব-
বনবাসে ;—পরিহরি বিষম বিষয় প্রলোভন, অনুচর রব
তব পাশে ; হৃদয় থাল ভরি প্রীতি কুসুম লয়ে, পূজিব
নিত্য মহেশে ;—পরি অপরাজিত দিব্য কবচ তব, অক্ষত

রচয়িতার নাম

রিপুর প্রহারে ; তব করুণা তরি করি অবলম্বন, যাব ভবা-র্ণব পারে;—জীবন সঁপিয়ে তোমার পদে ও ভুঁ নির্ভয় হইব সখা হে। মঙ্গল কার্য্য তোমারে সমর্পিয়ে, সহজে ত্যজিব এই দেহে (৯৯)

টোড়ী ভৈরবী একতালা।

শিমলা শৈল হরিসভা

সংসার সাগরে ও মন ডুবে গেলি
পরিত্রাণের উপায় কি করিলি ?

এই, তোরে বলি সার, সকলি অসার, কেবা বল কার, হরি বিনে ? এখন সতর্ক হও মন, সাধ নারায়ণ, শিয়রে শমন তোরে বলি।

সেই, ভব কালবারি, তরিবারে হরি, দেছেন চরণ তরি, তাইতে তরি ;—আবার তুফানে প'ড়িলে, তরিরে স'রিলে, অভয় দান দিবেন বনমালী

সে, ভবসিন্ধু পার, হতে হবে পার, ভাব অনিবার, হৃষীকেশে ; . তিনি নবদর্পহারী, নরকান্তকারী, সুধামাখা নাম কৈ সাধিলি?

এমনি, চরণের প্রভাব, গঙ্গার উদ্ভব, সে চরণ ও মন ভুলনা রে।— আবার হৃদি পদ্মাসন, করিয়ে আসন, ভক্তিভাবে দেহ পুষ্পাঞ্জলি (১০০)

সিন্ধু ঝাঁপতাল।

গোবিন্দ অধিকারী

শ্রবণ মঙ্গলং
হরের্ণামং হরের্ণামৈব কেবলং ; কলৌ নাস্ত্যেব২ নাস্ত্যেব গতিরন্যথাং।

তন্ত্রে বিবা মন্ত্রে, জীবনান্তে, হরিনাম বিনা সব বিফলং ;—কাম কলুষ নাশন, তারণ কারণ, জগত কুশলং

রচয়িতার নাম

দূর কর গর্ব্ব, হর সর্ব্ব কুভাব, উপসর্গ স্বভাব, ধর স্বর্গ স্বভাব ;—
কর যাগযজ্ঞ, যজ্ঞ নহে যোগ্য, যজ্ঞেশ্বরের নাম কেবলং
ভক্তিভাবে যেই জন, লয় নাম পায় ত্রাণ, স্মরণে যন্নাম,
গ্রহণে যন্নাম, চিত্ত নির্ম্মলং (১০১)

পাহাড়ী। একতালা।

গোবিন্দ অধিকারী

দীনবন্ধু হে! সেই দিন দেখ্‌ব তোমায়, কেমন পরম বন্ধু তুমি
যে দিন শমন রাজা মোরে, শমনজারি করে, কোন ফেরে ঘোরে, দ্বারে বন্দি হই আমি
হরি! তুমি অকপট, আমি হে কপট, কপট পেয়ে তুমি নও হে প্রেমী ;—যদি অকপট প্রেমে, ডাক্‌তেম তোমায় এসে, তবে এমন প্রেমে ভ্রমে কি এমি?
হরি! তুমি অতি সৎ, আমি হে অসৎ, অসৎ সঙ্গে বসত্, অসৎগামী ;—এখন যেরূপ নিরন্তর, হতেছে অন্তর, জান সর্ব্বান্তর, অন্তর্যামি!
তুমি অগতির গতি, তোমা বিনে গতি, নাহি অন্য গতি, ভারত ভূমি ;—কর যা ইচ্ছা তোমার, রাখ কিম্বা মার, দাস গোবিন্দ তোমার, তুমি হে স্বামী (১০২)

পাহাড়ী একতালা

দাশরথি রায়

দীনবন্ধো, আমি সেই দিনে হে, দেখ্‌ব কেমন বন্ধু তুমি
কে পার করে হে আমারে, দীননাথ শমন রাজার দ্বারে, যে দিন গিয়ে বন্ধন পড়্‌ব আমি
হরি! তুমি হে মাধব, হও দীনবান্ধব, হতে হবে সে দিন অগ্রগামী ;—(একবার সেই দ্বারে হে!) যদি না দাঁড়াও ওহে শমনদমন শমন যা কর্‌বে তা জান অন্তর্যামি!

রচয়িতার নাম

হরি! তুমি বন্ধু বট, আমি কিন্তু শঠ, শঠের সঙ্গে কভু না হও
প্রেমী,—(ওহে ও দীননাথ।) তুমি নির্ব্বিকার নির্ম্মল নিত্য
বস্তু, তোমার শঠ সবল, সমান সংসারস্বামি! (১০৩)

টোড়ী ভৈরবী। আড়াখেমটা।

শিমলা শৈল হরিসভা। নদের মাঝে প্রেমভক্তির বাজার বসেছে
গৌর নিতাই দুই হাটুরে, ভক্তি এনেছে
কে নিবি আয় কে নিবি আয়, বিনা মূলে কিনিবি আয়;
কর্‌লে দেরি, ঠক্‌বি ভাবি, আয় চলে আয় চলে আয়;—
দেখ্‌না চেয়ে, ধেয়ে ২, দেশ বিদেশের
লোক ছুটেছে (১০৪)

ভৈরবী। খেমটা।

(অজ্ঞাত) জীবের থাক্‌তে চেতন, হরিবল মন। দিন গেল দিন গেল
দিন গেল দিন গেল যে মন। দিন গেল দিন গেল।
ওরে! জগাই মাধাই পাপী ছিল হরিনামে তরে গেল।
ওরে রূপ সনাতন দুভাই ছিল, তারা বিষয় ছেড়ে ফকীর হল।
ওরে! রত্নাকর দস্যু ছিল, সে যে হরির নামে তরে গেল।
ওরে। অহল্যা পাষাণ ছিল, সেই চরণ পরশনে মানব হল।
ওরে মনরে! তোর পায়ে ধরি, এবার আমায় নিয়ে ব্রজে চল
(১০৫)

ঐ আড়াখেমটা।

ঐ তোরা কে নিবি লুট্, লুটে নে, নিতাইচাঁদের প্রেমের
বাজারে।
প্রেমের কর্ত্তা শ্রীচৈতন্য, পাত্র হইল নিত্যানন্দ, মুন্‌সীগিরি
দিল অদ্বৈতেরে;—ওরে হরিদাস খাজাঞ্চি হয়ে প্রেম
বিলাইছে নগরে।

রচয়িতার নাম

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, যাঁরে ভাবে নিরন্তর, ধ্যান করিয়ে না পাইল
যাঁহারে ;—ওরে ! নারদ মুনি মগ্ন হয়ে, বীণা যন্ত্রে
গান করে
রূপ সনাতন দুভাই আসি, প্রেমের বাজারে বসি, আনন্দেতে
বেচা কেনা করে ,—ওরে ! রাং দস্তা ফেলে সোণা,
নিতেছে ওজন করে (১০৬)

বিভাষ। খেমটা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বল ভাই হরি ২, প্রেম করে ভাই হরি বল
নামে প্রাণ উথলে, পাষাণ গলে, প্রেমরসে প্রাণ টল ২
অনুরাগে বল্‌বে হরিনাম, প্রেমরসে প্রাণ ভাস্‌বে অবিরাম,
হৃদয় মাঝে উদয় হবে, ত্রিভঙ্গিম শ্যাম ;—ছার বাসনা
যাবে দূরে, কর্‌বে না আর ছল ; নামের গুণে প্রাণ হবে
শীতল। হরিনাম কেন ভোলো ? (১০৭)

ভৈরবী। আড়াখেমটা।

(অজ্ঞাত)

প্রেম কি পায় সকলে ? । (জগাইরে !)
সে যে সাধনের ধন, সাধন বিনে, সে ধন কি
অমনি মিলে ? ।
যত যুবতী শিশু লয়ে কোলে, ডাকে বাহু তুলে "চাঁদ আয়" বলে,
চাঁদ কি তাতে গগন ছেড়ে,ভুলে উদয় হয় ভূতলে ? (১০৮)

ঐ। দশকুশী।

ঐ

হরি বোল ২ বলে, কে যায় নদের বাজার দিয়ে ?
ওরে ! যারে মাধাই জেনে আয়
ওরে সোণার নূপুর রাঙ্গা পায়, নগর দিয়ে হেঁটে যায় ; হেসে
পড়ে নিতাইয়ের গায়, ও দেখ্‌রে নূপুর পঞ্চম গায়।

রচয়িতার নাম।

ওরে! মাৰ্জি কান্ধা নিতাইয়ের গায়, (দেখ্‌রে!) রক্তে অঙ্গ
ভেসে যায়;—তখন জগা বলে মাধাই ভাই, এমন রূপ
আর দেখি নাই, এমন নাম আর শুনি নাই। (১০৯)

ভুক্ক

উপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয় নারায়ণ বিঘ্ন বিনাশন।
জয় মুরারি কেশব বিশ্বস্তর বামন।
জয় কালীয় দমন, বিরাট ভীষণ, দেবকী নন্দন, দনুজ দলন;
জয় বিষ্ণু জগন্নাথ, রাম বিশ্বনাথ, কংস নিপাত, মধুসূদন।
জয় গোবিন্দ রমেশ, কৃষ্ণ হৃষীকেশ, নটেন্দ্র সুরেশ, স্মর মোহন;
জয় যজ্ঞেশ গোপাল, মুকুন্দ নৃপাল, ব্রহ্ম সুরপাল,
পীতবসন
জয় গিরি চক্রধারি, বিপিন বিহারি, শার্ঙ্গপাণি হরি, খগবাহন;
জয় শ্রীনন্দ সুত, যশোদা সুত, পরম পূত, হাস্য বদন
জয় বসুদেবজায়, ত্রিভঙ্গ কায়, অদ্ভুত মায়, জগৎচরণ;
জয় কল্কি হলধর, নবরস সাগর, বুদ্ধ অবতার, লক্ষ্মী রমণ
জয় কৌস্তুভ ভূষণ, শঙ্খ ধারণ, পুতনাঘাতন, কেশী মর্দ্দন;
জয় শ্রীনাথ শ্রীবাস, জাহ্নবী প্রকাশ, পূর অভিলাষ,
যাচি শরণ।
জয় স্থির পদ্মাসন, গরুড় কেতন, বিশ্ব বিমোহন, গদাধারণ;
রোগ শোক ঘোর, নাশ কর মোর, করি কর যোড়,
মাগি চরণ॥ (১১০)

নগর কীর্ত্তন।

বাহার। রূপক।

সিমলা শৈল হরিসভা।

ওহে দয়াল হরি! দীনে কৃপা বিতরি, দাও শ্রীচরণ তরি,
ভবসাগরে।

এ দুস্তার, পারাবার, নাহি কূল কিনার ; হেরি তায় আবার
তরঙ্গ, হৃদে হয় আতঙ্ক, অবশ অঙ্গ ;—এখন রক্ষ হে
ত্রিভঙ্গ দয়া করে
এ সময়, কৃপাময়! হও হে সদয় ; আমি মরি হে মরি প্রাণে,
পড়েছি ঘোর তুফানে, তোমা বিহনে অধমে কে নিস্তারে ?।

জয়জয়ন্তী একতালা

তুমি কোথায় আছ হে! ভব কর্ণধার হরি!
এখন দেখা দিয়ে প্রাণ, করুণানিধান! রাখ হে কৃপা করি
হরি! তোমা বিনে আর, কে করিবে পার, এ দুস্তার ভববারি ?—
হরি! এ ভব সাগরে, দীনহীনে তারে নয়নে না আর হেরি
অকূল জলধি মাঝে কূল দাও আমারে।

বাহার রূপক।

কোকভ একতালা

এখন হইয়ে সদয়, ওহে কৃপাময়! এস হে বিপদ কালে।
বারেক ধরিতে দেখি, শ্রীচরণ তরণী ভাসায়ে জলধি জলে।
নৈলে ডুবে মরি, (পাপজলে), ভাসায়ে জলধি জলে ;
আমায় ধর ২ দীনবন্ধু হে। বৃথা যায় হে জীবন, আমার
পারে যাওয়া হ'লনা বুঝি হে।

ভৈরবী দশকুশী।

আমার, বড় সাধ আছে মনে ; পূজিব তব চরণে হে।।

ঝিঁঝিট দশকুশী।

চরণ ধুয়ে যে দিব হে। বড় সাধ ; আমি ভক্তিবারি দিয়ে।
চরণ সাজায়ে দিব হে। বড় সাধ ;—সচন্দন তুলশী দিয়ে।
জ্ঞাননেত্রে যে দেখিব, বড় সাধ ;—তোমার অভয় চরণ দুটি
সাধ পুরাতে হবে হে। বড় সাধ ; ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু।
একবার দাঁড়াতে হবে হে। বড় সাধ ; হৃদ্‌কদম্ব তরুমূলে।
শ্রীরাধারে বামে লয়ে। চরণে চরণ দিয়ে
বাঁশী বাজাতে হবে হে। বড় সাধ ;
জয় রাধা শ্রীরাধা বলে রাধে আমায় রাধ্ বলে।

রচয়িতার নাম

বাহার রূপক। আমি কেন হেন, সাধ করি ?
দেবের দুর্লভ যে চরণ, যোগে পায় না যে যোগী জন,
বনে মুনিগণ পায় না চরণ ধ্যান করি
হয়ে সংসারে স্থিরীভূত, সদা কুকর্ম্মে রত, ফিরি নিয়ত ;—
হয়ে রিপুর বশীভূত নিয়ত ফিরি

ললিত বিভাষ। একতালা। এই ভরসা মনেতে আছে হে, ওহে দয়াময় !
সগুণে যে তরে সে ত আপন গুণে, নিগুর্ণে তার হে
তুমি নিজ গুণে, তুমি হে সম্বল সম্বলবিহীনে,
নিরাশ্রয়ের আশ্রয়
ওহে দীননাথ অনাথ শরণ, পাতকী জনার নরক বারণ,
বিপদ কালেতে শ্রীমধুসূদন, ডাকিলে ঘুচাও ভয়

বাহার রূপক। তবে কেন না তরিব ভব ঘোরে ? (১১১)

নগর কীর্ত্তন।

বাহার তিয়ট।

সিমলা হরিসভা আমার হৃদ্‌কমলে, ধরি যুগলরূপ একবার দাঁড়াও,
মধুসূদন ! ।
দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে, চূড়া হেলায়ে বামে,
করে বংশী ধরি ;—একবার বামে লয়ে
সাধের রাই কিশোরী ;—একবার অধীনে
কৃপা করি, সদয় হও বংশীধারি ! আমরা
যুগলরূপ করি হরি দরশন।

ভৈরবী একতালা। দয়াময় হরি, বাঁকা বংশীধারি ! আমরা যুগল
রূপের অভিলাষী, ওহে রাধাবল্লভ ! (আমায়
একবার চরণ দিতে হবে)।
তোমার চরণেরি গুণ, ও গুণ আছে জানা ;
যাতে কাষ্ঠের নৌকা হল সোণা। (চরণ পরশিয়ে)।

রচয়িতার নাম

তোমার চরণেরি ধারে ২ ; কত যোগী ঋষি ধ্যান করে।
(চরণ পাবে বলে) (কত কোটিকল্প সাধন করে)
আমায় চরণ ছাড়া কোর না হে।
তোমার চরণেরি ঐ ছায়ায় গিয়ে ; আমি জুড়াব
তাপিত হিয়ে (ওহে ত্রিতাপবারণ !)।
তোমার একবার চরণ, থেমেছিল ; যাতে দ্রবময়ী
গঙ্গা হল (ওহে পতিত পাবন !)।

আলাইয়া পঞ্চম সওয়ারী দশকুশী। এই বাসনা মনে মাত্র, সচন্দন তুলসী পত্র ; দিব তব অভয় চরণে (ওহে রাধাকান্ত !)
মালা মনের সাধে গেঁথেছি হে।
প্রেম পুষ্পের মালা গেঁথেছি হে।
অনুরাগের সূত্রে গেঁথেছি হে
ভক্তি চন্দন তাতে মাখাইয়ে।

বাহার। তিয়ট — তোমায় ভক্তাধীন বেদে বলে, এই কোরো অন্তিমকালে,
রাধানাথ হে। যেন রসনায় বলে গঙ্গা নারায়ণ (১১২)

নগর কীর্ত্তন।
বাহার। তিয়ট।

(অজ্ঞাত) হরি ! যে ভাবে তোমায় যে ভাবে, তারে কৃপা কর
সেই ভাবে। হে।
তোমায় ভক্তিভাবে ভক্তে ভাবে, ওহে গোপীকান্ত !
অভাব হও হে অভাবে।

রূপক — হে ব্রহ্ম সনাতন ! সনক সনাতন, শান্ত ভাবে পেলে তব চরণ ;—
শিশুপাল রাবণ, অরিভাবে পেলে হে
পতিত পাবন ! মম দশার কি হবে ?।

লোফা — হরি হে ! বলিরে ছলিলে, বামনরূপ ধারণ করে হে !
হরি ! কে জানিবে তব অন্ত ? যাঁর অনন্ত না পায় অন্ত,

রচয়িতার নাম

হরি, ত্রিপাদ ভূমি দান নিতে, পদ্ম বাহির করে
নাভি হতে ;

একতালা ও পদ পঙ্কজে ভৃঙ্গ হয়ে, রঙ্গে থাক রে ! পান কর সুখে,
পরম সুখে, চরণ পদ্মের মধু ; (আমি তাই বলি মন !)—
বিষয় কেতকী কণ্টকের বন, সে বন মধু বিহীন,
ইথে বিফল ভ্রমে ভ্রম কেন মন ?
অসার সংসারে কে আপন আছে ? ও মন ! ভেবে দেখ
শ্রীহরি বিনা সকলি মিছে ;

দোলন অর্দ্ধ নারায়ণ ক্ষেত্রে, অর্দ্ধ গঙ্গা নীরে, যথা রহে যেন অঙ্গ ;
দৃষ্টি করি রবি সুতে, না আসিবে আমায় নিতে,
হয়ে অতি ভয়ে ভীত, দূরে থাকি দিবে ভঙ্গ ;

তিয়ট। আমার চরমকালে, হৃদ্ কমলে, নীলকমল দাঁড়াবে। (১১৩)

নগর কীর্ত্তন

বাহার। রূপক।

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় দীনবন্ধু ! এই বাসনা
যেন সবলে, হরি বলে রসনা
দয়াময় হে মধুসূদন ! তোমার নামের কি গুণ,
কত গুণ পায়, কেবা গায় বাঁকা মুরারি ?
ব্রহ্মার দুর্লভ, পদ পল্লব, তুমি জগত বল্লভ, শ্রীহরি ;—
আমি সেবিব পদ দ্বয় নাশিব এ ভব ভয়,
যেন রয় ভবে এই ঘোষণা

ধামার। আমি শিশুমতি, অভাজন জাতি, মম দোষ ক্ষমা
কর রমাপতি। (দয়াময় হে !) ;

রূপক। আমি ভক্তি হীন দুরাশয়, তুষিব কিসে তোমায় ?
সে সময় দাসে যেন ভুল না। (১১৪)

রচয়িতার নাম

বাহার। রূপক

(অজ্ঞাত) নিত্য নিকুঞ্জে শ্যামের বামে দাঁড়ায়ে ঐ দেখ রাই কিশোরী
কি শোভা মরি ২ ; নয়ন জুড়াল হেরে যুগল মাধুরী।
শ্যামের নীরদ বরণ, রাই অঙ্গে নীল বসন, কি শোভা যুগল
রূপের কিরণ। নয়ন জুড়াল হেরে যুগল মাধুরী
বিনোদ চাঁদে বিনোদিনী, তড়িত জড়িত জিনি, সুভাষিণী কতই
শোভা ধরে ;—ভক্তের মনের তিমির হরে ;—যুগলরূপ
হেরে ভ্রমরা গুঞ্জরে, কোকিল কুহরে, মনের আনন্দে
নৃত্য করে শুক শারী। (১১৫)

খটভৈরবী দোলন (বা রূপক)।

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। তোমা ভিন্ন বৃন্দাবণ্য, শীর্ণ হইল ; হরি। চল হে চল।
প্রেমময়ী কমলিনী, তব আশে, প্রভাসে এল
ঐ এসেছেন রাই কিশোরী ; তব বিচ্ছেদে খেদে,
দেখ কিশোরীর কি শরীর

একতালা। হরি। ব্রজের স্বভাব করিলে হে ভঙ্গ ; একি ভাব তব ত্রিভঙ্গ ?—
রূপক নবভাবে, কি স্বভাবে, কে তোমারে, বেঁধে হে ছিল (১১৬)

ঐ ঐ (হোরীর গান

ঐ তব সঙ্গে, রসরঙ্গে, খেলিব হোরি, হরি।
সাধ করি
যুগল বেশে, দাঁড়াও এসে, হেরি যুগল মাধুরী
আমরা এসেছি হে কেশব, নানা রঙ্গে আবিরে আজ,
তোমার শ্যামাঙ্গ শ্যাম সাজাব ;—
(একতালা) আমরা প্রেম ডোরে বেঁধেছি হে সবে,
হরি। আর কোথা পালাবে ? ;—
রূপক। মধুর ভাবে, মধুর রবে, বাজাইবে বাঁশরী॥ (১১৭)

রচয়িতার নাম।

বহার রূপক। (গোষ্ঠের গান)

শ্রীগোবিন্দ আনন্দ নিধান।
চল ভবনে দিবা হল অবসান
শ্রীগোপাল হে নীলরতন! তব আশাপথ চেয়ে,
চাতকীর প্রায়, আছেন হায়, তব জননী;—কাতর
অন্তর, হে নিরন্তর, রহ কেমনে অন্তর নীলমণি?—
মাতা ক্ষীর সর লইয়ে, দ্বারে আছেন দাঁড়ায়ে,
চল ভাই জুড়াতে জননীর প্রাণ।
(ধামার) দেখ ধেনু সবে, ডাকে আর্ত্তরবে, যেন জিজ্ঞাসিছে
কখন্ গৃহে যাবে? (রাখালরাজ হে।);—
রূপক হল চঞ্চল গো সকল, বিলম্বে আর কিবা ফল;
দেখ ঐ দিনমণি ম্রিয়মাণ॥ (১১৮)

রথের গীত।

বাহার। তিয়ট।

মদনমোহন বসু। কোথা যাবে হরি! ব্রজশূন্য করি, রথে আজ
কেন দয়াময়?
কেন প্রতিকূল গোকুলে, কি দোষে নিদয় হলে?
রাধানাথ! অকূলে গোকুল ভাসালে;—
কেন কি সাধে সাধে বাদ, প্রেম সাধে কালাচাঁদ,
এ বিষাদ গোপিকার কি প্রাণে সয়?—ওহে
করুণানিধান! রাখ মান, কেন করহে নিরাশ্রয়?
গোপীর আর কেহ নাই এই গোকুলে, ব্রজনাথ!
রথ রাখ শ্যাম, একবার ফিরে চাও;—
যেও না প্রাণ হরি প্রাণ হরি হে! বিনয় করি
চরণ কমলে শ্যাম!
ছোট চৌতাল বৃন্দাবন বিলাসিনী, প্রেমময়ী কমলিনী, অনাথিনী
পাগলিনী যেন হে!—ঐ পথের মাঝে পড়ে দেখ হে!

রচয়িতার নাম

ছুটকিলে — একি প্রমাদ করে কিশোরী ঐ দেখ শ্যাম ২
শ্যাম ওহে!—"কোথায় কৃষ্ণ" বলে জ্ঞানহারা,
কুনয়নে বারিধারা, ভাসে তাহে বদন কমল ;—
স্বর্ণলতা ধরাসনে মলিনে শ্রীহীনে, হে! দেখনা শ্রীহরি!

তিয়ট — রাধার যে দশা চক্ষে হেরি, বাঁচে না বাঁচে প্যারী,
অকালে হল হরি কি প্রলয়? । (১১৯)

জয়জয়ন্তী। একতালা।

রামপ্রসাদ সেন। — ওহে নূতন নেয়ে! ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে
দুকূল হইল দূর ঘন২ হান্‌ছে চিকুর; কেমন২ করে হে দেয়া,
মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া; শুন ওহে গুণনিধি!
নষ্ট হোক ছানা দধি, কিন্তু মনে করি এই খেদ;—
কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরি,
মিছে তবে হইবে হে বেদ।
যমুনা গভীরা ভাঙ্গা তরি, অবলা বালা কৃশোদরী,
প্রাণ রক্ষার তুমি মাত্র মূল;—অবসান হল বেলা,
একি পাতিয়াছ খেলা? ঝটিৎ পারে চল
প্রাণ নিতান্ত আকুল
কহিছে প্রসাদ দাস, রসরাজ কিবা হাস, কুলবধূর মনে
বড় ভয়;—এক অঙ্গ আধা ২, তোমারি অধীনা রাধা,
তাতে এত বাদ সাধা, উচিত কি হয়? (১২০)

জয়জয়ন্তী জৎ।

রামপ্রসাদ সেন। — ও নৌকা বাও হে ত্বরা করি, নূতন কাণ্ডারি!
রঙ্গে ব্রজ বধূর সঙ্গে
আতপ বারণ হেতু, তরুণী ভর' তরণী, চালন কর মনের রঙ্গে;—
আপন কর হে পণ, চাও হে যৌবন ধন,
হাস ভাস প্রেম তরঙ্গে।

রচয়িতার নাম।

আগে চরাইতে ধেনু, বাজায়ে মোহন বেণু, বেড়াইতে রাখালের
সঙ্গে ;—এখন হয়েছ নেয়ে, কোন্ বা বিষয় পেয়ে,
ধেয়ে হাত দিতে এস অঙ্গে ?
ভণে দাস রামপ্রসাদ, হায় একি পরমাদ, কায কি হে এ থার
প্রসঙ্গে ?—সত্য উচিত কও, কোন রূপে পার হও,
দাস আছে পাছে মন ভাঙ্গে (১২১)

তিলক কামোদ (মিশ্র)। খেমটা

গোবিন্দ অধিকারী

বৃন্দাবন বিলাসিনী, রাই আমাদের
রাই আমাদের,রাই আমাদের,আমরা রাইয়ের রাই আমাদের
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদন মোহন ;
শারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ। (নৈলে শুধুই মদন)।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরে ছিল ;
শারী বলে আমার রাধা শক্তিসঞ্চারিল (নৈলে পারবে কেন)
শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা ;
শারী বলে আমার রাধার নামটি তাতে লেখা
(ঐ যে যায় গো দেখা)।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে ;
শারী বলে আমার রাধার চরণ পাবে বলে
(চূড়া তাইতে হেলে)
শুক বলে আমার কৃষ্ণ যশোদার জীবন ;
শারী বলে আমার রাধা জীবনের জীবন
(নৈলে শূন্য জীবন)।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি ;
শারী-বলে আমার রাধা প্রেম প্রদায়িনী।
(সে তোমার কৃষ্ণে জানি)

শুক বলে আমায় কৃষ্ণের বাঁশী করে গান ;
শারী বলে সত্য বটে বলে রাধার নাম
(নৈলে মিছে সে গান)
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু ,
শারী বলে আমার রাধা বাঞ্ছা কল্পতরু
(নৈলে কে কার গুরু ?)
শুক বলে আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিকারী ;
শারী বলে আমার রাধা প্রেমের লহরী
(প্রেমের ঢেউ কিশোরী)
শুক বলে আমার কৃষ্ণের কদম তলায় থানা ;
শারী বলে আমার রাধা করে আনাগোনা
(নৈলে যেত জানা)
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের কালো ;
শারী বলে আমার রাধার রূপে জগত আলো
(নৈলে আঁধার কালো)।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী ;
শারী বলে সত্য বটে সাক্ষী আছে বাঁশী
(নৈলে হ'ত কাশীবাসী)
শুক বলে আমার কৃষ্ণ করে বরিষণ ;
শারী বলে আমার রাধা স্থগিত পবন
(সে যে স্থির পবন)
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ ;
শারী বলে আমার রাধা জীবন করে দান !
(থাকে কি আপনি প্রাণ ?)।
শুক শারী দুজনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল ;
রাধাকৃষ্ণের প্রীতে একবার হরি হরি বল।
(বলে বৃন্দাবনে চল)। (১২২)

রচয়িতার নাম।

বাহার খাম্বাজ —খেমটা

(অজ্ঞাত) হবি বল্‌ব আর মদনমোহন হের্‌ব গো।।
যাব ব্রজেন্দ্রপুর, গোপিকার হব নূপুর,
আমি শ্রীচরণে রুণু ঝুনু বাজ্‌ব গো।
তোমরা সব ব্রজবাসী, পূবাও এই অভিলাষি,
আমি নিতি ২ শ্যামের বাঁশী শুন্‌ব গো। (১২৩)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হরি বিষয় বাউল সঙ্গীত।

সিন্ধু খেমটা

শিবপুর বাউল সম্প্রদায়। ও দিন গেল হে! দীনবন্ধু ভবসিন্ধু কর পার
তরাও ভববারি বংশীধারি! হয়ে দেহ তরির (ও দয়াময়!)
দেহ তরির কর্ণধার।
যেন গুটিপোকার প্রায়, বদ্ধ হয়েছি মায়ায়; গেলনা ভ্রম,
নিকটে যম, কখন লয়ে যায়;—তুমি অধমতারণ
পতিতপাবন, ও তাই ভরসা আছে আমার
মহা পাতকী বলে, যেন যেওনা ভুলে; ভবের কূলে, একা
ফেলে, অন্তিম কালে;—হরি! তোমা বিনে ভবার্ণবে,
বল কে লবে হে (ও দয়াময়!) কে লবে হে
দীনের ভার?। (১২৪)

ঐ। ঐ।

ঐ। ও মন মাঝি রে! তুই আমারে ভবপারে লয়ে চল্।
ভবের দেখে রঙ্গ কাঁপে অঙ্গ, আমি হারায়েছি বুদ্ধি বল।
এ যে জীর্ণ তরি প্রায়, বারি চারিদিকে চুয়ায়; বন্ধ হয় না,
জল থামে না, গাব দিলে তার [illegible] ২
ছাপিয়ে উঠে, যেন নেবেছে পাহাড়ের ঢল।

রচয়িতার নাম।

ভবসিন্ধু পারে যেতে, প'ড়ে অকুল বাবিতে ; তুফান হবে,
ডুবে যাবে, একটি ঢেউয়েতে ;—ও তোর ছটা দাঁড়ী
সব আনাড়ী, আমার ভরসা হরি নাম কেবল (১২৫)

সিন্ধু খেমটা

শিবপুর বাউল সম্প্রদায়

আর আমার, কেউ নাই গৌর হরি
পার কর ভবসিন্ধু, দীনবন্ধু দিয়ে রাঙ্গা চরণ তরি
সহায় নাই সম্পত্তি হীনে, আমি কি দিব পারের দক্ষিণে,
ভাব্‌ছি তাই মনে ২, কি হবে কি করি ? দীন দয়াময়
নাম শুনেছি, শ্রীচরণ সার করেছি, কূলে দাঁড়ায়ে আছি,
গেয়ে তোমার (ও দয়াময়।) গেয়ে তোমার নামের সারি
আমি দেখে এলাম ভবের ঘাটে,তুমি আপন হাতে বাইছ বোটে,
পার কর নিষ্কপটে, দিয়ে চরণ তরি ,—আমি দাঁড়িয়ে
আছি ভবের কূলে, আমায় লও হে গৌর হাতে তুলে,
পার কর অবহেলে, ভবসাগর যাই হে তরি (১২৬)

খটভৈরবী পোস্ত

দাশরথী রায়

হরি কাণ্ডারী যেমন আর কে আছে এমন নেয়ে ?।
ভবে পার করেন হরি, রাঙ্গা চরণ তরি দিয়ে
তরণীর এম্‌নি গুণ, নাস্তি পাল নাস্তি গুণ, পার করেন
নিজ গুণে, নির্গুণেরে সদয় হয়ে (১২৭)

খটভৈরবী। আড়াখেমটা।

শিবপুর বাউল সম্প্রদায়

হরি নামের তরি এসেছে ধরায়।
ও কেউ পারে যাবি ত আয় ত্বরায়।

রচয়িতার নাম

আহা! এম্‌নি ভক্তির গুণ, নাইক হাল দাঁড় তার গুণ, উজান
ভাঁটা মানেনাকো, মাঝি সুনিপুণ;—তবে দেখ্‌তে হয় না
চড়্‌তে হয় না, হরি বল্লে পারে যাওয়া যায়
হ'তে ভবসিন্ধু পার, পারের নৌকা নাহিক আর, অধমতারণ
পতিতপাবন স্বয়ং কর্ণধার;—পারের মাশুল দয়াল
হরির নাম, পাপী হরি বল্লে তরে যায় (১২৮)

খট্‌ভৈরবী। আড়াখেমটা।

শিবপুর বাউল সম্প্রদায়।

ভবপারে কে যাবি রে আয়
ঐ দেখ্‌ নিতাই মাঝী ডেকে যায়।
ভক্তে হরিনাম তরি; ধরেন আপনি ক্ষেপণি গৌর, নিতাই
কাণ্ডারী;—তাতে বাধা নামের গুণ বেঁধেছে,
তরি ভক্তি পেলে চলে যায়
আছে নানা তরঙ্গ; তুমি ছাড় রে কুসঙ্গ কর গৌর সঙ্গ;—
ও তুই অনায়াসে পারে যাবি, ও তোর রবে না
কৃতান্ত ভয়। (১২৯)

বিভাষ খেমটা

রামগোপাল মুখোপাধ্যায়

পার কর হরি এবার হে, কর্ণধার ভবার্ণবে।
অতি দীন জনে নিজগুণে, দীননাথ তারিতে হবে।
ওহে! ভকতবৎসল হরি। ভক্তি যে জন না জানিবে;
(দীননাথ! নাথ হে!) হে অগতির গতি, তার কি গতি,
হবে না, কি পড়ে রবে?
ঐ, চরণ তরির ভাড়া হরি! ভক্তি যে জন তোমায় দিবে;
সে ত আপন জোরে যাবেই তরে, তোমার গুণ কি
আছে তবে?

রচয়িতার নাম

ওহে ! ধনীর মাথায় ধর্‌লে ছাতা, দীন দয়াময় কে বলিবে ?—
আমি ভক্তি ধনে নই হে ধনী নাম শুনে এসেছি এবে
ওহে ! পতিতপাবন পতিত যে জন, ভক্তি তাহে না সম্ভবে,
(গোপাল কয়) দেখ্‌ব দেখি, তা বলে কি
নামের গুণ কি ভেসে যাবে ? ॥ (১৩০)

টোড়ীভৈরবী। আড়াখেমটা।

শিবপুর বাউল সম্প্রদায়।

এবার পড়্‌লেম বিষম ফেরে
পার হব কেমন করে ? ত্রাসিত হয়েছে তনু
কুসঙ্গ তরঙ্গ হেরে
তারণ কারণ, তোমারি চরণ, স্মরণ না করি দিনান্তরে ;—
ভেবে হয়েছি আকুল, কিসে পাব কূল, যদি হরি অনুকূল,
হও আমারে।
অগাধ বিস্তার, এ ভব পাথার, আমার পার হওয়া ভার
হল পাবে ; যদি দাও চরণ তরি, (হরি হে,)
তবে ভবে তরি, নৈলে ডুবে মরি, এ সাগরে (১৩১)

ঐ ঐ

রমানাথ ভট্টাচার্য্য

এবার, পার কর পতিতে
ওহে পতিতপাবন দয়াল হরি ! পাপে তনু হল ভারি,
আমি ডুবে মরি ভবাব্ধিতে
অগাধ গভীর, এই ভবনীর, কত মকর কুম্ভীর আছে তাতে ;—
এমন সাধ্য আছে কার, হ'তে পারে পার,
বিনা কর্ণধার সহায়েতে ?
অনিল কুসঙ্গ, করে কত রঙ্গ, তরঙ্গ বাড়ালে তাতে ;—আবার,
অসত্য আবর্ত্ত, হয়েছে প্রবৃত্ত, আমার সামর্থ্য
নাই পারে যেতে

রচয়িতার নাম

করে অবহেলা, নাহি বাঁধি ভেলা, জপমগ্ন ছিল বিষয়েতে ;—
দংশে বিষম বিশাল কালরূপ ব্যাল,ঘটালে জঞ্জাল সমবেতে
হরি ২ হরি। মরি ২ মরি, কত অপরাধ করি চরণেতে ,—
আমার ঘুচাও অপরাধ, পুরাও মন সাধ, রমানাথ!
এ দীন রমানাথে (১৩২)

দেশ খেমটা।

শিমলা হরিসভা। ওহে! দীন দয়াময় গৌর আমায়, দাও পদ তরি
(ভব) অকূল তুফানে পড়ে, ডাকি কোথায় কাণ্ডারী।
ভবে, কর্ত্তেছ হে পার, ওহে গৌর গুণাধার! ভবের মাঝে হাল
ধরেছ হয়ে কর্ণধার ;—এখন পার করহে ভবতারণ,
শমন ভয় নিবারি!
তোমার মহিমা ধন্য ও কে জানে হে চৈতন্য। বৃন্দাবনে
রাধাকৃষ্ণে করেছ শূন্য, এখন অঙ্গোপাঙ্গ করে সাঙ্গ
হলে নদের বিহারী (১৩৩)

ললিত আড়াখেমটা

শিবপুর বাঃ সঃ। একবার ডাক দেখি মন! হরি বলে।
এ জনম, হরি সাধন বিনে যায় বিফলে।
হরি, সর্ব্ব মূলাধার, অন্ত নাহি তাঁর, মহিমা অপার বেদে বলে
হরি অমৃতে অলস, বিষয়ে সন্তোষ, সুধা ত্যজি কেন গরল
খেলে? এমন সুধামাখা নাম, কর অবিশ্রাম, ধর্ম্ম অর্থ
কাম মোক্ষ ফলে
কর বৃথা পরিশ্রম, একি তব ভ্রম, মিছে মায়ায় কেন বন্দী
হলে? দেখ দারা সুত যত, সবাই অনুগত, হইবে
বিরত বিপদ কালে (১৩৪)

রচয়িতার নাম।

ললিত আড়াখেমটা।

শিবপুর খাঃ নঃ

ডাকার মতন ডাক দেখি মন হৃদয় খুলে
দয়াময় দীনবন্ধু বলে
ডাক্‌লে পাবি দরশন, অভয় চরণ, জীবন্মুক্ত হবি অবহেলে।
যে জন কপটতা ছেড়ে সরল অন্তরে, ডাকছে ভাসিয়ে নয়ন
জলে ;—সেই দয়ার অবতার, শুনে কান্না তার, অধিষ্ঠান
হয়েছেন হৃদ্‌কমলে।
আরও, শুনি পুরাণেতে, অল্প বয়সেতে,ধ্রুব প্রহ্লাদ নামে দুটি
ছেলে ;—তারা ডাকার মতন ডেকে, পেয়েছে তাঁহাকে,
থাক্‌তে পারে মা কি, (নিষ্ঠুর হয়ে), ডাক্‌লে
ছেলে ? (১৩৫)

মুলতান খেমটা।

মতিলাল রায়।

শ্রীহরি শ্রীহরি হরি, হরি বল মন আমার
আর হবে না গর্ভ যন্ত্রণা, হরিনাম কর সার।
হরি বুদ্ধি হরি বল, হরি পথেরি সম্বল, গতি মুক্তি ভক্তি ফল,
ধৃতি স্মৃতি যুক্তি আর
গন্ধে শব্দে রূপে রসে, হরি আছেন পরশে, ধ্যান জ্ঞান
চিন্তা ভাবে, জপে তপে দেখ তাঁর
অনলে অনিলে হরি, জল স্থল শূন্যে হরি, অণুতে অণুতে হরি,
হরিময় ত্রিসংসার
হরি স্থূল হরি সূক্ষ্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ পক্ষ,
আদি অন্ত পূর্ণাকার
সংসার তক্রেতে তোর, মাখন সেই মাখন চোর, জ্ঞান দণ্ডে
ভক্তি ডোর, দিয়ে কর সাবোদ্ধার

রচয়িতার নাম।

গেল দিন ওরে মতি! ভাব সে কমলাপতি, চরমে পরম গতি,
দিবেন শ্রীনন্দকুমার (১৩৬)

পাহাড়ী আড়াখেমটা।

(অজ্ঞাত) হরি বলে ডাক্ রে রসনা!
ও তোর ঘুচ্‌বে ভব যন্ত্রণা।
হরি বলে ডাক্‌রে আমার মন! অন্তিমকালে জান্‌বি হরিনামের
গুণ কেমন; আবার হরি বলে যাবি চলে, যমে ছুঁতে
পাব্‌বে না
হরি ভবের কাণ্ডারী; নিজ গুণে পার করিতে রেখেছেন তরি;
আবার দুঃখী তাপী পারে যাবে, তাদের মাসুল
লাগ্‌বে না (১৩৭)

ললিত বিভাষ। খেমটা

ছোটসিমলা হরিসভা একবার, ডাক্ দেখি মন. সেই জনে
কালীকৃষ্ণ রূপে যে বিরাজে, একলা নিকুঞ্জবনে।
এই যে মন বাজিয়ে বাঁশী, কর্লে দাসী, ব্রজবাসিনীগণে;
আবার ধর্লে অসি, অমনি আসি, শিব পড়ে তার চরণে
এই যে নিরাকারে, পদ্মোপরে, ভাস্‌লো অগাধ কারণে;
আবার বালক ধ্রুবে কর্লে দয়া, বিজন গহন কাননে
এই যে নিত্য কালরূপে নীরে, প্রসবিল ত্রিগুণে;
লয়ে রাধায় বামে, গোকুল ধামে, বংশী বাজায় নির্জ্জনে
ও যার চরণ ঘর্ম্মে, গঙ্গা জন্মে, বিখ্যাত জগজ্জনে,
ও সে পুরুষ কি প্রকৃতি সীমা, হয় না ষড় দর্শনে।
ও যার বামে রাধা, পদে বাঁধা, ঘোর যোগী হর একমনে;
ও তোর মানব জনম আর হবে না, ভাব্‌লে চরণ
কায়মনে। (১৩৮)

রচয়িতার নাম

ললিত   আড়াখেমটা।

শিবপুর বাঃ সঃ। এমন মানব জনম পেয়ে কেন রইলে ভুলে ?।
ডাক মন। সদা হরি বলে
যে পাঠালে তারে ফাঁকি, জমিদারের খাজ্‌না বাকি, বাকি
রেখে পলাবে না কি ? তোমায় আবার আস্‌তে হবে ফিরে,
এই তলব বাকি সুদের তরে,—তোমায় বাঁধ্‌বে কষেং,
রাখ্‌বে কারাগারে,ছেড়ে দিবে বাকি সব মিটালে
গুরুবীজের অঙ্কুর হলে, গাছ হবে তার ফলে ফুলে,
আবাদ কর থেক না ভুলে ,—ভাব গুরু যে কেমন সুবুদ্ধি,
তোমার কিসে হবে সাধন সিদ্ধি ; গুরু মনুষ্য ত নন্,
আপনি ভগবান, মানবরূপে কাণে মন্ত্র দিলে (১৩৯)

ললিত বিভাষ। ঐ

ঐ বদনে হরি গুণ গাও
মুখে হরি বলে ব্রজে চল, মধুখুরি মেগে খাও
তোমার, রবে না বিপদ কৃষ্ণ পাদপদ্মে মন মজাওং;
পড়ে মায়াজালে রইলে ভুলে, (একবার) হরি বলে
প্রাণ জুড়াও
তুমি, প্রাতে উঠি, ছুটোছুটি, কত দেশান্তরে যাও ;
তোমার থাক্‌তে ঘরে চতুর্ব্বর্গ, উপসর্গে মারা যাও
তুমি, ভবের বিভব, কর্লে যে সব, সঙ্গের সঙ্গী কিছুই নয় ;
পড়ে রবে এ সব, হলে যে শব, বাসব তুল্য যদি হও
তুমি, কর ধার্য্য, কি আশ্চর্য্য, স্বপ্নে রাজ্য লব্ধ হও ;
হলে নিদ্রাভঙ্গ, দেখ রঙ্গ, ভূমে গড়াগড়ি যাও।
ওহে ! এখন তোমার সময় ভাল, এই বেলা নাম ডেকে লও ;
কর হরির স্মরণ,নিকট মরণ,যদি আপনার ভাল চাও (১৪০)

রচয়িতার নাম

ললিত বিভাষ। আড়াখেমটা।

শিবপুর বা' সঃ কেন মন ভুলেছ মায়ায় ?।
হরি ভজন বিনে, অকারণে, মানব জনম বৃথা যায়।
ওরে। কেউ এলনা সঙ্গে তোমার, আবার কাকে সঙ্গে যায় ?
হয়ে ভবের মুটে, বেড়াও ছুটে, দেখ্‌লে ন' ে লুটে খ"য়
অনিত্য জগৎ মাত্র, প্রপঞ্চ এ ভূতময় ;
পাঁচে পাঁচ মিশালে থাক্‌বে পড়ে, সোণার দেহ এ ধরায়
হলে, আবদ্ধ সংসার কারা, দারা বেড়ী দিয়ে পায় ;
শ্রম সহকারে জন্মাবধি, খেটে সব এ কি দায়,
ওরে মন তোরে বুঝান কত, এ ত বড় বিষম দায় ;
ভাব রাধাকৃষ্ণ, যাবে কষ্ট, এড়াবে শমনের দায় (১৪১)

প"হাড়ী খেমটা।

ঐ ওহে একবার এস শ্রীহরি
আমার হৃদ্‌কমলে, বামে হেলে, দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী।
এস হে নিত্যধামে, বিনোদ ঠামে, বামে লয়ে কিশোরী ;
হেরে যুগল মিলন, যুগল নয়ন, দর্শনে সফল করি
প'রে শ্যাম, পীতধড়া, মোহন চূড়া, নটবর বেশ ধরি ;
দেখাও চরণ তরি, বংশীধারি। ভবসাগর যাই তরি
যে পদ বলির শিরে, গয়াসুরে, দিলে গোকুল বিহারি।
ছুঁয়ে কাঠের নৌকা হল সোণা, পাষাণ হইল নারী।
যে পদে, পাপনাশিনী, তরঙ্গিণী, জন্মিলেন সুরেশ্বরী ;
ও সেই পদ লাগি, মহেশ যোগী, বিধাতা ব্রহ্মচারী
আমার এই, মনবাসনা, কেলে সোণা। পূরাও করুণা করি ;
আমার অন্তিমকালে, যেন বলে, রসনা হরি ২ (১৪২)

রচয়িতার নাম।

পাহাড়ী। খেমটা।

শিবপুর বাঃ নাঃ। হরি! কৈ সে মোহন বাঁশরী?।
কেন ভয়ঙ্করা, অসি ধরা, হয়েছ বংশীধারি?
কি লাগি, কাল সোণা! দিগ্বসনা, গেল বসনা হেরি?
হয়ে বনমাল, মুণ্ডমাল, কে পরালে শ্রীহরি?
কেন পায়ে, রুধির ধারা, পড়ে ধরা, চরণে ত্রিপুরারি?
আবার, কার ভাবে ত্রিনয়না শ্যাম। বাঁকা নয়ন সম্বরি?।
বল, কি কারণে, মত্ত রণে, সুধাপানে দৈত্যারি?
আবার, চূড়া ফেলে, পড়্‌ছ চলে, উন্মাদিনী বেশ ধরি
যন্ত রূপ, ধর ধর, গিরিধর! তায় মনে না ভয় করি;
কিন্তু চরণ বরং, রূপের কিরণ, ফিরিও না নরহরি!
কোথা সব, ব্রজাঙ্গনা, গোপললনা, কাননে কি রূপ হেরি?
যার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি, দিতেছেন রাই কিশোরী (১৪৩)

ঐ   ঐ।

ঐ হরি! এই করো নিদান কালে
যেন আমার বদন, বংশীবদন, গঙ্গানারায়ণ বলে
হয়ে অর্দ্ধনাভি, করে ভাবি, পড়ে সেই বিমল জলে;
আমার বন্ধুগণে যেন শুনায় হরিনাম কর্ণমূলে
যে দিনে, প্রাণ পাখী, কমল আঁখি। কাট্‌বে মায়া শৃঙ্খলে;
আমার মনের আশা, পূরিয়ে বাসা, পায় পদ তরুমূলে
লয়ে শ্রীরাধায় বামে, বিনোদ ঠামে, দাঁড়িও হৃদয়কমলে;
আবার পতিত বলে পতিতপাবন! যেন ঘেওনা ভুলে (১৪৪)

ঐ।   ঐ।

ঐ কাম্ কি এ ছার আশ্রমে?
রাধাকৃষ্ণ বলে, বাহু তুলে, যাই চল বৃন্দাবনে।

রচয়িতার নাম।

সেথা, দেখ্‌বি হরি, বংশীধারী, রাই কিশোরী তার্ বামে ;
তোর যাওয়া আসা ঘুচ্‌বে ল্যাঠা, মিশিয়ে যাবি চরণে।
যদি, বল্‌তে কৃষ্ণ, নাবিস্ স্পষ্ট, কষ্ট হয় তোর বদনে ;
তবে কর্ণ পেতে শোন্ হরিনাম, এড়িয়ে যাবি শেষ্‌ যমে।
তোর, লীলা খেলা কড়ি খেলা, লাগ্‌বে সে দিন কোন্ কামে ?
তোর হীরা মতি, সঙ্গের সাথী, কেউ যাবে না অন্তিমে।
যখন, উল্‌টে নয়ন, কর্‌বি শয়ন, এই মাটিতে নির্দ্দয়ে ; শমন অম্‌নি
এসে, ধর্‌বে কেশে, ভুল্‌বে নাকো তোর দমে। (১৪৫)

পাহাড়ী। খেমটা।

শিবপুর বাঃ সঃ।

ওরে, বল্ রাধে গোবিন্দ মন।।
এ নাম পাষণ্ড পাপের দলন।
যে নাম ভেবে ধন্য, সে চৈতন্য, সনক সিদ্ধ সনাতন ;
আবার, নৃত্য করেন যে নাম ব'লে, পঞ্চমুখে পঞ্চানন
হয়ে নামাসক্ত, পরম ভক্ত, জীবন্মুক্ত বিভীষণ ;
আবার, যে নামে সন্ন্যাসী মোদের, নিমাই পতিতপাবন।
অজামিল, মৃত্যুকালে, যে নাম বলে, অন্তে পেলে নারায়ণ ;
আবার, অধম পাপর, জগাই মাধাই, গোলোকে কর্লে গমন।
ও, যে নামের গুণে, পায় কাননে, ধ্রুব ব্রহ্ম সনাতন ;
আবার, পদে ২, ঘোর বিপদে, প্রহ্লাদ পেলে শ্রীচরণ।
ও যার, মূড় দর্শন, দর্শনেতে, হয় না নামের নিদর্শন ;
এমন পতিতপাবন নামটি সদা, বল্‌রে পাগলের বদন। (১৪৬)

ঐ। ঐ।

(অজ্ঞাত)

হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে ?
বল্ মাধাই মধুর স্বরে

নারদ ঋষি দিবানিশি, বীণা যন্ত্রে গান করে ;
আবার যারে দেখে তারে বলে, বল্ হরি বদন ভরে।
শ্রীরাধে গোবিন্দ কৃষ্ণ শ্রীমুকুন্দ মুরারে ; আবার মন প্রাণ ঐক্য করে, ডাক্ যশোদাকুমারে
হরি নামের গুণে, গহন বনে, শুষ্ক তরু মঞ্জরে ;
হরি নামামৃত পান করিলে, ভাস্‌বি সুখের সাগরে
শিব ত্যজে কাশী, শ্মশানবাসী, যে হরি নামের তরে ;
ওরে আপনি হর, গঙ্গাধর, পঞ্চমুখে গান করে
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে, শচি মায়ের উদরে ;
সে যে ব্রজের বলাই, হয়ে নিতাই, প্রেম বিলায় ঘরে ২।
জগাই বলে আয়রে মাধাই গঙ্গাজলে স্নান করে ;
আমি এই হরিনাম দিব তোরে, নাচাব কোলে করে
আমরা দুভাই অশেষ পাপী, বিখ্যাত এই সংসারে ;
হরিনামের জোরে অকাতরে, যাব রে ভব পারে
অজামিল পুত্রছলে মৃত্যুকালে, নারায়ণের নাম করে ;
হরিনামের বলে, অবহেলে, বৈকুণ্ঠে গমন করে
সত্য ত্রেতা দ্বাপর এসে মিশ্‌ল কলির অন্তরে ;
কবিরাজ আন্‌লে জড়ি, বাঁধলে বড়ি, চৌষট্টি রস নিঙড়ে।
সত্যযুগে তপে গতি, ত্রেতাযুগে যাগ করে ;
দ্বাপরেতে পরিচর্য্যা, কলিতে হরি নাম করে
অনন্ত যাঁর না পায় অন্ত, ব্রহ্মা না পায় ধ্যান ক'রে ;
সেই হরিনাম বঞ্চিত হলে, কে তোরে রক্ষা করে ?।
যোল নামে বত্রিশ অক্ষর, জগতে বিহার করে ;
হরিনামের তরি ঘাটে বাঁধা, ডাক্‌লে নিতাই পার করে।
বল হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ২ হরে হরে।
বল্ হরে রাম, হরে রাম, রাম ২ হরে হরে। ॥ (১৪৭)

রচয়িতার নাম

ভৈরবী। খেমটা।

শিবগুরু বাঃ সঃ। এই হরিনাম, বল বদনে
হরি বৈ আর গতি কই, ভেবে দেখ ত্রিভুবনে
আগম নিগম পুরাণ যত, সকলি হরিগত, মহিমা বলব কত,
অপার অসীমে ;—ঐ দেবাদিদেব ত্রিপুরারি, পঞ্চমুখে
বলেন হরি, ধ্রুব তাই ধ্রুব করি, ভাবেন হরি নিবিড় বনে
দয়াময় দীনবন্ধু। পার কর ভবসিন্ধু, হরি বৈ নাহি বন্ধু,
ভবসিন্ধু পারে ;—তুমি বসে আছ কি ধন লয়ে ?
তোমার সাধনের দিন গেল বয়ে, দেখ্‌লে
না একবার চেয়ে, হরণ কর্লে জীবন ধনে ॥ (১৪৮)

ঐ। ঐ।

ঐ এই হরিনাম, সুধাসম।
যে নামে পরিণামে, হয় না কিছু ব্যতিক্রম
শিব ধ্রুব নারদ ঋষি, এই নামে হয় উদাসী,
সতত অভিলাষী, হৃদে ত্রিবিক্রম ;—হরিনামের
কি মহিমা, ওরে বেদাগমে হয় না সীমা,
জগতে নাই উপমা, জগৎপতি নরোত্তম
গেল দিন বয়ে গেল, এই বেলা হরি বল, ভজে
মন ব্রজে চল, ত্যজিয়ে আশ্রয় ;—তুমি বন্দি
হলে মায়া জালে, তবে মুক্ত হবে কত কালে ?
ডাক্‌লে না হরি বলে, নিকট বিকট যম ॥ (১৪৯)

ঐ। ঐ।

ঐ হরি বলে নৃত্য কর
এড়াবে যম যাতনা, মন রসনা। পার হবে ভবসাগর।

রচয়িতার নাম।

হরিনাম বল মুখে, থাকিবে মনের সুখে, ভাব মন ঐকান্তিকে,
প্রেমে নিরন্তর ;—অজামিল পাপী ছিল, হরি নামের গুণে
তরে গেল, তাই তুমি সদা বল, ত্রিতাপ প্রতাপ হর
অনিত্য ভবে এসে,কেন মন রইলে বসে ? কোন্ দিন ধরবে কেশে,
শমন কিঙ্কর ,—তোমার কোথায় রবে গৃহ ধন, ঐ প্রাণের
অধিক প্রিয় জন,মিছে সব এ সব জ্ঞান,শব হলে সব অন্ধকার।
হরিনাম লেখ অঙ্গে, থাক হরি প্রসঙ্গে,কেন ভব তরঙ্গে, যাওয়া
আসা কর ?—হরিনাম কালহরণ, তুমি মিছে কর কাল হরণ,
মহাকালের কালহরণ, শ্মশানবাসী দিগম্বর
করিয়া চিত্ত শুচি, নামগানে কর রুচি, ভবেতে য'দিন বাঁচি,
নাম ভরসা কর ,—থেকনা মন আপন কাযে, (ওরে !) যাইয়া
কীর্ত্তনের মাঝে, হাউড়ে কয় হরিরঙ্গে, মজিয়ে রাখ
কলেবর   (১৫০)

ভৈরবী।   খেমটা।

শিবপুর   ধর্‌না বীণা ভক্তি করে

থাঃ নঃ   তাও জাননা বীণা বিনা,সে গাবে কে ভব পারে ? ওরে ! দেখ্
নয়নে ত্রিগুণহীনে,ত্রিগুণ গুণে মিলিয়ে সুরে
সাত সুরে সাত পর্দ্দা বাঁধা, স ঋ গ ম তাতে সাধা, উদারা মুদারা
তারা, সাধ প্রেমের ভরে ;—কোমল সুর দাও শতমূলে,
দীপ্ত কর দীপক বলে, আলাপ কর কুতুহলে, প্রকাশ করে
ভৈরবীরে।
মধ্যমে মধ্যমের তারে, ছয় রাগ ছয় রাগিণীরে, বাহারে করাও রে
বিহার, আপন আপন ঘরে ;—নাদে নাদ বিন্দু ছেড়ে,
আলাপ কর গমক মিড়ে, একাধারে মিলাও ধীরে,
ভয়রোঁ সহ ভৈরবীরে

রচয়িতার নাম।

লয়ে বীণা সার রে তান,এইরূপে কর রে গান,সমাধি হবে সমাধান,
অন্তরে ২ ;—অন্য সুরে মজো না আর, তোমার এতেই হবে
সমাধি সার, হবি না আর তুই রে সাকার, ভবের ভাব তোর
যাবে দূরে
দেবঋষি বীণা করে,বাদ্য ক'রে বাধ্য করে, তেমনি তুমি বাধ্য কর,
সেই সুরহরে ,—মুখে বল হরি ২, সেই দয়াল হরি কৃপা করি,
তরাবেন ভববারি, পদতরি দিয়ে তোরে (১৫১)

ভৈরবী। খেমটা।

শিবপুর মাঃ দঃ

ডাক্ দেখি মন একবার তারে।
যে তারে ডাকে তারে, তারের যোগে তরায় তারে
সুতারে ডাক্‌লে তারে, সে কি আর ফিরে তারে, তারের যোগ হয়
না তারে, নিলে খপর তারে , দেখ তারের মূলে ভেবে তারে,
সে যে ঊর্দ্ধতারে বিরাজ করে, তারে যে জান্‌তে পারে,
ভবপারে নে যায় তারে
বল্‌ব কি তারের কথা, তারে ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা, তারে রয় ফল পুষ্প
বৃক্ষ লতা পাতা ;—যদি কর মনোযোগ, তবে জান্‌তে পার
তারের যোগ, কেন কর কর্ম্মভোগ, উপহারে সাজাও তারে।
তিন তার একত্র করে, ত্রিগুণ মিশিয়ে তারে, আনন্দ কোষাগারে,
ভাব দেখি তারে ;—কর স্থূল সূক্ষ্ম বিবেচনা, তারে ভাব্‌তে
গেলে ভাব মেলে না, ভাবেতে যোগীজনা, অমৃত পান
করে তারে (১৫২)

ঐ। ঐ।

ঐ

আমি বল্‌ব কি সে তারের কথা ?।
তারে তারে মিশাইয়ে, তারের ভিতর সে তার গাঁথা।

রচয়িতার নাম।

ছয় জায়গায় ছয় কুঠারি, আছে সব সারি সারি, যারা সব কর্ম্মচারী,
ধরাধরি সে তার ;—তাদের কথা বল্ব কারে ? তাবে
গোদাবরী গঙ্গা ধরে,গঙ্গাধর যার উদরে,হয়ে আছেন ঊর্দ্ধরেতা
তাবে ব্রহ্মাণ্ড যোড়া, তারে রয় কমল কোঁড়া, তাবে রয় বসুধরা,
বহে যথা তথা ;—দেখ তারের মালিক চিন্তামণি, সে সকল
তাদের শিরোমণি, তারে তার গুণ বাখানি, (আছে) তারের
ভিতর কল্পলতা।
দমের কল এ তার বটে, দমেতে হাওয়া ছুটে, তবেত হরফ উঠে,
করিয়ে ঐক্যতা ;—হাউড়ে এবার বল্‌ছে ভেবে, দূরের খবর
নিকট হবে, যখন তার বন্ধ হবে, (তোমার) পড়ে রবে
ছেঁড়া কাঁথা ॥ (১৫৩)

টোড়ীভৈরবী। আড়াখেমটা

শিবপুর   হায়, আমি সে দিনের উপায় কি করিলাম
বাঃ সঃ   গুরু গো। তোমায় না চিনিলাম
হায়! না চিনিলাম স্বার্থ, এমনি অপদার্থ, পেয়ে পরমার্থ
হারাইলাম
বিষয় কেতকীতে মজে, মর্ম্ম নাহি বুঝে, গুরু পদাম্বুজে না ভজি-
লাম ;—আমি রক্তেরি বাসনায়, ত্যজে উপাসনায়, মিছে
রূপা সোণায়,ভুলে গেলাম
যদি, কৃপাদৃষ্টে চাও, সে দিনে বাঁচাও, জ্ঞানচক্ষু দাও হে,
করুণাধাম ;—নৈলে কোথা রইল নামে, চিনালে না ধনে,
সম্বল বিহনে (হবে আমার) ঘোর পরিণাম (১৫৪)

মুলতান   খেমটা।

ঐ   হরি! কে জানে হে তব চরণেরি গুণ ?।
ভাবিলে অভয় পদ, বিপদ ভঞ্জন।

রচয়িতার নাম

একবার চরণ ধেমেছিল, (তাতে)) দ্রবময়ী গঙ্গা হল,
জীর্ণ কাষ্ঠের তরি হইল কাঞ্চন
অহল্যা গৌতম জায়া, পেয়ে তব পদছায়া,
(ঐ) পাষাণী মানবী দেহ করিল ধারণ
ও চরণ পাবার আশে, মহাযোগী কৃত্তিবাসে,
(ঐ) গৃহ ত্যজি করেন তিনি শ্মশানে ভ্রমণ
কোথা হে দ্বারকানাথ। দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ। (১৫৫)

মুলতান। একতালা।

ছোট সিমলা হরিসভা
দেখ নয়ন মুদে অন্তরেতে শ্রীহরি চরণ
যিনি নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পতিতপাবন
হৃদিপদ্ম আসন করি, বসাও তাঁরে যতন করি, কর নয়ন
জলেতে তাঁর, পদ প্রক্ষালন
মন প্রাণ ঐক্য করি, ধর তাঁরে দৃঢ় করি, যাতে ভবব্যাধি
শোক তাপ, হইবে মোচন।
জলে জল যেমন মিশায়, হও তাঁতে লীন প্রায়, তাতে হইবে
পরম সুখ, না যায় কথন (১৫৬)

ঐ। একতালা

শিবপুর বাঃ সঃ।
আর কেন মন এ সংসারে ? যাই চল সেই নগরে
যথা দিবা নিশি, পূর্ণ শশী, আনন্দে বিরাজ করে
পক্ষভেদে ক্ষয়োদয়, নাইক চাঁদের সে পুরে ;
নাই ক্ষুধা তৃষা ভোগপিপাসা, পূর্ণানন্দ বিহরে।
সুধাকরে সুধ ক্ষরে, রবি বিষ বিতরে ;
আবার মনের মতন চকোর বিনে, চাঁদের সুধা চাঁদ হরে
ও মন। তোমার মত যে জন, সেই গরল পান করে ; ও সে জ্ঞান
হারায়ে বিষের জ্বালায়, কেবল গতায়াত করে (১৫৭)

রচয়িতার নাম

মূলতান।　　একতালা।

শিবপুর বাঃ সঃ।　　ভাবনা কি রে ভাব তাঁরে, পাব হরি যদি অকূলে
হয়ে প্রেমে মত্ত, কর নৃত্য, বদনে হরি বলে
ভেবে, দেখ্ না মনে, সাধন বিনে, যায় যে জীবন বিফলে ;
দিন গেল ২, কি সম্বল, আছে তোর অন্তকালে ?।
দারা সুত, দেখ যত, সঙ্গে যাবে না ম'লে ;
তাই হরি ব'লে, আপন মনে, কাট্ না মায়া শৃঙ্খলে।
যখন, যাবে চলে, অস্তাচলে, জীবন তপন একালে ;
তখন কেবা কার, অন্ধকার, (এই) সোণার দেহ শব হলে　(১৫৮)

ঐ।　　ঐ।

ঐ　　মেতেছে মন বারং, বিষয় বিষ বিপিনে
অবোধ বারণ বারণ মানে না, মোহ বারুণী পানে।
হায় কি করি, মত্ত করী, নিবারিব কেমনে ?
ভ্রমে অবিরত, মনোমত, ছয়টি করিণী সনে।
তারা কচ্ছে দলন, গুপ্ত কানন, শান্তি ভবন এক্ মনে ;
আবার ভাংছে নিত্য, পরমার্থ, তত্ত্ব তরুবরগণে।
আশা হ্রদে, মনের সাধে, দিচ্ছে সাঁতার যতনে ;
হতাশ,—পঙ্কে মগ্ন, জ্ঞান শূন্য তবু যত্ন তার পানে।
তারে, জ্ঞানপাশে, বাঁধ কসে, হরিভক্তি আলানে ;
হবে হীনশক্তি, পাবে মুক্তি, এ যুক্তি প্রেমিক ভণে॥(১৫৯)

সুরট (জঙ্গলা)।　খেমটা।

রামগোপাল মুখোপাধ্যায়　　ওহে বিপদ্‌বারি মধুসূদন। বিপদ্ ভারি হে।।
আমি বাঁধার উপর আর বাঁধনি, সইতে নারি হে।

রচয়িতার নাম।

একে, কর্ম্ম ডুরি গলায় বেঁধে, টেনে আন্‌লে ভব গারদে,
আবার, মায়া শিকল হস্তে পদে, সংসারেরি হে.
দুঃখ, দিতেও আর হরিতে তুমি, তোমায় তাই ডাকি হে জগৎ
স্বামি. বল,কার্ কাছে যাই নইলে আমি,কারে স্মরি হে?
বন্ধনে যে দুঃখ কত, হরি! তুমি সব্ জান ত, ওহে! ভুলেছ কি
ধ্রুব আদির ভক্তি ডুরি হে?
পাণ্ডবের বন্ধনেতে, তোমার সুখ্ ছিল না খেতে শুতে, আমার
এ দুঃখ যায় যদি তোমায়, বাঁধ্‌তে পারি হে!
দুর্জ্জনেরে ভয় না কর, এখন্ ভক্তি শিকল পায়ে পর,
দেখ্‌ব হৃদ্‌গারদে কেমনে তর, গোপালেরি হে? (১৬০)

খট্‌ভৈরবী খেমটা

শিবপুর বাঃ সঃ

ও মন! সত্য নয় মিথ্যা রে ভাই এ সংসার
কেবল যাওয়া আসা মাত্র সার, বারেবার
জাননা কি সকল ফাঁকি, কেহ নহে কার, ভেবে দেখ্‌না মন
আমার,—(মরি হায়.) যে যার কর্ম্মভোগে ভোগ্ ভুগে যায়,
কেউ বুঝ্‌তে নারে কয় আমার; কি চমৎকার!
ইহার আদ্য অন্ত সকল শূন্য, শূন্যময় আকার, ফাঁকি বুঝ্‌তে
পারা ভার;—(মরি হায়.) এর সহজ ভাবটি ভেবে দেখ,
দুটি চক্ষু বুজ্‌লে অন্ধকার।
আদান প্রদান মান অভিমান,সুত পরিবার,লয়ে কর্চ্ছে সংসার,—
(মরি হায়!) ক্রমে বাড়্‌ছে বিকার, নাইক বিচার, (ক্ষুধায়)
সুধায় ফেলে খেলে আর; কি অবিচার!
বৃথা মর্‌বি কেন তর্‌বি যদি, এ ভব সংসার, তবে হরি কর সার;—
ছুঁতে নার্‌বে কালে কোন কালে, ভবে আসিতে হবে না
আর; বারেবার (১৬১)

রচয়িতার নাম।

ললিত বিভাষ   খেমটা।

যদুনাথ বাউল। নদ্ নদী হাতাড়ে বেড়াও অবোধ মন,
বৃথা ভ্রমেতে কর ভ্রমণ
• কাঞ্চন ত্যজিয়ে যে বা কাচেতে করে যতন;
যেমন স্বর্গ ত্যজি ইচ্ছা ক'রে নরকে করে গমন
যে যা বলে তারি কথায়, দৌড়ে বেড়াও আমার মন!
তোমার ঘরের মধ্যে বিরাজ করে, বিশ্বরূপী সনাতন।
যদুনাথ বাউলে বলে, শুন শুন সাধু জন!
কেন আত্ম তীর্থ ত্যজ্য করে, মিছে তীর্থ পর্য্যটন? ॥ (১৬২)

পিলু। খেমটা।

দীন বাউল ঘরের মানুষ ঘরেই আছে, কেবল মিছে, তারে খুঁজে পাগল হলি।
চিরকাল আপন দোষে, তার উদ্দেশে, দেশে ২ ঘুরে মলি
মথুরা শ্রীবৃন্দাবন, নদ্ নদী বন, তীর্থ ভ্রমণ, করে এলি,
যত যা শুন্‌লি কাণে, বল্ সেখানে, তার কিছু কি দেখ্‌তে পেলি?
পড়ে মন আশায় ভোলায়, বুঝ্‌বার বেলায়, বুদ্ধি বল সকল হ'বালি;
আঁচলে মাণিক বেঁধে, কেঁদে ২, সাঁত রে হাতড়াতে গেলি।
যদি তুই কর্‌তিস্ যতন, পে'তিস্ রতন, অযতনে সব খোয়ালি,
হায়! এমন চোকের কাছে মাণিক নাচে, দেখ্‌লিনে চোক্ বুজে
র'লি
ভেবে দীন বাউল বলে, ভ্রমে ভুলে, বৃথায় চিরদিন কাটালি;
মানসে দেখ্‌রে ভেবে, ভক্তিভাবে, মনুষ পাবে যুক্তি বলি (১৬৩)

ঐ   ঐ।

ঐ এসে সংসার প্রবাসে, আশার বশে, কর কি অসার ভাবনা?।
যে কাযে ভবে আসার, হবে সুসার, কেন রে সেই সার ভাব না?।

রচয়িতার নাম

যে কালে বাঁধ্‌বে কালে, বিপদ কালে, দুখের পারাপার রবে না ;
সেই কালে জান্‌বে রে মন, শমন কেমন, কেমন এ বিষম ভাবনা
এ যাদের ভাব্‌ছ আপন, নিশির স্বপন, সাথের সাথি কেউ হবে না ;
যে সময় ধর্‌বে শমন, মুদ্‌বে নয়ন, আপন ব'লে কেউ ছোঁবে না
যত সব পয়সা কড়ি, কর্‌ছ দেড়ি, ঘর বাড়ী সঙ্গে যাবে না ;
কেবল পাঁচ কড়া কড়ি, কল্‌সী দড়ি, কাঠ্‌ খড়ি আর চট্‌ বিছানা
শ্মশানের ধার শুধিয়ে, ছড়া দিয়ে, নেয়ে ধুয়ে বন্ধু জনা ;
সিন্দুকের তালা খুলে, দেখ্‌বে তুলে, নগদ্‌ কিছু আছে কি না
খেদ দীন বাউল বলে, মন বিফলে, মায়ায় ভুলে আর থেক না ;
পলকের নাই ভরসা, কিসের আশা, শেষের উপায় তাই
দেখ না (১৬৪)

ললিত। বিভাষ

দীন বাউল

এ ঘোর ভব সাগরের জলে বসে আছে জেলে জাল ফেলে।
এ যে জগৎ বেড়ে, ধল্লো বেড়ে, জগতের জীব এক্‌ কালে।
এ জালে নাই কারো পরিত্রাণ ; যত বোয়াল কাতল, চেলা
চিতল, ঘুচল সবার প্রাণ ;—ও তোর পুঁটির জীবন, আর
কতক্ষণ, বঁড়্‌শি ডুরি টান দিলে ? (১৬৫)

ললিত বিভাষ খেমটা।

প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলি

ভোলা মন ! কি করিতে কি করিলি ?
সুধা বলে গরল খেলি।
সংসারে সোণার খনি, পরশমনি, রতনমনি, না চিনিলি ;
কি বলে অবহেলে, সোণা ফেলে, আঁচলে কাচ বেঁধে নিলি ?
আসিয়ে ভবের হাটে, বেড়াস্‌ ছুটে লোভের মুটে তুই কেবলি ;
না বুঝে মিঠে ঘুঁটে, ভেবে মিটে, মিঠের স্বাদ মিটিয়ে নিলি

রচয়িতার নাম

না জেনে ভাল মন্দ, এমনি অন্ধ,সাপের ফান্দ গলায় দিলি ;
পাসরি পরমার্থ, পুরুষত্ব, তুচ্ছ প্রেমে মজে র'লি।
ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে গেলি ভুলে,যা করিতে ভবে এলি ;
এ জগৎ চিন্তামণি, আছেন যিনি, তাঁয় না চিনি'
মাটি হ'লি। (১৬৬)

ললিত বিভাষ   খেমটা

হরিনাথ মজুমদার

ভেবে ত দেখ না কেউ, কত যে ঢেউ, উঠ্‌ছে সদা
দেল দরিয়ায়।
কখন হলে রাজা, সাবে মজা, মনেতে মন , মনকলা খায় ;
কখনো পদসা উজীর, কোটাল নাজীর, আবার ফকীর
হলে বেড়ায়।
কখনো ধনের কাঙ্গাল, কখন্ কাঙ্গাল,অট্টালিকায় বৃক্ষতলায় ,
ওগো তার মনের সাথে হাসি কান্না,ঘর কন্না এই সমুদায়
ওবে ভাই। মনের কথা, যেথা সেথা, বল্লে আবার
লোকে ক্ষেপায় ; এ পাগল কে নয় রে ভাই
বল্লে সবাই, মনের কথা তা জানা যায়
কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, পাগল করে, মনের কপাট
ভেঙ্গে ফেলায় ; যদি সেই পাগল করা, পড়ে ধরা,
তবে সফল পাগল হওয়ায় (১৬৭)

ঐ।   ঐ

ঐ

যার ফুল নকল করে, গহনা গড়ে, দিচ্ছ যে মন
কত বাহার
তিনি যে জগৎগুরু, কল্পতরু, তাঁরে ভোলা একি ব্যাভার ?
কখনো হয়ে অন্ধ, বল মন্দ, গুরুমারা বিদ্যা তোমার

রচয়িতার নাম

ওরে যার আকাশের রং, দেখে রে রং, কর্ত্তে শিখে জগৎ সংসার ;
আবার তাঁয় সং বলিয়ে,ঢং করিয়ে,নাচাও তুমি কি অহঙ্কার।
কাঙ্গাল কয় যাঁকে দেখে, লোকে শিখে, না কারে যে
নামটি তাঁহার , ওরে। তাঁয় কর প্রণাম, নেমক হারাম,
তাঁর মত কে আছে রে আর ? (১৬৮)

ললিত বিভাষ। খেমটা।

(অজ্ঞাত) চিন্তা কারে ধনের চিন্তা গেল না
চিন্তা বাড়ে বই আর কমে না
করে ধনেরি চিন্তে, আমি পার্লে'ম না চিন্‌তে, ভবে এসে
হলনাক হরির চিন্তে ;—উদর চিন্তে করে আমি,
চিন্তামণি পেলেম্ না
এসে চিন্তা পাপরাশি, গলায় দিতেছে ফাঁসি, হেন শক্তি
নাইকো আ'স্‌র উঠে যে ব'সি ;—কারে কর্ল্লে
চিন্তে, যায় গো চিন্তে ? হরির চিন্তে হবে না (১৬৯)

পিলু খেমটা

দীন বাউল কোথা দীন দুঃখী তোরা, আয়রে ত্বরা, গৌরচাঁদের প্রেম
বাজারে।
হরিনাম মধুখুরি, মিঠাই পুরি,প্রেমের ঝুরি খেয়ে য রে।
যত সব যাচ্ছে দুখো, প্রেমের ভুকো,নিতাই আমার যতন করে ;—
যে যত চাচ্ছে খেতে, ইচ্ছামতে, দিচ্ছে পাতে ঝাঁকা ধরে
অদ্বৈত দয়ার নিধি, নিরবধি, বসেছেন ভাণ্ডার করে ;
নিচ্ছে যার যেমন সাধন, অমূল্য ধন, বিনা মূল্যে
ঝোলা ভরে।
কত শোকার্ত্ত তাপী, মহাপাপী, পড়েছিল ধরা ধরে ;
হল পাপতাপ নিবারণ,সোণার বরণ,গৌরচাঁদের চরণ হেরে।

রচয়িতার নাম

দেখ্‌তে আনন্দ বাজার, হাজার ২, লোক ধেয়েছে নদে পুরে ;
গেল সব মনের ধন্ধ, প্রেমের দ্বন্দ, পূর্ণানন্দ ঘর বাহিরে
বদনে হরি ২, গৌরহরি, স্বাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করে ;
আনন্দে মত্ত কিবা, হায় কি শোভা। দীন বাউলের
হৃদ্‌মাঝারে ॥ (১৭০)

ললিত বিভাষ খেমটা।

(অজ্ঞাত) হায় ২। কি মজার দোকান, পেতেছে নিতাই
তোরা কেউ দেখ্‌তে যাবি ভাই? প্রেমরসে ভেজেছে ঝুরি, যে
খেলে সে ঝুর্‌ছে তাই
থাকে ২ দোকান ভরা, হরিনাম মনোহরা, তাপিত প্রাণ
শীতল করা, সুধাপারা যত খাই।
যাতায়াত সহজ সোজা, বইতে নাই ভার বোঝা, হয়ে
শমনের সাজা, খাজা গজার মুখে ছাই
ভাবরসের কারবারী, না জানে দোকানদারি, যে খায়
একত্তার্ তারি, প্রেমের বলিহারি যাই
সম্মুখে সাজান মাল, ধর্‌তে ছুঁতে নাই বমাল, দোকানী
এম্‌নি সামাল, খুঁজলে হাতে পাতে নাই (১৭১)

ঐ ঐ।

অটলবিহারী বাউল কার্ ভাবে নদেয় এসে, কাঙ্গাল বেশে, হরি হয়ে বল্‌ছ হরি?।
কার্ ভাবে ধরেছ এ ভাব, এমন স্বভাব? তাও কিছু
বুঝিতে নারি।
কোথা তোর মোহন চূড়া, পীতধড়া, ভঙ্গি ত্রিভঙ্গ মুরারি?
এখন তোর মা যশোদা, রৈল কোথা, শূন্য করে ব্রজপুরী?
কোথা তোর সেই ধেনুর পাল, দ্বাদশ রাখাল, কোথায় তোর
নবীন বাছুরি?—কোথা তোর ব্রজলীলা, কদম তলা,
কোথায় বা মোহন বাঁশরী?।

রচয়িতার নাম।

কোথা তোর সখী সখা, সেই বিশাখা, কোথায় অনঙ্গমঞ্জরী ?—
কে থায় তোর গুঞ্জমালা, শিকেয় তোলা,
কোথায় রে তোর রাই কিশোরী ?
কার ভয়ে মুড়িয়ে মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, নদেয় হলি দণ্ডধারী ?
কাঙ্গাল অটলে বলে, শ্রীরূপচাঁদের, যুগল চরণ
সাধন করি (১৭২)

জয়জয়ন্তী খেমটা

শ্রীনাথ গোস্বামী। নদে জেলাতে গৌর করেছেন সদর কাছারি।
তার সব্‌ডিবিজন্ শান্তিপুর আর পুরী তীর্থ গোদাবরী
বিচারকর্ত্তা নিত্যানন্দ, অদ্বৈত তার জুরি ; হলেন দ্বাদশ
গোপাল দ্বাদশ উকীল, কর্চ্ছেন রসের আইন জারি
রায় রামানন্দ স্বরূপ, সদর্ সেরেস্তাদারী ; গোঁসাই বীরচাঁদ
অচ্যুতানন্দ কর্চ্ছে জয়েণ্ট ম্যজেষ্ট্রেরী
গদাধর যশোদানন্দ, আদালত ফৌজদারী, হলেন আইনের
মেম্বর্ কৃষ্ণদাস আর বৃন্দাবনদাস নরহরি
আছেন,অট্ কৌন্‌শলে আট কবিরাজ,আচার্য্য বিচার ভারি ;
তাতে ছয় গোস্বামী বিচারপতি,হাইকোর্ট্ হন্ ব্রজপুরী
পার্লামেণ্টের সভায় বিচার, অষ্ট সহচরী ; হেথায় বিলাত
শ্রীবৃন্দাবন আর মহারাণী রাইকিশোরী।
গৌরার, রাঙ্গা চরণ দেখে ভক্ত, মনে করে চুরি, তাদের্
প্রেমরজ্জুতে বেঁধে গৌর, করিলেন দ্বীপান্তরী
বেঁধে, চোরকে দায়মাল পাঠাইলেন, আপ্‌নি গৌরহরি ;
চোরের জন্ম মৃত্যু হলনাকো, রইল দুটি চরণ ধরি
সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে গৌর, নদেয় অবতরি ; (গোঁসাই) শ্রীনাথের
বাণী সবে, বল একবার হরি ! হরি ! (১৭৩)

রচয়িতার নাম

পাহাড়ী খেমটা

শ্রীরূপ গোস্বামী আমার ঐ নিতাইচাঁদের দরবারে
এক মন হলে সেই যেতে পারে ; দুমন হলে পড়্‌বি
ফেরে, প বুঝিনে যেতে পারে
ওরে চার দশে হয় চল্লিশ সের মণ, ওরে রতি মাসা
কসি হলে গণনা মহাজন ,—আবার সদর হুকুম
আছে ব্রজে, রাধারাণী পার করে
ঐ কাঠুরেতে মাণিক চেনে না, ময়রার বলদ চিনি বয়
তার সোয়াদ জানে না ;—আবার সোণার বেণে সোণা
চেনে, পরশ কার লয় তারে
যে জন চাক্তি গুড়ের ভিয়ান জানে না ; সে গিছে কেবল
কষ্ট করে গুড়ও পায় না ;—আবার কাঁচ রসে
ভিয়ান করে, ওলা বাঁধ্‌বে কি করে ?
ওরে ! সদর আমীন শ্রীরূপ সনাতন ; ও মন আনন্দ
বাজারে তারা প্রেমের মহাজন ,—ও প্রেম দাঁড়ী
ধ'রে ওজন ক'রে, ঘস মেজে লয় তারে । (১৭৪)

ঐ ঐ

শিবচন্দ্র বাঃ সঃ । আছিস্ চুপ্ করে তুই কি বলে ?
ওরে এই বেলা নে হরি বলে, ভাস্‌না প্রেম সলিলে ।
তোর অন্তরেতে ঘুণ ধরেছে,পাক্ ধরেছে সব চুলে ;
আবার অস্থ দন্ত সার হয়েছে, মাংস সব গেছে ঝুলে ।
তোর শিয়রে কাল, গুনতেছে কাল, কাল হলে ধর্‌বে চুলে ;
তখন সাধের এ সব,ভবের বিভব,রাখ্‌বে কে আর আগুলে
যখন ভয়ে সারা, দৃষ্টি হারা, ভাস্‌বে নয়ন সলিলে ;
তখন হ্যাচ্‌কা টানে হেঁচ্‌কি তুলে, যেতে হবে সব ফেলে

রচয়িতার নাম

তোরে যারা এখন, কর্চ্ছে যতন, আপন আপন বলে;
তারা পরিয়ে কাচা সাজিয়ে খাচা, অনায়াসে দেবে তুলে
দিয়ে নূতন বসন, ওড়ন পাড়ন, দগ্ধ কর্বে অনলে;
আবার সাঙ্গ হলে, হরি বলে, জল ঢেলে যাবে চলে। (১৭৫)

পাহাড়ী খেমটা।

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ওরে! ভাংল রে তোর শির খুঁটি।
এই বেলা বলে নে রে, রাধা কৃষ্ণ নাম দুটি
তোমার নাইক সে কাল, তুবড়েছে গাল, গিয়েছে দাঁত দুপাটি;
তায় ধরেছে ঘুণ, মট্কায় আগুন, চুল হয়েছে শণ লুটি
তুমি তিনটি মাথায় বসে আছ, তালব্য 'শ'এর মতনটি;
উঠ যষ্টি ধরে, তষ্টী করে, ঠিক যেন রাম ধনুকটি
গেছে চক্ষু দুটো, কর্ণে খাট, বাকি কেবল হেঁচ্কিটি,
তবু ঘুচ্ল না ভ্রম, নিকটে যম, খাট্বে না তোর ভিরকুটি।
রামচন্দ্রে বলে, মায়াজালে, বেধেছে তোর দেহটি;
হরি বল্বি কখন? বিষয় বক্ষণ, ঢুকেছে ঐ
ভাব্নাটি (১৭৬)

ঐ। ঐ

অক্ষয়কুমার সেন।

ওরে! চুল হল তোর শণ্লুটি
কবে আর বল্বি রে ভাই, অধমতারণ নাম দুটি?
এ দিকে হল তরুণ, গোঁফে করুণ, পান খেয়ে লাল ঠোঁট দুটি;
আবার মুচ্কে হেসে, ফচ্কে বেশে, বেড়াও নবীন ছোক্রাটি
তোর গিয়েছে দাঁত, শুকিয়েছে আঁত, ধরেছ ভাত এক মুটি;
আবার দণ্ডে দুবার, চিত্রগুপ্ত, দিচ্ছে উকীলের চিঠি
গাল খেয়েছে টোল, ভুঁড়িটি লোল খোড্ছে দোল তনুটি;
এখনো গেল না সখ্, ভুগ্বে নরক, বল্ব যে হক্ কথাটি।

রচয়িতার নাম।

নাম কর রে সার, খেয়োনা আর, উইল্‌সনের পাউরুটি ;
চিত্রগুপ্ত এসে, বাঁধ্‌বে কসে, হস্ত পদ আর গলাটি
এবে দিন ঘুনিয়ে এলে, অঙ্গ ঢোলে, মুদ্‌বে বে নয়ন দুটি ;
তখন বন্ধুজনে, চন্দ্রাননে, দেবে জেলে পাঁকাটি
সেন্‌জা বলে, হরি বোল, ছাড় রে সব ভিবকুটী ;
এখন জিব, এড়িয়ে যাবে,খাবি খাবে,এসেছে সে সময়টি (১৭৭)

পাহাড়ী। খেমটা।

রামগোপাল মুখোপাধ্যায়

// ঘুচ্‌ল না মন ভ্রম তোমার
মুদ্‌লে নয়ন কেবা কার ?
সুখের টানে, জীবৎমানে, সবাই তোমার আপনার ;
ওরে ! তোমার আপন নয় রে, তোমার ধনের আপন পরিবার
যে দিন জীবন যাবে, বল্‌বে সবে, চক্ষে বারি অনিবার ;
কি বা বোধ গেলে, দে যাও ব লে,কার্‌ কাছে কি আছে আর
ম'লে বিবেক ছড়া, ধরে নড়া, তুল্‌বে চিতার মাঝার ;
মুখে দে, আগুন জ্বলে, সাধের ছেলে, কর্‌বে তোমায় ছারখার
ওরে ! তখন ত সকল ফুর ল, ঘুচিল ভবের ব্যাপার ;
ও মন ! ইথেও তুমি কর মায়া, ইথেও কর অহঙ্কার
অসার সকল, কি আছে বল্‌, এ সংসারে প্রশংসার ?
তাই রে, সেই নন্দের নন্দন, মধুসূদন, গোপাল তারণ কর সার। (১৭৮)

ঐ। ঐ

হরিচরণ শর্ম্মা

/ এই, ভবের শোভা ফক্কিকার
এ ভবের বাহিরে দেখ চটক ভারি,ভিতর ফোঁপ্‌রা নাইক সার

রচয়িতার নাম

কেন আমার দারা আর স্বুত, বল্ছ তুমি বারেবার ?
শিঙ্গে ফুঁক্‌বে যখন,জান্‌বে তখন,কার বা তুমি কে তোমার
তুমি যাদের জন্যে খেটে ২, কর্চ্ছে অস্থি চর্ম্ম সার ;
আবার বৃদ্ধ হলে, মর্‌বে জ্বলে, দেখ্‌লে তাদের ব্যবহার
তোমার বাড়ী গাড়ি, ঘড়ি ছড়ি, সখের বস্তু কতই আর ,
এ সব থাক্‌বে পড়ে, রাখ্‌বে কেবা দেখ্‌বে কে আর বাহার
তার ?
এসে ভবের হাটে বেচে গেলে, দয়া ধর্ম্ম সদাচার , আবার
হাস্তমুখে কিন্‌লে ভাল,তাদের কারণ পাপের ভার
এ ভবে কত এল, কত গেল, কেবা করে সংখ্যা তার ?
আবার আস্‌বে কত, যাবে কত, এ এক খেলা চমৎকার
এই মাটির দেহ মাটি হবে, নাইক কিছু সন্ধ তার ;
জীবের জন্মে ধিক, এ অলীক, সংসারে সং সাজা সার
বলে দ্বিজ হরি, বিনয় করি, কেন মিছে ভাব্‌ছ আর ?
সদা ভাব তাঁরে, যে নিস্তারে, দুস্তারেতে অনিবার (১৭৯)

পাহাড়ী খেমটা।

(অজ্ঞাত) জব্দ হবে শেষকালে
কলে বলে নানাছলে,বিষয় নিলে কৌশলে ; মকর্দ্দমা করে টাকা,
থাওয়ালে সব উকীলে
পরের নিয়ে সুখী হয়ে, আছ এখন হাল্‌ফিলে , ধরে গলার
নলি, মাথার খুলি, ভাঙ্গ্‌বে যম তোর এক্ কিলে
টাকার জোরে অহঙ্কারে, গেছে তোমার গা ফুলে ;
ঠকা'লে ঠক্‌তে হয় মন দেখ না তা ল্যাজ্ তুলে
বিষয় বাড়ী, টাকা কড়ি, যেতে হবে সব ফেলে ;
ওরে ! তুমি বা কার,কেবা তোমার,ভেবে দেখ কার ছেলে
যাদের জন্যে পরের বিষয়, কেড়ে বিক্‌ড়ে সব নিলে ;
তারাই তোমার করিবে কি দেখ্‌লে না তা চোক্ মেলে

রচয়িতার নাম

তুমি ম'লে চিতায় ফেলে, দিবে তোমার মুখ জ্বেলে ; তোমায়,
দগ্ধ করে, আস্‌বে ফিরে, মুখে হরিবোল বলে (১৮০)

ভৈরবী। খেমটা।

শিবপুর দেখেও কি তোর জ্ঞান হল না ?
খাঃ সঃ। দেশে ২ কাল আদেশে; কালপ্রহরী কর্চ্ছে সব আনাগোনা ;
অ বার কর্চ্ছে তারা, প্রাণে মারা, দিয়ে জীবে ঘোর যাতনা
তবু মূঢ় জীব যত, বিষয় বিষ পানে রত,তুইও হলি তাদের মত,
দেখেও কি দেখ্‌লি না ?—দেখ্ রাত পোহাল প্রভাত হল,
দিন ফুরাল নিশা এল, কত জীব হল গেল,
কাল করিছে কাল গণনা
জীবের জীবন সম্বন্ধ, এ ভবের এই নির্ব্বন্ধ, তবে কেন হওরে
অন্ধ, মোহেতে মজো না , ফাঁকি দিতে অন্তকালে,
সেই দুরন্ত কৃতান্তে ছলে; এই বেলা হরি বলে,
মন রসনার আড়্ ভাঙ্গ না (১৮১)

ভৈরবী ঐ

গোঁসাই এ জীবনের নাইরে আশা
সদানন্দ কর শ্রীগুরুর চরণ ভরসা।
দেহের গৌরব কর মিছে,নিশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে ?
কাল শমনে জাল পেতেছে, ভাংবে রে তোর সুখের বাসা
ভাই বন্ধু দারা সুত, তারা কেবল পথের পরিচিত, যখন প্রাণ
হবে গত, কে তোরে কর্‌বে জিজ্ঞাসা ?
আপন ২ বল যারে, কেউ ত সঙ্গে যাবেনা রে,
চার জনাতে কাঁধে ক'রে, নদীর কূলে দিবে বাসা
গোঁসাই সদানন্দে বলে, গুরুর কৃপা না হইলে, মুক্তি নাই
কোন কালে, কেবল ভবে যাওয়া আসা (১৮২)

রচয়িতার নাম।

ললিত বিভাষ খেমটা।

অক্ষয়কুমার গুপ্ত। জীবন প্রদীপ জল্‌ছে রে ঘরে।
কোন্ দিন নিবে যাবে ফুৎকারে।
তখন অন্ধকারে, মরি মরি বেড়াতে হবে ঘুরে।
নটা দ্বার ঐ রয়েছে খোলা, সামাল ২ জীবন প্রদীপ
সামাল এই বেলা; ওরে, আস্‌বে যখন বাতাস ঝট্‌কা,
আট্‌কাবি কি প্রকারে?।
দুদিন বাদে দেখ্‌বি রে নিশ্চয়, জীবন প্রদীপ নিব্‌লে আঁধার
হবে সমুদয়; ও তুই থাক্‌তে আশা, সে এই বেলা,
নিজের আপন কায সেরো (১৮৩)

ঐ ঐ।

শিবশর ঘাঃ দাঃ। মন জানি কি আছে তোর কপালে
বেড়াও ভ্রমের পথে হরি বলে, আনন্দে বাহু তুলে।
তোমার আগুলেছে কাল, দুরন্ত কাল, চতুর্দিকে ঝড় তুফান;
তুমি জীর্ণ ঘরের ভরসা ছাড় এক দমে দিবে ফেলে।
তোমার ঘরের ভিতর তিনটি খুঁটি, তার দেখেছ চাল তুলে;
তাতে জন্মাবধি খড় দিলে না, থাকবে কোথা জল ঢলে?।
তুমি প্রবালেতে ঘর বেঁধেছ, মত্ত ভবে অনলে;
তখন রাখ্‌তে নারবে বাবা খুড়ো, অবিরত জল ঢেলে॥(১৮৪)

খট ভৈরবী। ঐ।

ঐ ভব ঘরে বাস করা কি বিষম দায়।
এক দণ্ড ও কটেনা নির্ভাবনায়॥
মধ্যে মধ্যে এক২ দিন যে বাতাস বয় জোরে, তাতে আলগা
হয় গিয়ে; মরি হায়;—আবার প্রবল ঝড়ে নোড়ে চড়ে,
ঘরের দফা সেরে যায়॥

রচয়িতার নাম।

ঘর গড়তে যে সকলি তার পাইনেকো দেখা, শান্ত হয়েছি ভ্যাকা;
মনি তার,—যার সাধ্য জানে, সাধের এনে,
আজ খুঁটি কি কর উড়ে যায়   (১৮৫)

ললিত বিভাস। খেমটা।

শ্যামগোপাল মুখোপাধ্যায়।

বাঁধিয়াছ পাঁচ ভূতে এ সাধের থান।
থাকা সে চৌদ্দপোয়া পরিমাণ।
বেঁধেছে ঘর কটি খুঁটি পাব, কে করে পণ, ঘরের সহস্র বন্ধন;
ছাদের ছাদ, আবার দুই খুঁটিতে ঘর তুলেছে,
করে কত গুণ বাখান
এক ছাপগাতে কাব সেগেছে কুপি কারিগর, ও সেই ঘর দোষারি
ঘর, সাধ তোমার,—যেই নাচে ইন্দ্র, ঘরের ভিতর,
পাব পুর নিরাকমান
এমন সাধের ঘরের দিন, শত্তা যখন হয় ঘরের বাহাদুরি বিস্তর;
হঠাৎ রহা!—এ ঘর বাঁধে যার, ভাঙ্গে তারা,
(এ ঘরের) মানুষ যখন পালিয়ে যান   (১৮৬)

টোড়ী ভৈরবী। একতালা।

শিবপুর বং সং।

এবার, ভাঙল ভবের বাসা
বাসা ভাঙ্গ যায় এক দম হয় মত।
ভাঙ্গলে সব সাধের দল, এই বেলা তুই সামাল সামাল,
ঠেকে হবে সকল পয়মাল, কোন্ দিন হবে কমসা।
কোন্ সাহসে আছিস্ বসে? ধরেছে ঘুণ মটকার বাঁশ,
যারা সাহস দিচ্ছে এসে, (তখন) ত রাই দেখবে রং তামাসা
তোর না দিয়ে হাত দালান সেরেছে, শির সকল কাটে গেছে,
ঘরের ছয়জন মনকো সুজন, তারাই তোমার কর্মনাশা

রচয়িতার নাম

গুড়িয়ে নে তোর কাঁথা ঝুলি, ছাড় রে তোর বিষয় বুলি,
মুখে হরি২ বলি, কর যাবার পথ খোলসা (১৮৭)

খটভৈরবী খেমটা

(অজ্ঞাত) রং মহলে লুট করে ভাই ছয় জনে
ও মন। থেকো তুমি সাবধানে
ভক্তি কপাট এঁটে দিয়ে, মূল ধন রাখ গোপনে ;
ঘর চোরেতে যুক্তি ক'রে, বেড়ায় ধনের সন্ধানে
অবকাশে রাখিবে ধন, কেহ যেন না জানে ;
কেহ নহে মিত্র, সবাই শত্রু, লুটবে পেলে পত্তনে
রবিসুত বশীভূত, আছে মন ঐ ছজনে ;
গাঁটকাটা ঐ ছটা তোমায়, ধরিয়ে দিবে শমনে
সামাল ২ সকল বমাল, রাখ্‌বে অতি যতনে ,
শুন রে মন। সকল ধন, রাখ হরির চরণে (১৮৮)

ঐ। ঐ।

শিবপুর বাঃ সঃ। রং মহলে ঢুক্‌ল ছ জন বম্‌বেটে
এই বেলা ভক্তি কপাট দে এঁটে
তুমি ভুলেও কি কর না মনে, মিছে বেড়াও জাল ঠুকে ?
গুডিয়ে নে তোর পাঁজি পুথি, মাল জাহাজের ল্যাং বোটে ;
তোর সঙ্গে ২ রবিসুত, লবে কবে গাঁট্ কেটে (১৮৯)

ঐ। ঐ।

(অজ্ঞাত) গাঁট্‌কাটা ছয় বেটা বড় বম্‌বেটে।
ওদের লজ্জা নাইক মিয়াদ্ খোটে
মিষ্ট কথায় আগে ভুলায়, পরেতে ভাই সব লোটে ;
ওদের কথায় ভুলিস্‌নে মন। ভক্তি কপাট দে এঁটে।

রচয়িতার নাম

আপন বলে, কথার ছলে পথেতে নেয় গাঁট্ কেটে ;
চোকে ধূলা দিয়ে, পলাইয়ে, নিমিষেতে যায় ছুটে।
আবি জুরি, ক'রে চুরি, সদাই ওরা খায় পেটে ;
যতই জমায়, ততই যে চায়, কিছুতে কি খেদ মেটে ? (১৯০)

ললিত বিভাষ খেমটা।

(অজ্ঞাত) ক্ষেপা তোর গেল বেলা
তোর সোণার ঘরে কর্লি রে তুই ভূতের খেলা
ঘরে বসে দেখ্‌লি না রে মন, ও তোর অন্তঃপুরী,
কর্ল্লে চুরি, অমূল্য রতন ;—কখন্ আস্‌বে শমন,
কর্‌বে বন্ধন, দেখ্‌লি না তুই করে হেলা
ওরে! একটি মাণিক সাগর সেঁচা ধন ; সেই মাণিক
তোর ঘর হতে, যায় যে অকারণ ;—তোর ঘরে ঢুকে
লাভে মূল, লুট্‌লে রে তোর ভেঙ্গে তালা
দেহের মালিক যখন যাবে মন! ঘেন্না করে কেউ ছোঁবে না,
বলি তোরে শোন্ ;—যখন ধর্‌বে শমন, কর্‌বে বন্ধন,
ঘট্‌বে রে তোর বিষম জ্বালা
ওরে দীন বলে শোন্‌রে মন ভোলা, দয়াল হরির
চরণ তলে, বাঁধ্‌গে রে ভেলা ;—আবার সার
করে তাঁর শ্রীচরণ, নাম কর রে জপমালা॥ (১৯১)

ঐ । ঐ

হরিনাথ মজুমদার দুনিয়া'র মাঝে বৃক্ষ আছে, সদা বসে, আছে দুই পাখী।
কেহ বাসা ছেড়ে নাহি নড়ে, দুজনে মাখামাখি।
ভালবাসায় একটি পাখী, কত ফল বিলায় ; সে ত খায়
না সে ফল, আর এক পাখী, বসে ২ খায় ;—ও যে
ফল বিলাচ্ছে, সে না খাচ্ছে, অন্যে হচ্ছে ফলভুকী।

রচয়িতার নাম

ইচ্ছামত পাখী নহে কাহারো অধীন ; ও যে ফল খায়
সে ফল চিনিয়া, হয়েছে স্বাধীন ; যে ফল দেখে
শুনে, নাহি চিনে ফল খেয়ে হারায় আঁখি
নিজ দোষে মনের ক্লেশ, কপাল বাঁধিছে ; আমি, স্বাধীন
হয়ে না পারিলাম, ফল নিতে বেছে ; আমি দেখলেম
যে ফল, এখন সে ফল, কেবল গরলমা দেখি (১৯২)

খট্‌ভৈরবী খেমটা।

শশীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

আমার, প্রাণ পিঞ্জরের পাখি গাওনা রে !
সদা সত্যং শিব সুন্দরং, ও নাম প্রাণ ভরে গাওনা রে !
পড় ২ আত্মারাম, ডাক ২ প্রাণারাম, আমার হৃদয় মাঝে
থেকে বিহঙ্গ ডাক অবিরাম,—ডাক তৃষিত চাতকের মত,
অলস থেকো না রে।
ব্রহ্ম কল্পতরু শাখে বসে রে পাখি, বিভুগুণ গাও দেখি ;
আনন্দ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সুপক্ক ফল পাওনা রে।
ও কি বল রে পাখি বল, তোর নয়নে কেন জল ?
বুঝি, হরিনামামৃত পানে হয়েছ বিহ্বল, — আহা !
কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায় (পাখি) নীরব হয়ো না রে !
অসার বিহঙ্গ জনম করে সফল করি নাম কোলাহল ;—শেষে
অবিরাম অমরাধাম, সেই ধামে উড়ে যাওনা রে। (১৯৩)

ললিত বিভাস খেমটা।

শিবচন্দ্র বাঃ শঃ।

ওরে মন পাখি বল দেখি শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম
তোর শমন দমন কাল নিদান, অন্তে হবে মোক্ষধাম
অলসে বসে থাক, কি হবে ভাবনা কি, অন্তিমে তোর অন্তক,
ডাকবে সুখধাম ;—তুমি এই বেলা সতর্কে থেকো,

রচয়িতার নাম।

যদি রাখ্‌তে পার পরিণাম

শোন্ তোরে বলি পাখি! মুদিয়ে দুটি আঁখি, হৃদয়ে ভাব দেখি,

যুগল হুই ম ;—কে র উড়ে যাবার সময় হল,

নাম মুখে বল অবিশ্রাম (১৯৪)

ললিত বিভ ষ খেমটা।

শিবপুর বাঃ সঃ।

তুমি কি ভাঙ্গা খাঁচায় রসের পাখী পুষেছ ?

পাখীকে হৃদপিঞ্জরে বসাইয়ে রাধাকৃষ্ণ বলাচ্ছ

ডঙ্কা মেরে এল পরের পাখ্‌গুলা কেউ দেখেছ ? যখন

মাতনেতে ধর্‌বে পাখী, তার উপায় কি করেছ ? ॥ (১৯৫)

টোড়ী ভৈরবী আড় খেমটা।

ঐ

একদিন উড়্‌বে সাধের ময়না।

অতি যতনেও রাখিতে পার্‌বে না।

তোমাকে সোহাগ ক'রে নিচ্ছে খাবার থরে ২,

দেখছ তায় হৃদ্‌পিঞ্জরে, সময় হলে পোষ মান্‌বে না।

এ সব পাখী এম্‌নি ধারা, ঘুরে বেড়ায় ঘরে ২,

কখনে দিনে ফুড়ুক্ করে পালিয়ে যাবে কেউ জান্‌বে না।

যদি পাখী রাখ্‌তে চাও, আমার মতে কাবটি লোগাও,

হরি নামামৃত খাওয়াও, মেতে গেলে আর যাবে না ॥ (১৯৬)

ললিত বিভ ষ। খেমটা।

ফিকির চাঁদ।

সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর।

ক্ষেপা! ভাংবে নাকি ঘুমের ঘোর।

দিচ্ছে দেহেন গুলাব খোর না, কোন্ দিন পাখী পালিয়ে যাবে,

তাও ত জান না,—ওরে! তখন খাঁচা কোথায় পড়ে রবে,

ধ কৃবে না ঠিক না তোর।

রচয়িতার নাম

যখন খাঁচার পত্তন করেছে; পলাবার পথ রেখে যারে
বসৎ করেছে,—ওরে সিধ্ কাটিতে দুয়ার কেটে,
ঘরের ভিতর ঢুকল চোর
ভাই বন্ধু মাতা পিতাতে; বৈদ্য এসে বসাইবে চারি ভিতেতে;
ও তোর ঘড়্ ২ ঘড়্ কর্‌বে গলা,তখন হবে বাজি ভোর (১৯৭)

ললিত বিভাষ খেমটা।

অক্ষয়কুমার সেন। মনপাখি! ছাড়রে চালাকী।
তুমি আসল কাযে দাও ফাঁকি
শুধু চাল ছোলা খাওয়াই সার, রাধাকৃষ্ণ নাম ফুটিত বলনা একবার;
কেবল বন পানে মন ধাবে তোমার,তা হলে আর হল কি?
হরি নামটী মধুর ফল, সে ফল খেলে ক্ষুধা তৃষ্ণা পালাবে সকল;
এমন সুধামাখা হরিনামে অরুচি কেন দেখি?
পাখি, হওরে সচেতন; ভবসিন্ধু পারে যেতে কর রে যতন; ও তোর
গণা দিন যে ফুরিয়ে এল দেখনা আর নাই বাকি (১৯৮)

পিলু বারোয়াঁ। পোস্ত।

পঞ্চানন গোস্বামী। মনপাখী আমার বশ ত হল না হল না
আমি রাধা কৃষ্ণ বল্‌তে বলি সে বুলি ত বলে না।
আছে রিপু ছয় পক্ষ, হল তাদেরি পক্ষ, সর্ব্বদা বিপক্ষ আমার
হয় না সাপক্ষ; আমি বলি আমার ২,সে ত আমার বলে না
থাকে খাঁচাতে পাখী, কাটে খাঁচার শিক পাকি, কোন্ সময়ে
পলাইবে দিয়ে যে ফাঁকি; আমি চাল ছোলা খাওয়ালাম কত,
আপন কর্ত্তে পার্‌লাম না
কহে দীন পঞ্চানন, পাখীর বিষয় বলে মন, কোন্ সময়ে পলাইবে
চিন্তা সর্ব্বক্ষণ; হরিনাম কল্পবৃক্ষ মূলে মোক্ষ ফলে ভুলে না
(১৯৯)

রচয়িতার নাম।

ললিত বিভাষ। খেমটা।

অজ্ঞাত। ফুল ফুটেছে গোলাপ বাগানে।
হায়রে। দীনের গোঁসাই বই আর কে জানে।
দেহের মধ্যে বাগান বসেছে, মল্লিকা মালতী জাতি পুষ্প ফুটেছে,
(ঐ) ফুলে সুধা করে মৌ, স্বরূপ বই আর কে জানে?
জলের ভিতর ফুল বাগিচা হয়, মধু খেয়ে মাতুল ভ্রমর কথা মিথ্যা
নয়; আবার মধু খেয়ে উড়ে গেল, সেই বা মর্ম্ম কি জানে?
কি কব ভাই ফুলের কথা, লাল নীল শ্বেত জরদ্ চার রঙ্গ গাঁথা;
যে জন অনুরাগী জান্তে পারে, অরসিকে কি জানে? (২০০)

ভৈরবী খেমটা।

শিবপুর বাঃ সঃ হৃদ্ মধ্যে পদ্মবনে।
জীবাত্মা কর্চ্ছে লীলা, লীলারস সুধাপানে।
আবার ঝিরাঝিরি করে খেলা, হংস হংসী সংমিলনে।
ছটি ফুল এক মৃণালে, সারি ২ সবাই ঝুলে, হংসী থাকে তার মূলে,
কমল আসনে;—শ্বেত ধুমল লো হিত, নীল তড়িৎ আভা পীত,
ছয় কমলে বিরাজিত, ছয় মরাল ছয় ত্রিকোণে।
শতোপরে যে কমল, নানারঙ্গে হাজার দল, সমস্ত বিধু মণ্ডল,
পরমাত্মা সেই ভবনে;—সূক্ষ্ম পথে প্রতি ফুলে, মরাল মরালী
মিলে, বিহার করে কুতূহলে, অমৃতলহরী দানে (২০১)

ভৈরবী। খেমটা।

শিবপুর বাঃ সঃ বদন ঢেকে কমলদলে
ঘুমাচ্ছে মনের সাধে, সোণার পাখী আঁখি মেলে।
আবার আবেশে অবশ অঙ্গ, ব শ ষ স যুক্ত ফুল।
রং বীজে ঐ বীজ কোষে, রঙ্গের অ গুণ জাল্না করে,
তাপ দেনা তার আশে পাশে, রং বুলিটি বলে;—

রচয়িতার নাম।

না মেনে তোর বিষয় আটকা, করনা কায তুই টাট্কা ২, ভাংলে
চট্কা ভাংবে চট্কা, (তোর) ভবের ঝট্কা যাবি ভুলে।
হং সঃ ঝড় তুই দে না তুলে, উড়্বে পাখী কুতুহলে,
যখন যোড়া যাবে মিলে, সহস্র কমলে ;—পঞ্চভূত তোর পঞ্চভূতে,
ক্ষিতি তেজ ব্যোম বায়ুতে, জীবাত্মা পরমাত্মাতে,
লীন হবে লীন হলে (২০২)

সুরট খেমটা।

অক্ষয়কুমার গুপ্ত তোর মত মন! বোকা চাষী আর ত দেখি নে।
তোর দেহ জমী রইল পড়ে আবাদ কল্লিনে।
শমনের পেয়দা এসে, (যখন) কর্বে তশীল ধর্বে কেশে,
মালগুজারি কর্বি কিসে, কিছু ভাব্লি নে।
থাক্তে ঘরে ছটা এঁড়ে, (তুই) কল্লিনে চাষ ওরে কুড়ে!
মার্লে তোর পাঁচজনায় পড়ে, তাও বুঝ্লি নে
কি দশা হবে তোর শেষে, (তুই) সর্ব্বস্ব খোয়ালি বসে,
কাল কাটালি বসে ২, কথা শুন্লি নে (২০৩)

কাফি। ঐ।

পঞ্চানন গোস্বামী দিয়ে কিছু সেলামি, দেহ জমীর লইব মৌরসী পাটা।
কৃমিগে উটবন্দী, বিষম ফন্দী, পদে ২ ঘটে লেঠা।
শুক আদি যত বৈষ্ণব, তাহারা সব, মৌরসাতে নিল পাট ; নাই
তাদের নূতন চিঠা, কোন লেঠ, এক কালেতে জমা আঁটা।
বাজ্লে পর পুরোন বাজনা, দিয়ে খাজনা, নিচ্ছে তারা মন ২ সাঁটা ;
আমাদের পাইকস্তের জমিন, এসে আমীন, নিত্য কচ্ছে
নূতন চিঠা।
মাপিয়ে কচ্ছে জমী, বেশী কমি, চড়াচ্ছে তার কমুল বাঁটা ; ঘুস
দিতে যচ্ছে সকল, আসল ফসল, হচ্ছে কেবল মিছে খাটা।

রচয়িতার নাম

পঞ্চাননের নাহি সম্বল, হয় না কাল ; ধরুক মহাজনেরা পা-টা ;
দয়াল ত বটেন গুরু, কল্পতরু, পুরাবেন মনোবাঞ্ছাটা। (২০৪)

ভৈরবী। খেমটা।

শিবপুর বড়, গোল লেগেছে খাস মহলে।
খাঃ সঃ আছে মোর আমলনামা, তবু আমায় কৈ গো তারা
আমল দিলে ?।
এবার পুণ্যের দফা শূন্য হল, হাজা শুকো পতিত বলে।
মহলের প্রজা ছজন, তারা কেউ নয়গো সুজন, করে সব
কুমন্ত্রণা একত্রেতে মিলে ;—এরা তাজা জমি করে হাজা ;
ওগো ! এম্‌নি হারামজাদা প্রজা, বল্‌তে গেলে
দেয় গো সাজা, মানেনাক নায়েব বলে
সাত নগরে মহল যোড়া, তিন রঙ্গের তিনটি বেড়া, পরস্পর
নাইক যোড়া, মুল থেকে বিদলে ;—জমির মালিক
মূলাধারে, আয় না তুমি শতোপরে, নগরে ২ ফিরে,
হং সঃ মন্ত্র প্রবল বলে।
আমলনামার মিয়াদ ফুরালে, তমুরের সময় হলে, তোকা জমা
ওয়াসিল বাকী, রহিল খাকির তলে ;—এবার জমায় শূন্য
খরচ ভারি, আমার নিকাশ দেওয়া হল ভারি, যখন দেখ্‌বে
ত'বিল খালি, অমনি শমন দিবে জেলে (২০৫)

ললিত বিভাষ। খেমটা।

প্রফুল্লচন্দ্র দোকানি ভাই ! দোকান সার না।
গাঙ্গুলী। কত করবি আর বেচা কেনা ?।
ও তোর লাভের আশায় দিন কেটে গেল, দোকানের সব মাল
মসলা চোর ছজন নিল ; ও তোর ঘরের মাঝে সিঁধ্‌ কেটেছে,
তাও কি একবার দেখ না ?।

রচয়িতার নাম

পরেরে ঠকাতে গিয়ে নিজে ঠকিলি, যা ছিল তোর আসল টাকা
সকল খোয়ালি ; ও তোর মহাজনের কি করিবি
তাগাদার দিন বল না ?
ফিকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা, মহাজনের শরণ লয়ে
জানাওগে ব্যথা ; তিনি বড় দয়াল শুন্‌লে আওহাল,
তোরে নিদয় হবেন না। (২০৬)

কাফি। খেমটা

শিবপুর বাঃ সঃ। ওমন ময়রা . গুড় থাকৃতে ঘরে ভিয়ান কর্লি না
তোর সাধের খোলা রইল পড়ে, কৈ হাতায় ত হাত দিলি না ?
রাখ্‌লি গুড় পেয়ে গুড় পেয়েরি ভিতর, কার ধ্যানে ভিয়ান
ভুলে গেলি রে পামর !—ভিয়ান কর্লে কত মাল জন্মাত,
একবার নেড়ে চেড়ে দেখ্‌লি না।
থাকৃতে তোর সকল আয়োজন, কেন অলসে হারালি বসে,
মহাজনের ধন ? (তখন) খাবে ছজন জুটে, লুটে পুটে,
তোর কথা কেউ শুন্‌বে না।
এখন আগুন জলতেছে খুব জোর ; তাড়াতাড়ি ভিয়ান করে
নে না রে পাগল ! আগুন নিবে গেলে, তোর কপালে,
আর রসের খোলা তাত্‌বে না
দেখিস্ কি দিন ক্ষীণ হয়ে গেল ; হরি বলে কায সেরে নে
রজনী এল ;—কেন অন্ধকারে মরবি ঘুরে ?
তোর মনের আশা মিট্‌বে না (২০৭)

কালাংড়া। খেমটা।

(অজ্ঞাত) এল প্রেমরসের কাঁসারী
আয় সৈ ভাঙ্গা ফুটা বদল করি।

রচয়িতার নাম

একটি নয় সৈ ছিদ্র নটা, রস বিহনে অন্তর ফটা,
জল থাকে না একটি ফোঁটা, আঠায় যত সাবি
সকলে ভবে গাগরি, দেখে খেদে ফেটে মরি, জাগন্ত
ঘরে হয় চুরি, সইতে কি সৈ পাবি? (২০৮)

ললিত বিভাষ। খেমটা।

হরিনাথ মজুমদার

মন তঁতি! কি বুন্‌তে এলি তাঁত্‌
এসে প্রথমেই হারালি আঁত্‌
ও তোর শানার সুতো মানায় না ত রে, পোড়া পোড়েন
হল না জাত্‌
করে আনাগোনা তানা কাড়ালি; (হায় ২) তুল্লি কি খেই,
ঘুচ্‌ল না খেই, কোঁচ্‌কা পাড়ালি;—যত আনাগোনা
যায় না গোণা রে, হল সকলি তোর ভস্মসাৎ
পেয়ে এমন তানা জান্‌লি না ভাসন; কিসে তাই ভাবি রে,
নিবাবি রে, মনের হুতাশন?—এ যে বট্‌নি টানা
আর খাটে না রে! যে তোর পাছে আছে ছ বজ্জাত্‌
যত আশা করে তুল্‌তে গেলি ঝাঁপ; দিলি একবারে,
চিরকালে, পাপ সলিলে ঝাঁপ;—ভেবেছিস্‌ কি এবার,
উঠ্‌বি আবার রে! ক্রমে ক্রমেই হল অধঃপাত
হাতে গালে সুতো যত জড়ালি কেবল; এলে রবিসুত, এ সব সুতো,
কোথায় রবে বল্‌?—ভজ নন্দসুত কই আশু তোরে,
যদি খাবি দীন বাউলের ভাত (২০৯)

ললিত বিভাষ। খেমটা।

গোবিনচাঁদ গোস্বামী।

ওরে! যা যা যা তেল দে আপন চর্‌কাতে
কেউ কিছু বলুক সলুক, (ও মন!) কাণ দিওনা কথাতে

রচয়িতার নাম

অষ্ট পাখি প্রধান দুই খুঁটি ; আপন বলে ঘুর্‌ছে তারা
চেয়ে দেখ্ দেখি ;—আবার তিনটি খুঁটি টেকোর চাকি,
চরকার জুৎ ভাল সেই বাগেতে
তোর মা গুরুকে ধুনুরী ধরে ; দেহের ময়লা তুলা নে না ধুনে
পরিষ্কার করে ; তাতে পাঁজ পাকায়ে সুতা কেটে, তুলে
রাখ্‌গে টেকোর গোড়াতে
গোসাঁই গোবিন্দচাঁদের এই বাণী ; স্বর্গেতে যাবে মত চর্‌কা
ঘুরণী ,—তারা হরি বলে,বাহু তুলে,নাচ্‌বে ব্রজের পথেতে
(২১০)

ভৈরবী খেমটা।

শিবপুর
সাঃ সঃ।

ভবের গাঙ্গে বাণ ডেকেছে
কেউ বা কাঁদে কেউ বা হাসে,কার্ বা ভয়ে তাক্ লেগেছে
কেউ বা তরির হালটি ধরে, হাস্‌তে ২ পাড়ি দিতেছে
কেউ বা কাষের অনুরাগে, পাড়ি দিয়ে সবার আগে, অনায়াসে
আগে ভাগে পাড়ি জমে গেছে ;—সেই মাঝি ভাই
কাষের কাযী, দেখ্‌সে ভাই কি কারসাজি, কূলে বসে
মার্‌ছে বাজি, কূলের গাছে না বেঁধেছে। (২১১)

ললিত বিভাস। খেমটা।

বিষ্ণুরাম
চট্টোপাধ্যায়।

শুধু ঘটে পটে কাঠে বটে, ধর্ম্ম হয় না ভাই।
তীর্থাশ্রম মনের ভ্রম, তাতেও কিছু নাই
কেউ বা করে কালী ২, কেউ বা বলে বনমালী, কেউ খাঁড়া
কেউ ধরে ঝুলি, তার না মেলে তাই ;—ফলিতার্থ না
জানিলে, ফল হবে না ফলে ফুলে, প্রবৃত্তির নিবৃত্তি
নৈলে, ছাই মাখিলে হবে ছাই

রচয়িতার নাম

কামনায় কামনা বৃদ্ধি, ত্যাগ বিনে নাই তত্ত্বসিদ্ধি, কাবো ২
ফিরে বুদ্ধি, দেখিবারে পাই ;—ঘটে কিছু না থাকিলে,
ছুটে না চড় চাপড় কিলে, কথায় লোকে বলে মূল,
সুধা হলেও ক্ষুধা চাই ॥ (২১২)

ভৈরবী। খেমটা।

শিবপুর বাঃ নঃ

পাব্‌বি কি মন ? ফকীরি কর্‌বি
ছেড়ে সব কুটি নাটি, ময়লা মাটি, খাঁটি হওরে চাঁদী যেমন
ফকীরি বড় কঠিন, হতে হয় দিনের অধীন, কর্‌তে হয়
কি রাত্ কি দিন, দয়াময়ের নাম সাধন ;—পার যদি
তেম্‌নি হয়ে, তাঁর আদেশ সকল শিরে লয়ে, তৃণাপেক্ষা
হীন হয়ে, থাক্‌তে হবে ধূলির মতন।
ফকীরি নয় সামান্য, ফকীরের বড়ই দৈন্য, আদর্শ শ্রীচৈতন্য,
কর রে দর্শন ;—হরিনামের মালা লয়ে করে, হরি নামাবলী
স্কন্দে ধরে, প্রেমে উন্মত্ত হয়ে, কর্ত্তে হয় নাম সংকীর্ত্তন
ফকীরি নিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে কুতূহলে, মান অভিমান সকল দিতে,
হয় বিসর্জ্জন ;—শুন রে মন আরো বলি (ব্যঙ্গ) বিদ্রূপ নিন্দা
গালাগালি, অম্লানবদনে সে সব, কর্ত্তে হবে অঙ্গের ভূষণ (২১৩)

ললিত বিভাষ। ঐ।

হরিনাথ মজুমদার

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়
ভক্ত হতে যার ইচ্ছা তার, আগে শাক্ত হতে হয়।
শক্তি হইলে প্রকাশ, সেই শক্তিতে হয় প্রবৃত্তি বিনাশ, মান
অভিমান বলিদান, দিয়ে কর রিপু জয়।
রিপু জয় হলে হয় জ্ঞানের বৃদ্ধি, তখন অনায়াসে হবে ভূতশুদ্ধি,
সিদ্ধি হয় তখন, টেলে মন। অ আ ই ঈ কর্‌তে হয়।

রচয়িতার নাম।

সিদ্ধি, হলে মন বৈষ্ণব লক্ষণ, তখন হিংসা আদি হবে বারণ,
বিবেকী যখন হবে মন ! তখন রে ভক্তির উদয়
কাঙ্গাল, বলিছে ভক্তি হয় যখন, ওরে ভেদ জ্ঞান না থাকে তখন,
যায় প্রবৃত্তি হয় নিবৃত্তি, জগৎ দেখে ব্রহ্মময় (২১৪)

ললিত বিভাষ। একতালা।

(অজ্ঞাত)

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর
ও তার থাকে না ভাই আত্ম পর
প্রেম এম্‌নি রত্নধন, কিছু নাইক তার মতন, ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করে
প্রেমিক হয় যে জন ;—ও সে হাস্যমুখে সদাই থাকে,
হৃদয় যুড়ে সুধাকর।
প্রেমিক চায়নাক জাতি, চায় না সুখ্যাতি, (তা'র) হৃদয় পূর্ণ,
হয় না ক্ষুণ্ণ, রট্‌লে অখ্যাতি ;—ও তার হস্তগত সুখের চাবি,
থাক্‌বে কেন অন্য ডর ?
প্রেমিকের চাল্‌টে বেয়াড়া, বেদ বিধি ছাড়া, আঁধার কোণে
চাঁদ গেলে তাই মুখে নাই সাড়া ;—ও সে চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস
হলেও, আস্‌মানেতে বানায় ঘর (২১৫)

টোড়ীভৈরবী আড়াখেমটা।

শিবপুর বাঃ সঃ

এমন, কলটি কে বানালে ?
দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় কলের কারিগরে
দিবানিশি চল্‌ছেছে কল, বন্ধ নহে দণ্ড বিপল, বলিহারি
কারিগুরি, চল্‌তেছে কল যোগের বলে
কল দিয়ে তুই ভাব এলি, কল চালায়ে কি লাভ পেলি ?
আসল্‌ কাযটি ভুলে গেলি, পড়্‌বি ফেরে মিয়াদ ফুরালে
আগমে নিগমে শোনা, ওরে ! কল চালালে বেরয় সোণা, তুমি কি
মন তাও জান না, (কেবল) ভূতের বেগার খাট্‌তে এলে ?

রচয়িতার নাম

হরি বল্ না বসে, কেমন মজা পাবি শেষে, গুরুদত্ত বীজগুলি
সব, দে না কেন কলে ঢেলে (২১৬)

টোড়ীভৈরবী   আ ড়াখেমটা।

শিবপুর বাঃ সঃ
এমন, কল কি কোথায় পাবি ?
কলের তত্ত্ব পেলে পাগল হবি।
কোথা অনল কোথায় জল, (এর) কোথায় আছে বায়ুস্থল,
কোথায় আকাশ আছে প্রবল, কোথায় আছে কলের চাবি।
কল চালাচ্ছে কোথায় বসে, যোগী পায় না যোগে বসে,
কিসে কল যায় আবার এসে, অবশ্যম্ভাবী ;—কলে হচ্ছে
কত কল, এ আজ্ গুবি কল, কলে পড়ে কল খাচ্ছে খাবি
যদি এ বা'র বাঁচ্ বি কলে, তত্ত্ব সে তুই হরি বলে, তত্ত্বাতীত আছেন
কলে, তাঁর হাতে চাবি ;—ও সে এম্নি কারিগর, (মন রে!
দেখ) ভূচর খেচর, জলচর সব ভাবের ভাবী (২১৭)

পিলু।   খেমটা

রামগোপাল মুখোপাধ্যায়
দেহ মন কলের গাড়ি ব্যাপার কিবা পরিপাটি
মূল হতে লাইন খুলে, সাত ষ্টেষণ ঘাঁটি ঘাঁটি
সাঙ্কেতিক দণ্ডমূলে, কুণ্ডলিনী মুখ তুলে, কয় ঠিকানায়
প্রভু ছলে, চন্দ্র অ গ্নি আছেন যুটি
পথের কথা শোন্ রে পাছে, সুষুম্নাতে রেল বসেছে,
তার দু পাশে তার চলেছে, ইড়া পিঙ্গলা এই দুটি
কৃপা বাষ্প দিয়া ছাড়ি, শ্রীগুরু চালান গাড়ি, হংসঃ
হংসঃ রব ছাড়ি, চলে গাড়ি ছুটোছুটি
শান্তি নিকেতন যেতে, জীবত্মা চড়েন তাতে, চলে যান
আনন্দেতে, ত্যজে ভবের খাটাখাটি

রচয়িতার নাম

যথায় পঞ্চকুণ্ড বারি, কলের মধ্যে লয় ভরি, তার পাশেতে
লক্ষ্য করি, দেখবে এক ডাকাত খাটি
ধর্ম্ম কর্ম্ম জপ ব্রত, পথের সঙ্গী কত শত, জীবাত্মা লইয়ে যত,
চলে যান সে আপন বাটী
দীক্ষার সম্বল সাথে, নিবৃত্তি টিকিট্ হাতে, তবেই যাবে
মুক্তি পথে, [illegible] রয়েছে খাঁটি (২১৮)

ললিত বিভাষ খেমটা।

শিবপুর বাঃ সঃ

আর কি মাল আছে রে তোর বোতলে? ।
মাল খেয়েছে সব মাতালে
প্রথম মাতাল দ্বাদশ গোপাল, আর মাতাল নিতাই,
মাতাল চৈতন্য গোসাঁই ;—এরা পিয়ালা ছুঁয়ে
মাতাল হয়ে, স্বর্গ মর্ত্ত্য (দেখ্ দেখি ভাই।) মাতালে,
মাতালে, মাতালে।
আর এক মাতাল রূপ সনাতন, (তোবা) ভাই দুই জন,
কর্লে মালের অন্বেষণ ,—রাজার খাস বাগানে মাল
তৈয়ারি, সে মাল বাছাই কর্লে কৈ মিলে? কৈ মিলে?
কৈ মিলে? (২১৯)

ঐ। ঐ।

অক্ষয়কুমার সেন গুপ্ত।

কৃষ্ণ প্রেমের মশারি, যতন করি, খাটাও রে মন।
দেহ ঘরে
শমন মশার বাসা, সব দুরাশা, ভেঙ্গে যাবে একেবারে।
পেতে তুই ধর্ম্ম গদি, নিরবধি, থাক্ রে শুয়ে মজা করে ;
পুণ্য বালিসে মাথা, দিলে ব্যথা, থাক্‌বে না তোর
ত্রিসংসারে

রচয়িতার নাম।

দেখ্‌বি তুই বসে ২, মশা এসে, বেড়াবে চার দিকে ঘুরে ;
সাধ্য কি প্রবেশিতে, মশারিতে, আপ্‌শোষে পলাবে
ফিরে॥ (২২০)

ললিত বিভাষ। খেমটা।

রাম[illegible] মুখোপাধ্যায়।

উড়্‌বে কি রে, ও মন ঘুড়ি?।
সংসারের লাটাইয়েতে বদ্ধ আঁটন গোড়াগুড়ি।
বিষয় আর জায়া সুত, এ সবার মায়া সুত, গলায় দিয়ে
অবিরত, রেখেছে রে ঘুড়ি ;—ধর্ম্মাকাশে উঠ্‌লে তেজে,
টান্‌বে তোমায় সময় বুঝে, অম্‌নি সে খাড়্‌টি গুঁজে,
গোপ্তা খেয়ে যাবে পড়ি
সুত টেনে হল্‌কা দিবে, এ পাশ ও পাশ করিবে,
সর্ব্বদা চেষ্টা পাবে, নোয়াতে তোর ঘুড়ি ;—মত্ত
বহবে ছাড়্‌বে সুতে, আর হবে না উর্দ্ধে যেতে,
মর্‌বি লাট খেতে২, ঘুর্‌তে হবে পাচ শ'বুড়ি
উঠে কুচিন্তা বাতাস ; ব্যাপিবে সাধের আকাশ, খট্‌কাতে
লট্‌কাতে যাস্‌, আছাড়ি পাছাড়ি ,—নীলবরণে মিশ্‌তে
গেলে, অনেক বিঘ্ন সঙ্গে মেলে, জোর কাঁপের ঘুড়ি হলে,
সুতো গাছা ফেলে ছিঁড়ি (২২১)

ঐ। ঐ।

ঐ।

ভবের তাস খেলার বসে
হার হল মন! খুব কসে।
আশীলক্ষ দফা খেলায়, কেবল ম'লেম তাস পিষে ;
ও কি ঘটিল কাল,এম্‌নি কপাল, সুপীঠ পেলেম না এসে।
ভক্তি রঙ্গের নাই কিছু জোর, কেবল কাটাবার দোষে ; ওরে!
ধর্ম্ম বুদ্ধি নাইরে ফেরাই, গড়্‌তা ফেরাই আর কিসে?

রচয়িতার নাম

পড়িয়ে কুবুদ্ধি টেক্কা, পাপের ছক্কা হয় শেষে ;
হাতের পাঁচ না এল, পঞ্জা হল, পঞ্চ পাতকে মিশে
আর কেমনে টেঁকি, ঘরের টেঁকি, ছয় জনারি আভাসে ;
কয়ে সাগাল২, হল বেহাল, শ্রীরাম গোপাল
আপ্‌শোষে (২২২)

ললিত বিভাষ। খেমটা

দীন বাউল। বৃথা ভবে খেল্‌তে এলি তাস।
ও তোর মন্ত্রী কচ্ছে সর্ব্বনাশ
এমন কাগজ পেয়ে অলপেয়ে রে! কেন ডাক্‌লিনে
ইস্তক পঞ্চাশ ?
হাতে রং থাক্‌তে রে তুই খেল্লি এ কি রূপ ?
এসে, তোর সাক্ষাতে, বিপক্ষেতে, মার্জ্জেছে তুরূপ্‌ ;—
কিসে বল্‌রে এবার, পীঠ পাবি আর রে!
হাতের সকল কেরাই দিলি পাশ
হেসে বিস্তি রুবার কচ্ছে বিপক্ষে ; কিসে রাখ্‌বি
কাগোচ, দেখিনে গোছ, কিছুই তোর পক্ষে ;—
হায়২! এমন খেলায় হাবালি হেলায় রে!
করিস্‌ হাতের পাঁচের কি আশ্বাস ?
ও যে, টেক্কাতে পীঠ নেয় তুরূপ করে ; ও তুই এমন
বেহুঁস্‌, দশ দিলি ঘুষ, গোলাম না মেরে ;—
এখন হাত থাক্‌তে বশ নে হাতে রে, শেষে
পাবিনে আর অবকাশ।
যখন তিন কুড়ি সাত দেখাতে হবে ; তখন, কি দেখাবি,
"থাবি" খাবি, চক্ষু স্থির হবে ;—দীন বাউল বলে
হরি বলে রে! শেষে পূর্‌বে যে তোর বুকে বাঁশ (২২৩)

রচয়িতার নাম।

ললিত বিভাষ   খেমটা।

দীন বাউল।   কেন দাবা খেলতে এলি বল্ ?।
ক্রমে ক’মে যে তোর এল বল
ছি২। না জেনে চাল হলি বেচাল রে। ও তোর
বিপক্ষ হল প্রবল
যে তুই বোড়ের লোভে চাল্‌লি দুই ঘোড়া, ও তোর কপাল পুড়ে,
চাপায় পড়ে, গেল রে মারা ;—প’ড়ে উঠ্‌সা কিস্তি
মোলো কিস্তী যে! ঐ দেখ্ হাস্‌ছে তোর বিপক্ষ দল।
যে ঘোর ছয় ছক্কোরে তোর মন্ত্রী প’ড়েছে ; এসে ধর্ম্মে জেঁতে,
ঘরে যেতে, আর কি পথ আছে ?—শেষে না পেয়ে পদ
একি বিপদ রে! দাবা পীলের সঙ্গে হয় বদল
হায়২! গজ দুটি তোর বিপক্ষের ঘরে ; সহায় কেউ হল না,
জোর পেলে না এল না ফিরে ;—কেবল কিস্তি২
নাই সোয়াস্তি রে। ও তোর রাজা যে হল পাগল
এবার বাঁচ্‌বি কিসে পঞ্চ রঙের হাত ; যখন শত্রু এসে,
ধর্‌বে ঠেশে, কর্‌বে কিস্তি মাত্ ;—এ দীন বাউল
বলে কল কৌশলে রে। ও তুই এই বেলা চাল্ মাতে
চল্ (২২৪)

ঐ।   ঐ

আনন্দচন্দ্র মিত্র।   আচ্ছ এক রঙ্গ ভূমি এ সংসার
ইহাতে দেখ্‌ছি যত চমৎকার।
আজ রাজা জমিদার, কাল ভিক্ষা পাত্র সার, এখন, আনন্দ
উৎসব রঙ্গ পরে হাহাকার ;—আবার এই কান্না
এই হাসি, (লোকের) তবু এত অহঙ্কার।

রচয়িতার নাম।

এই যে সব দৃশ্য মনোহর, থাক্‌বে না দণ্ড দুই পর, যত গীত বাদ্য
রং তামাশা সুখের আড়ম্বর ;—যখন সময় হবে,
সব ফুরাবে, (তখন) দেখ্‌বে কেবল অন্ধকার
পথিক কয় শোন্‌রে আমার মন পেয়েছিস্ ভাল আয়োজন,
এখন সাবধানে খেল খেলা করিয়ে যতন ;—
নৈলে পট ক্ষেপণ হলে পরে, (পাবে)
অনুযোগ আর তিরস্কার (২২৫)

রচয়িতার নাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্ম সঙ্গীত।

ঝিঁঝিট। আড়াঠেকা।

রামমোহন রায়

গ্রাস করে কাল, পরমায়ু প্রতিক্ষণে।
তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে।
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হল এত, বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি,
ব'ল বন্ধুগণে ;—এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধন জন বলে,
তিলেক নিস্তার নাই, কালের দশনে
অতএব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পরাৎপর, বিবেক বৈরাগ্য হলে
কি ভয় মরণে? (১)

ঐ ঠুংরি

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কর তাঁর নাম গান।
যত দিন রহে দেহে প্রাণ
যার হে মহিমা, জলন্ত জ্যোতিঃ, জগত করে আলো ;
স্রোত বহে প্রেম পীযূষ বারি, সকল জীব সুখকারী হে।।
করুণা স্মরিয়ে, তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি?
যাঁর প্রসাদে, এক মুহূর্ত্তে, সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে নীচে, দেশ দেশান্তে, জল গর্ভে কি আকাশে ;
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে
জিজ্ঞাসে হে।।
চেতন নিকেতন, পরশ রতন, সেই নয়ন অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই যার দরশনে, নাহি রহে দুখ লেশ হে।।(২)

রচয়িতার নাম।

ঝিঁঝিট। একতালা।

(অজ্ঞাত) পঙ্কজ দল গত জলমিব, চঞ্চলমিহ জীবনং
স্থাস্যসি নহি যাস্যতি কিল, কুরু হরিপদ চিন্তনম্।
কুসুমোপমমিহ সীদতি, তব সুন্দর যৌবনং,
গর্ব্বং জহি খর্ব্বং কুরু, সর্ব্বং হি ভব বন্ধনং
স্বপোপম ধন জন গৃহ, দারাদিক বান্ধবং ;
সঙ্গং ত্যজ ভজরে ভজ, হরিপ্রাণ বল্লভং
পরিহর রে পাপ জনকং, ভোগঞ্চ রোগাস্পদং ;
যোগং কুরু ভোগে নহি, প্রাপ্স্যসি চির সম্পদং (৩)

ঝিঁঝিট। কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) অক্ষয় আনন্দ ধামে, চল রে পথিক মন!
পাইবে শাশ্বত সুখ, জুড়াবে দগ্ধ জীবন।
সে বড় পবিত্র দেশ, নাহি পাপ তাপ লেশ, প্রেমানন্দ
সমাবেশ, সকল শোক ভঞ্জন
(তথা) শান্তি নামে পুণ্য নদী, বহিতেছে নিরবধি,
রবে না মনের ব্যাধি, করিলে অবগাহন
অজস্র অমিয় সুধা, বাঞ্ছা পূরে পাবে সদা, ঘুচিবে
আত্মার ক্ষুধা, সে সুধা করি সেবন
(তথ) নিত্যানন্দ নিত্যোৎসব, অনন্ত পূর্ণ বৈভব, অপ্রাপ্য
অভাব সব, তখনি হবে পূরণ
সদাব্রত তৃপ্তি অন্ন, লালসা থাকে না অন্য, সেবনে
বাসনা পূর্ণ, চিদানন্দ উদ্দীপন (৪)

ঝিঁঝিট। কাওয়ালী।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী অসার প্রেমেতে ভুলে, কেন হও প্রবঞ্চিত।
বিপদ কালে দেখিবে, কে তব সুহৃদ কত।

রচয়িতার নাম।

রূপ গুণ ধন যৌবনে, শ্রুতিমধুর বচনে, বিমোহিত হয় যেই,
সেই অতি অবোধ চিত
অদ্য যে প্রেয়সী শোকে, কর্দাঘাত হানে বুকে, কল্য সে বিবাহ তরে
হইতেছে সুসজ্জিত।
নয়নান্তরাল হলে কে কাকে আপনার বলে, সবল হৃদয়ে ভাল বেসে
হয় আনন্দিত?
প্রেমের আকর যিনি, তাঁরে ভাল বাস তুমি, পাইবে অক্ষয় শান্তি,
নিত্যসুখ অবিরত (৫)

লুমঝিঁঝিট। একতালা।

(অজ্ঞাত) তাঁরে ভাব ওরে মন। নয়নের নয়ন যিনি, জীবের জীবন
ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু ব্যাপ্ত চরাচর, সকলি অনিত্য নিত্য
একমাত্র তিনি হন।
জীব জন্তু অগণনা, পতঙ্গ বিহঙ্গ নানা, অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব,
যাঁহার রচন
যিনি সর্ব্ব মূলাধার, ভ্রময়ে নিয়মে যাঁর, সর্ব্বদা পবন শশী
নক্ষত্র তপন
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল, ভাবিয়া না পায় স্থল, অভ্রান্ত বেদান্ত অন্ত,
না জানে বিধান।
মীমাংসা সংশয়াপন্ন, হয়ে করে ভ্রম ২, বাক্য মনোতীত তিনি,
সকল কারণ (৬)

দেওঝিঁঝিট। ঠুংরি।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গাও রে জগপতি জগবন্দন, ব্রহ্মসনাতন পাতক নাশন
এক দেব ত্রিভুবন পরিপালক, কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভব নায়ক
সেবক মনোমদ মঙ্গল দাতা, বিদ্যা সম্পদ বুদ্ধি বিধাতা;
যাচে চরণ ভকত করযোড়ে, বিতর প্রেমসুধা চিত্ত চকোরে।(৭)

রচয়িতার নাম

খাম্বাজ চৌতাল

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গাও হে তাঁহারি নাম, রচিত যাঁহার বিশ্বধাম,
দয়ার যাঁহার নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে
জ্যোতি যাঁর গগনে ২, কীর্ত্তি ভাতি অতুল ভুবনে, প্রীতি যাঁর
পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নব রংগে।
যাঁর নাম পরশ রতন, পাপ হৃদয় তাপ হরণ, প্রসাদ যাঁর শান্তি রূপে,
ভকত হৃদয়ে জাগে ;—অন্তহীন নির্ব্বিকার, মহিমা যাঁর
হয় অপার, যাঁর শক্তি বর্ণিবারে, বুদ্ধি বচন হারে (৮)

ঐ। ধামার।

(অজ্ঞাত) ব্যাকুল হয়ে তব আশে, প্রভু এসেছি তব দ্বারে
দেখা দাও আমারে নাথ ! হৃদি মাঝে, সকল দুখ তাপ,
যাবে দূরে (৯)

ঐ আড়াঠেকা।

(ঐ) ভজ মন তাঁরে, যে ত্রাণ করে ভব পারাবারে
ইন্দ্রিয় সেবায়, বৃথা কাল যায়, অজ্ঞানে তোমায় রিপু পরিবারে।
শরীর হতেছে ক্ষীণ, ক্রমে ফুরাইছে দিন, ওহে মন অর্ব্বাচীন,
শেষে কবে কারে ?
এখনও উদার গুন, চিন্ত সত্য নিরঞ্জন, কর শ্রবণ মনন,
সাধ্য অনুসারে। (১০)

খাম্বাজ ঠিমেতেতালা।

নিমাইচরণ মিত্র। কেন ভোলো মনে কর তাঁরে
যে সৃজন পালন করে সংসারে

রচয়িতার নাম

সর্ব্বত্র আছে গমন, অথচ নাহি চরণ, কর নাই করে গ্রহণ,
নয়ন বিনা সকল হেরে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর, দ্বিতীয় নাহিক আর, নির্ব্বিকার বিশ্বাধার,
কে বর্ণিতে পারে তাঁরে? (১১)

সিন্ধু কাফি ঝাঁপতাল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর — তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে
আর কেহ,নাহি যে, বিপদভয় বারে, এ আঁধারে যে তারে।
এক তুমি অভয় পদ, জগত সংসারে; কেমনে বল দীন জন,
ছাড়ে তোমারে?
কহিবে দুখ অস্ত,সুবসন্ত হৃদে জাগে, যখন মম আঁখি তব
জ্যোতি নেহারে; -জীবন সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা,
তৃষিত মন প্রাণ মম, ডাকে তোমারে। (১২)

ভৈরব। চৌতাল

(অজ্ঞাত) — সবে মিলে গাও তাঁহারি মহিমা, আজ কর রে জীবনের
ফল লাভ।
হৃদয় থাল ভরি, ভক্তি পুষ্পহার, প্রভুর চরণে দাও রে দাও
নব ২ রাগ রচিত, বন্দনমালা, গাঁথি ২ দেহ উপহার;—বিশ্বাধার
প্রভু সেই, যশোগীত তাঁ'রি, প্রচার সকল সংসার (১৩)

ঐ কাওয়ালী।

রামমোহন রায়। — মন যারে নাহি পায়, নয়নে কেমনে পাবে?
যে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়, রূপের প্রসঙ্গ তার,
কেমনে সম্ভবে?।
ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামাত্রে রাখে ইচ্ছামাত্রে
করে নাশ, সেই সত্য এই মাত্র নিতান্ত জানিবে (১৪)

রচয়িতার নাম

ভৈরব . একতালা

(অজ্ঞাত) উঠ জয় ব্রহ্ম বলে, হওরে চেতন
দেখ নিরখিয়ে, নয়ন মেলিয়ে, কিবা শোভা অনুপম
মরুৎ হিল্লোলে, বনরাজি দোলে, করে সুরভি বহন ;
শিশির সিক্তিত, নব কুসুমিত, শ্যামল উপবন
সুমধুর রবে, বিহঙ্গম সবে, সুখে গায় বিভুগুণ ;
সরসী সলিলে, প্রফুল্ল কমলে, ঝঙ্কারে অলিগণ
লোহিত বরণে, পূরব গগনে, উদিত তরুণ তপন ;
হ'ল মনোহর, পরম সুন্দর, প্রকৃতির প্রিয়বদন
মহা কলরবে, জেগে উঠে সবে, দেয় নিজ কাযে মন ;
ছিল মৃতপ্রায়, বিঘোর নিদ্রায়, (এবে) পাইল নব জীবন
দিবসের কর্ম্ম, নিত্য ব্রত ধর্ম্ম, সাধনের কর আয়োজন ;
প্রণমি ঈশ্বরে, বিনীত অন্তরে, স্বকার্য্যে কর গমন
হইয়া প্রহরী, যিনি বিভাবরী, করিলেন জাগরণ ;
সেই দয়াময়ে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, কর রে জীব স্মরণ
ছিলে তাঁর কোলে, ঘোর নিশাকালে, গভীর নিদ্রায় মগন ;
তিনি প্রাণাধার, কর বার ২, তাঁহারে অভিবাদন (১৫)

রামকেলী আড় ঠেকা।

রামমোহন রায় দম্ভভাবে কত রবে, হও সাবধান
কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান ?
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দা পরদ্রোহে, মুগ্ধ হয়ে নিজ দোষ,
না কর সন্ধান।
রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল মতি, অথচ
আমার বলে, মনে ২ জান

বচয়িতার নাম।

অতএব নম্র হও সবিনয় বাক্য কও, অবশ্য মরিবে জানি,
সত্য কর ধ্যান (১৬)

রামকেলী। আড়াঠেকা

রামমোহন রায়। অনিত্য বিষয় কর, সর্ব্বদা চিন্তন।
ভ্রমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত, ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ,
তুষ্টি কষ্ট প্রতিক্ষণ
অন্তে পড়ে বাসনার, দন্ত করে হাহাকার, মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে,
কাম ক্রোধ রিপুগণ,—অতএব চিন্ত শেষ ভাব সত্য
নির্ব্বিশেষ, মরণ সময়ে বন্ধু, একমাত্র তিনি হন। (১৭)

ঐ। ঐ

ঐ বিস্তার করিলে রাজ্য, নিজ বাহুবলে
সংগ্রামে অনেক রিপু সংহার করিলে
হৃদে অহঙ্কার ভরা, রিপুহীন হল ধরা, শরীরে দুর্জ্জয় রিপু,
তার কি চিন্তিলে?।
প্রবল যে রিপুদ্বয়, তোমারে করিল জয়, ধিক্ ওরে দম্ভময়।
বৃথা অহঙ্কার;—অতএব যুক্তি শুন, মনেতে বৈরাগ্য আন,
আত্মতত্ত্ব সময়ে, দলহ রিপুদলে (১৮)

ঐ ঐ।

ঐ একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে
কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে, কি দুঃখেতে প্রাণ যাবে।
মাতৃগর্ভ অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে, অন্তে পুনঃ অন্ধকার,
সংসার দেখিবে।
প্রথমেতে সংজ্ঞাহীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন, সেই সব উপদ্রব,

রচয়িতার নাম

শেষেও ঘটিবে ;—অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান,
পরহিতে দিবে মন, সত্যকে চিন্তিবে (১৯)

রামকেলী। আড়াঠেকা।

রামমোহন রায়

কত আর সুখে মুখ, দেখিবে দর্পণে ?
এ মুখের পরিণাম, বারেক না ভাব মনে।
শ্যামকেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে, গলিত কপোল কণ্ঠ,
হবে কিছুদিনে
লোল চর্ম্ম কদাকার, কফ কাশ দুর্নিবার, হস্ত পদ শিরঃকম্প,
ভ্রান্তি ক্ষণে ২ ;—অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব,
দয়া জীবে নম্রভাবে, ভাব সত্য নিরঞ্জনে। (২০)

ঐ ঐ।

ঐ

চিত্তক্ষেত্র পবিত্র করিয়ে ওরে মন।
আত্ম উপাসনা বীজ, কর রে বপন।
প্রযত্ন সেচনী ধরি, বিবেক বৈরাগ্য বারি, প্রাণপণে প্রতি ক্ষণে,
কর রে সেচন
হবে বৃক্ষ মোক্ষময়, নিত্যজ্ঞান ফলোদয়, নিশ্চিত অমৃত লাভ,
সে ফল ফলিলে ;—ইহাতে হইলে মতি, যাইবে দুঃখ দুর্গতি,
হইবে পরম গতি, মিলিবে পরম ধন (২১)

ঐ। ঐ

নীলমণি ঘোষ।

সত্য সূচনা বিনা, সকলি বৃথায়।
দার সুত ধন জন, সঙ্গে নাহি যায়
সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনা শূন্য, ভাব তাঁরে হবে ধন্য,
সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
মা কুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং

রচয়িতার নাম

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ; ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা
নলিনীদলগত জলমতি তরলং ; তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা ; ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা
দিন যামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ ; শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু ; স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত, স্তরুণস্তাবত্তরুণী রক্তঃ
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তা মগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ (২২)

ভৈরবী। মধ্যমান।

(অজ্ঞাত) কোন্ ক্ষণে যাবে তনু নাহি তার নিরূপণ
তথাপি বুঝে না জীব, চিরস্থায়ী মনে ভাব।
ধনমদে অন্ধ হয়ে, নিজ পরিবার লয়ে, না দেখে কালেরে চেয়ে,
মোহরস করে পান
ক্ষণ ভঙ্গুর এ জীবন, ওরে মন এ কেমন ? দেখে জনম মরণ,
তবু নহ সচেতন
মনুষ্য জনম ধরে, উচিত বৈরাগ্য করে, মায়া কাটি জ্ঞান অস্ত্রে,
ভাব জীবের জীবন (২৩)

ঐ ঐ।

ঐ তাই ডাকি হে তোমায় বলে দয়াময়
ডাকিলে কাতর প্রাণে, শীতল হয় হৃদয়
নাম গানে প্রেমোদয়, দরশনে কত সুখ হয়, স্বরূপ চিন্তনে পাপ
তাপ সব দূরে যায়।
তব প্রেমামৃত রসে, পবিত্র জ্যোতি পরশে, হৃদয় উদ্যানে
প্রেম ফুল বিকশিত হয়॥ (২৪)

রচয়িতার নাম

ভৈরবী। মধ্যমান

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
আমার এই বাসনা, কর হে পূরণ
ওহে অনাথ নাথ! অধম তারণ।।
যেদিকে ফিরাই আঁখি, সে দিকে তোমারে দেখি, হৃদয় মন্দিরে সদা দেও দরশন
না চাহি বিষয় সুখ, চাহি তব প্রেম মুখ, তা হলে যাইবে দুখ, আনন্দে হব মগন (২৫)

ঐ। তিয়ট।

দিনেশচরণ বসু।
শেষের সে দিন মন! কর রে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে
সুখ স্বপন যত, দেখিছ অবিরত, চিরদিনের মত ফুরাবে
কাল শয্যায় শুয়ে, নিজ পাপ স্মরিয়ে, (যবে) দুধারে নয়ন ধারা বহিবে; ভাই ভগিনী সব, কাঁদিবে অবিরত, শিশু সন্তান ধূলায় লুটাবে
স্নেহময়ী জননী হারায়ে নয়ন মণি, গাইয়ে তব গুণ কাঁদিবে;— প্রাণসম প্রেয়সী, অধোবদনে বসি, (কেঁদে) ধরাতল নয়ন জলে ভাসাবে
অতএব লও ব্রহ্ম পদে আশ্রয়, (যদি) বিপদে নিরাপদ হইবে;— তিনি যে মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার কৃপায়, মরণে নব জীবন পাইবে (২৬)

ভৈরবী পোস্ত।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।
আমার মন ভুলালে যে, কোথায় আছে সে?
সে দোখ আমি দেখি না, ফিরে চাই আশে পাশে
পেলাম ২ দেখ্‌লাম তারে, এই সে বলি ধরি যারে, বুঝি সে নয় সে হলে পরে, আর কি মন ফিরে আসে?।
বল্ দেখি রে তরু লতা, আমার জগজ্জীবন আছেন কোথা?
তোরা পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা, তাই তোদের কুসুম হাসে

রচয়িতার নাম

বল্ দেখিরে বিহঙ্গকুল। তোরা কার প্রেমে হয়ে আকুল,
থেকে ২ ডেকে ২, উড়ে যাস্ কার উদ্দেশ ?
বল দেখি রে হিমাচল। তুই কিসে এত সুশীতল, ঝরিতেছে
অশ্রুজল, কার অনুরাগে মিশে ?
পেয়ে বুঝি রত্নবর, সিন্ধু! নাম ধরেছিস্ রত্নাকর ?
তাই উত্তাল তরঙ্গ তুলে, নৃত্য করিস্ উল্লাসে
লুকিয়ে থেকে প্রেম করে, এমন প্রেম ত দেখি না রে।
(একবার) দেখা হলে সুধাই তারে, কেন সে ভাল বাসে
কোথা আছ দেখা দাও, করুণানয়নে চাও, হৃদয় সখা সাধ পুরাও,
প্রকাশি হৃদিবাসে (২৭)

সিন্ধু ভৈরবী। আড়া ঠেকা।

নিমাইচরণ মিত্র

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল, আছি ভাল প্রাণে ২
কোথায় কুশল তব ? আয়ুর্যাতি দিনে ২
দারা সুত প্রভৃতি, কেহ না যাইবে সাথি, জ্ঞান কর অবস্থিতি,
তোমার সহায় জীবনে
যুক্তি বেদ মতে চল, মিছে মায়ায় কেন ভুল, ইন্দ্রিয় আছে সবল,
ভজ সত্য নিরঞ্জনে (২৮)

ঐ। ঐ।

রামমোহন রায়

নিজ গ্রামে পর গৃহে, চোর প্রবেশিলে পন।
লোকে শুনে তাহে কত, মনে মনে ভীত হন
নব দ্বারী দেহ পুরে, কালরূপী তস্করে, নিত্য পরমায়ু হরে,
নাহি তার অন্বেষণ
মোহ রাত্রি তম ঘন, মায়া নিদ্রায় প্রাণীগণ, প্রহরী নাহিক কোন,
কে করে বারণ ?—শুন মন অতঃপরে, জ্ঞান অসি করে ধরে,
জাগিয়া কৃতান্ত চোরে, কর নিবারণ (২৯)

রচয়িতার নাম।

সিন্ধুভৈরবী। একতালা।

কৃষ্ণমোহন মজুমদার। তুমি কার, কে তোমার, কারে বল রে আপন ? ।
মহা মায়া নিদ্রাবশে, দেখিছ স্বপন।
রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন, প্রপঞ্চ জগত মিথ্যা,
সত্য নিরঞ্জন
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে, প্রভাত হইলে দশ
দিকেতে গমন ,—তেমতি জানিবে সব, অনিত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে পলাবে তারা, কে করে বারণ ?
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ, কোথা বা রহিবে তব
প্রাণ প্রিয় জন ?—ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস, নিঠুর শমন (৩০)

উক্ত গীতের উত্তর।

—:০:—

ঐ । ঐ।

দিগম্বর ভট্টাচার্য্য মা আমার, আমি তাঁর, তাঁরে বলি রে আপন
মহামযা মায়ে;আমি দেখি রে স্বপন
রজ্জুতে হয় যখন, ভ্রমে অহি দরশন, অহি মিথ্যা রজ্জু মিথ্যা,
বলি কি তখন ?
নিশিতে বিহরি সুখে, যায় পাখী দিকে ২, আবার ফিরিয়া আসে,
আমার মতন ;—যাতায়াতে সমাচার, নিত্য নিত্য এ সংসার,
চিন্ময়ী চরণ চিন্ত, সংসার বন্ধন (৩১)

আশাবরী। ঝাঁপতাল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবে জাগ সকলে, অমৃতের অধিকারি ।।
নয়ন খুলিয়ে দেখ করুণানিধান, পাপতাপ হারী।

রচয়িতার নাম।

পূরব অরুণ জ্যোতি, মহিমা প্রচারে, বিহগ যশ গায় তাঁহারি
হৃদয় কবাট খুলি, দেখ রে যতনে, প্রেমময় মূরতি মনচিত হারী,—
ডাক রে নাথে বিমল প্রভাতে, পাইবে শান্তির বারি (৩২)

খট। একতালা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধন্য দেব পূর্ণব্রহ্ম! প্রাণেশ্বর দীনবন্ধু! দয়াসিন্ধু করুণানিধি!
ব্যাকুল চিত বারি হো!
ভগবজ্জন হৃদরঞ্জন, পাবন জগজ্জীবন প্রভু, পরম শরণ পাপীগতি,
আশ্রিত ভয় হারি হো!।
অচ্যুত আনন্দধাম, সত্যাশ্রয় সত্যকাম, জাগ্রত জীবন্ত দেব,
সেবক কাণ্ডারি,—জ্ঞানানল দীপ্যমান, হৃদারাম হৃদয়েশ্বর,
ভব তারণ হরি কৃপাল, ভকত মনবিহারি হো
অবিনশ্বর পুরাণ পুরুষ, ভগবান্ ভক্তবৎসল, কল্যাণ আধার অমর,
বিশ্বভুবন ধারি,—জীবিতেশ হৃদয়রতন, পরমার্থ সত্য পুরুষ,
সদানন্দ জগদ্গুরু, জগজ্জন হিতকারি হো! (৩৩)

খটভৈরবী। পোস্ত।

আনন্দচন্দ্র মিত্র

থাক্‌ব না আর এ সংসারে, প্রেমধামে যাব চলে।
প্রেমময়ের প্রেমমুখ, দেখ্‌ব প্রেমনয়ন মেলে
প্রেমের নিকুঞ্জবনে, বসে প্রেম যোগাসনে, দিব তারে প্রেমাঞ্জলি,
বসাইয়া হৃদ্‌কমলে
হবে প্রেমাকুল প্রাণ, গাব প্রেমগুণ গান, আনন্দে করিব কেলি,
প্রেম সরোবরের জলে
নিরখিব প্রেমোল্লাসে, প্রেমচন্দ্র প্রেমাকাশে, ঘুচাব প্রাণের ক্ষুধা,
নিত্য প্রেম সুধাপানে;—প্রেমের মেলা প্রেমের রঙ্গ,
কর্‌ব প্রেমের যজ্ঞ সাঙ্গ, প্রেমময়ের প্রেমানলে,
প্রাণাহুতি দিব ঢেলে (৩৪)

রচয়িতার নাম।

বিভাষ। ঝাঁপতাল।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয় ২ পরব্রহ্ম,অপার তুমি অগম্য, পরাৎপর তুমি সারাৎসার
সত্যের আলোক তুমি,প্রেমের আকর তুমি,মঙ্গলের তুমি মূলাধার।
নানা রসযুত ভব, গভীর রচনা তব, উচ্ছসিত শোভায় ২ ;
মহাকবি আদি কবি, ছন্দে উঠে শশি রবি, ছন্দে পুন
অস্তাচলে যায়
তারকা কনক কুচি, জলদ অক্ষর রুচি, গীত লেখা নীলাম্বর পাতে ;
ছয় ঋতু সম্বৎসরে, মহিমা কীর্ত্তন করে, সুখপূর্ণ
চরাচর সাথে
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি, বজ্ররবে রুদ্র
তুমি ভীম ; তব ভাব গুঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
ধায় যুগ যুগান্ত অসীম
আনন্দে সবে আনন্দে, তোমারি চরণ বন্দে, কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র
তারা ; তোমারি এ রচনারি, ভাব লয়ে নরনারী,
হাহা করে নেত্রে বহে ধারা
মিলি সুরনর খভু, প্রণমি তোমায় বিভু ; তুমি সর্ব্ব মঙ্গল আলয় ;
দেও জ্ঞান দেও প্রেম, দেও ভক্তি দেও ক্ষেম, দেও ২
ও পদ আশ্রয় (৩৫)

বিভাষ। একতালা।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

এই বিশ্ব মাঝে, যেখানে যা সাজে তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে
রেখেছ
বিবিধ বরণে বিভূষিত করে,তার উপরে তোমার নামটি দিয়েছ।
পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা, রেখা নয় যে তোমার "দয়াল"
নামটি লেখা, "সুন্দর" নাম্ তোমার বিহঙ্গের অঙ্গে আঁকা,
"প্রেমানন্দ" নামটি নয়নে লিখেছ

রচয়িতার নাম

চন্দ্রাতপ তুল্য গগনমণ্ডল, দীপালোকে যেন করে ঝলমল,তার মাঝে
ইন্দু, ক্ষরে সুধাসিন্ধু, "সুধাসিন্ধু" নাম তায় অঙ্কিত করেছ
জলেতে লিখেছ "জগত জীবন," পবন হিল্লোলে হয় দরশন, জলন্ত
অক্ষরে জলদে লিখন, "জ্যোতির্ম্ময়" নামে জগৎ দেখাতেছ।
ভূস্তরে প্রস্তরে তাবৎ চরাচরে, "সর্ব্বব্যাপী" নাম লিখেছ স্বাক্ষরে,
লেখা দেখে তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে, লেখার মত কেন
দেখা না দিতেছ ?
হৃদয়ে লিখেছ "হৃদয় বল্লভ", প্রেমসূর্য্যোদয়ে হয় অনুভব, স্বনামে
অঙ্কিত তোমারি ত সব,হাতে কলমেতে ধরা যে পড়েছ? (৩৬)

বিভাষ। একতালা

(অজ্ঞাত) জয় জ্যোতির্ম্ময়, জগদাশ্রয়, জীবগণ জীবন
তুমি পরমেশ্বর পূর্ণব্রহ্ম, আদি অন্ত কারণ
মহিমায় ইন্দ্র, দয়ার চন্দ্র, স্নেহে পরাজিত ভুবন ;
আমি অধম পাতকী, করযোড়ে ডাকি, দেও মোরে তব চরণ
প্রেমের পাথার, পুণ্যের আধার, ক্লেশ কলুষ নাশন ;
তুমি দীন শরণ, ভকত জীবন, লজ্জা ভয় নিবারণ (৩৭)

সর্‌ফর্‌দা আড়াঠেকা

ঐ নাথ ! কি বলিয়ে ডাকিব তোমায় ?
যা বলে যখন ডাকি, মন ক্ষোভ নাহি যায়
তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা, তুমি হে জগত ত্রাতা,
অনাথ আশ্রয়
তুমি হে নয়নভাতি, তুমি হে আত্মার জ্যোতি, তুমি দীনহীনগতি,
করুণানিলয় (৩৮)

রচয়িতার নাম

সর্‌ফর্‌দা একতালা।

(অজ্ঞাত) হরি হে। এ দেহে আছ সদা বর্ত্তমান
নিশ্বাসে শোণিতাধারে, কবে তব নাম গান
তুমি মম বাহুবল, বিদ্যাবুদ্ধি সম্বল, আশা ভরসা কেবল,
আমি ত তৃণ সমান
জীবন্ত আদেশবাণী, শুনাও দিন যামিনী, পবিত্র নিশ্বাসে কর,
মহাবীর বলবান
ল'য়ে ভক্ত পরিবার, হৃদয়ে কর বিহার, দেখাও প্রাণ মন্দিরে,
পুণ্যময় স্বর্গস্থান (৩৯)

আলাইয়া। ঝাঁপতাল।

(অজ্ঞাত) আনন্দবদনে জয় জগদীশ বল রে।
জীবন সফল কর, নাম সুধাপানে রে।
যাঁহার ইঙ্গিত ক্রমে, দেখ পূরব গগনে, লোহিত বরণে ভানু,
কি শোভা ধরিল রে।
এই যে মলয়ানিলে, বহিয়া মৃদু হিল্লোলে, শীতলে জীবের প্রাণ,
তাঁহার আদেশে রে —এই যে বিহঙ্গগণে,মোহন মধুর তানে,
তাঁহার মহিমা গানে, অমৃত ঢালিল রে।।
এই যে কুসুম কুল, সৌরভে করে আকুল, তাঁর প্রেম পবিত্রতা,
বিকাশে হাসিয়া রে।—প্রকৃতি শিশির ছলে, তাঁর প্রেমরসে
গলে, ফেলিছে নয়নবারি, আনন্দে মাতিয়া রে।।
গাইলে তাঁহার নাম, সুখ শান্তি অবিরাম, নিত্য প্রেম পবিত্রতা,
লভিবে জীবনে রে।—সারা নিশি যাঁর বুকে, ঘুমায়ে ছিলাম
সুখে, সুখের প্রভাতে এসে, তাঁর গুণ গাই রে (৪০)

ঐ। ঐ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তোমারেই করিয়াছি, জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু, হবনাক পথহারা।

রচয়িতার নাম

যেথা আসি যাইনাক, তুমি প্রকাশিত থাক, আকুল নয়ন জলে,
চাল গো কিরণ ধারা।
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে, তিলেক অন্তর হলে,
না হেরি কূল কিনারা
কখনো বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি, অমনি ও মুখ হেরি,
সরমে সে হয় সারা (৪১)

আলাইয়া। আড়াঠেকা

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তোমারি আরতি করে, নিখিল ভুবন
নিরখি জুড়ায় নাথ। যুগল নয়ন।
গগন থালে কেমন, দীপরূপে অনুক্ষণ, শোভিছে শশী তপন,
হৃদয় রঞ্জন ;—মুক্তামালা যেন তায়, তারকা সমুদায়,
মরি কিবা শোভা পায়, হে ভবভয়ভঞ্জন।
ধূপ মলয় পবন, নিরন্তর সমীরণ, করে চামর ব্যজন,
হে বিশ্বকারণ !—বন উপবন যত পুষ্প, দেয় অবিরত,
বাজে ভেরী অনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন (৪২)

ঐ। ঐ

(অজ্ঞাত) সংসার সাগরে অতি ক্ষুদ্র দেহ তরি
অজ্ঞান সলিলে ভাসে দিবস শর্ব্বরী
দেখো ২ সাবধান, রিপুর মুখর বাণ, প্রতিক্ষণে ভয়ানক তরঙ্গ
লহরী ;—বুদ্ধি কর কর্ণধার, অনায়াসে হবে পার, নিত্য
সত্য নিরালম্বে, অবলম্ব করি (৪৩)

ঐ। ঐ

ঐ নিরন্তর ভাব তাঁরে, বিশ্বাধার বল যাঁরে।
নিত্য সত্য পরিপূর্ণ, ব্যাপ্ত প্রভু চরাচরে

রচয়িতার নাম।

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাবে, নাহি পায় ধ্যানে ধরে, সপ্রকাশ স্বস্বরূপ,
বেদে কহে যারে ২।
বুদ্ধিতে বুঝিতে নারি, বাক্যে না কহিতে পারি, যত দেখ সব তাঁরি,
কে তাঁরে বর্ণিতে পারে? । (৪৪)

আলাইয়া। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) সংসারেতে চারি ধার, করিয়াছে অন্ধকার, নয়নে তোমার জ্যোতি,
অধিক ফুটেছে তাই।
চৌদিকে বিষাদ ঘোরে, ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে, তোমার আনন্দমুখ,
হৃদয়ে দেখিতে পাই
ফেলিয়া শোকের ছায়, মৃত্যু ফিরে পায় ২, যতনের ধন যত, কেড়ে২
নিয়ে যায়;—তবু সে মৃত্যুর মাঝে, অমৃত মুরতি রাজে,
মৃত্যুশোক পরিহরি, ঐ মুখ পানে চাই
তোমার আশ্বাস বাণী, শুনিতে পেয়েছি প্রভু। গিছে ভয় মিছে
শোক; আর না করিব কভু,—হৃদয়ের ব্যথা কব, অমৃত
যাচিয়া লব, তোমার অভয় কোলে, পেয়েছি পেয়েছি ঠাঁই
(৪৫)

ঐ কাওয়ালি

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুলনা রে তাঁয়।
থাকিলে তাঁহার সঙ্গে, পাপ তাপ দূরে যায়
হৃদয়ের প্রিয়ধন, তাঁর সমান কে? সেই সখা বিনা সুখ শান্তি
দিবে কে তোমায়?
ধন জন জীবন, সব তাঁরি করুণা, তাঁহার করুণা মুখে, বলা নাহি
যায়;—এত যাঁরি করুণা, তাঁরে কি ভুলিবে? তাঁরে
ছাড়িয়ে ভব সাগরে ত্রাণ কোথায়? । (৪৬)

রচয়িতার নাম।

মুলতান। আড়াঠেকা।

গোবিন্দচন্দ্র রায়। না চাহিতে দিয়েছ সকল বিভো!
এই যে ইন্দ্রিয়গণ, সাধিতেছে প্রয়োজন, দিয়েছ প্রার্থনা বিনা,
উপযুক্ত বুদ্ধি বল।
সঞ্চার না হতে আমি, সৃজন করিলে তুমি, মাতার হৃদয়ে স্তন,
মধুর অনিল জল।
না থাকিতে এ রসনা, গড়িলে সুমিষ্ট নানা, ফল শস্য যত কিছু,
নিবারিতে ক্ষুধানল
এ পাষাণ অন্তরে, তোমারে পাবার তরে, অযাচিত কৃপাগুণে
রোপিয়াছ জ্ঞানবল (৪৭)

ঐ। ঐ।

(অজ্ঞাত) সংসারে যোগ বৈরাগ্য, কেমনে করি সাধন?
অন্তরে রিপু প্রবল, বাহিরেতে প্রলোভন।
হয়ে অনাসক্ত চিত্ত, নির্ব্বিকার শুদ্ধ সত্ব, পরিবার মাঝে কিসে,
রাখিব ধর্ম্ম জীবন?।
যদি নাথ দুর্ব্বল মনে, দাও শক্তি নিজগুণে, প্রবৃত্তি অসুরগণে,
করিতে পারি নিধন।
তব নামমন্ত্রবলে, মৃত্তিকায় সোণা ফলে, জলেতে আগুন জ্বলে,
গৃহ হয় তপোবন (৪৮)

ঐ। একতালা।

ঐ আমার গতি কি হবে?।
যদি পাতকী বলিয়ে ত্যজিবে তবে।
কাল ভয়ে সদা কাঁপিতেছে প্রাণ, কোথা শান্তিদাতা কর শান্তিদান,
আর ত যাতনা, সহেনা ২, অনাথ বন্ধু হে!।

রচয়িতার নাম

ওহে ! তোমার হাতে করি আত্ম সমর্পণ, রাখ আর মার যা ইচ্ছা এখন ; কার কাছে যাব, কোথায় জুড়াব ? শূন্য হেরি ত্রিভুবন ; কর দণ্ড তোমার বিচারে যা হয়, খণ্ড ২ কর এ পাপ হৃদয়, (প্রভু .) তোমার হাতে ম'লে, এ মহাপাতকী নব জীবন পাবে (৪৯)

মুলতান। একতালা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমায় ছজনায় মিলে, পথ দেখায় বলে, পদে ২ পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে, নানা মুনি বলে, সংশয়ে তাই দুলি হে।।

তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ, তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ, কাণের কাছে সবাই করিছে বিবাদ, শত লোকের শত বুলি হে।।

কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি, আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি, ধরণীর ধুলা তাই নিয়ে আছি, পাইনে চরণ ধুলি হে

শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়, আপনা আপনি বিবাদ বাঁধায়, কারে সামালিব একি হল দায়, একা যে অনেক গুলি হে।।

আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে, এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে, ধাঁধার মাঝে পড়ে কত মরি কেঁদে, চরণেতে লও তুলি হে। (৫০)

গৌরী আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) অবসান হল দিন দেখ রে নয়নে

তমোজালে ঘেরিল জীবন তপনে,ত্বরা করি ডাক রে,অধম তারণে।

যিনি এক বান্ধব, জীবনে মরণে ; সব সঁপে দাও রে, তাঁহার চরণে। (৫১)

রচয়িতার নাম।

পূরবী। আড়াঠেকা।

অমৃতলাল গুপ্ত

দিবা অবসান হল, কি কর বসিয়ে মন ?
উত্তরিতে ভবনদী, করেছ কি আয়োজন ?
আয়ু সূর্য্য অস্তে যায়, দেখিয়া না দেখ তায়,
মজিয়ে ভব মায়ায়, হারালে কি তত্ত্ব জ্ঞান ?
নিজ হিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও, ভব কর্ণধার যিনি,
সন্তাপ পাপ হরণ (৫২)

ঐ। ঐ।

(অজ্ঞাত)

ভাব সেই পরাৎপরে, অতীন্দ্রিয় সর্ব্বাত্মারে।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্য মন অগোচরে
কে বুঝিবে শাস্ত্র মর্ম্ম, অতীত সে ধর্ম্মাধর্ম্ম, একমেবাদ্বিতীয়ং,
বেদে কহে বারে বারে
পাত্রে ২ যাথ অম্বু, দেখ বারি প্রতিবিম্ব, তেমতি প্রত্যক্ষ আত্মা,
সর্ব্বভূত চরাচরে।
দেখ গাভী নানা বর্ণ, দুগ্ধ সব এক বর্ণ, সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান,
এই বোধে ভাব তাঁরে ॥ (৫৩)

ইমন। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত)

অবিরত আশু সুখ আশে করিছ ভ্রমণ
অন্তহীন পরকাল, পরে আছে ওরে মন!
চঞ্চল অস্থির মত, ভ্রমিতেছ ইতস্ততঃ, এক সুখ অস্ত কম,
অন্য সুখ অন্বেষণ
উন্মত্ত আশু উৎসবে, ভাব না পরে কি হবে, এই যে অনিত্য দেহে,
আছে হে নিত্য জীবন
রোগী যেন লোভ ভরে, জেনেও কুপথ্য করে, কিঞ্চিৎ সুখের তরে,

রচয়িতার নাম

হয় চিরদুখী ;—যা হইল আর কেন, সজ্ঞানে হও অজ্ঞান,
সময় থাকিতে ভাব, সে অসময়ের ধন (৫৪)

ইমন। কাওয়ালী।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়

সুধামাখা নাম তোমার।
ঐ নাম যখন মনে পড়ে, সুধাময় হয় হৃদয় আমার
নাম ধরে যখন ডাকি, প্রেমানন্দে ঝরে আঁখি, সুধাময় ব্রহ্মাণ্ড
দেখি, দেখি তোমায় সুধার আধার
প্রেম করে যে যা বলে, প্রেমসিন্ধু তোমার নাম ;
শ্যাম বলুক শ্যামা বলুক, অথবা বলুক শিব রাম ;—
যে জাতি বলুক যে ভাষায়, বঞ্চিত হবে না সে আশায়,
সকল ভাষার গুরু তুমি, তোমার কাছে নাই জাত্ বিচার
তোমার কি আর পিতা আছে, নাম রেখেছে শিশুকালে ?
সকলের পিতা তুমি, সবাই পালিত তোমার কোলে ;—
তোমার ভক্ত যেই সেই তোমার পিতা, সেই তোমারি
জন্মদাতা, নাম রাখে সে মনের ভাবে, সেই ভাবে হও
নবকুমার (৫৫)

ইমনকল্যাণ। চৌতাল।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তুমি জ্ঞান প্রাণ, তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর, তুমি মঙ্গল,
তুমি ভেলা ভবার্ণবে ; তুমি দীন শরণ,তুমি গুরু পিতা মাতা
তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতিঃ স্বরূপ, তুমি সর্ব্বসুখ দাতা
তুমি নিত্য তুমি পুরাণ, তুমি পরম তুমি অমৃত সেতু,
তুমি অগম্য অপার ;—প্রপঞ্চ বিষয়াতীত, অনাদি অচ্যুত
কারণ, তুমি সকলের মূলাধার (৫৬)

রচয়িতার নাম

ইমন কল্যাণ তিওট

রামমোহন রায় — ভাব সেই একে
জলে স্থলে শূন্যে যে, সমান ভাবে থাকে
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার, সে জানে সকল,
কেহ নাহি জানে তাকে
তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং,
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং (৫৭)

ঐ। মধ্যমান।

(অজ্ঞাত) — এ জীবন দিলে, তব ঋণ কি শোধা যায়?।
হে দীন শরণ! অকিঞ্চন ধন দয়াময়।।
জননী জঠরে হতে, পালিতেছ বিধি মতে, নয়নে ২ রাখি,
নাশিছ বিপদচয়
এ দেহ আত্মার তরে, ভুক্তাণ্ডার মুক্ত করে, দিয়েছ হে কৃপানিধি!
দয়া করে আপনায়;—অসীম করুণা তব,কি আছে মম বিভব,
কি আর তোমারে দিব? বিকায়েছি রাঙ্গা পায়॥ (৫৮)

ঐ। আড়াঠেকা।

রামমোহন রায় — কেমনে হবে পার, সংসার পারাবার? বিনা জ্ঞান তরণী,
বিবেক কর্ণধার
শুন রে মম মানস! স্বীয় কলুষ কলস, কর্ম্মগুণে বাঁধা সদা,
কণ্ঠেতে তোমার
ঘোরতর মায়াতম, আশা পবন বিষম, প্রবৃত্তি তরঙ্গ রঙ্গে,
উঠে বারেবার;—নানাভিমানের ধারা, বহে খরতর তারা,
কাম ক্রোধ মোহ লোভ, জলচর দুর্নিবার
মমতাবর্ত্ত বিশাল, তাহে ভাসে মোহ ব্যাল, মাৎসর্য্য পাথার জল,

রচয়িতার নাম

নাহি পারাপার ;—কাল ধীবর করাল, পেতেছে ব্যাধির জাল
ধরে লবে ওাং মীন, নাহিক নিস্তার (৫৯)

ইমনকল্যাণ। আড়াঠেকা।

রামমোহন রায়। এক দিন যদি হবে অবশ্য মরণ
কেন এত আশা তবে, এত দ্বন্দ্ব কি কারণ ?।
এই যে মার্জ্জিত দেহ, যাতে কর এত স্নেহ, ধূলি সার হবে তার,
মস্তক চরণ
যদ্যে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ, কিন্তু যদ্যে দেহ নাশ,
না হয় বারণ ;—অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীবে, লও সত্যের শরণ। (৬০)

ঐ। ঐ।

ঐ। মানিলাম হও তুমি, পরম সুন্দর।
গৃহ পরিপূর্ণ ধনে, সর্ব্বগুণে গুণাকর।
রাখ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার, অশ্ব রথ গজ দ্বারে,
অতি শোভাকর।
কিন্তু দেখ মনে ভেবে, কিছু নাহি সঙ্গে যাবে, অবশ্য ত্যজিতে
হবে, কিছু দিনান্তর ;—অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ,
মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপর। (৬১)

ঐ। ঐ।

ঐ। মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া, তার মুখ দেখে তত,
হইবে কাতর

রচয়িতার নাম।

গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ,
হিম কলেবর ;—অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর (৬২)

—০:০:০—

উক্ত গানের উত্তর

ইমনকল্যাণ। আড়াঠেকা।

দিগম্বর ভট্টাচার্য্য। মনে কর শেষের সে, দিন সুখকর।
আধ নীরে গঙ্গাতীরে, পাতক হীন নর।
কাটায়ে সংসার মায়া, আশীর্ব্বাদি পুত্র জায়া,
নির্মাল্য বিল্বপত্র, মাথার উপর
চিণ্ময়ী ধরেছে বুকে, কালী ২ নাম মুখে, কালী নাম সবে ডাকে,
করি উচ্চৈঃস্বর ;—কালী নাদ অবিচ্ছেদ, স্বর্গে মর্ত্ত্যে নাহি
ভেদ, ব্রহ্মরন্ধ্র করি ভেদ, উঠে দিগম্বর (৬৩)

ইমনভূপালী। ঢিমা তেতালা।

রামমোহন রায়। ভুল না নিষাদ কাল, পাতিয়াছে কর্ম্মজাল, সাবধান রে আমার
মানস বিহঙ্গ।।
দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্মতরু ফল, গরলময় কেবল,
দেখিতে সুরঙ্গ।
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন। নিত্য সুখ জ্ঞানারণ্যে করহ গমন ;
সুন্দর তরু নির্ভর, অমৃতাক্ত ফলচয়, পাইবে ভোগিবে কত,
আনন্দ প্রসঙ্গ (৬৪)

কেদারা। চৌতাল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যোগী জাগে ভোগী, রোগী কোথায় জাগে ?
ব্রহ্ম জ্ঞান ব্রহ্ম ধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপান, প্রীতি ব্রহ্মে যার
সেই জাগে।

রচয়িতার নাম

ধন্য সাধু সুখী সেই, যে আপন মন আসনে, রাখিতে তাঁরে পায়ে ;
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পাপত্যাগ, ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া,
যাঁর তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম (৬৫)

কেদারা আড়াঠেকা।

রামমোহন রায়। বিগত বিশেষং, জনিতাশেষং, সচ্চিৎ সুখ পরিপূর্ণং
আকৃতি বীতং, ত্রিগুণাতীতং, স্মর পরমেশং, তূর্ণং।
গচ্ছদপাদং, বিবেক বিবাদং, পশ্যতি নেত্র বিহীনং ;
শৃণদকর্ণং, বিরহিত বর্ণং, গৃহ্নদহস্তমপীনং
বেদৈর্গীতং, প্রত্যগতীতং, পরাৎপরং, চৈতন্যং ;
অজরমশোকং, জগদালোকং, সর্ব্বস্যৈক শরণ্যং।
ব্যাপ্যাশেষং স্থিতমবিশেষং, নির্গুণমপরিচ্ছিন্নং ;
বিগত বিকাশং, জগদাবাসং, সর্ব্বোপাধি বিভিন্নং ॥ (৬৬)

ঐ আড়াঠেকা।

ঐ অহঙ্কারে মত্ত সদা, অপার বাসনা
অনিত্য এ দেহ মন জেনেও কি তা জান না ? ।
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে, কিন্তু তুমি কোথায়
যাবে, একবারও ভাবিলে না ? ।
এ কারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তমোগুণ, ভাব সেই নিরঞ্জন,
এ বিপত্তি রবে না (৬৭)

ঐ। কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) নিরঞ্জন নিরাময়, করহ স্মরণ।
কি জানি প্রাণ বিহঙ্গ পলাবে কখন ? ওরে অভাজন সুখে,
কুপিত ফণী সম্মুখে, করেছ শয়ন।

মহর্ষিভা। নাম

সুখ মানিতেছ যারে, সে সব যন্ত্রণা ; সুধা ভ্রমে বিষ পান
কোর না কোর না ; —মত্ত করী তুল্য মনে, ধৈর্য্য আদি
সত্ত্ব গুণে, কর রে বন্ধন
কৌমারে খেলাতে কাল করিলে যাপন, কামরসে রসোল্লাসে
ডুবিলে যৌবন ,—জরাতে দুঃখ বিপুল, আধি ব্যাধি
সমাকুল, কোথা সত্যে মন ? (৬৮)

কেদারা কাওয়ালী ।

রামমোহন রায় ।

সংসার দুর্গতি হতে নিবৃত্তি না হবে
যাবৎ কর্ম্মের সঙ্গে প্রবৃত্তি রহিবে
দেখিতে সুরঙ্গ ফল, কিন্তু মিশ্রিত গরল, কি ফল সে ফলে,
যাতে হলাহল পাবে ?
কেন ভোগে মুগ্ধ হও "আমি২' সদা কও, আশার বশেতে রও,
বৃথা প্রাণ যাবে ;—অতএব সাবধান, ত্যজ মিথ্যা অভিমান,
ভজ সত্য সনাতনে, অমৃত পাইবে (৬৯)

সুরট । তিয়ট

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

সদা মানসে ভাবরে তাঁহায় ।
মোহিলে কি মন তুমি জগত মায়ায় ?
ক্ষিতি বায়ু বহ্নি জল, যে সৃজিল ভূমণ্ডল, কেমনে ভুলিলে বল,
তুমি সে জনায় ? (৭০)

মল্লার । একতালা

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ।

তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার ।
ফল ভরে অবনত, শাখারি আকার
প্রাপ্ত হয় আত্ম বিস্মৃতি, ব্যাপ্ত হয় জগতে প্রীতি, লুপ্ত হয়
ভাবনা ভীতি, ক্ষিপ্ত যে প্রকার ;—সুখ দুঃখে সমভাব,
হৃদয় স্বর্গ তার

রচয়িতার নাম

কখন হাস্য বদন, কখনো করে রোদন, কখনো মগন মন,
বাল্য ব্যবহার ;—আনন্দে ভাব সমুদ্রে দিতেছে সাঁতার।
শান্ত দান্ত বিবেকযুক্ত, অনাসক্ত জীবন্মুক্ত, ভজনেতে অনুরক্ত,
চিত্ত অনিবার ;—কি আনন্দে কর হে তার হৃদয়ে বিহার।।
তার প্রেম লাগি তোমাতে, তোমার প্রেম লাগি তাহাতে,
আনন্দ লহরী তাতে উঠে বারেবার ;—মিশে নদী জলধিতে
হয় একাকার
এমন দিন কি আমার হবে, তোমার জন্যে সকল সবে,
সম্ভব হবে সে ভবে, করুণা তোমার ;—ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্
জানিয়াছি সার (৭১)

সুরটমল্লার। একতালা।

অযোধ্যানাথ পাকড়াসী।

মন! চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে?।
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেহ নয় আপন,
পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে ?
সত্য পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে ;—
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ,পথিকের করে সর্ব্বস্ব মোষণ,
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী, শম দম দুই জনে
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিবে বিশ্রাম,
পথ ভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ, সে পান্থনিবাসী গণে ;—
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার,প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথের রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে (৭২)

ঐ। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত)

অনিত্য এ ধন জন জীবন যৌবন।
কালেতে করিছে সব নিমেষে হরণ।

রচয়িতার নাম।

কখন সুখের উদয়, কখনো দুঃখের জয়, হইতেছে ক্রমান্বয়
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন
অদ্য মহা মহোৎসব, কল্য হাহাকার রব, অদ্য যাহা অভিনব,
কল্য তাহা পুরাতন ;—পেয়ে অতুল সম্পত্তি, অদ্য যে
রাজচক্রবর্ত্তী কল্য তার ভিক্ষা বৃত্তি, হতেছে অবলম্বন
অদ্য প্রিয় বন্ধু সনে, আনন্দিত আলাপনে, কল্য তার অদর্শনে
শোকে সন্তাপিত মন ;—অদ্য পুত্রের আধ স্বরে, শ্রবণ
শীতল করে, কল্য তার মৃত শরীরে, শোকাশ্রু হয় বরিষণ
কখন সুস্থ শরীর, কখনো রোগে অস্থির, সংসার জলনিধির,
হ্রাস বৃদ্ধি প্রতিক্ষণ ,—অতএব আপনারে, রাখ ব্রহ্ম পদাৎপরে,
নশ্বর ভব সংসারে, হৈও না রে নিমগন (৭৩)

গৌড়মল্লার। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) সঙ্গের সঙ্গীরে মন। কোথা কর অন্বেষণ ?
অন্তরে না দেখ তাঁরে, কেন অন্তরে ভ্রমণ ?
যেই বিভু সনাতন, জীবের হৃদয় ধন, স জিয়া মনোদর্পণ,
তাঁরে কর দরশন। (৭৪)

ছায়ানট। ঝাঁপতাল।

(ঐ) বিপদভয় বারণ, যে করে ওরে মন। তাঁরে কেন ডাক না।
মিছে ভ্রমে ভুলে, সদা রহিছ ভবঘোরে মজি, একি বিড়ম্বনা
এ ধন জন না রবে হেন, তাঁরে যেন ভুল না ; ত্যজি অসার
ভজহ সার, যাবে ভব যাতনা।
এখনো হিত বচন শুন, যতনে করি ধারণা ; বদন ভরি নাম হরি,
কর সদা ঘোষণা ;—যদি এ ভব পার হবে, ছাড় বিষয় কামনা,
সঁপিযে তনু হৃদয় মন, তাঁরে কর সাধনা ॥ (৭৫)

রচয়িতার নাম

জয়জয়ন্তী। ঝাঁপতাল।

বেচারাম চট্টোপাধ্যায়

তুমি নাহি দিলে দেখা, কেহ কি দেখিতে পায় ?।
তুমি না ডাকিলে কাছে, সহজে কি চিত্ত ধায় ?
তুমি পূর্ণ পরাৎপর, তুমি অগম্য অপার, ওহে নাথ, সাধ্য কার,
ধ্যানে কে ধরে তোমায় ?
মনেরে বুঝাই এত, তুমি বাক্য মনাতীত, তবু সদা ব্যাকুলিত,
তোমারে দেখিতে চায়
দিয়ে দীনে দরশন, কর হে কীর্ত্তি স্থাপন, ওহে অজ্ঞাননিবারণ !
শীতল কর হৃদয়। (৭৩)

ঐ। মধ্যমান।

রামমোহন রায়।

বিষয় বিষ পানাসক্তে, ত্যজিলে জীবন।
প্রত্যেকেতে পঞ্চ জীবের, শুন বিবরণ।
রূপেতে মরে পতঙ্গ, রসে মীন গন্ধে ভৃঙ্গ, স্পর্শে হত মাতঙ্গ,
শব্দে কুরঙ্গ নিধন।
বিষয়েতে আছে রত, যেই জীব অবিরত, বিনষ্ট হবে ঘটিত,
পতঙ্গাদি নিদর্শন
অতএব সাবধান, ত্যজ বিষয় রস পান, বৈরাগ্যেতে কর যত্ন,
হৃদে ভাব নিরঞ্জন (৭৭)

ঐ আড়াখেমটা।

(অজ্ঞাত)

ও মা ! আর কি পায় আমার কাছে, লুকিয়ে থাকিতে ?।
লুকিয়ে থাকিতে কি পার, লুকিয়ে থাকিতে ? এখন জেনেছি
যেমন করে মা ! তোমায় ডাকিতে
লাল, চুষিম দিয়ে আর কি পার, ভুলিয়ে রাখিতে ?
এখন, শিখেছি যে মা মা ব'লে, কেঁদে ডাকিতে

রচয়িতার নাম

আগে, বিশ্বাস চক্ষু ঢাকা ছিল মোহ ধূলিতে ;
এখন, সে সব ধুয়ে গেছে তোমার, কৃপা বারিতে
এখন, আমাকে আর আমি খুঁজে, পাই না দেখিতে ;
আমি, চলি বলি যা করি সব, তোমার শক্তিতে
আমি, ভিতর বাহির পূর্ণ দেখি, তোমার জ্যোতিতে ;
আর কি, কোটি সূর্য্য নিন্দিত ক ', পার চাকিতে ?
আমি, এখন যদি তোমায় হারাই, সংসার বনেতে ;
আমায়, দেখাইয়া দেয় মা গাছের, ফুল আর পাখীতে (৮)

সাহানা ধামার

নমোহন নাথ। ভয় করিলে যারে, না থাকে অন্যের ভয়
যাঁহাতে করিলে প্রীতি, জগতের প্রিয় হয়
জড় ছিল, সচেতন যে করে তোমারে, পুনর্ব্বার সংসারে,
পারে নাশিবারে ; জগতের আত্মা সেই, জানিবে নিশ্চয়।(৭৯)

বাগশ্রী আড়াঠেকা

নীলমণি ঘোষ ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিত্য শিব,
ভ্রম পথে ভ্রম অকারণ
দেহ রথ আত্মা রথী, বুদ্ধিকে কর সারথি, ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব,
রাসবজ্জু মন
বিষয়ে বিরত হয়ে, মোক্ষ পথ আশ্রিয়ে, মায়া জিনে শম্ব হবে,
কর অবস্থান (৮০)

ঐ। ঐ।

(অঙ্ক ৩) বাগ দ্বেষাগ ত্যজ মন। বৈরাগ্য বাহনে
এত অভিমান কেন, গেমত্ত হইলে ?।

রচয়িতার নাম।

সদা ভাব পরধন, সুখে করিব হরণ, জান না অন্তে কে লবে,
জীবন হরিয়ে
মায়া পাশে বদ্ধ হয়ে, কলত্র সম্পদ লয়ে, সুখে আছ ঘুমাইয়ে,
দিন কাটাইয়ে;—ভাব না কালের জ্বালা, কর তাপাপরে তালা,
দেখিবে কে ওরে মূঢ়! রহিবে পড়িয়ে
মিছে ভাব অহংজ্ঞান, মিছে দম্ভ শ্লাঘা মান, মহানিদ্রা শ্মশানেতে,
দিবে ঢুলাইয়ে;—মন রে! বুঝাই যত, ভস্মে হবে ...,
ধর্ম্মের কাহিনী চোরা! না শুন শুনিয়ে? (৮১)

রাগশ্রী। আড়াঠেকা।

কালীনাথ রায়

মায়াবশে রসোল্লাসে, বৃথা দিন যায়
চিন্তিলে না নিজ শিব, অন্তের উপায়
পড়িলে অজ্ঞান কূপে, ত্রাণ নাহি কোনরূপে, এখন এই যুক্তি কর,
বৈরাগ্য আশ্রয়
দেহ দেই যে সৃজিল, ইন্দ্রিয়ে চেতনা দিল, বুদ্ধি জ্ঞান আদি তব,
জীবনে সহায়;—অনুচিত মম চিত! না চিন্তিলে হিতাহিত,
তাঁরে ভুল একি ভুল, হায় ২ হায়।। (৮২)

ঐ ঐ।

রামমোহন রায়।

সে কোথায়, তুমি কার কর অন্বেষণ?
তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র পূজা, শ্রবণ মনন
অখণ্ড মণ্ডলাকারে, ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে, ক্ষণে আন ক্ষণে তাঁরে,
কর বিসর্জ্জন
কে বুঝিবে তাঁর মর্ম্ম? ইন্দ্রিয়ের নহে কর্ম্ম, গুণাতীত পর ব্রহ্ম,
সকল কারণ
জ্ঞানে যত্ন নাহি হয়, পঞ্চেতে করি নিশ্চয়, সে পঞ্চ প্রপঞ্চময়,
জাননা কি মন? (৮৩)

রচয়িতার নাম।

বাগশ্রী। আড়াঠেকা

রামমোহন রায় — স্মর পরমেশ্বরে, অনাদি কারণে
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে
বিষয়ের সুখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা, ত্যজ মন এ যন্ত্রণা,
সত্য ভাব মনে (৮৪)

বাগশ্রী। আড় ঠেকা।

রামমোহন রায় — কোথায় আনিলে আমায়, কোথায় আনিলে? হে।।
আনিয়ে সাগর মাঝে, তরি ডুবালে
নাহি দেখি পারাপার, চারিদিকে অন্ধকার, বুঝি প্রাণ যায় এবার,
ঘূর্ণিত জলে
কোথা রইল মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণ প্রিয়া রইল কোথা, বন্ধু সকলে? (৮৫)

ঐ। ঐ।

গৌরমোহন সরকার — কি স্বদেশে কি বিদেশে, যথায় তথায় থাকি।
তোমারি রচনা মধ্যে, তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশ ভেদে কাল ভেদে, রচনা অসীমা; প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয়,
তোমার মহিমা;—তোমার প্রভাব দেখি,
না থাকি একাকী (৮৬)

বাহার। ঝাঁপতাল

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর — অচল ঘন গহন গুণ, গাও তাঁহারি
গাও আনন্দে সবে, রবি চন্দ্র তারা।
সকল তরুরাজি, সাজি ফুল ফলে গাও রে!—বিহঙ্গকুল
গাও আজি, মধুরতর তানে

রচয়িতার নাম

গাও জীব জন্তু সব, যে আছ যেখানে ; জগত পুরবাসী সবে,
গাও অনুরাগে ; মম হৃদয় গাও আজি, মিলি যে সব সাথে ;—
ডাক নাথ নাথ বলি, প্রাণ আগাবি (৮৭)

বাহার আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) তাঁহার আনন্দ ধারা,জগতে যেতেছে বয়ে
এস সব নর নারী, আপন হৃদয় লয়ে
সে আনন্দে উপবন, বিকশিত অনুক্ষণ, সে আনন্দে ধায় নদী,
আনন্দ বারতা কয়ে
সে পুণ্য নির্ঝর স্রোতে, বিশ্ব করিতেছে স্নান ; রাখ সে অমৃত ধারা,
পুরিয়া হৃদয় প্রাণ ;—তোমরা এসেছ তীরে, শূন্য কি
যাইবে ফিরে ? শেষে কি নয়ন নীরে, ডুবিবে তৃষিত হয়ে ?
চিরদিন এ আকাশ, নবীন নীলিমাময় , চিরদিন এ ধরণী
যৌবনে ফুটিয়া রয় ;— সে আনন্দ রস পানে, চির প্রেম
জাগে প্রাণে, দহেনা সংসার তাপ, সংসার মাঝারে রয়ে (৮৮)

বসন্তবাহার আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) মন তুমি সদা কর, তাঁহার সাধনা।
নির্গুণ গুণাশ্রয়, রহিত কল্পনা
যে ব্যাপিল সর্ব্বত্র, তবু মন বুদ্ধি নেত্র, নাহি পায় কি বিচিত্র,
কেমন জান না
জানিতে তাঁর পরিশ্রম, করিছ সে বৃথা শ্রম, সে সব বুদ্ধির ভ্রম,
দুঃসাধ্য সূচনা।
বিচিত্র বিশ্ব নির্ম্মাণ, কার্য্য দেখে কর্ত্তা মান, আছে মাত্র এই জ্ঞান,
অতীত ভাবনা। (৮৯)

রচয়িতার নাম

শঙ্করা। আড়াঠেকা।

কাশীনাথ বাগ

ভুলনা রে মন, নিত্য সত্য সদাত্মাকে
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে, আশ্রয় করি যাকে
অখণ্ড মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর, যে পদার্থ সারাৎসার,
নিরন্তর ভাব তাকে
ইন্দ্রিয় শাসন করি, অহঙ্কার পরিহরি, জ্ঞান অসি করে ধরি,
ছেদ কর মত্ত তাকে (৯০)

বেহাগ আড়াঠেকা

রামমোহন রায়

মন একি ভ্রান্তি তোমার ?
আবাহন বিসর্জন কর কার
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, "ইহাগচ্ছ" বল তাকে, তুমি কেবা আন
কাকে ? এ কি চমৎকার !
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে, "ইহতিষ্ঠ" বল তারে,
এ কি অবিচার ?—দেখ একি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব,
তারে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাহার ॥ (৯১)

উক্ত গীতের উত্তর

--:০:--

বেহাগ। আড়াঠেকা।

দিগম্বর ভট্টাচার্য্য

ভ্রান্তিতে শান্তি আমার
আবাহনে বিসর্জ্জনে, ক্ষতি কিবা কার ? ।
মলয় সুরভি বায়, গ্রীষ্মে যবে প্রাণ যায়, বলি বায় আয় আয় !
জীবন সঞ্চার
জগমাতা জগন্ময়ী, যখন কাতর হই, বলি এস ব্রহ্মময়ি !

রচয়িতার নাম

কর গো নিস্তার ;—জড় জীব জড় করি, যাহার সাধন করি,
ধ্যান জ্ঞান জল ফল, সকলি তাঁহার (৯২)

বেহাগ। আড়াঠেকা

কালীনাথ রায়। ক্ষণমিহ চিন্তা কর, সৎ স্বরূপ নিরঞ্জন।
ত্যজ মন দেহ গর্ব্ব, খর্ব্ব হবে রিপুগণ
সম্মুখে বিষয় জাল, পশ্চাতে নিষাদ কাল, গেল কাল অন্তকাল,
ভাব রে এখন
যাহাতে উৎপত্তি স্থিতি, তাঁহাতে নাহিক প্রীতি, এ তোর কেমন
রীতি? ওরে দম্ভময় মন। (৯৩)

ঐ। কাওয়ালী।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তুমি বিনা কে প্রভু! সঙ্কট নিবারে?
কে সহায় ভব অন্ধকারে?
রয়েছি বন্দি সম মোহের আগারে, কলুষিত পাপ বিকারে ;—
বিষয় রসে রত, তব স্নেহামৃত, ছাড়ি মন ভৃঙ্গ বিহরে
বিতর কৃপা তব যার গুণে প্রভু মৃত দেহে জীবন সঞ্চারে ;
পাপ তিমির নাশি, বিরাজ হৃদয়ে আসি, কি জানাব তব
দ্বারে? (৯৪)

বেহাগ। একতালা

নিমাইচরণ মিত্র। পর নিন্দা পর পীড়া, এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না?।
বারম্বার পাপাচার,পাইবে ঘোর যাতনা।
তমোগুণাক্রান্ত মতি, পর দ্বেষে হৃষ্ট অতি, লক্ষ্য কর আত্ম প্রতি,
কুটিলতা ছাড় না
জ্ঞান কর উদ্দীপন, ধর্ম্ম কর আভরণ, সফল হবে জীবন,

রচয়িতার নাম।

ঘুচিবে মনোবেদনা ;—আত্মাকে পবিত্র করি, অহঙ্কার
পরিহরি, সত্যের সহায় ধরি, কর ব্রহ্ম উপাসনা ॥ (৯৫)

বেহাগ একতালা।

নীলমণি ঘোষ। শোন্ ত ভ্রান্ত অশান্ত মন! দিন ত মিছে গেল বয়ে
ইন্দ্রিয়দশ, হতেছে অবশ, ক্রমেতে দিবস, যায় ফুরায়ে।
একি অনুচিত, সত্যে নাহি প্রীত, বিষয়ে মোহিত, রয়েছ হয়ে ;
সেই পরাৎপর, ব্যাপ্ত চরাচর, তাঁ হতে অন্তর, আছ ভাবিয়ে।
সৃজন কারণ, জীবের কারণ, তিনি এক হন, দেখ বুঝিয়ে ;
শ্রবণ মনন, কর সর্ব্বক্ষণ, আত্ম পরায়ণ, থাক রে হয়ে (৯৬)

পরজ। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) ধন্য তুমি হে পরম দেব! ধন্য তোমার করুণা প্রেম, পূরিল আনন্দে বিশ্ব, হৃদয় জুড়াইল
যে দিকে আজি ফিরাই আঁখি, প্রেম রূপ তব নিরখি, পূর্ণ হইল সকল কাম, আনন্দে মন ভাসিল
ব্রহ্ম সনাতন পুরুষ মহান, জগপতি জগতনিধান, জগত নিধান,
জয় ২ জগপতি জগত নিধান হে ,—নয়নে ২ রাখিও নাথ!
তুমি সব সুখ তোমার সাথ, হৃদয়ে থাকিয়ে হৃদয়নাথ!
হৃদয় কর শীতল (৯৭)

ঐ। আড়াঠেকা।

কালীনাথ রায়। বিচিত্র করিতে গৃহ, যত্ন কর মনে ২।
কিন্তু গৃহমূল ক্ষয়, হইতেছে দিনে ২।
নিশ্বাস হিমের প্রায়, কৃতান্ত তপন তায়, তীক্ষ্ণ করে করে নাশ,
প্রতি ক্ষণে ২।

রচয়িতার নাম।

ক্রমেতে হইল শেষ, এখনো বুঝ বিশেষ, যাবে দুঃখ যাবে ক্লেশ,
ভজ নিরঞ্জনে (৯৮)

মালকোষ অড়াঠেকা

নীলরতন হালদার

ওরে পথিক মন, কোথায় কর গমন ?
নিবাসে নিবাস হায়, প্রবাসে কেন ভ্রমণ ?
যে দেখ ইন্দ্রিয় গ্রাম, এ নহে স্বকীয় গ্রাম, অ স্বতন্ত্র নিত্যধাম,
কর তার অন্বেষণ
পঞ্চভূতময় দেশে, ষড় ভূতের উপদেশে ভ্রম কেন অন্যুদ্দেশে,
দেশে দ্বেষ কি কারণ ? (৯৯)

ললিত। আড়াঠেকা।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

অয়ি সুখময়ি উষে ! কে তোমারে নিরমিল ?
বালার্ক সিন্দূর ফোঁটা, কে তোমার শিরে দিল ?
হাসিতেছ মৃদু ২, আনন্দে ভাসিছে সবে, কে শিখালে এই হাসি
কেবা সে যে হাসাইল ?
ভুবন মোহিত করি, গাইছ বিপিন কারে ? বল কে সে পুষ্পাঞ্জলি
অর্পণ করিছ যারে ?—কমল ! নয়ন মেলি, কার পানে চেয়ে
আছ ? কার তরে ঝরিতেছে, প্রেম অশ্রু নিরমল ?
এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন, তব দরশন মাত্র, পাইল নব
জীবন,—বারেক আমারে, দেখাও ২ দেখি তাঁরে, হেন সঞ্জী
বনী শক্তি, যে তোমারে প্রদানিল (১০০)

ঐ। ঐ।

(অজ্ঞাত)

কোথা হতে এলে কোথ, যাইবে কোথা রে ?
কে তুমি তোমার কে বা, চিন্তিলে না একেবারে

রচয়িতার নাম

অসার বিষয়ে মন, অসার সুখ চিন্তন, বৃথায় গেল জীবন, ভজ সেই সারাৎসার।

নিদ্রাবেশে দেখ যেমন, বিবিধ স্বপন, প্রপঞ্চ জগত তেমন, লয়ে সত্য দরশন ;—অতএব দেখ বাছা, যিনি সত্য ভজ তাঁরে। (১০১)

ললিত একতালা।

নীলমণি ঘোষ

বচন অতীত যাঁহা, ক'বে কি বুঝান যায় ?
আকাশ যাঁহার নাম, সাদৃশ্য দিব কে তায় ?
দেশ কাল উভে জিনি, বিস্তারের রাজা যিনি, বাক্যে কি বলিব তাঁরে, মন যাঁর নাহি পায় ?
যদ্যপি চাহ জানিতে, [illegible], [illegible] তাঁহায় ;—পাইবে যথার্থ জ্ঞান, [illegible], নাহি [illegible] অন্য উপায় (১০২)

রামপ্রসাদী সুর [illegible]

শিবরাম চট্টোপাধ্যায়

প্রেম বিনে কি সে ধন মিলে ?
জগৎ সৃষ্ট পুষ্ট প্রেমের বলে
জ্ঞান আলোকে দেখ্‌বে যদি, সে প্রদীপ তৈল দাও [illegible] ; আছে ঘরের মধ্যে পরম নিধি, কোন আঁধারে ঘুরে ম'লে
প্রেম বিনে তা মিল্‌বে ত না, কি ধন মিলে প্রেম না হ'লে, তোমার ভাই বন্ধু কোথায় রবে, প্রেমের বাঁধন কেটে দিলে ?
প্রেমে হাসায় প্রেমে কাঁদায়, [illegible] ; এ সব প্রেমের রাজ্য, প্রেমের [illegible], প্রেম আছে সবার মূলে
প্রেম আছে তাই জগৎ আছে, প্রেম আছে তাই জীবন বাঁচে ; ওরে! প্রেম ময়ে যার তাঁরি [illegible], এই প্রেম [illegible]
প্রাণ ছাড় ত প্রেম ছেড় না [illegible] ফল ফলে, তিনি সব এড়ায়ে যেতে পারেন, ধরা পড়েন প্রেমের কলে। (১০৩)

রচয়িতার নাম

বাউলে স্থর একতালা

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে
তত্ত্ব তার, না পাই বেদ পুরাণে
তুমি জনক কি জননী,ভাই কি ভগিনি,হৃদয় বন্ধু কিম্বা পুত্র কন্যে;—
তোমার এ নহে সম্ভব, এ কি অসম্ভব, সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবি নে
ও হে ! শাস্ত্রে শুন্‌তে পাই, আছ সর্ব্ব ঠাঁই, কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে ;—তুমি হবে কেউ আমার, আপ্‌নার হতে ও আপ্‌নার, (তোমার পানে) আপনার না হলে মন কি টানে ?

(১০৪)

রচয়িতার নাম

তৃতীয় অধ্যায়।

দেবী বিষয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।—সরস্বতী।

ঝিঁঝিট আড়াঠেকা

দেওয়ান রঘুনাথ রায় — হে ভগবতি সতি!—প্রজাপতি দুহিতে!
কোটি উড়ুপতি জিনি, শ্রীমুখের জ্যোতিঃ, গুণাতীত গুণবতী,
প্রধানা শকতি
ও মা! আমি জড়মতি, কিবা জানি স্তুতি? গতিহীন অকিঞ্চনে,
তুমি মাত্র গতি (১)

খাম্বাজ কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) — শ্বেত সরোজ বাসিনী, শ্বেত বরণী
শ্বেতাভরণে চরণে দশ নখরে নলিনী।
শ্বেত কত শত পঙ্কজ চরণে, শ্বেতাম্বুজকরী সরসিজ বদনে, পুষ্করে
ভাস্করে হের দেখ নয়নে, শ্বেত ভালে তিলক ভাহে ভামিনী।
ও মা এ রূপ স্বরূপ কি দিব তুলনা? ত্রিভুবনে আগে মা গো!
তোমারই মহিমা, জ্ঞান লয় স্থির করি গো বাসনা, হের মা
নয়নে সুরেশ্বরি বাণি! (২)

ঐ। একতালা।

(ঐ). — শ্বেত বরণী শ্বেতাব্জবাসিনী, শ্বেত নিশাকর জিনি শ্বেতাঙ্গিনী।
শ্বেত বসন অঙ্গে পরিধানা, করে বাজে বীণা বীণাবাদিনী
অলক্তাক্ত কিবা শ্রীপাদ রক্তিমা, সুচারু সুঠাম ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা,
অপরূপ রূপ না হেরি স্বরূপ, নিত্যজ্ঞানময়ী জ্ঞান বিধায়িনী।
(৩)

রচয়িতার নাম

সিন্ধু আড়াঠেকা

নবচন্দ্র ঘোষ — শ্বেত শতদলে কে মা। বিরাজে শ্বেতবরণি ?
বীণা যন্ত্র করে ধরা, শিরে বেণী বিলম্বিনী
পদ যুজে ভ্রমে ভৃঙ্গ, জিনিয়া মত্ত মাতঙ্গ, হেরিলে হয় আতঙ্ক,
শশধর কুরঙ্গিনী (৪)

কোকভ ঠুংরি।

শুকদাস চট্টোপাধ্যায় — শ্বেত সরোজে বিরাজে, শ্বেত বরণী।
নবীনা ললনা কে, বীণাধারিণী ?
বিধু লজ্জিত হেরিয়ে, বিধুবদনী ; পদনখরে আসি উদয় অমনি
নর কিন্নর সুর অসুর শরণী, শরণাগতে সকল সম্পদ দায়িনী
অজ্ঞান তিমিরে দীপ রূপিণী ; কালিদাস কবির কণ্ঠ বাসিনী
এ ভবার্ণবে দে মা হরি ঘরণি শুকদাসে তরিতে পদ তরণী (৫)

আলাইয়া। আড়াঠেকা।

নাথ জয়দাস চক্রবর্ত্তী — মম মানস সরে, কেন কামিনী বিহরে ?
শ্বেত বাসা শ্বেত ভূষা, শ্বেতাম্বুজে দল উপরে
কিবা শোভা দুটি পদ, জিনি রক্ত কোকনদ, মধুলোভে ষট্পদ,
বিহরে আনন্দ ভরে।
মনোহর বীণা করে, বাজে কি মধুর স্বরে, সে স্বরে জগত মন, সতত
মোহিত করে,—ব্যাস বাল্মীকাদি কবি, তব ও চরণ সেবি,
হইয়াছে মহাকবি, সুবিখ্যাত এ সংসারে (৬)

ইমন কল্যাণ। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) — সারদা বরদা আদ্যা, নমস্তে শ্বেত বরণি।।
শ্বেত সরোজ উপরে কি শোভে চরণ দুখানি .

রচয়িতার নাম।

তুমি জীবের গতি মুক্তি, বেদমাতা সরস্বতী, সর্ব্ব জীবে অধিষ্ঠাত্রী,
বীণা ধারিণী
ভজন সাধন হীনে, তার গো মা নিজ গুণে, কে তারিবে তোমা বিনে,
মোক্ষ দায়িনি। (৭)

ইমণ কল্যাণ আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) নমোনমঃ, সরোজ বাসিনি!
সুহাসিনি সুভাষিণি, বাক্যের ঈশানী বেদ বিদ্যা বিধায়িনি
সুন্দরি সাকারা সতি! শুভ্ররুচি সরস্বতি! দেহি দীন হীনে গতি,
দুর্গতি নাশিনি।।
তুমি মা গায়ত্রী গীতা অর্পণা অপরাজিতা, দেহি মে অজ্ঞানে জ্ঞান,
কৈবল্য দায়িনি।—ত্বংহি তন্ত্র ত্বংহি মন্ত্র, ত্বংহি বিদ্যা বাদ্যযন্ত্র,
কে জানে মা তব অন্ত, অনন্ত রূপিণি।। (৮)

ইমণ কল্যাণ। একতালা।

(অজ্ঞাত) করুণা অপাঙ্গে দীনে, হের ২ বাগ্‌বাদিনি।।
অজ্ঞান তিমির হরা জ্ঞানালোক প্রদায়িনি।।
মহাবিদ্যা রূপ শক্তি, শ্বেত কলেবর! বীণাপাণি ত্রিগুণেশি! শ্বেতাম্বুজ বিহারিণি।
রাগ রাগিণী আদি সব, সপ্তস্বর গর্জ্জিনী তব, সুরেশ্বরি নারায়ণি সুর-
বিলাসিনি।—অসময়ে আসিয়া উর, অধীনের আশা পূর,
ভাবনা কর মা দূর, ভবভয় নিবারিণি। (৯)

বাহার। ঐ।

ঐ মা! সুরেশানি নারায়ণি বাক্‌বাণি! জ্ঞানদায়িনি এ সুরবন্দিনি।।
এ সারদে মা! সারদে বরদে জননি।—এ তুষার হার! শ্বেতবরণি
শ্বেতাঙ্গিনি! (১০)

স্বরচয়িতার নাম।

বসন্ত বাহার। ঢিমে তেতালা।

ব্রজমোহন রায়। আ মরি! সুন্দরী ভুবন মোহিনী
কিবা রূপ অপরূপ, শ্বেত সরোজ বাসিনী; শ্বেতবরণী বীণাপাণি।
রূপের তুলনা আর নাই ত্রিসংসারে, (গলে) অতুল্য শোভা করে
অমূল্য মণি হারে, মুনির মন হরে হরের মন হারিণী।
বেদ প্রকাশিনী বাণী বরদে বাগ্‌ব দিনী, জয়দে জননী জগদ্বন্দিনী;—
তুমি সুখদা মোক্ষদা সংসারের সার, কুরু কটাক্ষ নারায়ণি
কালভয় নিবারিণি! এ দ্বিজ ব্রজমোহনের রসনা উল্লাসিনি।

(১১)

মোহিনী বাহার। একতালা।

বীণাপাণি বাক্‌বাদিনি! ব্রহ্মরূপিণি! মা!
ব্রহ্ম সুতা বেদমাতা! বেদ বিধি বিধায়িনি!।
বিমল বদনী বরদে বাণি! কি কব মহিমা কোথা মা বাণী? বর্ণনা
করিতে বর্ণ না জানি, যা বলাও বলি যা শুনাও শুনি।
শ্বেত বসনা শ্বেত মূরতি, শ্বেতাব্জে বসতি সতি সরস্বতী, রূপ গুণ
বিদ্যা তিন স্রোতস্বতী, তোমাতে মিলিতা যেন ত্রিবেণী;—
বরণ জিনিয়া শরদ ইন্দু, অধর মধুর সুধার সিন্ধু, সে সুধা বিন্দু
পাইতে ইন্দু, নখছলে ধরে পদ দুখানি।
তুমি সিতা তুমি অসিতা, গায়ত্রী তুমি সে গীতা, বিদ্যা বুদ্ধি সিদ্ধি
ঋদ্ধি, গীত বাদ্য রঙ্গিণি!—আগম নিগম তুমি মা তন্ত্র, তন্ত্রসার
সার তুমি মা মন্ত্র, জয়ন্তী জীবের অস্ত্র, জীবন যন্ত্রে যন্ত্রিণি।

(১২)

রচয়িতার নাম।

পরজ বাহার। ঝাঁপতাল।

(অজ্ঞাত) হে শ্বেত বেশ, সারদে! শ্বেত বসনাবৃতে, শ্বেতকমলাসনে!।

অয়িহি জড় কারিণি! জড়তা সমূহ নাশিনি! সপ্তস্বরা এ! সপ্তবীণে
পুস্তক পাণে!।

সর্ব্বার্থা সকল সিদ্ধি কারিণি তারিণি! তব মায়া মুঢ়ে কি জানে!—
ব্রহ্মাদি অর্চ্চিত, বিশ্বনাথাদি বন্দিত, ভগবতী ঐ! এ মা ভগবতি ভারতি! পাতু মই দীনে (১৩)

ঐ। ঐ।

চুনিলাল মিত্র। নাদ রূপিণি ধনি! সঙ্গীত সুরস বাণি।
পবন তরঙ্গে রঙ্গে, থাক দিবা যামিনী

কবিতা নিকুঞ্জ বনে, ভাবময় সিংহাসনে, বিহর আনন্দ মনে, কবিকণ্ঠ বাসিনি!।

নীরবে চাঁদের মাঝে, সাজিয়া জ্যোৎস্না সাজে, বিরাজ কুসুম মাঝে,
থাক অনুক্ষণ;—সাগরে গম্ভীর বাণী, নদীতে কল্লোল ধ্বনি,
বিজনে বৈরাগ্য, শিখাইছ আপনি

ঝঙ্কারিয়া পিকবর, গুঞ্জরিয়া মধুকর, বাহিরাও নিজ স্বর, স্বভাব সঙ্গিনি!—শিশুর মধুর হাসি, প্রেমিকের প্রেমহাসি, তোমার সে রূপ রাশি, রসিকেরি জীবনী।

আদি রূপা মহাশক্তি, জগতেরি তুমি ভক্তি, ঋষিদের স্তব স্তুতি,
বেদের ওঁকার;—শিখালে প্রসাদে কত, মা মা ধ্বনি অবিরত,
জয়দেব আদি যত, তব বলে মহামানী

সেই বঙ্গ সেই তুমি, সেই এই ভারতভূমি, কোথা মা রহিলে তুমি
স্বরগবাসিনি?—তোমারে হারায়ে ধরা, দুর্নীতিতে হল সারা,
ফণী যেন মণিহারা, থাকে পরাধিনী। (১৪)

রচয়িতার নাম।

ললিত। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) ঐ কে অমর বালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে ?
ঘুমন্ত প্রকৃতি পানে, চেয়ে আছ কুতূহলে
চরণ কমলে লেখা, আধ ২ রবি রেখা,সর্ব্বাঙ্গে গোলাপ ঢাকা,
সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।
যোগে যেন পায় স্ফূর্ত্তি, সদয়া করুণা মূর্ত্তি, বিতরেণ হাসি ২, শান্তি
সুধা ভূমণ্ডলে,—হয় ২ প্রায় ভোর, ভাঙ্গো ২ ঘুম ঘোর,
সুস্বপ্নরূপিণী উনি, উষা বাণী সবে বলে।
বিরল তিমির জাল, শুভ্র অভ্র লালে লাল, মগন তারকারাজি,
গগনের নীল জলে ;—তরুণ কিরণাননা, জাগে সব দিগঙ্গনা,
জাগেন পৃথিবী দেবী, সুমঙ্গল কোলাহলে।
এস মা উষার সনে, বীণাপাণী চন্দ্রাননে, রাঙ্গা চরণ দুখানি, রাখ
হৃদয় কমলে (১৫)

রচয়িতার নাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—গঙ্গা।

খাম্বাজ। মধ্যমান।

(অজ্ঞাত) হরিপদ রজো বিহারিণি! (এ মা গঙ্গে!)
ভবে নাম ভাগীরথী, সুরপুরে সুরধুনী
যে লয় তোমার নাম, সে যায় বৈকুণ্ঠ ধাম, ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম,
চতুর্ব্বর্গ্য প্রদায়িনি! (১)

সিন্ধু। ঐ।

(ঐ) ভীষ্মজননি ভাগীরথি গঙ্গে. (মা)
তারণ কারণ, ভব ভয় বারণ, স্থাবর জঙ্গম, কীট পতঙ্গে।
হরিদ্বারবতী, অতি দ্রুতগতি, জহ্নু মুনি ধ্যান ভঙ্গে!—সগর সন্ততি,
তাদের্ গো মা দিতে গতি, মিলিত সাগর সঙ্গে (২)

সিন্ধু ভৈরবী। তিয়ট।

কালীদাস ভট্টাচার্য্য। দ্রবময়ি গঙ্গে! প্রবল তরঙ্গে! পাপাঙ্গে কর গো মা করুণা
আগমে নিগমে, মা তোমার মহিমে, অসীমে কি করিব বর্ণনা।
তব নিকটে থাকি, তব মৃত্তিকা মাখি, তব নাম ডাকে যেন রসনা,—
তোমাহীন দেশে গিয়ে, রাজ্যেশ্বর রাজা হয়ে,
থাকিতে না হয় মনে বাসনা।
তুমি মা সত্য সত্ব, তুমি মা সর্ব্ব তীর্থ, কৃতার্থময়ি তা কেউ জানে না;
অধম কালীদাস বলে, ও মা আমার অন্তিম কালে,
পাষণ্ড বলে যেন ঠেলো না (৩)

ললিত বিভাষ। ঝাঁপতাল।

দাশরথী রায়। অন্তে পদ প্রান্তে মোরে, রেখ গো মা সুরধুনি!
ভয়ে ডাকি গঙ্গে! ভয়ভঞ্জিনি রঙ্গিণি!

রচয়িতার নাম

জনক জননী দারা, সুত বন্ধু বান্ধবে ; নয়ন মুদিলে গঙ্গে। কেহ সঙ্গে
নাহি রবে ;—ভব সঙ্কটেতে তব ভরসা জননি। (৪)

বিভাষ। একতালা।

(অজ্ঞাত) তব জীবনে জীবন যেন, যায় গো জননি।
জীবন নিস্তারিণী নাম, তবে মা জানি
প্রাণ পয়ান কালে, অর্দ্ধ অঙ্গ জলে স্থলে, জিহ্বায় গঙ্গা২ ব'লে,ডাকি
জননি।—এই মা মনবাসনা, নাহি মা অন্য কামনা ; আমি
ঐহিকের সুখ চাই না ভবে, তাই ডাকি ভবভাবিনি।। (৫)

আলাইয়া। কাওয়ালী।

দাশরথী রায় তুমি মা কর করুণাময়ি গঙ্গে!
ভীতোহং তবঙ্গে; পাপ পথ কুপথ গামী, পায় হ'দি রাখ মা তুমি,
পতিত পাবনি এ পাপাঙ্গে।
ভরসা করে ভাগীরথীবাসীগণ ; প্রবল পাপী দেখে সবলে আসি
শমন, সে আমারে বল করিবে যখন, সে বল ঘুচাব আছে বল
এমন ;—শিব এসে মোর হবেন সখা, অন্তে যদি ঘটে দেখা,
অভয় দায়িনী মায়ের সঙ্গে (৬)

ঐ। ঐ।

(ঐ) তুমি কি আর করিবে তপনতনয় ?
যদি হয় অপ্রণয়, এ নয় অধিকার তুমি, শমন রে করেছি আমি,
নিরাশ্রয়ে জননীর তীরাশ্রয়
তুমি দুঃখ দিতে যে নিতান্ত ; হৃদয় কঠিন তোর নিদয় কৃতান্ত।
তোরে করে বঞ্চিত একান্ত, মা করেছেন স্বগুণে দুঃখান্ত ;—
দেখে সন্তানে অকৃতি, ভার লয়েছেন ভাগীরথী,দাশরথীর সঙ্গে
দেখা আর কি হয় ? (৭)

রচয়িতার নাম।

আলাহিয়া। একতালা।

দাশরথী রায়। হের মা অপাঙ্গ ভঙ্গে, ত্রুণ মোক্ষপ্রদা জ্ঞানদা গঙ্গে।।
তার তরঙ্গিণি। দিয়ে পদ তরণী, তরল ভবতরঙ্গে।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র সুরেন্দ্র শরণি। শশধর ধর শির বিহারিণি।
শমন ভবন গমন বারিণি। দমন কারিণি সুর মাতঙ্গে।
স্মরণ মনন সাধন ভকতি, সঙ্গতি হীন দীন দাশরথী, ঘীর গুণে প্রাণ
বিয়োগ সময়ে, স্থান দিও গো মা এ পাপ অঙ্গে (৮)

মুলতান। ছোট চৌতাল।

মদন মোহন তর্কালঙ্কার জয় গঙ্গে। জয় জয় গঙ্গে।
ত্রিজগত জীবন জীবনভঙ্গে। কলি কলমষ হর নিরমল অঙ্গে।
নির্ভয় ভূমি ভব ভীম তরঙ্গে, বিধিকর কমলজ কমল কঙ্গে,
হরি পদচারিণি দিপদ বিভঙ্গে, মদন হৃদয় ভয় পরিভয়দঙ্গে। (৯)

সুরট। কাওয়ালী।

দাশরথী রায়। শমনদমনি শিবরমণি মা তরঙ্গিণি।।
এ ভব তরঙ্গে তার, গঙ্গে গতিপ্রদায়িনি।
বরদে ব্রহ্মাণি। ব্রহ্মময়ি ব্রহ্মাণ্ডজননি। ব্রহ্ম স্বরূপিণি।
ব্রহ্ম কমণ্ডলু নিবাসিনি। (১০)

সুরট মল্লার। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) ভবল তরঙ্গে গঙ্গে। পতিতপাবনি।। মা।
পতিত পাবনি তারা। অধম তারিণি।।
শিরে ধরি শঙ্কর, নাম ধরেন গঙ্গাধর, তোমার মহিমাপার,
পুরাণে শুনি (১১)

রচয়িতার নাম।

পঞ্চম বাহার। ধামার।

রূপচাঁদ পক্ষী হরশির বিহারিণি! সুরধুনি! তরল তরঙ্গে গঙ্গে!
সুরাসুর বন্দিনি!
অসীমা তব মহিমা, মাত মন্দাকিনি! বিষ্ণুপদে উদ্ভব তব
ও গো ভবভাবিনি!
শতেক যোজনে থেকে, যদি গঙ্গা রটে মুখে, তরে পাপ তাপ শোকে,
বসে গিয়ে ব্রহ্মলোকে;—সগর রাজার বংশ, ধ্বংস ব্রহ্মশাপে,
জননি! পরশি বারি গেল তরি, কহে দীন খগমণি (১২)

সোহিনী বাহার। আড়াঠেকা।

গঙ্গে! হর অঙ্গনা! হের অপাঙ্গে
তরঙ্গ রঙ্গিণী তারা! নাচিছ রঙ্গে
হরিপদ বিহারিণি! হরশিব বিলাসিনি! হর বৈকুণ্ঠবাসিনি!
ভব আতঙ্গে
মানস মাতঙ্গ তারা! কুসঙ্গ কাননে সারা;—হাসিছে মা রিপুচয়ে,
নাশিছে মা ধর্ম্মভয়ে, ভাসিছে অঘোর হয়ে, মহী তরঙ্গে!
(ভাসিছে অঘোর হয়ে মোহিত রঙ্গে) (১৩)

—০:০:০—

রচয়িতার নাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। শ্যামা।

রূপ বর্ণন

দশ মহাবিদ্যা।

(১ কালী)

বাগশ্রী। আড়াঠেকা।

শিব চন্দ্র সরকার।

শবারূঢ়ে ভবোপরে, শোভে ভবভাবিনী
শ্বেত সরোবর মাঝে, যেন নীল নলিনী
তরুণ অরুণ জিনি, শোভে চরণ দুখানি, বালেন্দু নখর শ্রেণী,
বিবসনা উলঙ্গিনী।
উরু তরু রম্ভা সম, নাভি সরোবরোপম, অসুর নিকর কর,
কটিতে কিঙ্কিণী।
কিবা অমৃত আধার, শোভে পীন পয়োধর, পায় প্রীতি সুর নর,
যাহা পান করি ;—চারি করে শোভা পায়, অসি মুণ্ড
বরাভয়, রিপুভীতিস্থল সদা ভক্তে অভয়দায়িনী
করাল বদনী বামা, লোহিত লোল রসনা, ভীমদর্শন দশনা, অট্ট ২
হাসিনী ;— রবি শশী বৈশ্বানর, ত্রিনয়ন শোভাকর, ভালে
সিন্দূর সুন্দর, অর্দ্ধেন্দু ধারিণী।
যুগল শ্রবণ মূলে, শব শিশু যুগ দোলে, সৌদামিনী সদা খেলে,
অধর হাসিতে ;—বিমুক্ত কুন্তলরাশি, চরণে পড়েছে আসি,
যেন মত্ত মধুকর, ঘেরিয়াছে পঙ্কজিনী
বরণ নবনীরদ, অতুল শোভা আস্পদ, সাধকগণ সম্পদ, যোগীন্দ্র
হৃদয় ধন ;—কালিকে কালবারিণী, ত্রিতাপ পাপ নাশিনী,
জীবে মোক্ষ প্রদায়িনী, পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপিণী (১)

(কালীরূপের অন্যান্য গীত পরে লিখিত হইল)

রচয়িতার নাম

(২) তারা

ঝিঁঝিট। ঠুংরি

ভুবনচন্দ্র রায়

হেরি কি রূপ চমৎকার।
সমুৎপন্না এক শক্তি, বীজেতে হুঁকার।
জিনি কোকনদ দল, মনোহর পদতল, হেরিয়ে নখর আলো,
সুধাকর সুধাকার
লম্বোদরী ত্রিলোচনা, বাঘাম্বর পরিধানা, সহা ঘন বরণা
ষোড়শী আকার
এক নেত্রে প্রভাকর,আর নেত্রে নিশাকর, আর নেত্রে বৈশ্বানর,
কিরণ সঞ্চার।
শিবরূপী শবাসনা, লোল জিহ্বা বরাননা, ফণীরূপে অক্ষোভ্য ঋষি,
শিরে জটাভার।
মুদ্রারূপে ভাল মাঝে, নব অস্থিপঙ্ক রাজে, ভয় হয় কায়ে ২,
দেখে ব্যবহার
শ্বেত পীত নীল রঙ্গে, বিষধর নানা রঙ্গে, বিভূষিত তার অঙ্গে,
যেন অলঙ্কার।
বর্ণিতে সেরূপ সার, ত্রিভুবনে সাধ্য কার? যাঁর লাগি মহাযোগী,
শিব *বাকার
মুণ্ডমালা সুশোভিতা, বরাভয় চতুর্হস্তা, বামোর্দ্ধ করে নীলোৎপল,
তদধে খর্পর ;—দক্ষিণ উর্দ্ধ করে, কৃপাণ ধারণ করে,
তারি অধঃ আর করে, কাটারি সুধার
ধ্যানে বুঝি হবে তারা, মহাবিদ্যা সারাৎসারা, ব্রহ্মময়ী
পরাৎপরা, ব্রহ্মাণ্ড আধার ;—শ্রীগুরুর শ্রীচরণে,
মিনতি করে ভুবনে, দুরারাধ্যে তারাধনে, লাভ কি
হইবে তার? (২)

রচয়িতার নাম।

খাম্বাজ। চৌতাল।

রাজা শিবচন্দ্র রায়।

নীলবরণী নবীনা রমণী, নাগিনী জটিত জটা বিভূষণী।
নীলনলিনী জিনি ত্রিনয়নী, নিরখিনু নিশানাথ নিভাননী
নিরমল নিশাকর কপালিনী, নিরুপমা ভালে পঞ্চরেখা শ্রেণী,
নিকর চারিকর সুশোভনী, লোল রসনী করাল বদনী।
নিতম্বে দুলিছে শার্দ্দূল ছাল, নীলপদ্ম করে করে করবাল,
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দু করে, লম্বোদরী লম্বোদর প্রসবিনী
নিপতিত পতি শবরূপে পায়, নিগম ইহার নিগূঢ় না পায়,
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়,নিত্যসিদ্ধা তারা
নগেন্দ্রনন্দিনী। (৩)

---

(৩) ষোড়শী বা রাজরাজেশ্বরী।

বেহ গ। আড়াঠেকা।

শিবচন্দ্র সরকার

কি রূপ দরশন ? (রাজরাজেশ্বরী)।
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না, ভালে শশী সুশোভন।
কমলজ কমলাক্ষ, রুদ্র ঈশ বিরূপাক্ষ, পঞ্চপ্রেত নিরমিত,
বসিবার সিংহাসন
শোভা করে চারি করে, পাশাঙ্কুশ ধনুঃশরে,প্রতি অঙ্গে প্রভা করে,
বিবিধ ভূষণ ;—সৃজন পালন লয়, রাজকার্য্য এই হয়,
প্রজাপতি প্রজা তবু ভিকারী হরের ধন (৪)

খাম্বাজ। একতালা।

দাশরথী রায়।

সখি কি রূপ মাধুরী! হিমগিরি রাজসুতা রাজরাজেশ্বরী।
পদাশ্রিত পঞ্চে, পঞ্চদেব মঞ্চে, বঞ্চে ত্রিপুরা সুন্দরী
কত মায়া তা ত জ্ঞাত নাহি কালে, বিধাতা বিদিত
নাহি কোন কালে, দক্ষযজ্ঞ কালে, মায়ায় মহাকালে,
ভুলালেন ঐ রূপ ধরি

রচয়িতার নাম।

ও পদ দাশরথি কেন চিন্ত গুনি ? যে পদ চিন্তাতে আছেন
চিন্তামণি, ব্রহ্মা চিন্তামণির চিন্তা নিবারিণী,
ঐ বিশ্বগ্রামেশ্বরী (৫)

(৪) ভুবনেশ্বরী।

বাহার। জৎ।

শিবচন্দ্র সরকার
ভুবনেশ্বরী মা রূপের নাই সীমা
রক্তবর্ণা পদ্মাসনা, ত্রিলোচনী সুভূষণা, প্রভা করে উত্তমাঙ্গে
অর্দ্ধভাগ চন্দ্রমা
পাশাঙ্কুশ বরাভয়, চারি করে শোভয়, অলঙ্কার মণিময়,
নাহি তার উপমা
মহাবিদ্যা আরাধিতে, সদাশিব সমাধিতে, করতলে ইষ্টসিদ্ধি
অষ্টসিদ্ধি অণিমা (৬)

(৫) ভৈরবী।

ভৈরবী। ঠুংরি।

ঐ
হৃদি পদ্মাসনে কেরে মা ভৈরবী ?
চতুর্ভুজা অক্ষ পুথি, মালাধর মাভৈঃ রবী।
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না, মুণ্ডমালা সুভূষণা, ভালে খণ্ডশশী প্রতি পদে
প্রভা করে রবি।
মনে মনে মনোযোগ, করি এই মনোযোগ, যদি হয় যোগাযোগ,
শিব হবে পদে রবি। (৭)

(৬) ছিন্নমস্তা।

লগ্নীভৈরবী। জৎ

ভুবনচন্দ্র রায়
হারে! উন্মত্তা ছিন্নমস্তা এ রমণী কার ? ।
লোহিতাঙ্গ নগনা মগনা রক্তে তার

রচয়িতার নাম।

নিজ মুণ্ড এক করে, আর করে অসি ধরে, অস্থিমুণ্ড মালা পরে,
বিবসনা ভীমাকার।
কাম রতি কামে মাতি, বিপরীত রতারতি, তদুপরি সে মূরতি,
বিকৃতি আকার
আর এক চমৎকৃত, ফণীতে যজ্ঞোপবীত, হয় যেন সুশোভিত,
ফণীময় মণিহার
সে তনু হ'তে সঘনে, প্রবল বেগ ধারণে, ধাইছে ঊর্দ্ধপানে,
রুধির ত্রিধার;—এক ধার নিজে পিয়ে,দ্বিধার যোগিনী পিয়ে,
বুঝিতে নারি ভাবিয়ে, এ কেমন ব্যবহার।
যে শক্তি ধরে সে শক্তি, বর্ণিতে কার আছে শক্তি? নাহি হেরি
হেন শক্তি, ত্রিভুবনে আর;—ভক্তি মুক্তি গতি যে পায়,
জ্ঞানহীনে কিসে তা পায়? তবে, পায় কিসে পায় বিনা
কৃপায়, নিরুপায় ভুবনে পার? (৮)

ঝিঁঝিট। জৎ।

রাজা শিবচন্দ্র রায়।

এ নারী কে নারি চিনিতে, কার বনিতে?।
শিরশ্ছেদ স্বয়ং করি, ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী, রক্তবর্ণা নগনা মগনা
শোণিতে।
পদ্মমধ্যে কর্ণিকার, কিবা সাধ্য বর্ণিবার? তিন গুণে শোভিত
ত্রিকোণ যোনিতে
কণ্ঠোত্থিত রুধির ত্রিধার, তার এক ধারা ধরে কি মাধুরী
জানিতে?—আরোহণ শবোপর, রুধির পানে তৎপর,
দুই ধার পিয়ে পাশে দ্বিযোগিনীতে।
বিপরীত রীত সহ রতি রতিপতি, তদুপরি মূরতি কৃপাণ
পাণিতে;—ছিন্নমুণ্ড করতলে, অস্থিমুণ্ড মালা গলে,
সুশোভিত যজ্ঞোপবীত ফণীতে।

রচয়িতার নাম

আধ কলা চন্দ্রাননে, কি শোভিত কলানাথ! ফলিত কপাল
গালে দিনমণিতে ;—তন্ত্রে তুমি স্বতঃসিদ্ধি, শিবে দে মা
ইষ্টসিদ্ধি, অন্তে যেন যায় প্রাণ সুরধুনীতে (৯)

(৭) ধূমাবতী।

পরজ। একতাল।

শিবচন্দ্র সরকার

একা কে কাকের ধ্বজ রথ আরোহিণী?
ধূমাবতী ভগবতী ধূমবরণী
বিষ খাইতে নাহি কুলায়, বামা করে করি কুলায়, হেলায় দক্ষিণ
করে, হেলায় সুবিস্তার বদনী
জীর্ণ শীর্ণ বপু অবয়বা, বৃদ্ধ বিধবা কতই বয়ঃ বা? পবন হিল্লোলে
স্তনদ্বয় দোলে, জগত জননী
অন্নদায় এ যে দেখি অন্নদায়, মৃত্যুঞ্জয়জায়া বৈধব্যদশায়, পাগল
হল শিব এই অভিপ্রায়, গৃহিণী ও পাগলিনী (১০)

(৮) বগলা

কেদারা ধামার।

ঐ

রতনগৃহে কেরে, রতন সিংহাসনোপরে, ষোড়শী সুরেশী
শিবানী?
পীতাম্বরা পীতবর্ণা, যায় না সেরূপ বর্ণা, স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা,
বগলা চন্দ্রভালিনী
কে রে দনুজ রসনা ধরি, মুদগরেরে ঊর্দ্ধ করি, রবি শশী অনল
শোভিত ত্রিনয়নী?—তবার্চ্চনা করে দুঃখ বিমোচন,
শিবের অভীষ্টসিদ্ধি, অচিরে প্রদায়িনী (১১)

রচয়িতার নাম।

(৯) মাতঙ্গী।

জয়জয়ন্তী। ঝাঁপতাল।

শিবচন্দ্র সরকার — শ্যামাঙ্গ তঙ্গী সুবঙ্গিমা দরশনে।
মাতঙ্গী নব ষোড়শী রত্ন পদ্মাসনে।
রক্ত অম্বর প'রা, খণ্ডিত মুণ্ড কর', পাশ অঙ্কুশ ধর', চর্ম্ম
খড়্গের সনে
অর্দ্ধ শশিভালিনী, সুবিশাল ত্রিলোচনী, কাল ব্যালিনী জিনি,
বেণী বিশেষণে ;—সকল গুণসাধিকে, অমর আরাধিকে,
ত্রাহি অপরাধীকে, শিবতত্ত্ব উপাসনে (১২)

---

(১০) কমলা বা কমলাত্মিকা।

মুলতান। আড়াঠেকা।

ঐ — মদনমথন মনোহারিণী
অতসী কুসুমসম সুবর্ণবরণী।
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত, করী করে বেষ্টিত, রতন ঘটে অমৃত,
অভিষেকে শিবানী
শোভে চারি করবরে, পদ্মদ্বয়ে অভয় বরে, পাদপদ্ম
পদ্মোপরে, পদ্মসদ্ম বিহারিণী (১৩)

গায়ত্রী।

খাম্বাজ। একতালা।

রাজা শম্ভুচন্দ্র রায়। — ভাব সেই পরমেশ্বরী।
ভবে ভ্রান্ত হয়ে ভুলনা রে মন ।।
প্রভাতে বালিকাকৃতি, আদিত্যমণ্ডলে স্থিতি, রক্তবর্ণা
পরমা কুমারী ;—মধ্যাহ্নে যুবতী বামা, শ্যামবর্ণা
নিরুপমা, সায়ং বৃদ্ধা সিতাঙ্গিনী নারী।

রচয়িতার নাম।

ব্রহ্মরূপা নাভিমূলে, বিষ্ণুরূপা হৃদ্‌কমলে, ললাটে হয়
শিব ত্রিশূলধারী ;—সহস্রদল কমলে, পরং ব্রহ্ম
বেদে বলে, নিত্য সুখময়ী দিগম্বরী
দ্বিজ শম্ভুচন্দ্রের বাণী, নিশুম্ভ শুম্ভনাশিনী, শম্ভুমনোহরা
শাকম্ভরী ;—শম্ভুবাঞ্ছিত পদ, সুধাপংক্তি কোকনদ,
বিরাজে তায় গঙ্গা গোদাবরী ॥ (১৪)

—০:০—

জগদ্ধাত্রী।

ভৈরব। কাওয়ালী।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

সিংহোপরি বিকশিত পদ্মাসনে, জগদ্ধাত্রী দুর্গা বিহরে
চরণকমলে প্রতি দলে, শশী নখছলে, হেরিয়ে ভুলে মধুপ
চকোরে
পরিণত বিধু শত নিন্দিত বদনী, বিচিত্র বসন কিবা উরগ রিধিনী,
কুসুমখচিত চঞ্চল চিকুর বেণী, দোলনে স্মরহর মন হরে।
বিবিধ রতন ভূষণে চতুর্ভুজ সাজে, ঘুঙ্গুর নূপুর পদে কি মধুর
বাজে, প্রসন্ন হইয়ে গো গিরিজা এইরূপে, কর স্থিতি
অকিঞ্চন হৃদয়মাঝারে ॥ (১৫)

কালাংড়া। ঠুংরি।

ভুবনচন্দ্র রায়।

পারিনা ২ চিন্‌তে, অচিন্ত্যরূপিণী বামা কার ?
নিরখি পদপল্লব, হরে মন অন্ধকার
কিবা অতুল বরণ, নিন্দি তরুণ অরুণ, রক্ত বস্ত্র পরিধান,
গলে গজমতি হার
লম্ফ করি করী অরি, আরোহণ করি করী, ক্রোধ করি করীকুম্ভ
করিছে বিদার ;—তদুপরি সরসিজে, হরিয়ে বামা বিরাজে,
আহা কি অপূর্ব্ব সাজে, মোহ যায় ত্রিসংসার।

রচয়িতার নাম।

চতুর্ভুজা সুনির্মাণ, শঙ্খ চক্র ধনুর্ব্বাণ, ধারণ করেছে চারি করে
তার ;—যদি হবে জগদ্ধাত্রী, জগন্মাতা জগৎ কর্ত্রী,
তবে কেন ভুবন প্রতি, দিলে এত দুঃখভার ? (১৬)

মহিষমর্দ্দিনী—দুর্গা।

সিন্ধু। তিয়ট।

রঘুনাথ রায়। কি শোভা মহিষমর্দ্দিনি।।
হেরি ত্রিভুবন জন, আনন্দিত মন, পুলকে করে জয়ধ্বনি।
দশ ভুজে, নানাবিধ আয়ুধ সাজে, কটিতে বাজিছে কিঙ্কিণী ;
পরিধান বিচিত্র বসন, অতি সুশোভন, অঞ্চলে দোলে
গজমুক্তা শ্রেণী।
শিশু শশী ভালে, চাঁচর কুন্তলে, মণিতে গ্রথিত সুবেণী ; অরুণোপম,
অবিবাদে রজনীকর, চরণ স্মরণ লোক দেমনি ;—অকিঞ্চন মন,
প্রকাশ কারণ, ভবাব্ধি তরণে তরণী ॥ (১৭)

যোগিয়া। টিমা তেতালা।

ঐ মহিষমর্দ্দিনী রূপে ভুবন করে উজ্জ্বল।
অমল কমলদল, নিন্দিত চরণতল, শশধর নিকর নখর রূপে
প্রকাশিল
রতন নূপুর সাজে,কটিতটে কিঙ্কিণী বাজে,বিরাজে যোগিনী মাঝে,
করি কুতুহল;—মৃদু হাস সুধা ভাষ, সুর নর ত্রাস নাশ,
এই অকিঞ্চন আশ, দেহি শ্রীচরণে স্থল (১৮)

টোড়ী। কাওয়ালী।

ঐ কিবা রূপ জগত মোহিনি।।
জগদম্বে! প্রণয় জন ভয় বারণ কারণ, হলে মহিষমর্দ্দিনী।

রচয়িতার নাম।

সৌদামিনী জিনি উজ্জ্বল বরণী, বদনে ঝলকে কত বেশর মণি,
বিবিধ আয়ুধ করে, পদভরে কাঁপিছে ধরণী।
এ মা! একরূপে কত গুণ প্রকাশ করেছ তারা, মহেশ মনোহরা
রিপুগণ ত্রাস করা, সুবভয়-ভঞ্জিনী,সাধক জন মন উল্লাসিনী।
অনন্ত মহিমা বেদে শুনি কহে অকিঞ্চন, তৃণ মহিষে নাশিতে এত
আড়ম্বর কেন ? কটাক্ষেতে বিশ্ব লয় হয় গো তারিণি! (১৯)

গান্ধার। আড়াঠেকা।

রঘুনাথ রায়। মৃগরাজোপরে বিহরে কে সমরে ?।
দশ করে বিবিধ আয়ুধ ধরে, অরি প্রাণ হরে।
তপ্ত হেম বরণী, ত্রিভুবন মোহিনী, সুবগণে অভয় বিতরে।
অসংখ্য যোগিনী, বেড়িয়ে করে ধ্বনি, মাঝে চন্দ্রাননী,
দিক্ আলো করে ;—অকিঞ্চনে কহে এই, হয়েছ মা রণ জয়ী,
বিশ্রামহ আমার অন্তরে। (২০)

বেহাগ। একতালা।

ঐ কিরূপ অনুপমা মা মহেশ মন মোহিনী।
কলঙ্ক রহিত, পরিণত শত, বিধু নিন্দিত বদনী।
যে রূপ কিরণে হয় হীরকাদি, রত্ন ভূষণে ভূষণী ; মঞ্জীর চরণে বাজে
রুণু ঝুনু, মণি মুকুতা গাঁথনি।
দশকরা বিবিধাস্ত্র ধরা, সদলে দনুজ বিনাশ করা,পদভরে কাঁপে ধরা,
দেব দেবী দেয় জয়ধ্বনি ;—আদ্যাশক্তি তুমি ভগবতি!
কে জানে মা তব স্তুতি ? অকৃতি কুমতি অকিঞ্চন প্রতি, প্রসীদ
বিশ্বজননি! (২১)

রচয়িতার নাম।

হরগৌরী।

ভৈরব। ঝাঁপতাল।

রঘুনাথ রায়। হরগৌরী মিলিতাঙ্গ, হইয়ে কে বিহরে?।
কাঞ্চনে জড়িত যেন, হীরক মণি শোভা করে।
আধ গৌলে জটা পরিবেষ্টিত ফণী, কুলু ২ ধ্বনি তায় করিছে
মন্দাকিনী, চাঁচর চিকুর বেণী কি শোভে আধ শিরে।।
কিবা লোহিত বরণ এক নয়ন চল ২, অপর লোচন খঞ্জন জিনি
চর্চ্চিত কাজল, গলে অক্ষমালা দোলে মণিমুকুতা হারে।
রতন কঙ্কণ বলয় অঙ্গুরী বাম ভুজে, অঙ্গুলিদলে নখর ছলে কত বিধু
সাজে, অন্য কর শোভিতেছে ত্রিশূল ডম্বুরে।
কিবা নীল পট অজিন পরিধান অতি সুন্দর, বাম পদ কমলে
বাজিছে ঘুঙ্গুর মঞ্জীর, দক্ষিণ চরণে নৃত্য করি,তাল ধরে।
অর্দ্ধ ভালেতে কিবা ঝলকিছে বালক ইন্দু, প্রকাশিছে অরুণ
কিরণ আধ সিন্দূর বিন্দু, অকিঞ্চনে ভাবে সদা ঐ রূপ
অন্তরে॥ (২২)

ভৈরবী। একতালা।

হরিনাথ মজুমদার। মরি! হর বামে গৌরী বসি
হর হুথ হরে,রজত শেখরে, আলো করে যেন শরদ শশী।
হরগৌরী মিলিত অঙ্গ কি সুন্দর, আধ ধবল গিরি আধ শশধর, আধ
বেণী আধ জটা মনোহর, আধ আঁখি জবা আধ যে সরসী
দক্ষিণ শ্রবণে ধুতুরার ফুল, বাম কর্ণে স্বর্ণ কুণ্ডল অতুল, খগচঞ্চু
নাসা আধ তিল ফুল, অধরে না ধরে মধুর হাসি।
বলয়া কঙ্কণ কর শোভা করে, অক্ষ মণিহারে মুনি মন হরে,
দ্বিভুজ সজ্জিত ত্রিশূল ডম্বুরে, অন্য ভুজদ্বয়ে করাল চক্র অসি।
বাঘাম্বর সনে নীলাম্বরী সাজে, যুগল চরণে স্বর্ণ নূপুর বাজে, হর
গৌরী রূপ হৃদয় সরোজে,হরি দরশন করে দিবা নিশি (২৩)

রচয়িতার নাম

(১) কালী—রণবেশ।

ঝিঁঝিট। কাওয়ালী।

রামপ্রসাদ সেন শ্যামা বামা কে ? গো.

তনু দলিতাঞ্জন শরদ সুধাকর-মণ্ডল বদনী রে ! কুন্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত, তড়িত জড়িত নব ঘন ঝলকে।

বিপরীত এ কি কায ? লাজ ছেড়েছে দূরে ; ঐ রথ রথি গজবাজি, বয়ানে পূরে ;—মম দল প্রবল, সকল হত বল, চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে।

প্রচণ্ড প্রতাপ রাশি মৃত্যু রূপিণী, ঐ কাম রিপু পদে এ কেমন কামিনী ?—লজ্জে গগন ধরণীধর সাগর, ঐ যুবতী চকিতে নয়ন পলকে

ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু, ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু ;— কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন, কুরু কৃপা লেশ, জননি কালিকে। (২৪)

ঐ। ঐ।

ঐ সমর করে ও কে রমণী ?
কুলবালা ত্রিভুবনমোহিনী

ললাট নয়ন বৈশ্বানর, বাম বিধু বামেতর তরণি ; মরকত মুকুর বিমল মুখমণ্ডল, নূতন জলধর বরণী।

শব শিব শিরে, মন্দাকিনী রাজিত, টল টল উজ্জ্বল ধরণী ; উরোপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ, সুচারু নখর নিকর সুধাংশুমিনী।

কলয়তি কবিরঞ্জন, করুণাময়ি করুণা কুরু, হর মোহিনি ! গিরিবর কন্যে, নিখিল শরণ্যে, মম জীবন ধন জননি !' (২৫)

ঐ। একতালা।

ঐ কে মোহিনী ভালে বাল শশী, পরম রূপসী ?।
বিহরে সমরে বামা, বিগলিত কেশী

রচয়িতার নাম।

তনু তনু অসা নিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা, সব্যে বরাভয় বাম করে
মুণ্ড অসি
মরি কিবা অপরূপ, নিরখ দনুজ ভূপ। সুরী কি অসুরী কি পন্নগী
কি মানুষী ;—জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে,
পদে মহাকাল কালরূপ হেন বাসি
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে, ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে
হাসি ;—ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,
গিলে রথ রথী গজ বাজি রাশি ২
ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা যার, চৈতন্যরূপিণী নিত্য
ব্রহ্মমহিষী ;—যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা,
আকার করিয়া লোপ অসি ভাব বাঁশী (২৬)

ঝিঁঝিট। কাওয়ালী।

রামপ্রসাদ সেন।

আরে। ঐ আইল কে রে ঘন বরণী ?।
কেলে, নবীনা নগনা লাজ বিরহিতা,ভুবন মোহিতা একি অনুচিতা,
কুলের কামিনী ?—কুঞ্জর বর গতি আসবে আবেশ, লোলিত
রসনা গলিত কেশ, সুর নরে শঙ্কা করে হেরি বেশ, হুঙ্কার
রবে রে দনুজদলনী
কেরে, নব নীল কমলকলিকা বলি, অঙ্গুলি দংশন করিছে অলি,
মুখচন্দ্রে চকোরগণ অধর অর্পণ, করিছে পূর্ণ শশধর বলি ;—
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ, এ কহে নীলকমল ও কহে
চাঁদ, দোঁহে দোঁহ করতহি নাদ,চিচিকি গুন ২ করিয়ে ধ্বনি।
কেরে, জঘন সুচারু কদলী তরু নিন্দিত, রুধির অধীর বহিছে ;
তদূর্দ্ধে কটিবেড়া নরকর ছড়া, কিঙ্কিণীসহ শোভা করিছে ;—
করতল স্থল নিরমল অতিশয়,বামে অসি মুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়,
খণ্ড ২ করে রথ গজ হয়, জয় ২ ডাকিছে সঙ্গিনী।

রচয়িতার নাম।

কেরে, উর্দ্ধতর ভূধর, হেরিয়ে পযোধর, করী কুম্ভ ভয়ে বিদরে ;
অপরূপ এ কি আর, চণ্ড মুণ্ড হার, সুন্দরী সুন্দর পরে ;—
প্রফুল্ল বদনে রদন ঝলকে, মৃদু হাস্য প্রকাশ্য দামিনী দমকে,
রবি অনল শশী ত্রিনয়ন পলকে,দম্ভে কম্পে সঘনে ধরণী (২৭)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। আড়াঠেকা।

রঘুনাথ রায় নিবিড় নিতম্বিনী কে রমণী সমরে ?
অম্বর করেছে আলো, নাচে এলো চিকুরে
বয়সে বালা ষোড়শী, মুখে মৃদু ২ হাসি, উদয় হয়েছে শশী,
আসি পদনখরে।
বাম করে অসি ধরি, 'রণমাঝে দিগম্বরী, নাচে অসুর সংহারি,'
মগ্না হয়ে রুধিরে (২৮)

খাম্বাজ। তিয়ট।

রামপ্রসাদ সেন। চিকণ কালরূপা সুন্দরী, ত্রিপুবারি হৃদে বিহরে।
অরুণ কমল দল, বিমল চরণতল, হিমকর নিকর রাজিত
নখরে।
বামা অট্ট ২ হাসে, তিমির কলাপ নাশে, ভাসে সুধা অমিত ক্ষরে ;—
ভ্রমি কোকনদদল, মধুকর চঞ্চল, লঘুগতি পতিত যুবতী
অধরে।
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা,কি কঠিনা দয়া না করে ;—
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর, বরষিত খর শর, কত কত শত শত রে।
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি, ভাবিয়া নয়ন ঝরে ;—
ও পদ-পঙ্কজ-পল্লবে বিহরন্তু, মামক মানস আশ ধরে (২৯)

রচয়িতার নাম।

খাম্বাজ। তিয়ট।

রামপ্রসাদ সেন। কে হরহৃদ বিহরে ?
তনু রুচির সজল ঘননিন্দিত, চরণে উদিত বিধু নখরে।
নীল কমলদল, শ্রীমুখ মণ্ডল, শ্রমজল শোভে শরীরে, মরকত মুকুরে
মঞ্জু মুকুতা ফল, রচিত কিবা শোভা সবি সরি রে।।
গলিত চিকুর ঘটা, নব জলধর ছটা, ঝাঁপল দশ দিশি তিমিরে ;
গুরুতর পদভর, কমঠ ভুজগবর, কাতর মূর্চ্ছিত মহী রে।।
ঘোর বিষয়ে মজি, কালীপদ না ভজি, সুধা ত্যজি বিষপান করি রে ;
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈব বিড়ম্বন, বিফলে মানব
দেহ ধরি রে। (৩০)

ঐ। রূপক।

ঐ এলো চিকুর নিকর, নরকর কটিতটে, হরে বিহরে রূপসী।
সুধাংশু তপন, দহন নয়ন, বয়ানবরে বসি শশী
শবশিশু ইন্দু, শ্রুতিতলে শোভে, বাম করে মুণ্ড অসি ;
বামেতর কর, যাচে অভয় বর, বরাঙ্গনা রূপ মসি।
সদা মদালসে, কলেবর খসে, হাসে প্রকাশে সুধারাশি ;
সমস্তা শবাশা, মাভৈঃ ২ ভাষা, সুরেশাদ্যকুলা ষোড়শী।
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবপ্রিয়া। ভবার্ণব ভয় বাসি ; অন্তর যন্ত্রণা,
হরণে মন্ত্রণা, চরণে গয়া গঙ্গা কাশী। (৩১)

খাম্বাজ। রূপক।

ঐ মা। কত নাচ গো রণে ?
নিরুপম বেশ, বিগলিত কেশ, বিবসনা হরহৃদে।
সদ্য হত দিতিতনয়-মস্তক হার, লম্বিত সুজঘনে ; কত রাজিত
কটিতটে নরকর নিকর, কুণপ শিশু শ্রবণে

রচয়িতার নাম

অধর সুললিত, বিম্ব বিনিন্দিত, কুন্দ বিকশিত সুদশনে ;
শ্রীমুখ মণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্ট হাস সঘনে
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর, রুধির কিবা শোভে ও বরণে ; প্রসাদ
প্রবদতি, মম মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে ? (৩২)

খাম্বাজ। রূপক।

রামপ্রসাদ সেন

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী ; বিগলিত চিকুর ঘটা,
গমনে বরটা, বিবসনা শবাসনা মদালসা —
ষোড়শী ষোড়শ কলা, কুশলা সরলা ; ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতিতলে
ব্রহ্মাবিধু, মঞ্জু মধুর মুখী, মধুর লালসা
সোমমৌলিপ্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গলধাম, ভজে বুধ বৃহস্পতি,
হীন কর্ম্মনাশা ;—হরিণাক্ষি হরিমধ্যা, হরিহর ব্রহ্মারাধ্যা,
হরি পরিবার সেই যে ভজে দিগ্বাসা। (৩৩)

ঐ। ঢিমা তেতালা।

মহিমানাথ হালদার।

এ শশী কে মসিবর্ণা মুক্তকেশী ত্রিনয়না ?।
ভালে শশী করে অসি, ষোড়শী দিগ্‌বসনা।
বরাভয় মুণ্ডধরা, রুধির ধারা-অধরা, দম্ভভরে কাঁপে ধরা,
ভীমরাবিণী ভীষণা।
কটিতে করকিঙ্কিণী, হৃদ উরে একাকিনী, মুণ্ডমালা বিভূষণী,
অতি বিস্তার বদনা
হেরিতে সদা ওরূপ, মহিমানাথ লোলুপ, আহা কিবা অপরূপ,
কালিকে লোল রসনা। (৩৪)

ঐ। ঐ।

রামপ্রসাদ সেন

ও কে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত কেশ ? বসন বিহীনা
কেরে সমরে ?।
মদনমথন উরসী রূপসী, হাসি ২ বামা বিহরে।

রচয়িতার নাম।

প্রলয় কালীন জলদ গর্জ্জে, তিষ্ঠ ২ সতত তর্জ্জে, জনমানাহবা
শমন সোদরা, গর্ব্ব খর্ব্ব করে
অস্ত্রে শস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়সে বিপুল শিক্ষা,
ক্রুদ্ধ নয়নে নিরখ যে জনে, গমন শমন নগরে ;—
কমলাকান্ত প্রসাদ হে জগদম্ব! সমরে নিপাত রিপু কদম্ব,
সম্বর বেশ, কুরু কৃপা লেশ, রক্ষ বিবুধ নিকরে (৪৮)

খাম্বাজ ঢিমা তেতালা

রামপ্রসাদ সেন বামা ও কে এলোকেশে ?
সঙ্গিনী রঙ্গিনী, ভৈরবী যোগিনী, রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে
কি সুখে হাসিছে, লাজ নাহি বাসিছে, নাচিছে মহেশ উরসে ;
ঘোর রণে মগনা, হয়েছে নগনা, পিবতি সুধা কি আবেশে ?
ঢলিয়া ২ যাইছে চলিয়া, "ধর রে" বলিয়া ঘন হাসে ; কাহার
নারী রে ? চিনিতে নারি রে, মোহিত করেছে ভিন্ন বেশে
কাবে আর ভজ রে ? ও পদে মজ রে, রূপে আলো করেছে
দিগ্‌দশে ; কি করি রণে রে ? হয়েছে মনে রে, প্রসাদ
ভণে রে চল কৈলাসে (৪৯)

ঐ কাওয়ালী।

দাশরথী রায়। শঙ্করে করে বাস বিবসনা
কে লোলরসনা, পূরাও কার বাসনা, করা দিলে সদাশিবের সে কর
উপাসনা ?
দনুজ রণে প্রবেশি, নাচে উন্মত্তা বেশী, ঘোর ধ্বনি সঘন ঘোষণা ;
অতি প্রকট ভঙ্গিমা শ্যামা বিকট দশনা।
যদি কোপান্বিতা ধনী, কেন সহাস্য বদনী ? বরাভয় যোগে সুরে
সম্ভাষণা, শব অঙ্গ শব স্থলে, যুগল শ্রুতি মণ্ডলে, শব

রচয়িতার নাম

দোলে তাহে শবাসনা ;—দাশরথীর দুঃখ হারা শির হার
বিভূষণা (৫০)

খাম্বাজ। জৎ

দাশরথী রায় — কে সমরে শবোপরে, নবঘন বরণী ?।
রূপ নিরখি নিন্দিত, যেন নীল নলিনী
প্রভাত ভানুর আভা, চরণ কিরণ শোভা, রণ শোভা করিছে ঐ
রণরঙ্গিণী ; দ্বিজ দাশরথী কয়, সামান্যা প্রকৃতি নয়, করে
ধরে নর শির, হর ঘরণী (৫১)

খাম্বাজ। একতালা

(অজ্ঞাত) — শ্মশানে কেন মা গিরি কুমারি। কেন মা তোমারি এমন বেশ?।
সুর হৃদিপরে দিয়েছ চরণ, নাহিক তোমার লাজের লেশ
দিয়েছ চরণ হরের উপর, উলঙ্গিনী অঙ্গে না পর অম্বর,
লহ ২ জিহ্বা করিছে তোমার, এলায়ে পড়েছে চাঁচর কেশ
ভৈরবি ভবানি ভবের কারণ। করে করি মাংস করিছ চর্ব্বণ,
সুধাপাত্র করে করিয়া ধারণ,যোগিনী সঙ্গে নাচিছ বেস্ (৫২)

সিন্ধু। ঠেকা।

রঘুনাথ রায় — সুর শাখী মূলে ত্রিপঙ্কারে, বিহরে কার বামা ?
সহাস্য বদনা, সুধা পানে সদা মগনা, কাল রূপে দিক্ আলো
করে শ্যামা
ইন্দ্রাদি বিবুধগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধচারণ, পুটাঞ্জলি হয়ে স্তুতি, করে
অবিরামা ;—চিন্ময়ী নির্গুণ, সগুণ রূপ দরশনে, হয় অকিঞ্চন
সিদ্ধকামা (৫৩)

রচয়িতার নাম।

বারোয়াঁ। ঠুংরি।

(অজ্ঞাত) কেন মা তোর পাগলিনীর বেশ ?
রাজার নন্দিনী হয়ে, শ্মশানে প্রবেশ
এল থেল চাঁচর চুল, কে দিয়েছে জবা ফুল ? কাণেতে নাসিকার দুল, চরণে মহেশ
এ কি দেখি অসম্ভব, পদতলে পড়ে ভব, নর মুণ্ড করে ধরা, নগ্ন কটিদেশ ? (৫৪)

—০:০—

ভৈরব একতালা।

কালী মির্জা। কেও বিহরে হর হৃদিপরে, হর মন হরে মোহিনী ?
চরণ তরুণ রবি শশী যেন, নথরে প্রথরে আপনি।
শোভিত প্রপদ দেয় মোক্ষ পদ, আপদে সম্পদ দায়িনী ;
চরণে নূপুর আলো করে পুর, মণিময় পুরবাসিনী
রজত শিখরে করে অসি ধরে, শিশির শিখর নন্দিনী ;
(যেন) চরম সময় সরমেতে হয়, কালী কালভয় বারিণী (৫৫)

রামকেলী। কাওয়ালী।

রামপ্রসাদ সেন। ঢুলিয়ে ২ কে আসে ?
গলিত চিকুর আসব আবেশে
বামা, রণে দ্রুত গতি চলে, দলে দানব দলে, ধরি করতলে গজ গরাসে।
নীলকান্ত মণি নিতান্ত, নথর নিকর তিমির নাশে ; বামার কি রূপ ছটা রে, কি রূপ ঘটা রে, ঘন ২ ঘন উঠে আকাশে
কেরে . কাল শরীরে, শোভিছে রুধিরে, যমুনা সলিলে কিংশুক ভাসে,
কেরে নীলকমল, শ্রীমুখ মণ্ডল, অর্দ্ধচন্দ্র প্রকাশে।
দিতিসুতচয়, সভয় হৃদয়, থর ২ থর কাঁপে হুতাশে ; কর রংশ্রম দূর, চল ২ নিজ পুর, নিবেদিছে রামপ্রসাদ দাসে (৫৬)

রচয়িতার নাম

ভৈরবী কাওয়ালী

রামকুমার পরামবীয় এ মেয়ে সমরে এল কে ? হবে ত্রিলোক পালিকে
মরি কিবা আভা, কোটিচন্দ্র প্রভা, মুনি মনোলোভা, নবীন বালিকে
মরি হায় কি রূপসী, বয়সে ষোড়শী, বিগলিত কেশী, মন্দ২ ভাষী, তাহে অট্ট হাসি, প্রকাশিত শশী, করে ধরে অসি অসুর বিনাশিবে
মায়ের চরণ কমলে কত মধুকরে, গুন্ ২ স্বরে মধুপান করে, বলে রামকুমার দেখ রে শ্যামারে, নাচে ভবোপরে ভব আরাধিকে (৫৭)

খটভৈরবী। খেমটা।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য নব সজল জলদ কায়
কাল রূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায়
কপালে সিন্দুর, কটিতে সুন্দর, রতন নূপুর পায়; মৃদু ২ হাসি দনুজ নাশিছে, রুধির লেপিয়ে গায়
চরণ যুগল, অতি সুশীতল, প্রফুল্ল কমল প্রায় ; কমলাকান্তের মন ও চরণে, ভ্রমর হইতে চায় (৫৮)

বিভাষ। তিয়ট।

রামপ্রসাদ সেন। এলো চিকুর ভার, এ বামা মার্ ২, ম র্ রবে ধায়।
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতি রূপ গতি, রতি পতি মতি মোহ পায় , অপযশ কুলে কালী, নিশুম্ভ নিপাতি কালী, সব সেরে যায় ,—সকল সেরে যায়, একি ঠেকিলাম দায়, এ জন্মের মত বিদায়
কাল বলে এত কাল, এড়ালেম যে জঞ্জাল, সেই কাল চরণে লুটায় ; টেনে ফেল রম্ভা ফল, গঙ্গাজল বিল্বদল, শিব পূজার এই ফল,

রচয়িতার নাম

অশিব ঘটায় ,—অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়, কি কুরব রটায় ?

ভব দৈব রূপ শব, মুখে নাহি মাত্র রব, কার ভরসায় রব তায় ?

চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়ী, নিতান্ত করুণাময়ী, স্থান দিবে পায় ;—স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়, এ জন্ম কর্ম্ম সায়

প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে, এ সঙ্কট প্রাণে বাঁচা দায় ; মরণে কি আছে ভয় ? জন্মের দক্ষিণা হয়, দক্ষিণাতে মন লয়, কব দৈত্য রায় ,—ওহে দৈত্য রায় , ভজ দক্ষিণায়, আর কি কায আসায় ? (৫৯)

বিভাষ তিয়ট

রামপ্রসাদ সেন। নবনীল তনু রুচি কে ? ঐ মনোমোহিনী যে ! তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমান চরণে প্রকাশ

কোটি চন্দ্র ঝলকত শ্রীমুখ মণ্ডল, জিনি সুধামৃত ভাষ।

অবতংস সে শ্রবণে, কিশোর বিধি অরি, গলিত কুন্তল পাশ ;

গলে সুন্দর বরং, সুহার লম্বিত, সতত অধরে নিবাস।

ধামার বাম করোপর, খড্গ নরশির, সব্যে পূর্ণাভিলাষ ;

শশী সকল ভালে, বিরাজে মহাকালে, ঘোর ঘন ২ হাস

ভণে শ্রীকবি রঞ্জনে, বাঞ্ছা করেছি মনে, করুণাবলোকনে, কলুষচয় কর নাশ ; তব নাম বদনে, যে প্রকাশে সে জনে, প্রভাবে এ কথা আভাস (৬০)

ঐ। টিমা তেতালা।

ঐ শ্যামা বাম কে বিরাজে ভবে ?।

বিপরীত ক্রীড়া ব্রীড়াগতা, শবে

রচয়িতার নাম

গদ ২ রসে ভাসে, বদন ঢুলায় হাসে, অতনু সতনু অনু
অনুভবে ; রবিসুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লভে
অরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে, অনলে অনল মিলে,
অনল নিভে ; কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপ তাপ, কোথায় রবে ? (৬১)

বিভাষ। ঢিমা তেতালা।

রামপ্রসাদ সেন। মরি ও রমণী কি রণ করে !
রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদভরে, রণ রথী সারথি
তুরঙ্গ মরাসে।
কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল, দিনকর কর ঢাকে
চিকুর পাশে
আতঙ্গে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গ পতঙ্গ প্রায়, মনে বাসি শশী খসি
পড়ে তরাসে ; নিরুপমা রূপ ছটা, ভেদ করে ব্রহ্ম কটা,
প্রবল দনুজ ঘটা, গিলে গরাসে
ভৈরবী বাজায় গাল, যোগিনী ধরিছে তাল, মরি কিবা সুরসাল,
গান বিভাষে ! নিকটে বিবুধ বধু, যতনে যোগায় মধু,
ঢুলায়ে বদন বিধু, মৃদু হাসে।
সবার আশার আশা, ঘুচায়েছে আশা বাসা, জীবনে নিরাশা
ফিরে না যায় বাসে ; ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে
শ্যামা মার, আনন্দে বাজায়ে দামা, চল কৈলাশে (৬২)

ঐ। ঐ।

ঐ অকলঙ্ক শশীমুখী, সুধাপানে সদা সুখী, তনু তনু নিরখি
অতনু চমকে

রচয়িতার নাম

না ভাব বিরূপ ভূপ! যাঁরে ভাব ব্রহ্মরূপ, পদতলে শবরূপ,
বামা রণে কে?
শিশু শশধর ধরা, সুহাস মধুর ধারা, প্রাণ ধরা ভার
ধরা আলো করেছে; চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর
দিবাকর, বৈশ্বানর নেত্রবর, কম ঝলকে
বামা অগ্রগণ্যা বটে ধন্যা, কার কন্যা কিবা অন্বেষণে
এসেছে? সঙ্গে কি বিকৃতি গুলা, নথ কুলা দন্ত মূলা,
এলোচুলা গায় ধূলা, ভয় কর হে।
কবি রামপ্রসাদ ভাষে, রক্ষা কর নিজ দাসে যে জন
একান্ত ত্রাসে, মা বলেছে; তার অপরাধ ক্ষমা,
যদি না করিবে শ্যামা! তবে গো তোমায় উমা মা
বলিবে কে?। (৬৩)

ললিত বিভাষ। ঠুংরি।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। কাল রূপে রণভূমি আলো করেছে (মোহিনী কে রে?)
সমরে কে কার বালা? নয়ন বিশালা, বদন করাল
নরশির মালা পরেছে
শিবা সবে ঘোর রবে যম নাচিছে,তার মাঝে ২ বামা অট্ট হাসিছে,
চাঁচর চিকুর জাল এলায়ে দিয়েছে,
কমলাকান্তের মন মগন হয়েছে (৬৪)

ঐ আড়াঠেকা।

যদুনাথ রায় ঘনরুচি এলোকেশী, নাচিছে কে রণে?।
নাচিছে কে রণে বামা, নাচিছে কে রণে?
হুহুঙ্কার ঘোরময়, বিনাশিছে দৈত্যচয়, এ বামা সামান্য নয়,
হয় অনুমানে;—অব্যক্তা হইয়ে ব্যক্তা, হইবে
সুরহিতক্তা, এ রণে জীবিত ত্যক্তা, হবে দৈত্যগণে

রচয়িতার নাম।

শ্যামাঙ্গে রুধির চিহ্ন, প্রত্যঙ্গে শোভিছে ভিন্ন, যেন জবাদল
ছিন্ন, যমুনা জীবনে ;—কিবা হাসির হিল্লোলে, মেঘকোলে
তারা খেলে, ওরূপ হৃদি কমলে, স্থাপে অকিঞ্চনে। (৬৫)

টোড়ী। কাওয়ালী।

রঘুনাথ রায় — বিবসনী কার বামা ?
নব জলধর বরণী শ্যামা।
করাল বদনী ভয়ঙ্কর নাদিনী, বিশাল নয়নী কে ভীমা ?।
আপাদ লম্বিত কেশী, সমরে উন্মত্ত বেশী, সদাশিব উরসী
নৃত্যতি অবিরামা ;—ব্রহ্মময়ি কালীরূপা, তুচ্ছ
অকিঞ্চনে কৃপা, নির্গুণা অনন্ত গুণ ধামা। (৬৬)

ঐ ঐ।

(অজ্ঞাত) রণ, তরঙ্গে তরুণী —কে ও ?
নাহি লাজ এ কি সাজে ? রমণী হইয়ে কেন, শবাসনা বিবসনী ?।
সায়ের, রুধিরাক্ত নেত্র তারা, নীলাঙ্গে রুধির ধারা,
পদ ভরে কাঁপে সদা, অধীরা ধরণী। (৬৭)

আলাইয়া। ঢিমা তেতালা।

দাশরথী রায়। রণে, কে নীলবরণী চেন উগ্রবে ?
কে হরে বিহরে ? বুঝি ভবের গৃহিণী, হাসিতে ২ আসি,
অসিতে নাশিতে অসি প্রকাশে
নিতান্ত মরি বুঝি সদলে ; কৃতান্ত দলনী, বুঝি দনুজ
দলে, ত্রিপথ প্রভৃতি শতদলে, চরণ পূজিছে অমর দলে ;—
যাবে জীবন আপনারি, চিনতে নারি এ যে নারী,
জীবনারি জেনেছি ব্যবহারে (৬৮)

রচয়িতার নাম।

আলাইয়া। একতালা।

দাশরথী রায়।

বামারে কেউ পার রে চিন্‌তে ?।
এর সনে রণ মরণ চিন্তে ; মদন নিধনকারী ত্রিপুরারি,
শবপ্রায় রয়েছে চরণোপান্তে।
বামার একি অসম্ভব ভাব দেখি, ক্রোধে রক্তজবা প্রভা
তিন আঁখি, উম্মাকালে যেন হাস্যমুখী, (কোটি) চপলা
খেলিছে বিকট দন্তে (৬৯)

ঐ। ঐ।

রঘুনাথ রায়।

কে শবোপরে রূপসী বিহরে ? মুখমণ্ডলে জগৎ আলো করে ;
কালী কি করালী, রাধা চন্দ্রাবলী, অনুমান নাহি হইল রে।।
অলক্ত হলকে চপলা ঝলকে, নাসা নলকে, মবি গো ঠমকে,
মরাল থমকে গতিল থমকে, কটি হেরি হরি ভুলিল রে।।
কুবলয় দ্বয় নিন্দি নয়ন, গৃধিনী গঞ্জিত যুগল শ্রবণ, রদন
দাড়িম্ব দন্ত দশন, হাসি ছলে সুধা ঢালিল রে।।
অকিঞ্চন ভাবে দিয়ে জলাঞ্জলি, ও চরণ দ্বয়ে দে রে জবাঞ্জলি,
শিবত্ব পাইবি মন তোরে বলি, (যে পদ)
ভব ভেবে পাগল রে।। (৭০)

ঐ। আড়াঠেকা।

রামপ্রসাদ লাল।

ও হে মহারাজ ! আজ কি হেরি নয়নে।
মুক্তকেশী কে ষোড়শী, হুঙ্কারে নাচিছে রণে।
লোল জিহ্বা শবাসনা, শব কর্ণে সুশোভনা, ভালে চন্দ্র ত্রিনয়না,
মেঘ বরণা ;—বামা বাম দ্বিকরে, নৃমুণ্ড কৃপাণ ধরে,
বরাভয় দান করে, দক্ষিণ করে যতনে।
চৌষট্টী যোগিনী সঙ্গে, নাচিছে পরম রঙ্গে, ভাসিছে রণ তরঙ্গে,

রচয়িতার নাম।

ঘোর বদনা ;—মুণ্ডমালা দোলে গলে, দশনে রুধির গলে,
বনয়ারি লাল বলে, রাখ দীনে শ্রীচরণে। (৭১)

আলাইয়া। ঢিমা তেতালা।

দাশরথী রায়।

রণে, সব সেন নাশে সব সৈন্যে।
বড় বিপদ সম্প্রতি, রে দনুজ কুল প্রতি, প্রতিকূল এ রমণী
কার কুল কন্যে ?
ঘন২ কম্পিতা পদভরে অধবা ধরা,ধরা না দেয় করে মুণ্ড অসি ধরা,
প্রাণ ধরা ভার ওর কৃপা ভিন্নে ;—অনুমানি এ রমণী,
ত্রিভঙ্গিনী ত্রিলোচনী,ত্রিলোচন হৃদিবাসিনী ত্রিলোক ধন্যে ;
সুসিদ্ধ নয় রণ্ নিষিদ্ধ,হতে হ'ল প্রসিদ্ধ,ধায়ে দনুজোপরে ; কি হেতু
অপ্রীতি,দিতিসুতগণ প্রতি,শ্যামা শমনরূপিনী কেন সমরে ?—
বরাভয় প্রদায়িনী যত অমরে ;—ত্যাজ্য কর দাশরথি ! রে
সারথি রথ রথী',ওপায় শরণ বিনে উপায় নাই আর অন্যে।(৭২)

গৌড় সারঙ্গ। তিয়ট।

গোপীমোহন সেন।

শিবে শবাসনা
লজ্জা রূপা নাহি লজ্জা, মেয়ে হয়ে রণ সজ্জা, এ কি বিবেচনা ?।
অভয়ে সভয় ভবে, সতী নিজ পতিপদে, রুধিরে মগনা।
কহিছে গোপীমোহনে, ঐ রূপ পড়ে মনে, বামা ত্রিলোচনা (৭৩)

মুলতান। আড়াঠেকা।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

বামা, কেবে এলো চিকুরে ?
বিহরে আনন্দময়ী, শব-হৃদি-পরে।
বসন নাহিক গায়, পদ্মগন্ধে অলি ধায়, চলে যেতে টলে পড়ে,
আসব ভরে।

রচয়িতার নাম।

যে ঠেকেছে রাঙ্গা পায়, হতদিতি সুতচয়, স্পর্শমাত্র শিব হয়,
সমর মাঝারে ;—কমলাকান্তের ভাবি, সর্ব্বনাশী ধরে অসি,
করিলি সব্ কাশীবাসী, জনমের তরে (৭৪)

গৌরী। একতালা।

রামদুলাল নন্দি

তিমিরে তিমির বিনাশে, ভবোপরে এসে কার মহিষী ?
এ কি অপরূপ, দেখ ওহে ভূপ। অসিত বরণ অসিতনাশী
রণের তরঙ্গে নাচিছে উলঙ্গে, রুধির বহিছে নীরদ অঙ্গে, কিবা
শোভা তায়, যেন ভেসে যায়, যমুনা সলিলে কিংশুক রাশি
দুলাল বলে একি অপরূপ দেখি, সামান্য মেয়ে কি করাল মুখী ?
ভাবাতীত যেই, মেয়ে হয় সেই, ভক্তকে কৃতার্থ
করিল আসি (৭৫)

পূরবী। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত)

অতি রূপসী —কার, কামিনী এসেছে বনে ?
এ কন্যে নহে সামান্যে, একাকী আছে অরণ্যে, ভব যোগ্য এই
কন্যে, হয় মহিষী
আহা মরি কিবা শোভা . মহাদেবের মনোলোভা,পদতলে রক্তজবা,
ভালে অর্দ্ধশশী। (৭৬)

ঐ। একতালা।

ঐ

কে রে, কাল কামিনী ?।
বাস পরিহারিণী
চরণ তরুণ অরুণ নিকর, নখর নিভাতি নিন্দি নিশাকর, ঊরু তরু
রম্ভা নাভি মনোহর, নূকর কটিতে কিঙ্কিণী।
পীযূষে পূর্ণিত পীন পয়োধর, পানে পুলকিত সুরাসুর নর,
করে শোভে অসি মুণ্ড বরাভয়, (বামা) নরমুণ্ডমালিনী।

রচয়িতার নাম।

তড়িৎ জিনি হাস্য কমল বদনে, খঞ্জন গঞ্জন সুচারু নয়নে,
ইন্দু শিশু শব শোভিছে শ্রবণে, (বামা) আধ শশিভালিনী।
হেরে কাল কান্তি এলো কুন্তলে, কাদম্বিনী কাঁদে বরিষণ ছলে,
(বামা) গঙ্গাধর হৃদিহ্রদ জলে, (যেন) ভাসে নীল নলিনী।(৭৭)

ইমণ। মধ্যমান।

দাশরথি রায়

কে রে রমণী উলঙ্গে ?
মন রমণীয় কে নাচে রণ রঙ্গে ?
কি হেরি অম্বরোপরে, না হেরি অম্বর পরে,মহেশেরে মোহে সে রে,
ঈষৎ অপাঙ্গে (৭৮)

ঐ আড়াঠেকা।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

রে নিরুপম রূপ, অনুপ শ্যাম তনু, হেরি ২ নয়ন জুড়ায়।
সজল কাদম্বিনী জিনিয়া কুন্তল, তার মাঝে কামিনী
সৌদামিনী খেলায়
অঞ্জন অধর আভসে মুকুতা ফল, নীলকমল ভ্রমে অলিকুল ধায়;
ক্ষণে ২ হাস্য কটাক্ষ করে কামিনী,শিবের মন সহজে ভুলায়।
মৃগাঙ্ক অরুণ চরণ নখ কিরণ, রক্তোৎপল দুটি পদতল তায়; কহে
কমলাকান্ত অনন্ত না জানে গুণ,শ্রীচরণ মানবে কি পায়? (৭৯)

ঐ। একতালা।

ঐ

শঙ্কর উরে বিহরে রণরঙ্গিনী
কেরে নীলকান্ত মণি, নিতান্ত নিবিড় গুরু নিতম্বিনী ?।
বামা, না বাঁধে চিকুর না পরে বাস, ও বিধুবদনে মধুর হাস,
কিবা সৌদামিনী সুধাংশু সহিত, মিলিল কাদম্বিনী
চরণ তারণ কারণ যন্ত্র, যে জন না জানে সে জন ভ্রান্ত, নিতান্ত
শান্ত করে কৃতান্ত, কমলাকান্ত বন্দিনী (৮০)

রচয়িতার নাম

ইমণ। একতালা।

দাশরথি রায়। কার রমণী নাচে সমরে ?
বিগলিত কেশে হাসিয়ে কে সে, বর দেয় অমরে ?।
দনুজ যারে গগনে, রক্ত পিয়ে খগগণে, নাহি হেরি ত্রিভুবনে,
এ বামার সম রে (৮১)

ইমণ কল্যাণ। আড়াঠেকা।

বিপ্রদাস তর্কবাগীশ এ নব বয়েসে, এলোকেশে এল কে সে ?।
চতুষ্করা ভয়ঙ্করা, ঘোরা ভীষণা বেশে।
শ্যামাঙ্গ রুধিরাবৃত, নব ঘনেতে তড়িৎ, বজ্রসম হুঙ্কারিত,
আসব পান আবেশে
সমরে অতি প্রখরা, ছিন্নমুণ্ড অসি ধরা, ভক্তে বরাভয় করা,
মাভৈঃ ২ শব্দ ভাষে ;—ব্রহ্মাণ্ড করিতে নাশ, বল কি মা
তব আশ ? অবিনাশ হয় নাশ, ধূর্জ্জটি পতিত ত্রাসে
এই কি সম্ভব শিবে ! পদতলে দেখ শিবে, মাভৈঃ ২ কলে দেবে,
রক্ষা কর আশুতোষে ;—সামান্যা নহে রমণী, সাধক
ইষ্টদায়িনী, চন্দ্রগহ সীমন্তিনী, আনন্দসলিলে ভাসে (৮২)

ঐ। একতালা।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। কেরে রণ মাঝে ? এ কার বামা রণ সাজে ?।
আলোলিত কেশী বিবসনা বামা, শবশিরমালা গলে অনুপমা,
শবশির করে, নাচে শবোপরে, শ্রুতিমূলে শব শিশু বিরাজে।
রক্তজবা জিনি শোণিতাক্ত আঁখি, সুশাণিত অসি শোণিতে মাখি,
বিদ্যুত আকার, শোণিতের ধার, জলদবরণী সাজে (৮৩)

রচয়িতার নাম।

ইমণ কল্যাণ। একতালা।

রঘুনাথ রায়। হর উরোপরে, কে বিহরে ললনা ? তিমির বরণা দিগ্‌বসনা।
করে করবাল বাল শশি শোভে শিরে,লোল রসনা অতি বিস্তৃত
বদনা।
অসুর দনুজদল সমরে বিনাশ হ'ল, শোণিতে ভিজেছে মহী,
প্রায় যে মগনা, মম হৃদি পদ্মাসনে, বিশ্রামহ শ্যামা !
অকিঞ্চন দীনের এই নিতান্ত কামনা (৮৪)

কল্যাণ। ঐ

(অজ্ঞাত) কি হেরিলাম কামিনী !
নহে মানবিনী, জ্ঞান হয় ব্রহ্ম সনাতনী
চরণ কমলে রুধির লেগেছে, কাল জলে রক্তজবা ভাসিছে, এমন
মেয়ে আর কি আছে ; চিনিতে না পারি জগৎজননী
শুন হে রাজন্ ! করি নিবেদন, সাধ যদি থাকে রাখিতে জীবন, ধর
গিয়ে শিরে বামার চরণ ;—বামা নয় কাল ভুজঙ্গিনী (৮৫)

কেদারা। আড়াঠেকা।

রঘুনাথ রায় কে রণতরঙ্গে, উলঙ্গী ভীমভঙ্গিনী ?
কুরঙ্গনয়নী নীরদাঙ্গী শবচারিণী
পদভরে কাঁপে ধরা, করে অসি মুণ্ড ধরা, প্রত্যঙ্গে রুধির ধারা,
নরশির হারিণী
একা রণ অসহনে, করিছে ক্ষয় রিপুগণে, বিকট দশন বদনাতি
বিস্তারিণী ;—রূপ হেরি অকিঞ্চন, চরণে সঁপেছে মন, দীনে
কুরু কৃপা কালি, কালী কলুষনাশিনি ! (৮৬)

সুরট। ঝাঁপতাল।

দাশরথী রায়। ভবোপরে ত্রিভঙ্গিনী, ভব বিপদভঞ্জিনী, ভক্ত মনরঞ্জিনী,
নাচে দৈত্য রণ জিনি

রচয়িতার নাম।

পদভরে কাঁপে মেদিনী, ঘন ২ ভীষণ ধ্বনি, দেখাইছে দৈত্যদলে,
ভুবনান্ধকার ধনী
কটিতটে বেষ্টিত কর, করে মুণ্ড শোভাকর, কপালে শিশু সুধাকর,
এলোকেশী উলঙ্গিনী
অসিতা অসি প্রহারে, সব প্রাণ নাশিল রণে, শরণ বিনে ত্রাণ
এ রণে, নাই রে দাশরথী বাণী। (৮৭)

মল্লার কাওয়ালী।

রামপ্রসাদ সেন

এলোকেশে কে শবে এল রে বামা ?
নখর নিকর, হিমকর বর, রঞ্জিত ঘন তনু, মুখ হিমধামা
নব ২ সঙ্গিনী নব রস রঙ্গিণী, হাসত ভাষত নাচত বামা, কুলবালা
বাহুবলে, প্রবল দনুজ দলে, ধরাতলে হত রিপু গমা
ভৈরব,ভূত প্রমথগণ ঘন রবে, রঙ্গিণী শ্যামা, করে ২ ধরে তাল,
ববম্ বম্ বাজায় গাল,ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়্ গুড়্ বাজিছে দামামা
ভবভয়ভঞ্জন, হেতু কবিরঞ্জন, মুঞ্চতি করম সুনামা ; তব গুণ
শ্রবণে,সতত মম মনে,ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা।(৮৮)

ঐ। ঐ

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্ বামা এল সমরে ?।
জলদ বরণী, চঞ্চল ষোড়শী, করে অসি গঘনে নিনাদ করে।
চরণ ঝঙ্কারে সশঙ্কিত কলেবর, ভারেতে মেদিনী কম্পিত থর থর,
পদতলে পতিত দিগম্বর, দশনে অধর ধরে।
সমর ক্ষেত্র হল পবিত্র, বামারি শুভাগমনে ; করি মনে, মত্ত হয়ে
রণে, শ্রীচরণে প্রাণ সঁপিব অতি যতনে ; --অভয়া দয়া করে
কি না করে, অপাঙ্গ ভঙ্গে হেরে কি না হেরে ;—সমরবেশে
যদি এ বামা নাশে গো! ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অন্তকালে পাই,

রচয়িতার নাম।

কালে না ডরাই ; নিম্ন হয়ে পদ, রব চির শ্যামা পদে, আমার
এ ধন কি ছাই ?—পলকে প্রলয় করে যে পশুপতি, বামা
এখনও তাহারি অধিপতি, ভণয়ে রমাপতি বামা ভগবতী,
এ বামারে কেবা মাবে ? (৮৯)

মল্লার। জৎ।

রামপ্রসাদ সেন

মোহিনী আশাবাসা, ঘোর তমোনাশা, বামা কে ? ।
ঘোর ঘটা কান্তি ছটা, ব্রহ্মকটা ঠেকেছে
রূপসী শিরসি শশী, হরোরসী এলোকেশী, মুখ ঝালা সুধা ঢালা,
কুলবালা নাচিছে।
দ্রুত চলে আস্য টলে, বাহুবলে দৈত্য দলে, ডাকে শিবা কব কিবা,
দিবা নিশি কবেছে ;—ক্ষীণ দীন ভাগ্যহীন,দুষ্টচিত্ত সুকঠিন,
রামপ্রসাদে কালীর বাদে, কি প্রমাদে ঠেকেছে ? (৯০)

ঐ। একতালা।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

সমর, আলো করে কার কামিনী ?
সজল জলদ জিনিয়া কায়, দশনে প্রকাশে দামিনী।
এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ, সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিনী।
কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু, ঘন তনু হেরে কুমুদ বন্ধু, অমিয়সিন্ধু
হেরিয়ে ইন্দু, মলিন এ কোন্ মোহিনী ?—একি অসম্ভব ভব
পরাভব, পদতলে শব সদৃশ নীরব, কমলাকান্ত কর অনুভব,
হইবে জগতজননী (৯১)

সুরট মল্লার। একতালা।

রাজা শ্রীশচন্দ্র রায়

কেও রমণী নীরদবরণী, স্মরহর হৃদে সমরে নাচিছে ?
চরণ তরুণ অরুণ কিরণ, নখরে নলিনী প্রকাশ হতেছে

রচয়িতার নাম

শ্রীচরণ গুণে ত্রিতাল ত্রিগুণে, সুধীরে মধুর নূপুর বাজিছে ;
    শুনিয়ে সে ধ্বনি, কনক কিঙ্কিণী, ছলে সুরশ্রেণী, শরণ লইছে
হেরি, বামার বাম উরু রাম রম্ভা তরু, কাঁপে ২ লাজে লুকায়েছে ;
    কটিতট হেরি, লজ্জিত কেশরী, চির বনচারী, নিবাস করেছে
নাভি সরোবর সলিল আশায় ত্রিবলীর ছলে করীকর ধায় ;
    কুচ কুম্ভবর, বিশ্ব মূলাধার, যার পয়োধার ব্রহ্মাদি যাচিছে।
নরশির হার গলে সুশোভন, বরাভয় মুণ্ডাসি করে ধারণ ;
    করাল বদন, করি দরশন, দেব হৃষ্ট মন, দানব কাঁপিছে
সুচারু চাঁচর চিকুর কান্তি, চাহিয়ে চাতকে জলদ ভ্রান্তি ;
    এ রণ শ্রান্তি, কর মা শান্তি, শ্রীশ মানস আসন রয়েছে   (৯২)

সুরটমল্লার । একতালা ।

রঘুনাথ রায়
কে রণ রঙ্গিণী, যোগিনী সঙ্গিনী, ভয়ে উলঙ্গিনী, নাচিছে সমরে?
    পদতল নব প্রভাকর কর দশ সুধাকর শোভিছে নখরে
কিবা জীমূতাঙ্গী জ্যোতিঃ তমোহর, চরণে পতিত শবরূপে হর,
    জবা বিল্বদল কিবা মনোহর, শোভিছে ও পদে সঁপিছে অমরে।
কুন্তল জাল জিনি কাদম্বিনী, আরক্ত নলিনীদল ত্রিনয়নী,
    লোল রসনা করালবদনী, শোণিতের ধারা বহে বিম্বাধরে।
দম্ভে কম্পে ধরণী সঘনে, করে হুহুঙ্কার পাবক নিঃশ্বনে,
    ঝরে ইরম্মদ নয়নের কোণে, ক্ষণপ্রভা খেলে দশন উপরে।
ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি দেখে লাগে ভয়, কিন্তু ভক্তে বিতরিছে বরাভয়, অকিঞ্চন
    কয়, সামান্য ত নয়, ব্রহ্মময়ী উদয় হয়েছেন সাকারে   (৯৩)

ঐ   একতালা

(অজ্ঞাত)   কার বনিতে, ভাসিছে শোণিতে, বিকশিত যেন নীল নলিনী।
চরণেরি তল, মার্ত্তণ্ড মণ্ডল, হেরিয়ে উজ্জ্বল, প্রফুল্ল পদ্মিনী।

রচয়িতার নাম।

কত শত শশী নখরেতে বসি, দিবা বিভাবরী নিভাতে প্রকাশি,
মসি রাশি নাশী ষোড়শী রূপসী, ভুভার হরিতে উদয়
মোহিনী (৯৪)

দেশ। ঠুংরি

রঘুনাথ রায়। কি রূপ অনুপমা, নীলাব্জ বরণী শ্যামা!
নগ্না সমরে মগ্না, স্ত্রী শূন্যা কার বামা?।
ব্যাপ্তাননা ত্রিনয়না, বিলোল রসনা ভীমা; বিনাশি দৈত্যগণ,
অমরে করে সিদ্ধ কামা।
কাল রূপ কাল কামিনী, কে জানিবে মহিমা, কালভয়ে অকিঞ্চনে,
সকরুণে নিস্তার উমা! (৯৫)

দেশমল্লার। মধ্যমান

(অজ্ঞাত) শবোপরে নাচে শ্যামা, নগনা হয়ে
লাজের দিয়েছে লাজ, (মা গো!) কেমন মেয়ে?।
ভয়ঙ্করা অসি ধরা, মুক্তকেশী দিগম্বরা, অধরে রুধির ধারা, পড়িছে
বয়ে;—দনুজ নাশে সমরে, বরাভয় দেয় অমরে, কাঁপে ধরা
পদভরে, সদা সভয়ে॥ (৯৬)

দেশ মল্লার কাওয়ালী

আশুতোষ দেব কে রে, অঞ্জন গঞ্জন বরণী?
বামা নিরুপম মোহিনী
কে রে রবি শশী বিশ্বরূপ, বিজলী ঐ চরণ, করি অরি জয় করি
কটি সুগঠন;—মৃণাল নিন্দিত করে, অতুলনা পয়োধরে,
আশুতোষ হৃদি পরে, বিহরে কার কামিনী?॥ (৯৭)

ঐ। ঐ।

* রণে বিরাজ করে কামিনী কার? ।
এলে সমরে অমরে নাই নিস্তার

রচয়িতার নাম।

চরণ চালনে ধরা অধীরা কম্পিত কায়, অধরে মধুর হাসি রুধির
বহিছে তায়, অসি করে তাহে করে শশিকরে মসী প্রায়;
অঘোর পড়িয়ে পদে ভাবিছে অপার (৯৮)

জয়জয়ন্তী। রূপক।

কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

বিহরে রণ মদে রঙ্গে রণরঙ্গিণী।
পদভরে থর ২, রসাতলে যায় অবনী।
অদ্ভুত কার্য্য তার, হেরি লাগে চমৎকার, অপরিসীম রুধির,
পিয়ে মহা যোগিনী।
তার বাহন কবি অবি, উলঙ্গিনী কত নারী, গৃধিনী শিবা আর
কাক; তারা কেহ নাশে কেহ গ্রাসে, কেহ করে গভীর
নিনাদ;—বামার পদতল সঞ্চীর, বিষধর বিজাতীয়, গরল
সঞ্চারে; কোপে ফুৎকারি সে বিষ বিষম দহে, তব সৈন্যগণ
সব দহে, আমি কেবল বেঁচে আছি কি ভাগ্যে না জানি।(৯৯)

ঐ। একতালা।

দাশরথী রায়।

লম্বিত গলে মুণ্ডমাল, দন্তিত ধনী মুখ করাল,
স্তম্ভিত পদে মহাকাল, কম্পিত ভয়ে মেদিনী।
দিগ্বসনী চন্দ্রভাল, আলুয়ে পড়ে কেশ জাল, শোভিত অসি করে
কপাল, প্রখরা শিখর নন্দিনী
চারিদিকে যত দিকপাল, ভৈরবী শিবা তাল বেতাল, একি অপরূপ
রূপ বিশাল, কালী কলুষ খণ্ডিনী। (১০০)

ছায়ানট। তিয়ট।

রামপ্রসাদ সেন।

সমরে, কে রে কাল কামিনী? ।
কাদম্বিনী বিড়ম্বিনী, অপরা কুসুমাপরাজিতা বরণী, কে রণে রমণী?

রচয়িতার নাম

সুধাংশু সুধা কি শ্রমজ বিন্দু, শ্রীমুখ না এ কি শরদ ইন্দু,
কমল বন্ধু নহি সিন্ধু তনয় এ তিন নয়নী।
আ মরি আ মরি মন্দ ২ হাস, লোক প্রকাশ,আশুতোষ বাসিনী ;—
ফণী ফণাভরণ জিনি, গণি দন্ত কুন্দ শ্রেণী
কেশাগ্র ধরণী পরে বিরাজ, অং রূপ শব শ্রবণে সাজ, না করে লাজ
কেমন কায়, মম সমাজে তরুণী ?
আ মরি আ মরি চণ্ড মুণ্ড মাল, করে কপাল এ কি বিশাল, ভালং
কালদণ্ড ধারিণী ;—ক্ষীণ কটিপর নৃকর নিকর, আবৃত কত
কিঙ্কিণী
সর্ব্বাঙ্গ শোভিত শোণিত বৃন্তে, কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে, চরণো
পান্তে মম দুরন্তে, নাথ কৃতান্তদলনি . (১০১)

সাহানা জৎ।

রাজমোহন মদক।

দুখ পাসরা নয়ন তারা, তারা ঘরে এসেছে
দেখসিয়ে প্রতিবাসি! চাঁদের উদয় হয়েছে।
গগনের যত তারা, চন্দ্র ঘেরে আছে তারা, আমার ঘরে দেখে
তারা, তারাও মলিন হয়েছে (১০২)

বাগশ্রী। একতালা

রঘুনাথ রায়

জলদ বরণী কে রে ?। এ কে রে ?
বামা ঘন হুহুঙ্কারে দনুজ সংহারে
বাম কর দ্বয়, শব শির ভয়, শশিখণ্ড ভালে, রিপুমুণ্ড মালে,
বিশাল রূপ ধরে
কে রে লোলরসনা, বিকট দশনা, রুধিরাশনে নিয়ত বাসনা,
বিবসনা অতি ভীষণা, ভয়ে তনু শিহরে ;—অকিঞ্চন এই
কহে, ব্রহ্মময়ী জয়ী হয়ে সমরে ; প্রসন্ন হইয়ে, কৃপা বিতরিয়ে,
বস মম অন্তরে (১০৩)

রচয়িতার নাম।

কানড়। কাওয়ালী।

গোবিন্দচন্দ্র দাস। দলিত অঞ্জন বরণে গঞ্জন, রূপ নয়নরঞ্জন, ভবভয় ভঞ্জিনী।
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন, জিনি শোভে ত্রিনয়ন, চতুর্ভুজে ধরে মুণ্ড অসি
বরাভয় ;—দৈত্য চর্ব্বিত শোণিত পেয়ে, ধারায় পড়ে পদ
বেয়ে, মরি কি শোভিছে যেন, মেঘোপরে সৌদামিনী
(বামা) বয়সে অতি নবীনা, কিন্তু কাযেতে প্রবীণা, বিনাশে
পালনে সৃষ্টি সৃজনে ,—(ও গো) শবাসনা দিগ্বসনা, লম্বিত করে
রসনা বিকট দশনা শত্রু শাসনে ;—শব যুগ্ম কর্ণমূলে, মুণ্ডমালা
শোভে গলে, প্রবেশে যোগিনী দলে, দনুজেরে দলে ; পলা ২
রে অসুর নতুবা করিবে চূর, গোবিন্দ দাস কয় এ চন্দ্রচূড়
মনোরঞ্জিনী। (১০৪)

আড়ানা। ঢিমা তেতালা।

(অজ্ঞাত) নিন্দি ঘোর ঘন ঘন ঘটা বরণী ?।
উলঙ্গিনী কার কামিনী ?
বাম করে অসি ধরে, অসুর বিনাশ করে, সুধাপানে মগনা
কে সমরে ?—হুহুঙ্কার রবে সদা কাঁপাইছে মেদিনী ॥ (১০৫)

বাহার। জৎ।

হলধর চক্রবর্ত্তী কে কাল কামিনী সমরে ? মহারাজ।।
শবোপরে, না দেখি এমন কাল, শোণিতাক্ত অঙ্গ কাল, যেন
কাদম্বিনী কাল তড়িত ঘেরে।
মায়ের রক্তাবৃত পদ কর, রক্তাবৃত কলেবর, রক্তোথিত মুণ্ড-
মালিকে ; (মার) নয়নে আরক্ত শোভা, লোলিত আরক্ত
জিহ্বা, চন্দনাক্ত রক্ত জবা চরণোপরে।
প্রচণ্ড কৃপাণ করে, করে মুণ্ড অভয় ধরে, করে খণ্ড অসুর নরে ;

রচয়িতার নাম

(মা) ত্রাসে গজ রথ দল, ত্রাসে বলী মহাবল, ত্রাসে ক্ষিতি রসাতল, চরণ ভরে।

নীলকণ্ঠ পড়ে ধরা, শিরে সুরধুনী ধরা, তৎপদ হৃদয়ে ধরা, তায় তারে; (মা!) হলধর হেরে অশান্ত, ঘুচাও কালি, মনের ভ্রান্ত, হয় যেন মা জীবনান্ত ও পদ হেরে॥ (১০৬)

আড়ানা বাহার। আড়াঠেকা।

রঘুনাথ রায়

মা, কে বিহরে সমরে কাল কামিনী?
বিবসনা ত্রিনয়নী, অম্বুদ বরণী
ঘন হুহুঙ্কার ধ্বনি, বিকট ব্যাঘ্রাননী, মহা ঘোরে ঘোর নিনাদিনী।
শবশিশু কুণ্ডল, লোল শ্রুতিমূল, দনুজ মুণ্ডমাল, আপদ লম্বিনী;— হর হৃদি পঙ্কজোপরি, চরণ সরোজ হেরি, অকিঞ্চনে কৃতার্থকারিণী (১০৭)

বসন্ত একতালা

দাশরথী রায়।

ও কে ঘনরূপা ঘন হাসিছে? নাশিছে অসিতে অসুরগণ
দিতিসুত প্রাণ নাশে, সুরে আশু তোষে, আশুতোষেতে আসন
পদভরে টলমল ভূমণ্ডল, কম্পিত ধ্বনি শুনি আখণ্ডল, অসুর শিশুর কুণ্ডল, শ্রুতিমণ্ডলে সুশোভন;—করে খণ্ড অসি, শিরে শিশু শশী, বিগলিত কেশী ও কার প্রেয়সী? কি দোষী ধনীর কাছে শ্মশান বাসী, পদাশ্রিত কি কারণ? (১০৮)

বেহাগ। একতালা।

রামপ্রসাদ সেন

// কে রে মনোমোহিনী? (ঐ, বামা)
চল২ চল তড়িত ঘটা, মণি মরকত কান্তি ছটা; একি চিত্ত ছলনা (রে!), দৈত্য দলনা, ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী।
সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশ প্রিয় নয়নী; শশিখণ্ড শিরসি (রে!), মহেশ উরসী, হরের মহিষী একাকিনী

রচয়িতার নাম

ললাট ফলকে, অলকা ঝলকে, নাসা নলকে বেসরে মণি ; মরি হেরি
একি রূপ (রে !), দেখ ২ ভূপ ! সুধাবস কূপ বদন খানি
শ্মশানে বাস, অট্ট হাস, কেশপাশ কাদম্বিনী ; বামা সমরে বরদা
(রে !), অসুরে দরদা, নিকটে প্রমদা প্রমাদ গণি
কহিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ, পড়িল প্রমাদ স্বরূপে গণি ; সমরে
হবে না জয়ী রে ব্রহ্মময়ীরে, করুণাময়ীরে বল জননী ।(১০৯)

বেহাগ তিয়ট।

রামপ্রসাদ সেন

শ্যামা বামা গুণধামা, কামান্তক উরসি।
বিহরে বামা স্মরহবে

সুরী কি অসুরী কি নাগী কি পন্নগী, কি মানুষী ? নাসায় মুকুতা
ফল বিলোল, পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর, মত্ত দোলত ঘোর
ঘোর, মন্দ ২ হাসি

একি করে করী করে ধরে রণে পশি, তনুক্ষীণা সুনবীনা বস্ত্রহীনা
ষোড়শী ;—নীল কমলদল জিতাস্য, তড়িত জড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিতা কুচকলি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী

কত কলা কত ছলা এ প্রবলা চিত্তে বাসী, রামা নব্যা ভব্যা
অব্যাহত গামিনী রূপসী ;—দিতিসুতচয় সমর প্রচণ্ড সলিলে
প্রবেশি, এটা কেটা চিত্তে যেটা হয়ে সেটা দুঃখরাশি,
মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে একি সর্ব্বনাশী।

কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমিরপুঞ্জ নাশ, হৃদয় কমলে সতত
বাস, শ্যামা দীর্ঘকেশী ;—ইহকালে পরকালে জয়ী কালে
তুচ্ছ বাসি, কথা নিতান্ত কৃতান্ত শান্ত, শ্রীকান্ত প্রবেশি ।(১১০)

বেহাগ একতালা ।

প্রাণ, কে রে করাল কামিনী ?
নবীন নীল নীরদ কায়, দ্বিরদ নিন্দি গামিনী।

রচয়িতার নাম।

ত্রিনয়নে পশি, বহ্নি রবি শশী ষোড়শী এ কার স্বামিনী ?
বিবশ করেছে তপন চন্দ্রে, দিবস করেছে যামিনী
এল এলোকেশে কে রে শবাসনা ? কেন বিবসনা মনে কি বাসনা ?
ভ্রুকুটি ভীষণা, লোল রসনা, দশনে দীপিছে দামিনী
অসি মুণ্ড ধরা বরাভয় করা, আকৃতি প্রকৃতি অতি ভয়ঙ্করা, ছিন্ন নর-
কর কটিদেশে পরা, এই কি জগত জননী ?——
অট্ট ২ হাসে নাশে যার পায়, পলাবার রিপু উপায় না পায়,
পতি ও রয়েছে পতিত পায়, এই কি পতিতপাবনী ?
পদভরে সৃষ্টি কাঁপে থর২, অধীর ধরণী কূর্ম্ম বিষধর, ধরাধর জিনি যুগ
পয়োধর, অধর সুধার ধারিনী ;—অনায়াসে গ্রাসে রণ কম
গজে, সঘনে গগনে গভীর গরজে, অঘোরে অঘোর হৃদয়
সরোজে, বিরাজে ভুবন ভাবিনী। (১১১)

বেহাগ। একতালা।

হরেন্দ্র ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী ঐ রমণী ?
নারায়ণ বামার করে করাল শোভিছে ভাল, করবাল যেন দামিনী
ভূপ সজল জলদ শোভিত অঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে তাল বিভঙ্গে (রে।) ;
মায়ের শিরে শিশু শশী, ষোড়শী রূপসী, শশিমুখী কাশী-
বাসিনী
অট্ট ২ অট্ট হাসিছে রে। নাশিছে দনুজ মাভৈঃ ভাষিছে রে।
শ্রীহরেন্দ্র কহিছে, হৃদি প্রকাশিছে, তব রূপে ভবজননি !
(১১২)

বেহাগ ঠেকা।

রঘুনাথ সুরতরু মূলে, বিহরে বামা, একাকিনী বিবসনী, হ্রীং রূপিণী
রায় গলিত চিকুর ভার, ভালে বাল সুধাকর, গলে নরশির হার,
অসি ধারিণী

রচয়িতার নাম

শ্রমজল মুখে ঝরে, চাঁদে যেন সুধা ক্ষরে, লোলরসনা কালী, করালবদনী ;—বামার চরণ পঙ্কজে, প্রতি দলে (কত) বিধু সাজে, নাশে অকিঞ্চন মন তিমির শ্রেণী (১১৩)

বেহাগ   একতালা।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

কে রে বামা বারিদ বরণী, তরুণী ভালে ধরেছে তরণী, কাহার ঘরণী আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয় ?
হের হে ভূপ। কি অপরূপ, অনুপ রূপ নাহি স্বরূপ, মদন নিধন করণ কারণ, চরণে শরণ লয়
বামা, হাসিছে ভাষিছে লাজ না বাসিছে, হুহুঙ্কার রবে বিপক্ষ নাশিছে, সঘনে শাসিছে ত্রিলোক ত্রাসিছে, গ্রাসিছে বারণ হয়
বামা, টলিছে ঢলিছে লাবণ্য গলিছে, সঘনে বলিছে গগনে চলিছে, কোপেতে জ্বলিছে দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়
কে রে। লোলিত রসনা বিকট দশনা, করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা, হয়ে শবাসনা বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয় ॥

(১১৪)

বেহাগ।   কাওয়ালী।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

ঘোর সমর মাঝারে, কে ও রে বামা ? ।
নাচিছে দনুজ সমাজে দামিনী সমা
দশ দিগ্বসনা মগনা সদা রণ মদে, দুরন্ত দিতি সুত দলে দলে পদে ২; পুরুষ সমাজ মাঝে, কে রমণী রণ সাজে, কুলবালা কুলে কালী, কালী কালোপমা ?
আকুল দনুজকুল ভেবে কাঁপে থরে ২, কৃতান্ত সম অসি এলোকেশীর বাম করে ; ভীষণ দশন ছটা, নিনাদে বারিদ ঘটা, প্রকট রসনা জটাজুট মনোরমা

রচয়িতার নাম।

হরিণ নয়ন যুগ বদন্ বিধু সুধা করে, অনন্ত সুধা মাঝে ডুবাইয়ে কলেবরে; ভীষণ দশন চাপে, বিষম রাহুর শাপে, কাঁপাইছে মুখশশী, বামা নিরুপমা।
দহন নয়ন ভালে শোভিছে যাহে আধ শশী, কালান্তকালে যেন ছুটিছে অনল রাশি; কি তার মৃদুল হাসি, সিঁতার সিন্দূর আসি, তরুণ অরুণ ধারাধর ঘোরতমা।
কি ভাব লহরী মাঝে কিশোরী ঘন সুধাপানে? প্রমত্ত মদভরে ঢুলু ঢুলু ত্রিনয়নে; মাভৈঃ বলিয়া চলে,হাসে ভাসে মহাকালে, হৃদয় সরসে সরোজিনী স্মর হররমা।
অধরে রুধির ধারা সাদরে ঝরে ঝরঝরে, কি দৃপ্ত রণ মাঝে রণময়ী রণ করে; মরণ বারণ তরে, চরণ শরণ করে, কর গো মা। শিবের যাতায়াত পথ সীমা॥ (১১৫)

সোহিনী। আড়াঠেকা।

রঘুনাথ রায়।
নবাভ্র বরণী কার কামিনী, নাচে উলঙ্গিনী?।
বিকট অট্ট হাস,নাহি লাজ ভয় লেশ,এ কি বেশ এলো কেশ, রণ উন্মাদিনী?
নারীর এমন সাজ, অসম্ভব মহারাজ। যুদ্ধে নাহি কায, বুঝি হবে সর্ব্বসংহারিণী;—কহে অকিঞ্চনে, কি ভাব রে দৈত্যগণে? যে ভব ভাব মনে, সেই ভবভাবিনী। (১১৬)

পরজ। কাওয়ালী।

ঐ
কার ব মা রণে নাচিছে?।
সুধাপ নে ঢল ২ ঢলে পড়িছে।
একে ত নীরদ কায়, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা তায়, কালিন্দী সলিলে যেন জবা ভাসিছে। (১১৭)

রচয়িতার নাম।

পরজ। কাওয়ালী।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। তায় শিবের নয়ন ভুলেছে।
নিরুপমা রূপ চিকণ কাল হেরিয়ে; তা নহিলে ত্রিলোচন,
পরম যতনে কেন, শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে?
চাঁদ ভ্রমে চকোরিণী, ঘন ভ্রমে চাতকিনী, নলিনী ভরমে ভ্রমরিণী
এসেছ, গো!—হারাইয়া নিজ মণি, ব্যাকুল হইয়া ফণী,
রূপ নিরখিয়া স্থির রয়েছে।
হেরিয়ে কুসুম ধনু, অভিমানে ত্যজি তনু, বিরহিনী হৃদয়ে শরণ
লয়েছে,গো!—ও রূপ আনন্দ নিধি, কমলাকান্তের হৃদি,কমল
প্রকাশ করেছে (১১৮)

ঐ। ঐ।

ঐ হর হৃদিপরে মগনা।
নাচিছে আনন্দ ভরে বাজিছে বাজনা; ভুবন আলো নীল চাঁদে,
মুক্ত কেশ নাহি বাঁধে, আপনারি রঙ্গ রসে আপনি মগনা।
কে কোথা দেখেছ ভাই! নব রস এক ঠাঁই? চঞ্চলা কি ধীরা কিছু
বুঝা গেল না;—কাল কি নির্ম্মল তনু, শশী কি উজ্জ্বল ভানু,
ও রূপ হেরিয়া দিব কি রূপে তুলনা?।
বিধুমুখে মৃদু হাসে, সদা সুধানন্দে ভাসে, হেরিলে না রহে কভু যম
যাতনা;—ও রূপ নয়নে রাখি, হৃদয় মাঝারে দেখি, কমলা-
কান্তের এই মনে বাসনা। (১১৯)

ঐ। ঐ।

ঐ বামা বয়সে নবীন।
না জানি এমন মেয়ে সমরে প্রবীণ।
সুচারু অঙ্গের শোভা, কটিতট ক্ষীণ; সুরাসুরগণ মাঝে
বসন বিহীন

রচয়িতার নাম

বুঝি এল দয়াময়ী, হইয়া কঠিন ; চরণে ত্যজিব তনু আজি
শুভ দিন। .
তনু দিয়ে তরে কত, শত ক্রিয়া হীন ; কমলাকান্তের হবে মনের
মলিন (১২০)

পরজ। কাওয়ালী।

রামপ্রসাদ সেন। কামিনী যামিনী বরণে রণে (এল কে ?)
উলঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি, উল্লাসিতা দানব নিধনে।
পদভরে বসুমতী, সভীতা কম্পিতা অতি, তাই দেখে পশুপতি,
পতিত চরণে রণে।
দীন রামপ্রসাদে কয়, তবে আর কি রে ভয় ? অনায়াসে যম জয়,
জীবনে মরণে রণে। (১২১)

পরজ বাহার আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) কি অপরূপ শ্যামা ! বিগলিত কেশ
ত্যজি মণি মন্দির, শ্মশানে প্রবেশ
নব শিব করে ধরি, শ্মশানেতে দিগম্বরী, আ মরি কি রূপ হেরি,
চরণে মহেশ (১২২)

কালাংড়া কাওয়ালী।

ভুবনচন্দ্র বাগ ভুবন মোহিনী কামিনী।
বিহরে সমরে, অসিত বরণা অসিধারিণী
আসবে অবশ অঙ্গ, শবোপরে করে রঙ্গ, মুক্তকেশী দিগম্বরী শঙ্করী
রণরঙ্গিণী
তার চরণ তলে মৃগরাজ, বিপরীত তার কায, দশন নখরাঘাতে
বিদরে দনুজ সমাজ ;—তার সঙ্গিনীগণ যোগিনী, মেঘে যেন
সৌদামিনী, নাচিছে হাসিছে গ্রাসিছে ভ্রমেও নাহি লাজ ;—

রচয়িতার নাম

ঘন ঘন হুহুঙ্কারে, গভীর গর্জ্জন করে, ভুবন কাঁপে থরেং,
প্রলয় সময় জানি (১২৩)

কালাংড়া। একতালা

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

বিহরে রং মাঝে (রণরঙ্গিণী শ্যামা)
রতন নূপুর, বাজে সুমধুর, চরণহৃদি সরোজে বিরাজে।
গজ বাজি ধরি, বয়ানেতে পুরি, গরাসে দারুণ সমরে;
সঙ্গে সহচরী, নাচে দিগম্বরী, রণজয়ী মাদল বাজে।
নব জলধর, বরণ সুন্দর, ধরণী চুম্বয় লম্বিত চিকুরে;
কমলাকান্তের মন মধুকর, মগন চরণ সরোজে (১২৪)

কালাংড়া ঠুংরি।

রামপ্রসাদ সেন।

কেরে, কার রমণী নাচে রে। ভয়ঙ্করা বেশে।
কে রে, নব নীল জলধর কায় হায় ২, কে রে হর হৃদি
হৃদোপরে দিগ্‌বাসে?।
কে রে, নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল পদ, রক্তোৎপল জিনি;
তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী?—হেন ইচ্ছা করে,
অতি গাঢ় করে, বাঁধি প্রেম ডোরে, রাখি হৃদি
সরোবরে হিল্লোলে ভাসে
কে রে, নিন্দিত রাম কদলী তরু, হেরি ঊরু, দর ২ রুধির ক্ষরে;
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে;—অতি রোষ বশে,
ভুজঙ্গম দলে, নাভিপদ্ম মূলে, ত্রিবলীর ছলে দংশিল এসে।
কে রে, উন্নত কুচ কলি, মুখ শতদলে অলি, গুন্‌ ২ করিয়া
বেড়ায়; যেন বিকশিত সিতাম্ভোজ বনরুহায়;—
কিবা ওষ্ঠ শোভা, অতি লোল জিহ্বা, হর মনলোভা,
যেন আসব আবেশে শিশু সুধা ভাষে।
কে রে, কুন্তল জাল, আবৃত মুখ মণ্ডল, লম্বিত চুম্বি ধরা;

রচয়িতার নাম।

তাহে ভুরু ধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা,—অর্দ্ধ চন্দ্র ভালে,
সিঁতি মুহু দোলে, কি চকোর খেলে,
কিবা অরুণ কিরণে গজমতি হাসে।
কত, দুন্দুভি দুন্দুভি, নাচিছে ভৈরবী, হিহি হিহি করিছে যোগিনী;
কত কটরা ভরিয়া সুধা যোগায় অমনি;—রামপ্রসাদ ভণে,
কাষ নাহি রণে, এ বামার সনে, যার পদতলে শব ছলে
আশুতোষে (১২৫)

কালাংড়া। ঢিমা তেতালা।

আশুতোষ দেব। কে ও গজেন্দ্রগামিনী বামা যোগেন্দ্র মোহিনী?।
নগনা নগনা; গলিত কুঞ্চিত কেশ ধাইয়াছে ধরণী
রবি শশী দহন, জিনিয়া ত্রিনয়ন, অট্ট ২ হাসে যেন,
ঘনে সৌদামিনী।
কিঙ্কর নখর বালা, অবি ছিন্ন করি বালা, কণ্ঠে পরে শিরমালা,
এ কাল কামিনী (১২৬)

ললিত আড়াঠেকা।

রামকৃষ্ণ রায়। কার রমণী সমরে বিরাজে?।
কে গো লজ্জারূপা দিগম্বরী, অসুর সমাজে?।
মায়ের, পদতল বরণ, জিনি তরুণ অরুণ, নখরে নিশাকর,
লুকাইল লাজে;—প্রপদ নীল নলিনী, উরু রামরম্ভা
জিনি, কটিতটে করশ্রেণী, কিঙ্কিণী বাজে।
নাভি সুধা সরোবর, ত্রিবলী কি মনোহর, পীনোন্নত পয়োধর,
হৃদিপরে সাজে;—সুশাণ কৃপাণ করে,
ঘন হুহুঙ্কার করে, নাশে যত দনুজেরে, গ্রাসে বাজি গজে।
মায়ের, গলে মুণ্ডমালা দোলা, অট্টহাসি লোল জিহ্বা,

রচয়িতার নাম।

শ্রুতি যুগে ইন্দুশিশু, অপরূপ সাজে ;—মুক্ত কুটিল কুন্তল,
সুধাপানে ঢল ২, অলি যেন আশুতোষ হৃদয় সরোজে। (১২৭)

ললিত। তিয়ট।

রামপ্রসাদ সেন। ও কার রমণী সমরে নাচিছে ?।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে.
তনু নব ধারাধর, রুধির ধারা নিকর, কালিন্দীর জলে
কিংশুক ভাসিছে।
বদন বিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি, কাল রূপে তমো রাশি,
রাশি নাশিছে ;—কহে কবি রামপ্রসাদে, কালিকা কমল পদে,
মুক্তিপদ হেতু যোগী, হৃদে ভাবিছে। (১২৮)

ঐ। ঐ।

ঐ শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপু দলে, বিগলিত কুন্তলজাল
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর, তনু রুচি বিজিত তরুণ তমাল
যোগিনী সকল ভৈরবী সমরে, করে ২ ধরে তাল ; ক্ষুদ্ধা মানস
উর্দ্ধে শোণিত, পিবতি নয়ন বিশাল
নিগম স ঋ গ ম, গং ২ গণ, অবয়ব যন্ত্র মণ্ডল ভাল ;
তাতা থেই থেই দ্রিমিকি ২, ধা ২ ডম্ফ বাদ্য রসাল।
প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামা সুন্দরি! রক্ষ মম পরকাল ;
দীনহীন প্রতি, কুরু কৃপা লেশ, বারহ কাল করাল। (১২৯)

ঐ একতালা।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। কেন রে আমার শ্যামা মাকে বল কাল ?।
যদি কাল বটে তবে কেন, ভুবন করে আলো ?
মা মোর, কখন শ্বেত কখনো পীত, কখনো নীল লোহিত রে।
আমি বুঝিতে না পারি জননী কেমন, ভাবিতে জনম গেল।

রচয়িতার নাম।

মা মোর, কখন প্রকৃতি কখনো পুরুষ, কখনো শূন্য মহাকাশ;
কহে, কমলাকান্ত এ ভাব ভাবিয়া, মহেশ পাগল হ'ল (১৩০)

ঝিঁঝিট। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) তাইতে আমার মন, কালবরণ ভাল বাসে।
ত্রিগুণ তিমির শ্যামা, তিমির নাশে অনায়াসে
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে, বিহরে যে ত্রিভুবনে, ব্রহ্মচারী দীপ্তকারী,
মন! ছেড়ে দাও আশার পাশে (১৩১)

জঙ্গলা একতালা।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

তাই কাল রূপ ভাল বাসি।
কালী জগজ্জনমোহিনী এলোকেশী
যাকে সবাই বলে কাল ২, আমি দেখি অকলঙ্ক শশী
বিষম বিষয়ানলে, দহে তনু দিবা নিশি; যখন শ্যামা রূপ অন্তরে
জাগে, আনন্দ সাগরে ভাসি
মনের তিমির খণ্ড ২, করে মায়ের করের অসি; মায়ের বদন শশী
মধুর হাসি, সুধা ক্ষরে রাশি ২
কমল বলে কাশী যেতে, কভু নাহি ভালবাসি; শ্যামা মায়ের যুগল
পদে, গয়া গঙ্গা বারাণসী (১৩২)

গারাভৈরবী জৎ।

শম্ভুচন্দ্র রায়

মন! তুমি এ কাল সেবে, সাধনায় কি পেলে বল?।
ক'ল রূপের আভা দেখে, নয়ন মন মন ভুলে গেল।
ছিল বাস কার ঘরে? কেমন করে আন্‌লি তাঁরে? কাল নয়
পূর্ণিমার শশী, হৃদয় মাঝে করে আলো।
অরুণ যেমন প্রভাত কালে, তেমনি মায়ের চরণ তলে, দ্বিজ শম্ভুচন্দ্র
বলে, (ও পদে) জবা দিয়ে সাজে ভাল। (১৩৩)

রচয়িতার নাম

রামপ্রসাদী সুর একতালা।

রামগোপাল মুখোপাধ্যায়। নয়ন! দেখ্‌রে কি হতেছে।
দেখ্‌রে হৃদয় সরে ব্রহ্মময়ী, তারা কমল ঐ ফুটেছে।
চরণ রেণু মাখা হয়ে, মকরন্দে মন মেতেছে; ও রে, মলিন ছিল মানস অলি, স্বর্ণবর্ণ সে পেয়েছে।
সুখের ভানু উদয় হয়ে, দুখের আঁধার সব টুটেছে; কিবা, মৃদুল বায়ে শীতল বয়ে, মাকে কেমন দুলাইছে।
বীণা জিনি কিবা শুনি, গুন ২ গুঞ্জরিছে; আহা! পুলকে উন্মত্ত হয়ে, প্রাণ কেমন করিতেছে।
গোপাল বলে তড়িৎ রূপা, চঞ্চলা হও মা পাছে; তুমি এম্‌নি থাক সদাই দেখি, হৃদের আলোক আর না ঘুচে (১৩৪)

সুরটমল্লার একতালা।

রুক্মিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য। কে ও দৈত্যরণে উন্মাদিনী?।
রূপে নিন্দে যার নব কাদম্বিনী, তাহে অসি ধরা করাল বদনী
গ্রীবাদেশে নরশির মালা সাজে, নরকর মেখলা কটিতে বিরাজে, কেন হেন সাজে, রণভূমি মাঝে, এল কেন এ কামিনী?
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গেতে সঙ্গিনী, এলোকেশী তাহে বিবসনা ধনী, কপাল ফলকে পঞ্চরেখা শ্রেণী, তাহে জড়িত নাগিনী;—
দক্ষ করে বামার অভয় বর দান, বামে শোভা করে করাল কৃপাণ, রুধির ক'রে পান, করে ক্ষুধা নির্ব্বাণ, কালরূপা কালবরণী।
নখর মণ্ডলে চন্দ্রমা বিহারে, বিকট আস্যে মৃদু হাস্য বিকাশ করে, রামরম্ভা তরু উরু শোভা করে, শবোপরে ত্রিভঙ্গিনী;—
নিরুপমা বামা এ মহীমণ্ডলে, কালরূপা হয়ে এল দৈত্যকুলে, শ্রীরুক্মিণী বলে শ্রীচরণ কমলে,সাদরে ধর হে নৃপমণি? (১৩৫)

রচয়িতার নাম।

সুরটমল্লার। একতালা।

রুক্মিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য।

কে ও শমন সমানা ?।
বামা ষোড়শী রূপসী, কামান্তক উরসী, শিখিবর কণ্ঠা শ্যামসী বরণা।
সব্যে বরাভয় বামে মুণ্ড অসি, যোগিনী সঙ্গিনী আসবে আবেশী,
তুঙ্গ পয়োধরা, বিকট অধরা, কৃশোদরা ভীমদশনা।
সদ্যো-হত-দিতিসুত-শির-হার, আপাদ লম্বিত গ্রীবাতে উহার,
নিতম্বে নিচোল নির্ম্মিত নৃকর, নিশাকর বদনী ;—
শারদ শশী আসি নখর প্রয়াসী, অকলঙ্ক ভালে বিগলিত
কেশী, বিকট অধরে মৃদু মন্দ হাসি, লজ্জাহীনা দিগ্বসনা।
রুদ্রা, ছাড়ে হুহুঙ্কার সদা অহঙ্কারে, সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত অস্থি অলঙ্কারে,
কম্পিতা বসুধা চরণ নির্ভরে, মরণে শঙ্কা করে না ;—কহিছে
রুক্মিণী, ওহে নৃপমণি! মনেতে ভেব না সামান্যা রমণী,
রমণীমণ্ডলে নারীর শিরোমণি, কামরূপা শবাসনা। (১৩৬)

আলাইয়া। পোস্তা।

কৃষ্ণকুমার বন্দ্যো।

নবীন্ নীরদ বেশে, সেজেছে কার কামিনী ?।
বাম করে অসি ধরে, রণ মাঝে উন্মাদিনী
মাতিয়া ২ রণে, নাশে সদা দৈত্যগণে, সে যে চামুণ্ডা প্রচণ্ডা মূর্ত্তি,
সাজে কালরূপিণী।
রূপের নাই অন্ত, দেখে হয় ভ্রান্ত, দেখ ক্ষণেকে অনন্ত রূপ্ তার,
ক্ষণে হয় দিগ্বসনী ;—চতুর্ভুজা হয় রণে, কৃষ্ণকুমার ভণে,
তাহার ভয়ঙ্কর রূপ্ নেহারি, কম্পিত হয় মেদিনী॥ (১৩৭)

মুলতান। একতালা।

প্রমথনাথ গোস্বামী।

শবাসনে বিবসনা কে রমণী সমরে ?
যোগিনীগণ বেষ্টিত, মগনাঙ্গ রুধিরে।

রচয়িতার নাম।

নরাস্থি কঙ্কালে পূরিত খর্পর, বাম করে ধরে খাপটি সত্বর,
সুধা বোধে সদা পূরিছে উদরে, লোল রসনা অধরে।
দেখ রে এ মেয়ে সামান্য ত নয়, ধূমাবতী যেন ধূসরিত কায়,
অনুচরগণে প্রসন্না সদা, প্রমথেরে ডাকে আদরে॥ (১৩৮)

গৌরী। আড়াঠেকা।

উমানাথ চট্টো। কে এল কাল কার কামিনী?।
এলোকেশে কে সে রণরঙ্গিণী?।
নরশির করে করি', খরধার অসি ধরি', নৃত্য করে নৃমুণ্ডমালিনী।
কটি বেড়া কোটি কর, বরাভয় কর, ভয়ঙ্করী দিগম্বরী দিগম্বর মোহিনী।
তীক্ষ্ণ অসিতে, অসুর নাশিতে, এল এলোকেশী অসুরনাশিনী।
সুরাসুর নর করে, সে পদ সাধনা; ও মা শবাসনা! উমানাথের
বাসনা, সেই শ্রীপদ দুখানি (১৩৯)

পরজ। আড়াঠেকা।

তারকব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য। হের মহারাজ! নারী দনুজ দলে।
জ্ঞান হয় রবি শশী, দীপিছে পদ কমলে।
এলান চিকুরজাল, গলে শোভে মুণ্ডমাল; শিরে শোভে অর্দ্ধ ইন্দু,
করতলে করবাল;—নারী কি হবে যক্ষিণী, ইন্দ্রাণী কিবা
বারুণী, মায়াবিনী কুহকিনী, একাকিনী রণ স্থলে (১৪০)

বেহাগ। ঐ।

ঐ নাচে কার রমণী রণে?।
বিরিঞ্চ নীরদ রূপ, হেরি নয়নে
সর্ব্বাঙ্গে শোণিত ধারা, পীনোন্নত পয়োধরা, লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করা,
শব বাহনে।

রচয়িতার নাম

[illegible] শঙ্করী, দেখি' মারী জাগে মা

কোটরাক্ষি লম্বোদরী, শুক্ষ [illegible] একতা। (১৪১)

রুধির ঝ:র বদনে ॥

—[illegible]মাস্তক উ[illegible] একতাল।

তিলক কামোদ [illegible]।

বরদাচরণ গুপ্ত

কে রে রমণী ভুবনমোহিনী [illegible]গিনী স[illegible], মহাকালী মহাকাল
রূপের ঝলকে, ত্রিলোক আলোকে [illegible]
বরণী [illegible] কেশী সুযোড়শী বিবসনা,
রক্ত কোকনদ লোহিত লোচনা, এলোনি[illegible] শিব কণ্ঠ শ্মশানবাসিনী।
হসিত আননা, বিকট দশনা, শব[illegible]
অঞ্জন গঞ্জন বরণী প্রখরা, আম মাংসাহারা [illegible]
শরীরা, হরদারা তারা, আনন্দা [illegible]বিলাসিনী ॥ (১৪২)

কানড়া। ঝাঁপতাল।

অমৃতলাল ভাদুড়ি

কে ও ললনা, নলিনী বদনা, দানব দলনা, বল রে আমায়।
মরি কি মাধুরী, যেন স্বর্ণগিরি, রবি শশী হারি', পতিত পায়।
গলিত চিকুরে শ্রীঅঙ্গ প্রভা, নীল নব ঘনে চপলার আভা,
কপোল কমলে, অনিল হিল্লোলে, অলকার ছলে, মধুপ ধায়।
রাজে মৃগরাজে সাজে অপরূপ, সমর অলসে সুধায় লোলুপ, হুহুঙ্কার
ধ্বনি, কাঁপিছে মেদিনী, চরণে বিপিন শরণ লয় (১৪৩)

স্তব।

ঝিঁঝিট। কাওয়ালী।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

বিরাজ মা, হৃদি কমলাসনে।
(তোমার) ভুবনভরা রূপটি একবার হেরে নিই মা! নয়নে।
তুমি অন্নপূর্ণা মা! শ্মশানে শ্যামা, কৈলাসেতে উমা, তুমি
বৈকুণ্ঠে রমা, ধর বিরিঞ্চি শিব বিষ্ণু রূপ, সৃজন লয় পালনে।

রচয়িতার নাম।

তুমি জগতের মাতা, যোগী জনানুগতা, অনুগত জনে কৃপা
কল্পলতা, তোমায় মা বলে ডাকিলে তারে কোলে লয়
মা! যতনে
তুমি পুরুষ কি নারী, তত্ত্ব বুঝিতে নারি, তুমি স্বয়ং না বুঝালে
তা কি বুঝিতে পারি? তুমি রাধা বামা রাধাকৃষ্ণ
সাজিলে বৃন্দাবনে
দীন দৈন্যহারিণি! ত্রৈলোক্যতারিণি! অন্য কিছু চাই না তিন
চরণ দুখানি, প্রেম সরোজে সাজাব পদ বাসনা মনে মনে।
পরিব্রাজক ভিকারী, সাধ মনেতে ভারি, মধুর হাসি মাখা
মায়ের মুখ খানি হেরি; বসে মায়ের কোলে "মা! মা!"
বলে নাচিব যোগ ধ্যানে (১)

লুম ঝিঁঝিট ঠুংরী।

ভুবন চন্দ্র রায়।

কলুষ নাশিনি তারা!।
নমঃ শিব সীমন্তিনি, শিবে শিবদায়িনি, ব্রহ্মভক্তি প্রদর্শিনি,
ব্রহ্মময়ি পরাৎপরা।
পরং ব্রহ্ম সনাতনি, ত্বংহি ত্রিগুণধারিণি, ত্বংহি দীন নিস্তারিণি,
দুর্গতি দুঃখ হরা!।
অনাদি আদ্যে, ত্রিদিব আরাধ্যে, সিদ্ধ বিদ্যে, অশিব নাশিনি :—
শিবে! জীবে জীব অধিষ্ঠাত্রি, ত্রিভুবন সৃজন কর্ত্রি, জগদ্ধাত্রি
মা তুমি;—তারা! কেন তার মা, করুণা কেন কর না?
কোর না ছলনা, কোর মা ছলনা, কোর না ও ভবদারা!
দেখে ভব তরঙ্গ, প্রাণমীনের আতঙ্ক, কালধীবর পাছে ধায়;—
তাতে, এড়াইতে নাই পথ, হয়েছি মা ছাড়া পথ,
বিষম কালের তাড়নায়;—যদি তুমি না তারিবে, আর কে
তারিবে তবে? কবে শিবে হবে ভবে, ভুবন দুঃখ সারা?।(২)

রচয়িতার নাম।

খাম্বাজ। মধ্যমান।

শ্রীশ চন্দ্র রায়।

তোমারি অনন্ত মায়া কে জানে ?।
অনন্ত যাহার অন্ত, না পায় ধ্যানে।
বাক্যমন অগোচর, নিরূপণ নাহি যায়, বোধে না হয় প্রবেশ,
কেবল অনুমানে
মা! কি তব বিচিত্র মায়া, যার বশে মহামায়া, পশ্বাদি কীট পতঙ্গ,
ভ্রমে অচেতনে
সুরাসুর কিন্নর, গন্ধর্ব্ব অপ্সর নর, মায়ায় মুগ্ধ চরাচর,
কে বা সচেতনে ?।
আগম স্মৃতি বেদান্ত, সে মর্ম্ম জানিতে ভ্রান্ত, অচিন্ত্য পরম তত্ত্ব,
মা! অব্যক্ত ভুবনে।
চিন্ময়ি! হয়ে প্রসন্ন, শ্রীশে দে মা চৈতন্য, যেন মন মগ্ন সদা,
থাকে শ্রীচরণে॥ (৩)

খাম্বাজ। একতালা।

শ্রীশ চন্দ্র রায়।

দীন তারিণী, দুরিত বারিণী, সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণ ধারিণী।
সৃজন পালন নিধন কারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্ব্বস্বরূপিণী।
ত্বংহি কালি তারা পরমা প্রকৃতি, ত্বংহি মীন কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি;
ত্বংহি স্থল জল অনিল অনল, ত্বংহি ব্যোম ব্যোমকেশ
প্রসবিনি!।
সাংখ্য পাতঞ্জল মিমাংসক ন্যায়, তন্ন ২ জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়;
বৈশেষিক বেদান্ত, ভ্রমে হয় ভ্রান্ত, তথাপি অদ্যাপি জানিতে
পারে নি।
বিরূপাক্ষ আদি অন্তরহিত, কহিতে সাধক জনায় হিত; গণেশাদি
পঞ্চ, রূপে কাল বঞ্চ, কোন্ ভয় হরা ত্রিকাল বর্ত্তিনি!।
সাকার সাধকে তুমি সে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার;
কেহ ২ কয়, ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়, সেই তুমি নগতনয়া জননি!।

রচয়িতার নাম।

যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরম ব্রহ্ম কয়;
তৎপরে তুরীয় অনির্ব্বচনীয়, সকলি মা তারা ত্রিলোক ব্যাপিনি। (৪)

খাম্বাজ ঠুংরি।

মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জয় জয়ন্তি দেবী রুদ্রাণী, ব্রহ্মাণী জয় শ্যামা
কল্যাণী, জীব কলুষ বিনাশিনী, কামবারিণী নিরুপমা।
কালরূপা কাল কামিনী, ভবভামিনী গুণধামা; ভক্তজন মনবাসনা
পূরণ, তারণ তারিণী নামা
চরণ সরোজে রত্ন নূপুর বাজে, নাচে বামা অষ্টযামা; সুধাপানে
ঘোর লোহিত লোচনী, সদাশিব মনে রমা
কে জানে ধ্যানে জ্ঞানে সুর নর মুনিবর, তব মহিমার সীমা?
তুমি আদি তুমি অন্ত অনন্ত মা। মহেশে কর সিদ্ধ কামা। (৫)

সিন্ধু। পোস্ত।

(অজ্ঞাত)

ত্বং মায়ারূপিণি দুর্গে। কে জানে মায়া জননি?
কখন দরিদ্র জায়া, কখনো হও রাজরাণী
ত্বং পুরুষ ত্বংহি কন্যে, ধন্যে তুমি তুমি দৈন্যে, দয়াময়ী দয়াশূন্যে,
সৃজন লয়কারিণি।।
তুমি সুখ তুমি ক্লেশ, ত্বং পীযূষ তুমি বিষ, তুমি আদ্য
তুমি শেষ, তুমি অনাদ্যারূপিণি।—সবলা অতি দুর্ব্বলা,
অচলা অতি চঞ্চলা, কুলহীনে কুলবালা, কুলোজ্জ্বলা
কলঙ্কিনি. (৬)

ঐ ঠেকা।

রঘুনাথ রায়।

দুর্গে দুর্গতিহারিণি তারিণি।।
অনুগত প্রণত, ভকত হিতকারিণি। চিন্ময়ি নির্গুণানন্ত
গুণধারিণি।

রচয়িতার নাম

অপার মহিমা, বেদাগমে তব নাহি সীমা, আমি মূঢ় জ্ঞানহীন,
তত্ত্ব কি জানি ?—মা। স্বগুণে করুণাদানে, হইও গো চরণে,
অকিঞ্চন চিত্তচারিণী (৭)

রামকেলী। একতালা।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

জাননা রে মন! পরম কারণ, শ্যামা কভু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ, করিয়া ধারণ, কখন ২ পুরুষ হয়।
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া, ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়;
কখনো পার্ব্বতী, কখনো শ্রীমতী, কখনো রামের জানকী হয়।
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দানবচয়ে করে সভয়; কভু
ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয়।
যে রূপে যে জন, করয়ে ভজন, সেই রূপে তার মানসে রয়;
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে, কমল মাঝে কমল হয় উদয় (৮)

ভৈরবী। আড়াঠেকা।

আশুতোষ দেব।

ভৈরবী ভবতারিণী।
ভারতী ভবানী ভবরাণী, ভব সীমন্তিনী, ভবেশী ভীষণ,
রূপিণী
তামসী ভূভারহারিণী, ভবভয়ভঞ্জিনী, ভবানী ভবরাণী॥ (৯)

ঐ। ঐ

ঐ

ভৈরবী ভববন্ধন বিনাশিনী
ভীমা ভগবতী, ভব সীমন্তিনী।
ভব জায়া ভয় হরা, বিশ্বের জননী, ভ্রূভঙ্গে ভয় হর;
ভয়ঙ্করী ভবানী॥ (১০)

রচয়িতার নাম

সিন্ধুভৈরবী আড়াঠেকা।

নবচন্দ্র রায় — সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা। লোকে বলে করি আমি
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি, কারে দাও ব্রহ্মত্ব পদ
মা! কারে কর অধোগামী
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি, তুমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী,
তন্ত্রসারে সার তুমি (১১)

গারাভৈরবী একতালা।

(অজ্ঞাত) জগত তোমাতে, তোমারি মায়াতে, মোহিত জগত জন।
রবি শশী তারা, আজ্ঞাকারী তারা, সদা নিয়ম করে পালন
সংসার খেলনা দারা সুত সনে, ভুলায়ে রেখেছ (মা!) মোহিত
করিয়ে; তুমি দিয়েছ যে খেলা, আমি খেলি মা দু বেলা,
তাইতে করি হেলা নিত্য ধন
ইচ্ছাময়ি! তব ইচ্ছায় সব হয়, কিছুই জানি না মা তব মহিমায়;
তুমি নিয়ে যাও যে পথে, আমি যাই মা সে পথে, মোহে অন্ধ
অনুক্ষণ॥ (১২)

গুর্জ্জরী। তেওরা

আশুতোষ দেব — কালভয় বারিণী, কপালিনী, কালরূপিণী কাল কামিনী।
শম্ভুভামিনী, শুম্ভঘাতিনী, সমরবাসিনী সুর বন্দিনী; স্মরহর মন
মোহকারিণী, সত্যবাদিনী। (এ)।
হৃদ্বাসিনী,ত্রাসনাশিনী,ত্রাণকারিণী তিমির বরণী; ত্রিগুণধারিণী,
ত্রিদেব জননী, ত্রিলোকেশী তেজোরূপিণী
অমরবাসিনী, অমর পালিনী, অসুরদলনী আদি কারণী; আশুতোষ
হৃদি বিলাসিনী, আত্মরূপিণী (১৩)

প্রচলিত-সঙ্গীত।

আলাইয়া। একতালা।

দুর্গে দুর্গতিনাশিনী, ত্রিতাপহারিণী তারা।
ভবভাবিনী ভবানী ভীমা, ভ্রমবারিণী ভয়ঙ্করা।
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাণী, চণ্ড মুণ্ড বিখণ্ডিনী, মুণ্ডমালিনী ;—সংসার
সাগর তরণী, দুস্তারে ত্বং নিস্তারিণী, প্রস্তররাজনন্দিনি !
বিস্তার করুণা ধারা।
শুম্ভ নিশুম্ভঘাতিনী, অম্বে শম্ভু নিতম্বিনী, দম্ভনাশিনী ;—
পঞ্চানন মনোমোহিনি ! পঞ্চভূত সঞ্চারিণি ! পঞ্চোপচারে
পূজি জননি ! অঘোর বাঞ্ছা পূর্ণ করা ॥ (১৪)

ঐ। ঐ।

(অজ্ঞাত) শ্যামা ! শিবমনোমোহিনি !
তুমি থাক মা অন্তরে, সদানন্দ ভরে, (ওগো !) সাধকে শু...
জয়দে জননি ! !
ওগো কুলকুণ্ডলিনি ! কালনিদ্রাস্বরূপিণি ! কালভয় ভুজঙ্গিনি...
কালসঙ্গিনি !—যন্ত্রীরূপা তুমি শরীর যন্ত্রে, সন্ত সন্তঃ ত...
...[illegible] না পারি চিনিতে, ওগো অচিন্ত্য-
রূপিণি ! (১৫)

টোড়ী। কাওয়ালী।

রঘুনাথ রায়। মনমথ মথন মোহিনী
পরিণত কলানাথ শত, নিন্দিত হসিত বদনী।
শতদল জিনি তব চরণ দু'খানি, সাধকজন মনোরঞ্জিনী ;
অপার সংসার পারাবার, দুস্তার তারিণী।
প্রণত পালিনী, প্রণয় জনগণ সহায়িনী ; পার্ব্বতী প্রকৃতি পরা
পরমানন্দ দায়িনী, পরম ঈশানী ;—শ্রান্ত ভ্রান্ত নিতান্ত
কুপথগত, সদা অকিঞ্চন মন মা ! হয় যে ভীত, (এমন)
দুর্জ্জনে তোমা বিনে উদ্ধারে কে তারিণি ? ॥ (১৬)

রচয়িতার নাম।

টোড়ী। কাওয়ালী।

নবীনচন্দ্র দত্ত

কলুষ বিনাশিনি কালি!।
কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে, ব্রজাঙ্গনায় মন ভুলালি।
কখনো বা করে অসি, কখনো মুরলী; কভু মুণ্ডমালা গলে,
কভু বনমালী
হইয়ে বামন রূপ, ছ'লে ছিলে বলি; রাম অবতারে মা গো!
রাবণ বধিলি।
প্রকৃতি পুরুষ তারা! দুই তোমায় বলি, সৃজন পালন লয়,
মা তুমি সকলি (১৭)

ঐ। ঐ।

দাশরথী রায়

জয়দে মাতা জগদম্বে জননি! যোগেশ রমণি জয়া
জগদানন্দকারি!
জগন্মোহিনি জগজ্জন প্রাণ ধনি মা যমযন্ত্রণা বারিণি! যোগমায়া
জগদীশ্বরি!।
মা যশোদানন্দিনি! মশপ্রদা যোগেন্দ্রাণি! জীবের জীবাত্মারূপা
যজ্ঞেশ্বরি!—জগদ্ব্যাপিনি জলদরূপিণি জাহ্নবি! জীবের
জনমবারিণি, জগত তারিণি অহ কুমারি!। (১৮)

ঐ। একতালা।

নীলমণি ঘোষ।

কে জানে তোমায় তারা?।
তুমি সাকারা কি নিরাকারা?
বাক্যেতে কহিতে নারি, বর্ণেতে বর্ণিতে হারি, ন ষণ্ড ন পুমান
নারী, ব্যোম আদি ধরা;—হিতার্থে উপাধি দিয়ে, কোন
মতে নাম লয়ে, হই যেন সারা (১৯)

রচয়িতার নাম।

শ্রীরাগ। চৌতাল।

হরচন্দ্র এ মা ভবানী ভবরাণী শিবানী
সর্ব্বমঙ্গলা চপলা বরণী
ঈশান হৃদিপদ্ম স্থিতি, পাষাণদুহিতা সতী, তুংহি গতি ভগবতী,
ভবভয় নিবারিণী
শঙ্করী সাবিত্রী অংব, জগদ্ধাত্রী জগদম্বে ত্বং হি উমে ধুমে ভীমে,
শম্ভু গৃহিণী ;—ব্রহ্মা বিষ্ণু আরাধিত, অজিতে অপরাজিতে,
হরচন্দ্র অন্তিমেতে, বাঞ্ছে চরণ স্মরণী (২০)

পুরবী। আড়াঠেকা।

শিবচন্দ্র রায়। জয় গণেশজননী, সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী।
শঙ্কর বাঞ্ছিত পদ, জয় অধম তারিণী।
পতিত পাবনী তারা, শোক তাপ দুঃখ হরা, মহেশ হৃদয়ে ধরা,
অভয় চরণ দুখ নি
ভবানী ভবের ধন, জননী জীব জীবন, কল্পতরু শ্রীচরণ,
হর মনোমোহিনী
তরিতে মা ভবার্ণব, তরি শ্রীচরণ তব, অনিত্য জেনেছি সব,
তুমি সত্য সনাতনী।
ত্রিনয়নী তারা শিবে, কবে কলুষ নাশিবে, দীনে দয়া প্রকাশিবে,
দেখা দিবে নিস্তারিণি ? (২১)

ভূপালী ঝাঁপতাল।

যদুনাথ ভট্ট দনুজদলদলনী দশপাণি, ত্রিনয়নী, দশবিধ স্বরূপিণী,
দিগ্‌দশবাসিনী, জগদম্বে ! মা ! ।
জয়তি দাক্ষায়ণী, দৈত্যকুলনাশিনী, দীন গতি দায়িনী, দেবি
দুর্গে ! মা ! ।

রচয়িতার নাম।

অকূল দুখতারিণী, সকুল হিতকারিণী, ব্যাকুল চিত্তবারিণী,
ইন্দুবদনি, মা!—ত্রিজগদঘনাশিনী, নরকনিবারিণী,
গিরিরাজনন্দিনী, সিংহবাহিনি! মা, (২২)

মেঘ। ঝাঁপতাল।

(অজ্ঞাত) করাল বদনা কালী, কালভয় নাশিনী।
চতুর্ভুজে রক্তবীজে, বিনাশহ মহেশানি!।
প্রবল হইল দৈত্য, বলে নিল স্বর্গ মর্ত্ত্য, সুরাসুর রণে মত্ত,
নাহি সহে ধরণী
ওমা! গুণাতীত গুণ তব, ভেবে ভব পরাভব, অসম্ভব গুণ সব,
পুরাণেতে শুনি,—সেবিয়ে ও অভয় পদ, ব্রহ্মা পেলেন
ব্রহ্মপদ, সে যে পদ ত্যজে পদ, শবরূপ শূলপাণি॥ (২৩)

মল্লার। কাওয়ালী।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য করাল বদনী কালী কপালিনী কালিকে।
করাল কহিতে কেন কুপ্তা কর সুতে?।
জগত জননী জগদীশ্বরি! যা কর, যতেক জীবের জীবন রূপে
বিহর, অখিল ভুবনে যত চরাচর সুর নর, কে জানে মহিমা
তব তুমি সব সব তোমাতে
দনুজদলনী দয়াময়ী দাক্ষায়ণী, অশরণ জনের শরণ শুভদায়িনী,
প্রকৃতি পরমা পরমেশ্বর মোহিনী, হিম ভূধর দুহিতে;—
চতুরানন পঞ্চানন গুণ গায়, ঈষৎ স্তব গায়ায় শচীপতি হয় যায়
দশশত বদন প্রণত যার পায়, কি ভয় তোমার রামশঙ্করে
হেরিতে? (২৪)

ঐ। ঐ।

দাশরথী রায় তারিণি! ত্রিতাপহারিণি!। মা!।
আমায় তার তার তারা! প্রদানে পদতরণী।

রচয়িতার নাম।

তপনতনয় তাপে তাপিত তনয় তনু, ত্রাস নাশ তারা ত্রিবিধ পাপ
বারিণি!
তপাদি লোক মন তৃপ্ত কারিণি! তুমি তপ্তহেম-বরণি!—তন্ত্রে তদস্ত
বিহীন জানে কে তত্ত্ব? তব পদ তরঙ্গে তরণ তরণী
ত্রিগুণ ধারিণি ত্রিলোচনি! তৎাতীত তৃণ তাপবিহীন তুচ্ছ ভব,
তনয় দাশরথীর তিমির দূরকারিণি! (২৫)

ছায়ানট। তিয়ট

(অজ্ঞাত) এ মা কালিকে কালভয় নাশিনী।
কাল বারিণী, মহাকাল মোহিনী
করাল বদনা বিকট দশনা, লোল রসনা আর রুধিরে মগনা,
বামা শবাসনা, তারিণী ত্রিনয়না, বিবসনা, ঘোর বরণা,
ঘন গভীর নিনাদিনী (২৬)

কানড়া। আড়াঠেকা।

আনন্দচন্দ্র চট্টো। ভব সাগর পারা, ভব তারা, বিপদ হরং পদ নৌ বিস্তারা
অতি ঘোরতর মোহ, ভীম সমীর নিবারা, ত্রিগুণা নির্গুণা
সারা (২৭)

বাহার ঐ।

রঘুনাথ রায় ত্রিপুরা ত্রিলোক তারা, ধরাধর নন্দিনী
হাস্যযুক্ত পূর্ণেন্দু বদনী হর মোহিনী
প্রকৃতির পরা বিশ্বেশ্বরী সুরবন্দিনী, ভবহৃদিচরা বরা ধারাধর বরণী;
দশকরা নানা অস্ত্র ধরা, রিপু ভয়করা, অজরা অমরাগন
বরাভয় দায়িনী (২৮)

রচয়িতার নাম।

আড়ানাবাহার। আড়াঠেকা।

রঘুনাথ রায় — গিরিশ গৃহিণী গৌরী, গিরি নন্দিনী
গণপতি জননী গীর্ব্বাণগণ পালিনী
বিমলা বগলা উমে, বিশালনয়নী ধূমে, বিবধ বরণী বিশ্বজন বন্দিনী
সতী প্রজাপতি কন্যা, সর্ব্বস্বরূপিণী ধন্যা, সদাশিব শিব মস্তা,
শুভশালিনী ;—অর্পণা অপরাজিতা, জয়দা অম্বিকা সীতা,
অনাথ অকিঞ্চন শেষাশ্রয়দায়িনী (২৯)

বেহাগ। কাওয়ালী

ঐ — শঙ্করী সুবেশী শুভঙ্করী, সর্ব্বাণী সর্ব্বেশ্বরী ভুবনশরণী
শিশু শশধর শির সুশোভনী, শরণাগত জনে সকল সম্পদ-
দায়িনী।
সিংহবাহিনী শূল শক্তি ধারিণী, শত সৌদামিনী জিনি সুন্দরবরণী,
সারদা সুখদা সদানন্দ স্বরূপিণী ; সরৎ অকিঞ্চনে সদয় হও
নিজ গুণে, শিবে শমন দমন কামিনী (৩০)

ঐ আড়াঠেকা।

ঐ — মা ভৈরব জননী
হর হৃদিগত হৈমবতী হেমবরণী।
হিমকর তপনে। হিমগিরি বাসে। হর মায়াজালে, গো ত্রিদিবে!।
হীরকাদি মণি হিরণ রচিত হারিণী, হলাহলধর পবিত্রিণী ;—
হসিত বদনী হিতকারিণী, মা! হের অকিঞ্চনে দীন জানি (৩১)

সোহিনী কাওয়ালী।

ঐ — শৈলসুতে! স্মরহর দয়িতে মা!
শিশু শশধর শিরসি শোভিতে! শমন সদন গমন বারণ, কারণ
স্মরণ তোমার মা!

রচয়িতার নাম

সুরাসুরে শুভাশুভদায়িনি। শিবে সাধক শরণাগত সম্পদবর্দ্ধিনি ;—
সর্ব্বেশ্বরী শ্যামা সুন্দরি শঙ্করি। অকিঞ্চনে তার মা (৩২)

মোহিনীবাহার আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) শঙ্করি ভগবতি মা শক্তিদায়িনি।।
ভবহারা ভবদারা। বিশ্বজননি।
ত্বংহি অনাদ্যে আদ্যে। নিত্যসিদ্ধে মহাসিদ্ধে। কে পারে তোমার
আরাধ্যে? দুঃসাধ্য সাধিনি? (৩৩)

পরজ। কাওয়ালী।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য শঙ্কর মনোমোহিনী তারা।
ত্রাণকারিণী, ত্রিভুবন অধিবাসিনী ভব জননী, ভয়ঙ্করী
ভীমে বাণী, ভয়হারিণী তারিণী
(আড়াঠেকা) অপর্ণা অপরাজিতা, অন্নদা অম্বিকা সীতা, অসিতা
অভয়া নিত্যানন্দ দায়িনী ;—
(কাওয়ালী) বৃন্দাবন রস রসিক বিলাসিনী, ব্যাস ভাষ শম্ভু রাগ
প্রকাশিনী, কমলাকান্ত হৃদিকমল ত্রিপুর চণ্ড, বরদা
রমণী। (৩৪)

ঐ জলদতালা

(অজ্ঞাত) মা। শিবসুন্দরি।
শুভকারিণি ত্রিতাপহারিণি! নাম নিলে ভবসিন্ধু তরি
আদ্যারাধ্যে প্রধানা শক্তি, তুমি বিনে জীবের কে করে মুক্তি?
যে করে ভক্তি, শিবের উক্তি, সেই পায় পদ জগদীশ্বরি।।(৩৫)

ঐ মধ্যমান।

ঐ মা। তুমি সর্ব্ব ঘটে
বিশ্বরূপে বিরাজিছ, তিন জগতে কর্ত্রী বটে।

রচয়িতার নাম

যে দিকে যখন যাই, যখন যে দিকে চাই, তোমারে দেখিতে পাই,
বিরাজিত বিশ্বপটে
কিবা জল কিবা স্থল, কি অনিল কি অনল, তোমারি রূপ সকল,
অখিল সংসার ;—কি ভূধর জলধর, খেচর কিবা ভূচর,
তুমি সকলে বিচর, চরাচর চারু নাটে। (৩৬)

ললিত। আড়াঠেকা।

রামদুলাল নন্দি — কি কুহক তারা তোমার! ত্রিলোকে কেহ না জানে।
বলে ক্ষিপ্ত লোকে তারে, যে থাকে ঐ সন্ধানে
দ্বিধা ভাবে এক শক্তি,জননী রমণী উক্তি, ঐক্য করে ক্ষেপা ব্যক্তি,
অনৈক্য হয় ভ্রান্তি জ্ঞানে
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ, শঙ্কর প্রভৃতি পদ্ম-
যোনি ;—কুহকে কুহক দিয়ে, মায়ায় মায়া আচ্ছাদিয়ে,
চাহ মা সদয় হয়ে, শ্রীরামদুলাল পানে (৩৭)

সাধনা।

ঝিঁঝিট। ঠুংরি

(অজ্ঞাত) — গাও রে আনন্দময়ী নাম দিবানিশি অভিরাম।
ওরে আমার একতন্ত্রি। প্রাণের আরাম।
একাকী বিরলে বসে, ডুব যোগানন্দ রসে, দেখ সে রূপ অনি-
মেষে, হৃদে স্বর্গধাম।
অভয়ার অভয় চরণ, বক্ষেতে করি ধারণ, পরিহর চতুর্ব্বর্গ, ধর্ম্ম অর্থ
কাম। (১)

ঐ একতালা।

রামপ্রসাদ সেন। — দিবা নিশি ভাব রে মন! অন্তরে করাল বদনা।
নীল কাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্বসনা।

রচয়িতার নাম

মূলাধারে সহস্রারে, বিহরে সে মন জান না ; সদা পদ্মবনে হংসী-
রূপে, আনন্দ রসে মগনা।
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা ; জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়ে কেন
ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না ?।
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা, পূরাতে অধিক বাসনা ;
সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি গুণ বল না ? (২)

জংলা ঝিঁঝিট ঝাঁপতাল।

রামসুন্দর সিংহ।

কালী কল্পতরু উদয়, কর হৃদয় কন্দরে।
মম মানস সতত, পদ কমল বন্ধ রে।।
মম মানস জবাদলে, দিয়ে ভক্তি চন্দন ; পূজিলে পদ যাবে বিপদ,
হবে না মায়াবদ্ধ রে ।।
অবশ্য তারিবে তারা, পূজিলে পদারবিন্দ রে . স্ত্রী পুত্র বান্ধব যত,
পথের সম্বন্ধ রে।।.
দেহ কর নৈবেদ্য আগে, বাদ্য কর বুদ্ধি রে , ছয় রিপুকে দেহ বলি,
জ্ঞান তীক্ষ্ণ অসি ধরে
বৈরাগ্য জ্বালিয়ে দীপ, দেহ না আনন্দ নীরে ; আশা অগ্রে ভোজ্য
দিয়ে, শ্রদ্ধা দিবে গন্ধ রে
তবে সে তারিবে তারা, পূজিলে পদদ্বয় রে তিলার্দ্ধ ক্রমে হয় না
ভ্রম, বলিছে রামসুন্দরে (৩)

জংলা। একতালা।

কৈলাসনাথ মুখো

নাই মন . বিদেশ তোমার, দেখ ত্রিভুবন হয় যে শ্যামার
জলে স্থলে শূন্য বনে, শ্যামা মা যে তোমার সনে, ও তুই
রাজার মেয়ের ছেলে হয়ে, কি ধার ধারিস্ রে ভাবনার ?।
যেখানে সেখানে র'বি, মায়ের অঞ্চল ধরে চা'বি, ও তুই যা চাবি
তাই খেতে পাবি, ভবানী ভাব আপনার (৪)

রচয়িতার নাম

জংলা একতালা।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

কালী ২ বলে ডাক

মন! অন্য ভার তোমায় দিব না, এই কর মন কথা রাখ, ঘরের বাহির হইও নাক

ঘরে আছে ছজন কুজন, তাদের সঙ্গী হইও নাক; কেবল রসনা সঙ্গী বটে, যত্ন তারে বশে রাখ

ভবের যাতনা যত, তনু আছে তায় অনুগত; দুখ জানে এ দেহ জানে, তুমি ত আনন্দে থাক

কমলাকান্তের হৃদ্‌কমলে, নীলকমল ফুটেছে এক; অমূল্য নিধি আমি আপনি বলি, তোমার জ্ঞান চক্ষু খুলে দেখ (৫)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। মধ্যমান।

(অজ্ঞাত)

জানি না কি বলে ডাকি তোরে শ্যামা মা!

কখন শঙ্কর বামে, কভু হর হৃদি'পরে

কখন বিশ্বরূপিণী, কভু বামা উলঙ্গিনী, কভু শ্যাম সোহাগিনী, কভু রাধার পায়ে ধরে

কখন বিশ্বজননী, পঞ্চভূত নিবাসিনী, কভু কুলকুণ্ডলিনী, চতুর্দ্দল বিবোপরে।

যে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা, তাই ডাকি মা! বলে মা মা, ঐ অভয় চরণ পাবার তরে (৬)

খাম্বাজ। একতালা।

দাশরথী রায়

বদনে বল কালী

আজ ম'লে দুদিন হবে কালি।

কালী ২ যদি বল্‌তাম রে সকালে, তবে কি রে আমায় ছুঁতে পার্‌ত কালে? আমায় নিয়ে যায়, যমদূত কালে,সঘনে বদনে বল রে কালী।

রচয়িতার নাম

দাশরথীর মনে আছে রে এই কালি, কালী ২ বলে ঘুচাও মনের
কালি, অঙ্গে লিখ কালী, মুখে বল কালী, কালের মুখে এখন
পড়্‌বে রে কালি (৭)

খাম্বাজ কাওয়ালী

বেণীমাধব দাস
সদা, শ্রীদুর্গা জয় দুর্গা বলে ডাক রসনা!
ভেব না, শ্যামাপদ ভাব না, শিয়রে দাঁড়ায়ে শমন জেনেও
কি তা জান না?
যুগলাক্ষর "দুর্গা" নাম, যাতে পাবে মোক্ষধাম, ডাক সে নাম
অবিশ্রাম, ক্ষান্ত হইও না;—রসনা. তোর পায়ে ধরি কভু
ভুল না; ডাক্‌তে অলস কোর না;—ভাব শক্তি পাবে মুক্তি,
শিবের উক্তি জান না?
সদা পিয় নাম সুধা, ঘুচিবে বিষয় ক্ষুধা, নিরানন্দ যাবে দূরে মায়ে
ডাক না; দুর্গতিনাশিনী দুর্গা ২ বল না;—করুণাময়ীর
কৃপায় কোন কষ্ট রবে না (৮)

সিন্ধু টিমা তেতালা

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য
মন! ভেবেছ কপট ভক্তি করে শ্যামা মাকে পাবে
ছেলের হাতে মোয়া নয় যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে
সাত্‌ গেঁয়ে আর মাদ্‌বাজে, কারে কেবা ফাঁকি দিবে? সে কড়ার
কড়া তস্য কড়া, আপন গণ্ডা বুঝে লবে
আইন সুরৎ গঙ্গাজলি, ক্রবেছ সাবধান হবে; তুমি মধ্যে ২ মুখ
মুছে খাও, এ কথা কি জান্‌তে রবে?
কমলাকান্তের মন! এখন কি উপায় করিবে? কালী ২ নাম লও,
নামের গুণে তরে যাবে। (৯)

রচয়িতার নাম।

সিন্ধু। জৎ

(অজ্ঞাত) আমার রসনার বাসনা আছে, ডাকি মা তোরে গো।।
আমার মন যে পাজি, না হয় রাজি, বাদী হয় মোরে গো।
দেহের মধ্যে রাজা মন, মন্ত্রী আছে ছয় জন, প্রজা সব ইন্দ্রিয়গণ,
সদা ভয় করে গো। (১০)

সিন্ধুকাফি। ঢিমা তেতালা।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। অ পনারে আপনি দেখ, যেও না মন কারো ঘরে।
যা চাবে এই খানে পাবে, খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন পরশ মণি যে, অসংখ্য ধন দিতে পারে, এমন, কত মণি
পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ্ দোয়ারে।
তীর্থগমন দুঃখ ভ্রমণ, মন উচাটন হইও না রে। তুমি, আনন্দ
ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে? ওরে। বাজিকরে
চিন্‌লে না সে তোমার ঘটে বিরাজ করে॥ (১১)

ভৈরব। কাওয়ালী।

দাশরথী রায় ভাব, নব জলধর বরণী রে।
যদি তরিবে ভব নীরে।
দুঃখনাশিনী ঈশানী, ঈশ হৃদয় বাসিনী, পদ ভাবিলে ভাবনা
যায় দূরে রে
ওরে অন্তর! ভাব দনুজান্তকারিণী, সে ভূতান্তবারিণী শ্যামা মারে;
যেরূপ অসিতবরণী, অসি ধরে;—বাসনা পূরে জননী, বাসনা
ফলদায়িনী, বাস করে সদা পতি পরে;—কিবা সুন্দর কর
শোভা করে, নরকবারিণী নরশিরে
শিবে শঙ্কর দারা, সব সঙ্কট হরা, নাম রসে বশ কর রসনা রে;
তারা নাম পরিণামে দুঃখ হরে;—গত দিন ক্রুতগতি,

রচয়িতার নাম।

৮ তির কর সঙ্গতি, দাশরথী কেন চিন্ত না রে? শ্যামা
জনম হারিণী জননী রে? কেন জনম মরণ ফিরে২? (১২)

রামকেলী। ঢিমা তেতাল।

ঈশ্বরচন্দ্র দাস। তীর্থে কি হইবে ফল, ভোলা মন তোর ভ্রান্ত কেনে?
কোটি কল্প তীর্থের ফল, শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে
জ্ঞান গঙ্গাতে কর স্নান, দেহ কাশী কর ধ্যান, বিশ্ব সংসার তারিণী
আত্মারূপ ভাব মনে।
ষোড়শ দল উপরে, বিশ্বেশ্বর বিরাজ করে, মূলাধার হতে তার হের
, সহস্রার পানে (১৩)

ভৈরবী মধ্যমান।

নন্দকুমার রায় ভুবন ভুলাইলি গো ভুবনমোহিনি.
মূলাধারে মহোৎপলে,/বীণাবাদ্য নিনাদিনি!
শরীরে শরীরী যন্ত্রে, সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে, গুণভেদে মহামন্ত্রে, তিন
গ্রাম সঞ্চারিণি
আধারে ভৈরবাকার, ষড়দলে শ্রীরাগ আর, মণিপুরেতে মল্লার,
বসন্তে হৃৎ প্রকাশিনি!
বিশুদ্ধ হিন্দোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে, তাল মান লয় সুরে,
ত্রিসপ্ত সুর ভেদিনি!
মহামায়া মোহ পাশে, বদ্ধ কর অনায়াসে, তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে,
স্থির আছে সৌদামিনী
শ্রীনন্দ কুমার কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়, তব তত্ত্ব গুণত্রয়, কাকী-
মুখ আচ্ছাদিনি (১৪)

ঐ। ঐ।

ঐ কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে?
অহং তত্ত্ব দূরে যাবে, সংসার বাসনা সনে।

রচয়িতার নাম।

উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব, সর্ব্ব তত্ত্বাতীত তত্ত্ব,
দেখি আপনে ২।
জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্বে, পরমাত্মা আত্ম তত্ত্বে, তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে,
কুণ্ডলিনী জাগরণে
শীতল হইবে প্রাণ, অপানে পাইবে প্রাণ, সমান উদান ব্যান,
ঐক্য হবে সংযমনে
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চময় মঞ্চ, পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ,
বঞ্চনা করি কেমনে ?
করি শিবা শিব যোগ, বিনাশিবে ভব রোগ, দূরে যাবে অন্য ক্ষোভ,
ক্ষরিত সুধার সনে
মূলাধারে বরাসনে, ষড়দল লগে জীবনে, মণিপুরে হুতাশনে,
মিলাইবে সমীরণে
কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমা দে হবি নিস্তার, পার হবে ব্রহ্মদ্বার,
শিব শক্তি আরাধনে (১৫)

ভৈরবী। মধ্যমান।

বিপ্রদাস তর্কবাগীশ

যদি ভবনদী পার হতে থাকে বাসনা
দক্ষিণা কালিকা কৃষ্ণ, ভেদ কোর না
অসিধারী বংশীধারী, পীতাম্বর দিগম্বরী, দ্বিভুজ মুরারি হবি,
লোল রসনা
বনমালী মুণ্ডমালী, শিখীপুচ্ছ শশিভালী, দেখ এই কৃষ্ণকালী,
অভেদ মনে না ॥ (১৬)

ঐ। কাওয়ালী।

আশুতোষ দেব।

যদি বাঁচিবে রে মন। সংসার চিররোগে,
সুবিচার মহৌষধি কর রে সেবন

রচয়িতার নাম

ভস্ম কর অহঙ্কার, চূর্ণ কর মমতার, বিবেক রসেতে সাধু পীলে যবযং
অমুপান শুন বলি, জগতে তুমি হবে বলী, গুরু নামাবলী আশু কর রে লিখন (১৭)

ভৈরবী। একতালা।

দাশরথী রায় — ব্রহ্মাণী বাণী ভবানী সে বাণী, বলনা বসনা অনিবার
ভব তরিবার তরণী তারিণী, চরণ স্মরণ কর সার।
মন! তারা বল ২, বল পাবে হবে সম্বল, পথ চলিবার ;—
নিত্যধন ত্যজি অনিত্য আশ্রয়, কেন পাপচয় কর রে সঞ্চয় ?
দারা সুতচয় পথের পরিচয়, পরিণামে বাদী পরিবার
ভয় নিবারণ অভয় কারণ, অভয় চরণ অভয়ার ;—দশানন ভয়ে
ভীত হইয়ে, আশ্রিত দাশরথী শ্রীচরণে যাঁর (১৮)

ঐ। ঐ।

ঐ — দীনতারা ভবতারা ভবদারা, গুণালাপে দিন হর রে!
সার কর রে শমন ভবন, গমন বারণ কারিণী তারিণী,
ত্রিতাপহারিণী, যে তারিণী পদ, তরণী বিপদ সাগরে।
আপনি আপন এ পণ স্বপন, বৃথা আলাপন ছাড় রে ;
সদা ধর ২ গঙ্গাধর প্রিয়ে, ধরাধর মেয়ের গুণ অধরে
ত্যজে মায়ানিদ্রা হবে জাগরণ, কর রে স্মরণ জননী চরণ, জন্মিবে
সুখ জনম বারণ, বারম্বার জঠরে ; যখন সে ঘন বরণী, সুবেশ
শরণীর গুণ স্মর রে —যেন লয় কালে নাহি লয় কালে,
কালীদাস ব'লে দাশরথীরে (১৯)

গারা। আড়াঠেকা

রামদুলাল নন্দি — মন! কি ভুলে ভুলিয়াছ, ভুলে কি ভুলিতে নার?
ভুলে মূল হারাবে পাছে, মূলেরি সন্ধান কর

রচয়িতার নাম।

ভাই বন্ধু দারা সুত, পরিজন আছে যত, যাকে অতি ভাল বাস,
সে রূপ ভাব মায়ের
নিত্য বস্তু পরমাণু, যার চয়ে হয় তনু, সংযোগ হইলে ধ্বংস, ভেবে
দেখ কেবা কার?—শ্রীরামদুলাল রটে, সদা ফির মাঠে ঘাটে,
ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে, ভাব তুমি সেই সার (২০)

গারাভৈরবী। জৎ।

রামপ্রসাদ সেন

হৃদকমল মঞ্চে দোলে, করালবদনী, শ্যামা।
মন পবনে দুলাইছে, দিবস রজনী ও মা।
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা, তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা,
ব্রহ্ম সনাতনী ও মা
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়! কাম আদি মোহ
যায়, হেরিলে অমনি, ও মা
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে ছেড়েছে মায়ের কোল, রামপ্রসাদের
এই বোল, ঢোলমারা বাণী, ও মা (২১)

ঐ। ঐ

ঐ

ভেবে দেখ মন! কেউ কারো নয়, মিছে ফির ভূমণ্ডলে
১——দিন দুই তিনের জন্যে ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই বলে; আবার
সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে।
যার জন্যে মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যাবে চলে? সেই প্রেয়সী দিবে
গোবর ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধর্‌বে চুলে; তখন ডাক্‌বি কালী ২
বলে, কি করিতে পার্‌বে কালে?। (২২)

ঐ। ঐ।

শম্ভুচন্দ্র রায়।

তীর্থবাসী হওয়া মিছে, তীর্থবাসী হওয়া মিছে।
শ্যামার চরণ বিনা রে মন! কোন্ তীর্থ কোথায় আছে?।

রচয়িতার নাম

শুনেছি যে লোকে বলে, অযোধ্যা নগরে গেলে, দেখিলে সে রাম
লীলে, সকল পাপ ঘুচে ,—পুন মুনি লেখেন বেদে, সেই রাম
পড়ে বিপদে, দিয়ে রক্ত জবা কালী পদে, তবে ত রাবণ
বধেছে

দ্বারকা মথুরা পুরী, শ্রীবৃন্দাবন আদি করি, কৃষ্ণ যথা লীলাকারী ,
লীলা করেছে , -সেই কৃষ্ণের জন্ম যখন, কংস রাজা বধে
জীবন, মায়া রূপ হয়ে তখন, কৃষ্ণের জীবন বাঁচায়েছে

শিবের কৃত কাশী ক্ষেত্র, সকল তীর্থের সার তীর্থ, যে দেখেছে
সেই তীর্থ, মুক্তি পেয়েছে ;—শম্ভু ভাবে দিবা নিশি,
যার কৃত সেই কাশী, আপনি হয়ে শ্মশানবাসী, শ্রীচরণ
হৃদে ধরেছে (২৩)

গারাভৈরবী। জৎ।

নবচন্দ্র রায়

চল যাই কায নাই (তাবাব তালুকে বে)
কখন্ আছি কখন্ নাই, এ তালুকের মুখে ছাই

পঞ্চ জনার জামিন দিয়ে, এনেছ বয়নামা লয়ে, ভুগিলে বিষয় পেয়ে,
শোধাতে পাবে সাজাই

যড় বিপুর জ্যেষ্ঠ যে, কানমগুই হয়েছে, সেই হস্তবুদে অন্ধ করে',
ফিরিতেছে যে সদাই

ক্রোধ হল পট্টয়ারি, লোভ মোহ মোহরী, খাজাঞ্চি হয়েছে মদ
মাৎসর্য্য এই দুটি ভাই

যখন তোমার তলব হবে, সঙ্গী সবে পলাইবে, তখন কার দোহাই
দিবে ? (আমার) মা বিনে আর গতি নাই

ভেবেছ রাখিবে বাকি, বাকি রেখে দিবে ফাঁকি, রয়েছে যমগাই
সে ত নিলাম করে লবে রে !—নরচন্দ্র কথা লয়ে, পাপ মহলে
ইস্তফা দিয়ে, দুজনে বিরলে গিয়ে, গুণময়ীর গুণ গাই । (২৪)

বচয়িতার নাম।

সিন্ধু ভৈরবী। একতালা।

কালীদাস সরকার

কালী কল্পতরু মূলে, মনপাখি। কর রে বাস।
ঘুচিবে ভব পিপাসা, রবে না আর যাওয়া আসা।
ক্ষুদ্র উদরেরি তরে, উড়িতেছ শূন্য ভরে, আধার ২ করে,
না পূরে প্রত্যাশা।
এখনো উপায় কর, কালীপদ সার কর, তাঁহারে সদাই স্মর,
সফল হইবে আশা। (২৫)

ঐ। ঢিমে তেতালা।

নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

এবার জানব তারা কেমন তুমি পতিতপাবনী।
আটাসে পুত্র পেয়েছ কি বিভীষিকায় পলাব আমি?
ধর্‌ব জটে আন্‌ব তটে, পলাতে পার্‌বে না ছুটে, ভক্তি ডোরে
বেঁধে এঁটে, শিরে লব পদ দুখানি।
বাক্য ব্যয়ে কি প্রয়োজন, ভক্তি সংগ্রামে কর্‌ব রণ, যোগধনুকে
ছাড়্‌ব বাণ, আকর্ষণে আস্‌বে জননি।
তব পয়োধরের পয়, পান করে হই দিগ্বিজয়, ঐ জোরে সর্ব্বত্র
অভয়, অভয় পদ মাগি আমি।
বাপের সুকন্যা হয়ে দ্বিজ নবীনে চরণ দিয়ে, এস বস মম হৃদয়ে,
হেরব চরণ দুখানি। (২৬)

ঐ। মধ্যমান।

শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী

নীলবরণী কে কামিনী? কন্দর্প দর্পহারিণী
নবঘনে সুশোভিত, জিনি কোটি সৌদামিনী।
কি কায ঘরে নগরে? ডুব সে রূপ সাগরে, নাম সুধা ধর অধরে,
ভাব রে দিবা যামিনী।
কিবা ধর্ম্ম কাম অর্থ, মহাদেব যায় উন্মত্ত, যোগীর যোগে
পরম তত্ত্ব, নিত্য চিন্তেন চিন্তামণি

রচয়িতার নাম

অন্তর্বাহ্য শাস্ত্র তর্কে, আধারাদি ষট্ চক্রে, দেখ চন্দ্রানন অর্কে,
সহস্রদল দামিনী
যাঁর মায়ায় মুগ্ধ জীব, যাঁর কৃপায় মুক্ত শিব, যে নামে নাশে অশিব,
শ্যামাচরণে তরণী (২৭)

যোগিয়া। একতালা।

রঘুনাথ রায় — অভয়ার অভয় পদ কর মন সার
ভয় ভয় পেয়ে দূরে যাবে যে তোমার
অকর্ম্ম জনিত ভয়, যদি ভোগাধীন হয়, ভয়হারা তারা নামে,
পাইবে নিস্তার
ভ্রান্তিযুক্ত প্রান্তিহীন, হেলায় হারালে দিন, অধুনা বিহিত বচন,
শুন রে আমার ;—অচঞ্চল হয়ে চিন্ময়ী শক্তি ধ্যান কর রে!
না হইও অকিঞ্চন আকিঞ্চনে বদ্ধ আর॥ (২৮)

গান্ধার। একতালা

ঐ — ভবসিন্ধু মাঝে কি শোভে রে তারিণী
পদ যুগল বিচিত্র তরণী।
যদি হবি পার, এ অপার সংসার পারাবার, কর সার চরণ দুখানি।
ওরে মূঢ় মন শুন, বলি তোমায় পুনঃ ২, বৃথা কেন ভ্রমিছ
অমনি ?—অকিঞ্চনে বিস্তার বিচার করে', নিস্তার,
তারা কর্ণধার স্বরূপিণি! (২৯)

আলাইয়া। ঢিমা তেতালা

দাশরথী রায় — আমি আছি মা তারিণি! ঋণী তব পায়।
মা! আমার অনুপায়; ভজন পূজন, দিয়ে বিসর্জ্জন, বিষয় বিষ
ভোজনে প্রাণ যায়।

রচয়িতার নাম।

জঠর যন্ত্রণা পেয়ে বল্লেম্; এবার ভক্তিতে তোমায় ভবে আমি
চল্লেম; সুপুত্র হব রব স্বপদে, ত্রিসন্ধ্যে দিব তব শ্রীপদে;—
আমি ধরায় পতিত হয়ে, রয়েছি পতিত হয়ে, পতিতপাবনি!
ভুলে মা তোমায়
হলনা সাধনা আর হয় না; হে দুর্গে! মা আমার দুঃখ ত আর
সয় না; অপার দাশরথীর শঙ্করি! হয়না মানস বশ কি করি?
—মা যদি মা মনে করে', স্বগুণে বন্ধন করে', মুক্তকেশি!
মুক্ত কর এ ভব বন্ধন দায় (৭০)

আলাইয়া। ঢিমা তেতালা।

দাশরথী রায়।

কালি! আমারে কি কালের হাতে সঁপিলে?।
কাল শাপ হানিলে; এ মা . কৃতান্তের নিতান্ত পণ, লয়ে
করিবে গমন, নাহি মানে নিবারণ বুঝালে।
কাল ভয় কি করি বল না? এ মা কাল গেল কাল এল
কালাকাল সে মানে না, কালীর নাম সাধন তখন হবে না;
শুনালে শ্রবণে শুনতে পাব না;—যখন অন্তিম সময় হবে,
শ্মশানেতে লয়ে যাবে, তখন আমি কারে ডাক্‌ব মা বলে (৭১)

ঐ। ঐ।

ঐ

যদি হের গো তারিণি! কৃপানেত্রে
আমি ভজন পূজন হীন, দীন অভাজন, বৃথা জনম হল আমার
কর্ম্মক্ষেত্রে
তবাংঘ্রি সরোজ সাধন বিনে; নাই অন্য ধন দয়াময়ি!
গো নিধন দিনে, নিবারিতে দিনমণি পুত্রে;—মনে করি
কর ধরি, ধ্যান করি ওগো শঙ্করি! কিছু করিতে দিলে না
কর্ম্মসূত্রে
মন ত পামর মোর সদার্থলোভী, জ্ঞান পদার্থ হীন দোষে মজিলাম;

রচয়িতার নাম।

না হয় ত্বৎপদে নত, যাতে ঘটে পদচ্যুত, পদে ২ সে
বিপদে মজিলাম ; কেবল অলসে অতুল পদে ত্যজিলাম ,—
এখন ভরসা স্থল, দাশরথীর কেবল, আমি শুনেছি
ত্যজে না মা মায়ের কুপুত্রে (৩২)

আলাইয়া একতালা

শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী

মরি হায় ২ রাঙ্গা পায়, কে দিয়েছে জবা ?
যেন কনক অচলে অরুণ প্রভা
যে পূজিল চরণ সেই বিশারদ, তাহারি হৃদয় হবেরি আস্পদ,
এ ভবসাগর বিপদ গোস্পদ, মোক্ষপদ তার দুর্লভ কিবা ?
ভাগ্যে থাকে পদ পাবে দরশন, ভবানীতি বাণী ভুল না রে মন .
শ্যামাচরণের স্পৃহা সে যেমন, চকোর চন্দ্রিমা সুধারি লোভা
(৩৩)

ঐ। ঠুংরি

প্যারীমোহন কবিরত্ন

শ্যামাধন সাধন কর, সামান্য ধনে কি হবে ?
নিলে থুলে নিধন যে ধন, সে ধনে মন কায্ কি তবে ?
জগত আরাধ্য ধন, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন, শঙ্করের সঞ্চিত যে ধন,
সঙ্গেতে সঞ্চিত রবে
ধনেশ্বর বল্‌বে ধনী, মহেন্দ্র মানিবে মানি, সুরপুরে জয়ধ্বনি,
সুরধুনী কোলে লবে।
ধান্য ধন ধরণী ধন, হয় হস্তী গোধন গো-ধন, জ্ঞান তুলেতে কর
ওজন, এ সব ধনে পাষাণ সবে
কি ছার বস্তু পরশ পাথর ? বাঞ্ছে যত অবোধ নর, তন্ত্রে বলে
তাহা ইতর, সাধক যে সে কেন ছোঁবে ?
রূপা সোণা মণি মাণিক, উপাসনা করে বণিক, এ সব সম্পদ ক্ষণিক,
ভাগিদারে ভাগ বসাবে।

রচয়িতার নাম

ঢেকে রাখতে চাই না সিন্দুক, চৌকি দিতে চাই না বন্দুক, তাঁর
নামটি ভীমা ভয়ঙ্করী, ভয় করে যাঁরে ভৈরবে ॥ (৩৪)

আলাইয়া আড়াঠেকা।

রসিকচন্দ্র রায়।

আয় গো ভুবনেশ্বরি, জগজ্জননি
হৃদিপদ্মে বেথে সাজাই, পাদপদ্ম দুখানি
এস গো মা মম বাসে, হেমাঙ্গ সাজাব বাসে, যে কাল মন ভাল
বাসে, কৃত্তিবাসের মনমোহিনি!
হবে অবিরত রত, দিয়ে মম কত শত, সাজাব গো মা!।—
(ভব) ভ বিয়ে যে পায় না পায়, সে পদ বিনে পার না পায়,
ব্রহ্মা আদি হয় নিরুপায়, রসিকের কি উপায় গুনি (৩৫)

বিভাষ। আড়াঠেকা।

মাধবচন্দ্র।

আর কত ঘুমাবি কুলকুণ্ডলিনি, মূলাধারে গো।
জাগ মম অন্তরে জাগ, জাগ ২ সহস্রারে।
আমায় দিয়ে মায়া নিদ্রা, মা তোমার কি কপট নিদ্রা? আমার
আগত যে মহানিদ্রা, অজপা ফুরাইবারে
কিবা রাত্রি দিনের বেলা, এ কি ঘুম তোর দিনের বেলা?
আমি কালভয়ে গিরিবালা! মা মা বলে ডাকি তোরে
এ মা, মাধব এই অভিলাষী, আশী লক্ষ ভ্রমি আসি, আমায় মুক্ত
কর মা মুক্তকেশি! যেন আর না আসি এ সংসারে (৩৬)

ঐ। একতালা।

রামপ্রসাদ সেন

তারা! আছ গো অন্তরে, মা! আছ গো অন্তরে
কুলকুণ্ডলিনি ব্রহ্মময়ি। মা!
এক স্থান মূলাধারে, আর স্থান সহস্রারে, আর স্থান চিন্তামণি
পুরে;—শিব শক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে

রচয়িতার নাম।

ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে স্থনিদ্রিতা, এই ধ্যান করে ধন্য নরে ,—মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান, অনাহত বিশুদ্ধাখ্য বার

বর্ণ রূপা তুমি বট, ব স ব ল ড ফ ক ঠ, ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে ;—হ ক্ষ আশ্রয় ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু, চিন্তা এই শরীর ভিতরে

ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি, ক্রমে বাস পদ্মের উপরে ,—গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার, আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে

অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ, গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে ;—ধরা জল বহ্নি বাত, লয় হয় অচিরাৎ, যং রং লং বং হং হোং স্বরে।

ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি, চরণ যুগলে সুধা ক্ষরে ;—তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু, এক আত্মা ভেদ কেবা করে ?।

উপাসনা ভেদ ২, ইথে কোন নাহি খেদ, মহাকালী কাল পদ ভরে ;—নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই, থাকে জীব শিব কর তারে

মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি আর বিষয়ে মজে, পুনরপি আসিয়া সংসারে ?—আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ, হংসীরূপে মিল হংসবরে

চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর, শত শতদল শিরোপরে ;—শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি প্রসাদের কথা, যোগী ভাসে আনন্দসাগরে। (৩৭)

বিভাষ। একতালা।

আশুতোষ দেব

জাগ জাগ কুলকুণ্ডলিনি।

চতুর্দ্দল যুতে, স্বয়ম্ভু সহিতে, নিদ্রিত কি রবে জননি ?।

রচয়িতার নাম।

৭দে ২ পৃথক্ মূর্ত্তি,সিতাসিত নানা জ্যোতি, চাও গো ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রি।
জ্ঞাননেত্র প্রদায়িনি.
এস গো শিবসি সবোজোপরে, বিরাজ কর গো শ্রীনাথ উরে,
থাক গো আনন্দা আনন্দ ভরে, সদা সিন্ধুরস পায়িনি। (৩৮)

বিভাষ　একতালা

গুরুদাস চক্রবর্ত্তী　ভাল সুখশয্যায় সুনিদ্রায় আছ মন.
হবে তোর ভৌতিক দেহ পতন
তোর সুখশয্যা কুশয্যা হবে, ভূশয্যায় পড়ে রবে, শীঘ্র কর রে মন.
তৃণ শয্যার আয়োজন
কালবশে ভুলে হারাইলে পরম ধন, জানিস্ না যে রবিসুত দূত
ফিরে পাছে অনুক্ষণ, এখনো ভ্রান্তি ত্যজ, ভজ সেই পরম
রতন
যার নাম শ্রবণমাত্র ত্রিলোক পবিত্র, রবিপুত্র হয় রে দমন;
গুরুদাসের ভরসা কেবল ভবানীর শ্রীচরণ (৩৯)

টোড়ী। কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত)　মন. মিছে মায়ায় ভুল না
হল না সাধনা, একি তব বিবেচনা? পাইয়ে অনিত্য দেহ ব্যর্থ ধনে
বাসনা
বাল্যাদি যৌবন কাল, কুবসাভিলাষে গেল, নিকট হইল কাল
ভেবে দেখ না;—তথাপি চঞ্চলচিত্ত না হল চেতনা
ভবসিন্ধু তরিবার, উপায় নাহিক আর, বিনা শ্যামা মায়ের শ্রীচরণ
সাধনা; অতএব অবিশ্রাম, মুখে বল কালী নাম, যেই শ্যামা
সেই শ্যাম দ্বিধা ভেব না,—অন্তে পাবে মোক্ষধাম, রবে না
ভব যন্ত্রণা (৪০)

রচয়িতার নাম।

দেওগিরি। কাওয়ালী

প্যারীমোহন কবিরত্ন। এই বেলা মন! নে রে ডেকে
নীলাব্জ বরণী মাকে ; নিদান ২ কচ্ছে শমন, কখন নেবে নিদান ডেকে
কাল নিলে নিদানে ডেকে, কা'র শক্তি যে রাখ্‌বে ঢেকে ? শেষে যাবে ডাকে ২, তখন আর কি হবে ডেকে ?
জ্ঞাতি বন্ধুগণে ডেকে, কায়াটা কাপড়ে ঢেকে, কাঁদ্‌বে সবে ডেকে ২, সাড়া কেউ পাবে না ডেকে
চুল পেকেছে দাঁত পড়েছে, পরমায়ুর মিয়াদ্‌ গিয়েছে, পরয়ানা দেখ্‌ এসেছে, অতএব বলি তোকে (৪১)

মুলতান। কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) কালী, পদাম্বুজের আশা, মিছে কর মন!।
যা হবার তা হয়েছে নিয়েছেন পঞ্চানন।
প্রাণপণে ত্রিপুরারি, রেখেছেন হৃদয়োপরি, অনিমেষ করিয়ে নয়ন ;
বল না কি রূপে পাবে, আমারে বুঝাও ভাবে, বিশ্বাস না হয় কদাচন
গঙ্গাজল করে লয়ে, বিল্বদল তায় মিশাইয়ে, পার যদি ভুলাইতে, ভোলানাথ মন (নৈলে) (৪২)

ঐ একতালা।

ব্রজমোহন রায়। ম . অ মার অন্তরে, জাগ গো কুলকুণ্ডলিনি .
তোমায় অন্তরেতে রাখি, নিয়ত নিরখি, অন্তর না করি দিবা রজনী
করি উপাসনা, ত্রিগুণে বাসনা, পূরাও শবাসনা! করুণা করি ,—
আসি মানস মন্দিরে, (তারা গো!) পূজিয়ে তোমারে, জনম সফল করি জননি!

বচয়িতার নাম।

ভক্তিপুষ্প করি শ্রদ্ধা সচন্দন, তাঞ্জলি করি চরণে অর্পণ নেত্র মুদে
মনের সাধে, কালীরূপ করি দরশন ;—কামাদি ছয় বলি,
দিব গো করালি! বিবেক অসি করে ধারণ করি ;—আগি
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিব, (তারা গো) হিংসাহুতি দিব, তবে ব্রজে
শিব ঘটে শিবানি! (৪৩)

মুলতান। একতালা

দাশরথী রায়

জীব! সাজ সমরে
ঐ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে
ভক্তি রথোপরি তুলে শ্রদ্ধা তূণ, রসনা ধনুতে দিয়ে প্রেমগুণ,
ব্রহ্মময়ী নাম, (জীব রে! জপ) ব্রহ্ম অস্ত্র জ্ঞান, (তাহে)
সংযোগ করে'
ও মন! শীঘ্র কর বিধি, তোর আছে কামাদি, ঘরভেদী ছজন
দুরাশয় ; তাদের ধৈর্য্য রজ্জু দিয়ে, বাঁধহ বিয়ে,
কালের হাতে না যায় এ সময় ;—আর এক আছে যুক্তি
চাইনে রথ রথী, শত্রু বিনাশিতে হবে সুসঙ্গতি,
রণস্থল যদি করেন দাশরথী, ভাগীরথী তীরে (৪৪)

ঐ ঐ

রসিকচন্দ্র রায়

আয় মা সাধন সমরে
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে
আরোহণ করি পুণ্য মহারথে, ভজন পূজন দুটি অশ্ব যুড়ি তাতে,
দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান, ভক্তি ব্রহ্মবাণ, বসে আছি ধরে'
এ মা! দেখব আজ রণে, শঙ্কা কি মরণে? ডঙ্কা মেরে লব
মুক্তিধন ; বারে ২ রণে তুমি দৈত্যজয়ী, এবার আমার
রণে এস ব্রহ্মময়ি! দ্বিজ রসিক চন্দ্র বলে, মা তোমারি বলে,
জিনিব তোমায় এবারে (৪৫)

রচয়িতার নাম

মুলতান একতালা।

* মন. মজ অভয়াপদে যদি পার পাবে ঘোর ভয়াপদে
শমন দমন ঐ শ্রীচরণ, ভাব মন নিরাপদে
যে পদ বিভব ভাবে ভাবে ভব, ভাবিলে ভবেতে ভাব অসম্ভব,
অভাবের অভাব সব হয় সুলভ, সম্পদ পদে ২
বশ. বশ করি বশ.বে বসনা। শ্যামা বিবসনা শিবে শবাসনা,
সবাসনা করি তব উপাসনা, অঘোরে বরদে বর দে (৪৬)

—

ঐ। ঐ।

নন্দকুমার রায় কালীপদ সরোজ রঙ্গে, সহজে ভৃঙ্গ হও না মন।।
পদে মত্ত হও মকরন্দে গন্ধে, সদানন্দে রওনা মন
মধুর ধারা বহিছে তাঁর চরণে শরণ লও না মন। পদে লিপ্ত হও,
ত্বরায় যাও, উদর পূরিয়া খাও না মন।
শিরসি পদ্মে, পাদপদ্মে, পদ্মে পদ্ম বিকশিত; তাহে রিপু ছজন,
করি চরণ, ষট্‌পদ হও ত্বরিত;—উড়িতে শক্তি নাই যদ্যপি,
তত্ত্বপথে ধাও না মন। ঈষৎ উড়ে ২, মায়ের পাদে পড়ে,
গুন্ ২ গুণ গাও না মন।
যুগ্ম পদ্ম ত্যজিয়া বন্ধ, মায়া কেতকী ফুলেতে; তাতে কেবল ধন্ধ
গন্ধ মাত্র, অন্ধ তত্র রেণুতে,—জড়িত পঙ্ক কণ্টকে ঘন,
তথায় বিবশ হওনা মন. কি সুখে রও নিবস পুষ্পে,
কি রস পাওহে কও না মন?
বিষয় সিমুল মুকুলে মন। ব্যাকুল চিত্ত হতেছ; ব্যর্থ অর্থ
চিন্তা সতত, নিত্য অর্থ ভুলেছ;—কুমার বলে ওরে ভৃঙ্গ।
দুরাশা ভঙ্গ হও না মন। মায়ের পাদপদ্মে আশা বাসা,
কর ত হে যাও না মন? ॥ (৪৭)

—

রচয়িতার নাম।

মুলতান। একতালা।

রামপ্রসাদ সেন   কার্ বা চাকরি কর? (রে মন,)
ওরে! তুই বা কে তোর মনিব কে রে, হলি কার নফর?
মহছিবা দিতে হবে, নিকাশ তৈয়ার কর, ও তোর আম্‌দানিতে
শূন্য দেখি, কর্জ্জ জমা ধর
দীন রাম প্রসাদ বলে, তারার নামটি সার; ও রে!
মিছে কেন দ'বা স্তুতের বেগার খেটে মর? (৪৮)

ঐ। ঐ

ঐ   মন! কালী কালী বল
বিপদনাশিনী কালীর নাম, জপ না রে মন! কেন ভুল?।
কিঞ্চিত ও কোর না ভয়, দেখে অগাধ সলিল; ও রে.
অনায়াসে ভবনদীর কালী কুলাইবেন কূল
যা হবার তা হল ভাল, কাল গেল মন কালী বল;
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধুলা, ভব পারাবারে চল।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কেন মন এমন ভুল? ও রে!
কালী নাম অন্তরে জপ, বেলা অবসান হল (৪৯)

ঐ। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত)   মানসে মহেশ দারা, ভাব ওরে মন!
ভুলিযে পরম তত্ত্ব, কি তত্ত্বে আছ মগন?
শিবে শিবা সংযমনে, কুণ্ডলিনী জাগরণে, আন তাঁরে বক্ষাসনে,
নাহ শ্রম পর্য্যটন
আদ্যে প্রদানহ পাদ্য, স্বাধিষ্ঠান পযোপাদ্য, অর্ঘ্য যথাবিধি সাধ্য,
দল জল আচমন।
ত্যজিযে বিষয় পঙ্ক, সগন্ধ প্রসূন পঙ্ক, প্রাণ ধূপ দীপ তেজ,
সুখে কর সমর্পণ।

রচয়িতার নাম

অমৃত তত্ত্ব নৈবেদ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে বধ্য, কবি অনাহত বাদ্য,
জ্ঞানাস্ত্রে কর ছেদন
পানীয় সুধাব্ধি বারি, চন্দ্রাত্মক শির ধরি, দেখরে দিবা সর্ব্বরী,
শিবেরি সর্ব্বস্ব ধন (৫০)

মুলতান কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) কি ধন তোমারে দিতে পারি? (আমি)
নয়ন মু'দে দেখ্‌লাম উমা! ব্রহ্ম ও তোমারি
কি দিব মা রত্ন বাস? রত্নাকর যে তব দাস, স্বর্ণ কাশীপুরে বাস,
অন্নপূর্ণেশ্বরি.
কে বলে ভিখারী হরে? কুবের যার ভাণ্ডারী বরে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু যান দ্বারে, চরণ ভিখারী (৫১)

ঐ একতালা।

রামপ্রসাদ সেন। কালী গুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে, এ তনু তরণী ত্বরা চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কি বা? মনকে কর নেয়ে
দক্ষিণা বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল, কাল রবে চেয়ে;—
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অনিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী, পলাইবে ধেয়ে (৫২)

ঐ। কাওয়ালী

দাশরথী রায় আপদের আপদ তারিণী পদ
চিন্ত ভ্রান্ত মন! যে জন যতনে ভাবে তারাপদ, তারা
হরে তার্ আপদ
যে পদ বাঞ্ছিত যে যোগীন্দ্র ফণীন্দ্র, ভাবিলে যে পদ ভব সাগর
গোষ্পদ বোধ, যে পদ সদা শিবের সম্পদ।

রচয়িতার নাম।

ওরে! দেবের দেবত্ব যখন হরিল দৈত্য,পদ ভেবে পায় অমরে স্বপদ,
যে পদ স্মরণে পরম র্থ কৃতার্থ যথার্থ;—দোষ পদে২ কেনে?
শিবস্তব পদ ধ্যানে, দাশরথীর কর মতি নিরাপদ। (৫৩)

গৌরী। একতালা।

প্যারীমোহন কবিরত্ন

কালী যে কেমন ধন কে জানে?
ধ্যানে কি জ্ঞানে; বাক্য মনের অগোচর, আগমে যাঁরে বাখানে
চিন্ময়ী চিৎস্বরূপা, চিত ক্ষেত্র চারিণী, ব্রহ্মমাতা বরপ্রদা
ব্রহ্মরন্ধ্র বাসিনী; সহস্র দলেতে সদা, থাকেন ঈশান সনে।
প্রকৃতি পুরুষ রূপে লীলায় করেন নৃত্য, সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য
কিছুতে নন লিপ্ত; কর্ম্মফলে ভূমণ্ডলে ভোগে মাত্র ভূতগণে
ঘটে পটে মঠে কাঠে, যে ভাবে যে কল্পনায়, কর্ম্মফলে কালে
আসি, কালী দেখা দেন তায়; পুরাতে সাধকের সাধ,
সাকারা হন স্বগুণে
আশুতোষ অজ ইন্দ্র য দবেন্দ্র যে মায়ায়, মৃণালের তন্তু মধ্যে
পলকেতে আসে যায়; প যত্র প্যারী তবে, সে কালী
পাবে কেমনে? (৫৪)

পুরবী। কাওয়ালী

দাশরথী রায়।

ভাব কি? ভাব না মন ভবানীরে
গেল দিন দীনতারিণী পদ, স্মরিতে তর না মন. ভবানীরে
ওরে মন মধুকর। কি কব রে সুধাকর,—শেখর রমণী নাম সুধা
পান কর গান কর, দুস্কর ভাস্কর তনয় ভাবনা যায় দূরে (৫৫)

রচয়িতার নাম

পূরবী। একতালা।

রাজমোহন আশলী। দিন যায় দীনতায়, ভাবনা মন তায়, কর না তার উপায়।
দিনের দিন হল তনু হীন ক্ষীণ, কবে হবে আর এ দীনের দিন ?
মানে না ক্ষণ দিন শমন কঠিন, কবে নিয়ে যায়
পরিবারের প্রতি সদা টানে মন, কেশে ধরে আবার টানিছে শমন,
কোথা যায় বল একা রাজমোহন ? টানাটানায় পড়ে প্রাণ
যায়। (৫৬)

হাম্বির মধ্যমান।

শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী। শক্তিমার মহামন্ত্র কর রে আশ্রয়
শক্তিতে হইলে ভক্তি, মুক্তি হইবে নিশ্চয়।
ব্রহ্মা বিষ্ণু লয় কারী, সকলের সংহারী, মহাকাল ত্রিপুরারি,
অন্তেতে শক্তিতে লয়
শক্তি পূজা শক্তি ধ্যান, শক্তি জ্ঞান বে অজ্ঞান। শক্তি ভিন্ন
নাহি ত্রাণ, শক্তিযোগে কালে জয়
শুচ্যশুচি কালাকাল, ত্যজ এই ভ্রমজাল, উপাসনা সর্ব্বকাল,
ভাল মন্দ অনিশ্চয় ;—নাহি তার নিষেধ বিধি, অবিধি
সেই সুবিধি, বিধি অপ্রাপ্তে বিধি, শ্যামাচরণ সে চিন্ময় (৫৭)

সুরট। কাওয়ালী

দাশরথী রায়। ও মোর পামর মন। এখনো বল না কালী
কোর না রে মন, আজি কালি ; আজি কালি করে কি কাটালি
চির কালি ? কি হবে কাল এল, কেন কালীপদে
না বিকালি ?।
ত্যজে মিছে বাদ রে ভজ রে মন কালী, মিছে কাদে থেক না
মন কোন কালি ; অঙ্গেতে লিখিয়া কালী, কর কালী
নামাবলী, না লিখিয়া কালী কেন বিষয় কালি মাখালি ?

রচয়িতার নাম।

জঠরে যন্ত্রণা পেয়ে প্রতিজ্ঞা শিখালি, এবার কালীর পদ ভজিব
ত্রিকালি ; সে বচনে দিয়ে কালি, দাশরথীরে কি আঁকালি ?
বলিব বলিয়া কালী কেন বদন বাঁকালি ? (৫৮)

— —

সুরট। কাওয়ালী

দাশরথী রায় কি জন্যে ভবরোগে ভোগ রে ভ্রান্ত মন ?।
ত্যজ কুষ্টাহার সংসার এখন ; তারা নাম মহৌষধি কর রে সেবন,
কুমতি চূর্ণ ভক্তি মধু তার অনুপান।
যাবে সব বেদনা শুন রে মন বেদ, কালী নাম পাবকে কর রে
তনু স্বেদ ; নয়ন রোগ নাশক, ধর গুরু চিকিৎসক, তারাতে
দেখিবে তারা তিনি দিলে জ্ঞানাঞ্জন
নিবৃত্তি লঙ্ঘনে কর রসের দমন, তবে ত হইবে প্রেম ক্ষুধার
উদ্দীপন, যোগ সুধা পথ্য করে', হাব বল, কলে পরে,
আরোগ্য নির্ব্বাণ পুরে দাশরথীর গমন (৫৯)

—

ঐ জৎ।

ঐ মন। ভাব রে গণপতি, ঐক্য কর দিনপতি, পশুপতি
কমলাপতি, পতিত পাবনী তারা।
একে পঞ্চ পঞ্চে এক, ভ্রান্ত ভেবে হয় সারা।
গোবিন্দ শিব শক্তি, অভেদ ভাবেতে ভক্তি, করে যারা ভব উক্তি,
তবে মুক্তি পায় তারা
ওরে, ভ্রান্ত মন শোন্ত বলি, বৃন্দাবনে বনমালী, কৈলাস
মহেশ রূপ, রণে কালী ভয়ঙ্করা ,—এক ব্রহ্ম নহে ভিন্ন,
রাম রূপে রাবণ ধ্বস্ত, ত্রিলোক নিস্তার অস্ত, গঙ্গা রূপে
ত্রিধারা (৬০)

—

রচয়িতার নাম

সুরট। একতালা।

কালীদাস সরকার

মন! কালী কালী বল
গত হল কাল, জীবে কত কাল ? কাল পেয়ে কাল নিকটে এল
কাল ভয়ে কালি হল এ অঙ্গ, কবে দংশিবে বে সে কাল ভুজঙ্গ,
কর সাধু সঙ্গ, কালী নাম প্রসঙ্গ, কালে ইহকাল সাঙ্গ হল
কালদণ্ড লয়ে কাল আসিবে, কালের ভয় তখন কেবা নাশিবে ?
কলুষনাশিনী সেই শবে শিবে, কালীদাসে দিবেন চরণ
কমল (৬১)

সুরট মল্লার। আড়াঠেকা।

নীলকমল হালদার।

পড়িয়ে ভবসাগরে, ডুবে মা তনুর তরি
মোহ ঝড়ে মায়া তুফান, ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করি!
একে মন মাঝি আনাড়ী, তাহে ছজন গোঁয়ার দাঁড়ী,
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবু ডুবু খেয়ে মরি
এ মা! ভেঙ্গে গেছে ভক্তি হাল, ছিঁড়ে গেছে শ্রদ্ধা পাল,
তরি হল বাঞ্চাল, বল কি করি ?—উপায় না দেখি' আর,
নীল কমল ভেবে সার, তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, দুর্গা নামের
ভেলা ধরি। (৬২)

দেশমল্লার। ঐ।

ভুবনচন্দ্র রায়

চরমে পরম পদ, পাইবে কি কর আশা ?
তত্ত্বজ্ঞান পরিহরি, মদ গর্ব্বে আছ ঠাসা
মায়া মোহ এ সংসার, স্ত্রী পুত্র পরিবার, (তবু) শশব্যস্ত জন্যে তার,
হায় একি দুর্দ্দশা!—মহাকাল মহা খল, ধরে লবে কুন্তল, তাই
বলি ভজ কালী, (যেন) ভুবন না হয় নিরাশা। (৬৩)

রচয়িতার নাম।

দেশমল্লার। ঢিমা তেতালা।

উমেশচন্দ্র মুখো — কালীর পাদপদ্ম চিন্তা, সদা কর মন আমার
ভবসিন্ধু পারাপারে, কালীই আছেন কর্ণধার।
ভজ রে মন কালীপদ, হবে তুমি নিরাপদ, কি হইবে এ সম্পদ?
তুচ্ছ হবে ব্রহ্মপদ; পাবে তুমি মুক্তিপদ, হবে রে নির্ব্বাণ পদ;—
কালী বলে তরে যাবে, কালের ভয় রবে না আর।
যে পদ পাবার তরে ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মচারী, যে পদ পাবার তরে
মৃত্যুঞ্জয়ী ত্রিপুরারি, যে পদ পাবার তরে বিষ্ণু হলেন
দ্বারে দ্বারী; হয়ে আজ্ঞাকারী;—যোগীন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র
চন্দ্র আদি দেবগণে, তারাপদ পাবে বলে বসে আছে
যোগাসনে, কত দিন গত হল তবু নাহি পায় ধ্যানে;
হৃদিপদ্মে তারাচরণ উমেশ করিছে সার (৬৪)

ছায়ানট কাওয়ালী।

দাশরথী রায় — কুসঙ্গ ছাড় রে ও মোর পামর মন।
ভবানী বাণী ভব নিস্তারকারিণী, বল ২ বল মন। নিকট বিকট
শমন
গেল ২ দিন কি দিন এল ভাব না, সুদুরন্ত সে কৃতান্ত দায় রে
হায় রে। তারানামে দিয়ে সাড়া, রিপু কর বপু ছাড়া,
তা'রা ছাড়া হলে হবে তারাধন আরাধন
বল সারা দিন সে দীনতারা মন রে। তারানাম পরমার্থ গুরুদত্ত
ধন রে। সে ধন সাধন কর, শুধিবে শমন কর, কোর না
দুষ্কর ভবে দাশরথীর পতন (৬৫)

বাগশ্রী। আড়াঠেকা।

নন্দকুমার রায়। — ভাব বসে, মদনান্তক রমণী, মম মানসে।
নাহি পর্য্যটন শ্রম, প্রেমগন্ধ ভাবকুসুম, তেজ ধূপ দীপ প্রাণ,
আছে রে তব পাশে।

রচয়িতার নাম।

সহস্রারামৃতে পাদ্য, অর্ঘ্য দেহ মন, ভাব রূপ নৈবেদ্য কর রে
অর্পণ ;—কাম আদি ছয় জন, বলির এই নিরূপণ, জ্ঞান
কৃপাণে ছেদন, কর অনায়াসে
হোমকুণ্ড কর শ্রদ্ধা, সমিধ সমাধি ; ব্রহ্ম অগ্নি জ্বাল তায়,
মন এই বিধি ; হোতা হও ত্যজ কর্ম্ম, দার্ঢ্য ঘৃতে রাখি
মর্ম্ম, আহুতি দাও ধর্ম্মাধর্ম্ম মন রে হেসে। (৬৬)

রাগশ্রী আড়াঠেকা

রঘুনাথ রায় বুঝ না মন বুঝাইলে, পরমার্থ না চিন্তিলে
দিনান্তে মনের ভ্রান্তে, কালী বলে না ডাকিলে
জঠরস্থ ছিলে যোগী, জন্মমাত্র কর্ম্মভোগী, শ্যামা নামামৃত ত্যাগী,
বিষয় সম্ভোগী হলে
অকিঞ্চনের সম্মতি, ত্যজ কামাদি সংহতি, ছয় জনার ছয় রীতি,
সম্প্রতি তোমায় মজালে,—ইন্দ্রিয় বশে ইন্দ্রত্ব, পেয়ে হয়েছ
উন্মত্ত, পড়ে রবে সে ইন্দ্রত্ব, দশেন্দ্রিয় অবশ হলে (৬৭)

ঐ। ঐ

(অজ্ঞাত) কখনো কি তারা বলে, স্মরণ করনি ভুলে ?
ইথে অসংখ্য যোনি ভ্রমিলে, এমন পাষণ্ড ছিলে ?
ওরে মন দুরাশয়, তবু নাহি জ্ঞান হয়, মন্দ নাস্তি এ নিশ্চয়,
দুঃখ কেন তা নহিলে।
মন। তোরে কি বলিব আর ? এসে কপাল ক্রমে অমার, নিবাস
হইল তোমার, আমার কপালে,—সর্ব্বত্রে গমন বটে, তব স্থিতি
মম ঘটে, কর্ম্ম অনুসারে ঘটে, কি হবে তোরে দূষিলে ?
ভ্রান্তে যদি লয় নাম, ঐহিকে হয় পূর্ণকাম, অন্তকালে মোক্ষধাম,
হয় অবহেলে ;—এ কথা অন্যথা নয়, বেদাগমে এই কয়,
তোরে হতেছে সংশয়, উভয় সম্পদ হারালে (৬৮)

রচয়িতার নাম।

বাগশ্রী　আড়া

(অজ্ঞাত)　কেন বাঁধা মায়া পাশে ? ও অবোধ মন !।
নেহার নয়ন মেলি, শ্যামা মায়েরি চরণ
এই যে হেরিছ ভব, অনিত্য অসার সব, রজ্জুতে সর্পের মত,
ভ্রম দরশন
বিষয় বিভব বল, সকলি এ হলাহল, কোথা রবে দেহ বল,
মুদিলে এ দুনয়ন ?—ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, যদি চাও তবে
নাম;—জপ আদ্যাশক্তি যিনি, অনাদি কারণ　(৬৯)

সাহানা　একতালা

(অজ্ঞাত)　কালী বলনা দিন রবে না, আ মার মন ভেব না ভয় কি ?
কালী নাম সত্য, যে জানে তথ্য, তার বিপত্ত রয় কি ?
জলধি মন্থনে, দেখ পঞ্চাননে, হলাহল পানে হল কি ?
সে যে কালী বলে ছিল, তাই তরে গেল, নতুবা সে শিব
বাঁচে কি ?। (৭০)

ঐ।　জৎ।

রামকৃষ্ণ রায়　জয় কালী জয় কালী বলে, যদি আমার প্রাণ যায়
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত, কায় কি বারাণসী তায় ;
অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কে বা পায় ?　কিঞ্চিত
মাহাত্ম্য জেনে, শিব পড়েছেন রাঙ্গা পায়　(৭১)

শঙ্করা　একতালা

রামদুলাল নন্দী　দেখ রে মায়েরে, ঘট ঘটান্তরে, সর্ব্ব ঘটে ব্যাপিনী
সে যে একথা অদ্বৈত, অনিত্য রহিত, অনন্ত রূপ ধারিণী,—
মনুজে দনুজে, জলজে স্থলজে, স্বেদজে আর ভুজঙ্গে ;
আছে মাতঙ্গে পতঙ্গে, বিহঙ্গে কুরঙ্গে, অনঙ্গ অরি মোহিনী।

রচয়িতার নাম

শ্যাম শ্যামা হর, ধাতা পুরন্দর, কিবা দিবাকর চক্রধর, সকলি জগতে, তাঁহার অংশেতে, ব্যক্ত সর্ব্ব শাস্ত্রেতে;—কহে ঋক্ যজু সাম, মতান্তরে নাম, অন্তে এক ভবান্তক; সর্ব্বভূতেতে সমান, হেরে জ্ঞানবান, শ্রীরামদুলালের এই বাণী। (৭২)

বেহাগ কাওয়ালী

দীননাথ চট্টো।

মণি মঞ্জীর সুমধুর বাজে
শ্রীচরণাম্বুজ মাঝে, এমধা গুঞ্জরে না লাজে; কটিতে কিঙ্কিণী, এলায়ে পড়েছে বেণী, যেন সৌদামিনী জলদে বিরাজে
মোহিত হইয়ে হর, হইলেন দিগম্বর, শব ছলে ঐ রূপ অন্তরেতে ভজে; কে হবে মানুষে জয়? এ বামা মানুষী নয়, পরাৎপরা,—শুন বলি সার যুক্তি, রাঙ্গা পদে রেখ ভক্তি, দীনের দিন যায় মিছে কাযে (৭৩)

ঐ মধ্যমান

(অজ্ঞাত)

মন। চল ভবের হাটে।
করিব বাণিজ্য কার্য্য, শ্যামা মায়ের নিকটে।
মন. বুঝা নাহি যায় ভাবে, লাভ কি লোক্সান হবে, এখন এই সার কর, যা থাকে ললাটে।
মন! হিসাব কিতাব আদি তার, সকলি তারার ভার, তুমি কি বুঝিবে ভাব? সম্ভাবনা নাহি ঘটে;—ফলিতার্থ যাহা হবে, তুমি কি তা দেখ্‌তে পাবে? তবে দেখ ওরে মন! তুমি কেবল চিনির মুটে (৭৪)

ঐ আড়া।

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ইচ্ছা আছে মা মনে
দুর্গা নামে দীক্ষা হব, যা থাকে সাধনে

রচয়িতার নাম।

কালী নামে দিয়ে গণ্ডী, মধ্যে কর্ব্ব পঞ্চমুণ্ডী, যোগে এনে উগ্রচণ্ডী,
থোব হৃদি পদ্মাসনে
বাম নাসা শোষণেতে, উঠিবে আসন শূন্যেতে, স্থির রবে কুম্ভকেতে,
রেচক স্বস্থানে
কুণ্ডলিনী সহযোগে; জীবাত্মারে লয়ে যোগে, পরমাত্মার স্থান
মেগে, রাথ্‌ব সমাধি করণে
দ্বিজ নবীন চন্দ্রে কয়, সে ও ত সামান্য নয়, যদি কালী কূল দেয়,
আর যাব না পতনে (৭৫)

বসন্ত একতাল।

দাশরথী রায়

ওরে রসনা! রস না বুঝে, কেন কুরসে মজেছ তাই?
ডাক তারা ২ বলে, তারা চিরকালে, আমি যেন তাই পাই
তারানাথ বলী তারানাম রস, পাইতে সুরস সুরেশাদি বশ,
তা ত্যজিয়ে কেন অন্য রসে রস? যে রসে পৌরুষ নাই।
রসময় বাক্যে ভাব যদি তবে, রসজ্ঞ বলিয়া যশ দিবে সবে,
দাশরথীর অন্তে বিরস ঘটাবে, তোর নাকি অন্তরে তাই?
(৭৬)

বসন্তবাহার আড়াঠেকা

রামপ্রসাদ সেন

ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গ সঙ্গ
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে, না কর আতঙ্গ
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ, মকরন্দ রসে মজ,
ওরে মন ভৃঙ্গ
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রাভঙ্গে দেখ কেমন, বিষয় জানিবে
তেমন, হলে মোহ ভঙ্গ
অন্ধ স্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে, কর্ম্মীকে কি কর্ম্ম ছাড়ে?
তার কি প্রসঙ্গ?

রচয়িতার নাম

এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে, তুমি যাও পরের ঘরে,
এ ত বড় রঙ্গ —প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তে মাতে
জন্মিল যেটা, অঙ্গহীন হয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ। (৭৭)

মোহিনী একতাল।

রামপ্রসাদ সেন
আয় দেখি মন চুরি করি, তোমায় আমায় একত্তরে
শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ, যদি আন্‌তে পারি হরে'
জাগা ঘরে চুরি করা, ইথে যদি পড়ি ধরা, তবে মানব দেহের
দফা সারা, বেঁধে নেবে কৈলাসপুরে
গুরুবাক্য দৃঢ় করে, যদি যেতে পারি ঘরে, ভক্তিবাণ হরকে মেরে,
শিবত্ব পদ লব কেড়ে (৭৮)

পরজ মধ্যমান

(অজ্ঞাত)
ঐ ভয়ে মুদিনে আঁখি। (তারা! আমি)।
নয়ন মুদিলে পাছে, তারা হারা হয়ে থাকি।
এক দিন ঘুমায়েছিলাম, স্বপ্নে তারা হারাইলাম, সেই অবধি
তার নাম, যতনে হৃদয়ে রাখি (৭৯)

ঐ। ঝাঁপতাল।

রামকুমার পত্রনবিশ
হৃৎকমল মঞ্চাসনে, বসায়ে শ্রী মা মায়েরে।
প্রেমানন্দে পদারবিন্দে, পূজ মানসোপচারে
সহস্রারাচ্যুত সুধাতে, পাদ্য দিয়ে চরণেতে, পূজ যথা বিধিমতে,
অর্ঘ্য দিয়ে মনেরে
তদামৃতে আচমন, তদামৃতে করাও স্নান, আকাশ কর ভূষণ,
গন্ধাত্মক চন্দন ;—চিত্ত পুষ্প প্রাণ ধূপ, তেজেতে জ্বালাও
দীপ, করে' নৈবেদ্য স্বরূপ, দেও অমৃত অম্বু ধিরে

রচয়িতার নাম।

অনাহত ঘণ্টা কর, বায়ুকে কর চামর, সহস্রার পদ্মছত্র, করে'
ধর শিরে ;—শব্দ তত্ত্ব কর জ্ঞান, নর্ত্তকী ইন্দ্রিয়গণ, কাম
ক্রোধ বলিদান, (দাও) জ্ঞান অসি করে ধরে'
যেই রূপ আছে তন্ত্র রসনা করহ যন্ত্র, কালীর নাম মহামন্ত্র,
জপ দৃঢ় করে' ;—শ্রীরামকুমারের উক্তি, শুন জীব এই যুক্তি,
এই রূপে পূজ শক্তি, মুক্তিলাভ হবে অচিরে (৮০)

পরজ। একতালা।

নবকিশোর মদক।

সদা মানসে জপ না
কামারি অঙ্গনা ; জপ রে একান্তে, দিনান্তে নিশান্তে,
প্রাণান্তে কৃতান্তে ছোঁবে না
সে পদ প্রতুল হয় স্থূল মূল, জগতে না হেরি তার সমতুল, তারে
কভু ভুল না ;—কালীপদ লাগি যে হয় চিন্তাকুল, কালী সে
কিঙ্করে হন অনুকূল, অনায়াসে তারে কালী কুলান কূল,
প্রতিকূল থাকে না।
দেখিছ ত মন! যেমন সংসার, সকলি অসার কালী নাম সার,
হৎ স্বর অনুসার সাধ না ;—নির্ম্মল হইবে মনের মালিন্য,
মনের মানস হইবে পূর্ণ, হর মনমোহিনী হইলে প্রসন্ন,
(নরের) দৈন্য দশা রবে না (৮১)

পরজ বাহার একতালা।

রামপ্রসাদ সেন

কালী ২ বল রসনা! ।
কর পদ ধ্যান, নামামৃত পান, যদি হতে ত্রাণ, থাকে বাসনা
ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন, সঙ্গের দোসর নহে কোন জন,
দুরন্ত শমন বাঁধিবে যখন, বিনা ঐ চরণ কেহ কারো না।
দুর্গানাম মুখে বল একবার, সঙ্গের সম্বল দুর্গা নাম আমার, অনিত্য
সংসার নাহি পারাপার, সকলি অসার ভেবে দেখ না।

রচয়িতার নাম।

গেল ২ কাল বিফলে গেল, দেখ না কালান্ত নিকটে এল, প্রসাদ বলে ভাল কালী ২ বল, দূরে যাবে কাল যমযন্ত্রণা। (৮২)

কালাংড়া। কাওয়ালী।

বিপ্রদাস তর্কবাগীশ

কুলকুণ্ডলিনী যদি জাগে।

যার না জাগে কি করবে তার তপ জপ যোগে যাগে ?।

অন্তরে যার শ্যামাপদ, নাস্তরে যার শ্যামাপদ, সে কেন অপর পদ মাগে ?—তার তার কোথা বাস, অবিজ্ঞাত কৃত্তিবাস, নিগমে নাহি নির্যাস, আগম কি তার আগে ?

কহিতেছে বিপ্রদাস, যে জন কালীর নিজ দাস, উদাস সে শ্যামা অনুরাগে ;—অশেষ সম্পদ পদ, ইন্দ্রত্ব ঐশ্বর্য্য পদ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব পদ, পেলেও কি তার মনে লাগে ? (৮৩)

কালাংড়া। একতালা।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

আদর করে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে।

তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন মন ! কেউ না দেখে কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি, রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে

অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখো, নিকট হতে দিওনাক, জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ, সে যেন সাবধানে থাকে।

কমলাকান্তের মন ! ভাই আমার এই নিবেদন, দরিদ্র পাইলে ধন, সে কি অন্যের কাছে রাখে ? (৮৪)

রামপ্রসাদী সুর। ঐ।

ঐ

মন ! ভ্রমে ভুলেছ কেনে ?

তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে।

শ্রীনাথ দত্ত প্রধান তত্ত্ব, দার্ঢ্য কর সেই চরণে।

রচয়িতার নাম।

যখন যাবে ব্রহ্ম বল, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে ;
তোমার দ্বৈত ভাবে দিবস গেল চিদানন্দ রয় কেমনে ?।
তয় ২ করি মনে, কি পেশে ছয় দরশনে ? তুমি বিদ্যা অবিদ্যারে
জান, মহাবিদ্যার আরাধনে
কমলাকান্ত কালীর তত্ত্ব, অনুমানে কিবা জানে ? তার আদি অন্ত
মধ্য নাই, নানা মূর্ত্তি নানা স্থানে (৮৫)

রামপ্রসাদী সুর। একতালা।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

মন চল শ্যামা মার নিকটে
মা মোর অগতির গতি বটে
যার যে বাসনা, মনেরি কামনা, সেখানে সকলি ঘটে
অল্প পুণ্য ভরা সাজিয়ে পশরা, এনেছ ভবের হাটে ;
যা কর উপায় পাছে মিলে থায়, কলঙ্ক তোমার বটে
কার্ রাজ্য লয়ে আনন্দিত হয়ে, রাজত্ব কর রে পাটে ?
আছে একজনা লইতে খাজনা, জমি যে বিকাবে লাটে।
কমলাকান্ত ! কি ভাবনা ভাব, দাঁড়ায়ে নদীর তটে ? দেখ অকূল
পাথার না জান সাঁতার, তরণী নাহি যে ঘাটে (৮৬)

অনুযোগ ও অভিমান।

—০:০—

দেও ঝিঁঝিট আড়াঠেকা

গৌরমোহন রায়

এখনো কি ব্রহ্মময়ি ! হয় নি মা তোর মনের মত ?
অকৃতি সন্তানের প্রতি, বঞ্চনা আর কব কত ?
ভুলায়ে ভবে আনিলি, বিষয় বিষ খাওয়াইলি, বিষের জ্বালায় জ্বলি
যত, দুর্গা বলে ডাকি তত ; বিষ হর মা বিষহরি !
মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হত

রচয়িতার নাম।

জ্ঞান রত্ন দিয়েছিলি, মসিল দে' তসিল করিলি, হিসাব করে দেখ্
দেখি মা! আমার দুঃখের বাকি কত? । (৮৭)

দেও ঝিঁঝিট। জৎ

ঈশ্বরচন্দ্র দাস

আর কি তারা! ভয় বিপদে?
আমি নাম নিয়ে তোর ঝাঁপ্ দিয়াছি, দুর্গম দুঃখেরি হ্রদে।
নামেতে হৃদয় মত্ত, দেহ পদে সমর্পিত, দুঃখ তোর ভাণ্ডারে কত,
দে গো মা মনেরি সাধে
কালী নাম সার করি, সাগরে ভাসালেম তরি, যা করাও মা
তাই করি, তুচ্ছ এই বিষয় সম্পদে
সলিলে যে ঘর করেছে, শিশিরে তার কি ভয় আছে? বিষয় সুখ
সব ত্যাগ হয়েছে, কালীরূপ লেগেছে হৃদে (৮৮)

খাম্বাজ জংলা। একতালা।

(রামপ্রসাদী সুর)

দাশরথী রায়।

সে কি পায় শ্যামা সামান্য লোকে?।
প্রেমে মত্ত চিত্ত যে ধন ত্রিলোচন রাখেন বুকে
ও মা কালি কালবারিণি! কালের শঙ্কা কে না রাখে? তোর্
ধরবে চরণ কার্ এত জোর, হাত দিবে সে কালের বুকে?।
অভয়া! তোর অভয় চরণ, অধিকারী আর হবে কে? তুই দিয়ে-
ছিস্ মা শিবকে চরণ, স্বহস্তে সনন্দ লিখে (৮৯)

খাম্বাজ। একতালা।

*

এ কি অনুচিত? চমকে মা চিত,বিপরীত দেখি তোর সকলি।
নাম ধরিস্ কালী,নারীকুলে কালী,কুলে শীলে দিলি জলাঞ্জলি।
কুলাঙ্গনা হয়ে রণাঙ্গন মাঝে, উলঙ্গিনী হলি দনুজ সমাজে, এলি
যদি সাজে, তোর কি হেন সাজে? ছি! ছি! লাজের মাথা
একে বারে খে'লি?

রচয়িতার নাম।

ভাল গৃহবাস ভাল ত বাস না, শ্মশানে নিবাস সতত বাসনা,
ছেড়ে সিংহাসন হলি শবাসনা, কিবা শুনাইব ব্যসনাবলী ?—
তুই রাজনন্দিনী তোর্ কি মা সঙ্গিনী, পিশাচী প্রেতিনী
ডাকিনী যোগিনী ? এ কি পোড়া দশা। মদ্য মাংস বসা,
খেয়ে বিষম নেসা, কচ্চিস্ ঢলা'ঢলি ?
মায়ের কে কোথায় দেখে এমন ধারা, মুণ্ডমালা পরা খণ্ড অসি ধরা,
উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ভয়ে কাঁপে ধরা, ভয়ঙ্করা এ কি রূপ দেখালি ?
জগত জননী তোরে বলা ভুল, কচি ছেলে কোটি কল্লি
কাণের দুল, কল্লি দৈত্যকুল সমূলে নির্ম্মূল, সাধ্ করে কি
তোরে সর্ব্বনাশী বলি ?
করুণা কটাক্ষে তাকিলি বিপক্ষে, পক্ষপাত কেন সন্তানের পক্ষে,
মরি দুঃখে ২, দেখ্‌লি না মা চক্ষে, তিনটে চক্ষু থাক্‌তে
চোখের মাথা খেলি ;—অনামুখো বলে যে রূপে নয়ন,
মোহিত হইত জুড়াত জীবন, মনের বেদন হইত ছেদন,
সে বিধুবদন কোথায় লুকালি ?   (৯০)

সিন্ধু খাম্বাজ।   মধ্যমান।

(অজ্ঞাত)   এত কি করেছি অপরাধ, মা। তব শ্রীপদে ?।
ফেলে ভবাব্ধি অকূলে, যাতনা দাও পদে ২
রচিয়ে ভৌতিক দেহ, অহরহ দুঃখ দেহ, সংসার মায়ার গেহ,
পূর্ণ করেছ বিপদে।
কুলাল চক্রের মত, করি মোহ চক্র গত, ঘুরাইছ অবিরত,
আর ত না সহে হৃদে।
যত না দেহ যাতনা, ডাকিতে মা ছাড়িব না, মায়ে করিলে তাড়না,
সন্তানে মা বলে কাঁদে   (৯১)

রচয়িতার নাম

সিন্ধু কাফি। ঠুংরি।

ভুবনচন্দ্র রায়।

মা গো, শিবসীমন্তিনি! শিবদায়িনি. অশিব নাশিনি
কল্যাণি।।
ও গো ভবদারা, ভব মনোহরা, ভব দুঃখহরা, ভবজননি!
ও গো মহামায়া! মোহ মায়া বিস্তারিয়া, কায়া রেখেছ ছোয়;—
দিলে হয় জন সঙ্গে, তারা সদা রঙ্গে, আছে যে প্রসঙ্গে,
দেখ না কি চেয়ে?—দোষ করে তা'রা, আমায় ধর তারা!
এই কি তব ধারা? ধরাধারিণি! আমি কি গো সাধে,
পড়ি অপরাধে? কার্ দোষে কর কার, দণ্ড পায় পি?।
পড়ে গুরু দায়, ডাকি মা তোমায়,তার মা আমায়,ধরি তব পায়;—
তুমি বিনা আর, কেহ নাহি আমার, ভরসা তোমার,
করে আছি সার;—অগতির গতি, তুমি মহা শক্তি,
ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনি! দেখো পরিণামে, অকলঙ্ক নামে,
কলঙ্ক না হয় ভুবনে ঈশানি! (৯২)

ভৈরবী কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত)

তা কি, হবে না মার্জ্জনা? (অপরাধ আমার মা!)
কত শত হয় বয়ে যায়, মায়ের কোপ থাকে না
আমি মা অজ্ঞান শিশু, না দিলি জ্ঞান কর্লি পশু, সেই কি আমার
দোষ? সে ত তোরি বিড়ম্বনা
ফেলে মায়াময় হ্রদে, কে কোথা সন্তানে বধে, কার্ বা সন্তানের
প্রতি হয় অকরুণা?—শুন গো পাষাণের মেয়ে থেক না
পাষাণী হয়ে, ভেকেরে বধিতে ব্রহ্ম অস্ত্র যুড় না। (৯৩)

ঐ একতালা

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর, কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি, দেখে হলেম্ সাহস ভাঙ্গা।

রচয়িতার নাম।

জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা, বিপদ্ কালে
কেউ কোথা নাই, ঘর বাড়ি ওড়্গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজ গুণে যদি রাখ করুণা নয়নে, (নৈলে) জপ করে যে তোমায়
পাওয়া, সে সব কথা ভুতের সঙ্গা
কমলাকান্তের কথা, মাকে বলি মনের ব্যথা, আমার জপের মালা
ঝুলি কাঁথা, জপের ঘরে রইল টাঙ্গা (৯৪)

ভৈরবী। জৎ

নরচন্দ্র রায়

কেন মিছে মা মা কর? মায়ের দেখা পাবে না ভাই।
থাকলে আসি দিত দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।
শ্মশানে মশানে কত, পীঠস্থান ছিল যত, খুঁজে হলেম ওষ্ঠাগত,
কেন আর যন্ত্রণা পাই?।
বিমাতার তীরে গিয়ে, কুশ পুতুল দাহাইয়ে, অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে,
কালাশৌচে কাশী যাই
দ্বিজ নরচন্দ্রে ভণে, (মন!) মায়ের জন্যে ভাব কেনে?
মা গেছে নাম ব্রহ্ম আছে, তরিবার ভাবনা নাই (৯৫)

ঐ। আড়াখেমটা।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

ও গো ত্রিনয়না মা! তোমার কেমন মহিমা, আমা হতে
জানা যাবে গো এবার।
আত্ম পুণ্যে নর হয় যদি উদ্ধার, মাহাত্ম্য কি তোমার তাতে বলনা?
আমি হীন ভক্তি, আমায় দিতে মুক্তি, আদ্যাশক্তি!
শক্তি হলনা তোমার।
মা গো! তুমি ধর্ম্মার্জ্জিত কর্ম্ম সংঘটন, তোমাতে উৎপত্তি সংহার
পালন, কুমতি সুমতি তুমি সবার গতি, যার প্রতি হয় যেমন
দয়া;—মায়া চক্রে আমায় ফেলি, যেমনি চালাও তেমনি চলি,

রচয়িতার নাম

যেমনি বলাও তেমনি বলি, দুর্গা বল্‌তে মুখে দেও না
অবসর
গর্ভবাসী যখন মানস বৈরাগ্য, ভব ধামে এসে হলেম উপসর্গ,
তব রাঙ্গা পায় দিতে পাদ্য অর্ঘ্য, বাসনা ছিল মা মনে ;—
ইহকাল গেল অসুখে, বঞ্চিত হলেম পরলোকে, কমলের
কর্ম্ম বিপাকে, কলুষ পাতকী হল না উদ্ধার (৯৬)

ভৈরবী। আড়াঠেকা।

আশুতোষ দেব। লজ্জারূপা! লজ্জাতীত, যদি না করিবে
থাক গো মা লজ্জা লয়ে, কে বা লজ্জা পাবে ?
ত্যজি ব্রীড়া কর ক্রীড়া, সদা লয়ে শিব ; আসবে উন্মত্তা হয়ে
গ্রাস কর শব ; মান লয়ে যাবি গো! কেবা তার দিবে ?
কার্‌ মনে ভয় নাই মা। কালীতে কালী মিশাইবে ? ॥ (৯৭)

গারা ভৈরবী। ঐ।

সৈয়দ জাফর। কেন গো ধরেছ নাম দয়াময়ী তায় ?
আমারে কি দিবে ধন ? নিজের তোমার নাই বসন, বসন
থাকিলে কেবা উলঙ্গিনী রয় ?
জনম ভিখারী পতি, জনক নিষ্ঠুর অতি, এ কুলে ও কুলে তোমার
দাতা কেহ নয়।
সৈয়দ জাফর তরে, কি ধন রেখেছ ধরে ? সম্পদ দুখানি পদ
হরের হৃদয় (৯৮)

সিন্ধু ভৈরবী। আড়াঠেকা।

নবচন্দ্র রায় যে ভ ল করেছ কালি . আর ভালতে কায নাই
ভ লয় ২ বিদায় দে মা। আপোর ২ চলে যাই।

নরচন্দ্রিক্তার শ্যাম।

মা তোমার করুণা যত, বুঝিলাম বিধি মত, জানিলাম শত ২,
কপাল ছাড়া পথ নাই
জঠরে দিয়েছ স্থান, কোর না ম অপমান, কিসে হবে পরিত্রাণ,
নরচন্দ্র ভাবে তাই (৯৯)

সিন্ধু ভৈরবী। আড়াঠেকা।

নরচন্দ্র শ্যাম।

কপালে যা আছে কালি! তাই যদি হবে
শ্রীদুর্গা জয় দুর্গা বলে, কেন ডাকা তবে?
ললাটে লিখেছে বিধি, তাই বলবান যদি, শিব তবে সত্যবাদী,
কেমনে সম্ভবে? (১০০)

ঐ ঐ।

(অজ্ঞাত)

সাধে কি করুণ ময়ি! করি তব উপাসনা?
কাল ভয় না থাকিলে, কেহ তোমায় সাধিত না
শুন গো মা আদ্যাশক্তি! করিতে জীবের মুক্তি, কার হেন আছে
শক্তি, বিনা তুমি ত্রিনয়না? (১০১)

ঐ পোস্ত।

নরচন্দ্র রায়।

ন্যাংটা মেয়ের এত আদর, জটে ব্যাটা ত বাড়ালে।
নৈলে কেন এত করে, সাধ্‌তে হবে মা মা বলে?।
শ্রীরাম জগতের গুরু, জটে ব্যাটা তার গুরু, আপ্‌নি কে তা
চিন্‌লে নাক, পড়্‌ল বামার পদতলে
বিষম পাগল জটে ব্যাটা, শ্মশান ত তার গৌরব্‌ পাটা,(কিন্তু) মেটার
কিবা বুকের পাটা, জটের বুকে পা-টা দিলে!॥ (১০২)

ঐ। জৎ।

কেদারনাথ চক্রবর্তী।

কেবে বামা করে অসি ধরা? পড়িছে রুধির ধারা, কণ্ঠদেশে
শির ধরা, চরণেতে শিব ধরা।

রচয়িতার নাম

এ কি গো তোর জেতের ধারা, প্রাণপতিরে প্রাণে সারা ?
দেখিয়ে তোর ক্ষেপার ধারা, অস্থির হতেছে ধরা
কেদারনাথের এই নিবেদন, কেদারনাথকে কর মোচন, তুই হলি
মা রণে মত্ত, কেদারনাথ তোর গেল মারা (১০৩)

খট্‌ভৈরবী। পোস্ত

রামপ্রসাদ সেন

জানি গো জানি গো তারা, তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায়না খেতে,কারো পেটে ভাত গেঁটে সোণা
কেহ যায় মা পাল্‌কি চ'ড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে, কেহ শালের
দেয় দোশালা, কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা (১০৪)

টোড়ীভৈরবী। মধ্যমান।

(অজ্ঞাত)

যাও করুণাময়ি! জানা গেল করুণা
তার বা না তার দুর্গে! দীনের দিন ত রবে না।
হের গো ত্রিপুরেশ্বরি! কটাক্ষ করিলে তরি, ঐ খেদে মরি ২,
(তা) আমার ভাগ্যে হল না
শুনেছি পুরাণে সার, ভবাব্ধি হইতে পার, তারা নাম মা তোমার,
আছে এক তরণী ;—পতিতোদ্ধারিণী হয়ে, যদি পতিতে
তারিলে না, পতিতপাবনী নাম, আর কেহ লবে না। (১০৫)

খট। একতালা

সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মম সুখোদয়, যে দিনে উদয়, হবে গো জননি! জানি সমুদয়।
এ ভব সংসার,সকলি অসার,হবে নৈরাকার, জলে জলময়
সরস্বতীর হবে বেদে অবিচার, কমলার হবে কুভক্ষ্য আহার,
অনাদির হবে জীবন সংহার, পশ্চিমেতে হবে ভানুর উদয়
পবনের যে দিন গতিরোধ হবে, ভুজঙ্গেতে যে দিন গরুড়ে দংশিবে,
পতঙ্গেতে যে দিন মাতঙ্গে নাশিবে,সিংহিকার হবে শৃগালের ভয়।

রচয়িতার নাম।

চন্দ্রের যে দিন হবে অসিত বরং, ব্রহ্মার যে দিন হবে অনলে মরং,
জীবনেতে যাবে বরুণের জীবন, দয়াময়ীর হবে কঠিন হৃদয়।
দিবাভাগে রাত্রি রাত্রিভাগে দিন,জলাভাবে নষ্ট সমুদ্রের মীন,
আদ্যাশক্তি যেদিন হবে শক্তিহীন, যুধিষ্ঠিরে হবে পাপের সঞ্চয়।
ভূমিকম্প যে দিন হবে কাশীধামে, সাধু রুষ্ট হবে রাধাকৃষ্ণ নামে,
যদি রাজা হই হইব সেই দিনে,দীন হীন দ্বিজ নরেশচন্দ্র কয়
(১০৬)

ললিত বিভাষ। একতালা।

রামপ্রসাদ সেন।

কেবল আশার আশা, ভবে আসা মাত্র সার হল।
চিত্রের কমলে যেন মিছে ভৃঙ্গ ভুলে গেল
খেল্‌ব বলে ফাঁকি দিয়ে, নামালে ভূতলে; এবার যে খেলা খেলালে
মা গো! আশা না পূরিল
নিম খাওয়ালে চিনি দিবে, কথায় করে' ছল; ও মা! মিঠার
লোভে তিক্ত মুখে, সারা দিন্‌টা গেল
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হল; এখন সন্ধ্যা
বেলায় কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চল॥ (১০৭)

আলাইয়া। ঢিমা তেতালা।

দাশরথী রায়।

কালি! এরূপে আর গত হবে কত কাল?
কি সকাল কি বৈকাল; সে যে নাহি মানে কালাকাল,কালদণ্ড
লয়ে কাল, সঙ্গে ২ ভ্রমিতেছে সর্ব্বকাল
জননী জঠরে ছিলাম যত কাল; ভেবেছিলাম ভবে এসে সাধনে
কাটাব কাল, প্রতিবাদী হল তাহে রিপু কাল; অজ্ঞানে
বিফলে গেল বাল্যকাল;—গেল যুবাকাল যুবতীর সঙ্গে,
কাল কাটালেম রস রঙ্গে,জরাতে পীড়িত এখন বৃদ্ধকাল।(১০৮)

রচয়িতার নাম।

মুলতান। আড়াঠেকা।

* শঙ্করি! সং করি আমায়, রং দেখিছ নিশি দিবে।
কবে এ সংসার যাত্রা, সংহার হইবে শিবে?।
সঙ্গীত সঙ্গতি নাই, সঙ্গেতে সঙ্গত চাই, বঙ্গভূমির রঙ্গ ভঙ্গ, ভঙ্গ
হলে কে রাখিবে?
নিরন্তর্ ভব আসরে, নিযুক্ত নিশি বাসরে, গাইতেছি শিবা স্বরে,
তাহে অশিব হয় শিবে (১০৯)

ঐ। ঐ।

(অজ্ঞাত) আর কত দুঃখ মোরে, দিবি মা জননী তারা?।
ভ্রমিতেছি বিষয়ারণ্যে, তত্ত্বজ্ঞান হয়ে হারা।
দুঃখ কি আমারি তরে, স্বজিলি গো এ সংসারে? তাই ডাকি
জননি তোরে, ও মা দুর্গে দুঃখহরা!॥ (১১০)

ঐ। একতালা।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় তারা! কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মিয়াদে, সংসার গারদে
থাকি বল্?
মশিল ছয় দূত, তসিল করে কত, দারা সুত পায়ে শৃঙ্খল
দিয়ে, মায়া বেড়ী পদে, ফেলেছ বিপদে, সম্পদ হারালেম মোক্ষ
ফল;—এবার হল না সাধনা, ও মা শবাসনা! সংসার বাসনা
সুপ্রবল।
প্রাতঃকালে উঠি,কতই যে মা খাটি, ছুটোছুটি করি ভূমণ্ডল;—হয়ে
অর্থ অভিলাষী,আনন্দেতে ভাসি,সর্ব্বনাশি! জানিস্ কত ছল!।
হুকুম অনুযায়ী, ফিরি মা সদাই, হুকুমের নাই টলাটল;—যখন
রদিল হুকুম হবে,কৃপা না করিবে,মাজুম করে দিবে ফলাফল
এনে ভূমণ্ডলে, কতই দুঃখ দিলে, নীলাম্বরের জ্বলে দুখানল;——
আর বাঁচিতে সাধ নাই,(তারা গো!) বাসনা সদাই, ফণী ধরে
খাই হলাহল। (১১১)

রচয়িতার নাম।

ধানশ্রী। একতালা।

রামপ্রসাদ সেন। করুণাময়ি! কে বলে তোরে দয়াময়ি ?।
কারো দুগ্ধেতে বাতাশা, আমার এম্‌নি দশা, শোকে অন্ন মিলে কৈ ?
কারে দিলে ধন জন মা! হস্তী অশ্ব রথচয়; ওগো! তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি তোর কেহ নই ?
কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেম্‌নি হই; মা গো আমি কি তোর পাকা ক্ষেতে, দিয়াছিলাম মই ?
দীন রামপ্রসাদ বলে, আমার কপালে বুঝি অম্‌নি ঐ ? ও মা! আমার দশা দেখে বুঝি, শ্যামা হলে পাষাণ মই ?। (১১২)
(এই গীতের প্রকারান্তর "রামপ্রসাদী"তে দেখ)

গৌরীগান্ধার। ঐ।

ঐ মা মা বলে আর ডাক্‌ব না।
ও মা! দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী বানালে সন্ন্যাসী আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশি? ঘরে ২ যাব, ভিক্ষা মেগে খাব, মা বলে আর কোলে যাব না।
ডাকি বারে ২ মা মা বলিয়ে, মা! কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে ? মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে, মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না ?
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের এ কি দুঃখ ? মা হয়ে হলি মা! সন্তানের শত্রু, দিবা নিশি ভাবি, আর কি কর্‌বি ? না হয় দিবি দিবি জঠর যন্ত্রণা। (১১৩)

সুরট মল্লার। মধ্যমান।

শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী। তারা! আপন জোরে লব শ্রীচরণ
স্বামীরে দিয়েছ তুমি কোন্ বাবার ধন ?।

রচয়িতার নাম

মাতৃধনে অধিকার, কভু না হয় পিতার, পুত্রে প্রাপ্ত সুবিচার,
দায়ভাগে এ লিখন
পিণ্ডদাতা ধনহারী, উভয় পিতা মাতারি, অন্তর্ধানে শ্রাদ্ধ সারি,
বিষয় প্রাপ্তি কারণ।
ভাঙ্গড় সে ত্রিপুরারী, আজন্ম কাল ভিখারী, কিছু অংশ না
দেয় তারি, বক্ষে রেখেছে কৃপণ।
পিতার লাগে পুত্রের শাপ, বুকে থেলে কাল শাপ, ত্রিরাত্রিতে
গেল পাপ, পিণ্ড দাও শ্যামাচরণ। (১১৪)

সাহানা। জৎ।

(অজ্ঞাত) কিঙ্করে করুণাময়ি! ধন দিবি তোর কি ধন আছে?
সবে মাত্র রাঙ্গা চরণ, তা ও বাঁধা শিবের কাছে
যদি পেতাম যোগে যাগে, বিষ খেয়ে শিব আছে জেগে,
নিদ্রা নাই তার ধনের লেগে,ঘুমে রে ঘুম পাড়ায়েছে। (১১৫)

বেহাগ আড়াঠেকা

ঐ জননী হইয়ে কবে, ধরেছ মা অসি
বল তবে কে তারিবে, ও গো মুক্তকেশি.
তোমার ঐ রাঙ্গা চরণ, শিবের বাঞ্ছিত ধন, তাই ভেবে ত্রিলোচন,
হয়েছে শ্মশানবাসী (১১৬)

মোহিনী। একতালা।

রামপ্রসাদ সেন দেখি মা কেমন করে, আমারে ছাড়ায়ে যাবা?।
ছেলের হাতের কলা নয় যে ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা।
এমন ছাপান ছাপাইব, মা গো! খুঁজে ২ নাহি পাবা;
বৎস পাছে গাভী যেমন, তেম্নি পাছে ২ধাবা।

রচয়িতার নাম।

প্রসাদ বলে ফাঁকি জুঁকি, মা গো। দিতে পার পেলে হাবা ;
অ মা'য় যদি না তরাও মা। শিব হবে তোমার বাবা (১১৭)

সোহিনী বাহার। একতালা

রামপ্রসাদ সেন

তুমি এ ভাল করেছ মা। আমারে বিষয় দিলে না
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু, আমারে দিলে না।
কিছু দিলে না পেলে না, দিবে ন পাবে না,তায় কিবা ক্ষতি মোর?
হোক্ দিলে ২ বাজি, তাতেও আছি রাজি, এবার এ
বাজি ভোর (গো।)
এ মা। দিতিস্ দিতাম, নিতাম খেতাম, মজুরী করিয়া তোর ;
এবার মজুরি হল না মজুরা চাব কি? কি জোরে করিব
জোর। (গোঃ।)
আছ তুমি কোথা, আমি বা কোথা, মিছামিছি করি সোর,
কেবল সোর করা সারা, ঘোর যে কুধারা, মোর যে বিপদ
ঘোর (গো।)
এ মা। ঘোর মহানিশি, মনোযোগে জাগে, কি ক য তোর
কঠোর? আমার এ কুল ও কুল, দুকুল মজিল, সুধা না
পেলে চকোর (গো।)
এ মা। আমি টানি কূলে, মনে প্রতিকূলে, দারুণ করম ডোর ;
রামপ্রসাদ কহিছে, পড়ে দুটানায়, মরে মন ভুঁড়া চোর।
(গো।)। (১১৮)

পরজ। মধ্যমান।

(অজ্ঞাত)

কি ধন আছে দিবি গো আমায়? তারা।
ভিকারী তোমার পতি, অম্বর নাহিক গায়
নাম ধর অন্নপূর্ণ, কি তার রেখেছ চিহ্ন? তবে কেন গঙ্গাধর,
ক্ষুধাতে গরল খায়?। (১১৯)

রচয়িতার নাম।

পরজ কালাংড়া। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) ভক্তিতে তারিতে এত কি, কাতরা হলে জননি ?।
তবে কেন ধরেছ মা। নাম ভব নিস্তারিণী ?
পুণ্য পুঞ্জ করে যারা, নিজ পুণ্যে তরে তারা; নামের মহিমা তারা,
কোন্ গুণে মা বলাও শুনি ?। (১২০)

কালাংড়া। একতালা।

নবকিশোর যে হয় পাষাণের মেয়ে, তার হৃদে কি দয়া থাকে ?।
মদক দয়াহীন না হলে কি, লাথি মারে নাথের বুকে ?
দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ নাই মা তোমাতে; গলে পর
মুণ্ডমালা, পরের ছেলের মাথা কেটে;—মা মা বলে যত ডাক,
শুনেও মা শুনে নাক, এরা এমনি লাথি খেকো, তবু দুর্গা
বলে ডাকে। (১২১)

ললিত। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) মা মা বলে ওরে মন। আর মিছে ডেক না
মা বলে ডাকিলে শ্যামা, কারেও কৃপা করে না।
ভাব তারে শত্রুভাবে, অনায়াসে শ্রীচরণ পাবে, ভাব যদি মাতৃভাবে,
চরণ পাওয়া যাবে না।
ঢাল খাঁড়া ধরে যারা, তাদের প্রতি সদয় তারা, আমার এমনি
কপাল পোড়া, পুজেও পেলেম না,—শত্রু ভাবে করিলে
রণ, কি ভয় ? পায় সে অভয় চরণ, নিলে শ্যামার চরণ শরণ,
সর্ব্বনাশী তায় দেখে না। (১২২)

রামপ্রসাদী সুর। একতালা।

প্যারী মোহন আর্ কত কাল ভুগব কালি। হয়ে আমি কুয়োর বড়া ?।
কবিরত্ন। এই ভব কূপে কোন রূপে, নিবৃত্তি নাই উঠা পড়া।

রচয়িতার নাম।

আশী লক্ষ পাটে ঠেকে, সর্ব্বাঙ্গে প'ড়েছে কড়া ; আবার গলায়
কসা শক্ত ফাঁসা, মায়া মোহ দড়ি দড়া।
যুগে ২ মলেম ভুগে, কিছুতে নাই নড়া চড়া ; শীতে কাঁপি জলে
ভিজি, রোদেতে হই বেগুন পোড়া
রোগ ছিদ্রেতে কাল নিদ্রেতে, যখন থাকি হয়ে খোঁড়া ;
জীবাত্মা কাঁসারী বেটা, অম্‌নি এসে দেয় মা যোড়া
কি অপরাধ করেছি মা ! এত কেন শাস্তি কড়া ?
কবি কয় তোর পায়ে পড়ি,আর কোর না তোলা পাড়া (১২৩)

আলাইয়া। খয়রা বা একতালা।

কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মা ! তোমার কি এই বিবেচনা ?
আমায় ভবে এনে দাও যন্ত্রণা
কারে রাখ স্বর্ণখাটে, কারে বা জাহ্নবীর ঘাটে,
আমায় ঘুরাও হাটে মাঠে, দিনান্তে অন্ন জুটে না।
দিয়েছ যে দুঃখের ভার, বহিতে পারি না মা আর, এখন জীবন
মাত্র হয়েছে সার, কখন কি হয় নাই ঠিকানা ;—
কৃষ্ণ কুমার সদা ভাবে, অন্নাভাবে প্রাণ যাবে, এই লাভ হল
এসে ভবে, ভজন সাধন আর হল না (১২৪)

বেহাগ। আড়াঠেকা।

ঐ।

বিধি যা লিখে ললাটে, তাই যদি হবে শঙ্করি !
তবে তোমায় মিছে কেন, ডাকি গো মা দিগম্বরি ?
যদি হয় নিয়তির কার্য্য, তবে তুমি কিসে পূজ্য ? জানি
রাবণের সাহায্য, ব'স তারে কোলে করি ;—পার্লে না তারে
রাখিতে, রাষ্ট্র আছে এ জগতে, রাবণ মোলো সবংশেতে,
তুই গেলি মা লঙ্কা ছাড়ি'।

রচয়িতার নাম।

কর্ম্মসূত্রে আছে যে ফল, (তা') খণ্ডাতে হয় না তব বল, তবে
তোরে ডেকে কি ফল ? মা ব'লে কেন কেঁদে মরি ?—
দ্বিজ কৃষ্ণকুমার কয়, উচিত বল্‌তে করি না ভয়, দুষ্ট দৈত্য
করিয়ে জয়, কর্ম্মকালে গেলে হারি' (১২৫)

ঝিঁঝিট। পোস্ত।

তারকব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য

মেযে হযে বর্ণ সজ্জা, লাজের মাথা খেয়েছে কি ?
ছি মা ! ও মা ! এ কি গো মা, এমন মেয়ে দেখেছ কি ?
বাম হাতে অসি ধরা, দন্ত জিহ্বা বাহির করা, নর করে কটি ঘেরা,
কপালে উঠেছে আঁখি
এ কি অসম্ভবা মেযে ! পুরুষের বুকে পদ দিয়ে, নাচিতেছে
খেয়ে ২, আর কি রেখেছ বাকি ? (১২৬)

মুলতান। কাওয়ালী।

বরদাচরণ গুপ্ত

তারা ! দিন গত দীনে দিন দিলি না
সুদিন দিলি না সদয় হলি না, ভব ঘোরাঘুরি ঘোর
ঘুচালি না
পড়িয়ে ভব বিপাকে, পরিত্রাহি ডাকে, তো বিনে ভুবনে হরবমা !
কে মা দীনে রাখে ? তবু কৃপা চোকে চাহিলি না ;—
মম কুমতি সুপথে তবু নিলি না
জন্ম জন্ম কত ক'রে গত অবিরত, অনুদিন জপিলাম তবু কেন
ক্রমাগত, অনুচিত বিষযে মতি লীনা ?—(রশ) অলস
সুরস রসে রসনা। (১২৭)

ঝিঁঝিট। একতালা।

কৈলাস নাথ মুখোপাধ্যায়

আশুতোষে ব'লে দিব মা। তুমি তার মতন ত গৃহিণী নও
তোমার ঘরে অতিথি এলে, থাকতে ধন তারে ফিরাও

রচয়িতার নাম।

চরণ ধন আশা ক'রে, অতিথি হ'লেম তোমার দ্বারে, ফিরাইলে
বারে ২, কত মায়াতে ভুলাও
কত বার নিলেম জন্ম, জান তারা! শাস্ত্র মর্ম্ম, অতিথি ফেরা
কি অধর্ম্ম, মনে ২ বুঝে লও
অতি আশায় নিরাশ স, পড়ে দীর্ঘ নিশ্বাস, কোরো না বৃথা নৈরাশ,
শিবের মঙ্গল যদি চাও
সদা শিবের ঘর কর, মুক্ত হাতে ধন বিতর, পদরেণু মাত্র সার,
তাও দিতে কাতর হও
সদানন্দের হৃদে বাস, প্রেমানন্দে কর বাস, নিরানন্দে মোহের বশ,
নিজ সুতেরে কাঁদাও
ঊর্দ্ধরেতা মহাযোগী, গৃহবাসী সর্ব্বত্যাগী, বুকে পা দে মোহের
ভাগী, জোর ক'রে সংসার করাও (১২৮)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ জৎ।

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়

ছলনা করিতে মা গো হদ্দ ছদ্মবেশ ধরা
তুমি ছলিতে ছিন্নমস্তা, হয়েছ ভীষণাকারা
কে তোমারে প্রশংসিবে? সর্ব্বনাশী তুমি শিবে, স্বীয় শির কাটি
শিবে! স্বীয় করে অসি ধরা
স্বরুধিরে অঙ্গ ধারা, বহে তারা ভবদারা! ভব ভয়ে জ্ঞানহারা,
হয়ে আরাধিল তারা (১২৯)

ঐ মধ্যমান।

ঐ।

বুড়ো মেরে কেন খুনের দায়? (ওড় মা।)
বক্ষে চেপে আছ কত কাল, মহাকাল যায়
কণ্ঠাগত প্রাণ হেরি, নয়ন মুদিত করি', মৃত্যুঞ্জয়ের একি হেরি,
মৃত্যুতে না রক্ষা পায়
মুখে নাহি সরে বাক, তো'লো পদ সরে দেখ, না হয় আমার বুকে
রাখ, যাবে যাউক এ প্রাণ যায়

রচয়িতার নাম।

দেখে শিবের দুর্দ্দশা, আপ্ত প্রাণের নাই ভরসা, যে তোমার করে
আশা, তার্ কি দশা এই হয়? (১৩০)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। পোস্ত।

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়।

রাজার মেয়ে ব'লে তোমার, তাইতে এত বুকের পাটা।
কাঙ্গাল বলে অনায়াসে, শিবের বুকে দিলে পা টা।
সেজেছ ২ ভাল, চাঁদ কেটে কপালে ফোঁটা; রুধিরে করেছ রাঙ্গা,
কালাঙ্গিনী গোটা গা টা।
যা কর তা শোভা পায়, কাঙ্গাল হলে হ'ত লেঠা; আপন গলে হার
পরিতে, পরের ছেলের মাথা কাটা।
কৃপণতা স্বভাবেতে, পিতৃ কুলে রাখ্‌লে খোঁটা; তেল বিনে ছাই
ভস্ম মেখে, জটাজূটের শিরে জটা।
চরণ বাঞ্ছা ছিল, হরকে দিলে আঁটা সাটা; এক পার্শ্বে করিতে
বাস, কৈলাসে কি দিবে পা টা।? (১৩১)

খাম্বাজ। খেমটা।

ঐ।

কালা কাণা বোবা মেয়ে, সর্ব্বশক্তিময়ী বলে
না জানি কি গুণে তার, ভোলানাথ থাকে ভুলে
শুনে না দেখে না চেয়ে, কয় না কথা কাল মেয়ে, নিজ তমোগুণ
লয়ে, অহঙ্কারে সদা চলে;—চিন্ময় পরা প্রকৃতি, যে জানে
তারে দেন গতি, কৈবল্য প্রদানে সতী, সত্য ব্রহ্মময়ী মূলে
কেহ কয় অজ্ঞানে উদয়, জ্ঞানে নাশ আপনি পায়, কেহ কয় জ্ঞানে
উদয়, সত্য মিথ্যা উভয় মেলে। (১৩২)

ঐ। কাওয়ালী।

ঐ

তারা! পতনে পেলে ত ছাড় না
করে পেলে কর তাড়না

রচয়িতার নাম।

হও নিদয় হৃদয়, কোনো কালে নও সদয়, পাষাণী নাম গেল না
হরিকে ভাসালে জলে, হরকে শ্মশানে দিলে, বিধি কমণ্ডলু নিলে, দণ্ডধারী যন্ত্রণা।
উমা! পিতাকে সাজালে অজাশিরে, করীমুখ গণেশেরে; স্বদেহ সা নরশিরে, ফণী ভুষং হর শিরে; রেখে ঘরে ধনেশেরে, হরের ভিক্ষা যোজনা (১৩৩)

দেশখাম্বাজ। একতালা।

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়

এত কি পাতকী আমি মা?
ও মা! কটাক্ষে হেরিলে তরি, তা ও হের না শ্যামা!।
ও পদ রজ কিঞ্চিত, বিবিঞ্চ্যাদির বাঞ্ছিত, কি পুণ্য আছে সঞ্চিত, আমি তা পাব মা?।
দিয়ে বিদায় সে আশায়, করি স্তুতি তব পায়, এ তনয় তোমার নয়, বোলো না কালে মা!।
আসিয়ে এই পুণ্যক্ষেত্রে, দুখ পেলেম কর্ম্মসূত্রে, তারা! তব এ কুপুত্রে, নিজগুণে দে ক্ষমা;—কৈলাস কলুষ ভরে, কাতরে ডাকে মা তোরে, তুমি তাপ না হরিলে, কে হরে হররমা?

(১৩৪)

খট ভৈরবী। একতালা।

ঐ।

আচ্ছা ফাঁকির মা, সাজলে গো উমা! লোকে তোমায় মা, কি গুণে বলে?।
উদরে না ধরি', বিধি হর হরি, ফাকিতে চকিতে, পেলে তিনটি ছেলে
প্রসব বেদনা কভু না ভুগিলে, সন্তানের প্রতি মায়া না জানিলে, কর্ম্মফল বিনে কারেও না পালিলে, এই ব্যবহার গো!—
আবার রণে পেলে কেটে মুণ্ড পর গলে

বচয়িতার নাম

সকলেতে আছ ধর্‌তে ছুঁতে নাই, অথচ তোমা ভিন্ন বস্তু নাই,
জগৎ মায়াতে মোহিত সদাই, ছাড়া নাই গো।—অটল ব্রহ্ম শিব তব গুণেতে ভুলে।
মায়া ভিন্ন জগৎ দেখিতে না পাই, অথচ মায়া বেদ শিরে নাই,
মায়াময় দেহ দিয়াছিলে তাই, সদাই গো,—কাল রূপে ডাকি মা মা ব'লে ছলে॥ (১৩৫)

আলাইয়া। একতালা।

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়

বিষম দায়ে প'ড়েছ গো মা! প্রসবিয়ে কুসন্তানে
না পার তারিতে, না পার ছাড়িতে, উপদেশ দিলে কথা নাহি শুনে
মা হওয়া মা! হয় বড় জ্বালা, কাঁদিলে ছেলে না সয় প্রাণে জ্বালা,
আকাশের চাঁদ চায় দুবেলা, চাঁদ দিলে না সকল দিনে।
ছেলের স্বভাব বিষয় অ'গে চায়, ভাগ্যে না থা'কিলে মা কোথায় জোগায়? অসন্তোষ সুতে শান্ত করা দায়, কেন প্রসবিলে হেন সন্তানে?
বিশেষ কৈলাসে অশেষ ভোগালে,যত দিন তারে ভবে জন্ম দিলে,
কোথা হ'তে পেলে পোড়া কপাল ছেলে? এনো না তারে আর জেনে শুনে॥ (১৩৬)

মুলতান। আড়াঠেকা।

ঐ

মা হয়ে কালের হাতে, কে স'পে সুতেরে বল?।
সাধ্য থাকিতে তারা! কেন না রাখিলে বল?।
ক্ষমতা আছে অপার, রাখ্‌লে অনায়াসে পার,কি দোষে তব কৃপার,
ভাজন না হলেম বল?
নিদয়া তুমি মা শ্যামা! ঈশানী পাষাণী বামা,কে দেবে তব উপমা?
দেবে না জানে সকল (১৩৭)

রচয়িতার নাম।

সুরট মল্লার একতালা

কৈলাস নাথ মুখোপাধ্যায়

জগত জননী হলে কোন্ ছলে ?
প্রসবিলে না কোন কালে ; যে জন উদরে না ধরে সুত, সে না পড়ে মায়াজালে
কেন তোরে লোকে বলে মহামায়া ? আমি ত কাঁদি [illegible] না মায়া, বারেক দিলে না সুতে পদছায়া, দুখের অনুতাপে তনু মম জ্বলে
তব ইচ্ছায় সৃষ্টি পঞ্চভূতে করে, পাষাণের ভার অন্য জীবোপরে, শুভাশুভ ভোগ স্বকর্ম্মেতে করে, তুমি মা কর্ত্রী বলাও কিবা ব'লে ?
চিরকালই গেল মারী পিট্ ক'রে, অদ্যাপি ছাড়না অসি আছ ধ'রে, যদ্যপি কৈলাসের হৃদয় মন্দিরে, বসো জানি তবু মায়াময়ী বলে (১৩৮)

ললিত আড়াঠেক ।

ঐ

অনায়াসে পাবে না চরণ, জোর ক'রে না নিলে কেড়ে
শিব রেখেছে বুকে ধ'রে, সহজে না দিবে ছেড়ে
তার্ কি তাহে অধিকার ? কি বলিব অধিক আর ? মাতৃ দত্ত ধন তোর পিতৃ হৃদে আছে প'ড়ে —
যে জন কৃতি সন্তান, পিতৃ ধনে নাহি টান, স্বগুণে সুখ সাধন, করিবারে পারে জোরে ;—যে জন অকৃতি ভাজন, ছাড়িবে না সে পতন, দাবি ক'রে সেই ধন, তবে অকিঞ্চন ক'রে
.সুব্যবহারের কাল গেছে, মিনতি করিছ মিছে, পিতৃদত্ত দলিল আছে, বেদাগমে তন্ত্রসারে ;—সে দলিল দর্শিয়ে পরে, কেহ না দুষিবে ভবে, ভাং খেয়ে ভাংটাস ভাবে, ভব কি করিতে পারে ? (১৩৯)

রচয়িতার নাম

প্রার্থনা।

ঝিঁঝিট। আড়াঠেকা।

রামদুলাল নন্দি। হের কৃপানয়নে তারা! সাধনহীনে।
কে লবে দীনের ভার, ঈশানী বিনে ?।
পাতক দেখিয়া ভারি, ভয় কোর না ভয়ঙ্করি! কৃপাসিন্ধু শুকাবে না, কণিকা দানে
কলুষেতে পূর্ণ আমি, কলুষনাশিনি তুমি, তাই মা তারিতে হবে, দুলালে ভণে॥ (১৪০)

ঐ। ঐ।

প্রিয়নাথ বিশ্বাস মহেশ মোহিনি গো মা! মুক্তকেশী দিগম্বরী।
মহিষাসুর মর্দ্দিনী, মুক্তিদাত্রী মহেশ্বরী।
রক্তবীজ বিনাশিনী, শুম্ভ নিশুম্ভ ঘাতিনী, বিধি বিষ্ণু প্রসবিনী, ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড উদরী
কে জানে মা তব তত্ত্ব, তুমি রজঃ তুমি সত্ব, তুমি গো মা মহত্তত্ত্ব, ভূতেশ ভব সুন্দরী।
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল, তুমি মা সবার মূল, দেহি মে পদ রাতুল, প্রিয়নাথে হে শঙ্করি! । (১৪১)

খাম্বাজ। ঐ।

রঘুনাথ রায় কবে সে দিন হবে, তারিণী মোরে তারিবে ?।
অনন্য শরণ জনে, চরণে রাখিবে শিবে।
রসনায় বলিবে তারা, নাম মধুরাক্ষরা, তারা নাম বিনা শ্রবণ, আর না শুনিবে (১৪২)

রচয়িতার নাম।

খাম্বাজ। একতালা।

রসিকচন্দ্র রায়।

তারা! কে পারে তোমায় চিন্‌তে?।
তুমি গো মা উমা, ব্রহ্মময়ি শ্যামা! কটাক্ষে পার মা
ত্রৈলোক্য জিন্‌তে
আমি দীন দুরাচার কি জানি বল না, ভবে এসে সাধন হল না
হল না, কোর না ছলনা,—কি দিব তুলনা? দনুজ
দলনা! ভুল না ভুল না রসিকে অন্তে॥ (১৪৩)

ঐ। কাওয়ালী।

দাশরথী রায়।

আমি পতিত পতিত পাবনি!।
মম জন্ম অনিত্য অবনী;—পুণ্যহীন পাপনৈপুণ্য মা প্রসয়ে!
দিয়ে পদ অর্পণে! যদি সাধ পূর্ণ কর আপনি।
যদি কর এ দুরাচার নিগু ণের গুণ বিচার, প্রচার তবে না কর
গো মা শিব সুন্দরি শ্যাম'! হেতু দাশরথীর প্রাণ, জীবনান্ত
দিনে যেন, জীবনে আশ্রয় দেন সুরধুনী। (১৪৪)

ঐ। ঐ।

ঐ।

দুর্গে! পার কর এ ভবে
দেখে পাপের ভার কুব্যাভার, তুমি ভার হলে মা, কে আর ভার
সবে?।
রাজন ভাজন কিম্বা অভাজন, কে তব অপ্রিয় কে বা প্রিয় জন?
কি সুজন দীন জন কি দুর্জ্জন, সৃজন তোমারি সবে।
যা কর মা! শমন এল শীঘ্রগতি, দেও যদি মা গতি
গতিকে দেখে দুর্গতি, নৈলে দাশরথীর গতি অসঙ্গতি,
দুর্গতি সদত রবে। (১৪৫)

রচয়িতার নাম

খাম্বাজ। একতালা।

রসিকচন্দ্র রায়। এই বেলা তারিণি, তার ভবরাণি। ভব যন্ত্রণা আর না সহে।
নিশ্বাস পবন, বহিছে সঘন, কি জানি কখন রহে না রহে।
জলবিম্ব যেমন জল মধ্যে ভাসে, তৃণাগ্রে তুষার গোশৃঙ্গে শশিয়ে,
পর্ব্বতে যেমন পতিত জীবন, (ও মা,) তেমতি জীবন রসিকের দেহে॥ (১৪৬)

সিন্ধু। ঝাঁপতাল।

দাশরথী রায়। শিবে! সম্প্রতি, সংসার বাসনা মতি সংহর, সবল রিপু শমন সন্নিকট হল মা!।
তব করুণাসিন্ধু তবিন্দু বরিষণে, বিন্ধ্যবাসিনি মা! ইন্দু করে ধরে বামন, ইন্দ্রত্ব তার কোন্ ছার? ওগো হর মনোরমা,
দূর কর তারিণি দুঃখ হারিণি! মম দুঃখ ভার, বারম্বার কর যাতায়াতে সীমা;—অন্তে এই কোর,গমনে ভাগীরথীর তীরে দাশরথীরে মা! অন্তে যেন ঘটে তটে, অন্তরে নিরখি তব, রূপ নব নীরদ শ্যামা (১৪৭)

ঐ। মধ্যমান।

ভুবনচন্দ্র রায় দুর্গতি নাশিনি দুর্গে! করুণা কর না।
সহে না সহে না আর, সহে না যাতনা
দুঃখে ২ হলেম সারা,আর কত দুঃখ দিবে তারা? কিঞ্চিত কটাক্ষ পাতে ভুবনে হের না॥ (১৪৮)

ঐ। ঠুংরি।

রামপ্রসাদ সেন। এমন দিন কি হবে তারা?।
যবে তারা ২ তারা বলে, তারা বেয়ে পড়্‌বে ধারা।

রচয়িতার নাম

হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে, (তখন) ধরাতলে
পড়্‌ব লুটে, তারা বলে হব সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ, ওরে! শত ২ সত্য
বেদ, তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে, ওরে! আঁখি অন্ধ দেখ
মাকে, তিমিরে তিমির হরা (১৪৯)

সিন্ধু। পোস্ত

(অজ্ঞাত) যা কর গো দুর্গে! ভব দুঃখে দুঃখহারা তুমি।
কবিয়ে কুকর্ম্ম অঙ্গ ঢেলেছি তরঙ্গে আমি।
নিত্য ধন না করি তত্ত্ব, নীচ কর্ম্মান্বিত নিত্য, সাধিলাম অনিত্য
অর্থ, ব্যর্থ এসে কর্ম্মভূমি (১৫০)

ঐ। আড়াখেমটা।

ভবানাথ দাস। কালি! এই কোর কাল একে
কাল পেয়ে কাল ঘেব্‌বে যখন, দেখা দিও হৃদ্‌কমলে।
গুরুদত্ত ধন যেন আমার মন, শমন দেখে না যায় ভুলে; তারাদাসে
বলে, অন্তে গঙ্গাজলে, জিহ্বায় কালী ২ বলে (১৫১)

ঐ। আড়াঠেকা।

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কিঙ্করে কর দয়া, দয়াময়ি দাক্ষায়ণি!
দয়া যদি না কবিবে, কলঙ্ক রবে জননি!
আমি অতি মূঢ়মতি, ভজন বিহীন গতি, গতি ত্বংহি গতিত্বংহি,
অগতির গতিদায়িনি!
ভেবে ২ হলাম সারা, অভয় পদ দে মা তারা! সম্বল হইলাম
হারা, কিসে তরিব জননি?।
নবীনের সময় এমন, রাহুগ্রস্ত চন্দ্র যেমন, পাপগ্রস্ত দেহ মলিন,
ওগো মুক্তিপদ প্রদায়িনি! (১৫২)

রচয়িতার নাম

জঙ্গলা। একতালা।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

মা! যদি কেশ ধরে তোল (তবে বাঁচি এ সঙ্কটে)
আমার এ কূল ও কূল দুকূল গেল, পাথার মধ্যে সাঁতার বিষম হল।
সঙ্গীগুলা হল ছাই, তাদের সঙ্গে ভেসে যাই, ধরিতে গেলে আমায় ধরে, ডুবে ডুবায় প্রাণ্‌টা গেল।
করেছিলাম যে ভরসা, না পুরিল সে সব আশা, ভুলালে তখন ডুবালে এখন, আর কখন্‌ কি কর্‌বে বল?।
কমলাকান্তের ভার, মা বিনা কে লবে আর? ও মা!
চরণ তরি শরণ দিয়ে, সঙ্গে লয়ে দেশে চল॥ (১৫৩)

ভৈরব। কাওয়ালী।

দাশরথী রায়।

মা! সে দিন প্রভাত কবে হবে?।
পুরাতে বাসন, ও মা শবাসনা! রসনা লোলরসনা জপিবে।
কলুষান্ধকারে ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি হারা, হয়ে আছি শিবে!
হৃদয় আকাশে তারা, কবে এসে পুণ্যের বিপাক তিমির নাশিবে?।
দেহ মুক্ত হই দেহ মা ত্বরা, এ দীনে সে দিন হে দীনতারা!
প্রকাশ করুণানয়ন তারা;—ক্রিয়াবিহীন জীবে মিছে কাযে দিন গত, প্রতিদিন এ দীন জনের কি হবে?
দীন দৈন্য গণি যে দিনে জননি! দাশরথী দীনে দিন দিবে (১৫৪)

রামকেলী। ঢিমা তেতালা।

আশুতোষ দেব।

কি হবে গো তারা! আমার এবার?
আমি দীন হীন ক্ষীণ অতি দুরাচার।
হইয়ে বিষয়াবৃত, কুপথে যে মন রত, নাহি ভাবে পরমার্থ

রচয়িতার নাম।

তব একবার ;—অগতির তুমি গতি, কি করিব স্তব
স্তুতি ? রবিসুত দূত ভীতি আশু কর পার। (১৫৫)

ভৈরবী। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) তারিতে হবে মা তারা। হয়েছি শরণাগত
অনায়াসে তরে গেল, কত পাপী আমার মত
অসংখ্য অপরাধী আমি, জ্ঞানশূন্য মিছে ভ্রমি, মায়াতে
মোহিত হয়ে, বৎস হারা গাভীর মত (১৫৬)

ঐ। একতালা।

রঘুনাথ রায়। রিপুবশে কুরসাভিলাষে গো। মুগ্ধ হয়েছে মন আমার।
মন হিতাহিত কিঞ্চিত, না করয়ে বিচার।
মত্ত করীবর যেন, কুপথে ভ্রময়ে মন, বিবেক অঙ্কুশ
বিনে উপায় নাহিক আর
দুর্ম্মতি দুর্গতি হরা। তুমি ব্রহ্মময়ি তারা। তব কৃপা কটাক্ষ
কিরণে, নাশে অজ্ঞান আঁধার ;—কর যদি অকিঞ্চনে,
করুণা করুণা গুণে, ঘোষে ত্রিভুবনে মা। অসীম মহিমা
তোমার (১৫৭)

ঐ। তিয়ট।

আশুতোষ দেব। শুন হর দারা। কৃপা কর ত্বরা, পাপী তাপীকে পশু
পালিকে। —(গো।)
নাহি পুণ্যবল, কি হইবে বল, হইয়ে বিকল, ভাবি কালিকে।।
কামাদি ষট, তারা অতি শঠ, ঘটায় অঘট, রিপুনাশিকে।
করুণাময়ি। ত্রাণ, দেহি পদে স্থান, তোম এ সন্তানে
জগদম্বিকে। (১৫৮)

রচয়িতার নাম

ভৈরবী। ঠেকা

(অজ্ঞাত) এই সময় তারিণি, তোমায়, নিবেদন করে রাখি
অকৃতি অধম দেখে, অন্তিমে দিও না ফাঁকি
তাতে না থাকিলে জ্ঞান, পাছে হই মা অপমান, কণ্ঠগত হবে প্রাণ,
তাই যখন তখন ডাকি (১৫৯)

ঐ আড়াঠেকা।

কালীদাস সরকার। আমার হৃদকমলে, এস গো মা ভবদারা।।
এলোকেশি ঘোর বেশি। মহানিশি ভয়ঙ্করা।।
ছয় জন শত্রু মিলে, কুপথেতে দেয় ঠেলে, ডাকি "কোথা তারা"।
বলে, কেঁদে ২ হই সারা
রাখ মা অভয় পদে, পড়েছি ঘোর বিপদে, সংসারেরি মহা মদে,
উন্মত্ত হইয়ে তারা।
শমন নিকটবাসী, ভয়ে কাঁপি দিবা নিশি, হের গো মা মুক্তকেশি।
রবিসুত ভয়হরা।। (১৬০)

সিন্ধুভৈরবী। ঐ।

শরচ্চন্দ্র রায়। কি করি মনকরী, মত্ত অনিবার তারা।
ভ্রমিছে বিষয়ারণ্যে, প্রাণপণে না দেয় ধরা
পরমার্থ পঙ্কজ বন, সদা করিছে দলন, নিষেধ পাশ মানে না
বারণ, আমি ভক্তি আগান হারা
কৃতান্ত কেশরী ভয়, গণে অতি তুচ্ছাশয়, কুগতি মাতঙ্গী তায়,
পেয়ে প্রিয়তম দারা (১৬১)

ঐ। ঐ।

(অজ্ঞাত) হল মা দিবা অবসান।
কিঞ্চিত বিলম্ব আছে মুদিতে নয়ন

রচয়িতার নাম।

শুন গো মা ভবদারা! অজপা হইল সারা, কৃপা করে দে মা তারা!
ঐ চরণে স্থান (১৬২)

সিন্ধুভৈরবী। জৎ।

(অজ্ঞাত) হৃদয় রাসমন্দিরে, দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে
একবার হয়ে বাঁকা, দে মা দেখা, শ্রীরাধারে বামে লয়ে
নরকর কটিবেড়া, খুলে পর্ মা পীতধড়া, মাথায় দে মা
মোহন চূড়া, চরণে চরণ থুয়ে
ত্যজি নরশিরমালা, পর গলে বনমালা, (একবার) কালী ছেড়ে
হও মা কালা, ও গো ও পাষাণের মেয়ে!।
হৃদ্‌কমলে কাল শশী, (আমি) দেখ্‌তে বড় ভাল বাসি,
(একবার) ত্যজে অসি ধর্ মা বাঁশী, ভক্তবাঞ্ছা পূরাইয়ে ।
(১৬৩)

গারা ভৈরবী। একতালা।

ঐ জয় দে গো মা কালি।
শিবে সর্ব্বস্বরূপিণি,আদ্যে সনাতনি,অচিন্ত্যাব্যক্ত করালি .
দল বল সব যোগিনী সঙ্গে, মাভৈঃ ২ ভ্রূকুটি ভঙ্গে।
বারেক করুণা কর অপাঙ্গে, করি কৃতাঞ্জলি (১৬৪)

ঐ। ঠুংরী।

রামপ্রসাদ অপার সংসার নাহি পারাপার
সেন ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণি . কর গো
নিস্তার।
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ ডুবে বা মরি ;
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি. দিয়ে চরণ তরি, রাখ
এই বার

রচয়িতার নাম।

বহিছে তুফান, নাহিক বিরাম, থর ২ অঙ্গ কাঁপে অবিরাম ;
পূরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম, তারা! তব নাম সংসারের সার
গেল কাল কালি! হল না সাধন, প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন ; এ ভব বন্ধন, কর বিমোচন, মা বিনে তারিণি!
কারে দিব ভার ? (১৬৫)

খট। একতালা।

রসিক চন্দ্র রায়।

কি হবে কি হবে, ভবরাণি ভবে! আনিয়ে এই ভবে, ভাবালি আমায়!
না জানি ভজন, না জানি পূজন, বিষয় বিষ খেয়ে প্রাণ বুঝি যায়
কাতারস্তে ডাকি ও মা ভবদারা! কখন্ আছি কখন্ যেতে হয় না ভাবা! সদত সন্দেহ, ত্বরায় দেখা দেহ, রসিকের দেহ জলবিম্ব প্রায় (১৬৬)

টোড়ী। আড়াঠেকা।

রঘুনাথ রায়

হের মা এ দীনে।
প্রপন্ন অধীন জনে ; তোমা বিনে কে আছে তারিণি ত্রিভুবনে ?।
দুর্গে দুর্গতিনাশিনি অম্বে! জগদানন্দ দায়িনি জননি জগদম্বে! তনয়ে তার কৃপাবলম্বনে।
ও মা ত্রিপুরহর জায়া, স্মরহর প্রিয়া! অসীম তব মহিমা কে জানে ?—অমল কমল শশধর ভালে, গৌরি গিরিশ গৃহিণি গিরিবালে! ভব জঞ্জালে ত্রাহি অকিঞ্চনে (১৬৭)

রচয়িতার নাম।

টোড়ী কাওয়ালী।

দাশরথী রায়।

কৃপা, কাতরে বিতর হর বন্দিনি!
তারা গো মা বিন্ধ্যাচল বিহারিণি!!
হে বিমলা মা বিবিধ বিবন্ধ বারিণি! দেহি মন্দানে আনন্দ গো নন্দনন্দিনি!
ধন্য ২ চরণ সরোজ তোমার, ত্যজে অন্য অগণ্য ধন, অন্বেষণ করি মা দিবস রজনী,—দাশরথী মতি পাপ পঙ্কে পতিত, পদ পঙ্কজ প্রদ গো জননি! হর সঙ্কট শঙ্কর হৃদিপুর বাসিনি।
(১৬৮)

ঐ ঐ।

ব্রজমোহন রায়।

হর দুখ হর মনোমোহিনি।
কলুষবারিণি, তব সুত রবিসুত ভয়ে ভীত ভববাণি!!
কি হবে উপায় নিরুপায় মা পদ বিতর কাতর জনে আপনি।
হলে অবসান দিবা, নয়ন মুদিলে কি বা, যদিও অভয় দিবে ভবানি!
ডাকি বারেবার, মম প্রতি কেন প্রতিকূল আর, হও মা পাষাণসুত' পাষাণি?—তুমি ঈশানি ঈশ-হৃদয় বাসিনি!
আমি আশু তোষ আশুতোষ রমণি!!
কি আছে মা মম বল, কার কাছে বলি বল? কেবল সম্বল তুমি শিবানি। যদি তার নিজগুণে, ব্রজমোহন নির্গুণে, দিবে মা বাঞ্ছিত পদ দুখানি;—এ ভববারি তরিবারে তরণী, হও বারেক কর্ণধার আপনি (১৬৯)

ঐ। ঐ।

দাশরথী রায়

দীনতারিণি, দীনে দিন দিলে না মা! দীন দয়াময়ী হয়ে কেন দুঃখ দিলে দীনে?
অতুল মহিমে দীন নিস্তারিণী নামে, কেন ডুবাবে সে নাম অপযশার্ণব জীবনে?

রচয়িতার নাম।

দিবস রজনী দুঃখানলে জ্বলে কলেবর, স্বকর্ম্ম ফল ভাবি গতি দুঃখ ভাবি নে ;—দিলে দুঃখ যত তা ত সহিল মা ! আর সহে না দুঃখ দিও না দিও মা, সঁপে এ দীন দাশরথীরে দিনমণি সন্তানে ॥ (১৭০)

টোড়ীভৈরবী কাওয়ালী

ব্রজমোহন রায়

দীন দুরিত বারিণি তারিণি ! তার।
এত কি অলস লইতে পাতকী ভার ?

বেদে শুনি যে জন ভজে মা তারা। তারাপদ, কি চিন্তা থাকে তার তুমি তার হরাপদ, মা তোর নামের গুণে বিপদে ঘটে সম্পদ, থাকে না তার কালাকাল কালের ভয় অধিকার

ভজন যে নাহি জানে মহিমা তারে তারিলে, তবে কেন এ গৌরব অকৃতি সন্তানে দিলে ? এ দীন ব্রজমোহনে লয় কালে লয় কালে, তবে কেন পতিতপাবনী নাম ধরায় ধর ? (১৭১)

আলাইয়া। মধ্যমান

গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

ও মা ! কৃপণতা কোর না মা এক্ষণে

গুরো গুরুবাক্য শোন্ শিববাক্য জ্ঞানে ; লয়েছি শরণ শ্রীচরণে ;—আমি শুনেছি তোর যে পদ, সে নয় সামান্য পদ, হয় কত ইন্দ্রত্ব পদ, ও পদ ধ্যানে

আমার প্রার্থনা যে পদ, সে অতি সামান্য পদ, নয় গো মা ব্রহ্ম-পদ, পদ আপদ নাই যে স্থানে ; আমি নিরন্তর ডাকি তুমি শুন না কাণে ;—আছে শেষ কল্পে শিববাণী, মা নাই মা মনে জানি, ও গো জননি , যা থাকে অদৃষ্টে আমার, কর্‌ব মন্ত্রে আত্মশ্রাদ্ধ তিল কাঞ্চনে (১৭২)

রচয়িতার নাম

আলাইয়া। একতাল।

বিপ্রদাস তর্কবাগীশ

তারা! দিলে না দিলে না দিন
আমি তারা ২ তারা জপি সারা দিন, নানা উপসর্গে, দিন
যায় দুর্গে। পরিবারবর্গের পরিশোধি ঋণ।
গেল না গেল না বিষয় বাসনা, হল না মলিন পর উপাসনা,
শঙ্করী সর্ব্বাণী শিবে শবাসনা, রটে না রসনা ভ্রমে এক দিন
দ্বিজদাসের অভিলাষ এই তারা। পূর্ণানন্দে পূর্ণ কর নয়ন তারা,
সদানন্দে ভাসি সদানন্দদারা। নিরানন্দ কারায় সারা হল
দীন (১৭৩)

ঐ। কাওয়ালী।

দাশরথী রায়

কালি! অকূল সাগরে কূল দেখি নে
কি হবে কুলীনে; আকূল দেখিয়ে, যদি অনুকূল হয়ে, কুল-
কুণ্ডলিনি। কুলাও কুলবিহীনে
আমি কুলহীন দীন ভ্রান্ত; কুলের পাবক মা হয়েছি একান্ত,
কালবশে করিয়ে কালান্ত; কুলে এলাম হয়ে কুলশ্রান্ত;—
না হইয়ে প্রতিকূল,দাশরথীর প্রতি কৃপা দে মা গিরিকুলোদ্ভবা
সগুণে (১৭৪)

দেবগিরি। ঐ।

প্যারীমোহন কবিরত্ন

কালি। মুক্ত কর মা আমারে
সয় না ক্লেশ আর শরীরে; বহুকাল বন্দি আছি, সংসার
কারাগারে
মায়া মোহ এমনি বেড়ী, সাধ্য কি যে এক প নড়ি, হাতে গলে
দড়াদড়ি, দারা সুত পরিবারে
সাংসারিক কায্ খাটুনি, কারাবাসে টানাটানি, কাম ই নাই দিবা
রজনী, অদৃষ্ট অনুসারে।

রচয়িতার নাম

বন্ধন মোচনের উপায়, কেবল আছে ঐ বাঙ্গা পায়, যে ধরে সে
অনা'সে পায়, শিব কন তন্ত্রসারে
কবিবন্ধের এই বাসনা, ব্রহ্মময়ি শবাসনা। বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পদে,
লীন থাকি একেবারে ? (১৭৫)

মুলতান। আড়াঠেকা

রামদুলাল নন্দি।

ধনাশা জীবন আশা গেল না সকলি গেল (মা!)
কোথায় যৌবন গত, জরা আগমন হল।
ছিল না মা জলপাত্র, করপাত্র ছিল মাত্র, বাঞ্ছা ছিল জলপাত্র
মাত্র হয় সম্পদ ;—তা দিলে মা দিলে ঘড়া, বাঞ্ছা তাতে
হৈল বাড়া, এখন ব্রহ্মাণ্ড পাইলে তারা! হয় সে ভাল।
সমান বয়সী যত, প্রায় সব হইল গত, ন্যূন জ্যেষ্ঠ গত কত, কত
কহিব ?—আপন পঞ্চত্ব হবে, মনে ২ জানি সবে, তবু
চিরজীবী ভাবে, ভ্রান্তি বহিল
অক্ষির গেল মা জ্যোতি, শ্রবণের গেল শ্রুতি, মনের গেল মা
স্মৃতি, চরণের গতি ;—আছে কান্তা অভিলাষ, অদর্শনে
আসার আশ, দরশনে জরা বলে, কি দায় হল ?
তোমার মায়ার গুণে, পদ্মযোনি পঞ্চাননে, ক্ষীরোদশায়ীর সনে,
ভ্রান্তে ভ্রমিল ;—শ্রীরামদুলাল ভাষে, সুপ্রসন্ন হও দাসে,
বাঞ্ছা পূর্ণ কর ত্রাসে, সেই মঙ্গল (১৭৬)

ঐ। কাওয়ালী।

ব্রজমোহন রায়।

দীনের আর, নাই মা সঙ্গতি
কেবল ভরসা শ্রীদুর্গা নাম তরণী, ভবাম্বুধি তরিতে সম্প্রতি
জঠর যন্ত্রণা পেয়ে করেছিলাম অঙ্গীকার, এ বার জন্মিয়ে মা গো!
চরণ করিব সার ; সদা কুরস বশ অলস, আমার হল না
সে পদে মতি

রচয়িতার নাম

ত্যজি আপনার শপথ, আমি হারালেম সুপথ, অন্ধবৎ এগিতেছি
গতি কি হবে ? কর জ্ঞানাক্ষি প্রদান আমায় হে শিবে .—
কাল গত কালাগত সভয়ে কম্পে জীবন, গেল বেলা এই
বেলা করি পথ অন্বেষণ, (অতি) অভাজন এ ব্রজমোহন,
তার হল না সে পথে গতি। (১৭৭)

মুলতান। কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) হের মা কাতরে হর মোহিনি .
ডাকি সভয়ে রাখ গো মা অভয়ে। পড়ে বিপদে ডাকি মা
বিপদভঞ্জিনি .
আমি অধম পামর জন, ভজন পূজন হীন, দুস্তারে নিস্তার
নিস্তারিণি .—স্বকর্ম্মে হয়ে পতিত, রয়েছি হয়ে পতিত,
মনেতে ভরসা পতিত পাবনী ; রাখ স্বগুণে নির্গুণে ত্রিগুণ
ধারিণি। (১৭৮)

ঐ একতালা।

দাশরথী রায়। দোষ কারো নয় গো মা .
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড় রিপু হৈল কোদণ্ড স্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপে ব্যাপিল, (তারিণি . আমায়) কাল রূপ জল, কাল
মনোরমা
তারিণি, কি হবে তারিণি। ত্রিগুণধারিণি। বিগুণ করেছে স্বগুণে ;
কি সে এ বারি নিবারি, ভেবে দাশরথীর, অনিবারি বারি
নয়নে ;—বারি ছিল কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন
নাহি হয় রক্ষে, আর কি অপিক্ষে ? করি মুক্তি ভিক্ষে,
ক্ষেমঙ্করি। কর ক্ষমা (১৭৯)

রচয়িতার নাম

মুলতান। একতালা।

রামপ্রসাদ সেন। মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে
বট মনোময়ী, সান্ত্বনা কেন, কর না এই মনে ?
শিবকৃত বারাণসি, সেই শিব পদবাসী, তবু মন ধায় কাশী, রব কেমনে ?—অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর, নথ জালে গঙ্গা মণিকর্ণিকার স'ন
বিপদে অলক্ত আভা, অসি বরুণার শোভা, হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে ;—প্রসাদ আছে খেদ যুক্ত, শাস্ত্র কবা উপযুক্ত, কিবা কায অভিযুক্ত, পুরী গমনে ? । (১৮০)

ঐ ঐ

ঐ জননি । পদপঙ্কজং, দেহি শরণাগত জনে, কৃপাবলোকনে তারিণি তপন তনয় ভয়চয় বারিণি ।
প্রণবরূপিণি সারা, কৃপানাথ দারা তারা, ভব পারাবার তরণী
সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্মমূলা হীনমূলা, মূলাধার অমল কমল বাসিনি ,
আগম নিগমাতীতা, খিল মাতাখিল পিতা, পুরুষ প্রকৃতিরূপিণি ,—
হংসরূপে সর্ব্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে । উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি ত্রিবিধ কারিণি ।
সুধাময় দুর্গা নাম, কেবল কৈবল্য ধাম, অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী ;—তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল কূপে মজে, ভণে রামপ্রসাদ তার নিষ্ফল জানি (১৮১)

ঐ ঐ।

ঐ পতিত পাবনি পরা, পরামৃত ফলদায়িনি ।
স্বয়ম্ভু শিরসি সদা, সুখশায়িনি ।
সুদিনে চরণ ছায়া, বিতর শঙ্কর জায়া । কৃপাম্বুক স্বগুণে মা, নিস্তার কারিণি । ।

রচয়িতার নাম।

কৃত পাপ হীন পুণ্য, বিষম ভজনা শূন্য, তারা রূপে তারয়
মাং, নিখিল জননি!
ত্রাণ হেতু ভবার্ণব চরণ তরণী তব, প্রসাদে প্রসন্না ভব,
ভবের গৃহিণি! (১৮২)

মুলতান। জৎ।

ভুবনচন্দ্র রায়। ও গো শিবে! অশিব নাশিবে কবে? পতিতে বিষম দায়
দারা সুত ধন জন, সকলি অনিত্য, নিত্য মাত্র চরণ তব, ভব
সদা হৃদে ধ্যায়
মা গো! জন্ম নিয়ে ভুবন, কুকর্ম্মে রত সদায়; সুকর্ম্মে বিরতি
মতি, রতি নাহি তব পায়;—পতিত পাবনী নাম ধর দীনে
নিস্তার, দীন নিস্তারিণি গো মা! দিনে ২ দিন যায় (১৮৩)

ঐ। একতালা।

(অজ্ঞাত) আমি কার দোষ দিব মা? জানিলাম শ্যামা!
সকলি করে কপালে।
আসি ভূমণ্ডলে, ভাসি চক্ষের জলে,হারাইয়া গো লাভে মূলে।
যে আশয়ে আসা, হল মা নিরাশা, ফিরে যেতে হল নিষ্ফলে;
কিসে হবে ব্যাপার, হেরি বিষম ব্যাপার, লুটিল
ছয় জন মিলে।
পুঁজি পাটা যাহা, ফুরাইল তাহা, নিকাশ দিব আমি কি বলে?
এবার এসে ভবের হাটে, তবিল গেল ঘেটে, পড়ে মলেম
বৃথা জঞ্জালে;—তাই ডাকি শঙ্করি। কেমনে মা তরি.
ক্ষেমঙ্করি। কি ঘোর ঘটালে? এখন নাহি হেরি উপায়,
যদি নিজ কৃপায়, রাখ গো মা ও পায়, ছাওয়ালে (১৮৪)

রচয়িতার নাম

মুলতান। একতালা।

রসিকচন্দ্র রায়

বল মা কেমনে তরি? এবার ডুব্‌ল আমার তনুতরী।
ভবনদী তীরে মায়ার তরঙ্গ, কাল কুম্ভীর তাহে করিতেছে রঙ্গ,
কবে দুঃখ নাশিবে, শমনে ত্রাসিবে, শিবে শঙ্করি।।
ও মা পড়েছি অপারে, যেতে হবে পারে, পারের সাধন সাঁতার
জানি না; তাহে মন মাঝী আনাড়ী, দিতে চায় না পাড়,
শুনে ছজন দাঁড়ীর মন্ত্রণা,—কালি! ভক্তির হাল ছেড়েছে
মন মাঝী, সাধের তরী ডুবে কালি কিম্বা আজি, রসিক ভাবে
তাই, আর বিলম্ব নাই, উপায় কি করি? (১৮৫)

পুরবী। কাওয়ালী

দাশরথী রায়

ভব সুতের অবসান হল গো দিবে।
হে শিবে সঙ্কটনাশিনি! ও পদ কি এ দীন অধমে দিবে?।
দুর্ল্লভ নরোদরে জন্ম লইয়ে ও গো ব্রহ্মরূপিণি কিছু কর্ম্ম হল না
বিপুধর্ম্মে অধর্ম্মে ভ্রমণ ভবে
জনমে নাস্তি মতি গতিপথে গতি, দাশরথীর গতি মা কি হবে?—
ভক্ত মানস অনুরক্ত পাতকে, ও গো মুক্তিদায়িকে! নাম
উক্তি এ মুখে নাহি, মুক্তি কি পাবে পাপযুক্ত জীবে? (১৮৬)

ইমণ। একতালা

রামপ্রসাদ সেন

কায়্ কি আমার কাশী?।
যার রক্ত কাশী তত্ত্বমসি, বিগলিত কেশী।
সেই জগদম্বার কুণ্ডল পড়েছিল খসি, সেই হতে মণিকর্ণি বলে
তারে ঘোষি
অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসি, মায়ের করুণা বরুণাধারা,
অসি ধারা অসি।

বদয়িতার নাম।

কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি, ওবে। তত্ত্বমসির উপরে
সেই মহেশ মহিষী
রামপ্রসাদ বলে কাশী য'ওয়া, ভাল ত না বাসি, ঐ যে গলাতে
বেঁধেছে আমার, কালী নামের ফাঁসি (১৮৭)

ইমণ একতালা।

অমলাল বায় কোথায় গো মা কালি। ঘুচাও মনের কালি।
জঠরে যন্ত্রণা যে কালি, বলেছিলাম ভজ্‌ব কালী, এখন
ভা'ত দিয়ে কালি, বসে আছি মেখে কালি।
ভাব্‌ছি বসে মা ত্রিকালি, হল আমার কি নাকালি?
যেতে হবে আজ কি কালি, চিরজীবী নহে কেহ
চিরকালি (১৮৮)

ইমণকল্যাণ। আড়াঠেক।

(অজ্ঞাত) রাখ মা। মায়ের ধর্ম্ম, জন্মের শোধ দেখা দিয়ে
রয়েছে কৃতান্ত দূত, শত পুবেতে ঘেরিয়ে
মায়েব উচিত হয়, সন্তানে পাইলে ভয়, মাভৈঃ ২ মাভৈঃ রবে,
ভয় নিবাবে আসিয়ে
সন্তানেরও এই রীতি, ক্ষুধ নিদ্রা তথা ভীতি, সময়ে মা বলে ডাকে,
তা কি জান না জানিয়ে?।
জ্বলিছে ক্ষুধাগ্নি কাল, মোহ নিদ্রায় গত কাল, করাল কিঙ্করী কাল,
উগ্রবেশে দাঁড়াইয়ে॥ (১৮৯)

ঐ। ঐ।

রঘুনাথ বায়। কেমনে হব পার, বে ভবজলধি, তোমার করুণা বিনা, তারিণি।
এ বাব?

রচয়িতার নাম।

বিবিধ পাপেতে অতি ভার মম কলেবর, নিমগ্ন হয়েছি দুর্গে।
কর গো উদ্ধার
অষ্টাঙ্গ যোগ সাধিয়ে, বিবেক নির্ম্মল হিয়ে, হয় যার সে কি আর,
দিবে তোমায় ভার ?—অজ্ঞান নির্গুণ দীন, অকিঞ্চন
ক্রিয়াহীন, তার তারে তবে জানি, মহিমা তোমার (১৯০)

ইমণকল্যাণ কাওয়ালী।

দাশরথী রায়

ত্রাণ কর তারা ত্রিনয়নি ।। (ও মা .)
ভবানি ভবরাণি, ভবভয় নিবারিণি। ভয়ঙ্করি ভীমে ভূভারহারিণি,
ত্রিভুবন তারিণি ত্রিগুণধারিণি। ত্রিজন সৃজনকারিণি।
সারদে বরদে সদা সুরেন্দ্র পালিকে, গিরীন্দ্রবালিকে কালিকে।
যোগেন্দ্র মনোমোহিনি।—ও শিবে সর্ব্বাণি গিরিজা গীর্ব্বাণি,
নির্ব্বাণ পদদায়িনি।—তারা। এ ভব দুস্তার, দাশরথীরে তার,
ভবান্ধকারবর্ষিণি। (১৯১)

ঐ। একতালা।

যদুনাথ রায়

তব চরণ দুখানি, অতি বিচিত্র তরণী, দুস্তর ভবার্ণবে করিতে
গো পার (মা।)
স্মরণ মনন, তরণী বাহকগণ, শ্রীগুরু চরণ, কর্ণধার।
একান্তে যেই জন, ইহাতে কর দৃঢ় মন, অনায়াসে তারিণি সে,
হইবে উদ্ধার ;—ভবান্ধ কূপে মগন, মূঢ়মতি অকিঞ্চন, তব
কৃপা বিনে, গতি নাহি আর (১৯২)

হাম্বির। ঐ।

ঐ

মা যোগমায়া যোগেশজায়া! যোগযুক্ত বিনে কে হয়
যোগ্য, বল দুর্গে। ত্রিতত্ত্ব সাধনে ?
আমি দীন মূঢ় হয়ে মত্ত, কুসঙ্গে করি মা ভ্রমণ ; তব তত্ত্ব

রচয়িতার নাম।

শ্রুতি হারায়ে, হয়েছি অজ্ঞানান্ধ কূপে মগন ;—যদি স্বীয়
গুণে অকৃতি দুর্জ্জনে, প্রসন্না হও মা কৃপাবলোকনে,
তবে অকিঞ্চন পায় পরিত্রাণ, নিজ দুষ্কৃতি বন্ধনে (১৯৩)

কেদারা। ঢিমা তেতালা।

রূপচাঁদ পক্ষী।

দুর্গে দুর্গতিনাশিনি ! ।
দুস্তারে নিস্তার তারা ! দনুজদলদলনি ! ।
দয়াময়ি দুঃখহরা, দাক্ষায়ণি ভবদারা, দুর্দ্দিন দুষ্কৃতি হরা,
দুরূহ দূরকারিণি !
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে, দুর্গে গো দহিছে হিয়ে, দয়া কর ভবপ্রিয়ে,
ধূর্জ্জটি মনোহারিণি ।।
দ্বেষাদি ছয় জনে, এ দাসে ছয় দিকে টানে, দাক্ষীর্য্য গাম্ভীর্য্য হীনে,
দুর্গে গো কম্পিত প্রাণী।
কহে দীন খগপতি, কি হবে দীনের গতি ? দীনতারিণি দেও
সুমতি, দরিদ্র দুঃখবারিণি ! ॥ (১৯৪)

সুরট। কাওয়ালী।

দাশরথী রায়।

তারা ! দীনতারা দীন দুঃখবারিণি
দুস্তরে তরণী, ভবনীরে মা মোর মানব তরণী
ডুবে কলুষ ভারে, কামাদি রিপু ব্যাভারে, ভাব কে করে
ভব দুস্তারে ? ভয়ে ডাকি তোমারে,—ভব ঘোরে
ভরসা তোমার গো ভবানি ।।
স্মরণ মনন ধ্যান জ্ঞান বিহীন, ক্রিয়াহীন মা মতি ; কিং কারণ
ভবে মা মম গতি ? পাপাগুণে মন দহতি ;—
দ্বিজ দাশরথী দীন, দুঃখ হর হররাণি ! (১৯৫)

রচয়িতার নাম।

সুরট। মধ্যমান।

(অজ্ঞাত) অন্তে যেন ও চরণ পাই (তারা।)
কৃপণতা কর যদি শিবের দোহাই
শিব যদি হন সত্যবাদী, তবে কি তোমারে সাধি?
পাষাণনন্দিনী তুমি, তাই সে ডরাই (১৯৬)

ঐ আড়াঠেকা

দাশরথী রায় কত পাতকী তরে, তারি তরে তারা! তোরে, ডাকি কাতরে
গতিনাথ প্রিয়া গতি, তুমি গতির সঙ্গতি, গতিহীন গণে গতি, বিলাও অকাতরে।
দেহ মা শ্রীপদ তরি, তরিতে দুস্তরে তরি, নতুবা কি বলে দীন, ভবে উত্তার?— সত্বরে মা রেখে বশে, মত্ত মন তমোরসে, কাল বুঝি এসে কেশে, ধরে সত্বরে (১৯৭)

ঐ একতালা।

ঐ গিরিশরাণি পরমেশানি। সম্প্রতি মা হের।
দীন দয়াময়ি, হের ময়ি দীনে, দিন গত দিন দেহি মা সুদীনে, দিনমণিসুত এল দিন গুণে, নির্গুণে নিস্তার
মা তুমি যা কর শিখর তনয়া, প্রখর কলুষে দহে মম কায়া, গুণহীন দোষ নিজ গুণে নিবার;—স্মরণ মনন সাধন না জানি, দাশরথী অতি ভীত মা ভবানি, শঙ্কাবারিণি শঙ্কররাণি। সঙ্কটে উদ্ধার॥ (১৯৮)

সুরট খাম্বাজ। ঐ

কালিদাস ভট্টাচার্য্য আমার এমন দিন কি হবে?
হইয়ে সন্ন্যাসী, হব কাশীবাসী, বারাণসি ধামে জীবন যাবে

রচয়িতার নাম।

ষড়্‌রিপু ভয় নাহিক তথায়, হবে জয় যথা আছেন মৃত্যুঞ্জয়,
রবির উদয়, যেন তেজোময়, পাপ তিমির তায় বিনাশিবে।
ত্যজি সুখ বাসনা শিব উপাসনা, পূরাব তথায় মনের বাসনা,
অন্নপূর্ণা মাকে ডাকিবে রসনা, যাতনা সব ঘুচিবে ;—
বসি অসি ঘাটে জাহ্নবী নিকটে, শিব পূজা যে বা করে
করপুটে, কালিদাস কহে কাশীখণ্ডে রটে, বিষম সঙ্কটে
ত্রাণ পাইবে (১৯৯)

সুরট মল্লার। আড়াঠেকা।

দাশরথী রায়

মনের বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন্ মা বলি
অন্তিম কালে জিহ্বা যেন, বল্‌তে পায় মা কালী কালী
হৃদয় মাঝে উদয় হইও মা ! যখন কর্‌বে অন্তর্জলি ; তখন
আমি মনে ২, তুলব জবা বনে ২, মিশায়ে ভক্তিচন্দনে,
পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।
অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গা জলে, অর্দ্ধ অঙ্গ থাক্‌বে স্থলে, কেহ বা লিখিবে
ভালে কালী নামাবলী ;—কেহ বা কর্ণকুহরে, বল্‌বে কালী
উচ্চৈঃস্বরে, কেহ বল্‌বে হরে হরে,করে ২ দিয়ে তালি।(২০০)

ঐ। ঐ।

গোঁসাইদাস সরকার

অধমে পদান্তে অন্তে, রেখো মা তারিণি !।
বলুষনাশিনি দুর্গে ! ত্রিতাপহারিণি !
কাঁপিতেছে এ অন্তর, কাল ভয়ে নিরন্তর, কর মা সে ভয় অন্তর,
কালবিমর্দ্দিনি !
হেরিয়ে ভব তরঙ্গে, কাঁপিতেছে প্রাণ আতঙ্গে, পারের সম্বল নাই
মা সঙ্গে, কি হবে জননি ?—যেন মা অন্তিম কালে,
গোঁসাইদাস ঐ নামের বলে, ভব জলধির জলে, পায়
চরণ তরণী (২০১)

রচয়িতার নাম

ছায়ানট। কাওয়ালী

দাশরথী রায়।

হেরম্ব জননি! হের মা দীনে
হে দীনতারিণি! দুঃখ দিও না আর দীনে।
যায় ২ যায় প্রাণ দেহ দহে পাপাগুণে, ডাকি অনিবার একবার
কৃপা নয়নে, কর দৃষ্ট সুরদুষ্ট হরা তারা! ভূভারহারিণি!
তোবে কি ভার দীনের ভাবে? সুধাকরে করে ধরে করুণা
হলে বামনে (২০২)

বাগশ্রী কানড়া আড়াঠেকা

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

আ গো! মুক্তিপ্রদা মুক্তকেশি! করালবদনি!
শবে শিবে হবে ভবে ভবনিস্তারিণী
তারা! কে জানে তোমার কর্ম্ম? তুমি তারা তুমি ব্রহ্ম,
ইচ্ছাসুখে কর কর্ম্ম, ইচ্ছারূপিণি!—কমলাকান্তের এই,
শুন দীন দয়াময়ি চরম কালেতে দিও, চরণ দুখানি (২০৩)

বাহার। ঐ।

রামদুলাল নন্দি

মা! মনে যত আশা করি, তবে পূর্ণ হয়
বাণী তুল্য পাই বিদ্যা, শিবতুল্য হয় শিক্ষা, পিতামহ সম
আয়ু, ধনেশের ধনচয়
মা! মনে যত আশা করি, হয় না হয় করি করী, কি করি কি
করি দয়াময়ি?—শ্রীরামদুলালে কয়, মানসে কি ইচ্ছা হয়,
দিচ্ছেন আত্ম পরিচয়, মন মহাশয়। (২০৪)

বেহাগ আড়াঠেকা

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

আজি কেন লোল রসনা, বিবসনা, শবাসনোপরে?
হরহৃদে কেন গো জননি?

রচয়িতার নাম।

নিবিড় নীরদ কায়,রুধির লেগেছে তায়,উন্মত্তা যেন পাগলিনী
নেচ না জননি আর, ধরাতে না সহে ভার, অস্থির কম্পিত করি,
সহ কূর্ম্ম ফণী ;—কমলা কান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মমণি।
ধীরে ২ নাচ গো ত্রিনয়নি। (২০৫)

বেহাগ। আড়াঠেকা।

শিবচন্দ্র রায়

তারা। কর গো মা পার
মায়া নদী মধ্যে পড়ে, ভাবি অনিবার
মোহের তুফান তায়, বেগে বহে অতিশয়, ডুবি তাহে নাহি ভয়,
কলঙ্ক যে মহিমার
জলচর পরিজন, সবেবে করে দংশন, বিনা তব শ্রীচরণ, নাহি
কর্ণধার ; শিবচন্দ্রের এই ত্রাস, নিশ্বাসে নাহি বিশ্বাস,
যাইতে কালের পাশ, নাহিক নিস্তার (২০৬)

সোহিনী বাহার। ঐ।

রঘুনাথ রায়

আর কত যন্ত্রণা দিবি গো আমারে ?।
সহে না জঠর ব্যাধি, জননি গো বারে ২
নিজ দোষেতে দূষিত, হয়ে আছি জ্ঞান হত, কৃতান্ত ভয়েতে ভীত,
এ দুস্তারে কে নিস্তারে ?।
ভবাংঘ্রি কমলে, নাহি মতি গো বিমলে।—ত্রাহি অকিঞ্চনে ডাকে
মা। ভবান্ধ কূপেতে পড়ে। (২০৭)

ঐ। আড়াখেমটা।

রামপ্রসাদ সেন।

ও মা। হর গো তারা মনের দুঃখ, আর ত দুঃখ সহে না।
যে দুঃখ গর্ভ যাতনে,(মা গো।) জন্মিলে থাকে না মনে, মায়া মোহে
পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে "ওঞা ওঞা"।
জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা, (মা গো।) যে জন্মে নাই সে জানে না,
তুই কি জান্‌বি সে যন্ত্রণা ? জন্মিলে না মরিলে না।

রচয়িতার নাম

রামপ্রসাদ এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে, তবু রব মা'র চরণে,
আর ত ভবে জন্মিব না (২০৮)

পরজ। একতালা।

(অজ্ঞাত) তারা! এই বাসনা করি
অন্তিমকালে গঙ্গা জলে, জ্ঞান যোগে যেন মরি
আপনি যাইব চলে, অর্দ্ধ অঙ্গ জলে স্থলে, শ্রীনাথ দাঁড়াবেন কূলে,
হেরিব নয়ন ভরি
ভাই বন্ধু সুত দারা, চৌদিকে বেড়িয়ে তারা, কাণের কাছে
শুনাইবে, "গঙ্গা নারায়ণ হরি" (২০৯)

ঐ। কাওয়ালী।

কালিদাস ভট্টাচার্য্য তারা! এবার আমারে কর পার।
ভবজলে পড়েছি শ্যামা! না জানি সাঁতার।
একে দেহ জীর্ণ তরি, তাহে পাপে হইল ভারি, কি করি কি করি
ভব জলধি অপার।
ভেবেছিলাম যাব কাশী, হয়ে রব কাশীবাসী, কাম সিন্ধুনীরে আসি,
পশিলাম আবার
এ কূল ও কূল হারা আমি, মাঝামাঝি মাঝী তুমি, কালির ভরসা
কেবল, কালী কর্ণধার (২১০)

পরজ কালাংড়া। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) এই সময় তারা তোমায়, নিবেদন করে রাখি।
অন্তিমে যেন অধমে, দিও না দিও না ফাঁকি
যখন রবির সুত, পাঠাইবে নিজ দূত, পলাইবে পঞ্চ ভূত, আকৃতি
বিকৃতি দেখি॥ (২১১)

রচয়িতার নাম।

কালাংড়া। কাওয়ালী।

জগন্নাথ বসু।

শঙ্করি! করুণা কর, কিঙ্করে কেন বঞ্চনা?।
কামনা পূরাতে কালি কল্পলতিকা কল্পনা।
অতি অসাধ্য সাধন, বিনাশিতে দশানন, পুজি জানকী জীবন,
পূরিল মন বাসনা।
গোকুলে গোপিনী যত, করে কাত্যায়নী ব্রত, দিয়ে নারায়ণ ধন,
ঘুচালে ব্রজ ভাবনা।
শুম্ভ নিশুম্ভের রণে, রণশায়ী দৈত্যগণে, শবেরে শিবত্ব দিলে,
নাশিতে যম যন্ত্রণা॥ (২১২)

ললিত। আড়াঠেকা।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

অতি দুরারাধ্যে তারা! ত্রিগুণ রজ্জু রূপিণি!।
না সরে নিশ্বাস পাশ বন্ধনে রয়েছে প্রাণী।
চমৎকৃত কি কুহক! অজিত এ তিন লোক, অহংবাদী জ্ঞানী
দেখে, তমোবজোতে ব্যাপিনী।
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ, শঙ্কর প্রভৃতি
পদ্মযোনি;—দিয়া সত্য জ্ঞানানুরোধ, কর দুর্গে! দুর্গতিরোধ,
এ বার জনমের শোধ, মা বলে ডাকি জননি!॥ (২১৩)

ঐ। একতালা।

গৌরমোহন রায়।

আনন্দময়ী হয়ে গো আমায়, নিরানন্দ কোর না।
দুটি অভয় চরণ বিনে আমার মন, অন্য কিছু জানে না
ভবানী ভাবিয়ে ভবে যাব চলে, এই ছিল মনে বাসনা;
ভবের মাঝারে, ডুবাবি আমারে, স্বপনেও ইহা জানি না।
আমি অহর্নিশি দুর্গা নাম ভাবি, তবু দুঃখ রাশি গেল না;
আমি যদি মরি, ও হরসুন্দরি! দুর্গা নাম কেহ লবে না॥(২১৪)

রচয়িতার নাম।

রামপ্রসাদী সুর। একতালা।

রামগোপাল মুখো। মা গো! আমি তৃষায় বিকল
আমার প্রাণ ফেটে যায় কি করি বল্?।
বিষয় মৃগতৃষায় পড়ে, অনল হল তৃষ্ণারি জল;
আমি মজেছি মা পথ ভুলেছি, উপায় এখন ওপায় কেবল।
জানি না যে জননি গো! কোথায় গেলে হব শীতল;
আমি প্রাণ জুড়াব যেথায় গেলে, চল্ মা আমায় সেথায় নে চল্,
গোপাল বলে মা মা বলে', ভাস্‌ব জলে বাঞ্ছা প্রবল;
আমায় ভবের সলিল দেখিয়ে দে মা! ঝাঁপ দিয়ে তায় নিবাই অনল॥ (২১৫)

ঐ। ঐ।

ঐ তারা! মনের মানস পূরাও।
আমার অন্তরেতে এসে বসে, ভার দিয়ে ভার লাঘব করাও।
হৃদিপদ্ম শূন্য গো মা! চরণ পদ্ম সেই থানে দাও;
তুমি যুগল পদ্ম দেখিয়ে কালি। মনের কালি আমার ঘুচাও
তরঙ্গেতে দুল্‌ছে কমল, কমলে গো! এ খেদ মিটাও;
তুমি কমলবাসিনী হয়ে, হেলে দুলে তায় শোভা পাও।
গোপাল বলে জীব শ্রীমন্তে, ভব সঙ্কটেতে তরাও; আমার হৃদয় কালীদহে কালি! দেখা দিয়ে হৃদয় হাসাও। (২১৬)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। মধ্যমান।

কৈলাসনাথ মুখো। সেই তু তারা! তরাতে হবে।
তবে কেন বিলম্ব আর, করিছ কি মনে ভেবে?।
দুবিত্ত দানে মহাপুণ্য, আমারে কর মা ধন্য, কে আছে মা তোমা ভিন্ন, দুখীর দুখে কাতর হবে?॥ (২১৭)

রচয়িতার নাম।

খাম্বাজ। মধ্যমান।

কৈলাসনাথ মুখো। করুণা কর না গতিবিহীনে।
তুমি কৃপা না করিলে, কে উদ্ধারে এ দীনে ?।
তুমি মা তারিণী জানি, ত্রিতাপনাশিনী শুনি, কৃপা কর মা কৃপাণি !
দিয়ে স্থান চরণে।
যার আছে পুণ্যফল, তার মুক্তি করতল, আমি যে যাই রসাতল,
পাপের ভার বহনে ॥ (২১৮)

দেশ খাম্বাজ। একতালা।

ঐ। সাধে কি সাধি তোর শ্রীচরণ ?।
করে না করে বন্ধন তারা! সেই দুরন্ত শমন।
ভাবি মা চরম কালে, কণ্ঠ রোধ হয়ে গেলে, কিম্বা মন ভ্রমে ভুলে,
যদি যাই মা তখন ;—তাইতে মা বলিয়া ডাকি,এখন তোমায়
ডেকে রাখি, এই আশা ক'রে থাকি, কালের হাতে ন হই
পতন।
তারা! এখন যে আছে মন, এই মন না খাঁটি জেনো, পরে যদি
ভ্রম জ্ঞান, কর কভু দরশন ;—তখন দোষ আরোপিয়ে,
আমারে মা তেয়াগিয়ে, গেলে এ দিন যাবে ব'য়ে, রহিবে
চির বেদন।
কাল গত কালের বশে, আমি যে তার আছি বশে, যদি তারা
কালের দোষে, ভ্রান্ত হয় মোর মন ;—সে ত অতি সম্ভাবনা,
আজ্ আছে মা কাল্ থাকে না, হেরে মনের বিড়ম্বনা, ছেড়ো
না মোরে তখন।
শুন্‌তে পাই এ হয়ে থাকে, অন্যে কেহ একবার ডাকে, তুমি তারা
রাখ তাকে, করি' কৃপা বিতরণ ;—আমি মা তাই তোরে
ডাকি, তরাতে ভার দিয়ে রাখি, তাতে যদি পড়ি ফাঁকি,
সে ত তব বিড়ম্বন (২১৯)

রচয়িতার নাম।

কোকভ। একতালা।

কৈলাসনাথ মুখো। তারা! চরমে না পাই মরমে বেদন। আমার এই নিবেদন।
আছি এ ঘোর বিপাকে, করে গো কৃপা কে? তোমা বিনে কে করে গো মোচন?।
যেন মাতৃহীন বালকে, অপালকে শোকে, ঘোরে পথে পথে, করিয়ে রোদন;—তুমি অসময়ে মা! যদি না রাখ তারা! তবে কে তারিবে তারা! হইলে নিধন?
ও মা তুমি ত তারিণি! দুখ নিবারিণি! মম দুখ যদি কপালের লিখন;—যদি নিয়তি বারণ, না হয় কদাচন, তবে তারিণী নাম ধর অকারণ। (২২০)

সুরট। আড়াঠেকা।

ঐ তারা! কর ভবে পার
তোমা বিনে অধমের, নাহিক নিস্তার
পড়িয়ে ভব সাগরে, আছি মা বিপদ ঘোরে, তোমা বিনে এ সংসারে, কে করে উদ্ধার?।
নিরাশ্রয়ে এ বল্লভে, দেহ মা পদ পল্লবে, বল তারা কেবা লবে, আমার এ ভার?॥ (২২১)

গৌড় মল্লার একতালা।

ঐ। তার তারিণি. ত্রিগুণ ধারিণি! ত্রিলোচন মন তৃপ্তকারিণি!
বিত্তর সম্পদ, কাতরে শ্রীপদ, আপদের আপদ, ও পদ দুখানি
বসুমতী ভার লাঘব স্বীকার, করিতে করিলে দানব প্রহার, পশুপতি হৃদে হেরিয়ে শ্রীপদে, বসুমতী খেদে কাঁদে গো জননি!
কবে দিবে আর, বল মা তোমার, শ্রীপদ পাইলে হব নির্ব্বিকার, হৃদয় আকাশে বারেক প্রকাশ, তুমি মা কৈলাস হৃদয় বাসিনি।॥ (২২২)

রচয়িতার নাম।

কালাংড়া। পোস্ত।

কৈলাসনাথ মুখো। শমন শাসনে তারা। পাঠাইও না মোরে।
যে দণ্ড হয় কর নিজে, স'ব অকাতরে।
মায়ে ছেলে মার্‌লে পরে, ভুল্‌ব কিছু ক্ষণ পরে, যদি দণ্ড দেয় পরে,
সবে না অন্তরে।
সহজে ত দাঁত খামাটি, দেখাইলে আঁত্‌কে উঠি, ভয়ঙ্করি স্বয়ং ছুটি,
লাথি মার জোরে।
ভীষণ রূপ আছ ধ'রে, আমায় দুটা লাথি মেরে, রেখে চরণ
কারাগারে, প্রহারো আমারে।
পিতা আছেন ত্রিশূলধারী, দণ্ড দিতে অধিকারী, মার্‌লে দুটা
সইতে পারি, তাই বলি তোমারে॥ (২২৩)

ঝিঁঝিট। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) ত্রাহি মে শঙ্করি শ্যামা। শরণাগত পালিনি।।
সংসার সঙ্কটে তার, ভবনিস্তার কারিণি।।
ভব ভয় নিবারিণি। ভব বন্ধন হারিণি। শরণাগতে রে তারা।
রাখ মা শ্যামা ভবানি।।
শুন মা গো দয়াময়ি। তুমি বিপন্ন আশ্রয়ী, দীন হীনে দয়া ক'রে,
দিও চরণ দুখানি।
আমি মূঢ় হীন জন, না জানি ভজন পূজন, অন্তিম কালে চরণতলে,
রেখো মা গিরিনন্দিনি।॥ (২২৪)

খাম্বাজ। ঠুংরি।

রুক্মিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য। দয়া কর ভব ভাবিনি। ভবভয় নিবারিণি।।
হে রুদ্রাণি দাক্ষায়ণি দশ করা, দশ রূপা দিগম্বরি ত্রিতাপহরা;
গিরিরাজ বালিকে, তারা ভব পালিকে, কালিকে কালান্ত-
করা কাল কামিনী।

রচয়িতার নাম।

তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি পাপহরা, ধরাতে পতিত পতি তব তারা।
দ্বিজ রুক্মিণী বলে, তারা অন্ত কালে, পদতলে স্থান দিও গিরিনন্দিনি। ॥ (২২৫)

ললিত বিভাষ। ঝাঁপতাল।

রুক্মিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য।

তপন তনয় তাপে, ত্রাসিত হয়েছি তারা।।
তার তারা তব পারে, স্ববায় ত্র্যম্বক দারা।।
চরণ তরি দিয়ে পার কর, ত্রিপুরারি কামিনী;—কাদম্বিনি। কুরু কৃপা কৃপানাথ মোহিনি।—কালকান্তা হয়ে ভ্রান্ত প্রাণান্ত হয় সারাৎসারা।
এখন এই বাসনা অন্তকালে, রেখ মা পদ কমলে, গুরু ব্রহ্ম বলে যেন, রসনায় অনিবার;—অম্বিকে। অজপা হয়ে বাসনা করি না জীতে, মানস অবশ সদা হয় মা অপরাজিতে।
পদাজেরে পুজিতে না পারিলাম পাপহরা। ॥ (২২৬)

আলাইয়া। কাওয়ালী।

উমানাথ চট্টোপাধ্যায়।

কিঙ্করে করুণা কর, গো করালবদনি।।
তারা ত্রিতাপ হারিণি। পতিত পাবনি।।
সদা তমোগুণে মত্ত পাপ চিত্ত, তব পদে রত নহে কদাচিত;—কিবা হবে উপায়? কৃপায় যদি না রাখ পায়, অনুপায়ের উপায় তুমি গো জননি।।
যে চরণ লাগি সদাশিব সর্ব্বত্যাগী, সদা শ্মশানে মশানে ফিরে হয়ে অনুরাগী;—তবু নাহি পান সীমা, আমি কি বুঝি মহিমা? জেনেছি তুমি অনাদি, তুমি অনন্তরূপিণী
ভক্তিবলে প্রাণ খুলে, যে ডাকে মা মা ব'লে, তার সব বাসনা, তূর্ণ পূর্ণ কর শবাসনা।—মোর পামর মন, অসৎ চিন্তায় কেমন, বিষম বিষয় বিষে, রত দিন রজনী;—তোমারে না

রচয়িতার নাম।

পারে চিন্‌তে, দিনান্তে না করে চিন্তে, অন্তরে বিষয় চিন্তে,
কু-চিন্তার অনন্ত খনি
তোমার চিন্তা চিন্তামণি, চিন্তামণির তুমি চিন্তামণি, চিন্তামণির
একান্ত চিন্তা চিন্তারূপিণী,—চিন্তাময়ীব চিন্তাহীন,কু চিন্তাব
অধীন, উমানাথেব কুচিন্তা দূর কর কুচিন্তাবারিণি। (২২৭)

বিবিধ।

ঝিঁঝিট জৎ।

দাশরথী রায়।
মা! তোর একি ভাব গো ভবদারা?।
ছিল যে রূপ অপরূপ দিগম্বরি! কি ভাবে আজ পীত বসন পরি?
হলে বংশীধারী, ব্রজনারীর মনচোরা।
কোথা লুকাইলে বল গো মা! সে রূপ তোর গো, শঙ্কর রাণি
শ্যামা?।
অসিত বরণি মুক্তকেশী অসিধরা!। (২২৮)

ঐ। আড়াঠেকা।

রামদুলাল নন্দি।
সকলের প্রাণ তুমি, বেদাগমে শুনি।
তবে কেন মত ভেদ হয় গো জননি?।
কেহ হয় ধনেতে রত, কেহ নারীর অনুগত, কেহ হিংসা পরায়ণ,
কেহ তত্ত্বজ্ঞানী
সর্ব্বস্বরূপিণী তারা, সর্ব্বে সর্ব্ব রুচি করা, সর্ব্বভাবে ব্রহ্ম সারা,
দুলালের বাণী (২২৯)

ঐ। জৎ।

(অজ্ঞাত)
আ মরি কি লাজের কথা! মিনসের উপর মাগী।
ও তার পদতলে পড়ে আছে, অদ্ভুত এক যোগী।

রচয়িতার নাম

নয়নে না দেখে চেয়ে, ভব আছেন শব হয়ে, এ কি অসম্ভব দেখে,
লজ্জা ভয় ত্যাগী ॥ (২৩০)

খাম্বাজ। কাওয়ালী।

দাশরথী রায়

দীন তারা তারা লাভ করে।
যে ২ জন করে পণ, করিল সমর্পণ, জ্ঞান নয়নেব তারা
তারার পদে৷ বে।
প্রাপ্ত হয়ে জ্ঞানোদয়, তারাময় সমুদয়, ত্রিভুবন দরশন করে;
ভবতারা গুণ শুনে, তারা তারাকারা ঝরে।
ভব আসা দিনে যারা, পায় শুভ চন্দ্র তারা, কেবল তা'রা তারা
আরাধিয়ে তরে; যে না ভজে দীন তারা, দেখে তারা।
দিনে তারা, তারা মাত্র আসিয়ে সংসারে;—দাশরথী দেখে
তারা যদি জ্ঞানাঞ্জন পরে (২৩১)

পূরবী। একতালা।

রামকৃষ্ণ রায়

ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।
সে যে না যায় তীর্থ পর্য্যটনে, কালী কথা বিনে না শুনে কাণে,
সন্ধ্যাপূজা কিছু না মানে, যা করেন কালী ভাবে সে মনে।
যে জন কালীর চরণ করেছে স্থূল, সহজে হয়েছে বিষয়ে ভুল,
ভবার্ণবে পাবে সে কূল, বল সে মূল হারাবে কেমনে ?।
রামকৃষ্ণ কয় তেমনি জনে, লোকের নিন্দা শুনিবে কেনে ? আঁখি
ঢুলু ২ রজনী দিনে, কালীনামামৃত পীযূষ পানে। (২৩২)

হাম্বির। একতালা।

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

কালীপদ পঙ্কজে গতি যার।
ভব ঘোরে সে ঘোরে না আর; তার মনের মলা, বিনাশেন
বিমলা, অন্তরে থাকে না অজ্ঞানান্ধকার।

কচরিতার দাস।

রণে রাজদ্বারে শ্মশানে মশানে শূন্যাগারে শূন্যমার্গে হুতাশনে,
অস্ত্রাঘাতে উল্কাপাতে বিষপানে, বিশস্ত গমনে বিঘ্ন নাইক তার।
দন্তীদন্তে শৃঙ্গীশৃঙ্গ নখীনাখ, নদী নদে হ্রদে শৈলে সমুদ্রকে,
রাক্ষসে কি খগে, পিশাচে পন্নগে, প্যারী বলে সে পায়
পারাপার (২৩৩)

ললিতবিভাষ একতালা।

ঈশ্বরচন্দ্র দাস।

মন। তার কি পাপ পুণ্য আছে?
ও যে কালীপদে প্রাণ সঁপেছে
সন্ধ্যাপূজা জপ তপ সে ত, জলাঞ্জলি সব দিয়েছে;
হৃদিসরোরুহ দলে, কালীরূপ ধ্যান করিতেছে
মিত্র শত্রু শুভাশুভ, ও তার মান অপমান কি আর আছে?
নিন্দা প্রশংসাতে সমান, সুখ দুঃখ সে এক করেছে
অহর্নিশি জ্ঞানহীন, ও সেই মৃত্যুকে জয় করিয়াছে; কালী নামা-
মৃত রস সদা পান করিতেছে (২৩৪)

মুলতান ঐ।

রামপ্রসাদ সেন।

কাল মেঘ উদয় হল, অন্তর অম্বরে
নৃত্যতি মানসশিখী, কৌতুকে বিহরে
মা শব্দে ঘন ২, গর্জ্জে ধরাধরে; তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি,
তড়িত্ শোভা করে
নিরবধি অবিশ্রান্ত, নেত্রে বারি ঝরে; তাহে প্রাণচাতকের তৃষা-
ভয় ঘুচিল সত্বরে
ইহজন্ম পরজন্ম, বহুজন্ম পরে; রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম, হবে
না জঠরে। (২৩৫)

রচয়িতার নাম

সিন্ধু। পোস্ত

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

মজ্‌ল আমার মনভ্রমরা, শ্যামাপদ নীলকমলে
যত, বিষয়মধু তুচ্ছ হল, কামাদি কুসুম সকলে।
চরণ কাল ভ্রমর কাল, কালয় ২ মিশে গেল, দেখ পঞ্চতত্ত্ব প্রধান
মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে
কমলাকান্তের মনে, আশাপূর্ণ এত দিনে, দেখ সুখ দুঃখ সমান
হল, আনন্দ সাগর উথলে (২৩৬)

ভৈরবী। ঠেকা।

আশুতোষ দেব

কালী নাম অগ্নি লাগিল, মম পাপ কাননে
প্রবল হতেছে অতি, রসনা পবনে
কাম আদি তরুবর, দগ্ধ হল পরস্পর, কুমতি কুরঙ্গী তারা
বাঁচিবে কেমনে ?।
অবশিষ্ট মায় যত, হইয়া বিহঙ্গ মত, পলাইতে শূন্য পথ, আছে
আরাধনে ;—কালী নাম লইলে মুখে, উঠে যে শিখে,
অমনি হইবে ভস্ম, মহিমাগুণে (২৩৭)

সাহানা। জৎ।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়

শ্যামাপদ আকাশেতে, মন ঘুড়ি আমার উড়্‌তেছিল
কলুষ কুবাতাস পেয়ে, গোপ্তা খেয়ে প'ড়্‌ গেল
ঘুড়ির, লক ছিল তায় সত্বগুণে, ছুন্নাতে আনলে টেনে,
রজঃ তমঃ এ দুজনে, ভবার্ণবে ডুবাইল
ঘুড়ির, মায়া কান্না হল ভাবি, (আমি) আর ঘুড়ি উঠাতে নারি,
দারা সুত কলের দড়ি, ফাঁস পড়ে তায় ফেঁসে গেল।
জ্ঞানমুণ্ড গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অম্‌নি পড়ে, মাথা নেই
সে আর কি উড়ে ? সঙ্গের দুজন জয়ী হল।

রচয়িতার নাম।

ভক্তি ডোবে ছিল বাঁধা, খেল্‌তে এসে লাগ্‌ল ধাঁধা, নীলাম্বরের
হাসা কাঁদা, না আসা এক ছিল ভাল (২৩৮)

খট্‌ভৈরবী জৎ।

প্যারীমোহন কবিরত্ন

নির্ব্বাণ গেরাবু খেলায়, গীর্ব্বাণি! দেখি সংশয়
শক্র সঙ্গে বসে ভাবি, হই বুঝি গো পরাজয়
যুগে ২ তাস ভেসে, খেল্‌তে হয় মা দশা দোষে, বদ রং জোরে
এসে, পাপ পঞ্জা ছক্কা হয়
ভক্তি হন্দর হাতে এলে, পাছে বাজি জিত বলে, হাতে পিট
দেয় ফেলে, সাধ করে সাত্ত্বিরূপ কয়
দেখালে বিবেক বিন্তি, বলে কি জন্মেছে ভ্রান্তি, খেলাতে না দেখি
শান্তি ভবানি! পেয়েছি ভয়
চিত্তশুদ্ধি রঙের ফেরাই, যোগে যাগে যদি ফেরাই, বাসনা পঞ্চাশ
হেঁকে, হাতের পাঁচ কেড়ে লয়।
মন ছিল যে রঙের গোলাম, সে হল বিপক্ষ গোলাম, দেখে শুনে
হাবা হ'লাম, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়?
প্যারী কয় তোর কৃপা বলে, তত্ত্বজ্ঞান রং পেলে, ডঙ্কা
মেরে যাই মা চলে, রিপুদলে ক'রে জয়॥ (২৩৯)

খাম্বাজ। কাওয়ালী।

দাশরথী রায়।

কে রমণী মহাকালের ঘরে?
অসিখণ্ড বামার বাম করে
পরবাসে স্ববাসে কি কাননবাসে, লজ্জা নাহি বাসে বসন তেয়াগিয়া
বাসে, কৃত্তিবাসের হৃদে বাস করে
শিবে তরঙ্গিণীর কত তরঙ্গ, তাই শিবের রস রঙ্গ; সপত্নী সহিত
দ্বন্দ্ব, নিরখিয়া সদানন্দ, ভাসিছেন সদানন্দ সাগরে॥ (২৪০)

রচয়িতার নাম

জঙ্গলা। একতালা

রাজা রামকৃষ্ণ রায়

মন যদি মোর ভুলে
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম, দিও কর্ণমূলে
এ দেহ আপনার নয়, রিপু সঙ্গে চলে ; আন্‌রে ভোলা জপের মালা, ভাসাই গঙ্গা জলে
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ, ভোলা প্রতি বলে, আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি রাখ, কি আছে কপালে ! ॥ (২৪১)

ঐ কাওয়ালী।

রাজমোহন আবলি।

রে জীব অন্তকালের পন্থা কি করিলি ?।
ভবে কি ভাব ভাবিয়ে মজে র'লি ?
যে কালে ধরিবে কাল কি করিবে সেই কালে ? এককালে কালের হাতে ঠেকালি ; কালের কাল মহাকালী, তুচ্ছ করে না ভজিলি, আপন দোষে আপন কপাল খা'লি।
যখন দেহ অবশ হবে, বুক পিঠে খিল দিবে, শব্দ বন্ধ হয়ে চক্ষু ঘুরাবি ;—হাহাকার কত করবি, যম যাতনায় জলে মরবি, তখন বুঝিবি কেমন গৃহস্থালি।
বলে রাজমোহন তোর যত ধন পরিবার, কেহ নয় কার সময়ের সকলি, না বুঝিলি মায়ায় ভুলি কেন আ'লি কেন গেলি ? না চিনিলি অন্তের বন্ধু কালী (২৪২)

ভৈরবী খেমটা।

দাশরথী রায়।

কেন ভাব্‌লি নে ভাই, শ্যামা মায়ের চরণ ছুটি ?।
ভাল ব্যাপার কর্লি এবার, ভবের হাটে উঠি।
ভবে জন্ম আর কি হত ? জলে জল মিশায়ে যেত, (মনে) ভাবিলে তারা জগত, তারা মা দিত তায় ছুটি

রচয়িতার নাম।

মায়ের চরণ ভাব্‌লে পরে, ঘরবর ছেড়ে যেতিস ঘরে, ও তুই ঘর
না বু'ঝে বস্‌তে পেরে, কাঁচাপি প্‌ (রেখুটি (২৪৩)

জয়জয়ন্তী ঝাঁপতাল

দাশরথী রায়

মন কেন এমন দুঃখ পেয়ে, রোদন কর বসে?
জাননা বে অভবার অপিয় হয়েছ নিজ দোষে
রিপুবশে ত্যজে ধর্ম্ম, হত ক'রে সে গত জন্ম, ভেবে না করেছ
কর্ম্ম, ক'রে ভাবিছ এসে
যখন, পেলে জন্ম অবনীতে, দুর্লভ মানব যোনিতে, কেন দুর্গীত!
হারালি দিন, দুর্জ্জন সহবাসে? সদা করেছ পরানিষ্ট,
পরমেষ্ট পর'দবে ছিল না বে দৃষ্ট, দাশরথী যে পরে কষ্ট,
পাবে ছিল না তা মানসে (২৪৪)

ললিত আড়্‌ঠেকা

গিরীশচন্দ্র ঘোষ

মজিলে মজালে মন! নব অনুরাগ ধরি
ছজনারে সঙ্গে লয়ে, ভ্রমে এম রঙ্গ করি
উপদেশ বিনে সাধক, ভেবেছ হয়েছ ভাবক, সেটা মাত্র যেটা সথ,,
যথেচ্ছা আচারী
মরি কি তের অপার লীলে! কালীনাম তুলে না নিলে, গিরীশ
বলে পরকালে, কালি দিলে ভাল করি (২৪৫)

ঐ জৎ।

রামপ্রসাদ সেন

বল ইহার ভাব কি? নয়নে ঝরে জল (গ্রহণে কালীর নাম)
তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির করে বল
একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাষ্ঠ বটে কায়, কালী, নামাগ্নি
রসনায় জ্বলে, সেই জল চল ২।
কালী ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি, শিব শিরে

রচয়িতার নাম।

গঙ্গা তারি, [illegible]ভাব নির্ম্মল

আজ্ঞা করি[illegible] মোর গুরু, বেণী তীর্থে বটে ভুক্ত, গঙ্গা যমুনার

[illegible] তান্ত এই ফল।

তবে [illegible]

এ [illegible] বলে মন ভাই। এই আমি ভিক্ষা চাই, বেণী তটে

আ[illegible]ন নিকটে যেন দিও স্থল (২৯৬)

ললিত বিভাষ। আড়াখেমটা।

রামপ্রসাদ সেন

কালী নামে গণ্ডী দিয়ে, আছি দাঁড়াইয়ে।

শোন্‌রে শমন। তোরে কই, আমি ত আটাসে নই, তোর কথা কেন

রব সয়ে ? ছেলের হাতে মোয়া নয় যে খাবে হুল্‌ফুকা দিয়ে

কটু বল্‌বি সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে, সে যে কৃতান্ত দলনী

শ্যামা বড় ক্ষেপা মেয়ে

রামপ্রসাদ কয় জেন আমি, শ্যামাগুণ গেয়ে, ফাঁকি দিয়ে চলে

যাব, তোর চক্ষে ধুলা দিয়ে। (২৯৭)

টোড়ী (জুয়ানপুরী) একতালা।

ঐ

আমায় ছুঁইওনা রে শমন। আমার জাত গিয়েছে।

যে দিন কৃপাময়ী আমায়, কৃপা করেছে

শোন্‌রে শমন। বলি তোরে, জাত কিসে গিয়েছে ; আমি

ছিলাম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী, (আমায়) সন্ন্যাসী করেছে।

মন রসনা এই দুজনা, কালী নামের দল বেঁধেছে ; ইহা ক'রে

শ্রবণ, রিপু ছজন, ডিঙ্গা ছাড়িয়াছে

যে জোরে একঘরে আমি, সে জোর আমার বজায় আছে ;

প্রসাদ বলে বেজাত মলে যম যেন আসে না কাছে (২৯৮)

মুলতান। কাওয়ালী।

দাশরথী রায়।

শমন নিকটে গো শঙ্করি ।।

কি হবে হারালাম পরিণাম, স্মরণ না করি।

রচয়িতার নাম

না ভাবি স্বচ্চরণ, স্বন্নাম উচ্চারণ, মূঢ়ং ৩
বিশ্বরং, বিবশ দিবস বিভাবরী (২৪৯)

ললিত। একতালা।

রামপ্রসাদ সেন।

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন! বদন ভরে মাকে ডাকি।
আমার বিপদ কালে ব্রহ্মময়ী, আসেন কি না আসেন দেখি।
লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার্ একটা বা ভাবনা কি?
তবে তারা নামের কবচ মালা, বৃথা আমি গলায় রাখি।
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাস্ তালুকের প্রজা,
আমি কখন নাতান কখন সাতান, বাকির দায়ে কভু না ঠেকি
প্রসাদ বলে মায়ের লীলে, অন্যে জানিতে পারে কি? যার
ত্রিলোচন না পেলে তত্ত্ব, আমি তার অন্ত পাব কি?; (২৫০)

জয়জয়ন্তী। জৎ।

রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

এ সংসারে ডরি কারে? রাজা যার মা মহেশ্বরী
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস্ তালুকে বসত্ করি
নাইক জরিফ জমাবন্দী, তালুক হয় না লাটে বন্দী, (মা)
আমি ভেবে কিছু পাই না সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী।
নাইক কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাংট বাটা, (মা।)
জয় দুর্গার নামে জমা আঁটা, ঐ টা করি মালগুজারি।
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এই মনের সাধ, (মা।) আমি
ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারী॥ (২৫১)

মুলতান। একতালা।

দাশরথী রায়

এ কি বিকার শঙ্করি
তবি পেলে কৃপা ধন্বন্তরি

। সদা অঙ্গে দাহ আমার কি ঘটিল রে পাপ মোহ,
জল তৃষ্ণা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি?
, মা অনিত্য আলাপ কি পাপ প্রলাপ, সদত গো সর্ব্বমঙ্গলে
মায়ারূপ কালনিদ্রা সদা, দাশরথীর নয়ন যুগলে ,—হিংসা
রূপ হল সেই উদরে কৃমি, শিছে কাযে ভ্রমি সেই হল ভ্রমী,
এ রোগে কি বাঁচি, স্বনামে অরুচি, দিবস শর্ব্বরী (২৫২)

মুলতান একতালা।

দাশরথী রায় দুর্গে বাঁচি নে মা আর
ও মা, ভব চিন্তাজ্বরে জন্মিল বিকার
মোহ প্রলাপ দেখি মায়া নিদ্রা চক্ষে, পারি নে মা মানুষ চিন্‌তে
কোন পক্ষে, তব নামে রুচি না রটে, ভ্রম মন্দাগি ঘটে,
কর্ম্ম কক্ষেতে ভার
ও মা, আমি অতি দীন,জ্ঞান অর্থ হীন,সাধু বৈদ্য পাব কি গুণে?
আমায় কে দেয় সুঔষধি, বৃদ্ধি পায় মা ব্যাধি, দিনে ২
সুপথ্য বিনে ;—ত্রিনয়নী হয়ে দেখ্‌লি না মা চক্ষে,
এ জনমে বুঝি পাইনে মা আর রক্ষে, রোগের চিকিৎসা
অভাবে, দাশরথী ভাবে, নাহিক আর নিস্তার (২৫৩)

আলাইয়া জৎ

(অজ্ঞাত) এলোকেশে, এমন বেশে, কোথা যাও মা জননি?।
শিবকে ছেড়ে যাবে কোথা? শিব মনোমোহিনি।
তুমি মা কৈলাসেশ্বরি! ত্যজিয়া কৈলাসপুরী, কোথা যাও
মা ও শঙ্করি? নিগূঢ় কথা না জানি ; জানি ২ ও মা
তারা, সদা শিবের নয়ন তারা। তোমা ধনে হয়ে হারা,
সারা হবেন শূলপাণি (২৫৪)

রচয়িতার নাম।

আলাইয়া। একতালা

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

শ্যামাধন কি সবাই পায় রে ?
মন বুঝে না এ কি দায় রে . ইন্দ্রাদি সম্পদ পদ, তুচ্ছ ক'রে ভাবি তায় রে
সদানন্দ সুখে থাকি, যদি বামা ফিরে চায় , মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র যে পদ না ধ্যানে পায় ,—নির্গুণ কমলাকান্ত, তবু সে চরণ চায় রে ॥ (২৫৫)

মোহিনী বাহার   জৎ।

রামদুলাল নন্দী

ও গো জেনেছি ২ তারা তুমি জান ভোজের বাজি
যে তোমায় যেমনি ভাবে, তাতে তুমি হও মা রাজি
মগে বলে ফরাতরা, লার্ড বলে ফিরিঙ্গি যাবা, খোদা বলে ডাকে তোমায়, মোগল পঠান্ সৈয়দ কাজী
শাক্তে তোমায় বলে শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি, সৌর বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজী
গাণপত্যে বলে গণেশ, যক্ষে বলে তুমি ধনেশ, শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি
শ্রীরাম দুলাল বলে, বাজি নয় এ জেনো ফলে, এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে, মন আমার হয়েছে পাজি (২৫৬)

পরজ কালাংড়া। একতালা

নরচন্দ্র রায়

এম্‌নি মহামায়ার মায়া, রেখেছে কি কুহক করে
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য, জীবে কি তা জান্‌তে পারে ?
গুটি পোকায় গুটি করে, কাট্‌লে সে ত কাট্‌তে পারে, মহামায়ার বদ্ধ গুটি, আপ্‌নার নালে আপ্‌নি মরে
বিল করে ঘুনি পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে, যাওয়া আসার দোয়ার খোলা, তবু মীন পলাতে নারে (২৫৭)

রচয়িতার নাম।

রামপ্রসাদী সুর একতালা।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। সদানন্দময়ি কালি। (মহাকালের মনমোহিনি।)
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দাও মা করতালি।
আদিভূতা সনাতনি, শূন্যরূপা শশিভালি। ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন,
মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ?
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রি যন্ত্রে তোমার তন্ত্রে চলি ; ও মা, যেমন রাখ
তেম্‌নি থাকি, যেমন বলাও তেম্‌নি বলি
অশান্ত কমলাকান্ত, দিয়ে বলে গালাগালি, এবার সর্ব্বনাশি। ধরে
অসি, ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটা খেলি (২৫৮)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। মধ্যমান।

কৈলাসনাথ মুখো। মরণ ত এড়াবার নয়। (গো.)
সার্থক মরণ কালি। যদি স্মরণে মরণ হয়।
জন্মাইলে মৃত্যু আছে, চিরকাল নাহি বাঁচে, সেই ভয় হয় পাছে,
ভুলি কালী এ সময় (২৫৯)

খাম্বাজ। একতালা।

ঐ। সার ভাবে যে তারাপদে
বিপদে যে জন পড়ে পদে ২, তারা হরে তারাপদে
পলকে যেমন নয়নে ঢাকে, ত্রিলোকে তেমন সে তারা রাখে,
তারা হারা হয়ে যে জন থাকে, জ্ঞান হারা হয়ে পড়ে বিপদে।
হরি হরে কাল স্মরি' ঐ পদ, শিবের সতত ওপদ সম্পদ,
জীবের সতত হয় অ স্পদ,অপার সাগরে ভাবে গোস্পদে (২৬০)

খাম্বাজ। মধ্যমান।

ঐ শবাসনায় স্ববাসনায়, যে জন রাখে রে।
সঙ্গোপনে প্রাণপণে, নির্জ্জনে যে ডাকে রে.

রচয়িতার নাম

কি কাজ তার উপাসনায়? যে তারা নাম কর্ণে শুনায়, ঘোষণা
করে রসনায়, সোণায় সোহাগা রে
আদ্যাশক্তি ভগবতী, অগতির যিনি গতি, পশুপতির সঙ্গতি,
বাধে চোকে চোকে রে।—ভবানি ভবভাবিনী, পদ
সরোজিনী জিনি, শিবসীমন্তিনী তিনি, হৃদয়ে জার থাকে রে
এলোকেশী ত্রিলোকেশী, স্বরূপসী পূর্ণশশী, পড়ে খসি' হৃদে আসি',
তেজোরাশি দেখে রে।—কৈলাসের মন স্ববশ নয়, ভাব্‌লে না
সে বিবসনায়, সেই হেতু বিড়ম্বনায়, পড়েছে বিপাকে রে. (২৬১)

খাম্বাজ। জৎ।

কৈলাসনাথ মুখো। যে খেলা খেলালে মা গো। খেল্লাম অনেক ভবের খেলা।
আমার ধুলা খেলায় দিন গেল, দেখ্‌তে ২ সন্ধ্যাবেলা
কবে গেল বাল্যকাল, কবে বা যৌবন গেল, কবে এল বৃদ্ধকাল,
চেতন নাহি পতন বেলা
যে কাল গেল খেলার বশে, কোটী মুদ্রায় অবশেষে, সে কাল নাহি
ফিরে আসে, পাপ পুণ্য থাকে তোলা
ছ'জন রিপু সহ সাথী, বিষয় খেলায় গেলাম মাতি', খেল্‌তে ২
হ'ল রাতি, তব নামে অবহেলা
বিদ্যা বুদ্ধি গুণ মান, দারা সুত ধন জন, অর্জ্জনে মা সদা মন,
জ্ঞানের বেলায় হেলা ফেলা
অহঙ্কারে হয়ে মত্ত, না জানিলাম খেলার অর্থ, ভবের খেলার এই
তত্ত্ব, জীত হয় মা হারের বেলা
ধূলার দেহ জলের হাঁড়ি, মধ্যে বাড়বের বাড়ী, বাতাসেতে নড়ি
চড়ি, অদ্ভুত সব ভূতের মেলা (২৬২)

খাম্বাজ। একতালা।

ঐ ঝোরে সদা আঁখিনীরে; কত কাল দেখিনি রে.
হেরিব কি আর ভবানীরে, যে উদ্ধারে ভবনীরে।

রচয়িতার নাম।

প'ড়ে মায়ার ঘূর্ণজালে, গেল আশাতরি রসাতলে, মন মাঝি
আমায় ডুবালে, হাল ছাড়িয়ে জলে পড়ে (২৬৩)

আলাইয়া। একতালা।

কৈলাসনাথ মুখো' সে রমণী কি অমনি মিলে? চরণে শরণ নাহি লইলে
শুন হে রাজন সাধন ভজন, ত্যজে কেন তুমি রণে সাজিলে?
যোগীগণে যোগে যা'রে সদা ধ্যানে, শুভযোগে যদি পাইলে সদনে,
মনমদে ধনমদে হেন ধনে, কেন মহারাজ, নাহি ভজিলে?
তুমি ভাব তার পতি হবে জোরে, অখিলের পতি পশুপতি ডরে,
কমলাপতিরে উৎপত্তি করে, আসন্নকালে বিপরীত বুঝিলে
শবদলে শবোপরে সে বিরাজে, রণস্থলে সবোপরে সে বিরাজে,
দ্বিদলে আনিয়ে ভাব মন মাঝে, শতদলে নাহি পুজিয়ে মজিলে।
কৈলাস বলে বৃথা ত্যজ দল বল, প্রেমভরে কর চক্ষু ছল ২,
দানবদলনীরে দেহ বিল্বদল, মন বিনিময়ে যদি পদ মেলে
(২৬৪)

আলাইয়া। একতালা

ঐ। শমন! ছুঁইও না আমায় এবারে।
ছুঁলে আপনি অশুচি হবে, ধর্ম্মের ঘরে পাপ যাবে, এ পাপ লয়ে
কি ফল পাবে? অসার ভাজন ভেবে, ত্যজ হে আমারে
পথ ছাড় যাব শ্যামা মা'র পাশে, শ্মশানে মশানে বাসে যে বা বাসে,
অংগ বিভ্রে পূত ক'রে অনায়াসে, পুত্রভাবে কোলে লবে গো
আমারে
দেখ শমন, আমার গেছে জাতিকুল, অকূলে পড়েছি সবে
প্রতিকূল, অকূলের কূলবধূ সানুকূল, হয়ে দিলে কূল তবেই
কৈলাস তরে (২৬৫)

রচয়িতার নাম।

বেলাবলী কাওয়ালী

কৈলাসনাথ মুখো স্মরহর মন হবে যায় পায়

একি দায়, তার পায় ;—মন, না ভাবে বাবেক মনে, সদা কুপথে ভ্রমণে, বিষয় লয়ে আলাপ সমুদায় ,—মন, ভাবে না ত্যজিতে হবে অন্তে তায়

মনের কি হল ব্যাধি, মানে না ঔষধি বিধি, বিধির বাঞ্ছিত পদে নাহি চায় ;—শ্যামার চরণ সরোজ সুধা, পানে নাশে ভবক্ষুধা, কি দ্বিধা ভক্তি যে নাহি তায় ,—এ ব্যাধিতে অব্যাহতি, পেলে না নিজ দোষে, সংজ্ঞে বৃথা বসে, নাই উপায়

কুজনের সংবাসে, সদা আলাপ কুরসে, বড় রিপু সহ সদা পরিচয়,—তার যেখানে সুসঙ্গ হবে, সেখানে সে নাহি যাবে, সম দম সঙ্গে নাহি পরিচয় ,—হেন মন ত্যজি কিসে ভবি তায়, মজে মজুক্ কেন আমারে মজায় ?। (২৬৬)

ইমনকল্যাণ আড় ঠেকা।

ঐ। পরমায়ু পরম ধন, অনর্থ হইল ব্যয়।

মদেবায় নধর্ম্মায় গেল, অবণ্য কুসুম প্রায়

না হল ইষ্ট সাধন, না হল মিষ্ট ভোজন, সুখ সম্পদ বিহীন, বিফলে জীবন যায়

আদ্য কি শত বৎসর, সংখ্যা মাত্র রে তোমার, রবে না ত অতঃপর, অবশ্য হইবে ক্ষয় , এই ৩ তব সংস্থান, তাবও গেল বহুদিন, সাধিতে তাবাচরণ, এখনো নাই অভিপ্রায় (২৬৭)

কালাংড়া। পোস্ত

ঐ। শঙ্করী হল এমরী, হরহৃদি সরোজে।

প্রেমত্ত হইয়ে নিত্য, সরোজে বিরাজে

রচয়িতার নাম।

শ্যামা পদতলাকাশে, মনোহর দরশনে, হর হৃদি পদ্মবনে,
ফুটিল সহজে
ভ্রমরী বসিল আসি', মধুপানে অভিলাষী, বিশুদ্ধ ভাব হেরে
হাসি, স্মর লুকায় লাজে
কমল না হয় বাসি, নিত্য ক্ষরে সুধা রাশি, পানে ভ্রমর বিলাসী,
সহজে সে মজে
কৈলাস, হতাশ হলি, তোর হৃদিপদ্ম কলি, কবে ফুটে ঐ অলি,
বসিবে তার মাঝে ? (২৬৮)

রামপ্রসাদী সুর। একতালা।

কৈলাসনাথ মুখো। আমি নই পলানে খাতক
তব ধন লয়ে হব পলাতক।
অমূল্য ধন তব চরণ, একবার করিব দরশন ; তারা,
তোমার ধন তোমায় দিয়ে, ঘুচাই আমার প্রচুর পাতক
কোথা বা পলাতে পারি ? ত্রিলোক তোমার জমীদারি ;
না হয়, শিবকে জামিন্ দিতে পারি, দেখে ত'রে যাই
আপাতক
শমকে দেখাতে হলে, লুটে নে যায় পাছে কতক ;
আমি ঘরের ছেলে দেখ্ব তারা। নহি তোমার অঙ্গ পৃথক্
(২৬৯)

সন্ধ্যাবর্ণন।

পূরবী। কাওয়ালী।

বরদাচরণ গুপ্ত দিবা শেষ হল
দিবাকর দৈনিক গতি অভিনয় ফুরাইল, রঞ্জি মেঘ রাশি
লোহিত হাস্য রাগে, গোধূলি আইল

রচয়িতার নাম।

মুদিল সরোজিনী মুখ, কাঁদাইয়া চক্রবাকে ; ফুটিল কুমুদ প্রেমে দে
চাঁদ চাঁদনী ধরি বুকে ;--বিকশিত কুসুম সুবাসে, মত্ত
কোকিল কল ভাষে, মোহিল মন ভুবন মাতিল
মন্থর বায়ুভরে কাঁপে তরুকোলে লতা, মৃদুহাসি ভরা মুখ তরু
মৃদুলে কাঁপায় মাথা ; নীলজল সরসী মুকুরে, চঞ্চল কোটি
চাঁদ হাসে, হেরে কুমুদিনী আবেশে কাঁপিল (২৭০)

ভারত সঙ্গীত।

বেহাগ। আড়াঠেকা।

বরদারঞ্জন শীল।

সেই ত সকল
সেই ত ভারতভূমি গেছে রসাতল
কোথা আর্য্যসুত সব ? হয়ে আছে যেন শব, গেছে সব আর্য্যগৌরব,
কোথা বীর্য্য বল ?
সেই রবি সেই শশী, সেই দিবা সেই নিশি, নীরবে ভারত কাঁদে,
নাহি সে সম্বল (২৭১)

বৈরাগ্য।

খট। একতালা।

প্রসন্নকুমার সরকার

শোন্ মন আমার, কেহ নয় রে কার, তুমি নও তোমার, সার
জেনো তাই
মায়ায় সে আমার, আমি হই রে তার, মায়াময় এই জগৎ
আর কিছুই নাই।
ভেবে দেখ মন শত ২ বার, ভবে আসা যাওয়া কেবা সঙ্গী কার,
কব সেবা কার, মরে কেবা কার, সব অসার রে।—কেবল
একা ভবে আসি একা চলে যাই
আপন ২ জ্ঞান আপন নহে কেহ, "আপন" কথা মিছে আপন নহে
দেহ, কি কব অধিক, প্রাণের অধিক, আপন নয় রে।—
সেই পিতা মাতা পুত্র সহোদর ভাই

বচয়িতার নাম

অনুগত থাকে সময়ে সকলে, ভাবে বিষময় অসময় হ'লে, না পেলে অশন, বসন ভূষণ, ক্রুদ্ধ মন রে!—সদা নারী বলে স্বামীর মুখেতে ছাই

জীবন বিহীন হলে শবাকার, ঘৃণার ভাজন হয় সবাকার, যত পরিবার, করে হাহাকার, তখন মন রে —কিন্তু দিন দুই চারি নহে সর্ব্বদা ই

লক্ষ ২ যদি থাকে উপার্জ্জন, অন্তিম কালেতে আত্মীয় স্বজন, সন্ন্যাসীর প্রায়, সাজাইয়ে তায়, বিদায় দেয় রে,—মন অর্থ মাত্রে তার কড়াকড়ি নাই

অতএব মন! বলি রে তোমায়, ক্ষণেতে ভঙ্গুর জলবিম্ব প্রায়, তোমার এ দেহ, সদাই সন্দেহ, স্থায়ী নয় রে,—এখন মুক্তি হরি ভাব, মুক্তি যাতে পাই (২৭২)

অন্নপূর্ণা বিষয়ক।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। মধ্যমান।

(অজ্ঞাত) জাগাই আর নাই মা তোর ভিকারী —(ও গো মেনকা রাণি!)
(সে) কাশীতে রাজর জেশ্বর, তোর মেয়ে রাজরাজেশ্বরী
অবশ্যই শুন্‌তে সদা, কাশীতে তোর মেয়ে অন্নদা, ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র আদি, সকলে তার আজ্ঞাকারী (২৭৩)

সিন্ধু পোস্ত।

আশুতোষ দেব। অন্নদার দ্বারে আজি, পাতকী পেতেছে পাত।
পলাইতে পারিবে না, পরশিতে হবে ভাত
চাই আমি সেই প্রসাদ, যাবে যাতে জন্মের সাধ,
যে প্রসাদ পেয়ে শিব, নাচেন হয়ে ঊর্দ্ধহাত (২৭৪)

রচয়িতার নাম

সিন্ধু ভৈরবী। একতালা

বিশ্বনাথ দে

কে বা পাবে মায়া বুঝিতে ?
অন্নদা হইয়ে মা গো! অন্ন দিলে কাশীতে।
জানিতে কে পারে মায়া, মহামায়ার মহামায়া যারে দেন পদছায়া,
তার কি ভয় রবিসুতে ?
দয়াময়ী নাম ধর, এ অধমে ত্রাণ কর, দেহ কাঁপে থর ২, রাখ মা শ্রীপদেতে
বিশ্বনাথের এই মিনতি, দয়া কর ভগবতি! আমি অধম মূঢ়মতি,
কি জানি গুণ কহিতে ? (২৭৫)

জয়জয়ন্তী ঐ।

পবিত্র জক শ্রীকৃষ্ণপদম সেন

এই কি মা তোর অন্নপূর্ণা নামের মহিমা ?। (ও গো!)
নামের মহিমা গো! কাশীধামের মহিমা ? আমি ক্ষুধানলে
মলেম জ্বলে, দেখ্‌লি না কি মা!
আমার ভবের ক্ষুধা মিটিয়ে দে মা, চেতন প্রতিমা!
দীনে, দয়া করে মুছিয়ে দে মোর মনের কালিমা
ও শিব ভিক্ষা করে মা তোর দ্বারে কণ্ঠ নীলিমা;
তাঁরে অষ্টসিদ্ধি, ঝুলি ভরে, সব্ কি দিলি মা ?।
আমি কাঙ্গাল হলে ও ঋদ্ধি সিদ্ধি চাই না গো উমা!
পবিত্রাজক বলে ভিক্ষা কেবল চরণ দুটি মা! (২৭৬)

রচয়িতার নাম।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামপ্রসাদী।

পিলু বাহার। জৎ।

রামপ্রসাদ সেন।

জানিলাম বিষম বড়, শ্যামা মায়ের দরবার রে।
সদা ফুকারে ফরিয়াদী বাদী, না হয় সঞ্চার রে
আরজবেগী যার শিবে, সে দরবারের ভাব্য কি রে?
ওমা! দেওয়ান দেওয়ানা নিজে, আস্থা কি কথায় রে
লাখ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া? তোমার
তা'রা ডাকে ডাকি আমি, কাণ নাই বুঝি মার বে।
গালাগালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে হয়েছ কালী;
রামপ্রসাদ বলে হাড় কালি, করিল আমার রে। (১)

প্রসাদী সুর। একতালা।

হয়েছি মা! জোর ফরিয়াদী
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা!।
মন করেছি জামিনদারী, নেচে উঠে ছটা বাদী।
অবিদ্যা বিমাতার বেটা, তারা ছটা কাম আদি;
যদি তুমি আমি এক হই ত, পুর হইতে দূর করে দি।
বিমাতা মরেম শোকে, ছটায় যদি আমল না দি;
সুখে, নিত্যানন্দপুরে থাকি, পার হয়ে যাই আশা নদী।
হুজুরে তজবিজ্ কর মা! হাজির ফরিয়াদী দাদী;
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন, সাধারণ নয় যে তা দি।
মাতা আদ্যা মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি;

এ মা! তোমার পুতে সতীন সুতে, ঘোর করে কার্
কাছে কাঁদি?
প্রসাদ ভণে ভরসা মনে, বাপ ত নহেন মিথ্যাবাদী; ঠেকে বায়েং
খুব চেতেছি, আর কি এবার ফাঁদে পা দি?॥ (২)

প্রসাদী সুর। একতালা।

মা গো তারা ও শঙ্করি!।
কোন্ অবিচারে আমার'পরে, কর্লে দুঃখের ডিক্রী জারি?
এক আসামী ছয় পিয়াদা, বল্ মা! কিসে সামাই করি?
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছটারে, বিষ খাওয়ায়ে প্রাণে মারি।
পিয়াদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নীলাম জারি;
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণপাংক্তি, তারে দিলে জমিদারি।
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি? আমায়
ফিকিরে ফকীর বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারি!।
হুজুরে উকীল যে জনা, ডিস্‌মিসে তার আশয় ভারি;
করে আসল সন্ধি সওয়ালবন্দী, যেরূপে মা আমি হারি
পলাইতে স্থান নাই মা! বল কি বা উপায় করি? ছিল স্থানের
মধ্যে অভয় চরণ, তাও লয়েছেন ত্রিপুরারি (৩)

জংলা। একতালা।

সে কি এম্‌নি মেয়ের মেয়ে?
যার নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে;
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে।
যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচেন দায়ে;
ঐ দেবের দেব মহাদেব যার চরণে লুটায়ে
প্রসাদ বলে রণে চলে, রণময়ী হয়ে;
ঐ যে শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে, হুঙ্কার ছাড়িয়ে (৪)

জংলা। একতালা

সে কি শুধু শিবের সতী ?
যারে কালের কাল করে প্রণতি
ষট চক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি ;
সে যে সর্ব্বদলের দলপতি, সহস্রদলে করে স্থিতি
ল্যাংটা বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি,
ওরে বল্ দেখি মন! সে বা কেমন ? নাথের বুকে মারে লাথি।
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলি জানি ডাকাতী ;
ওরে! সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি। (৫)

প্রসাদী সুর। ঐ।

কে জানে গো কালী কেমন ?
ষড় দর্শনে না পায় দরশন
কালী, পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ ;
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে, সদা যোগী করে মনন
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন ;
তিনি ঘটে ২ বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন
মায়ের, উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন ?
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন ?।
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ ;
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না, ধর্‌বে শশী হয়ে বামন (৬)

ঐ। ঐ।

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে ?
ওরে উন্মত্ত! আঁধার ঘরে ?।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্‌তে পারে ?
মন . অগ্রে শশী বশীভূত, কর তোমার শক্তিসারে ;

ওরে! কোঠার ভিতর চোর কুঠরী, ভোর হলে সে
লুকাবে রে
ষড় দর্শনে দর্শন পেলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে;
সে যে ভক্তিরসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে
সে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ্ করে যুগ্ যুগান্তরে;
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে, আমি তত্ত্ব করি যারে;
সেটা চাতরে কি ভাংব হাঁড়ি, বুঝ রে মন ঠারে ঠোরে॥ (৭)

প্রসাদী সুর। একতালা।

ওমা! তোর মায়া কে বুঝতে পারে?
তুমি ক্ষেপা মেয়ে, মায়া দিয়ে, রেখেছ সব পাগল করে
মায়াতরে এ সংসারে, কেউ কাহারে চিন্‌তে নারে;
ঐ যে, এম্‌নি কালীর কাপ আছে যে, যেম্‌নি দেখে তেম্‌নি
করে
পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা, কে তার ঠিক ঠিকানা করে?
রামপ্রসাদ বলে যায় গো জ্বা’লা, যদি অনুগ্রহ করে। (৮)

ঐ ঐ

তোমার কে মা! বুঝ্‌বে লীলে?
তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে।
তুমি দিচ্ছ দিয়ে নিচ্ছ তুমি, রাখ্ বাধ না সাঁজ্ সকালে,
তোমার অসীম কার্য্য অনিবার্য্য লাগাও যেমন যার কপালে।
তোমার অভিসন্ধি পদে বন্দি ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে;
তুমি যেমন দেখাও তেম্‌নি দেখি,জলেই তুমি ভাসাও শীলে
তোমার জারিজুরি আমার কাছে, খাট্‌বে না মা কোন কালে;
ও সব ইন্দ্রজালের মন্ত্র জানে, রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে
(৯)

প্রসাদী সুর। একতালা।

মা বিরাজে ঘরে ঘরে
এ কথা ভাঙ্‌ব কি হাঁড়ি চাতরে? ।
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে কুমারী রে!
যেমন ধানুকী লক্ষণ সঙ্গে জানকী তার সমিভ্যারে।
জননী তনয়া জায়া, সহোদরা কি অপরে;
রামপ্রসাদ বলে বল্‌ব কি আর, বুঝে লও গে ঠারে ঠোরে
(১০)

ঝংলা। ঐ

কালি! হলি মা রাসবিহারী —(নটবর বেশে বৃন্দাবনে)
পৃথক প্রণব, নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী;
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটি, এলোচুল চূড়া বংশীধারী
আগেতে কুটিল নয়নাপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি;
এবে নিজে কাল, তনু রেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি
ছিল ঘন ২ হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মৃদু হাস ভুলে ব্রজকুমারী;
পূর্ব্বে শোণিতসাগরে নেচেছিলে শ্যামা! এবে প্রিয় তব যমুনাবারি
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাষিছে, বুঝেছি জননি! মনে বিচারি;
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু, একই সকলি বুঝিতে নারি।(১১)

প্রসাদী সুর। ঐ।

মা! আমার অন্তরে আছ (তোমা'য় কে বলে অন্তরে শ্যামা?)
তুমি পাষাণ মেয়ে বিষম মায়া, কত কাচ কাচাও মা কাচ।
উপাসনা ভেদে তুমি, প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ;
যে জন পাঁচেরে এক করে ভাবে, তার হাতে কোথা মা বাঁচ?

বুঝে ভার দেয় না যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ;
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাচ ?।
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ;
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ (১২)

প্রসাদী সুর একতালা।

কে রে বামা কার কামিনী ? বসে কমলে ঐ একাকিনী।
বামা হাস্‌ছে বদনে, নয়নের কোণে, নির্গত হয় সৌদামিনী।
এ জনমে এমন কন্তে, না দেখি না কর্ণে শুনি;
গজ খাচ্ছে ধরে, ফিরে উগরে, যোড়শী নবযৌবনী (১৩)

ঐ ঐ।

ভাব কি ? ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, তার কেন
কাল রূপ হল ?।
কাল এমন অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য্য কাল;
যাকে হৃদয় মাঝে রাখ্‌লে পরে, হৃদয় পদ্ম করে আলো
রূপে কালী নামে কালী, কাল হইতে অধিক কাল;
ও রূপ যে দেখেছে সেই মজেছে, অন্য রূপ লগে না ভাল
প্রসাদ বলে কুতুহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল ?
না দেখে নাম শুনে কাণে, মন গিয়ে তায় লিপ্ত হল। (১৪)

ঐ। ঐ।

তাই কাল রূপ ভালবাসি
ম জগন্মনমোহিনী এলোকেশী
কালোর গুণ ভাল জানে, শুক শম্ভু দেব ঋষি;
যিনি দেবের দেব মহাদেব, কাল রূপ তাঁর হৃদয়বাসী।
কালবরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী;

হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী, বাঁশী ত্যজে করে অসি
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল এক বয়সী ;
ঐ যে তার মধ্যে কোলে মা মোর, বিরাজে পূর্ণিমার শশী
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কাল রূপে মেশামিশি ,
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক, মন কোর না দ্বেষাদ্বেষি (১৫)

প্রসাদী সুর একতালা

আমার অন্তরে আনন্দময়ী, সদা করিতেছেন কেলি ।
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি, নামটি কভু নাহি ভুলি ;
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি, অন্তরেতে মুণ্ডমালী
বিষয় বুদ্ধি হৈল হত, (আমায়) পাগল বোল বলে সকলি ;
আমায় যা বলে তা বলুক তা'রা, অন্তে যেন পাই পাগলী
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মা বিরাজে শতদলে ;
আমি শরণ নিলাম চরণতলে, অন্তে না ফেলাও ঠেলি (১৬)

ঐ । ঐ ।

ইথে কি আর আপদ আছে ?
এই যে তারার জমি আমায় দেছে
ঐ যে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে, মহামন্ত্র বীজ বুনেছে ।
ধৈর্য্য খোঁটা ধর্ম্ম বেড়া, এ দেহের চৌদিক ঘেরেছে ;
কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে ? মহাকাল রক্ষক রয়েছে ।
দেখে শুনে ছটা বলদ, ঘর হতে বাহির হয়েছে ;
কালীনাম অস্ত্রের ধারে, পাপতৃণ সব কেটে গেছে ।
প্রেমবারি সুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে ;
কালী, কল্পতরু বলে রে ভাই, চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে (১৭)

প্রসাদী সুর একতালা।

এবার আমি করব কৃষি। ওগো। এ ভব সংসারে আসি।
তুমি কৃপা বিন্দু পাত করিয়ে, বসে দেখ রাজমহিষি!
দেহ জমিন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি?
মা গো। সৎকিঞ্চিৎ আবাদ হলে, আনন্দ সাগরে ভাসি
হৃদয় মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি;
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারিতে মুক্ত, কর গো মা মুক্তকেশি।
কাম আদি ছয়টা বলদ, বহিতে পারে অহর্নিশি;
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শস্য পাব রাশি ২
প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী;
আমার মনের বাসনা তোমার, ও রাঙ্গা চরণে মিশি। (১৮)

ঐ। ঐ

মা! আমি পাপের আসামী।
এই লোকসানি মহল লয়ে বেড়াই আমি
পতিতের মধ্যে লেখা যায় এই জমি;
তাই বারে ২ নালিশ করি, দিতে হবে বেশী কমি।
আমি ম'লে এ মহলে, আর নাই হামি;
এখন ভাল যদি না রাখ ত থাকুক বাস রামি।
গঙ্গা যদি গর্ভে টেনে, লইল এ ভূমি;
কেবল কথা রবে, কোথা রব, কোথা র'বে তুমি?। (১৯)

ঐ ঐ।

মন রে। কৃষি কায জান না
এমন মানব জমি রইল পতিত, আবাদ কর্লে ফল্‌ত সোণা
কালীনামের দেও রে বেড়া, ফশলের তছরূপ হবে না;
সে যে মুক্তকেশী শক্তবেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।

অদ্য অব্দ শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না ?
আছে একতারে মন ! এই বেলা তুই চুটিয়ে ফশল কেটে নে না
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তিবারি তায় সেচ না ;
ও'র একা যদি না পারিস্ মন ! রামপ্রসাদকে ডেকে নে না। (২০)

প্রসাদী সুর। একতালা

আমি নই পলাতক আসামী
ওমা। কি ভয় আমায় দেখাও তুমি ?
আমি মায়ের খাসে আছি বসে, ফশল করে সারা জমি
বাজে জমা পাওনি যে মা ! ছাটে জমি আছে কমি ;
আমি মহামন্ত্র মোহর করা, কবচ রাখি সাগ তামামি
প্রসাদ বলে খাজনা বাকি, নাইক আমার কড়া কমি ;
যদি ডুবাও দুঃখসিন্ধু মাঝে, ডুবে ও পদে হব হামি (২১)

ঐ ঐ

এবার ভাল ভাব পেয়েছি
কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
ভবের কাছে ভাব শাইয়ে, ভবীকে ভাল ভুলায়েছি ;
তাই রাগ দ্বেষ লোভ ত্যজে, সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি
তারা নাম সারাৎসার, আত্ম শিখায় বাঁধিয়াছি ;
সদা দুর্গা ২ দুর্গা বলে, দুর্গা নামের কাছ্ করেছি
প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, এ কথা নিশ্চিত জেনেছি ;
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল, যাত্রা করে বসে আছি (২২)

প্রসাদী সুর একতালা।

এবার আমি ভাল ভেবেছি
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশে রজনী নাই মা! সেই দেশের এক লোক পেয়েছি;
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই? যোগে যাগে জেগে আছি,
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি;
তোমার, মণিমন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথায় ধরেছি;
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি (২৩)

ঐ। ঐ।

এবার কালি! কুলাইব
কালি কসে কালি বুঝে লব
সে নৃত্যকালী কি অস্থির, কেমন করে তায় রাখিব?
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য ক'রে, হৃদিপদ্মে নাচাইব
কালীপদের পদ্ধতি যা', মন তোরে তা জানাইব;
আছে আর ছটা বড় ঠেঁটা, সে কটাকে কেটে দিব।
কালী ভেবে কালি হয়ে, কালী বলে কাল কাটাব;
আমি কালাকালে কালের মুখে, কালি দিয়ে চলে যাব
প্রসাদ বলে আর কেন মা? আর কত গো প্রকাশিব?
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু, কালী ২ না ছাড়িব (২৪)

ঐ। ঐ

এবার কালি! তোমায় খাব।
(খাব ২ গো দীন দয়াময়ি!) তারা! গণ্ডযোগে জন্ম আমার।

মচয়িতার নাম।

গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় যে মা-খেকো ছেলে ;
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা! দুটোর একটা করে যাব
ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারী বানায়ে খাব ;
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্ভার চড়াব।
খাব ২ বলি মাগো উদরস্থ না করিব ;
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পুজিব।
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব ;
আমার ভয় কি তাতে ? কালী ব'লে কালেরে কলা দেখাব
হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব ;
যখন আসবে শমন, বাঁধবে ক'সে, সেই কালী তার মুখে দিব।
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভাল মতে তাই জানাব ;
তাতে মন্ত্রের সাধন, শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব ॥

(২৫)

পূর্ব্বোক্ত গীতের উত্তর

প্রসাদী সুর। একতালা।

অচ্যুতানন্দ গোস্বামী (বা আজো গোঁসাই)

সাধ্য কি তোর কালী খাবি ?
ও যে রক্তবীজের বংশ খেলে, তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি ?
সর্ব্বাঙ্গে নয় উভয় গালে, ভুষো কালি মেখে যাবি ;
আবার কালেরে দেখাতে কলা, নিজে যে কলা দেখিবি

(২৬)

ঐ। ঐ।

রামপ্রসাদ দেন।

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী !
শিব, ধন্য কাশী ধন্য ২, ধন্য গো আনন্দময়ি।
ভাগীরথী বিরাজিত, হয়ে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ;
উত্তরবাহিনী গঙ্গা জল চলেছে দিবানিশি

শিবের ত্রিশূলে কাশী, বেষ্টিত বরুণা অসি ;
তন্মধ্যে মরিলে জীব, শিবের শরীরে মিশি।
কি মহিমা অন্নপূর্ণার ? কেউ থাকে না উপবাসী ;
ওমা ! রামপ্রসাদ অভুক্ত তোমার, চরণধূলার অভিলাষী
(২৭)

প্রসাদী সুর। একতালা।

মা গো আমার কপাল দোষী
দোষী বটে গো আনন্দময়ি !
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নার্‌লেম বারাণসি ;
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে, আমার ভাগ্যে একাদশী।
অন্নত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ করি কৃষি ;
আমার কৃষী সকল নিল জলে, কেবলমাত্র লাঙ্গল চষি
না করিলাম ধর্ম্ম কর্ম্ম, পাপ করেছি রাশি ২ ;
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে, পথ ভুলে বয়েছি বসি
জন্মি ভারতভূমে মা ! কি কর্ম্ম করিলাম আসি ?
আমার এ কুল ও কুল দুকুল গেল, অকুল পাথারে ভাসি
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, ভাব্‌তে নারি দিবানিশি ;
ওমা ! যখন শমন জোর করিবে, দুর্গানামে দিব ফাঁসি।
পরের হরণ পরগমন, মনে তখন হাসি খুসি ;
সাজাই যখন, করে রোদন, প্রসাদ নয়নজলে ভাসি (২৮)

ঐ। ঐ।

আমি কবে কাশীবাসী হব ?
সেই আনন্দকাননে গিয়ে, নিরানন্দ নিবারিব
গঙ্গাজল বিল্বদলে, বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব ;
ঐ বারাণসির জলে স্থলে, ম’লে পরে মোক্ষ পাব

অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী, স্বর্ণময়ীর শরণ লব,
আর বব বম্ বম্ ভোলা বলে, নৃত্য ক'রে গাল বাজাব (২৯)

জংলা একতালা

আর কায কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসি
হৃদ্‌কমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি;
ওরে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি
কালীনামে পাপ কোথা? মাথা নাই ত র মাথা ব্যথা;
ওরে অনলে দাহন যথা, হয় রে তুলারাশি।
গয়ায় করে পিণ্ড দান, বলে, পিতৃ ঋণে পাবে ত্রাণ;
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি
কাশীতে ম'লেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি;
ওরে! সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী
নির্ব্বাণে কি আছে ফল? জলেতে মিশায় জল;
ওরে, চিনি হওয়া নয় ভাল, চিনি খেতে ভালবাসি
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে;
ওরে! চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে সে এলোকেশী (৩০)

প্রসাদীসুর। একতালা।

কায্ কি রে মন! যেয়ে কাশী?।
কালীর চরণে কৈবল্য রাশি।
সার্দ্ধ ত্রিংশ কোটী তীর্থ, মায়ের ও চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান শাস্ত্র মান, কায্ কি হয়ে কাশীবাসী?।
হৃদকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী;
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি (৩১)

প্রসাদী সুর। একতালা।

মন! ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজে, কূপে পড়ে আপন খাবে
ভব জরা পাপ রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ;
ওরে! জরে কাশী সর্ব্বনাশী, ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে
কালী নাম মহৌষধি, ভক্তি ভাবে পান বিধি;
ওরে! পান কর পান কর, আত্মারামের আত্মা হবে
মৃত্যুঞ্জয়ে উপযুক্ত সেবায় হবে আশু মুক্ত;
ওরে! সকলি সম্ভবে তাঁতে, পরমাত্মায় মিশাইবে
প্রসাদ বলে ও মন ভায়া! ছাড়ি কল্পতরু ছায়া,
ওরে! কাঁটা বৃক্ষের তলে গিয়ে, মৃত্যু ভয়টা কি এড়াবে? (৩২)

ঐ। ঐ।

কেন গঙ্গাবাসী হব? ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন, পরের রাজ্যে বাস করিব?
কালীর চরণ তলে কত শত, গয়া গঙ্গা দেখ্তে পাব
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালীর পদে শরণ লব;
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে বিমাতাকে মা বলিব॥ (৩৩)

পিলুবাহার। জৎ।

এ শরীরে কায্ কি রে ভাই? দক্ষিণা প্রেমে না গলে
এ রসনায় ধিক্ ২, কালী নাম নাহি বলে।
কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে;
ওরে! সেই সে দুরন্ত মন, না ডুবে চরণ তলে
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কায্?
ওরে! সুধাময় নাম না শুনে, চক্ষু না ভাসালে জলে
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে?

ওরে! না পূরে অঞ্জলি চন্দন, জবা আর বিল্বদলে
সে চরণে কায কিবা? মিছা শ্রম রাত্রি দিবা;
ওরে কালীমূর্ত্তি যথা তথা, ইচ্ছা সুখে নাহি চলে
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার?
রামপ্রসাদ বলে বাব্‌লা গাছে, আম্র কি কখন ফলে? (৩৪)

প্রসাদী সুর। একতাল

কালীপদ মরকত আলানে, মন কুঞ্জরে বাঁধ এঁটে
ওরে! কালীনাম তীক্ষ খড়্গে, কর্ম্মপাশ ফেল কেটে
নিতান্ত বিষয়াসক্ত, মাথায় কর বেসার বেটে;
ওরে. একে পঞ্চভূতের ভার, আবার ভূতের বেগার মর খেটে।
সতত ত্রিতাপের তাপে, হৃদি ভূমি গেল ফেটে;
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমায়ু যায় ঘেটে
নানা তীর্থ পর্য্যটনে, শ্রম মাত্র পথ হেঁটে;
পাবে ঘরে বসে চারি ফল, বুঝ না রে দুঃখ চেটে
রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়, মিছে মলেম শাস্ত্র ঘেঁটে;
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম করে, ব্রহ্মরন্ধ্র যাউক ফেটে (৩৫)

ঐ। ঐ।

ওরে মন। বলি ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে
গুরুদত্ত মহামন্ত্র, দিবা নিশি জপ করে
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান;
ওরে! নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে
যত শুন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে;
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে ২ নাম ধরে।

কৌতুক রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে,
ওরে। আহার কর মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মারে

(৩৬)

জংলা। একতালা।

একবার ডাক্‌রে কালী তারা বলে, জোর করে রসনে।
ও তোর ভয় কি রে শমনে ?।
কায কি তীর্থ গঙ্গা কাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী ;
তার কায কি ধর্ম্ম কর্ম্ম ? ও তার মর্ম্ম কেবা জানে ?
ভজনের ছিল আশা, সুখ মোক্ষ পূর্ণ আশা, রামপ্রসাদের এই দশা,
দ্বিভাব ভেবে মনে (৩৭)

প্রসাদী সুর একতালা।

রসনে ! কালী নাম রট রে
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জট রে !
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে ?
এ কেবল বদার্থ মাত্র, খুঁজ্‌তেছে ঘট পট রে !
রসনাকে কর বশ, শ্যামা নামামৃত রস ;
তুমি গান কর পান কর, সে পাত্রের পাত্র বট রে !
সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্য ধাম ;
করে জপ না অবিশ্রাম, কি তব উৎকট রে ?
শ্রুতি রাখ তত্ত্বগুণে, অন্য নাম নাহি শুনে ;
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়ে, কালী বলে কাল কাট রে।

(৩৮)

ঐ। ঐ।

কালী কালী বল রসনা রে !
ও মন ষটচক্র রথ মধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে।

তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে ;
পাঁচ ক্ষমতা র সারথি তায়, রথ চালায় দেশ দেশান্তরে।
ঘুড়ি ঘোড়া দৌড় ক্রুচে, দিনেতে দশ ক্রোশী মারে ;
সে যে সময়ে শির নাড়তে নারে, কপে বিকল হলে পরে।
তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন হইও না রে।
ও মন! ত্রিবেণীর ঘাটেতে বস, শীতল হবে অন্তঃপুরে
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে, ফেলে যাবে প্রসাদেরে,
ও মন। এই ত সময়, মিছে কাল যায়, (যত) ডাকতে পার হু
অক্ষরে। (৩৯)

প্রসাদী সুর। একতালা।

কালীর নাম বড় মিঠা। সদা গান কর পান কর এটা
ওরে! ধিক্ রে রসনা! তবু, ইচ্ছা কর পায়স পিঠা
নিরাকার সাকার ক কার, লী কার সবাকার ভিটা ;
ওরে! ভোগ মোক্ষ ধাম নাম, ইহার পর আর আছে কি টা?
কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবী টা ;
সে যে, কাল হলে মহাকাল হয়, কালে দিয়ে হাত তালি টা।
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জেলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘি-টা ;
তুমি মন কর বিল্বদল, শ্রব কর যত্ন যে টা।
প্রসাদ বলে হৃদি ভূমির, বিরোধগুলা আগে মিটা ;
আমার এ তনু দক্ষিণা কালীর, দেবত্তরের দাগা চিঠা। (৪০)

ঐ। ঐ

মন রে! শ্যামা মাকে ডাক ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ
পরিহরি ধনমদ, ভজ পদ কোকনদ ;
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম ;
অষ্টযামের অর্দ্ধযাম, অন্ততঃ আনন্দে থাক

শ্রীরামপ্রসাদ কয়, রিপু ছয় কর জয় ;
মারো ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই করে হাঁক (৪১)

প্রসাদী সুর। একতালা।

ডাক রে মন! কালী বলে।
আমি এই স্তুতি মিনতি করি, ভুল না মন সময় কালে।
এ সব ঐশ্বর্য্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ ;
ওরে! ও পদ পঙ্কজে মজ, চতুর্ব্বর্গ পাবে হেলে।
বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে যম দূতে ;
ওরে! পারবে না ছাড়ায়ে যেতে, কাল ফাঁসি লাগ্‌বে গলে।
দীন রামপ্রসাদ বলে, কালের বশে কাষ হারালে ;
ওরে! এখন যদি না ভজিলে, আসি পাবে আম ফুরালে
(৪২)

ঐ। ঐ।

জয় কালী জয় কালী বল লোকে বলে বল্‌বে পাগল হল।
লোকে মন্দ বলে বল্‌বে তায় কিরে তোর বয়ে গেল ?
আছে ভাল মন্দ দুটা কথা, যা ভাল তাই করা ভাল।
কালী নামের খড্‌গ তুলে, মায়া মোহ কেটে ফেল ;
করে গিছে মায়ায় টানাটানি, রামপ্রসাদের প্রমাদ হল।
(৪৩)

ঐ। ঐ।

ডুব দে মন! কালী বলে হৃদি রত্ন করের অগাধ জলে
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু চার ডুবে ধন না পেলে ;
তুমি দম সামর্থে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন! শক্তিরূপা মুক্তা ফলে ;
তুমি ভক্তি কর কুড়িয়ে পাবে, শিব যুক্তি মতন চাহিলে

রচয়িতার নাম।

কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে;
তুমি বিবেক হল্‌দি গায়ে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে;
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিল্‌বে রতন ফলে ফুলে (৪৪)

উক্ত গানের উত্তর

প্রসাদী সুর একতালা

অচ্যুতানন্দ গোস্বামী।

ডুবিস্‌ নে মন ঘড়ি ঘড়ি। দম্‌ আট্‌কে যাবে তাড়াতাড়ি।
একে তোমার কফো নাড়ী, ডুব দিও না বাড়াবাড়ি;
তোমার হলে পরে জ্বর জাড়ি, যেতে হবে যমের বাড়ী
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, মিছে কষ্ট কেন করি?
ও তুই ডুবিস্‌ নে মন! ধয়ে ভেসে শ্যাম্‌ কি শ্যামার চরণতরি (৪৫)

ঐ ঐ

রামপ্রসাদ সেন।

মন রে! ভালবাস তাঁরে যে ভবসিন্ধু পারে তারে
এই কর ধার্য্য, কিবা কার্য্য, বসে অসার সংসারে?।
ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্ব কথা?
তুমি ছিলে কোথা, এলে কোথা, যাবে কোথাকারে?
সংসার কেবল কাচ, কুহকে নাচায় নাচ;
মায়াবিনী কোলে আছ, পড়ে কারাগারে
অহঙ্কার দ্বেষ রাগ, প্রতিকূলে অনুরাগ, দেহ রাজ্য দিলে ভাগ, বল কি বিচারে?
যা করেছ চারা কিবা? প্রায় অবসান দিবা;
মণিদ্বীপে ভাব শিবা, সদা শিবাগারে

প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম ;
জপ কর অবিরাম, সুধাও রসনারে (৪৬)

প্রসাদী সুর। একতালা।

মন! কি কর ভবে আসিয়ে ?।
ওরে। দিবা অবশেষ, অজপার শেষ, ক্রমেতে নিশ্বাস যায় ফুরায়ে
হং বর্ণ পুরকে হয়, সঃ বর্ণ রেচকে বয়, অহর্নিশি করে জপ, হংসঃ হংসঃ বলিয়ে
অজপা হইলে সাঙ্গ, কোথা তব রবে রঙ্গ ? সকলি হইবে ভঙ্গ, ভবানীরে না ভাবিয়ে
চলনে দ্বিগুণ ক্ষয়, ততোধিক নিদ্রায় হয়, বিনয়ে রামপ্রসাদ কয়, ততোধিক সঙ্গম সময়ে (৪৭)

ঐ। ঐ।

মন! তোমার এই ভ্রম গেল না
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না।
ওরে! ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি মন! তা জান না ?
তুমি মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তার, কর্‌তে চাও রে উপাসনা।
জগত্‌কে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা ;
ওরে! কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা ?
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা ;
ওরে! কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়, আলোচাল আর বুট্ ভিজানা ?।
ত্রিজগত্ যে মায়ের ছেলে, তাঁর আছে কি পর ভাবনা ;
ওরে! কেমনে দিতে চাস্ বলি, মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা?

প্রসাদ বলে ভক্তি মাত্র, কেবল রে তাঁর উপাসনা ;
তুমি লোক দেখানে কর্‌বে পূজা, মা তো আমার ঘুষ খাবে না (৪৮)

প্রসাদী সুর। একতালা।

মন। তোর এত ভাবনা কেনে?
একবার কালী বলে বস্‌ রে ধ্যানে।
জাঁক জমকে কর্‌লে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে ;
তুমি লুকিয়ে তাঁরে কর্‌বে পূজা, জান্‌বে না রে জগজ্জনে
ধাতু পাষাণ মাটির মুর্ত্তি, কায্‌ কি রে তোর সে গঠনে ?
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি পদ্মাসনে
আলোচাল আর পাকা কলা, কায্‌ কি রে তোর আয়োজনে ?
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্তি কর আপন মনে।
ঝাড় লণ্ঠন বাতীর আলো, কায্‌ কি রে তোর সে রোস্‌নায়ে ?
তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে, দেও না জলুক নিশি দিনে
মেষ ছাগল মহিষাদি, কায কি রে তোর বলিদানে ?
তুমি জয়কালী জয়কালী বলে, বলি দাও ছয় রিপুগণে।
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল, কায কি রে তোর সে বাজনে ?
তুমি জয়কালী বলে করতালি দাও, মন রাখ সেই শ্রীচরণে (৪৯)

ঐ। ঐ।

মন। কোর না দ্বেষাদ্বেষি। যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।
আমি বেদাগম পুরাণে, কর্লেম কত খোঁজ তলাসি ;
ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম, সকল আমার এলোকেশী।
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী ;
ও মা! রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি

দিগম্বরী দিগম্বর পীতাম্বর চরণ বিলাসী ;
 শ্মশানবাসিনী কাশী অযোধ্যা গোকুল নিবাসী
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী ,
 যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী।
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি ;
 আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী (৫০)

প্রসাদী সুর। একতালা।

বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে, ক্ষার হবে তার পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই, মনের ময়লা ফেল কাটি।
কালীদহের কূলে চল, সে জলে ধোপ ধরবে ভাল ;
 পাপ কাষ্ঠের আগুন জ্বাল, চাপায়ে চৈতন্য ভাঁটি (৫১)

ঐ।   ঐ।

এই সংসার ধোঁকার টাটি ও ভাই! আনন্দ বাজারে লুটি
 ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটী
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি ;
 যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটি।
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি ;
 ওরে। ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ী কিসে কাটি?
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি ;
 আগে ইচ্ছা সুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটি
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদ্ মেয়েটি।
 ওমা, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, তুমি গো পাষাণের বেটি।
(৫২)

রচয়িতার নাম।

উক্ত গীতের উত্তর

প্রসাদী সুর। একতালা।

অচ্যুতানন্দ গোস্বামী

এই সংসার সুখের কুটি হেথা খাই দাই আর মজা লুটি
যার যেমন মন তার তেমনি ধন, মন কর রে পরিপাটী
ওহে সেন। অল্পজ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি ;
ওবে শিবের ভাবে ভাব না কেন, শ্যামা মায়ের চরণ দুটি ?
রমণীবে বিষ ভেবেছ, তাতেও ত দেখি না ত্রুটি ;
তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা, কাঁচায়েছ পাকা ঘুঁটি
জনক রাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিল না ত্রুটি ;
সে যে এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ বেখে, খেতে পেত দুধের বাটি
মহামায়ার বিশ্ব ছাওয়া, ভাব্‌ছ মায়ার বেড়ী কাটি ;
তবে অভেদ জেন শ্যামের পদ, শ্যামা মায়ের চরণ দুটি
(৫৩)

ঐ ঐ।

রামপ্রসাদ সেন

মন তুমি দেখ বে ভেবে
ওরে ! আজি অব্দ শতান্তে বা, অবশ্য মরিতে হবে
ভবঘুবে হয়ে রে মন ভাব্‌লে না ভবানী ভবে ;
সদা ভাব সেই ভবানী পদ, যদি ভব পারে যাবে (৫৪)

ঐ। ঐ।

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয় ? ।
ও তুমি কেন রে পেয়েছ এত ভয় ?
তুফান দেখ ডরো না রে ! ও তুফান নয় ;
দুর্গানাম তরণী করে, বেয়ে গেলে হয়
পথে যদি চৌকিদারে, তোরে কিছু কয় ;
তখন ডেকে বলিস্ আমি শ্যামা মায়েরি তনয়

প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন। তুই কারে করিস্ ভয়?
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে, করেছি বিক্রয় (৫৫)

প্রসাদীসুর। একতালা

যদি ডুব্‌ল না ডুবায়ে মা', ওরে মন নেয়ে!
মন! হাল ছেড় না ভর্‌সা বাঁধ, পার্‌বে যেতে বেয়ে
মন, চক্ষু দাঁড়ী বিষম হাড়ী, মজায় মজে চেয়ে;
ভাল ফাঁদ পেতেছে শ্যামা, বাজিকরের মেয়ে
মন! শ্রদ্ধা বায়ে ভক্তি বাদাম, দেও রে উড়াইয়ে,
রামপ্রসাদ বলে, কালী নামের, যাও রে সারি গেয়ে। (৫৬)

ঐ ঐ

জগত্‌জননি, তরাও গো তারা!।
জগত্‌কে তরালে, আমাকে ডুবালে, আমি কি জগত ছাড়া গো তারা?।
দিবা অবসানে রজনী কালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে;
মম জীর্ণ তরি, মা আছে কাণ্ডারী, (তবু) ডুবিল ২ ডুবিল ভরা।
দ্বিজ রামপ্রসাদে ভাবিয়ে সারা, মা হয়ে পাঠালে মাসীর পাড়া;
কোথা গিয়েছিলে, এ কর্ম্ম শিখিলে? মা হয়ে সন্তান ছাড়া গো তারা! (৫৭)

ঐ ঐ।

তারার তরি লাগ্‌ল ঘাটে
যদি পারে যাবি মন, আয় রে ছুটে
তারা নামে পাল খাটায়ে, ত্বরায় তরি চল বেয়ে,
যদি পারে যাবি দুখ্‌ মিটাবি, মনের গিরা দে রে কেটে

বাজারে বাজার কর মন! মিছে কেন বেড়াও ছুটে ?
ভবের খেলা গেল, সন্ধ্যা হল, কি কর্‌বে আর ভবের হাটে ?
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, বাঁধ রে বুক এঁটে সেঁটে ;
ওরে! এবার আমি ছুটিযাছি, ভবের মায়া বেড়ী কেটে
(৫৮)

প্রসাদী সুর। একতালা।

মন! কেন রে ভাবিস্ এত ?
যেন মাতৃহীন বালকের মত
ভবে এসে ভাব্‌ছ বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত ;
ওরে! কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত।
ফণী হয়ে ভেকে ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত
ওরে! তুই করিস্ কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ী সুত ?
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলি রে পাগলের মত ?
এমন মা আছে যার ব্রহ্মময়ী, কার্ ভয়ে সে হয় রে ভীত ?
মিছে কেন ভাব দুঃখে ? দুর্গা বল অবিরত ;
যেমন জাগরণে ভয়ংনাস্তি, হবে রে তোর তেম্‌নি মত
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মন কর রে মনের মত ;
ও মন! গুরুদত্ত তত্ত্ব ধর, কি করিবে রবিসুত ?। (৫৯)

ঐ ঐ

ভাব না কালী ভাবনা কিবে ?
ওরে! মোহময়ী রাত্রি গতা, সম্প্রতি প্রকাশে দিবে।
অরুণ উদয় কল, ঘুচিল তিমির জাল ;
ওরে! কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবে
বেদে দিলে চক্ষে ধুলা, ষড় দর্শনের সেই অন্ধ গুলা ;
ওরে না চিনিলে জোষ্ঠা মূলা, খেলা ধুলা কে ভাঙ্গিবে ?।

যেখানে আনন্দ হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ;
ওরে। যার নেটো তার নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবে ?।
যে রসিক ভক্ত শূর, সেই প্রবেশে সেই পুর;
রামপসাদ বলে ভাংল ভুর, আগুন বেঁধে কে রাখিবে ?
(৬০)

প্রসাদী সুর একতালা।

মন! হারালি কাযের গোড়া।
তুমি দিবা নিশি ভাব বসি, কোথায় পাব টাকার তোড়া
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া;
তুই কাচ মূলে কাঞ্চন বিকালি, ছি ২ মন তোর কপাল পোড়া।
কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন! কেবা পাবে তার ব ড়া ?
মিছে এ দেশ সে দেশ করে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল যোড়া
কাল করিছে হৃদয়ে বাস, বাড় ছে যেন শালের কোঁড়া;
ওরে! সেই কালের কর বিনাশ, ন্যাস ধর রে মন্ত্র সোঁড়া
প্রসাদ বলে ভ বছ কি মন ? পাঁচ সওয়ারের তুমি ঘোড়া,
সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাঁচি, তোমায় করবে তোলাপাড়া।
(৬১)

ঐ। ঐ।

ছি ২ মন, তুই বিষয় লোভা
কিছু জান না মান না শুন না কথা
ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাটা অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থোবা;
ওরে! জ্ঞান খড়্গে বলিদান, করিলে কৈবল্য পাবা।
কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার বেটার মত লবা,
ওরে। মায়াসূত্র ভেদসূত্র, তারে দূরে হাঁকায়ে দেবা।

আত্মারামের অন্ন ভোগ, ছুটা সেই মাকে দেবা ;
বামপ্রসাদ দাসে কয় শেষে, ব্রহ্মরসে মিশাইবা (৬২)

প্রসাদী সুর একতালা।

মন। তুই কাঙ্গালী কিসে ?
ও তুই জানিস্ না রে সর্ব্বনেশে
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশ বিদেশে,
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস্ না রে বসে ২।
মনের মতন মন যদি হও, রাখরে যোগেতে মিসে ;
যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধর্‌বে না আর কাল বিষে
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধ রে যতনে কসে ;
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি,অভয় চরণ পাবার আশে (৬৩)

ঐ। ঐ।

মন, জান কি ঘট্‌বে ল্যাঠা ?।
যখন ঊর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ করে, পথে তোমার দিবে কাঁটা
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি, দিনের সুদিন যেটা ;
ওরে। শ্রু মা মায়ের শ্রীচরণে, মনে মনে হওরে আঁটা
পিঞ্জরে পুষেছ পাখী, আটক্ কর্‌বে কেটা ?
ওরে, জাননা রে তার ভিতরে, দুয়ার রয়েছে নটা
পোষেছ কুসঙ্গী সঙ্গী, থিঙ্গী ২ ছটা ;
তারা যা বলিছে তাই করিছ, এমনি বুকের পাটা ?
প্রসাদ বলে মন জান্‌ত, মনে ২ যেটা,
আমি চাতারে কি ভেঙ্গে হাঁড়ি, বুঝাইব সেটা ? (৬৪)

ঐ ঐ

সামাল ২ ডুবল তরি।
আমার মন রে ভোলা, গেল বেলা, ভজ্‌লে না হরসুন্দরী

প্রবঞ্চনার বিকি কিনি, করে ভরা কর্লে ভারি ;
সারাদিন কাটালে ঘাটে বসে, সন্ধ্যাবেলা ধর্‌লে পাড়ি।
একে তোর জীর্ণ তরি, কলুষেতে হল ভারি ;
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে, শ্রীনাথে ধর কাণ্ডারী।
তরঙ্গ দেখিয়া ভারি, পলাইল ছয়টা দাঁড়ী ;
এখন গুরুব্রহ্ম সার কর মন! যিনি হন ভবকাণ্ডারী (৬৫)

প্রসাদী সুর। একতালা।

সামাল ভবে ডুবে তরি। (তরি ডুবে যায় জনমের মত।)
জীর্ণ তরি তুফান ভারি, বাইতে নারি ভয়ে মরি ;
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু, (এবার) এরাই কর্চ্ছে দাপাদাবি
এনেছিলি বসে খেলি মন! মহাজনের মূল পোয়ালি ;
যখন হিসাব করে দিতে হবে, তখন তহবিল হবে হারি।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে মন, নীরে বুঝি ডুবায় তরি ;
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর, আপন ঘরে যায় যে চুরি (৬৬)

ঝিংঝিট। ঐ।

ওরে। তারা বলে কেন না ডাকিলাম ?
আমার এ তনু তরণী, ভব সাগরে ডুবালাম
এ ভব তরঙ্গে তরি, বাণিজ্যে আনিলাম ;
তাতে, ত্যজিয়ে অমূল্য নিধি, পাপে পূরাইলাম।
বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম ;
মন ডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম
প্রসাদ বলে মা গো আমি, কি কার্য্য করিলাম ?
আমার তুফানে ডুবিল তরি, আপনি মজিলাম (৬৭)

প্রসাদী সুর। একতালা।

ভাল ব্যাপার মন কর্‌তে এলে
ভাসিয়ে মানব তরি কারণ জলে
বাণিজ্য করিতে মন। এলে ভব নদীর জলে ;
ওরে কেউ করিল দুনো ব্যাপার, কেউ হারালে লাভে মূলে
ক্ষিত্যপ তেজ মরুৎ ব্যোম, বোঝাই আছে নায়ের খোলে ;
ছয় দাঁড়ী ছয় দিকে টেনে, গুঁড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে
পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা, পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে ;
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে, কি হবে তাই প্রসাদ বলে
(৬৮)

ঐ। ঐ

ওরে মন। কি ব্যাপারে এলি ?
ও তুই না চিনিয়ে কাযের গোড়া লাভে মূল সব হারালি।
গুরুদত্ত রত্ন ভরে, কেন বেপার না করিলি ?
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, সমুদ্রে তরি ডুবালি।
শ্রীরাম প্রসাদ বলে, সে অর্থ কেন না নিলি ?
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি ? মহাজনকে মজাইলি ॥
(৬৯)

ঐ ঐ।

আর ব নিত্যে কি বাসনা ? ওরে আমার মন। বল না
ওরে। ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী, সুখে সাধ সেই লহনা।
ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ, মন রে।
ওরে। শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা।
কাণে যদি ঢুকে জল, বা'র করে যে জানে কল ; মন রে।
ওরে, সে জলে মিশায়ে জল, ঐহিকের এরূপ ভাব না

ঘরে আছে মহাবস্তু, ভ্রান্তিক্রমে কাচ যত্ন ; মন রে!
ওরে, শ্রীনাথ দত্ত কর তত্ত্ব, কলের কপাট খোল না
অপূর্ব্ব জন্মিল নাতী, বুড়া দাদা দিদি ঘাতী ; মন রে!
ওরে! জনম মরণাশৌচ, সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা।
প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে, মন রে!
ওরে। সিন্দূর বিধবার ভালে, মরি কিবা বিবেচনা।।

(৭০)

প্রসাদী সুর। একতালা।

মন, কেন মায়ের চরণ ছাড় ?
ও মন! ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়ে ভক্তি দড়া
নয়ন থাকতে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া ;
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে ;
ম'লে দণ্ড দু চার কান্না কাটি, শেষে দিবে গোবর ছড়া
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া,
ম'লে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া।
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলি করিবে হরণ ;
দোসর বস্ত্র গায়ে দিবে, চারকোণা মাঝখানে ফাড়া
যেই ধেয়ায় এক মনে, সেই পাবে কালিকা তারা ;
বা'র হয়ে দেখ, কন্যারূপে, রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া (৭১)

ঐ। ঐ

গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে
অসি কায় হারালেম কালের বশে।
যখন ধন উপার্জ্জন, করেছিলাম দেশ বিদেশে ;
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে

এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে ;
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত নির্ধন বলে সবাই রোষে
যম আসি শিয়রে বসি, ধর্‌বে যখন অগ্রকেশে ;
তখন সাজিয়ে মাচা কল্‌সী কাচা, বিদায় দিবে দণ্ডী বেশে
হরি ২ বলি শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে ;
রামপ্রসাদ মোলে, কান্না গেলে, অন্ন খাবে অনায়াসে (৭২)

প্রসাদী সুর। একতাল

নিতি তোরে বুঝাবে কেটা ?
বুঝে বুঝ্‌লি না রে মন রে ঠেঁটা
কোথা রবে ঘর বাড়ী তোর, কোথা রবে দালান কোঠা ?
যখন আস্‌বে শমন, বাঁধ্‌বে রে মন ! কোথা রবে খুড়া জেঠা ?
মরণ সময় দিবে তোমায়, ভাঙ্গা কল্‌সী ছেঁড়া চেটা ;
ওরে, সেখানেতে তোর নামেতে, আছে যে রে জাব্‌দা কাটা
যত ধন জন সব অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা ;
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, ছাড় রে সংসারের ল্যাঠা (৭৩)

ঐ ঐ।

মন ! তুমি কি রঙ্গে আছ ? ও মন, রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ
তোমার ক্ষণে ২ ফেরা ঘোরা, দুঃখে রোদন সুখে নাচ
রঙ্গের বেলা রঙ্গিয়ে কড়ি, সোণার দরে তাই কিনেছ ;
ও মন ! দুঃখের বেলা রতন মাণিক, মাটির দরে তাই বেচেছ
সুখের ঘরে রূপের বাসা, সেই রূপে মন মজায়েছ ;
যখন সে রূপ বিরূপ হবে, সে রূপের কি রূপ ভেবেছ ? (৭৪)

প্রসাদী সুর একতালা।

মন! কোর না সুখের আশা যদি অভয় পদে লবে বাসা।
হয়ে ধর্ম্মতনয়, ত্যজে আলয়, বনে গমন হারি পাশা।
হয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক, তেঁই ত শিবের দৈন্য দশা;
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, সুখের আশে বড় কসা।
হরিষে বিষাদ আছে মন! কেন না এ কথায় গোসা;
ওরে! সুখেই দুখ দুখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা।
মন, ভেবেছ কপট ভক্তি, করে পূরাইবে আশা;
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া, এড়াবে না রতি মাসা।
প্রসাদের মন হও যদি মন কর্ম্মে কেন হও রে চাষা?
ওরে! মনের মতন কর যতন, রতন পাবে খাসা খাসা। (৭৫)

ঐ ঐ।

আয় মন! বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু তলে গিয়ে, চার ফল কুড়ায়ে খাবি
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, (তার) নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি;
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠপুত্র, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি।
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি?
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি।
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়ায়ে দিবি;
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয় মন! ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটে বেঁধে থুবি;
যদি নাহি মানে নিষেধ তবে, জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে, দূরে রইতে বুঝাইবি;
যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞান সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি
প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি,
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মতন মন রে হবি
(৭৬)

রচয়িতার নাম

উক্ত গীতের উত্তর।

প্রসাদী সুর একতালা

অচ্যুত নন্দ গোস্বামী

কেন মন বেড়াতে যাবি ?
কারো, কথায় কোথ ও যাস্‌নে রে তুই, মাঠের মাঝে মারা যাবি
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রে মন নিজে কভু না চিনিবি ;
ও তুই মদের ঝোঁকে কর্ত্তে প রিস্‌,মাঝ গাঙেতে ভরা ডুবি
বৃ শবনে গিয়ে ডোম কানা হয়, এ তত্ত্ব কবে বুঝিবি ?
শেষে কল্পতরু তলায় গিয়ে, কি ফল নিতে কি ফল নিবি
(৭৭)

ঐ ঐ

রামপ্রসাদ সেন

মন . ভুল না কথার ছলে
লোকে বলে বলুক মাতাল বোলে
সুরাপান করিনে রে। সুধা খাই যে কুতুহলে ;
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ মাতালে মাতাল বলে
অহর্নিশি থাক বসি, হরমহিষীর চরণ তলে ,
নৈলে ধর্‌বে নেশা, ঘট্‌বে দিশা, বিষম বিষয় মদ খেলে
যন্ত্র ভরা মন্ত্র পোঁড়, আও ভাগ সই জলে ;
সে যে কুলতারণ, কুলের কারণ, কুল ছেড় না গরব বোলে।
ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহেন ফলে ;
সত্ত্বে ধর্ম্ম, তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় মন রজ মিশালে
মাতাল হলে বেতাল পাবে, বৈতালী করিবে কোলে ;
রামপ্রসাদ বলে নিদান কালে, পতিত হবে কুল ছাড়িলে
(৭৮)

পিলুবাহার জৎ

ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মশলা দিয়ে, মা।
আমার জ্ঞান শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটি, পান করে মোর মন মাতালে
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা, মা।
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্ব্বর্গ মিলে (৭৯)

প্রসাদী সুর একতালা

আছি তেঁই তরুতলে বসে। মনের আনন্দ আর হরষে
আগে ভাঙ্গ্‌ব গাছের পাতা, ডাঁটা ফল ধরিব শেষে
রাগ দ্বেষ লোভ আদি, পাঠাব সব বনবাসে;
রব রসাভাসে হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ সেই রসে।
ফলে ২ সুফল লয়ে, যাইব আপন নিবাসে;
আমার বিফলকে ফল দিয়ে ফলাফল ভাসাব নৈরাশে।
মন কর কি? লও রে সুধা, দুই জনাতে মিলে মিশে;
থাকে একই নিশ্বাসে যেন, সূর্য্য তেজে সকল শোষে
রামপ্রসাদ বলে আমার, কোষ্ঠী শুদ্ধ তারা দোষে,
মাগী জানে না যে মন কপাটে, খিল দিয়েছি বড়ই কসে
(৮০)

ঐ ঐ।

মন যদি মোর ভিয়ান করিস্।
ওরে কালীর নাম কালীর চিনি, বদন খোলাতে ঢালিস্
বর্ণমালা উড়্‌কি করে, ক্রমে ২ তাতে রাখিস্;
আর আপণ্ড ত্যজিয়ে সদা, রসনা তাড়ুতে নাড়িস্।

ভ্রূমধ্যে দ্বিদল চক্রে, চন্দ্রবীজের সুধা রাখিস্ ;
সেই সুধাপানে অমর হ'য়ে, অমর নগরে বসিস্ (৮১)

প্রসাদী সুর একতালা।

মন, যদি রোগ ওষুধ খাবা
আছে শ্রীনাথ দত্ত পটলসত্ব, মধ্যে ২ ঐটি চাবা
সৌভাগ্য কর রে দূর, মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা ;
রামপ্রসাদ বলে তবেই রে মন, ভব রোগে মুক্ত হবা
(৮২)

ঐ ঐ

মন রে! তোর বুদ্ধি একি ?।
ও তুই সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে, তলাস্ করে বেড়াস্
সে কি ?।
ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে ;
মন রে! ওঝার ছেলে গরু হলে, গোসাপে তার কাটে না
কি ?
জাতি ধর্ম্ম সর্প খেলা, সেই মন্ত্র কোর না হেলা ;
মন রে! যখন বল্‌বে বাপে সাপ ধরিতে, তখন হবি
অধোমুখী
পেয়ে যে ধন হেলায় হারায়, তার চেয়ে কে অবোধ ধরায় ?
প্রসাদ বলে হারাব না, সময় থাক্‌তে শিখে রাখি ॥ (৮৩)

ঐ ঐ।

ছি ২ মন ভ্রমরা দিলি বাজি।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজে, বিষয় বিষে হলি রাজি
দেশের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ লোকে তোমায় কয় রাজা জী ;
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি, রাজা বট রীতি পাজি

অহঙ্কার মদে মত্ত, বেড়াও যেন কাজির তাজী ;
তুমি ঠেক্‌বে যখন শিখ্‌বে তখন কর্ব্বে কালে পাপোষ বাজী।
বাল্য জরা বৃদ্ধ দশা, ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি ;
পড়ে চেরের কোটায় মন টুটায়, যে ভজে সে মত্ত গাজি
কুতূহলে প্রসাদ বলে, জরা এলে আস্‌বে হাজী ;
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি, কি করিবে ও বাবাজি ? । (৮৪)

প্রসাদী সুর। একতালা।

রইলি না মন ! আমার বশে।
ত্যজি কমলদলের অমল মধু, মত্ত হলি বিষয় রসে
শক্তি কুলকুণ্ডলিনী, তা'রও ত মন ! জাগালিনি ;
হেরে গুড়ের কলস হলি অলস, এমন অবশ হলি কিসে ?
এ দেহ পাঁচ ফুলের সাজি, তুই হ'লিনে কাযের কাজী ;
প্রসাদ বলে রত্ন ত্যজি, ঘুরে মর কর্ম্মদোষে ॥ (৮৫)

ঐ। ঐ।

মন রে ! আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি।
যা পড়াই তাই পড় মন . পড়্‌লে শুন্‌লে দুধি ভাতি ;
ওরে ! জাননা কি ডাকের কথা ? না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি।
কালী কালী কালী পড় মন ! কালীপদে রাখ প্রীতি ;
ওরে ! পড় বাবা আত্মারাম ! আত্মজনের কর গতি।
উড়ে ২ বেড়ে ২, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি ?
ওরে ! গাছের ফলে ক দিন চলে ? কর রে চার ফলের স্থিতি।
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন ! শোন্ যুকতি ;
ওরে ! বসে মূলে বাণী বলে, গাছ নাড়া দেও নিতি ২ ।(৮৬)

রচয়িতার নাম

উক্ত গীতের উত্তর

প্রসাদী সুর। একতালা

অচ্যুতানন্দ গোস্বামী

হৈও না মন পড়া পাখী
ওরে বন্দী হলে হয় না সুখী
পাখী হলে তত্ত্ব ভুলে, দিন যাবে পিঞ্জরে থেকে ,
তুমি মুখে বল্বে পরের বুলি, পরম তত্ত্বের জানিবে কি ?
ভক্তিগাছে মুক্তি ফলে, সে ফল উড়ে খাও গে দেখি ,
খেলে মায়ার ফাঁদে পড়্বে না আর, শমন ব্যাধে দিবে ফাঁকি (৮৭)

পিলুবাহার জৎ

রামপ্রসাদ সেন

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন ? ওরে আমার শুয়া পাখি ,
ও মরি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি
কালীনাম জপিবার তরে, (তোরে) রেখেছি পিঞ্জরে পুরে ,
ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে, অবি সুখে হলি সুখী।
শিব দুর্গা কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম ;
তোমার জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যামা বল দেখি (৮৮)

প্রসাদী সুর একতাল

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা
এই যে সুখের নিশি জেনেছ কি ভোর হবে না ?
তোমার কোলেতে কামনা কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না
অসার চাদর দিয়েছ গায়, মুখ ঢেকে তাই মুখ খোল না ;
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক ঘরে তায় কাচ না
খেয়েছ বিষয় মদ, সে মদের কি ঘোর ঘুচে না ?
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে, ভ্রমেও কালী বল না

অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুম ঘোরে আশা পূরে না ;
তোর ঘুমে মহা ঘুম আসিবে, ডাক্‌লে আর চেতন পাবে না
(৮৯)

জংলা   একতালা।

তারা। আর কি ক্ষতি হবে ? হ্যাদে ও গো জননি শিবে
তুমি লবে ২ বড়ই লবে, ওপিণ্ডা আমার সব
থাকে থাক্ যায় যাক্, এই প্রাণ যায় যাবে ;
যদি অভয় পদে মন থাকে ত, কায্ কি আমার ভবে ?
বাড়ালে তরঙ্গ রঙ্গ, আর কি দেখাও শিবে ?
এ কি পেয়েছ আনাড়ী দাঁড়ী, তুফানে ডরাবে ?
আপনি যদি আপন তরি, ডুবাই ভবার্ণবে ;
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু, অভয় পদে ডুবে
গিয়েছি না যেতে আছি, আর কি পাবে ভবে ?
আছি কাষ্ঠের মুরদ খাড়া মাত্র, গণনাতে সবে
প্রসাদ বলে আমি গেলে, তুমি ত মা রবে ;
তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল, তুমিই বিচারিবে (৯০)

ঐ।   ঐ

তারা। তোমার আর কি মনে আছে ?
ও মা এখন যেমন রাখলে সুখে, তেমনি সুখ কি পাছে ?
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি ?
ও মা। ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই,
ও মা! দিয়ে আশা কাট্‌লে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে।
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণায় জোর বড়
ও মা আমার দফা হলো রফা দক্ষিণা হয়েছে (৯১)

জংলা একতালা।

আমি ঐ খেদে খেদ করি
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় চুরি
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাসরি;
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়, তোমারি চাতুরী
কিছু দিলে না পেটে না দিলে না খেলে না, সে দোষ কি তোমারি?
যদি দিতে পেতে নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াতাম তোমারি।
যশ অপযশ সুরস কুরস, সকল রস তোমারি;
ও গো! রসে থেকে রসভঙ্গ, কেন কর রসেশ্বরি?
প্রসাদ বলে মন! দিয়াছ, মনেরে আঁখ্‌ঠারি;
ও মা! তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া, মিষ্টি বলে ঘুরে মরি (৯২)

ঐ। ঐ।

যাও গো জননি! জানি তোরে
তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা যে তোর খোসামদি করে
মা মা বলে পিছু ২, যে জন স্তুতি ভক্তি করে;
দুঃখে শোকে দগ্ধ তারে, দাখিল করিস্‌ যমের ঘরে
অন্নে কারে পাওয়া যায়? ক্ষীণ আগে বাড়ি ধায়,
যে জন, হয় মা শক্ত, চিরকাল তার, ত্রিকাল মুক্ত জোর জবরে
চোকে আঙ্গুল না দিলে পরে, দেখ্‌বি না মা! বিচার করে;
হরের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলে মহিষাসুরে।
যে দু কথা শুনাতে পারে, যে জনা হেতের ধরে;
তার হয়ে আশ্রিত সদা, থাকিস্‌ মা পরাণের ডরে।
রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কৃপা কণার জোরে;
সাধ রে শ্যামার পদ, এসব ইন্দ্রিয়পুরে (৯৩)

জংলা। একতালা।

তারা নামে সকলি ঘুচায়

কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা, সেটাও নিত্য নয়

যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায় ;

ও মা ! তোর নামেতে তেম্নি ধারা, তেম্নি ত দেখায়

যে জন গৃহস্থলে দুর্গা বলে, পেয়ে নাশ ভয়,

ও মা ! তুমি ত অন্তরে জাগ, সময় বুঝ্‌তে হয়

যার পিতা মাতা ভস্ম মাখে, তরুতলে রয় ;

ও মা ! তার তনয়ের ভিটায় টেঁকা, এ বড় সংশয়

প্রমাদে ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায় ;

ওরে ! ভাই বন্ধু থেকো না রামপ্রসাদের অ'শায় (৯৪)

প্রসাদী সুর। একতালা।

মায়ের এম্‌নি বিচার বটে

যে জন দিবা নিশি দুর্গা বলে, তারি কপালে বিপদ ঘটে

হুজুরেতে আর্‌জী দিয়ে, দাঁড়িয়ে আছি করপুটে ;

কবে আদালত শুনানি হবে, নিস্তার পাব এ সঙ্কটে ?

সওয়াল জবাব করব কি মা ? বুদ্ধি নাইক আমার ঘটে ;

ও মা ! ভরসা কেবল শিববাক্য, ঐক্য বেদাগমে রটে।

প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা ! ইচ্ছা হয় যে পলাই ছুটে ;

যেন অন্তিমকালে দুর্গা বলে, প্রাণ ত্যজি জাহ্নবী তটে। (৯৫)

ঐ। ঐ।

মা হওয়া কি মুখের কথা ?

কেবল প্রসব করে হয় না মাতা ; যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা

দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা ;

এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না, এল পুত্র গেল কোথা ?।

সন্তানে কুকর্ম্ম করে, বলে যাবে পিতা মাতা ;
দেখে কাল প্রচণ্ড, করে দণ্ড, তাতে তোমার হয় না ব্যথা।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, এ চরিত্র শিখ্‌লে কোথা ?
যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা (৯৬)

প্রসাদী সুর। একতালা।

আর তোমায় না ডাক্‌ব কালি।
তুই মেয়ে হয়ে অসি ধরে, ল্যাংটা হয়ে রণ করিলি
দিয়েছিলি একটা বৃত্তি, তাও ত দিবে হবে নিলি ;
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে, মা হয়ে তার মাথা খেলি
রামপ্রসাদ বলে মা গো, এবার কালি। কি করিলি ?
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা, লাভে মূলে ডুবাইলি। (৯৭)

ঐ ঐ

কালি গো, কেন ল্যাংটা ফির ?।
ছি ২ কিছু লজ্জা নাই তোমার
বসন ভূষণ নাই তোমার মা রাজার মেয়ে গরব কর ;
মা গো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম, পতির উপর চরণ ধর ?
আপনি ল্যাংটা পতি ল্যাংটা, শ্মশানে মশানে চর ;
মা গো আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর।
ত্যজে রত্নহার মা তোমার ও, কণ্ঠে শোভে নরশির ;
প্রসাদ বলে ঐ রূপে মা। ভয় পেয়েছেন দিগম্বর। (৯৮)

ঐ। ঐ।

মা। তোদের ক্ষেপার হাটবাজার। গুণের কথা কব কার ?।
তোরা দুই সতীনে কেউ বুকে কেউ, মাথায় চড় তাঁর

কর্ত্তা যিনি ক্ষেপা তিনি, ক্ষেপার মূলাধার ; (মা গো তারা)
চাকৃপা ছাড়া চেলা ছুটো, সঙ্গে অনিবার।
গজ বিনে গো আরোহণে, ফিরিস্ কদাচার ; (মা গো তারা)
মণি, মুক্তা ফেলে পরিস্ গলে, নরশির হার
শ্মশানে মশানে ফিরিস্, কার্ বা ধারিস্ ধার ? (মা গো তারা)
রামপ্রসাদকে ভবঘোরে, করতে হবে পার । (৯৯)

প্রসাদী সুর   একতাল।

পতিতপাবনি তারা   ও মা , কেবল তোমার নামটি সার
ঐ যে তবাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাযের ধারা
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল ,
তদবধি হইয়াছ, ফণী যেন মণি হারা
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই, কার্য্য কারণ তোমার নাই ,
ও-রায় স য় ত য় ব-ব, সেই রূপ বর্ণ পারা
দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠী একের বোঝা ;
লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা
পাগল বেটার কথায় মজে, এত কাল মলেম ভজে ,
দিয়াছি গোলামি-খৎ, এখন কি আর আছে চারা ? ।
আমি দিলাম যাকে খৎ, তুমি দেও মা ফারখৎ ;
কালায় ২ দাওয়া ঝুটা, সাক্ষী তোমার বেটা যারা।
বসতি ষোড়শ দলে, ব্যক্ত আছে ভূমণ্ডলে ;
প্রসাদ বলে কুতূহলে, তারায় লুকায় তারা ॥ (১০০)

ঐ ।   ঐ ।

বল্ মা ! আমি দাঁড়াই কোথা ? আমার কেউ নাই শঙ্করি হেথা
নমস্বৎ কর্ম্মভো্য বলে, চলে যাব যথা তথা ;
আমি সাধু সঙ্গে নানা রঙ্গে, দূর করিব মনের ব্যথা ।

তুমি গো পাগলের সুতা! (তোমার) যেম্‌নি পিতা তেম্‌নি মাতা;
রামপ্রসাদ বলে হৃদি স্থলে, গুরু তত্ত্ব রাখ গাঁথা। (১০১)

প্রসাদী সুর একতালা।

বল্‌ মা তারা। দাঁড়াই কোথা?
আমার কেউ নাই শঙ্করি হেথা।
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা,
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে, এমন বাপের ভরসা বৃথা
তুমি না করিলে কৃপা, যাইব বিমাতা যথা,
যদি বিমাতা আমার করেন কোলে, দেখা নাই আর হেথা সেথা
প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা;
ও মা! যে জন তোমার নাম করে তার, হাড়মালা আর ঝুলি কাঁথা (১০২)

ঐ ঐ।

আমায়, ধন দিবি তোর কি ধন আছে?
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা আছে শিবের কাছে।
ও চরণ উদ্ধারেব মা! আর কি কোন উপায় আছে?
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে
যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবাব কি তাব আছে;
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব বাঁধা রাখিয়াছে।
বাপের ধনে বেটার স্বত্ব, কাহার বা কোথায় ঘুচেছে?
রামপ্রসাদ বলে কুপুত্র বলে, আমায় নিরংশী করেছে। (১০৩)

প্রসাদী সুর। একতালা

অভয় পদ সব লুটালে। কিছু রাখ্‌লে না মা তনয় বলে
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা শিখেছিলে মায়ের স্থলে;
তোমার পিতা মাতা যেম্‌নি দাতা, তেম্‌নি দাতা আমায় হলে
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা! সে জন তোমার পদতলে;
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে
জন্ম জন্মান্তরেতে মা! কতই দুঃখ আমায় দিলে;
রামপ্রসাদ বলে এবার ম'লে, ডাক্‌ব সর্ব্বনাশী বলে (১০৪)

ঐ ঐ।

এবার আমি বুঝ্‌ব হরে
মায়ের ধর্‌ব চরণ লব জোরে
ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বল্‌ব এবার যারে তারে;
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ, হৃদে ধরে কোন্‌ বিচারে?।
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে, দেখা মাত্রে বল্‌ব তারে;
ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে?
মায়ের ধন সন্তানে পায়, সে ধন নিলে কেমন করে?
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দিগ্‌ আমারে
শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গার উপরে;
রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে, (মার) অভয় চরণের জোরে
(১০৫)

ঐ। ঐ।

আমি কি আটাসে ছেলে?।
ভয়ে ভুল্‌ব নাক চোক রাঙ্গালে।
সম্পদ আমার ও রাঙ্গা পদ, শিব ধরে যা হৃদ্‌কমলে;
ও মা! আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে।

শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে ;
এবার করব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে ;
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ, গুজ্‌রাইব মিছিল কালে
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে ,
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়, শান্ত করে লবে কোলে। (১০৬)

প্রসাদী সুর একতালা

কায় কি মা। সামান্য ধনে ?।
ও কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে ?।
সামান্য ধন দিবে তারা , পড়ে রবে ঘরের কোণে ,
যদি দাও মা ! আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদি পদ্মাসনে
গুরু আমায় কৃপা করে, যে ধন দিলেন কাণে ২ ;
এমন গুরু আর ধিত মন্ত্র, তাও হারালেম সাধন বিনে।
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা। হবে তোমার নিজ গুণে ,
আমি অন্তিম কালে দুর্গা বলে, স্থান পাই যেন ঐ চরণে। (১০৭)

ঐ ঐ

বড়াই কর কিসে ? গো মা। । (জানি তোমার আদি মূল)
আপনি ক্ষেপা পতি ক্ষেপ , ক্ষেপা সহবাসে ;
তোমার আদি মূল সকলি জানি, দাতা কোন্ পুরুষে ?
মাগী মিন্‌সের ঝগড়া করে, রইতে নার বাসে ,
মা গো , তোমার ভাতার ভিক্ষা করে, ফিরে দেশে ২
প্রসাদ বলে মন্দ বলি, তোমার বাপের দোষে ;
মা গো ! আমার বাপের নাম লইলে, বিরাজে কৈলাসে। (১০৮)

প্রসাদী সুর একতালা।

মা আমায় ঘুরাবি কত ?।
যেন নাক্‌ফোঁড়া বলদের মত
লক্ষ যোনি ভ্রমি, পশু পক্ষী আদি যত,
তবু গর্ভধারণ নয় নিবারণ, যাতনাতে হলেম হত
কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা নয় কখন ত,
রামপ্রসাদ কুপুত্র তোমার, তাড়িয়ে দাও অনেের মত। (১০৯)

ঐ ঐ

মা। আমায় ঘুরাবে কত ?
কলুর চোক ঢাক বলদের মত
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক্ দিতেছ অবিরত,
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছটা কলুর অনুগত ?।
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত,
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত ?
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত,
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, দেখি শ্রীপদ মনের মত
কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা নয় কখন ত,
রামপ্রসাদের এই আশা মা। অন্তে থাকি পদানত (১১০)

ঐ। ঐ।

আমি কি দুখেরে ডরাই ?
কত দুঃখ দিবে, আর কত চাই ?
আগে পাছে দুখ, চলে মা যদি কোন খানেতে যাই,
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে, বুক দিয়ে মা বাজার বসাই
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই;
আমি এখন বিষে থাকি, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই

প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি! বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই;
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুখের বড়াই (১১১)

প্রসাদী সুর একতালা।

মরি গো এই মনদুখে ও মা! মা বিনে দুখ বল্‌ব কাকে?।
একি অসম্ভব কথা, শুনে বা কি বল্‌বে লোকে?
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী, তার ছেলে মরে পেটের ভুকে
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা? রাখ্‌লে যারে পরম সুখে;
ও মা! আমি কত অপরাধী, নুণ মেলে না আমার শাকে।
ডেকে ২ কোলে লয়ে মা! পাছাড় মার্‌লে আমা'র বুকে;
ও মা, মায়ের মত কায করেছ, ঘোষিবে জগতের লোকে।
(১১২)

ঐ। ঐ।

আমি তাই অভিমান করি। আমায় করেছ গো মা! সংসারী॥
অর্থ বিনে ব্যর্থ যে এই, সংসার সবারি;
ও মা! তুমিও কোঁদল করেছ, বলিয়ে শিব ভিকারী
জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান সর্ব্বোপরি;
ও মা! বিনা দানে মথুরা পাবে, যান নাই সেই ব্রজেশ্বরী।
নাতয়ানি কাচ কাচো মা! অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি;
ও মা! কোথায় লুকাবে বল? কুবের তোমার ভাণ্ডারী।
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা! এত কেন হলে ভারি?
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে ২ বিপদ সারি॥ (১১৩)

ঐ ঐ।

শ্যামা! দুটো দুখের কথা কই।
কে বলে মা! তোর দীন দয়াময়ী?

কারেও দিলে ধন জন মা। হয় হস্তী রথী জয়ী ;
আর কারো ভাগ্যে মজুরখাটা, শাকে অন্ন মিলে কৈ ?
কেহ থাকে অট্টালিকায়, আমার ইচ্ছা তেমনি রই ;
ও মা তারা কি তোর বাপের ঠাকুর ? আমি কি কেউ নই ?।
কারো অঙ্গে শাল দোশালা, ভাতে চিনি দই ,
আবার কারো ভাগ্যে শাকে বালি, ধানে ভরা খই
কেউ বা বেড়ায় পাল্‌কি চড়ে, আমি বোঝা বই ;
ও মা। আমি কি দিয়েছি তোমার, পাকা ধানে মই ?
প্রসাদ বলে তোমায় ভুলে, আমি জ্বালা সই ,
ও মা। আমার ইচ্ছা অভয় পদে চরণধূলা হই (১১৪)

জংলা । একতালা

মা , তোমারে বারে ২, জানাব আর দুঃখ কত ?।
ভাসিতেছি দুঃখনীরে, স্রোতের সেহলার মত
আমার যে মা। মূল বাঁধা নাই, কোথায় যেতে কোথায় দাঁড়াই ;
ছয়দিকেতে ছয় রিপু টান, মাঝে পড়ে হলেম হত
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মা। বুঝি নিদয়া হলে ,
দাঁড়াও একবার হৃদ্‌কমলে, দেখে যাই জনমের মত (১১৫)

ঐ। ঐ।

গেল না গেল না দুখের কপাল।
গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না,
মাসী হল কাল
আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ, মাসী এসে তাহে দেয় নানা দুখ,
মাসীর মায়া জ্বালা, করে নানা খেলা, দেয় দ্বিগুণ জ্বালা,
বাড়ায় জঞ্জাল

দীন রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস, জন্মে মাতৃকুলে না করিলাম বাস,
পেয়ে দুখের জ্বালা, শরীর হল কালা, তোলা দুধে ছেলে বাঁচে কত কাল ? (১১৬)

প্রসাদী সুর একতালা।

দুখের কথা শোন্ মা তারা .
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা .
যাদের নিয়ে ঘর করি মা তাদের এমনি কাযের ধারা ;
ও মা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা, সুখের ভাগী কেবল তারা
আশী লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে, মানব রূপে ফেরা ঘোরা ;
এই সংসারেতে সং সাজিয়ে, সার হল গো দুখের ভরা
রামপ্রসাদের কথা লও মা ! এ ঘরে বসতি করা ,
ঘরের কর্ত্তা যে জন স্থির নহে মন, ছয় জনাতে কর্লে সারা (১১৭)

ঐ। ঐ

ভাল নাই মোর কোন কালে
ভালই যদি থাক্‌বে আমার, মন কেন কুপথে চলে ?
হেদে গো মা দশভুজা . আমার ভবে তনু হইল বোঝা ,
আমি না করিলাম তোমার পূজা, জবা বিল্ব গঙ্গাজলে
এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী ,
যখন শমনে ধরিবে আসি, ডাক্‌ব কালী কালী বলে
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে ,
আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুলিবে কূলে ? (১১৮)

ঐ। ঐ।

কালি ! সব ঘুচালে ল্যাঠা।
আগম নিগম শিবের বচন, মান্‌বি কি না মান্‌বি সেটা ?।

শ্মশান পেলে ভাল বাস মা! তুচ্ছ কর দালান কোঠা;
মা গো! আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচ্‌ল না আর সিদ্ধিঘোঁটা
যে জন তোমার ভক্ত হয় মা ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা;
তার কটিতে কৌপিন মেলে না, গায় ছ লি আর মাথায় জটা
ভূতলে আনিয়ে মা গো! কর্‌লে আমায় লোহা পিটা;
আমি তবু কালী বলে ডাকি, সাবাস্ আমার বুকের পাটা
চাক্‌লা যুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা;
এ যে মায়ে পোয়ে এমন ব্যাভার, ইহার মর্ম্ম বুঝ্‌বে কেটা?

(১১৯)

প্রসাদী সুর একতালা।

আমি এত দোষী কিসে?
ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার, সারাদিন মা! কাঁদি বসে
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাক্‌ব না আর এমন দেশে;
তাতে কুলাকচক্রে এমাইন, চিন্তারাম চাপ্‌রাসি এসে
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি বসে;
কিন্তু এমন কল করেছ কালি, বেঁধে রাখে মায়াপাশে
কালীর পদে মনের খেদে, দীন রামপ্রসাদে ভাষে;
আমার সেই যে কালী মনের কালী, হলেম কালী তার বিষয়বশে

(১২০)

ঐ ঐ

মন গরিবের কি দোষ আছে?
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা যেমনি নাচাও তেমনি নাচে।
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে,
ও মা তুমি ক্ষিতি তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে।
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে;
ও মা. তুমিই দুঃখ তুমিই সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে।

প্রসাদ বলে কর্ম্ম সূত্র, সে সূতার কাট্‌না কেটেছে,
ও মা! মায়াসূত্রে বেঁধে জীবে, ক্ষেপা ক্ষেপী খেল খেলিছে
(১২১)

প্রসাদী সুর একতালা।

আমার মনে বাসনা জননি,
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে, সহস্রারে, হ ল ক্ষ ব্রহ্মরূপিণি।।
মূলে পৃথ্বী ব স অন্তে, চার পত্রে মায়া ডাকিনী;
সার্দ্ধ ত্রি বলয়াকারে, শিরে বেড়ে কুণ্ডলিনী
স্বাধিষ্ঠানে ব ল অন্তে, ষড় দলোপর বাসিনী;
ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী
ত্রিকোণ মণিপুরে, বহ্নি বীজ ধারিণী,
ড ফ অন্তে দিগ দলে, শিব ভৈরবী লাকিনী
অনাহতে ষট্‌ কোণে, দ্বিষড় দল বাসিনী;
ক ঠ অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ, ষোড়শ দল পদ্মিনী,
নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিব শঙ্করী সাকিনী
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন! শিবলিঙ্গ চক্র যোনি;
চন্দ্রবীজে সুধা ক্ষরে, হ ক্ষ বর্ণে হাকিনী (১২২)

ঐ ঐ।

এলোকেশি দিগ্বসনা! কালি পূরাও মোর মনবাসনা।
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা, নাহি দেখি,
আমায় হবে কি না হবে দয়া, বলে দে মা! ঠিক্ ঠিকানা
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা! তোমার কাছে;
এ মা! তুমি বিনে ত্রিভুবনে, এ বাসনা কেউ জানে না (১২৩)

প্রসাদী সুর একতালা

আমায় দেও মা তবিলদারি আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি।
পদ রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি
ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার মা। সে যে ভোলা ত্রিপুরারি;
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখ তারি
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারি;
আমি, বিনা মাইনের চাকর কেবল, চরণ ধূলার অধিকারী
যদি তোমার বাপের ধারা, ধর তবে আমি হারি;
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে ত মা। পেতে পারি
প্রসাদ বলে এমন পদের, বালাই লয়ে আমি মরি,
ও পাদের মত পদ পাই ত, সে পদ লয়ে বিপদ সারি (১২৪)

ঐ। ঐ

মন রে! আমার ভোল সামা
ও তুই জানিস্ না যে খরচ জমা
যখন ভবে জমা হলি, তখন হতে খরচ গেলি,
ওরে। জমা খরচ ঠিক করিয়ে, বাদ দিয়ে তিন শূন্য সামা
বাদে হলে অঙ্ক বাকি, তবে হবে তহবিল বাকি,
তহবিল বাকি বড় ফাঁকি, হবে না তোর লেখার সীমা।
দীন রামপ্রসাদ বলে, কিসের খরচ কাহার জমা?
ওরে! অন্তরেতে ভাব বসি, কালী তারা উমা শ্যামা (১২৫)

ঐ। ঐ

মা! আমার বড় ভয় হয়েছে
সেং। জমা ওয়াসিল দাখিল আছে
রিপুর বশে চল্লেম আগে, ভাব্‌লেম না কি হবে পাছে;
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, যা করেছি তাই লিখেছে।

জন্ম জন্মান্তরের যত, বকেয়া বাকি জের টেনেছে,
যার যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল, কর্ম্মফলের ফল ফলেছে
জমায় কমি খরচ বেশি, তবু কিসে বাজার কাছে?
ঐ যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে, (কেবল) কালীনাম ভরসা আছে (১২৬)

প্রসাদী সুর একতালা

মুক্ত কর মা মুক্তকেশি ভবে যন্ত্রণা পাই দিবা নিশি।
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা ভুলেছ কি রাজমহিষি?
তারা! কত দিনে কাট্‌বে আমার, এ দুরন্ত কালের ফাঁসি?
প্রসাদ বলে কি ফল হবে, হই যদি গে কাশীবাসী?
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে, পিতা হলেন শ্মশানবাসী (১২৭)

ঐ। ঐ

দীন দয়াময়ি! কি হবে শিবে?
বড় নিশ্চিন্ত রয়েছ তোমার, পতিত তনয় ডুব্‌ল ভবে।
এ ঘাটে তরণী নাইক, কিসে পার হব মা ভবে?
মা তোর দুর্গানামে কলঙ্ক রবে, নৈলে খালাস কর তবে
ডাকি পুনঃপুনঃ শুনিযে না শুন, পিতৃধর্ম্ম রাখ্‌লে ভবে;
অতি প্রাতঃকালে জয় দুর্গা বলে, স্মরণ লবার কায কি তবে?।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা, মোর ক্ষতি কিছু না হবে;
মা তোর কাশী মোক্ষধাম, অন্নপূর্ণা নাম, জগজ্জনে আর নাহি লবে। (১২৮)

ঐ ঐ

(তারা!) আমি কি এমতি রব?
(আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ি)

আমি ক্রিয়াহীন ভজন বিহীন, দীন হীন অসম্ভব ;
আমার অসম্ভব আশা পূরাবে কি তুমি? আমি কি ও পদ পাব?
কুপুত্র সুপুত্র যে হই সে হই, চরণে বিদিত সব ,
কুপুত্র হইলে জননী কি ফেলে ? এ কথা কাহারে কব ?
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া নাম, কি আছে যে আর তা লব ?
তুমি তরাইতে পার তেঁই সে "তারিণী", নামটি রেখেছেন ভব
(১২৯)

প্রসাদী সুর একতালা

মরলেম ভূতের বেগার খেটে
আমার কিছু সম্বল নাইক গেঁটে
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে ;
আমি দিন মজুরি নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে।
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে ;
তারা কারো কথা কেউ শুনে না, দিন ত আমার গেল ঘেটে
যেমন অন্ধ জনে হারা দণ্ড, পুন পেলে ধরে এঁটে ;
আমি তেমনি করে ধরতে চাই মা , কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি কর্ম্মডুরি দেও না কেটে ;
প্রাণ যাবার বেলা এই কোর মা ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যে ফেটে (১৩০)

ঐ। ঐ

ভূতের বেগার খাটব কত? তারা। বল্ আমায় খাটাবি কত?।
আমি ভাবি এক, হয় আর, সুখ নাই মা , কদাচিত।
পঞ্চদিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেহের পঞ্চভূত ;
ও মা ষড় রিপু সাহায্যে তার, হল ভূতের অনুগত
আসিয়ে ভব সংসারে, দুঃখ পেলেম যথোচিত ;
ও মা! যার সুখেতে হব সুখী, সে মন নয় গো মনের মত

চিনি বলে নিম খাওয়ালে, ঘুচ্‌ল না সে মুখের তিক্ত ;
বেন ভীষক প্রসাদ, মনে বিষাদ ? হয়ে কালীর শরণাগত
(১৩১)

পিলুবাহার জৎ

ভবের আশা খেল্‌ব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা ভাঙ্গ দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি প'ল
পো'বারো আঠারো ষোল, যুগে ২ এলাম ভাল ;
শেষে কচে বারে পেয়ে মা গো ! পাঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হল
ছ দুই আট ছ চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ ;
আমার খেলাতে না হল যশ, এবার বাজি ভোর হইল।
দ্বন্দ হল চৌদ্দ পোয়া, বদ্ধ পথে যায় না যাওয়া ;
রামপ্রসাদের বুদ্ধিদোষে, পেকেও ফিরে কেঁচে এল (১৩২)

প্রসাদী সুর একতাল

এবার বাজি ভোর হল মন কি খেলা খেলাবে বল ?।
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমায় দাগা দিল ;
এবার বোড়ের ঘর কবে ভর, মন্ত্রীটি বিপাকে ম'ল
দুট অশ্ব দুটা গজ, ঘরে বসে কাল কাটাল ;
তারা চল্‌তে পারে সকল ঘরে, তবে কেন অচল হল ?।
দুখান তরি নিগক ভরি, বাদাম তুলি না চলিল ;
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে, ঘাটের তরি ঘাটে র'ল
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মোর কপালে এই কি ছিল ?
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে, পীলের কিস্তে মাত্ হইল।
(১৩৩)

প্রসাদী সুর। একতালা।

মন। খেলাও রে দাণ্ডা গুলি।
আমি তোমা বিনে নাহি খেলি।
এড়ি বেড়ি তেড়ি চেড়ি চাইল, চাম্পা কলি ধূলাধূলি;
আমি কালী মায়ে মারব বাড়ি, ভাংব যমের মাথার খুলি।
ছয় জনের মন্ত্রণা নিলি, তাইতে পাগল ভুলে গেলি;
রামপ্রসাদের খেলা ভাংল, গলে দিল কাঁথা ঝুলি। (১৩৪)

জংলা। একতালা।

ওরে মন চড়কি চড়ক ঘোর এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাঁহারে।
যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু, যুবতীর উরে; মন রে ওরে।
কর পঞ্চ বিল্বদলে, পূজিছ তাহারে
ঘরেতে যুবতী বাক্, গাজনে বাজিছে ঢাক্;
বৃন্দাবলী খেম্‌টা ঢুলি বাজায় বারে বারে।
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে, ভাংলে পাঁজর পাটে পড়ে;
এমন যাতনা করেছ তুচ্ছ, ধন্য রে তোমারে।।
দীর্ঘ আশা চড়ক গাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ,
মায়া ডোরে বঁড়্‌শি গাঁথা, স্নেহ বল যারে।
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার;
শিঙ্গে ফুঁক শিঙ্গে পাবি, ডাক কেলে মারে। (১৩৫)

প্রসাদী সুর। একতালা।

মন! তোরে তাই আমি বলি
এবার ভাল খেলা খেলিয়ে গেলি।
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই মন! যে তুই আমার ছিলি;
ওরে! ভাই বলে ভুলায়ে ভায়ে, শমনেরে সঁপে দিলি!

গুরুদত্ত মহা সুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি ;
ওরে খাওয়ালি কেবল মাত্র, কতগুলা গালাগালি
যেম্‌নি গেলি তেম্‌নি গেলাম, করে দিলি মেজাজ আলি ,
এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে, আমি নই বাগানের মালী
প্রসাদ বলে মন , ভেবেছ, দেবে আমায় জলাঞ্জলি ,
ওরে , জাননা কি হৃদে গেঁথে, রেখেছি দক্ষিণ কালী ? (১৩৬)

প্রসাদী সুর একতালা

মা গো , আমার খেলা হল
খেলা হল গো আনন্দময়ি ,
ভবে এলাম কর্ত্তে খেলা, কর্লেম কত ধূলা খেলা ;
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা , কাল যে নিকটে এল ।
বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোঁয়াল ,
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায়, অজপা ফুরায়ে গেল
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে, অশক্তি কি করি বল ?
ও মা । শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে, মুক্তিজলে টেনে ফেল (১৩৭)

ঐ ঐ

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি (ভব সংসার বাজারের মাঝে) ।
ঐ যে মন ঘুড়ি, আশা বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি
কাক গণ্ডী মুণ্ডী গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ী ;
ঘুড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি
বিষয়ে মেজেছে মাজা, কর্কশা হয়েছে দড়ি ;
ঘুড়ি লক্ষে দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা ! হাতচাপড়ি ।
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি ;
ভব সংসার সমুদ্র পারে, পড়্‌বে যেয়ে তাড়াতাড়ি (১৩৮)

প্রসাদী সুর। একতালা।

এই দেখ সব মাগীর খেলা
মাগীর আপ্ত ভাবে গুপ্ত লীলা
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ, ডেলা দিয়ে ভাঙ্গে ডেলা ;
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি, নারাজ হয় সে কাযের বেলা
প্রসাদ বলে থাক বসে, ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা ;
যখন জোয়ার আস্‌বে উজিয়ে যাবে, ভাঁটিয়ে যাবে ভাঁটার বেলা (১৩৯)

ঐ ঐ।

আর ভুলালে ভুল্‌ব না গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেল্‌বে দুল্‌ব না গো।
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌বে না গো।
সুখ দুঃখ সমান ভেবে, মনের আগুন তুল্‌ব না গো।
ধন লোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুল্‌ব না গো।
আশা বায়ুগ্রস্ত হয়ে, মনের কথা খুলব না গো।
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুল্‌ব না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে দুল্‌ব না গো॥ (১৪০)

ঐ ঐ।

জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে (ভবে আ মার কি হইবে গো মা ?)
অগাধ জলে মীনের ঘর, জাল ফেলেছে ভুবন ভিতর ;
যখন যারে মনে করে, তখন তারে ধরে কেশে।
পলাবার পথ নাই কোন কালে, পলাবি কোথায় ? ঘেরেছে জালে ;
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক, শমন দমন করিবে সে (১৪১)

পিলুবাহার জৎ।

তুই যা রে কি করবি শমন? শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মন বেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ্‌গারদে বসায়েছি।
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি;
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে, আমি আমার প্রাণ সঁপেছি।
এমনি করেছি কায়দা, পলাইলে নাইক ফায়দা;
হামেশ রজ্জু ভক্তি প্যায়দা, দুনয়ন দ্বারবান দিয়েছি।
মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি;
তাই সর্ব্বজ্বরহর লৌহ, গুরুতত্ত্ব পান করেছি।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি;
মুখে কালী কালী কালী বলে, যাত্রা করে বসে আছি। (১৪২)

প্রসাদী সুর। একতালা।

যা রে শমন! যা রে ফিরি
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি?।
পাপ পুণ্যের বিচারকারী, তোর যম হয় কালেক্‌টারি;
আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বশূন্য, পাপ দিয়ে যা নিলাম করি।
শমন দমন শ্রীনাথ চরণ, সর্ব্বদাই হৃদে ধরি;
আমার কিসের শঙ্কা? মেরে ডঙ্কা, চলে যাব কৈলাসপুরী।
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী, দেখ্ না চেয়ে ভয়ঙ্করী;
আমার পিতা বটেন শূলপাণি, ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী। (১৪৩)

ঐ ঐ।

দূর হয়ে যা যমের ভটা। ওরে! আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা।
বল্‌গে যা তোর যম রাজারে, আমার মতন নেছে কটা?
আমি যমের যম হইতে পারি, ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা।

প্রসাদ বলে কালের ভটা! মুখ সামালে বলিস্ বেটা;
কালী নামের জোরে বেঁধে তোরে, সাজা দিলে রাখ্‌বে কেটা?

(১৪৪)

প্রসাদী সুর একতালা।

আমার সনদ দেখে যা রে
আমি কালীর সুত, যমের দূত! বল্‌গে যা তোর যম রাজারে
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি;
আমার হাজীর জামীন ষড়ানন, সাক্ষী আছে নন্দিবরে
সনদ আমার উরস পাটে, যেম্‌নি সনদ তেম্‌নি টাটে;
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ, করেছেন দিগম্বরে
সনদ পেলাম মায়ের কাছে, এতে কি আর গলদ্ আছে?
প্রসাদ বলে ভয় দেখালে, যাব রে মায়ের দরবারে (১৪৫)

ঐ। ঐ।

আমি, ক্ষেমার খাস্ তালুকের প্রজা
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা
চেন না আমারে শমন চিন্‌লে পরে হবে সোজা,
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের বইবে বোঝা
ক্ষেমার খাসে আছি বলে, নাই মহলে শুকা হাজা;
দেখ বালি চাপা সিকস্তা নদী, তাতেও মহল আছে তাজা।
প্রসাদ বলে শমন তুমি, বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা;
ওরে, যে পদে ও পদ পেয়েছ, জান না সেই পদের মজা

(১৪৬)

ঐ। ঐ।

ওরে শমন! কি ভয় দেখাও মিছে?
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ, সে মোরে অভয় দিয়েছে।

ইজারার পাট্টা পেয়ে, এতে কি গৌরব বেড়েছে?
ওরে, স্বয়ং থাকতে কুশের পুতুল, কে কোথা দাহন করেছে?
হিসাব বাকি থাকে যদি, দিব না রে তোদের কাছে;
ওরে, রাজা থাকতে কোটালের দোহাই, কোন্ দেশেতে কে দিয়েছে?
শিবরাজ্যে বসতি করি, শিব আমায় পাট্টা দিয়েছে;
রামপ্রসাদ বলে সে পাট্টাতে, ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে (১৪৭)

প্রসাদী সুর। একতালা।

শমন আসার পথ ঘুচেছে
আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে।
ওরে! আমার ঘরের নবদ্বারে, চারি শিব চৌকি রয়েছে
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে, তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে;
সহস্রদল কমলে শ্রীনাথ, অভয় দিয়ে বসে আছে।
দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা, চৌকিদারী ভার লয়েছে;
সে শক্তির জোরে চেতন করে, তাতেই প্রাণ নির্ভয়ে আছে।
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে, কণ্ঠমূলে ভুরু মাঝে;
এ চারি স্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকি আছে
রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে, চন্দ্র সূর্য্য উদয় আছে,
ওরে, তমোনাশ করি তারা, হৃদমন্দিরে বিরাজিছে। (১৪৮)

ঐ ঐ

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আমি আর কি শমন ভয় রেখেছি?
কালীনাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি;
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি।

দেহের মধ্যে সুজন যে জন, তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি,
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে, দেখাব ভেবে রেখেছি
সারাৎসার তারা নাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি,
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, যাত্রা করে বসে আছি (১৪৯)

প্রসাদী সুর একতালা

বল্ দেখি ভাই, কি হয় ম'লে?
এই বাদানুবাদ করে সকলে
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মিলে।
বেদের অ ভাস তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে;
ওরে! শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে
এক ঘরেতে বাস করিছে, পঞ্চজনে মিলে জুলে,
সে যে সময় হলে আপনা আপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তাই হবে রে নিদান কালে,
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে॥ (১৫০)

পিলুবাহার। জৎ।

দিনান্তে যাবে দিন, এ দীন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো,
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে, ও মা! শ্রীদুর্গা বসিল পাটে, নায়ে লবে গো,
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়, ও মা! তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো?
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসান দে মা ফিরে চেয়ে, আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো, (১৫১)

রচয়িতার নাম।

রূপবর্ণন।

দশ মহাবিদ্যা

রাগশ্রী। মধ্যমান।

জগন্নাথপ্রসাদ বসু

বিহর সরসীরুহে, দিক্‌বেশে শিবতাপে
জগন্মনমোহিনী শ্যামা সকরুণে বংক্ষয়ালে !

শুম্ভ নিশুম্ভের রণে, নাশিতে দানবগণে, ভুবন মোহিলে যথা দশরূপে
গিরিবালে !

প্রথমে কালিকা বেশ, ঘনবর্ণা মুক্তকেশ, শবারূঢ়া করকাঞ্চি, শবশিশু
কর্ণপুরা,—ভালে অর্দ্ধ চন্দ্রোদয়, খড়্গ মুণ্ড বরাভয়, চতুর্ভুজে
শোভে কিবা, ত্রিনয়না মুণ্ডমালে

দ্বিতীয়ে তারা ভীষণা, এক জটা বিভূষণা, লোল জিহ্বা নীলবর্ণা,
লম্বোদরী কৃত্তিবাসা,—চতুর্ভুজ সুশোভন, শিরোপরি আরোহণ,
অর্দ্ধচন্দ্র পঞ্চতক্ষ, ত্রিনয়ন ভাল ভালে।

তৃতীয়ে রাজরাজেশ্বরী, রক্তবর্ণা শুভঙ্করী, বিধি বিষ্ণু রুদ্র ঈশ, ঈশ্বর
এ প্রেত পঙ্কে,—সিংহাসন নিবসিত, চতুর্ভুজে সুশোভিত,
পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর, ত্রিনেত্রে শশী কপালে

চতুর্থে ভুবনেশ্বরী, আসন অম্বুজোপরি, রক্তবর্ণা ত্রিনয়না, অর্দ্ধেন্দু শটা
ললাটে,—অলঙ্কার মণিময়, ভুবন প্রদীপ্ত হয়, পাশাঙ্কুশ বরাভয়,
চতুষ্কর জিত নালে

পঞ্চমে ভৈরবী মায়া, লোহিত বরং কায়া, চতুর্ভুজ মুণ্ডমালে, ত্রিনয়না
পদ্মাসনা,—অক্ষমালাভয় বর, গ্রন্থযুক্ত চতুষ্কর, শিরে শিশু
শশধর, সুশোভিত কেশজালে।

ষষ্ঠে ছিন্নমস্তা বেশ, উপবীত শোভে শেষ, নিজ মুণ্ড খড়্গে ছেদি,
বাম করতলে ধরি ;—রক্ত উঠে তিন ধার, নিজমুখে এক তার,
আর দ্বিধারাপায়িনী, দ্বিসখী মুখ বিশালে।

রচয়িতার নাম।

সপ্তমেতে ধুমাবতী, ধূমের বরণবতী, কাকধ্বজ রথারূঢ়, বৃদ্ধানিলে
দোলে স্তন ;—বিধবা ক্ষুধায় আকুলা, কঙ্কমালা আর কুলা,
দ্বিভুজে শোভিছে কিবা, ক্ষালনে কাল জঞ্জালে
অষ্টমে বগলামুখী, পীতবর্ণা মহাসুখী, রত্নগেহে রত্নাসনে, ভূষিতা নানা
রতনে, সোম সূর্য্যাগ্নি নয়ন, চন্দ্রার্দ্ধ ভালে শোভন, দৈত্য
রসনা মুদ্গর, দ্বিভুজে সময়কালে
নবমে মাতঙ্গী বামা, নানা গুণে গুণধামা, খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ, চতুর্ভুজে
ধৃত করি ;—বন্ধ পদ্মাসনস্থিতা, রক্তবাস কি শোভিতা, ত্রিনেত্রা
অর্দ্ধেন্দু ভালে, বরণ জিনি তমালে
মহালক্ষ্মী দশমেতে, শোভিত বেদ ভুজেতে, বরাভয় পদ্মদ্বয়, চারুমূর্ত্তি
পদ্মাসনা ;—রত্নকুম্ভে চারি করী, অভিষেকে মৌলী'পরি, সুবর্ণ
সুবর্ণ খনি, সুবর্ণ যথাগ্নি জ্বালে (১)

ঝিঁঝিট খেমটা।

কৈলাসনাথ মুখো। কাল রূপে এত আলো, করে মনোমোহিনী
গৌরাঙ্গিনী হলে আরো, কত হ'ত না জানি
অশনি অনল ছাড়ে, সে তেজ আঁখি না ধরে, এ তেজ যার কলেবরে,
স্থির সৌদামিনী ;—বরং কাল দেখায় ভাল, তাইতে তেজ
সম্বরিল, ভক্তের আশা পূরাইল, কাল রূপধারিণী (২)

ঝিঁঝিটখাম্বাজ। একতালা।

ঐ ক্রোধভরে যুদ্ধ করে, অথচ হাস্য আস্য যার
চিত্তে কৃপা, সমরে নিদয়, এমন ভঙ্গি আছে কার্ ?
লজ্জায় দশনে কাটে জিহ্বা, ত্যক্তবসনে হাস্য কিবা,
মুক্তকেশে কত শোভা, লাজ নিলাজ উভয় যার
কেবা বুঝে তার নিগূঢ় গতি, ঊর্দ্ধরেতা বিপরীত রতি,
নিষ্কামনায় সকাম মতি, একি অদ্ভুত ব্যবহার।

রচয়িতার নাম।

রূপে হরে আধি ব্যাধি, এ নহে বিধির নিধি, বিধিরে সৃজিল সে
কুতূহলে ; তার কি কহিব কথা ? সে যে ধাতার বিধাতা,
সুধীগণ পূজে তায় শতদলে ,—এমন পরম ধন, না ক'রে
সাধন, হারায় জনম্ কৈলাস বৃথা, প'ড়ে মায়া শৃঙ্খলে (৭)

বেহাগ। একতালা।

কৈলাসনাথ মুখো।

তবাতে তারা ! জনমহরা . নিরাকারা।
ছলিতে শঙ্করে, নানারূপ ধ'রে, দশ বিদ্যা হলে পরাৎপরা .
তুমি তারা হলে বগলা ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ভৈরবী রূপসী, ছিন্নমস্তা
ধূমাবতী মাতঙ্গিনী, কমলাত্মিকা কালী মনোহরা।
মৎস্য কূর্ম্ম বরা' নৃসিংহ শ্রীরাম, বামন পরশুরাম বলরাম, বুদ্ধ কল্কি
হয়ে মনস্কাম, পূর্ণ কর জীবের বিপদহরা ! ।
পঞ্চাননে বরমালা একেবারে, দিতে দশভুজা হলে গিরিপুরে,
অন্নপূর্ণা রূপে শিবের শিবিরে, গোকুলে আসিয়ে বাঁকা
বাঁশীধরা (৮)

সোহিনীবাহার আড়াঠেকা

ঐ

শঙ্কর মনোরমা ! অপরূপ বেশ
চরণে অরুণ শোভা, তরুণ বয়েস
ত্রি আঁখি করি' ধারণ, ত্রিকাল কর দর্শন, ভূতাগত বর্ত্তমান,
জ্ঞান সবিশেষ
পরিপাটি নবকরে, কটিতট আছ ঘিরে, বরাভয় অসি ধ'রে,
সুলম্বিত কেশ
ত্রিজগত প্রসবিনি . বয়েস অধিক জানি, ষোড়শী বেশে জননি !
রণেতে প্রবেশ। (৯)

রচয়িতার নাম।

স্তব।

ঝিঁঝিটখাম্বাজ   কাওয়ালী।

বৈদ্যনাথ মুখো। সকলি মা হয় শিবে! তব পূজার প্রবন্ধ
তোমা ছাড়া ও মা তারা, নাহি হেরি ত্রিভুবন
বর্ণরূপিণী শ্যামা, যে বর্ণ কই হয় গো মা! তোমারি মহিমা ভীমা!
তব স্তব বিবরণ
অল্প মতি যাহা করি, যে শিল্প কল্পনা করি, হয় গো মা শঙ্করি!
প্রতিমা যন্ত্র লিখন ;—যত কথা করি গল্প, হয় তব জপ জল্প,
কল্পতরু মূলে থেকে, হতাশ আর কি কারণ?
সর্ব্বত্র আছ বিমলে। যত ভ্রমি ভূমণ্ডলে, তব প্রদক্ষিণ ছলে, হয়
মা মোর ভ্রমণ, বিশ্বরূপা ধর মূর্ত্তি, বিশ্বেতে প্রকাশ কীর্ত্তি,
অষ্টাঙ্গে মা যথা শক্তি, প্রণাম মোর হয় শয়ন (১০)

খাম্বাজ   কাওয়ালী।

ঐ মহাকালদারা, কালভয়হরা, ত্বংহি পরাৎপরা শ্যামা,
কেমনে কহি মা! তোমারি মহিমা, হিমগিরিসুতা বামা!।
তড়িত বরণী, তিমির বারিণী, তপনতনয়ে তাপিতে তারিণী, তৃষিত
জনের তৃপ্তিকারিণী, ত্রিলোচন মনোরমা।
হের হের মা মা! হরমনোরমা! পরমা রূপসী বামা—কালিকে
বালিকে, শশীকপালিকে, ভুবনমালিকে জীবনপালিকে, পুলকে
পলকে, ত্রিলোক নাশিকে, শ্মশান মশান বাসিনী উমা! (১১)

ঐ।   ঐ

ঐ শিবেরি ললনা! তোমারি ছলনা, এমন দেখিনে বামা!।
চতুরানন, চতুর নন, তোমারি কাছে গো ভীমা!

রচয়িতার নাম।

শব রূপ হেরে বিধি যত ফেরান্ মুখ, ক্রমে চারিদিকে হল চারি মুখ,
হরি পলায়ন, ক্ষীরোদে গমন, জলে মগন গো শ্যামা!।
সেই শব রূপে ক্রমশঃ আসিয়ে, ভাসিলে সলিলে গো ম !—পূতিগন্ধ
হয়ে শিবেরে ছলিলে, শিব শবাসন করে কুতূহলে, নির্ব্বিকার
হেরে হর অঙ্গ হলে, মহিমার নাহি সীমা
সৃজন কালেতে ভবেরে ভজাতে, ভয়ঙ্করী হলে ভীমা ;—অষ্টোত্তর শত
সিতিকণ্ঠে কাটি, কণ্ঠে মুণ্ডমালা পর পরিপাটি, ম'রে পুন
বাঁচে ভোলে ধূর্জ্জটি, না দিতে পারি উপমা।
হরিরে ছলিলে, কারণ সলিলে, ভাসালে তারে ভীমা !—কৈলাসের
কবে হবে হেন দিন, নির্ব্বিকার মনে করিবে সাধন ? শুচি
অশুচি উভয়ে মিলন, ভাব কবে হবে গো মা ?। (১২)

তারা।

খাম্বাজ। একতালা।

কৈলাসনাথ মুখো।

নীল নীরদ বরণী রমণী, নবীনা নলনা নগনন্দিনী
নখর নিকর নিশাকর কর, নিভৃত নিরুপমা নিতম্বিনী।
নিবদ্ধি নীবি শার্দ্দূল ছালে, ধরেছ নিস্ত্রিংশ নীল শতদলে,
নৃমুণ্ড খর্পর নিম্ন করে নিলে, নিদয় হৃদয় নিধনকারিণী।
নিবক্রী নিলাজ নূপুর পায়, নাচ নিরীক্ষণে নিবিভ্রিম হয়,
নীলগ্রীব নিগূঢ় নিরখিয়ে তায়, নিপতিত পদে নিরঞ্জন জানি'।
নৈবেদ্য নিমিত্ত নীরাঞ্জলি দিয়ে, নির্ম্মল নির্ম্মাল্য প্রতি আছি চেয়ে,
নিতান্ত নিরুপায় নিশ্চয় জানিয়ে, নেত্রপাত কর নৃগনন্দিনি!
নীচ নিষয়ে নিমগ্ন নিয়ত, নিমেষ মাত্র নাহি মা নিরত,
নিজ নিবন্ধে হলাম নিহত, নিস্তার নিয়োগকর্ত্রী তারিণি!।
নিতান্ত নিকৃষ্ট নানা পাপে রত, নিবৃত্তি নাই মা নিবিষ্ট নিয়ত,
নরাধমে নরকে কো'র না পতিত, নিবার নিগ্রহ অনাথজননি!।

রচয়িতার নাম।

নিবেদন তারা করুণানিলয় ! নিরাশ্রয়ে ভাবি প'ড়ে নিরুপায়,
নরাধম কৈলাসের নিবিষ্ট আশায়, নিরাশা কো'র না
নির্ঘাতনাদিনি ! (১৩)

খাম্বাজ। একতালা।

কৈলাসনাথ মুখো

বৃথা তারে বল কালী
যা বলেছ আর ব'লো না কালি।
ব্রহ্মময়ী জ্যোতি কালী ব'লে ডাক, তার আলো পেয়ে জগত আলো
দেখ, নাম রূপ নাই নাম রূপ রাখ, আপন চক্ষে দিয়ে ধূলি
যথা ইচ্ছা ক্রমে করে দৃষ্টি সৃষ্টি, আপন সৃষ্টি নাশে আপনারি তুষ্টি,
পূর্ণানন্দময়ী বিন্দুমাত্র দৃষ্টি, হলে ভোগ মোক্ষ পায় তৎকালি
আদি মধ্যে অন্তে ব্যাপক যে কালী, মহাপ্রলয় কালে নিরাকারে কালী,
কৈলাস শিখরে বাস যে কালী, অন্নপূর্ণারূপে কাশীতে সে কালী
না থাকিলে শ্যামা সূর্য্য কে দেখায় ? না থাকিলে শ্যামা শিব কে বলায় ?
শবরূপে সব নিরাকারময়, তা'তেও কালীরূপ ভুবন সকলি
(১৪)

সিন্ধু। মধ্যমান।

ঐ

সঙ্গে আছ ভরসা মনে —(তারিণি গো !)
কার ভয় আর হয়, তুমি মা রাখিলে দীনে।
জলে স্থলে রণে বনে, হুতাশনে সমীরণে, গগনে কিবা গহনে,
ছাড়া নহ কোন খানে।
গজাশ্ব রথারোহণে, গিরিশৃঙ্গ আরোহণে, শয়নে কি জাগরণে,
জনম স্থিতি মরণে (১৫)

রচয়িতার নাম

সিন্ধু। আড়াঠেকা

(অজ্ঞাত) কেবা জানতে পাবে গুণ, তুমি ত্রিগুণধারিণী
আশ্বিনে হও অম্বিকে, কার্ত্তিকেতে হও কালিকে, অগ্রহায়ণেতে তুমি,
গণেশজননী,—পৌষে লক্ষ্মী বরদা, মাঘে বাক্‌বাদী সারদা,
ফাল্গুনেতে হও মা তুমি, রাধাবিনোদিনী
চৈত্রে হও বটষষ্ঠী, বৈশাখে প্রথবা চণ্ডী, জ্যৈষ্ঠেতে মঙ্গলচণ্ডী, আষাঢ়ে
রথবাহিনী; শ্রাবণে ঝুলানে ঝোল, ভাদ্র মাসে জন্ম হল,
সেই হেতু নাম তব, যশোদানন্দিনী (১৬)

সিন্ধুভৈরবী। জৎ।

কৈলাসনাথ মুখো কে জানে তারা তুমি, ধর কত বেশ
কখনো প্রকৃতি হও মা। কখন পুরুষ
কেহ বলে নিরাকারা, ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, কেহ বা বলে সাকারা,
কত মূরতি প্রকাশ
কখনো বা দশভুজা, কখনো বা অষ্টভুজা, কালী রূপে চতুর্ভুজা,
করে অসি এলোকেশ
কখন বা অসি ধ'রে, কখনো বা বাঁশী করে, কৈলাসের অন্তঃপুরে,
কালীরূপে বাবেক এস (১৭)

আলাইয়া। একতালা।

ঐ গুণ শুনে যার মন ভুলিল, না জানি তার রূপ কেমন
হল উচাটন, কোথায় গমন, করিলে তার পাব দরশন ?।
কেহ বলে মেলে গহন বনে গেলে, কেহ বলে মেলে হৃদ্‌কমলে,
সর্ব্বভূতেশ্বরী যোগীগণে বলে, ভক্তেরি হৃদয়ে থাকে সে গোপন
আলো করা রূপ কাল মনোহরা, কালনিবারিণী ভালে শশী ধরা,
মায়াতে আবৃত করে নয়ন তারা, হেরিতে না দেয় সে তারা
কেমন (১৮)

রচয়িতার নাম।

আলাইয়া। আড়াঠেকা।

কৈলাসনাথ মুখো — পাষাণী নহ মা উমা।

কোমল হৃদয় তব হয় যে শ্যামা.

মায়া রজ্জুতে ভুবন, বাঁধিয়ে কর পালন, অথচ জীবে আপন,
কবে মহিমা

বাহিকে সংহার কর, অন্তরে কৃপা বিতর, যাবে যার সে উদ্ধার,
হয় গো বামা।

সব তব অসম্ভব, পাষাণে হয়ে উদ্ভব, কোমল হৃদয় তব, দয়া অসীমা
(১৯)

— —

ঐ। ঐ।

ঐ — মহিষমর্দ্দিনী, মহেশমোহিনী, জ্ঞান প্রদায়িনী, সুরমণি
শিবসীমন্তিনী

সরোজিনী জিনি পদে, লয়ে হৃদে ভব সাধে, প্রেমামোদে আঁখি মুদে,
থাকে শূলপাণি।

ব্রহ্মাদি সুর প্রভৃতি, সকলেরি হও গতি, তোমাতে সঁপিয়ে মতি,
তরে গো তারিণি।—তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান, তুমি মান অপমান,
এরূপে অর্পণ মন, হবে কি তারিণি ?।

মরণে শমন ভয়ে, বিকট সঙ্কট দায়ে, কৈলাসে রেখো অভয়ে, অভয়-
দায়িনি.—যদি কণ্ঠ রোধে মরি, ডাকিতে নাহি মা পারি,
অন্তরে হেরিয়ে তবি, অন্তরযামিনি (২০)

———

ঐ একতালা

ঐ — তারা আরাধন কর্ত্তে কেবা পায় ?

দুর্লভ চরণ তাঁর, লভিতে ভীত শঙ্কর, সর্ব্বস্ব ত্যজি' সন্ন্যাসী সে হর,—
পড়ে ধরাপর হৃদে ধারণ করি', সেবা করে পায়।

রচয়িতার নাম

বিধি যার মায়ায় চতুর্ম্মুখ ধরে, বিষ্ণু পলায়ন তিষ্ঠিতে না পারে,
শতবার শিবের শিরশ্ছেদ করে', মুণ্ডমালা হার গলে শোভা
পায়।
সর্ব্বশক্তিময়ী কেবল সেই শক্তি, যারে দেন ভক্তি সে পায় ভবে মুক্তি,
যুক্তি ক'রে কবে তারা নাম উক্তি, মুক্তি করে পায় তারার
কৃপায় (২১)

আলাইয়া। একতালা।

ঈশানচন্দ্র শর্ম্মা

রক্ষ গো জননি! দক্ষরাজনন্দিনি! বিরূপাক্ষ চারু বক্ষ-
বিলাসিনি
কুরু কমলাক্ষে, করুণা কটাক্ষে, বিনাশ মা দুঃখ মোক্ষ
বিধায়িনি!।
হরহৃদি-সরোবরাম্বু ভাসিনি! নীলাম্বুজরূপা, অম্বুজা জননি! পদাম্বুজে
শোভে শ্বেতাম্বুজ শ্রেণী, সদানন্দে শুম্ভ নিশুম্ভঘাতিনি!।
নিবিড় অঞ্জন-গঞ্জন রবণি! গলে গুঞ্জ মুঞ্জ নৃমুণ্ডমালিনি! মদন মথন-
মানস রঞ্জিনি! ভবভয় ভঞ্জিনি!—রক্তোৎপল জিনি পদতল
কর, শোভা করে তাহে নব প্রভাকর, শিরে শিশু শশী সুধার
আকর, শঙ্করি শঙ্করবরাঙ্গি!
শব যুগ্ম শ্রবণেতে ভয়ঙ্কর, শোভা করে কটিতটে নরকর, সুধাংশুনখর
পিপাসী চকোর, সুধাংশুর আশে আসে চকোরিণী;—বরাভয়
নরশির চতুষ্করে, শোণিতাক্ত শাণিতাস্ত্র শোভা করে, দ্বিজ
ঈশানচন্দ্র ভাবে যুগ্ম কর, নাশ ভবত্রাস ভবভয়হারিণি! (২২)

টোড়ী। ঝাঁপতাল।

কৈলাসনাথ মুখো

কালিকে কাল কামিনী
কাল রূপ কাদম্বিনী, কালভয় নিবারিণী, কলুষ কৃশকারিণী।

রচয়িতার নাম

কর কৃপা কাত্যায়নি ! কাসি কৈবল্যদায়িনি ! কাতরে কৃপাকারিণি !
তুমি কমলে কামিনী
কূল হীনে কুলদায়িনী, কুহকী কুলকামিনী, কুমারী কুণ্ডলিনী, অকূলে
কূলদায়িনী
কল্যাণদায়িনী কালী, কঙ্কালী কপালিনী, কলুস ক্লেশকারিণী, কারাগার
বিমোচনী (২৩)

ললিত। আড়াঠেকা

কৈলাসনাথ মুখো।

অনিত্য যে হয় সবে, যতেক পদার্থ ভবে
তুমি তার এক সত্য, মিথ্যা সব কোথায় যাবে
চিরস্থায়ী কেহ নহে কিছু দিন সবে রহে, পরে কে কোথায় যাবে,
বুঝিতে না পারি ভেবে
তোমাতে উৎপত্তি হয়, তোমাতে নিবৃত্তি পায়, জলবিম্ব জলপ্রায়,
জলে জল মিশাইবে, —কিন্তু তারা আসি ভবে, মোর দুখ চির
ভাবে, স্থিত রহে স্থির ভাবে, এ কি অসম্ভব শিবে?
যে দুঃখেতে দিন যায়, পূর্ব্ব জন্ম পরিচয়, প্রকাশ অনা'সে পায়,
সুকৃতি ছিল ন তবে;—এ জন্মে নাহি সুকৃতি, পরেতে দুখে
নিষ্কৃতি, না পেয়ে কৈলাসের গতি, চিরদিন কি দুখে যাবে? ।
(২৪)

সাধনা।

ঝিঁঝিট। আড়াঠেকা

ঐ

কামনা বিহীন হয়ে, ভেবে তোমায় ব্রহ্মরূপা
নিষ্কামে জপি মা তারা না কর আর কর কৃপা
কামনায় কিছু না মেলে, যা ভাগ্যে থাকে তা ফলে, খণ্ডিবার নয়
কোন কালে, আশায় জীবে করে ক্ষেপা (২৫)

রচয়িতার নাম

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। আড়াঠেকা।

কৈলাসনাথ মুখো — মুখে বলি' কালী নাম, সুখে যাব ভব পারে
নামের মহিমা বেদে, এক শিতে নাহি পারে
দ্বি অক্ষরে চরিতার্থ, ত'শি ম তাহারি অর্থ, কালী নাম পরমার্থ,
জীবেশ্বরে সবে তবে
চৈতন্যরূপিণী কালী, জীব রে। তা কৈ ভাকালি? যার সত্তায় চির
কালি, বেঁচে আছ এ সংসারে
ভুলে কালী সারাৎসার, যাতায়াত বারে বার, এবার ভব পরাবার,
চল যাই আনন্দ ভরে
লবে নিজ অহঙ্কার, মায় তে বিষয়াকার, ভোক্তা ভোগ্য ভোগাকার,
নানারূপে সে বিহরে ;—পরম ব্রহ্ম বস্তু যিনি, জ্ঞানরূপে স্থিত
তিনি, তাঁরে দেখায়ে মোহিনী, জগতে বিরাজ করে (২৬)

ঐ। মধ্যমান।

ঐ — মুখে বল কালী নাম, সুখেতে হবে মরণ
যে নাম শুক নারদ, লয় সুখেরি কারণ
কভু না হবে অসুখ, সুখ মোক্ষধামে সুখ, এড়াইবে ভব শোক,
কর রে তাঁর স্মরণ (২৭)

ঐ আড়াঠেকা

ঐ — ভ্রমে প'ড়ে মন ভ্রমর, ভ্রম নিরবধি।
কালী পাদপদ্ম মধু, পানে যাবে ক্ষুধা ব্যাধি
বিষয় বনে ভ্রম নাম, তাহে নাহি পাবে সুধা, যাবে না ভবের ক্ষুধা,
বাড়ে নিরবধি।
শঙ্কর-ভ্রমর ছলে, পড়েছে যে পদতলে, তুমি সেই পদমূলে, থাক সুখ
সাধি। (২৮)

রচয়িতার নাম।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। আড়াঠেকা।

কৈলাসনাথ মুখো। তুমি না চেনালে পরে, কে তোমারে চিন্‌তে পারে?
চিন্‌তে পার তারে তারা যে তোমারে চিন্ত করে
অচিন্ত্যরূপিণী তারা, কে চিনিবে চিন্তাহরা? তোমারে যে চিন্‌তে পারা, ভার হল অ মারে
কিরূপে পারিব চিন্‌তে? দৈবে যদি কবি চিন্তে, ভুলায় আসি' নান চিন্তে, তব পদে চিন্ত হরে
যদি নাহি চিন্‌তে পারি, ক্ষতি নাই তায় তে মারি, তুমি না চিনিলে ভাবি, ক্ষতি মে ব এ সংসারে
ভবে আসা যাওয়া করি, তোমায় কভু নাহি হেরি, তবে ত চিনিতে পারি, চেনাচিনি থাকলে পরে (২৯)

ঐ। ঐ।

ঐ ভ্রমেতে মন ভ্রমর। ভ্রমিছ বিষয় বনে
বিষয়ে না স্বাদ পাবে, বিষমাখ মধুপানে
বিষয় কাননে ভ্রম, এ কি তব হল ভ্রম? তিতিক্ষা নাই কোন ক্রম, শ্রম মাত্র অন্বেষণে
চল হে ভ্রমর সাধু। খেতে অতি সুস্বাদু, কালীপাদপদ্ম মধু, হবে পুলকিত প্রাণে
কালিকা পদ কমলে, শঙ্কর ভ্রমর ছলে, মধুপানে কুতুহলে, প'ড়ে মুদিত নয়নে
পেতিস্ কৈলাস,যেতিস্ ভুলি, খেতিস্ যদি হতিস্ অলি, মুখে মধু রস বুলি, গেয়ে শ্যামা গুন্ ২ তানে। (৩০)

রচয়িতার নাম।

ঝিঁঝিটখাম্বাজ। মধ্যমান।

কৈলাসনাথ মুখো — ভ্রান্তে কালী কর না স্মরণ
আজি কালি ক'বে কাল, গেল অকারণ।
জপ রে ত্রিসন্ধ্যা কালী, হয়েছে তোর সন্ধ্যা কালি, হয় ত তোরে বেঁধে কাল্ই, নে যাবে শমন।
বলিতে বলিলে কালী, মায়াবশে কাটাও কালই, সাধন কর সকালি, কালীর চরণ ;—কে ঘুচাবে মনের কালী ? পাপেতে মন পাকালি, কালীপদে না তাকালি, (যাহা) দুখ নিবারণ। (৩১)

খাম্বাজ। আড়াখেমটা।

ঐ — শ্যামা যার পদ আমার, ভব তরি সার হয়েছে।
তরিব ভববারি, কাণ্ডারী মন তায় চড়েছে।
রসনা তার আগের দাঁড়ি, বসে আছে কব ধবে ; সারি ২ তারানামের সারি গেয়ে তায় চলেছে (৩২)

ঐ ঐ।

ঐ — আজ শ্যামা সাজাই তোমায়
দিয়ে মনোমত ভূষণ রাঙ্গা পায়
চরণে দিব মা মতি, সছিদ্র নির্গুণে গাঁথি', হৃদিজবাপুষ্প পাঁতি, রাখিব চরণে তায়
মোর কঠিন প্রকৃতি, কটিতে দিব মা গাঁথি', মালা কর মুণ্ড ষড়রিপু মুণ্ড দিব তায়
বাসনায় হয়ে আবৃত, সতত আছি বিব্রত, সে বাসনায় মনোমত, পরা'ব বিবসনায়। (৩৩)

খাম্বাজ একতালা।

ঐ — ত্যজ রণসাজ কালি।
দয়াময়ি। রণসাজ ত্যজ, কায্ কি কালি ?।

রচয়িতার নাম।

ত্যজ শ্মশানবাস, হৃদে এসে বস, সাজাইয়ে ঘুচাই মনের কালী
পুণ্য পাপের মালা আছে হৃদমুদ্দ, চরণ পদ্মে বদ্ধ ক'রে যথাসাধ্য,
তোমায় সমর্পণ ক'রে সদ্য ২, সুকৃতি দুষ্কৃতি করিব খালি
কি বাহারে পর নরমুণ্ড হারে ? মম দুখের হারে তব হার হারে,
ফিরে লও মা যে হারে প্রহারে, বৃথা আভরণে রেখেছ ছলি'
শুচি অশুচি উভয় প্রকৃতি, চন্দ্রহার দিব নীবিতে মা গাঁথি', আশা
বর্গ ফলে, চাবি হাতে নিলে, নিষ্কামে রব মা দিয়ে ডালি (৩৪)

ভৈরব। কাওয়ালী।

কৈলাসনাথ মুখো। সাধে সাধি মা তব শ্রীচরণ ? (জননি!)
চরম কাল কারণ, কালভয় নিবারণ, কি পুণ্য আছে সতি,
আসন্নকালে তরি, হবে প্রসন্না গো শঙ্করি! অধমের প্রতি
হেরি', সেই হেতু করি মা সাধন
ও মা! প্রাণান্তে যে আপদ, কৃতান্ত সহ বাদ, একান্ত বধিবে
অধীনে, দুরন্ত না ছাড়ে সে জন ;—ও মা! প্রত্যক্ষ হয়ে মোরে,
কটাক্ষ দান ক'রে, সাপক্ষ থেকো মা তখন ;—ও মা! তুমি
কোরো ওকালতি, কালাতীতে পাব গতি, কাল হবে ভীতমতি,
করিতে বন্ধন (৩৫)

খট্ভৈরবী। জৎ।

ঐ যা হল হল তারা! যদি একবার কাছে যেতে পারি,
পুনরায় পাঠালে আসব, চরণ ধূলি শিরে করি'
ও পদ সরোজ রজ, আপদুদ্ধারের বীজ, সম্পদে বিপদে কাষ,
লাগিবে গো শঙ্করি!
পদতল সাধ ক'রে, শিব রেখেছে বুকে ধ'রে, কিঞ্চিত রজ পেলে পরে,
স্বাকার্য্য সাধন করি

চরিত্রতার নাম।

আমার এ দরিদ্রের প্রাণ, অধিক না হি প্রয়োজন, চড়াই পাখীর
যেমন স্নান, অল্প জলে তৃপ্তি করি (৩৬)

আলাইয়া আড়াঠেকা

কৈলাসনাথ মুখে। ত বাধনে আরাধনে, কিরূপে সংগুপ্ত পাবে?।
যে সম্পদ যার পদ, শিব রয় সে সার ভেবে
দুরারাধ্যে তারে তোষা, বিধি বিষ্ণু ছাড়ে আশা, মুনি ঋষির দুরদর্শী
নরে কি পাবে? আমার মন্ত্রণ ধর, শিবকে ধরে সাধন কর,
শিবত্ব পাইলে পর, ত পদ হৃদে পাবে
আর এক বলি শুন, আশুতোষ ত্রিলোচন, হেরে অনুগত জন,
অনায়াসে তারিবে,—শিব রূপে প'ড়ে ধর, পতিত হইলে
তার, উগ্র ভাব ছেড়ে ধর, ঈশানীর কৃপা হবে
শিবানীর না করি' আশা, শিবের কর ভরসা, সে প্রভু প্রভূত আশা,
অবশ্য পুরাবে,—হে শঙ্কর ভোলানাথ! অনাথ কৈলাসনাথ,
হেরে তব অনুগত, শিবত্ব আর দিবে কবে? (৩৭)

ঐ একতালা।

ঐ তারা দর্পণ সম্মুখে, মন অর্পণ কর কৌতুকে
যতেক পদার্থ, স্বর্গ মর্ত্ত্য, সব অনিত্য দেখিবে সুখে
সে মুকুরে নাই পারাবার বিকার, তবু পারাপার করেছে স্বীকার,
নয়নে তারে রাখতে পারা ভার, কোটি সূর্য্য প্রভায় বাজে সে
চোকে। (৩৮)

ইমনকল্যাণ আড়াঠেকা।

ঐ দেখ রে নয়নে মন! তারা মাখা ত্রিভুবন
ভুবন ভবন বন, ছাড় নাহি কোন স্থান।
মুদিয়ে নয়ন তারা, নিরীক্ষণ কর তারা, যদি নাহি দেখ তারা,
চক্ষে মাখ জ্ঞানাঞ্জন।

রচয়িতার নাম।

যে বঙ্গের কাচ নয়নে, রাখিবে হে দরশনে, সেই রূপ ত্রিভুবনে,
কবিবে হে নিরীক্ষণ।
তাই বলি নয়ন তারায়, যতনে রাখিবে তারায়, তবে ত দেখিবে
ত্বরায়, তারা যেরা জগজ্জন (৩৯)

ইমনকল্যাণ। আড়াঠেকা।

কৈলাসনাথ মুখো

জলদ বরণী হেরে, বরিষে কেন নয়ন?।
তাহে যে তড়িত খেলে, আলো করে ত্রিভুবন
বহিছে মন পবন, আনি দিল নবঘন, হৃদয় আকাশে ঘন,
কর মন দরশন
হেরে মেঘ মনোহরে, শশধরে প্রভাকরে, অবিরোধে প্রভা করে,
কভু না হেরি এমন, যে পায় তার কৃপা বারি, সফল জনম
তারি, কৈলাস হের এই বারি, শ্যামা মায়ের চরণ (৪০)

কেদারা আড়াঠেকা

ঐ

থাকিতে এ দেহে প্রাণ, ছেড় না মন কালীপদে
অহর্নিশি জপ বসি', লভিবে সব সম্পদে
মায়ানিদ্রা বশে মন! সতত দেখ স্বপন, ধন জন পরিজন,
ভাবিয়ে থাক আহ্লাদে
কৈবল্যদায়িনী কালী, কৈ বল তারে ভজিলি? কেবল মন মজিলি,
বিবিধ সম্ভোগ সাধে;—প্রাণ তোর যবে যাবে, সম্মতি তোর
নাহি লবে, তাই বা কবে কখন্ যাবে, অস্থির হবে বিপদে (৪১)

সুরট। কাওয়ালী।

ঐ

দিনান্তে তারানাম, জপ রে ত্রিবার মন।
যদি অনিবার সংসার কারণ, না করিতে পার তুমি তারা আরাধন,
ত্রিকালি কালীর নামে, হবে কাল নিবারণ

রচয়িতার নাম

জপ রে চপল মন! তাব ভক্তিভাবে, ভবপারে যাবে তবে তাবার
প্রভাবে; একা ত হবে না যেতে, আমি যাব তব সাথে,
পারে গেলে দুজনাতে, প্রণয়ে হবে মিলন।
কামাদি রিপু বাদী যে দেখ এখন, তারা সবে রবে তবে বশে অনুক্ষণ;
তোমায় আমায় ঐক্য হলে, শঙ্কা নাহি কোন দলে, ডঙ্কা মেরে
যাব চ'লে, আব কে করে বারণ? । (৪২)

সুরট। একতালা।

কৈলাসনাথ মুখো।

শ্মশান্ বাসে সদা ভাল বাস।
শশাঙ্ক ভালে বাস;—ধ'রে সুশাণিত অসি করে, (আমার) হৃদয়
শ্মশানে ব'স।
জন শূন্য স্থান পিশাচের আবাস, জ্ঞান বাস তুমি করিতে নিবাস,
আমার হৃদয়ে রিপুগণ পিশাচ, সহবাসে এসে ব'স।
কে বুঝিতে পারে তোমার গতি? চিতা ভস্মে হয় পরম প্রীতি,
পৈশাচিক মতি, যাদের সদা গতি, তাদের প্রতি তবোল্লাস;—
জান ত আমি মা. অতি দুরাচার, ধর্মাধর্ম কিছু নাহি মা
বিচার, ভাবিয়ে তব সুত কদাচার, পরিহার মোর দোষ
দেখি তারা তব সব অসম্ভব, মৃত্যুঞ্জয় শিব হল পদে শব, আর যত সব
জীব স্পর্শে শিব, অশিব অনায়াসে নাশ;—লজ্জারূপা তবু
বিবসনা তারা! ভুবনব্যাপিনী তবু বাসহারা, দয়াময়ী তবু
হস্তে অসিধরা, সুতের শাসনে রোষ (৪৩)

সুরটমল্লার ঝাঁপতাল।

ঐ

সাধন হলে সে ধন মিলে, বদন ভ'রে ডাক তারা।
মদন নিধনকারী, ত্রিপুরারির মনোহরা।
ও হে! দুরিত দমনী যিনি, দুরাশা দূরকারিণী, দয়াময়ী দিনদায়িনী,
দীনের দারিদ্র্যহরা

রচয়িতার নাম

কালদারা কালাঙ্গিনী, কালভয় নিবারিণী, কালী কাত্যায়নী যিনি,
কাতরে করুণা কর্‌য়া ;—অকূলে কূলদায়িনী, ব্যাকুলে
পরিতোষিণী, থাকিতে হেন জননী, কৈলাস হয় দুখে সারা (৪৪)

সুরটমল্লার জৎ।

কৈলাসনাথ মুখো। যথেষ্ট যে কষ্ট পেলে মন।।
এলে ভব ঘোরে ঘুরে ফিরে কেবল মায়ার কারণ।
মায়াগ্নিতে হয়ে মুগ্ধ, করিলে তদ্বারে দগ্ধ, হলে না রে কভু স্নিগ্ধ,
পূরিল না আকিঞ্চন ;—তবু সে মায়া সেবন, কর করিয়ে যতন,
ভুলিয়ে তারা চরণ, যাতনা পাও অকারণ
ত্যজ মায়া ত্যজ ২, কালীপদে ভজ মজ, সে পদ সরোজ রজ, অশিব
করে মোচন ;—হয়ে মায়ার অনুগত, না বুঝিলে নিজ হিত,
পাবে না ধন মনোমত, হবে না সুখ সাধন (৪৫)

ঐ। ঐ

ঐ পাতকী চাতকী ও রে মন.
তুমি সঘনে সে ঘনরূপা, শ্যামা কর দরশন।
তৃষিত হইয়ে কেন, আছ রে চাতকি মন ? করে ঘনরূপা ঘন,
কৃপাবারি বরিষণ,—এক দৃষ্টে ও চাতক! আপাতক চেয়ে থাক,
তৃষিত জনেরে দেখ, হবে কৃপা বিতরণ। (৪৬)

মেঘমল্লার। কাওয়ালী।

ঐ আর কেন ভাবিতেছ সমরে ?।
চল রে নির্ভয়ে, ঐ দেখ অভয়ে, শুভ বর পামরে দান করে
শত্রুভাবেতে শ্যামা শীঘ্র তরাতে আসি', ব্যগ্র হইয়ে বামা আপনি ধরে
অসি, হের ২ ঐ এল এলোকেশী, নিরখি' কলুষ হরে

রচয়িতার নাম

মনেরি ভ্রান্ত গেল একান্ত, বামারি পদ দরশনে ; এ কাননে দিব্য
জ্ঞান দান, কবে বামা মূঢ় জনে ; শুভ চরণে (ছেড়ে নাহি
পাব আর) চরণ তুলে রাখি হৃদিপরে, কটাক্ষে বামা যদি হেরে,
জীবত্ব যাবে আর শিবত্ব পাব রে
চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত অন্তকালে পাই, ধ্যান্ ত করি তাই, প্রাণ ত
গেলে পাই , মৃত্যু হইলে পুন দেহে প্রাণ পাইব, কিন্তু চরণে
(ছেড়ে নাহি পাব আর) অগতি জনেরি বামা রতি মতি,
শ্যামা পতিতপাবনী গতি সতী, শ্যামা সম্প্রতি, কৈলাসে কর
গতি, দেহ সমরে ভরসা মোরে। (৪৭)

সাহানা আড়াঠেকা।

কৈলাসনাথ মুখো। গাও রে মানসবীণে , তাবে তারে সে তারা
তবে জানি আছে গুণ, তুমি সুখের সেতারা।
বেঁধে সত্ত্ব গুণ তন্ত্রে, কালীনাম মহামন্ত্রে, শরীর যন্ত্রে বাজ তারা
আদরে ,—অনুরাগে বাজ তুমি, সে সুর না হয়ে হারা
পঞ্চমে গাও রে বীণে । তারা দুঃখহরা ; সাহানা রাগে সুর ভরা
ধীর মন —গভীর নাদে বাজ, তারাতে কি উদারা ।(৪৮)

বেহাগ। ঐ।

ঐ তারাপদ কর সার
আর যত দেখিছ ভবে, অসার পসার
সে পদ সদা সাধিবে, ভবের ঋণ শোধিবে, অনায়াসে শেষে হবে,
(তব) আশার সুসার
খণ্ডিবে যে তোর্ আপদে, অনুক্ষণ তারাপদে, চিন্তা করি' নিরাপদে,
হইবে নিস্তার (৪৯)

রচয়িতার নাম।

পরজ কালাংড়া। একতালা।

কৈলাসনাথ মুখো

ফাঁদ পেতে হৃদয় কমলে, গুরুদত্ত বীজ ফেলে।
আধার দিয়ে চতুর্দ্দলে, তারা পাখী ধর ছলে।
একাগ্রতা সূত্র ধ'রে, টান জোরে যতন ক'রে, ষড় রিপু কাঁটায়
ছিঁড়ে, ঘা'ই কেটে শ্যা[illegible] চ'লে
পড়্‌লে ধরা হবি সুখী, তারা হৃদয়ের শুখা পাখী, হেরে ভুলে যাবে
আঁখি, ডাক্‌বি "কালি তরাও" ব'লে (৫০)

ঐ। জং

ঐ

মন! কেন তুই ভাবিস্ এত? মাতৃহীন বালকের মত।
তুই, মা হারা নয় পাহারা রাখ্, মা পাবি তোর মনের মত।
ভবে তোর যবে পাঠালে, তার আগে তোর পালন ব'লে, স্তনদুগ্ধ
যে মা দিলে, কার এত কৃপা তার মত?
মা পাবি তোর অন্তঃপুরে, যেও না মন ভ্রান্তে দূরে, থাক রে মন
শান্ত ভরে, হয় নি তোর মা দূরগত (৫১)

ললিত। কাওয়ালী।

ঐ

সে পদ প্রান্তে, ভাব না ভ্রান্তে।
যে দিন যাবে বে ভবে, পাবে না দিনান্তে।
অহর্নিশি মরে জীব, চারিদিকে হায়! হায়!—আপন মরণ বুঝি
ভাব না হবে না তায়, অথচ হতেছে তব দিবানিশি আয়ু ক্ষয়,
ক্ষয়িলে শমন কিসে তুষিবে কৃতান্তে?
কত দেহ হল গত, আরো গত হবে কত, যাতায়াত বারে ২ এ দেহ
ত্যজিতে হবে,—ধরায় পতিত রবে, ত্বরায় সাধ রে তবে,
সারাদিন তারাপদ কর না রে চিন্তে

রচয়িতার নাম।

দেহ আমার প্রাণ আমার, পরিজন ধন মান, আমার ঘড়ি বাড়ী যুড়ি
আমাবি সখেবি মন, অথচ আমি বা কে ? আমার নহে কোন
জন, রোদন করিতে হবে, ফেলে যেতে অন্তে। (৫২)

রামপ্রসাদী সুর। একতালা।

কৈলাসনাথ মুখো। মন! থাক তুমি চুপটি ক'রে।
তোমায় তারা পাখী দিচ্ছি ধ'রে।
চতুর্দ্দলে ফাঁদ পেতে মন! ব'সে থাক ঝাপ্‌টি মেরে;
কেবল আড়্ নয়নে দৃষ্টি রেখো, যেমন আস্‌বে টান্‌বে জোরে।
হৃদ্‌পিঞ্জরে ক'রে ঘোরাও, বলবে মুখে "কালি! তরাও";
সে ত সকল ভাষা বুঝে, আশার মত দিবানিশি পড়ে
সযতনে ভক্তি ডোরে, পায়ে ধ'রে বাঁধ্‌বে তারে;
নৈলে এক্ স্থানে থাকে না সে যে, জলে স্থলে সমান ফেরে॥
(৫৩)

ঐ। ঐ।

ঐ কাল্ কাট আনন্দ মনে
যে তোমারে পাঠাইলে, তারে ভার থাবেক দিনে।
যত জন্ম হয়েছে তোর, আর যত হয় হোক্ না কেনে ?
যেথান হতে উৎপত্তি তোর, লয় হবি ভাই শেষ সেথানে।
দেখ না পৃথিবীর গতি, আকরেতে সবে টানে;
জলবিম্ব জলেতে যায়, হুতাশন যায় সূর্য্য পানে।
সকল নিয়ম ছেড়ে দিয়ে, এই কথাটি রেখ মনে;
কেবল, পুণ্য হয় রে উপকারে, পাপ হয় পরপীড়নে।
যদি যাবি আনন্দধাম, আনন্দ সাধ যতনে;
আজ অবধি অভ্যাস কর, নৈলে আনন্দ পাবিনে। (৫৪)

রচয়িতার নাম।

অনুযোগ ও অভিমান।

ঝিঁঝিট। খেমটা

কৈলাসনাথ মুখো। ন্যাংটা মেয়ের এত আদর, তাই ভেবে গো মরি
ছাড়ে না তাহারে হর, এত যে ভিকারী
হৃদে রাখি' শ্রীচরণ, সেই ধ্যান সেই জ্ঞান, নাহি তাঁর অন্য মন,
একাগ্রে র'ন্ হেরি'
শিরে ছিল গঙ্গাজল, লয়ে জল কুতূহল, এ মেয়ের পদতল,
পূজে ত্রিপুরারি
আমি না আদর জানি, তাই বিরূপ ভবানী, কৃপাবিহীন শিবানী,
এ দোষ আমারি (৫৫)

ঝিঁঝিটখাম্বাজ। একতালা।

ঐ নাই জান্‌তে বাকি, সকল ফাঁকি, তোমার কাব্‌খানা
তুমি পাষাণেরি মেয়ে তারা। নাহি দয়া বাসনা
তোমার নিজের ছেলের মুণ্ড নাই, করিমুণ্ড ছিল তাই, কর্লে
যোজনা ;—আবার শিব্‌কে দিলে হাড়ের মালা, শ্মশানে বাস
ঘুচ্‌ল না
তুমি কোন্ কালে কায় সুখ দিলে? হরিকে ভাসালে জলে, ক'রে
মন্ত্রণা ;—আবার বিধির সার কমণ্ডলু, কাব্ কি কর্লে বল না?
তুমি বিপদে রাবণ ত্যজিলে, ভক্ত না বাছিলে মহীরাবণ নাশিলে ;—
আবার শিবের বুকে দিয়ে পদ, লাজে কাট রসনা
যে ছিল সুন্দর ছেলে, তার নাহি বিয়ে দিলে, ঘরে রাখ্‌লে না ;—
আবার শিখী ধ'রে, ফাঁকি ক'রে, উড়িয়ে দিতে ছাড়্‌লে না॥
(৫৬)

রচয়িতার নাম।

ঝিঁঝিটখাম্বাজ মধ্যমান

কৈলাসনাথ মুখো। মা হারা হয়ে ঐ, দুখ কারে কই ?
জীবন থাকিতে দেখা, না হল বিফলে রই
থাক্‌তে জীবন জানাইব, যা নাই মাযে চেয়ে লব, তবে ত সুখ
ভুঞ্জিব, মা বিনে দুখ কতই সই
সদা মনে আকিঞ্চন, যখন যে প্রযোজন, মায়ে ক'বে নিবেদন,
আমি নি বেদনে রই
থাক্‌তে প্রাণ দেখা না দেয়, ম'লে দেখা পাম কি না পায়, এমন
মায়েব প্রণাম সুপায়, উদ্দেশেতে সারা হই। (৫৭)

খাম্বাজ একতালা।

ঐ দীনেব দিন ত রবে না মা!
কোন মতে দুঃখে যাবে গো শ্যামা!
ঐ মনে হয়, তোমাব তনয়, হযে কেন মনে পাই বেদনা
বারেক যদি কেহ মা বলিয়ে ডাকে, সে কি আব কভু পড়ে মা
বিপাকে ? দিবা নিশি তাবা মা মা ব'লে ডেকে, না পুরিল
সাধ রহিল বেদনা।
যত আশা ছিল সকলি ফুবাল, কাল গত এখন কালাগত হল,
হৃদয়ের বাসনা হৃদে মিশাইল, অন্তর্যামিনি! দেখে দেখ না।
দিন যাবে কেবল রহিবে মা কথা, তুমি বিশ্বময়ী থাকিতে যে মাতা,
চিবদিন তারা পাই মনে ব্যথা, এই খেদ তারা মলেও যাবে না
(৫৮)

খাম্বাজ আড়াখেমটা।

ঐ তাল বেঁধে প্রহাব করা তোরে শিখালে কে এমন ধারা ?।
মায়া ডোরে তুমি বেঁধে পদে করে, বিষম বেতেব বাড়ি মার পৃষ্ঠোপরে,
জিজ্ঞাসিলে আবাব লোক লাজ ভবে, সুখে আছি ব'লে প্রকাশ
করা

বচয়িতার নাম

উষ্ট্রে যেমন ক্ষুধায় কাঁটা চিবায়, নিজ জিহ্বার রক্ত নিজে চুষে খায়,
তবু সে কণ্টক খায় ক্ষুধার দায়, সেরূপ আমার বসত্ করা।
চড়কের সন্ন্যাসীর পিঠ ফোঁড়ে জোরে, বলে কষ্ট নাই শিবের শুভ
বরে, অন্তরে বেদন মুখে হাস্য করে, চক্ষের অশ্রুধারা চক্ষে
মারা (৫৯)

ভৈরবী। ঠেকা।

কৈলাসনাথ মুখো

তবে কেন আমারে, ভবে পাঠালে ?
জান ত মা কুসন্তান, কুপথে যাব চ'লে।
বলেছিলাম কথা সত্য, করিব মা তব তত্ত্ব, মায়াতে করিল মত্ত,
ও পদ মা ভুলালে।
সুসন্তান যেই জন, তারে উচিত পাঠান, তবে থাকে তব মান,
তোমারি সুত ব'লে।
কুসুত আমারে ভেবে, কাছে রাখি' স্নেহভাবে, শাসিত করিয়ে
তবে, উদ্ধারহ কৃপাবলে (৬০)

ঐ। জৎ।

বিশ্বনাথ

আমি, এবার ম'লে শত্রু হব, তোমার পুত্র হব না
মা মা ব'লে ডাক্‌লে পরে, তারা কৃপা কর না
যেমন শত্রুভাবে যুদ্ধ ক'রে, চরণ দিলি মহিষাসুরে, তেম্‌নি ভাব না
ভাব্‌লে পরে, (তোমার) চরণ পাওয়া যাবে না।
মা! যেবা ধরে ঢাল খাঁড়া, তারে সদয় হও মা তারা! আমার
কেমন কপাল পোড়া, আমি পূজে চরণ পেলাম না।
বিশ্বনাথ এই বলে, উচিত কথা কইতে গেলে, দেখো যেন ও গো
শিবে, ক্রোধ কোর না ;—গণেশ তোমার কোলের ছেলে,
গজের মুণ্ড তারে দিলে, এ দুঃখ যায় না মা ম'লে, বিবাহ মা
তাও দিলি না

রচয়িতার নাম।

মা, তোমার চরণ কমল, লঙ্কেশ্বর পূজেছিল, তার সোণার লঙ্কা পুড়ে গেল, সর্ব্বনাশি! দেখ্‌লি না (৬১)

আলাইয়া। একতাল।

কৈলাসনাথ মুখো

কি গৌরবে ববে বিমলে! তব স্থতে আসি' শমনে নাশিলে?।
লোকে তুল্‌বে ধ্বনি, অনাথ ঘরণীর, সুত পেয়ে শমন সহজে বধিলে
ভিকারীর রমণী একে কাঙ্গালিনী, জগত বিখ্যাত কঙ্গালের জননী,
তাহে দণ্ডধর দণ্ডিলে তাবিণি! তব কলঙ্ক রটিবে ভূতলে
যে ছিল বৈভব যুগল চরণ, তাও সদাশিব করেছে হরণ, কি ধন কৈলাসের তারণ কারণ, রেখেছ শমনে তুষিবে ব'লে? (৬২)

সুরটমল্লার। আড়াঠেকা।

ঐ

তরাতে হবে ব'লে মা! তাই ভেবে কি না দেও দেখা
দাতা যে হয় বাহিরে রয়, প্রথা নহে লুকিয়ে থাকা
কল্পতরু নাম ধর, অথচ গোপনে ফের, সমাজে না দেখা কর, কৃপণতা নাম ঢাকা।
যে যা চাহে দিতে পার, ইঙ্গিতে তরাতে পার, কিন্তু ইচ্ছা নাই তোমার, ফাঁকি দিয়ে নাম রাখা (৬৩)

সাহানা। আড়াঠেকা।

ঐ

নবীনে প্রবীণে সবে, যেবা ডাকে মা তোমারে।
সবে অবগণ্ড বাল সম সদা "মা মা" করে
কত জীবের আশা মনে, কোন না কোন জনমে, দিন দিবে কোন দিনে, এই ত সবে সাধ করে

রচয়িতার নাম

সবে তব কৃপা আশে, নিজ ২ অভিলাষে, পূজিয়া পায় কৃপা শেষে,
নাম মাত্র ক'রে ;—(আমার) মতি গতি সঙ্গতি, পূজিতে
করিতে স্তুতি, দিলে না হল না মতি, গতি নাই এবারে,
তবে কি অগতি হয়ে, চিরদিন রব সংসারে ? (৬৪)

পরজ কালাংড়া। একতালা

কৈলাসনাথ মুখো। ছাড় তোমার পিতৃধারা, নৈলে প্রাণে যাই মা মারা
পাষাণীর মেয়ে, পাষাণ হয়ে, চিরকাল কি র'বি তারা ?
যে যখন থাকে বালিকে, দয়া না থাকে কালিকে ! শুন ভুবন
পালিকে। নিদয় হয় না মা হয় বাবা
চারি যুগে শ্মশান বাস, গৃহ ঘরে নাহি বাস, কভু কারো নহে বশ,
শিবকে টিপে পায়ে ধরা
তুমি যদি বল সতি ছাড়িবার নহে প্রকৃতি, আমার মা ভ্রান্ত মতি,
নাছোড় সঙ্গ সাথি তারা !। (৬৫)

রামপ্রসাদী সুর। একতালা

ঐ ভাল ভেবেছি এত দিনে
আমি আপন পথ লব চিনে।
তোমারে মা না বলিব, বিমাতারি কাছে যাব,
যার দর্শনে পর্শনে ভব, মুক্তিপথ লব কিনে।
হয়ে আমি তোমার ছেলে, বিমাতারি শরণ নিলে,
সে ত, তোমারি অংঘাতি ব'লে, ভেবে তুমি লবে টেনে (৬৬)

রচয়িতার নাম।

প্রার্থনা।

ঝিঁঝিট। মধ্যমান।

কৈলাসনাথ মুখো। কত সাধনেরি ধন তারা! কত লোকে তোমায় সাধে।
সাধের ধন নাহি সেধে, পড়েছি বিষম বিষাদে
বাসনা বশ নয় কাযে, রসনা রস না বোঝে, নীরস কুরসে ম'জে,
মজাইল সাধে ২
হয়ে আছি জ্ঞানহারা, নিরুপায় ভবদারা! তরাও যদি তরি তারা!
তব চরণপ্রসাদে (৬৭)

ঝিঁঝিটখাম্বাজ। মধ্যমান।

ঐ মগ্ন হলেম ভবসাগরে
দিয়ে তারা! পদভেলা, উদ্ধার মা পারাবারে।
পাপেতে বাড়িল বারি, পা পেতে দাও ভেলা করি,
সুখশায়ী হয়ে তরি, ঐ চরণতরি ধ'রে
ম'ম' পাকজলে প'ড়ে, ঘুরি মা গো ব'রে ব'রে, অ'সি য'ই ঘুরে
ফিরে, বৃথাই ভ্রমণ;—পেলে তব পদতরি, তবে এ বিপদে তরি,
সন্তরি বিতরি' তরি, নাথ দুস্তরে (৬৮)

খাম্বাজ। মধ্যমান।

ঐ কবে হবে সেই দিন, ভাবি নিশি দিন।
দীন ব'লে দীনতারিণী, দীনের প্রতি দিবে দিন।
দীনের দিন কি এমনি যাবে? শুভ দিন না পোহাইবে,
দিন নিশ্চিতে হবে কে বো না তার অধীন
চিরস্থায়ী কেহ ত নয়, সুখ দুঃখ আসে যায়, আমার ভাগ্যে দুখ রয়,
হয়ে মোর চিরাধীন (৬৯)

রচয়িতার নাম।

খাম্বাজ। একতালা।

কৈলাসনাথ মুখো। আমার ভাব কে লবে আর? ভাব হল সহিতে জননি!
দেখে ক্ষুব্যাভার, সবে পরিহার, কবে আমারে ভুভারহারিণি।
দিনে ২ পাপের ভরা হল ভারি, দিনে ২ যদি তার তারা তরি,
নৈলে ভাব বহনে, দিবা অবসানে, পাছে অন্ধকূপে হারাই
প্রাণী (৭০)

ঐ। ঐ।

ঐ ঢুলে পড়ি বিষম বিষে।
আমি এ রোগে আর বাঁচি কিসে?।
মহা মায়া অহি আমারে দংশিল, ঐহিকের গরলে পরকাল ব্যাপিল,
তৎপদ নলিনের সুধা না মিলিল, বিষ না নামিল বাসনা বশে।
গুরুদত্ত মন্ত্রে বিষ নাহি নামে, কলঙ্ক রহিল তারা তব নামে, মহা মায়া
যদি না ছাড়ে জনমে, মহামায়া যেন তারে কৈলাসে (৭১)

খটভৈরবী। একতালা।

ঐ কোথা তারিণি! দুখ হারিণি, আসি' রুখ মা আমারে রক্ষে।
তুমি না তারিলে তারা! কে আছে গো ভবদারা! অসময়ে তারা
আমার পক্ষে?
এ ভব সাগরে পড়িয়ে পাথারে, মা তোমারে ডাকি সতত কাতরে,
জানি না কেমনে যাইব সাঁতারে, বিনে চরণ তরি উপলক্ষে।
জানি ত ধর্ম্ম নাহি মা প্রবৃত্তি, জানি অধর্ম্ম নাহিক নিবৃত্তি, যা করাও
মোরে সেই মোর বৃত্তি, সতত বিরাজ আমার বক্ষে। (৭২)

রচয়িতার নাম

সুরট কাওয়ালী

কৈলাসনাথ মুখো — গেল কাল, এল কাল, তার তারিণি!
জনমহারিণি ভগবতি সুমতি সুগতি দায়িনি!
তারা, জনম নাশিবে, শমন শাসিবে, দীন কি চিরদিন দুঃখে ভাসিবে? কৃপা প্রকাশিবে, কবে গো শিবে? দিবে গো মা চরণ তরণী?
একে বিস্তার সাগরে, তাহে সাঁতারে, পারে যেতে কেবা পারে? বিপন্ন বিষম ব্যাপারে,—না জানি কি হবে পরে, তব করুণা নয়নে হেরে, তার তার মা হরঘরণি!
হল ভবে বার ২, যাতায়াত অনিবার, মা গো নিবার সম্প্রতি,—কটাক্ষ করি' সাম্প্রতি, সহেনা সহেনা দুর্গতি, গতিহীন দীন শ্যামা মনোমোহিনি (৭৩)

ঐ ঐ

ঐ — তারিণি, দিতে হবে পদ দুখানি
ছাড়্‌ব না ব'লে পাষাণী,—একবার পঞ্চস্বরে তারা তোরে, ডাকি মা কর ভবানি
ভরসা ভবে ভবানী, ভবের যে আছে বাণী, স্বয়ম্ নিলে শিবানি!
ভবে এসে একবার,—তার প্রতি না হয় যমের অধিকার;—তবে, ভব হবে মিথ্যাবাদী, তার কথা না রাখ যদি, ভবব্যাধি ঘুচাও ডাকি গো শিবানি! (৭৪)

সুরট মল্লার। ঢিমাতেতালা।

ঐ — ভবানি ভব ভয় কর নিবারণ।
ভবে যাতায়াত, কর মা হরণ; ভরসা ভবে মা তব অভয় চরণ

রচয়িতার নাম।

ও মা। বারে বারে যাত যাত, তাহে ত নহি বিরত, অবিরত ও পদ
যে ভুলে রই; ঐ ভয়ে অভয়ে কাতর হই,—পাছে, আবার
ভ্রান্ত হয় মতি, ভুলিলে নাই অব্যাহতি, দুর্গতি ঘটিলে শেষে
কে করে বারণ? (৭৫)

দেশমল্লার কাওয়ালী

কৈলাসনাথ মুখো। ভব রোগে ভুগি তারা, বাধ দাসে কৃপা করি'
এ ব্যাধিতে অব্যাহতি, তোমা বিনে নাহি হেরি
বিষয় পিপাসা মোর না হয় বারণ, দুখানলে তনু জ্বলে না হয় দমন,
ভ্রান্ত মতি মম সদা প্রলাপে মগন, তোমা বিনে এ রোগের
প্রতিকার কিসে করি?।
চরণ পদ্ম মধু তারা কর দান, কুমতি চূর্ণ কর করিব সেবন, তব
নামামৃত সুধা, পানে যাবে ভব ক্ষুধা, এ ভব রোগে মা সদা,
মরি বাঁচি আবার মরি। (৭৬)

গৌড়মল্লার। একতালা।

ঐ তার তারিণি! জলদবরণি! নব ঘন রূপে মনোমোহিনি।।
ভবের রমণী, ভবের জননী, অভয়ে সভয়ে বর প্রদায়িনি!
সরলে সরলা, কুরলে কুরলা, অবলা অথচ প্রবলা বিমলা, জান কত
কলা, ও গো গিরিবালা! নব ঘন রূপে দানবদলনি।
শিবের পূজিতা তুমি মা ত্রিপুরে, শিব পূজা তুমি কর গিরিপুরে,
জগত জননী হয়ে মেনকারে, মা বলে মানস পূরালে জননি!॥
(৭৭)

রচয়িতার নাম।

অন্যান্য।

খাম্বাজ একতালা।

কৈলাসনাথ মুখো। মা হারালেম ভবের হাটে মাকে খুঁজে পাই না ঘাটে মাঠে।
মায়ে পোয়ে হারা হয়ে, কাল কাটে কি কেঁদে কেটে ?
মায়ে ভাবে বটে নাহি জান্‌তে পারি, তা ব'লে ডাকিতে ক্ষান্ত হতে
নারি, মায়ে হারা থাকি, মা মা ব'লে ডাকি, মায়ের সঙ্গে যদি
দৈব দেখা ঘটে
শুনিতে পাই মা আছে গো নিকটে, হব নাকি তাকে রাখে হৃদিটাটে,
কথা নাহি খাটে, পাছে হর চটে, মায়ের দেখা পেলে ধরি
সটেপটে।
কৈলাস বলে কেন ভেবে মর ? বৃথা পথে ২ মা মা ক'রে ফের,
স্থির হয়ে থাক, নয়ন মুদে দেখ, মা আছে বসিয়ে হৃদয় মঠে।
হৃদয় থানায় মাকে পড়ে ধরা, চতুর্দ্দিকে তার রাখ রে পাহারা,
ধর্‌তে পারিস্ তবে, পারিতোষিক পাবে, গুরু দিয়েছেন
ঢেঁড়রা পিটে (৭৮)

খট্‌ভৈরবী একতালা।

ঐ শ্যামা মায়ের পায়, যেবা ধর্‌তে পায়, এ ভবে উপায় দেন তারিণী
এ ভব দুস্তরে, তা'রে তারা তারে, পাঠাবে দেন্ কুল কুলকুণ্ডলিনী।
শ্রদ্ধাভরে যে জন সাধিবারে পারে, সে ত যায় ভব দুস্তর পারে,
তারে কেবা পারে ? থাকে না অপারে, পারে যায় হে।—
তারা নিজে দেন তারে চরণ তরণী।
ভক্তিভাবে যেবা সঁপে তারে মতি, পরিত্রাণ করেন দুর্গতিতে সতী,
তারা তার প্রতি, হন সঙ্গ সাথি, গতি পায় হে।—ভক্তি,
বিহনে কৈলাস মজেছে আপনি (৭৯)

রচয়িতার নাম।

স্বরট মল্লার। জৎ।

কৈলাসনাথ মুখো। অন্নদায় অন্ন দায় বলিনে
তুমি স্বভাবেতে দিবে অন্ন, ত্রিভুবন পালিনে।
ভবে, আসা যাওয়া হল দায়, পবিত্রগে প্রা... য়, তব বাজা
ছাড়া দায়, বিদায় চাই তা দিলি নে। ...য়া ছাড়া নাহি
স্থান, কেবল স্নান ত্বচ্চরণ, সে ত মা সা... ধন, সে ধন
দেখালিনে ...ণ।
কর, স্নেহে ভুবন প্রতিপালন, প্রীতিতে হয় জগতজীব পা, অশন বসন
ভূষণাদি নানা রূপে ফলিলে,—জড় চেতন সদসদ, ভাবেতে
হও গদগদ, দিলিনে সম্পদ পদ, থাকি মন মলিনে
ও ম . গুপ্ত ভাবে নানা দেশে, থাক তুমি অপ্রকাশে, সদাশিবের
পাশে ব'সে, থাক গুণশালিনে,—উল্লাসে রও কাশীবাসে,
আদি বাস ছেড়ে কৈলাসে, কৈলাসের কি হবে শেষে, বারেক
ভাবিলিনে (৮০)

স হানা। আড়াঠেকা।

ঐ ঝুরিছে নয়নতারা, তারারে না হেরিয়ে
শূন্যময় জগৎ হেরি, তারাধনে নাহি পেয়ে।
যে তারা করে প্রকাশ, রসাতলাকাশ, দেহের শোভাকর আঁখির
উল্লাস, এমন মনোরমা, হর হৃদয়ে লইয়ে। (৮১)

পরজকালাংড়া জৎ।

ঐ আমি কারে কি কহিব? আমার আপন্ মন ভাল নয়।
"তারা তারা" বল্লে মুখে, কেমনে তারা তরায়?।
মুখে বলি "তারা! তারো", তারা কি বা কর্‌বে তায়, মন যদি নিজে
না তর, তারা না তরাবে তায়।

রচয়িতার নাম।

তারা ত তর তে আছে, আমার মন টানে মায়ার পিছে, মুখে 'তারো'
বলি মিছে, কপটতা নাহি যায়।
সদা পাপে মন রত, আমার মন নহে মনোমত, হয়ে রিপুর অনুগত,
তাঁহায়া হেরিতে চায় (৮২)

যে পো৴ ৮

াবে প্রসাদী সুর। একতালা।

কৈলাসনাথ মুখো

না৷ তোমার কি লাগলে ধাঁধা ?
দেবীনাম বিনে তোর আর, কোন কাযে নাহি বাধা
সংসারের বোঝা বয়ে, বেড়াও দিবা নিশি সদা ;
কেবল ভাতের কাঠি কালীনাম, বইতে নার ধোপার গাধা।
কত মার খেয়ে দুখ, পেযে হলিনে রে সিধা ;
তবু ঘুরে ফিরে সংসারের, সুখের আশে ফির সদা
পরের নিন্দে পরের মলা, নিয়ে পিঠে বোঝা বাঁধা ;
ছেড়ে, কাষ্ঠ তৃণ আহার কর, কালীনামামৃত সুধা। (৮৩)

রচয়িতার নাম।

তৃতীয় অধ্যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আগমনী।

বেহাগ   ঝাপতাল।

রাধানাথ মিত্র

বরষা হইল গত, শরত ঋতু আসিল
মনোলোভা কিবা শোভা, মরি ধরণী ধরিল
কমল কুমুদ জলে, কোকনদ শোভে স্থলে, কেতকীর পরিমলে,
কিবা মানস মোহিল
স্থানে ২ কুশ কাশ, কত হইল প্রকাশ, তাহে শেফালিকা বাস,
মন প্রাণ জুড়াইল, শ্যামল ওষধিদল, পুরিয়াছে ক্ষিতিতল,
শশীতে শশীমণ্ডল, হায় সুচারু শোভিল
ফল ফুলে সুশোভিত, হেরি হরষিত চিত, কেন ধরা সুসজ্জিত,
আহা এরূপে হইল? দয়াময়ী দেবী আসি', মোহিবেন
মর্ত্ত্যবাসী, তাই এ সুষমা রাশি, বুঝি প্রকাশ পাইল। (১)

প্রতিবাসীগণের উক্তি

আলাইয়া। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত)

ও গো তোর কেমন গো জনক জননী উমার?।
পাঠাইয়ে বছরাবধি, নাম নাহি আনিবার
উমা দিলে দিগম্বরে, শ্মশানে মশানে ঘুরে, উমা তার সঙ্গে ফিরে,
যেন কণ্ঠহার;—আপনি রয়েছে যেমন, উমারে রেখেছে তেমন,
নাহি পরিধেয় বসন, বিভূতি অলঙ্কার (২)

ঐ   ঐ।

বিঃ দাস তর্কবাগীশ

কেমনে নিশ্চিন্ত মনে, আছ গো শিখরি?!
কাঙ্গালে কামান্তে দিয়ে কোলের কুমারী

রচয়িতার নাম।

সুধা ইন্দুমুখী উমা, সৌন্দর্য্য সাগর সীমা, বিরূপাক্ষে সাজে কি মা! ভুবন সুন্দরী?
ভুজঙ্গ ব্যাসঙ্গ করে, চিতাভস্ম অঙ্গে ধরে, সর্ব্বদা শ্মশানে ফেরে, ত্রিশূলধারী,—ষোড়শী পদ্মিনী বালা, পদ্মকান্ত মণিমালা, শশিভালার ভাগ্যে ভোলা, ভর্ত্তা ভিকারী (৩)

ললিত কাওয়ালী

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

তারে, কেমনে পাসরে রয়েছ?। (গো গিরিরাণি।)
সে ত সামান্য মেয়ে নয়, কনক প্রতিমা
আমরা পরের নারী, তারে না দেখিলে মরি, তুমি তার জননী তায়, উদরে ধরেছ
দেখেছি দিয়েছ যারে, জটিল দিগম্বরে, (তাঁর) কি ধন দেখি ও ঘরে, মেয়ে সঁপেছ?—পাষাণ শিখররাজ, তিল না বাসয়ে লাজ, তুমি সেই পাষাণ দিয়ে হিয়ে বেঁধেছ
জনমে ২ কত, করেছ কঠিন ব্রত, অনেক যতনে গৌরীধন পেয়েছ;—কমলাকান্তের বাণী, জান না শিখররাণি! ত্রিলোক জননী তাঁর জননী হয়েছ (৪)

যোগিয়া ঐ

রমাপতি বন্দ্যো।

রাণি গো! কেবল তোমারি বেদনা বলে নয়
দেখ দেখি গিরিপুরে, পশু পক্ষী আদি করে, উমার লাগিয়া ঝুরে, সবে নিরানন্দময়
উমা তোমার দুহিতা, কিন্তু জগতের মাতা, লিপিকর্ত্তা যে বিধাতা, তেঁহ মাতা কয়;—বিশেষে তোমার তারা, হর ত্রিলোচন তারা, তেঁই পরস্পর তারা, বিচ্ছেদ না হয়
অর্থহীন পশুপতি, তাঁর সর্ব্বস্ব পার্ব্বতী, দুর্গা বিহনে দুর্গতি, শুনেছি

রচয়িতার নাম।

নিশ্চয় ,—রমাপতির এই মন, হরপার্ব্বতীরে জান, সফল কর নয়ন, হেরিয়ে উভয় (৫)

জংলাঝিঁঝিট কাওয়ালী (গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। কাল, স্বপনে শঙ্করীমুখ হেরি কি আনন্দ আমার (হিমগিরি হে।)
জিনি অকলঙ্ক বিধু বদন উমার

বসিয়া আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে, আধ ২ মা বলে, বচন সুধাধার ,—জাগিয়া না হেরি তারে, প্রাণ রাখা ভার।
ভিকারী সে শূলপাণি, তারে দিয়ে নন্দিনী, আর না কখনো মনে কর একবার , কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার ?
কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরবাণি। বিলম্ব না কর আর গৌরী আনিবার ,—দূরে যাবে সব দুঃখ মনের আঁধার (৬)

ঝিঁঝিট আড়াঠেকা (ঐ)

কৈলাসনাথ মুখো। স্বপনে দেখেছি গিরি গৌরী আমার এসে ঘরে
মা ব'লে চাঁদমুখে বাছা, কত সুখ প্রকাশ করে
সতিনী জাহ্নবীরে, আদরে শিব ধরে শিরে, গৌরী দুখে কালী হেরে, বুড়ো মিন্‌সে পায়ে ধরে (৭)

ঐ একতালা। (ঐ)

ঐ সাধের গৌরীধন, ক'রে শিবে সমর্পণ, কেন হলে বিস্মরণ ?।
আমার সর্ব্বস্ব ধন,করিলে বঞ্চন,যদি মঙ্গল চাও মঙ্গলারে আন
গিরি , জান হে অন্তরে, পঞ্চতপা ক'রে, কত যোগে যোগমায়ার আগমন ;—এমন দুর্লভ রত্ন নিলে, (গিরি হে।) পঞ্চাননে দিলে, বঞ্চনা করিলে অঞ্চলের রতন।
বাছা কতই সেথা খাটে,শুনি সিদ্ধি ঘোঁটে, করে সিদ্ধিদাতার পিতার

রচয়িতার নাম

সিদ্ধি আহবং ,—আমার কর্ম্মদক্ষ কন্তে, (গিরি হে।) সবে
কহে ধন্তে, দশ হাতে করে সংসার রক্ষং (৮)

খট একতালা। (গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

দাশরথি রায়।

গিরি! গৌরী আমার এসেছিল
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল ?
কহিছে শিখরী কিং করি অচল ? নাহি চলাচল হলেম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল, অঞ্চলের নিধি পাইয়ে হারাল
দেখা দিযে কেন এত মায়া তার ? মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার,
আবার ভাবি গিরি। কি দোষ অভয়ার ? পিতৃদোষে মেয়ে
পাষাণী হইল (৯)

প্রসাদীসুর। ঐ (ঐ)

রামপ্রসাদ সেন

আমার উমা সামান্য মেয়ে নয়।
গিরি! তোমারি কুমারী তা নয় তা নয়।
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি! কহিতে মনে বাসি ভয় ;
ওহে, কারো চতুর্মুখ, কারো পঞ্চমুখ, উমা তাঁদের মস্তকে রয়।
রাজরাজেশ্বরী হয়ে, হাস্যবদনে কথা কয়,
ওকে গরুড়বাহন, কালবরণ, যোড় হাতেতে করে বিনয়।
প্রসাদ ভাষে মুনিগণে, যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায় ;
তুমি গিরি ধন্য হেন কন্যা, পেয়েছ কি পুণ্য উদয় ! (১০)

ললিত। আড়াঠেকা। (নিদ্রার প্রতি মেনকা)

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

ওগো নিদ্রাদেবি, কেন বঞ্চনা করিলে মোরে ?
মিলাইয়ে উমাধনে, পুন কেন নিলে হরে ?।

রচয়িতার নাম

যে অবধি তারাহারা, মুদি নে আর আঁখিতারা, দুনয়নে শতধারা,
বহিছে সদাই ;—আজি নিদ্রে এলে যদি,মিলাইলে হৃ রানিধি,
শেষে সুখে হয়ে বাদী, কেন লুকাইলে তারে ?
পুন আমি মুদি আঁখি, শয়ন করিয়া থাকি, উমা এনে মিলাও দেখি,
হেরি সে চাঁদমুখ ; আমার সে স্বর্ণলতা, না বলিতে দুটী কথা,
দিয়ে আমার প্রাণে ব্যথা,নিলে তারে কোথাকারে ? (১১)

ভৈরবী   কাওয়ালী। (গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

আশুতোষ দেব

কি অপরূপ হেরিলাম গিরিরাজ
গত নিশির স্বপনে, দেখি উমা চন্দ্রাননে, আশুতোষ হৃদাসনে,
বেড়ি যোগিনী সমাজ
মম মন স্থির নহে, সে মুখ দেখিতে চাহে, কে বুঝিবে মরম যাতনা ?—
শুন হে ভূধরস্বামি ! কেমন কঠিন তুমি ? তনয়া পাসরি আছ,
তোমার কি এই কায ? (১২)

ঐ   আড়াঠেকা   (ঐ)

কৈলাসনাথ মুখো

ভেবে দেখ গিরি তুমি, আগে কি হে বলেছিলে
এখন কাঁদি নিশি দিন, তবু এনে নাহি দিলে।
বলেছিলে শরৎকালে, কন্যা আনি দিবে কোলে, এখন কলে কৌশলে,
ভুলাতে আমায় বসিলে ;—কর ঘরেতে বোধন, শিবকে কর
সম্বোধন, চণ্ডীরে কর সাধন, চণ্ডীর দেখা যদি মেলে।
শিবানীর শিব ছেড়ে আসা, সে বাণীর নহি ভরসা, ভবানীর আসা
আশা, নাই ভেবে বুঝি ত্যজিলে ;— কিন্তু মোর মনস্তাপে,
অনুতাপে তনু কাঁপে, পড়েছি মায়া সন্তাপে, মহামায়ার
ওছিলে (১৩)

গিনী
চমৎকার ;—

রচয়িতার নাম

ভৈরবী। আড়াঠেকা (গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

কৈলাসনাথ মুখো।

আর না রাখিব গিরি! প্রাণের গৌরী শিবের ঘরে
এবার আনিলে তারে, পাঠাব না পুন্ন ফিরে।
নির্গুণ জামাতা হেরে, সমর্পিলে গিরিজারে, সে ত পালিতে না পারে,
শুনি গৌরী প'লে তারে
নহে শিব পালনকারী, কহে তায় সংহারকারী, জেনে শুনে সে
ভিকারী, কেন কন্যা দিলে তারে? এ বড় মনের কালী
গৌরী মোর হল কালী, দুঃখে কাটে চিরকালি, সুখ নাহি
দিনের তরে (১৪)

সিন্ধু ভৈরবী। একতালা। (ঐ)

ঐ

প্রাণ যায়, গিরিজায়, আন গিরি আমার ঘরে
বিনা উমা প্রাণের সীমা, বুঝি হ'ল হে এবারে;
হয়ে পাষাণ আছে ঈশান, লয়ে শ্মশানবাসে তারে
উমা সবার লাগি দুখী, আমি উমার দুখে দুখী, এ কথা বলিলে
তা কি, অন্যেতে প্রত্যয় করে,—এ অধীনে তোমা বিনে,
দুখের ভাগী নাই সংসারে; কর দয়া, জগত্‌মায়া, আনি'
দেহ কৃপা ক'রে।
বার মাস যায় অচলে, গৌরী আসিলে অচলে, সে তিনদিন যায়
সচ্ছলে, ভাসি আনন্দ সাগরে,—পুলকিত হয় চিত,
পেয়ে প্রাণের ধনে ঘরে, যাও হে ত্বরা, আন তারা,
নয়ন তারারে (১৫)

হরিশ্চন্দ্র মিত্র খটভৈরবী ঐ। (ঐ)

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

গিরি, কি সুধাও হে সমাচার?
বলতে সে স্বপন, না সরে বচন, খেদে পুড়ে মন, বহে অশ্রুধার

রচয়িতার নাম

নিশিতে যেমন ভেবে উমাধন, অনেক আয়াসে মুদেছি নয়ন, অমনি স্বপনে করি দরশন, শিয়রে বসিয়ে যেন মা আমার

(যাহার) নাহি সে বরণ, নাহি আভরণ, হেমাঙ্গ হয়েছে কালীর বরণ, হেরে তার আকার, চিনে উঠা ভার, সে উমা আমার, উমা নাই হে আর

(উমা) বসিয়ে শিয়রে, কহিল কাতরে, কত আর দয়া থাকিবে পাথরে ? ভিকারীর করে, সমর্পণ করে, কেন পাও না ফিরে তত্ত্ব একবার ? (১৬)

আলাইয়া । আড়াঠেকা (গিরিরাজের প্রতি মেনক)

(অজ্ঞাত) উঠ ওহে গিরি। কতই ঘুমাও ?

কুস্বপন দেখেছি ভয়ে, কহিতে না পারি

ঘোর অন্ধকার নিশি, বিবসনা মুক্তকেশী, উমা শ্মশান নিবাসী সহ ত্রিপুরারি

শিবা সব রব করে, রিপু মুণ্ড অসি করে, শবের উপরে, ডাকিনী যোগিনী ঘেরি, দেয় সুধা করে পূরি, লাজ ভয় পরিহরি, আমার শঙ্করী

ত্বরা যাও হে হরপুরে, আনিবারে মঙ্গলারে, মনে ধৈর্য্য নাহি ধরে, বিনে সে কুমারী , নতুবা করিনু পণ, জীবনে ত্যজিব জীবন, আনি দেহ উমাধন, মিনতি করি (১৭)

ঐ একতালা (ঐ)

আনন্দচন্দ্র চট্টো উঠ ধরাধর ধর ২ ধর, শুকাল অধর না সরে বাণী ।

সভয়ে হৃদয় কাঁপে থর ২, স্মর ২ স্মর স্মর ভবানী

মা বলিতে কেবল উমা এক মেয়ে, শিবা আছেন শিব সোহাগিনী হয়ে, কে বুঝি আইল কি রূপ হইয়ে, হেরি রূপ চমৎকার,—

রচয়িতার নাম

শিব আছেন যেন পদতলে তার,ভাবেতে মোহিত হয়ে শবাকার,
কি জানি কি দোষ কি হল উমার, কে বুঝি হইল নূতন
সঙ্গিনী (১৮)

আলাইয়া। একতালা। (গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

কৈলাসনাথ মুখো

আর কতদিন গিরি হে! ভুলিয়ে রবে?
ভাব না অন্তরে তুমি, গৌরীকে আনিতে হবে
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা গেল, শরত উদয় হল, সারদা নাহিক এল,
এ দুঃখ না প্রাণে সবে
স্বর্ণলতা গৌরীধন, ভিকারীকে ক'রে দান, বুকেতে বেঁধে পাষাণ,
কত কাল আর যাবে? মনেতে রহিল কালী, গৌরী নাকি
হ'ল কালী, আর গিরি কত কালি, শিবের ভরসায় রবে? (১৯)

ঐ আড়াঠেকা। (ঐ)

ঐ

আমি যে হারায়ে তারা, সকল আঁধার দেখি
আন গিয়ে তারা আজি, নয়নতারায় তারা রখি
হেরিব পলক মুদি, তারা নয়ন কৌমুদী, তারা শশী আসি হৃদি,
প্রফুল্ল করিবে আঁখি (২০)

ঐ একতাল। (ঐ)

ঐ

উঠ ২ গিরিরাজ! স্বপনে অঙ্গ সিহরে
এই যেন মোর গৌরী আসি', বসিল মম শিয়রে
হেরে হরষিত সুখে, কত শোভা চাঁদমুখে, বলিছে মা অধোমুখে,
আধ ২ বাক্য স্বরে, শরতকাল ক'রে ওছিলে, আনবে মা
যে বলেছিলে, তবে কেন ভুলে ছিলে? নিজে এলাম ব'লে হবে

রচয়িতার নাম।

পুনঃ নিদ্রা আকর্ষণে, পেলে দেখা গৌরী সনে, রাখি হৃদিপদ্মাসনে,
কেউ যেন না জান্‌তে পাবে, —তা হলে আর না জাগিব,
সুস্বপ্নে সদা থাকিব, সুষুপ্তি ভাব না মাগিব, তুরিয় ভাব
থাকুক দূরে (২১)

আলাইয়া। আড়াঠেকা। (গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

কৈলাসনাথ মুখো।

আন তারা ত্বরা করি', নয়নে লুকায়ে রাখি।
তারা হারা হয়ে সদা, শূন্যময় জগত্ দেখি
উমা আমার অঙ্কের ধন, সে যদি দেয় পাই যে নয়ন, কর হে তারে
আনয়ন, পুলকে থাকি, নারীজন্ম পরাধীন, দুখে গেল চিরদিন,
দীনহীনের বাছারে আন, হেরে তারে হব সুখী
রবে না আর অচলে, যাও হে অচল শুভাচলে, সে বিনে আর ক'দিন
চলে, হারাইয়ে আঁখি?—তারা নয়ন পুতলী, চক্ষেতে রাখিব
তুলি', পলক মুদে কেবলি, তারা হৃদয়ে নিরখি (২২)

বেহাগ। ঐ। (ঐ)

(অজ্ঞাত)

কেন আজ হেরিলাম, এমন স্বপ্ন নাবেশে?
একা দ্বারে ভবদারা, দাঁড়ায়ে দুখিনী বেশে
দেখিলাম ভবানীর, নয়নে ঝরিছে নীর, পশিয়াছে শশিমুখী,
বিষাদ রাহুর গ্রাসে
সুবর্ণ জিনিয়া কায়, বিবর্ণ হয়েছে হায়, বিমলার বিমল মুখে,
যলা দেখিলাম, —পরিহিত বাঘছাল, গলায় কপাল মাল,
ভূতল লম্বিত জটা, হয়েছে চিকণ কেশে
বগলে ভিক্ষার ঝুলি, হেরিনু রয়েছে ঝুলি', সুধায় আকুল কথা,
সরে না মুখে;—শুধু আধ ২ বোলে, "ও মা। ভিক্ষা দে মা।"
ব'লে, প্রাণ উমা কোথা গেলে, ভাসায়ে শোকসরসে?। (২৩)

রচয়িতার নাম

বেহাগ। তিয়ট। (গিবিবাজেব প্রতি মেনকা)

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য — আমি কি হেবিলাম নিশি স্বপনে (গিরিরাজ !)
অচেতন, কত না ঘুমাও হে এই এখনি শিয়বে ছিল, গৌবী
আমাব কোথায় গেল হে আধ ২ মা বলিয়ে বিধুবদনে।
মনেব তিমিব নাশি, উদয় হইল আসি, বিতবে অমৃত বাশি,
সুললিত বচনে ,—অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হাবালেম,
গিবি হে ধৈরয না ধবে মম জীবনে
আব শুন অসম্ভব, চাবিদিকে শিবাবব হে। তাব মাঝে আমাব উমা,
একাকিনী শ্মশানে ,—বল কি করিব আব ? কে আনিবে
সমাচাব হে ? না জানি মোর গৌবী আছে কেমনে
কমলাকান্তেব বাণী, পুণ্যবতী গিবিরাণি গো যে রূপ হেবিলে তুমি
অনায়াসে শয়নে ;—ও পদ পঙ্কজ লাগি, শঙ্কব হয়েছে যোগী
গো হৃদয় মাঝাবে রাখি অতি যতনে (২৪)

ঐ। একতালা। (ঐ)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ — কব কি গিরিবর ?।
প্রাণেব নন্দিনী, জনম দুখিনী, বাবেক তাহাবে মনে নাহি কর
কি জানি কি ভাব মনেতে ভাবিয়ে, সোণাব প্রতিমা পাগলেযে দিলে,
দুহিতা বলিয়ে মুখ না চাহিলে, পাষাণে বাঁধি অন্তব
নিশি শেষে যবে ঘুমে অচেতন, দেখিলাম ওহে বড় কুস্বপন, সেই
অবধি মম স্থির নহে মন, চঞ্চল নিবন্তর ;—মলীন বয়ান মলিন
অতি, চলিবারে মার নাহিক শকতি, দ্বারে ২ ভিক্ষা করেন
ভগবতী, পথেব শ্রমেতে হইয়ে কাতব
অর্দ্ধ অঙ্গ ঢাকা জবাজীর্ণ বাসে, অবশেষে উমা এসে মম পাশে,
"খেতে কিছু দে মা " বলে উমা ভাষে, ধবিয়ে মম কব ;
ক্ষীব ছানা ননী সযতনে লয়ে, উমাবে দিতেছি পুলকিত হয়ে,
নিদ্রাভঙ্গ হল এমন সময়ে, চেয়ে দেখি সব অন্ধকাব (২৫)

রচয়িতার নাম

বেহাগ আড়াঠেকা (গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

* উঠ হে ভূধরবর, ধর হে আমায়
কুস্বপন দেখিয়ে ভয়ে, সঘনে সিহরে কায়
শ্মশানে ঈশান সনে, ত্যজি বসন ভূষণে, মম উমা শবাসনে, বসনা দেখায়
রজনী তিমিরা ঘোরা, করেতে কৃপাণ করা, এলোকেশা ভয়ঙ্করা, জ্ঞানহারা প্রায় ;—ডাকিনী যোগিনী ঘেরে, সুধা দেয় উমার অধরে, শিবা সব ঘোর স্বরে, চৌদিকে বেড়ায়
যে স্বপন দেখেছি হায় ধৈর্য্য ধরা হল দায়, ত্বরায় অচলরায় চল কৈলাসে ,—সবিনয়ে নিবেদিয়ে, কিম্বা কোন ধন দিয়ে, ভোলানাথে ভুলাইয়ে, আন সে উমায়॥ (২৬)

ঐ ঐ (মেনকার প্রতি গিরিরাজ)

* বৃথা রাণি, বল যেতে, কৈলাস ভবনে
সামান্য ধন দিলে কি হে। পাব সে অমূল্য ধনে ?
কি ধন অভাব তার ? কুবের ভাণ্ডারী যার, অচলা কমলা আর, নিরন্তর যার সনে
মহামোহ মহা মায়ায়, ভুবন যে জন ভুলায়, ভুলাতে বল সে ভোলায়, ভুল লো সুলোচনে !—তবে যদি তেমন পারি, লয়ে বিল্বদল বারি, ভুলাব সে ত্রিপুরারি, উমারি কারণে (২৭)

ভৈরবী আধাতেতালা (গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

কমলাকান্ত ভট্ট। কবে যাবে গিরিরাজ। গৌরীরে আনিতে ?।
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ, উমারে দেখিতে
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রয়েছ ঘরে, কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে ,—কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে

রচয়িতার নাম

সাধি, নারীর জনম কেবল, যন্ত্রণা সহিতে
সতিনী সবলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে, তুমি হে পাষাণ তাহে,
না কর মনেতে ;—কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরমণি,
কেমনে সহিবে এত, মায়ের প্রাণেতে ? (২৮)

ললিত। আড়াঠেকা। (গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

(অজ্ঞাত) কবে উমারে লইয়ে, আসিবে হে গিরি ?
বল না আমারে ত্বরা, তারা বিনে প্রাণে মরি
সবে মাত্র একই কন্যে, মা বলিতে নাহি অন্যে, আমার কপাল জন্যে,
জামাতা ভিকারী ;—শ্মশানে মশানে থাকে, চিতা ভস্ম অঙ্গে
মাখে, ভূত সঙ্গে রঙ্গে সদা, থাকে সেই ত্রিপুরারি (২৯)

বিভাষ। ঐ। (ঐ)

ঐ আন তারা ত্বরা করি, নয়নে লুকায়ে রাখি
তারাহারা হয়ে আমি, সব শূন্যময় দেখি
গগনে হেরিয়ে তারা, মনে হয় সে প্রাণের তারা, শুনেছি তারারে
নাকি, পাঠাবে না তারা ; মায়ের আমার নাম তারা, ত্রিনয়নে
তিন তারা, পাছে হারায় হৃদে তারা, রাখে শিব না মুদে
আঁখি
উমা আমার দুধের ছেলে, কাঁদে কত মা মা বলে, ও পাষাণ গিরি।—
শিবের নাইক পিতা মাতা, কে করে স্নেহ মমতা ? কারে ক'বে
মনের ব্যথা, স্বর্ণলতা বিধুমুখী ? (৩০)

বরারি। ঐ। (মেনকার প্রতি গিরিরাজ)

কমলাকান্ত ভট্টা। বারে ২ কহ রাণি গৌরী আনিবারে
জান ত জামাতার রীত, অশেষ প্রকারে

রচয়িতার নাম।

ববঞ্চ ত্যজিয়া মণি, ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী, ততোধিক শূলপাণি, ভাবে
উমা যাবে,—তিলেক না হেরিলে মরে, সদা রাখে হৃদি'পরে,
সে কেন পাঠাবে তারে, সবল অন্তরে ?
রাখি অমরের মান, হরের গরল পান, দারুণ বিষের জ্বালা, না সহে
শরীরে,—উমার শরীরে ছায়া, শীতল শঙ্করকায়া, সে অবধি
শিব জায়া, বিচ্ছেদ না করে
অবলা অলপমতি, না জান কার্য্যের গতি, যার কিছু না কহিব,
দেব দিগম্বরে,—কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সঙ্গে দেহ,
(তার) মা বটে জানায়ে যদি, অনিবারে পারে (৩১)

আলাইয়া। আড়াঠেকা (গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

* কেমন না জানি গিরি তব মন প্রাণ
তনয়ার প্রতি কি হে। কিছু নাহি টান ?
যত বার বলেছি যেতে, কৈলাসে গৌরী আনিতে, ততবারই মম
চিতে, প্রবোধ কর হে দান
কি কব হে জেতে নারী, নিজে আনতে যেতে নারি সহজে লাজেতে
মরি, ভাবি কুলমান ;— কিন্তু তুমি কি করিলে ? অচল ধর্ম্ম
রাখিলে, নামেতে পাষাণ ব'লে, হৃদয়ও কি হে পাষাণ ? (৩২)

ঐ। ঐ (ঐ)

* অচল সচল হও, আনিতে ঈশানজায়া
জান না মেয়ের প্রীতি, মায়ের যে কত মায়া
যদি আমি কোন মতে, পারি বক্ষ বিদারিতে, তবে পারি দেখাইতে,
সে মায়া কেমন,—কি ফল ব'লে তোমায় ? তুমি ত পাষাণ
কায়, মম প্রাণ যায় যায়, না হেরে সে মহামায়া (৩৩)

রচয়িতার নাম

আলাইয়া। আড় ঠেকা (গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

* ধরাধরবর, কর হরপুরেতে গমন

প্রাণের উমায়, আন হে ত্বরায়, প্রবোধ কথায়, নাহি বুঝে মন।

সেই সুকুমারী কুমারী আমার, সংসারের সার সকল সুসার, প্রাণের

আধার, সে বিনে আঁধার, মা বলিতে মোরে নাহি অন্য জন

হয়ে যার আসার আশার অধীন, করি বর্ষগত হয়ে হর্ষহীন, দিন ২

বসে গণি নিশি দিন, তিন দিন মাত্র হেরি সে রতন (৩৪)

ঐ টিমাতেতালা। (ঐ)

দাশরথি রায় গিরি হে গিরিশপুরে দ্রুত যাও

বড় ব্যাকুল পরাণী, উমা পরাণনন্দিনী, হরঘরণী ঘরেতে মিলাও।

সম্বৎসর হল গত, সময় হল আগত, ওষ্ঠাগত প্রাণ বাঁচিনে বাঁচাও;

শৈল! যাও, হে শৈল! যাও,—মেয়ে এনে অঙ্গনে, দুঃখিনীর

দুর্গতি ঘুচাও

বিনে জীবনকুমারী, ভুবন তিমির হেরি, ভবনে ভুবনেশ্বরীরে এনে

দেখাও, করে আরাধন, মহেশ আরাধন, এনে বাসে উভয়ের

বাসনা পূরাও;—গৌরীর বিচ্ছেদাগুন, দহিছে মনে দ্বিগুণ,

জানি গুণ যদি সে আগুন নিবাও (৩৫)

টোড়ী কাওয়ালী। (ঐ)

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। যাও গিরিবর হে, আন যেয়ে নন্দিনী ভবনে আমার।

গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, কেমনে রয়েছ ঘরে? কি কঠিন হৃদয়

তোমার হে

জান ত জামাতার রীত, সদাই পাগলের মত, পরিধান বাঘাম্বর,

শিরে জটাভার, আপনি শ্মশানে ফিরে, সঙ্গে লয়ে যায় তারে

কত আছে কপালে উমার!

রচয়িতার নাম

শুনেছি নারদের ঠাঁই, গায়ে মাখে চিতা ছাই, ভূষণ ভীষণ তার
গলে ফণী হার,—এ কথা কহিব কার ? সুধা ত্যজি বিষ খায়,
কহ দেখি এ কোন্ বিচার ?
কমলাকান্তের বাণী, শুন শৈলেশরমণি, শিবের যেমন রীত বুঝিতে
অপার, বচনে তুষিষা হর, যদি আনিবারে পার, তবে উমা
না পাঠাবে আর। (৩৬)

আড়ানাবাহার তিয়ট (গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

(অজ্ঞাত) কয় হিমগিরিবর গেহিনী
হয়ে কাতরা বিনা প্রাণনন্দিনী, গিরিরাণী বিনোদিনী ; বলে
কোথায় গো অভয়ে ব্রহ্মসনাতনি।
হও অচল সচল অবিলম্বে, ত্বরায় আন গৃহে অম্বে, শুন হে শৈলবর!—
গেল গৌরী লয়ে গৃহে হর, শুন হে শিখর। মম কলেবর অস্থির,
স্থির নহে বিনা ঈশানী
নয়নের তারা তারা, হয়ে আছি তারাহারা,—মণি বিনে ফণী যেমন,
বারি বিনা মীন,—গেল গৌরী লয়ে গৃহে হর, শুন হে শিখর।
মম কলেবর অস্থির, স্থির নহে বিনা ঈশানী (৩৭)

পরজবাহার একতালা (ঐ)

ঐ যাও ২ গিরি, আনিতে গৌরী, কেমন করে রয়েছে ?। (ওহে।)
আমি শুনেছি নারদের মুখে, আমার উমা নাকি কত
(মা মা বলে) কেঁদেছে
ভাঙ্গড়ে ২ পিরীতি বড়, দেখে কি ভাঙ্গড় করেছে জড়, আমার উমা
মায়ের বসন ভূষণ, তাও বেচে ভাং খেয়েছে
সোণার কুমারী কুমারী আমার, ভাঙ্গেতে মত্ত জামাতা তোমার,
ভাঙ্গের সহিতে ধুতুরা বীজেতে, সুধা বলে নাকি খেয়েছে (৩৮)

রচয়িতার নাম

পরজকালাংড়া মধ্যমান (গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

নরেশচন্দ্র রায়। উমা ধনে কবে আনিবে? (গিরিরাজ হে।)
দুখের দুখিনী উমা, আর কত দুখ সহিবে?
আর শুনেছি নাচে গায়, শিব নাকি গরল খায়, পাছে উমারে
খাওয়ায়, ঐ ভয়ে মরি ভেবে
তার কপালে অনল আছে, বাছা পুড়ে মরে পাছে, কি দশা হয়েছে,
কি করিয়ে সহে আছে? তার জটায় আছে এক রমণী, নাম
তার সুরধুনী, সে নাকি তার সোহাগিনী, (উমা) সতিনীর
যাতনা পাবে
নরেশচন্দ্র এই কয়, রাণি। বলালে তাই বল্‌তে হয়, দিয়ে কন্যা হলে
মান্তে, উমাপতি শিবে, গর্ব্ব কর কি হে গিরি? কত শত
গিরিধারী, হয়ে উমার দ্বারে দ্বারী, বিরিঞ্চি চরণ সেবে। (৩৯)

কালাংড়া। এক্‌তালা। (মেনকার প্রতি গিরিরাজা)

* কুমারী উমারি তরে, এত কেন ভয় লো?।
তনয়ার প্রতি মায়া, পিতারও কি নয় লো?
ত্যজিয়ে রোদন ধনি কর সুমঙ্গল ধ্বনি, সর্ব্বমঙ্গলা আপনি,
আসিবেন আলয় লো. (৪০)

খট। একতালা। (গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

ভোলানাথ মুখো। গিরি গৌরীধনে আন গিয়ে
হেরেছি স্বপনে, ভবনে ২, মা আমার বেড়ান ভিক্ষা করিয়ে।
হেরিয়ে স্বপনে সুতারে এমন, ধৈরয কি ধরে জননীর মন?
তাহাতে শঙ্কর, সদা দিগম্বর, ভাঙ্গে মত্ত সদা ঢুলেন বসিয়ে
যখন কৈলাসী যান কৈলাসেতে, বলিয়াছিলেন ধরিয়া হাতেতে,
রাখিস্ গো অন্তরে, ভুলিস্‌নে মা মোরে, দরিদ্র পতিরে
দিয়েছিস্ বিয়ে। (৪১)

রচয়িতার নাম

খট　একতালা　(মেনকার প্রতি গিরিরাজ)

ভোলানাথ মুখো।　রাণি। আনি গিয়ে গৌরীধনে

হেরেছ স্বপন, কর নিবারণ, সত্য সে কথন ভেবনাক মনে

ত্রিলোকের নাথ শিব সারাৎসার, রাজরাজেশ্বরী তনয়া তোমার,

বিধি চক্রধারী, আদি বজ্রধারী, অবনত রন তাঁহার চরণে

তনয়া তোমার দেখ কাশীধামে, অন্ন দেন জীবে অন্নপূর্ণা নামে,

সকল মঙ্গল, শিব মহাবল, কেন বল দুঃখ ভাবিতেছ মনে ?

(৪২)

ঐ।　ঐ　(গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

(অজ্ঞাত)　গিরি। গণেশ আমার শুভকারী

নিলে তার নাম, পূর্ণ মনস্কাম, সে আইলে গৃহে আসেন শঙ্করী

বিল্ব বৃক্ষমূলে করিব বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,

ঘরে এনে চণ্ডী, শুনব আমরা চণ্ডী, আস্‌বে কত দণ্ডী,

যোগী জটাধারী　(৪৩)

পরজবাহার। মধ্যমান।　(ঐ)

ঐ　গিরি। গণেশে আনিও প্রথমে

সেই সুমঙ্গলে আমার, মঙ্গলা আসিবেন ক্রমে

নবমীতে করে বোধন, প্রতিপদে পদার্পণ, পঞ্চমীতে আবাহন,

ষষ্ঠী সংযমে।

শুভনিশি সুপ্রভাতে, সপ্তমীর দণ্ডেতে, আসিবেন মহামায়া, মম

ভবনে ,—　*　*　*　*　(৪৪)

রচয়িতার নাম

সাহানা। জৎ। (গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

রামপ্রসাদ চক্রবর্তী। গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমায় পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌ব না
যদি আসি মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়, (তখন) মায়ে ঝিয়ে কর্‌ব ঝক্‌ড়া, জামাই বলে মান্‌ব না।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়, শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাব্‌না ভাবে না। (৪৫)

কালাংড়া একতালা। (শিবের প্রতি গিরিরাজ)

রঘুনাথ রায়। ত্রিলোচন! দুঃখ বিমোচন, কর হে করুণা করে।
বিদায় দাও আমায় অভয়া, লয়ে যাব গিরিপুরে
পাষাণী হয়ে অধীরা, অচৈতন্য আছে ধরা, চৈতন্যরূপিণী তারা, বিনে কে চৈতন্য করে? (৪৬)

ললিত। আড়াঠেকা। (শিবের প্রতি উমা)

(অজ্ঞাত) বদন তোল মদনরিপু, যাব পিতার বসতি
নগেন্দ্র এসেছেন নিতে, যোগেন্দ্র! দাও অনুমতি
এসেছেন পিতা অচল, আমায় বলেন চল ২, দুটি আঁখি ছল ২, কি আজ্ঞা হয় পশুপতি?—দিন যত হয় গত, মা আমার কাঁদিছেন তত, বিদায় দাও তিন দিনের মত, আস্‌ব পুন শীঘ্রগতি (৪৭)

যোগিয়া। জলদ্‌তেতালা। (ঐ)

কমলাকান্ত ভট্টা। গঙ্গাধর হে শিব শঙ্কর! কর অনুমতি হর! যেতে জনক ভবনে।
ক্ষণে ২ মম মন, হইতেছে উচাটন, ধারা বহে তিন নয়নে

রচয়িতার নাম

স্থরাস্থর নাগ নরে, আমারে স্মরণ করে, কত না দেখেছি স্বপনে
(যোগনিদ্রা ভরে) ,—বিশেষ জননী আসি, আমার শিয়রে
বসি, মা দুর্গা বলে ডাকেন সঘনে
মায়ের, ছল ২ দুটি আঁখি, আমাকে কোলেতে রাখি, কত চুম্বয়ে
বদনে , জাগিয়া না দেখি মায়, মনদুঃখ কব কায় ? বল
প্রাণ ধরি হে কেমনে ?
হোক নিশি অবসান, রাখ অবলার মান, নিবেদন করি চরণে ,—
কমলাকান্তেরে দেহ নাথ ! অনুচর, বলে যাই আসিব ত্রিদিনে ।
(৪৮)

যোগিয়া । জৎ (উমার প্রতি শিব)

কেমনে বিদায় দিব প্রেয়সি ?
তব মুখশশী বিনে দিবসে নিশি
তুমি লো আমার তারা ভিকারীর ধন নয়নতারা, হয়ে পুন তারা
হারা, হব কি শ্মশানবাসী ?
সতীর কথা হলে মনে, পাঠাইতে তোমা ধনে, মনের কোণে ইচ্ছা
কভু হয় না ,—তুমি ত সেই মহামায়া, কে বুঝিবে তব মায়া ?
যাহা ইচ্ছা কর লো রূপসি (৪৯)

পরজবাহার আড়াঠেকা । (নন্দির প্রতি উমা)

(অজ্ঞাত) নন্দি জয় শিব শঙ্করেরে, রেখো যতনে
আমি আজ যাব কাল আসব বাছা ভাবনা কি মনে ?
দেখো রে দেখো রে দেখো, সর্ব্বদা নিকটে থেকো, ভোলারে ভুলায়ে
রেখো, প্রবোধ বচনে ;—যেন নীলকণ্ঠের উৎকণ্ঠা না হয়,
আসা বিহনে (৫০)

রচয়িতার নাম।

ভৈরবী। আড়াঠেকা (জয়ার প্রতি মেনকা)

আশুতোষ দেব

ও গো জয়া, বল জয়া কখন আসিবে ?
মনের বিচ্ছেদ তম, হেরিলে নাশিবে
গিরি গিয়াছে আনিতে, বিলম্ব হল আসিতে, কখন আসি অসিতে,
অঙ্কেতে বসিবে ?
গৌরী হইয়ে চঞ্চল, ধরিয়ে মম অঞ্চল, মা বলে এলোকুন্তলে, কুন্তলা
হাসিবে,—গৌরীর সুধাধরবিন্দ, জিনি শত কোটি ইন্দু, উথলে
পুলকসিন্ধু, জীবন ভাসিবে।
গত রজনীর শেষে, দেখেছি স্বপনাবেশে, আমার শিয়রে বসে, শিব
সঙ্গে শিবে,—সেই হতে উৎকণ্ঠিতা, আছি ধূলায় লুণ্ঠিতা,
স্বপন বাক্য খণ্ডিতা, বিধি কি করিবে ? (৫১)

পরজ কালাংড়া। কাওয়ালী (প্রতিবাসীর উক্তি)

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

এখনি আসিবে গো, গিরিরাজ, আনন্দে অভয়া লয়ে
আজি জুড়াইব আঁখি, চল সখি! দেখি গিয়ে।
মেনকা রাণীর দাসী, প্রতি ঘরে ঘরে আসি, মনের তিমির নাশি,
মঙ্গল গিয়েছে কয়ে।
তোমরা যতেক এয়ো, রাজার ভবনে যেও, বরং করিবে রাণী, লয়ে
গো আপনার মেয়ে
হেন কালে শৈলরাণী, এল যেন পাগলিনী, মুখে নাহি সরে বাণী,
রইল ও চাঁদমুখ চেয়ে
কমলাকান্তের ভাষা, পূরিল মনের আশা, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত নিধি,
বিধি দিল মিলাইয়ে (৫২)

রচয়িতার নাম

আলাইয়া। আড়াঠেকা (উমার প্রতি গিরিপুর বাসিনীগণ)

(অজ্ঞাত) এই এখন হইতেছিল, তারা ! তোমার নাম (গো মা .)
ছেড়েছেন কি না ছেড়েছেন, গিরিরাজ কৈলাসধাম
গিরিরাজ কৈলাসপুরে, গেছেন গৌরী আনিবারে, মেনকা দাঁড়ায়ে
দ্বারে, কাঁদিতেছেন অবিশ্রাম (৫৩)

ললিত একতালা (মেনকার প্রতি প্রতিবাসিনীগণ)

দাশরথী রায় ঐ মা এল তোমার নন্দিনী ঈশানী, চল পাষাণি
ধর ধৈর্য্য ধর, কেঁদ না গো রাণি . কোলে কর গিয়ে ত্রিলোক
বন্দিনী
যুগল বালক যুগল কক্ষে, সুধালেন সুধা জিনিয়ে বাক্যে, "মা কৈ ?"
বলে জীবন চক্ষে , হরকামিনী, গজগামিনী, অভিমানিনী,
অতি দুঃখিনী
আর নাই মা রূপ এরূপ বিশ্বে, মনের অন্ধকার হরিল দৃশ্যে ,
রূপ লাবণ্যে, জিনিয়ে অন্যে, মা তোর বংশে, ভুবন ধন্যে,
নহে সামান্যে, ত্রিলোকমান্যে , –পাপহারিণী, ভ পবারিণী,
দীনজননী (৫৪)

জয়জয়ন্তী ঐ (ঐ)

ঐ গা তোল গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল, ঐ এল পাষাণি ! তোর
ঈশানী
লয়ে যুগল শিশু কোলে, "মা কৈ মা কৈ" বলে, ডাক্‌ছে মা
তোর ঐ শশধরবদনী
ধন্যি যে বস্ত্র উদরে, তোর মত সংসারে, রত্নগর্ভা এমন নাই রমণী ,—
মা কত পুণ্যফলে, এমন কন্যা পেলে, জীবে চতুর্ব্বর্গ
ফলদায়িনী

রচয়িতার নাম

ত্রিভুবন ধন্যে, ত্রিভুবনে অন্যে, তোর মেয়ের তুলনা নাই গো রাণি।—
আমরা জান্‌তেম ভবের প্রিয়ে, আজ শুনি তোর মেয়ে,
ঐ নাকি ভবের ভয়হারিণী
মা তোমার ঐ তারা, চন্দ্রচূড়দারা, চন্দ্রদর্পহরা চন্দ্রাননী ;—
এমন রূপ দেখিলে কার, মনের অন্ধকার, হরে মা, তোর
হরমনমোহিনী (৫৫)

মালশ্রী। কাওয়ালী (মেনকা ও জয়ার উক্তি প্রত্যুক্তি)

রামপ্রসাদ সেন

ও গো রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ চল চল, নন্দিনী
নিকটে তোমার গো।
চল বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া, এস না সঙ্গে আমার গো।
জয়া, কি কথা কহিলি? আমারে কিনিলি, কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমায় অদেয় কি আছে? এস দেখি কাছে, প্রাণ দিয়ে শুধি
ধার গো
রাণী ভাসে প্রেমজলে, দ্রুতগতি চলে, খসিল কুন্তলভার,—
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে, গৌরী কতদূরে আর গো?।
যেতে ২ পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন উমার,—বলে, "মা! এলে
মা! এলে, মা! কি মায় ভুলেছিলে"? মা বলে একি কথা
মার গো?
রথ হ'তে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি, সান্ত্বনা করে বার
বার,—দাস কবিরঞ্জনে, সকরুণে ভণে, এমন শুভদিন আর
কার গো? (৫৬)

ঐ। ঐ।

ঐ

আজি শুভ নিশি পোহাইল তোমার; এই যে নন্দিনী আইল,
বরণ করিয়া আন ঘরে

রচয়িতার নাম।

মুখশশী দেখে আসি, দূরে যাবে দুখরাশি, ও চাঁদমুখের হাসি,
স্থধারাশি ক্ষরে
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রাণী, বসন নাহি সম্বরে ;—
গদ ২ ভাবভরে, ঝর ২ আঁখি ঝরে, পাছে ক'রে গিরিবরে,
অমনি কাঁদে গলা ধরে
পুন কোলে বসাইয়া, চারুমুখ নিরখিয়া, চুমে অরুণ অধরে ;—
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিকারী, তোমা হেন
স্থকুমারী, দিলাম দিগম্বরে
যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন, হেসে ২ এসে ধরে করে ,—
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে ?
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে ২
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে ২ কত হাসে, ভাসে মহা আনন্দসাগরে ,—
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে, দিবা নিশি নাহি জানে,
আনন্দে পাসরে (৫৭)

আলাইয়া। আড়াঠেক।

(স্বজ্ঞাত) ঐ দেখ গো রাণি আইস তব নন্দিনী
আহা মরি কিবা রূপ! যেন স্থির সৌদামিনী
শুনে রাণী দ্রুত ধায়, অঞ্চল ভূমে লুটায়, বলে ও মা আয় আয়,
প্রাণনন্দিনি ,—স্নেহভরে কোলে লয়ে, বদনে বদন দিয়ে,
বলে মা কেমনে ছিলে, ভুলে দুঃখিনী জননী ?
আজি স্থপ্রভাত দিবা, দেখসিয়ে ভাগ্য কিবা, ধন্য হিমালয় আজি
হেমন্তবরণী ,—মঙ্গল আচার কর, বরণডালা ধর ধর,
শুভক্ষণে গৃহে আজি, শিবসীমন্তিনী। (৫৮)

রচয়িতার নাম।

পরজ কালাংড়া। কাওয়ালী। (মেনকার সখীর উক্তি)

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

এল গিরিরাজ বাণি উমারে লয়ে গো।
কি কব কি কর গৃহে? দেখ না আসিয়ে গো।
লম্বোদর কোলে করি, আগে ২ ধায় গিরি, ষড়ানন অঙ্গুলি ধরিয়ে,—
তার পাছে উমা ধায় তোমার মুখ চেয়ে গো
সখীর বচন শুনি, ধায় যেন চকোরিণী, শশীরে নিরখিয়ে,—
তেমতি ধাইল রাণী উন্মত্তা হয়ে গো।
আঙ্গিনার বাহিরে আসি, হেরি গৌরী মুখশশী, কোলে নিল বরণ
করিয়ে, পুলকে কমলাকান্ত (গিরিপুরে) আনন্দ
দেখিয়ে গো। (৫৯)

ঝিঁঝিট। আড়াঠেকা।

কৈলাসনাথ মুখো

ঈশান কোণ আলো ক'রে, ঐ বুঝি ঈশানী আসে।
পাষাণী হইয়ে আমি, পড়েছি তার মায়াপাশে
আমি যে জন্ম দুখিনী, সে ব'লে আমায় জননী, জননী জন্মহারিণী,
আসিতেছে আমার বাসে
কি মায়ায় ভুলালে উমা, যত ডাকে ব'লে মা মা, প্রতি বার স্নেহের
সীমা পাইনে মানসে,—উমার প্রতি যে মমতা, তা যেন না হয়
শমতা, হয়ে যেন তারার মাতা, জীবন যায় অনায়াসে (৬০)

সুরট একতালা।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

আমার উমা এল বলে, রাণী এলোকেশে ধায়
যত নগর নাগরী সারি সারি, দৌড়ি গৌরী পানে চায়
কারো পূর্ণ কলসী কক্ষে, কারো শিশু বালক বক্ষে; কারো আধ
শিরসি বেণী, কারো আধ অলকা শ্রেণী,—বলে চল চল,
অচল তনয়া, হেরি উমা দৌড়ি আয়

রচয়িতার নাম

আসি নগর প্রান্তভাগে, তনু পুলকিত অনুরাগে, কেহ চন্দ্রানন
হেরি, দ্রুত চুম্বে অধরবারি, তখন গৌরী কোলে করি,
গিরিনারী, প্রেমানন্দে তনু ভেসে যায়
কত যন্ত্র মধুর বাজে, সুর কিঃ বীগণ সাজে, কেহ নাচে কত রঙ্গে,
গিরির অ পুরবাসী সঙ্গে,—আজু কমলাকান্ত, হেরি নিতান্ত,
মগ্ন দুটি রাঙ্গা পায় (৬১)

পরজ কালাংড়া মধ্যম ন (মেনকার প্রতি গিরিরাজা)

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

এই নাও তোমার উমারে (গিরিরাণি)
ধর ধর হরের জীবনধন
কত না মিনতি করি, তুষিয়া ত্রিশূলধারী, প্রাণ উমা আনিলাম,
নিজপুরে
দেখো মনে রেখে ভয়, সামান্যে তনয়া নয়, যাঁরে সেবে বিষ্ণু হরে;—
ও রাঙ্গা চরণ দুটি, হৃদে রাখেন ধূর্জটি, তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ না
করে
তোমার উমার মায়, নির্গুণে সগুণ কায়া, ছায়ামাত্র জীব নাম
ধরে, এমাও ভবতোদনী, কালী তারা নাম ধরি, কৃপা করি
পতিতে উদ্ধারে
অসংখ্য তপের ফলে, কপটতা য যাহ্ছলে, ব্রহ্মময়ী মা বলে তোমারে;—
কমলাকান্তের বাণী, ধন্য ধন্য গিরিরাণি। তব পুণ্য কে
কহিতে পারে? (৬২)

কাফিসিন্ধু জৎ ঐ

(অজ্ঞাত)

দেখ রাণি নয়ন ভ'রে, উমা আমার ঘরে এল
মঙ্গলানি আগমনে, অমঙ্গল সব দূরে গেল
সুমঙ্গল গান কর, উমাধনে কোলে কর, এতদিনের পরে তোমার,
দুখনিশি পোহাইল (৬৩)

রচয়িতার নাম।

ললিত আড়াঠেকা (উমার প্রতি মেনকা)

কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী। আয় মা উমা আয়, কেমন করে ভুলে ছিলি ?
মা বলে কি মনে নাই মা ? ঘর পেয়ে সব ভুলে গেলি
যখন তুই মা গিয়েছিলি, যাবার বেলা কি বলিলি ? "কেঁদ না মা,
আস্‌ব" বলে, অঞ্চলে নয়ন মুছালি
তুইও ত মা কেঁদে গেলি, তবু কেমনে ভুলিলি ? পাষাণের মেয়ে
বলে, নিজেও কি পাষাণী হলি ?—বড় মনে আশা ছিল,
উমা আমার বড় হল, সে আশার আশা দূরে গেল,
কতকাল পরে এলি (৭০)

আলাইয়া ঐ (ঐ)

(অজ্ঞাত) কৈ এলি উমা এলি, আয় মা নয়নের তারা।
হেরে তব মুখশশী, জুড়াইল নয়নতারা
উমা মা! তোমা বিহনে, যে দুখে থাকি ভবনে, সম জীবনে মরণে,
সদা শোকে সকাতরা (৭১)

ঐ। একতাল। (ঐ)

কৈলাসনাথ মুখো। তুই কি এলি মা গৌরি ? আয় মা তোয় কোলে করি
হৃদয়ে রাখিয়ে একবার, তাপিত প্রাণ শীতল করি।
কোন্ ঘাটে ধুয়েছি মুখ, হেরিলাম আজ চাঁদমুখ, যার লাগি পঞ্চমুখ,
জপে সব পরিহরি'
পূর্ণ হল মঙ্গলাচার, মঙ্গলময় আমার বাছার, আগমনে যায় দুরাচার,
পুলকিত গিরিপুরী (৭২)

রচয়িতার নাম।

আলাইয়া   জং   (উমার প্রতি মেনকা)

কৈলাসনাথ মুখো।

এস এস মা উমা ছিলে মা ভুলে
কে তোমায় আনিতে পারে, আপনি মা নাহি এলে ?
সবে মাত্র তুমি কন্যে, মা বলিতে নাহি অন্যে, সকাতরে ঐ জন্যে,
ভাসি মা নয়ন জলে
অকিঞ্চন সদা করে, বার মাস রাখি ঘরে, তব চাঁদমুখ হেরে,
সব দুখ থাকি ভুলে, অভাগিনীর কপাল সে নয়, জামাতা
নয় সুজন তনয়, রাখতে বলি করি' বিনয়, ভোলা তাহে
নাহি ভোলে
কত জন্ম আরাধনে, পেয়েছিলাম তারাধনে, ভুলে ভোলার সাধনে,
থাক তুমি কুতূহলে,—তিন দিনের তরে আসা, তাহে ত না
পূরে আশা, মা রে করে দুরদশা, পুন তুমি যাবে চ'লে ॥ (৭৩)

সরফর্দা। আড়াঠেকা   (ঐ)

ঐ

আয় রে আমার, কোলে আয় তারা।
নিদয়া ! তোর হল পাষাণ পিতার ধারা। (দেখি শুনে)।
মা হয়ে কত সই প্রাণে ? বারেক না ভাব মনে, সবে ধনে সবেদনে,
পাঠায়ে ভবভবনে, —সেই অবধি দুনয়নে, বহে তারাকারা
ধারা (দুখহর)
ভাবিয়ে হারাই প্রাণ, ঈশান যখন কাছে বসান, ঐ আসনে অহি
সনে, তুমি থাক একাসনে, ভূত প্রেতগণ সনে, ভেবে হই
সারা (দুখহরা !) (৭৪)

ললিতবিভাষ। ঝাঁপতাল

দাশরথী রায়।

বসিলেন মা হৈমবতী, হেরম্বরে লয়ে কোলে
হেরি গণেশজননীরূপ, রাণী ভাসে নয়নজলে

রচয়িতার নাম

এক্ষাদি বালক যাব, সেই গিরিবালিকা শিবদাবা, পদতলে বালভানু,
বালচন্দ্র বালতারা, ভানু জিনিয়ে তনু, তনয় কোলে দোলে
আসি, মনে ভাবি উমাকে দেখি, কি উমাব কুমাবে দেখি, মন প্রাণ
সঁপে রাখি, যুগল চরণে, দাশরথী কহিছে বাণী, দুই তুল্য
দরশনে,—কোটি ব্রহ্মা জিনি রূপ, ব্রহ্মরূপী গজাননে,
ব্রহ্মময়ীর কোলে ব্রহ্ম, ডাকে ম ম বলে (৭৫)

ললিত। আড়াঠেকা।

রাজা মহেন্দ্রলাল খান

আহা কি অতুল শোভা, আজি রে গিরি ভবনে
ভূধরে সারদা শশী, শারদ শশী গগনে
ভূধরে বিরাজে তারা, আকাশবিহারী তারা, বিকশিয়ে আঁখিতারা,
দেখি তারা সুখী মনে
যামিনী কামিনী আজি, চন্দ্রিকা বসনে সাজি, নিশির শিশিরে ভিজি,
হেরিছে উমায়,—কুমুদী ফুটিয়ে জলে, সমে তাঁরা পদতলে,
চকোরেরা কুতূহলে, চাহে উমাশশী পানে (৭৬)

মল্লার। মধ্যমান (মেনকার উক্তি)

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

থাক ২ থাক নয়নধারা
নয়ন ভরিয়ে একবার, নিরখি নয়নতারা
না হেরে যে উমা তারা বহিতে প্রাবণের ধারা, এল সেই নয়নতারা,
এখন ধারা এ কি ধারা ?
নিরখিতে উমাধনে, বহুদিনের সাধ মনে, হেরিতে সে চন্দ্রাননে,
বাধা দেও এ কেমন ধারা ?
একে পলক বাধা চোকে, দেখতে দেয় না অনিমিখে, তুমি তাতে
হলে বাদী, হেরি বল কেমন ধারা ? (৭৭)

রচয়িতার নাম।

ভৈরবী। ঠেকা। (গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

(অজ্ঞাত) দেখ না নয়নে গিরি গৌরী তোমার সেজে এল
দ্বিভুজা ছিল মোর উমা, দশভুজা কবে হল ?
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, আর কার্ত্তিক গণপতি, সিংহপৃষ্ঠে ভগবতী,
চারিদিক করেছে আলো। (৭৮)

আলাইয়া একতালা। (উমার প্রতি মেনকা)

ঐ আয় মা আয় মা উমা। হেরি চাঁদবদন
কেমন ছিলে গো উমা ? কহ বিবরণ
কহ কৈলাসের কুশল বারতা, কেমন আছেন আমার প্রাণেরি
জামাতা ? আসিলেন কি নিতে কহ সত্য কথা, পাঠাব না
দেহে থাকিতে জীবন। (৭৯)

যোগিয়া আড়াঠেকা। (ঐ)

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় কও মা ছিলে কেমন, ভিকারী শিবের ঘরে ?
শুনি মা সদাই ঠাঁই, বসিবার স্থান নাই, জামাতা শ্মশানে ফেরে
কত বা যতন করে, রাখিতাম হৃদি'পরে, তবু কষ্টে ২ মা। থাকিতে
মানভরে, —সেখানে কে আছে শিবে ? তোমার দৌরাত্ম্য সবে,
কে রাখিত সমাদরে ?।
আর কত কথা শুনি, গঙ্গা নামেতে সতিনী তাকে ল কি শূলপাণি,
রাখেন শিরোপরে, —দ্বিজ রমাপতির মন, আর না পাঠাব
পুন, বুঝাইব জামাতারে। (৮০)

ললিত। আড়াঠেকা। (মেনকার প্রতি উমা)

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। শারদ শশাঙ্কমুখে, আধ আধ বাণী।
ভণেন ভবন কথা, ভণে ভবানী।

রচয়িতার নাম

মায়ের কোলেতে বসি, মুখে মৃদু ২ হাসি, ভবের ভবন সুখ,
কহেন শিবানী
মা! কে বলে ভিকারী হর? রতনে রচিত ঘর, জিনি কত শশধর,
শত দিনমণি;—বিবাহ অবধি আর, কে দেখেছে অন্ধকার?
কে জানে কখন দিবা, কখন যামিনী?
শুনেছ মা সতিনীর ভয়, সে সব কথা কিছু নয়, মা, তোমারও
চেয়ে ভাল বাসেন শূলপাণি, মোরে শিব হৃদে রাখে,
জটাতে লুকায়ে দেখে, কাহার এমন আছে, সুখের সতিনী?।
কমলাকান্তের বাণী, শুন গিরিরাজরাণি। কৈলাস ভূধর ধরাধর
চূড়ামণি,—তা যদি দেখিতে পাও, ফিরে না আসিতে চাও,
ভুলে থাক ভবগৃহে, ভূধররমণি!। (৮১)

ভৈরবী। একতালা। (উমার প্রতি মেনকা)

দাশরথী রায়।

কে নাম দিল "ত্রিগুণধারিণী"? কে নাম রেখেছে "নিস্তারিণী"?
বল,মা হ'তে প্রাণ উমা কার কাছে এত মা! হয়েছ আদরিণী?
আমি সাধের "উমা" নাম রেখেছিলাম, উমা গো, আমি আজ ত
শুনিলাম, সবে নাকি রেখেছে তোর নাম,"ভবের ভয়নাশিনী"
সুখের তরে তোরে হরে সঁপিলাম, দুঃখে ২ কাল হর অবিরাম,
কে দিয়েছে মা তোর "দুঃখহরা" নাম? আমি ত জানি দুঃখিনী
সদানন্দের ঘরে অন্নশূন্য সদা, কে তোমায় রেখেছে নামটি "অন্নদা"?
দাশরথী দ্বিজ কাঁপে ভয়ে সদা,কে নাম দিল "ভবভয়হারিণী"?
(৮২

আলাইয়া। আড়াঠেকা। (ঐ)

অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

উমা! আমার কেমন ছিলে, হরেরি ঘরে?।
শুনেছি ঈশান নাকি, শ্মশানেতে বাস করে।

রচয়িতার নাম

পরে সদা বাঘাম্বর, ভস্মমাখা কলেবর, অহি সদা শিরোপর,
থাক গৌরি কেমন করে?
সত্য কি মা! অন্ন বিনা, উপবাসী থাক উমা? দিনান্তে অন্ন যোটে না,
জামাই কি তাই ভিক্ষা করে?
গঙ্গা নামে সতা নাকি, সতত মস্তকে রাখি, তাহারে পিনাকী নাকি,
অধিক যতন করে? রাজার নন্দিনী তুমি, কেন ক্লেশ সহ শুনি?
শুন গো ঈশানী রাণী, আর না পাঠাব তোরে॥ (৮৩)

আলাইয়া। আড়াঠেকা। (মেনকার প্রতি উমা)

অম্বিকাচরণ গুপ্ত

ছিলাম ভাল জননি গো হরেরি ঘরে
কে বলে জামাই তব, শ্মশানেতে বাস করে?
যে ঘরেতে বাস করি, বর্ণিতে নারি মাধুরী, নীলকান্ত আদি করি,
কত রত্ন শোভা করে
যেন কত রবি শশী, উদয় হয়েছে আসি, জানি নাই দিবানিশি,
কখন্ যাতায়াত করে।
পরেন বটে বাঘাম্বর, জামাই তব বিশ্বেশ্বর, ভস্মমাখা কলেবর,
অহি সদা শিরোপরে,—সেই শিবের চরণে, পারিজাত আভরণে,
দেবরাজ এক মনে, মস্তক নমিত করে
ষড়ৈশ্বর্য্য আছে যাঁর, ভিক্ষা কি জীবিকা তাঁর? অজ্ঞানে না বুঝে সার,
ভিক্ষাজীবী বলে হরে;—সত্য বটে সুরধুনী, অগ্রজা সমান মানি,
সে দারা ভগিনী জিনি, অধিক যতন করে (৮৪)

মঙ্গলবিভায। একতালা (ঐ)

(অজ্ঞাত)

শুন ও গো জননি!
কেমনে ছিলাম আমি, হইয়ে দুঃখিনী

রচয়িতার নাম

পরিবার ভূত পিশাচ, ডাকিনী যোগিনী, নকুলীনে দিয়েছ মা!
ভিকারী গো তিনি
কিব বেশভূষাব মর্ম্ম, সার আমার অস্থি চর্ম্ম,কপালে আগুন আজন্ম,
জ্বলিছে অমনি ;—দেখ মা পাগলেব ঘট ,গায়ে ভস্ম কেশ জটা,
সবে আমায় দেয় খোঁটা, ব'লে পাগলিনী (৮৫)

সিন্ধুমুলতান। কাওয়ালী (উমাব প্রতি মেনকা)

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। শুনেছি মা মহিমা তোমাব, ও গো প্রাণ গৌরি তুমি
ত্রিভুবন জননী
মোব মনে ভ্রান্তি অভয়া নিজ নন্দিনী, মা, কি জানি
কুলকামিনী ?
পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব, তুমি রজ তম সত্ত্ব, মা গো তুমি গুণময়ি
গুণরূপিণি।—নির্গুণ নিরূপ নিরঞ্জন বিভু তারা, মা তব
গুণে সগুণমাণ
অবিদ্যা অপবাপরা, বিদ্যা তুমি পবাৎপবা, মা গো তুমি বিশ্বময়ি
বিশ্বকাবিণি —যে জনা যেরূপে ভজে, মা তাব হৃদয়াম্বুজে,
সেই রূপ গতিদায়িনী
অসম্ভব তপেব ফলে, তোমা ধন পেয়েছি কোলে, মা গো তুমি
দয়াময়ি দুঃখহারিণি —কমলাকান্তেব গতি, হে মা ভগবতি!
ভবজলধি তবণী (৮৬)

গৌরী আড়াঠেকা

(অজ্ঞাত) প্রদোষ আগত হেবি, কনক প্রদীপ ধরে
পশ্চিমে দাঁড়ায়ে ববি, তারারে আরতি করে
মরি সে প্রদীপালোকে, কি শোভা হল ভূলোকে অপার স্বরগ
শোভ, সাজে হিম মহীধরে

রচয়িতার নাম

প্রদোষ হরিষ চিতে, বিশ্বরূপ ধুনাচীতে, ঢালিতেছে ধুনা রাশি,
আধারিয়া চরাচরে, ফুল পরিমল সাথে, সমীর শীতল পাখা,
বীজনিছে ধীরে ২, শিবানীর কলেবরে
লতিকা পাদপকুল, অঞ্জলি ভরিয়ে ফুল, বরষিছে উমাপদে, অটল
ভকতি ভরে, —প্রপাত ঝরণা ধনী, করিছে বাদন ধ্বনি,
শ্রবণবিবরে সুধার, সুধার ঝরে (৮৭)

বিভাষ। আড়াঠেকা। (উমার প্রতি মেনকা)

হরিমোহন চট্টো

একবার, উঠ মা গৌরি
পূর্ব্বদিক প্রকাশ হল, পোহাল শর্ব্বরী
উঠ আমার প্রাণ কুমারি ডাক্‌ছে তোমার সহচরী, মঙ্গল আরতি
করি, বিধুবদন হেরি (৮৮)

ঐ ঝাঁপতাল (ঐ)

দাশরথী রায়

বাঞ্ছা কিছু পূর্ণ তবে, হয় হরমহিষি!
রয় যদি মা শম্ভু গৃহে, এ সুখ সপ্তমীনিশি
মনের মানসে তবে, ও মা সর্ব্বমঙ্গলে পূজি পদ বিল্বদলে, জবা
জাহ্নবীর জলে; যদি শেষে মোক্ষপদ, হইয়ে অভিলাষী।
এস তিন দিনের কারণ, নহে খেদ নিবারণ, আশু লয়ে যাবে গো মা
আশুতোষ আসি, —তুমি ত আপন বশ, নও জানি মা
অভয়ে, —হরবাসে হরবশে হর কায় হরপ্রিয়ে, শ্মশানেতে
লয়ে যাবেন, শ্মশানবাসী (৮৯)

রচয়িতার নাম

তৃতীয় অধ্যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিজয়া।

ললিত আড়াঠেকা (মেনকার উক্তি)

(অজ্ঞাত) প্রভাত হইবে বুঝি, সুখের নবমী নিশি
অকস্মাৎ মলিন কেন, হেরি উমার মুখশশী ?
প্রফুল্লিত উমা দেখে, তিনদিন ছিলাম সুখে, বিষাদে পড়ে বিপাকে,
পশিল দুখের রাশি, আয় গো মা ! আয় কোলে, ডাকি'
মুখে মা মা বলে, দশমী প্রবল হলে, লইবে শঙ্কর আসি (১)

ভৈরবী। কাওয়ালী। (ঐ)

নগেন্দ্রনাথ সরকার নবমীর নিশি বুঝি যায়
দুরন্ত দশমী রাতে, বাজে যে হৃদয়
সপ্তমী অষ্টমী দিনে, সুখে ছিলাম নিশি দিনে, ঘরে যাবে উমা আম'র,
কাঁদায়ে আমায় (২)

ললিত আড়াঠেকা। (ঐ)

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ওরে নবমী নিশি। হৈও না রে অবসান
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান
খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত ? আপনি হইয়ে হত,
বধ রে পরের প্রাণ
প্রফুল্ল কুমুদবরে, চন্দন লইয়ে করে, কৃতাঞ্জলি হয়ে তোমার, চরণে
করিব দান ,—মোর হইবে সুখোদয়, নাশ দিনমণি ভয়,
যেন না সহিতে হয়, শিবের বচন-বাণ

রচয়িতার নাম।

হেরিয়ে তনয়া মুখ, পাসরিলাম সব দুখ, আজি যেন সেই সুখ,
হতেছে স্বপন জ্ঞান ,—কমলাকান্তের বাণী, শুন ও গো
গিরিরাণি , লুকায়ে রাখ না মারে, হৃদিমাঝে দিয়ে স্থান (৩)

ললিত। আড়াঠেকা (মেনকার উক্তি)

রাজা মহেন্দ্রলাল খান

কবি নতি উড়ুপতি , থাক ২ ঐ খানে
তুমি গেলে অস্তাচলে, হারাইব তারাধনে
দশমীর দিবাকর, প্রকাশ হইলে পর, আসিবে নাকি শঙ্কর,
লইতে উমা রতনে
সদত ভাবি যে তারা, সে তারা আঁখির তারা, সে তারা হইলে হারা,
বাঁচিব কেমনে প্রাণে ? (৪)

ললিতবিভাষ আড়াঠেকা (ঐ)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

যেও না রজনি আজি, লয়ে তারাদলে, গেলে তুমি দয়াময়ি !
এ পরাণও যাবে।
উদিলে নির্দ্দয় রবি, উদয় অচলে , নয়নের মণি মোর নয়ন
হারাবে
বারো মাস তিতি সতি নিত্য অশ্রুজলে, পেয়েছি তোমায় আমি,
কি শান্তনা ভাবে ;—তিনটি দিনেতে, কহ লো তারা ,
কি করে, এ দীর্ঘ বিরহজ্বালা, কেমনে জুড়াবে ?
তিন দিন স্বর্ণ দীপ, জলিতেছে ঘরে , শুনিতেছি বাণী, মিষ্টতম
এ সৃষ্টিতে, এ কর্ণকুহরে ;—নবমীর নিশা শেষে, গিরিশের
বাণী ; দ্বিগুণ আঁধার ঘর, হবে আমি জানি ;—নিবাও এ দীপ
যদি, কহি গো কাতরে, এ জীবন-দীপ মম, অমনি নিবিবে। (৫)

রচয়িতার নাম

আল্লাইয়া আড়াঠেকা (মেনকার উক্তি)

হরিনাথ মজুমদার — শুন গো রজনি করি মিনতি তোমারে
অচল হও আজ্‌কার তরে, অচলারে দয়া করে
সাধে কি নিষেধে দাসী? তুমি অস্তে গেলে নিশি অস্তে যাবে
উমাশশী, হিমালয় আঁধার করে
কি বল্‌ব তোমায় যামিনি তুমি ত অন্তর্যামিনী, অন্তরের ব্যথা
আপনি, সকলি জান অন্তরে (৬)

খট্‌ভৈরবী জৎ (ঐ)

কৈলাসনাথ মুখো — নবমীর নিশি আজি, কি জন্যে পোহাল?।
হতাশে মায়ের আমার, পায়ের জবা শুকাইল
শশিমুখে হাসি গেল, বসন খসি' পড়িল, যেন মেয়ে ন্যাংট হল,
কেশ বন্ধন খসিল
গৌরাঙ্গিনী গৌরী ছিল, কালভয়ে কালী হল, কালের ঘরে যেতে হল,
কাল পদেতে পড়িল (৭)

ললিত একতাল (ঐ)

ঐ — মলিন বদন কেন গৌরী দেখি আজি হল?
ঘুম হতে উঠে বাছার, বদন কমল শুকাইল
বুঝি আজ দশমী তিথি, শিবের ঘরে যাবে সতী, তাই ভেবে
বিরসমতি, আঁখি করে ছল ছল, তিন দিন সুখভাবে, গেল
উমা'র অন্তরে, বর্ষাবধি কন্যার তরে, আবার বুঝি কাঁদতে হল
যে দুখে বাছা বিরে, মায়ের প্রাণ বুঝ্‌তে পারে, শ্বশুর শাশুড়ী ঘরে,
নাহি স্বজন স্ববল, নিজে বাছা সংসার রাখে, সবার দুখে
দুখে থাকে, মা হয়ে আমি কোন্ মুখে, এমন ঘরে পাঠাই
বল? (৮)

রচয়িতার নাম

ললিত আড়াঠেকা (গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

রামপ্রসাদ সেন

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল, "বেরোও গণেশমাতা"
ডাকে বারেবার,—তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হল বিদার
তনয় পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন, হায় হায় একি বিড়ম্বনা
বিধাতার? প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরিরাজরাণী,
প্রভাত চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার (৯)

বিভাস একতালা (ঐ)

রসিকচন্দ্র রায়।

বল ওহে গিরি আমার প্রাণকুমারী, সাধনের গৌরী
পাঠাই কেমনে?
চক্ষে বহে বারি, সইতে নারি নারী, বিষম দুঃখানল জ্বলিতেছে
মনে
কি কাল বিজয়া বল গিরিবর উমাধনে নিতে এল দিগম্বর,
প্রাণ উমারে হায়, দিতে হে বিদায়, প্রাণ যায় হে!—
আমি নারী নারি সইতে তাহা এক্ষণে (১০)

ললিত। ঐ। (মেনকার প্রতি উমার সখীগণ)

প্রাণ যায়, উমা যায়, গিরিরানি কি করি?
ও তোর চক্ষের কাজল, হৃদি-গোর ধন, সাধের প্রাণকুমারী,
পুরী অন্ধকার করি, ঐ যে চলিল শঙ্করী
হায় দেখে জীবন জ্বলে, দুটি চক্ষের জলে, ঐ যে ভাসে গো তোর
শুভঙ্করী,—একবার দেখ মা চেয়ে, গিরিরাণি গো উমাচাঁদের
বদন, যেন গগনচাঁদের মত মলিন মাধুরী (১১)

রচয়িতার নাম

সবুফরদা একতালা (মেনকার উক্তি)

(অজ্ঞাত) আজ উমাকে যেতে হল
কেন রে নবমী নিশি, আমার পোহাল ?
সপ্তমী অষ্টমী তিথি, মহামায়ার অবস্থিতি গো , দশমী না হতে
গঙ্গাধর এল (১২)

জংলা ঝিঁঝিট ঠুংরি (মেনকার ও জয়ার উক্তি প্রত্যুক্তি)

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য । জয়া , বল গো পাঠান হবে না
হর মায়ের বেদন কেমন জানে না
ওগো , হৃদয় মাঝারে, রাখিব বাছারে, ও হেরী ছুটি নয়ন , যদি
গিরিবর আসি, পাঠাতে কয় উমাশশী, তখনি ত্যজিব জীবন ,—
সবে মাত্র ধন, গৌরী মম জীবন, তিন দিন যদি রহে না ; তবে
কি সুখ আমার, এ ছার ভবনে ? এ দুঃখে প্রাণ আর রবে না ।
যাতনা কেমন, জানে না কখন, বিশেষে রাজার কুমারী ; আর কত
দুঃখ, পাবে সেখানে হায় ? হর যে জনম ভিকারী ,—
ওগো , শ্মশানে মশানে, লয়ে যায় এ ধনে, আপনার শুং কিছু
জানে না , আবার, কোন্ লাজে হর, এসেছেন লইতে ?
জানে না যে বিদায় দিবে না
তখন, জয়া কহে বাণী, শুন শৈলরাণি ! উপদেশ কহি তোমারে ;
কত, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত, ঐ পদ, তুমি তনয়া ভেবেছ যাহারে ,—
কমলাকান্তের, নিবেদন ধর, শিব বিনে শিবা পাবে না ;
যদি, জামাতা শঙ্করে, পার রাখিবারে, তবে তোমার গৌরী
যাবে না (১৩)

রচয়িতার নাম

পরজকালাংড়া টিমাতেতালা। (গিরিরাজের প্রতি মেনকা)

কমল কান্ত ভট্টাচার্য্য

আমার গৌরীরে লয়ে, যায় হর আসিয়ে, কি করে হে
গিরিবর বসে দেখ বসিয়ে?
বিনয় বচনে কত, বুঝাইলাম নানা মত, শুনিয়ে শুনে না
কেন? ঢলে ঢলে হাসিয়ে
এ কি অসম্ভব ভাব? আভরণ ফণীহার, পরিধান বাঘছাল ক্ষণে পড়ে
খসিয়ে,—আমি হে রাজার নারী, ইহা কি সহিতে পারি?
সোণার পুত্তলী দিলে পাথারে ভাসিয়ে
শুনি গিরিবর কয়, জামাতা সামান্য নয়, অনিমাদি আছে যার চরণে
লুটায়ে, কমলাকান্তের বাণী, কি ভাব শিখররাণি?
পরম আনন্দে গো, তনয়া দেহ পাঠায়ে (১৪)

বিভাস আড়াঠেকা (মেনকার উক্তি)

(অজ্ঞাত)

একান্ত শঙ্কর যদি, শঙ্করী লইয়ে যাবে
বিনয় বিফল হল, উমারে রাখিয়ে তবে
হায় দুখ কব কায়, উদরে ধরেছি যায়, তারে গো দিতে বিদায়,
দেহেতে কি প্রাণ রবে?—কি করি কি করি বল, নবমী নিশি
পোহাল, দশমী প্রবলানল, এখনি প্রাণ দহিবে (১৫)

ললিত। ঐ (উমার প্রতি মেনকা)

ঐ

কোন্ প্রাণে উমা তোমায়, পাঠাব কৈলাসপুরী?
ত্রিপুর, তোমারে নিতে, এসেছেন ঐ ত্রিপুরারি
শুন ও গো অন্নপূর্ণা! পুরী আমার হবে শূন্য, দেহশূন্য জ্ঞানশূন্য,
সব শূন্যময় হেরি। (১৬)

রচয়িতার নাম।

ললিত আড়াখেমটা (উমার প্রতি মেনকা)

(অজ্ঞাত) কোন্ প্রাণে উমা তোমায়, বিদায় দি বিধুবদনি ?
কৈলাস শিখরে যাবে, ও গো শিখরবাসিনি,
বছরাবধি ধরে করি আয়োজন, মা তোমার এই তিন দিনের কারণ,
দুঃখে দহে দেহ ঝরে দুনয়ন, কেন পোহাইল নবমী রজনী ?
যামিনী প্রভাতে হল মা বিজয়া, শিব্ এসেছেন নিতে যাবেন
শিবজায়া, মা বলে কি মা, তোর হয় না কিছু মায়া ?
আবার কবে ভবে আসিবে ভবানি ? (১৭)

আলাইয়া। একতালা। (ঐ)

কৈলাসনাথ মুখো
গৌরি অঞ্চলের নিধি আয় মা হৃদয়ে বাঁধি
তোরে বিদায় দিয়ে উমা, কাঁদিব কি নিরবধি ?
কত ভাগ্যে এসেছিলে, কি ব'লে মা যাবে চ'লে ? না হয় দুদিন
বেশি হলে, রবে হর নেত্র মুদি'
যে তিন দিন মা ছিলে ঘরে, আমি ত ব্যস্ত ব্যবহারে, চাঁদমুখ
হেরিবারে, সাবকাশ নাই অদ্যাবধি ;—ইতিমধ্যে আজি তোরে,
বিদায় দিই মা কেমন ক'রে ? ব'লে যা মা আসবি ফিরে,
দেখব কেমন সত্যবাদী
সর্ব্বস্ব ধন দিতে বিদায়, এ ত বড় প্রাণেরি দায়, তব সঙ্গে প্রাণ
যদি যায়, সে ত হয় নিয়ম বিধি, মনে যা আছে তা কয়,
নিবারণ সাধ্য কার ? যাও যদি মা যেতে পার, দীন হীন
কৈলাসে বধি' (১৮)

ললিতবিভাষ একতালা (ঐ)

রসিকচন্দ্র রায়।
ও মা উমে, সুবর্ণ প্রতিমে, মা বলে আজ আয় মা কোলে।
আমার সাধের গুণসুন্দরি, ত্যজে স্বর্ণপুরী, হরবাসে যেন যাস্‌নে চলে

রচয়িতার নাম।

সেই জামাতা ভিকারী, তাতে জটাধারী, শুনি সদা থাকে বিল্বতলে,—
বেড়ায় ভিক্ষে করি, অঙ্গে মাখে ছাই, মুখে ববম্ ধ্বনি, গায়ে
বস্ত্র নাই, সেথা উমাধন তোরে আজ পাঠাব কি বলে ? ।(১৯)

যোগিয়া　জৎ　(উমার প্রতি মেনকা)

রসিকচন্দ্র রায়

ভিকারী হবের ঘরে, কি সুখে রবি শঙ্করি ?
শুনেছি সেই পাগল ভোলা, বেড়ায় সদা ভিক্ষা করি
অঙ্গে তার নাহি বাস, কৈলাসেতে নাহি বাস, নিত্য করে উপবাস,
সন্ন্যাসী সেই জটাধারী
কলেবরে মাখে ভস্ম, স্বভাবেতে ভাব ঔদাস্য, মুখে নাহি মধুর হাস্য,
অঙ্গে ফণী বিষধরী (২০)

ঐ।　ঐ।　(ঐ)

(অজ্ঞাত)

যদি একান্ত মনোবাসনা, যাইতে পতিভবনে
দেখো, মোরে দুঃখিনী জননী ব'লে যেন থাকে মনে
আমি, তোর আসার আশা পেয়ে, রহি বৎসরেক চেয়ে, পুন আসি
দেখা দিও, অভাগীর এ ভবনে।
আয় মা দি কনক গুলি, বিজয়া জয় সকলি, চুম্বি চন্দ্রবদন গুলি,
মুছে অশ্রু দুনয়নে (২১)

ললিত।　আড়াঠেকা　(ঐ)

আনন্দচন্দ্র চট্টো

গমন সময়ে উমা আয় মা একবার কোলে করি।
আবার কবে দেখা হবে ? কি জানি বাঁচি কি মরি
মা তুমি কৈলাসে গিয়ে, সদাশিবে সেবিয়ে, শিব সোহাগিনী হয়ে,
থেক গো শিবশঙ্করি.

রচয়িতার নাম

বাসনা সদাই মনে, রাখিযে নিজ ভবনে, মাযে ঝিয়ে দুই জনে, মনে
সুখী হই ,—কপাল তেমন নয়, করি জামাতার ভয়, কি জানি
কিসে কি হয়, কি ভাবিবেন ত্রিপুরারি (২২)

ললিতবিভাষ ঝাঁপতাল (উমার প্রতি মেনকা)

হরিনাথ মজুমদার

এস কোলে করি উমা বল "মা" বিধুবদনে
তোমার মারে "মা" বলে মা কে আছে তোমা বিনে ?
দুঃখিনী জননী বধে, ঈশানি যাবে কেমনে ?—তুমি আমার নয়ন
তারা, তোরে বিদায় দিয়ে তারা ! তারাহারা নয়নে কেমনে
রহিব ভবনে ?
ও মা ! তিন দিনের তরে আসিয়ে, নির্ব্বাণ আগুন জ্বেলে দিয়ে,
নিদয় হযে বিদায় দিতে, বল গো কি কারণে ? প্রাণান্তে
নন্দনপ্রান্তে, যেতে দিব না তোমায় বনে , সম্পদ সিন্ধুর নিধি,
ভাগে তে মিলান বিধি, নিজ দোষে হারাই যদি, পাব না আর
জীবনে (২৩)

সুরট আড়ঠেকা (সখীদের প্রতি উমা)

রামকৃষ্ণ রায়।

কাদে গো পরাণ আজি, তোমা সবে ছাড়িতে
বিধি জানে কবে পাব, পুন সবে হেরিতে
প্রাণে প্রাণ মিলাইয়ে, খেলিতাম ধুলা লয়ে, খেলিত নয়নে সুখ,
মুখভরা হাসিতে
কত কি যে মনে হয়, মনেই তা পায় লয়, বলি ২ করি কৈ, পারি না
যে বলিতে ,—কর ছুটি ধরে কই, ভুল না আমারে সৈ ,
এবে গো বিদায় হই, পতিসনে যাইতে (২৪)

রচয়িতার নাম

মুলতান। কাওয়ালী (মেনকার উক্তি)

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধুমুখ হেরি, অভাগিনী
মায়েরে বধিয়া কোথা যাও? (গো.)

রতন ভবন মোর আজি হল অন্ধকার, ইথে কি রহিবে দেহে ছার
জীবন?—এইখানে দাঁড়াও মা! বারেক দাঁড়াও মা! তাপের
তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও

দুইটি নয়ন মোর রহিল পথ পানে, বলে যাও আসিবে আর কত
দিনে এ ভবনে? এই বাসনা পুরাও,—বিধুমুখে 'মা" বলিয়ে
মায়েরে জুড়াও (গো) (২৫)

রচয়িতার নাম

চতুর্থ অধ্যায়।

কৃষ্ণলীলা বিষয়

দেশবরারি একতালা (রাধিকার প্রতি কৃষ্ণ)

জয়দেব গোস্বামী

বদসি যদি কিঞ্চিদপি, দন্তরুচি কৌমুদী, হরতি দর তিমিরমতি ঘোরং

স্ফুরদধর শীধবে, তব বদন চন্দ্রমা, রোচয়তি লোচন চকোরং

প্রিয়ে চারুশীলে, মুঞ্চময়ি মান মনিদানং,

সপদি মদনানলো, দহতি মম মানসং, দেহি মুখকমল মধুপানং

সত্যমেবাসি যদি, সুদতি ময়ি কোপিনী, দহি খর নয়নশর ঘাতং,

ঘটয় ভুজবন্ধনং, জনয় রদ খণ্ডনং, যেন বা ভবতি সুখ জাতং

ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নং,

ভবতু ভবতীহ ময়ি, সততমনুরোধিনী, তত্র মম হৃদয়মতি যত্নং

নীল নলীনাভমপি, তন্বি তব লোচনং, ধারয়তি কোকনদ রূপং,

কুসুমশর বাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি, কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপং

স্মরগরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদপল্লবমুদারং,

জ্বলতি ময়ি দারুণে, মদন কদনারুণে, হরতু তদুপাহিত বিকারং।

স্ফুরতু কুচ কুম্ভয়োরুপরি মণি মঞ্জরী, রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশং,

রসতু রসনাপি তব, ঘন জঘন মণ্ডলে, ঘোষয়তু মন্মথ নিদেশং

স্থলকমল গঞ্জনং, মম হৃদয় রঞ্জনং, জনিত রতিরঙ্গ পরভাগং,

ভণ মসৃণ বাণি, করবাণি চরণদ্বয়ং, সরস লসদলক্তক রাগং

ইতি চটুল চাটুপটু, চারু মুরবৈরিণো, রাধিকামধি বচন জাতং;

জয়তি পদ্মাবতীরমণ জয়দেব কবি, ভারতী ভণিতমতি সারং

(১)

রচয়িতার নাম

গৌরী। কাওয়ালী

রামানন্দ রায়। কেলি বিপিনং প্রবিশতি রাধা
প্রতিপদ সমুদিত মনসিজ বাধা
কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতম্, পঙ্কজমিব মৃদু মারুত চলিতম্
বিনিদধতি মৃদু মন্থর পাদম্, রচয়তি কুঞ্জর গতি অনুবাদম্
জনয়তি রুদ্র গজাধিপ মুদিতম্, রামানন্দ রায় কবি ভণিতম্ (২)

তিরোতা। ঐ। (সখীর প্রতি যুবতী নারী)

বিদ্যাপতি সখি হে! মন্দ প্রেম পরিণামা
বল কে জীবন, করল পরাধীন? নাহি উপকার এক ঠামা।
ঝাঁপলু কূপ দেখই ন পারলু, যাইতে পদদহুঁ ধাই,
তখনক লঘু গুরু, কিছু না বিচারিলু, অব পাছু তরইতে চাই
মধু সম বচন, প্রেম সম মানলু, পহিলহুঁ জানলু ন ভেদ,
আপন চতুর পং পরহাতে সোঁপলু, হৃদয় গরব দূরে গেল
এতদিন আন ভাবে হাম আছিলু, অব বুঝিলু অবগাহি,
আপন শূল হাম আপহি চাঁচলু, দেখি দেয়ব অব কাহি?
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন ২ যুবতি। চিতে নাহি গণবি আনে,
প্রেম কারণ, জীউ উপেখিয়ে, জগজন কো নাহি জানে (৩)

সিন্দুর। একতালা (সুবোলের প্রতি কৃষ্ণ)

চণ্ডীদাস আজুকার নিশি, নিকুঞ্জে আসি, করিল বিবিধ রাস
রসের সাগরে, ডুবাইল মোরে, বিহানে চলিল বাস
শুন হে সুবোল সখা সে হেন সুন্দরী, গুণের আগরি, পুন কি পাইব দেখ?
মদনে আগুলি, গলে ২ মিলি, চুম্বন করল যত,
কেশ বেশ যত বিথার হইল, তাহা বা কহিব কত?

রচয়িতার নাম

অশেষ বিশেষ বচন কহিয়া, আবেশে লইয কোবে ,
অঙ্গেব পবশে হিযা ডুবাইল, কেমনে পাসবি তারে ?
চণ্ডীদাস কহে শুন হে নাগব , এ বড় লাগল ধন্ধ ,
সে বাধা বমণী, বস শিবোমণি, তোমাবে কবল বশ (৪)

শ্রী একতালা (সখীব প্রতি বাধিকা)

জ্ঞানদাস সুখের লাগিয়া এ ঘব বান্ধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল
অমিয়া সায়বে সিনান কবিতে, সকলি গবল ভেল
সখি বে , কি মোব কবমে লেখি ?
শীতল বলিযা ও চাঁদ সেবিনু, রবির কিবণ দেখি
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু, পড়িনু অগাধ জলে ,
লছমী চাহিতে দাবিদ্র্য বেড়ল, মাণিক হাবানু হেলে
পিযাস লাগিয়া জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল ;
জ্ঞানদাস কহে কানুব পিবীতি, মবণ অধিক ভেল (৫)

ঝিঁঝিট ঐ

ভানুসিংহ গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে, মৃদুল মধুর বংশী বাজে, বিসবি ত্রাস
লোক লাজে, সজনি আও আও লো ।
পিনহ চাক নীল বাস, হৃদয়ে প্রণয় কুসুম বাশ, হবিণ নেত্রে বিমল
হাস, কুঞ্জবনমে ধাও লো ,
ঢালে কুসুম সুবভি ভাব, ঢালে বিহগ সুরব সার, ঢালে ইন্দু অমৃত
ধ ব, বিমল বজত ভাতি বে —মন্দ ২ ভৃঙ্গ গুঞ্জে, অযুত কুসুম
কুঞ্জে কুঞ্জে, ফুটল সজনি ! পুঞ্জে পুঞ্জে, বকুল যূথি জাঁতি রে
দেখ লো সখি শ্যামবায, নযনে প্রেম উথল যায, মধুর বচন অমৃত
সদন, চন্দ্রমায নিন্দিছে , আও ২ সজনিবৃন্দ , হেবব সখি
শ্রীগোবিন্দ, শ্যামকো পদারবিন্দ, ভানুসিংহ বন্দিছে (৬)

রচয়িতার নাম

পটমঞ্জরী ঝাঁপতাল

শশিশেখর রায়।

মানে মলিন বদন চাঁদ, হেরি সহচর হৃদয় ফাঁদ
অবনত করি আপন শির, সঘনে নয়নে বহয়ে নীর
ক্ষিতিতলে নখে লিখই রাই, থির নয়নে রহই চাই
সখীগণে কিছু না কহে বাত, অরুণ বসন খসয়ে গাত
ফুল কবরী না বাঁধে তায়, কাতরে শেখর দাঁড়ায়ে চায় (৭)

সুরট ঢিমাতেতালা। (রাধিকার উক্তি)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো।

কহ সৈ, জীয়ত মরত কি বিধান
ব্রজ কি কিশোর সৈ কাঁহা গেল ভাগই? ব্রজজন টুটল পরাণ
মিলি গেই নাগরী, ভুলি গেই মাধব, রূপবিহীন গোপ কুমারী,
কো জানে পিয় সৈ রসময় প্রেমিক, হেন বঁধু রূপ কি
ভিখারী?
আগে নাহি বুঝনু, রূপ দেখি ভুলিনু, হৃদে বৈনু চরণ যুগল, যমুনা
সলিলে সৈ অব তনু ডারব, আন সখি ভখিব গরল
কিবা কাননবল্লরী, গল বেড়ি বাঁধই, নবীন তমালে দিব ফাঁস, নহে
শ্যাম শ্যাম শ্যাম, শ্যাম নাম জপয়ি, ছার তনু করব বিনাশ (৮)

ভৈরবী একতালা (ঐ)

স্বর্ণকুমারী দেবী

সখি রে, তু বোলো
কাহে এত মন মজিল?
যব দেখিনু সো হাসি, পরাণে হইনু উদাসী, স্বর শুনি
হইনু পাগল
কি আছে সে আঁখিয়াতে, সৈ, পরাণ হারাল; কাহে মেরা এয়সা
ভেল?—আপনা সুধায়ে সখি, উত্তর না পাওল (৯)

বচয়িতার নাম

কর্ণাটকামোদ। একতাল।

গোবিন্দ দাস

সবহু নাচত সবহু গাওয়ত, সবহু আনন্দে বাঁধিয়
ভাবে কম্পিত লুঠত ভূতলে, বেকত গৌর কাঁতিয়া
মধুর মঙ্গল মৃদঙ্গ বাজত, চলত কত ২ ভাতিয়া,
বচন গদ্‌গদ মধুর হাসত, খসত মোতিম পাঁতিয়া
পতিত লোকে লখি, রোয়ত হরি ২, দেওয়ত পুন যাচিয়া,
অরুণ লোচনে বরুণ ঝরতহি, এ তিন ভুবন ভাসিয়া
এ সুখ সাগরে, লুবধ জগজন, মুগধ ইহ দিন রাতিয়া ;
গোবিন্দ দাস রোয়ত অনুখণ, বিন্দু কণা আধ লাগিয়া (১০)

ঝিঁঝিট মধ্যমান। (বৃন্দার উক্তি)

দাশরথী রায়

কে ধনি, তুই এলিস্ গোকুলে ? (গোকুলে গো,)
অকূলে হয়েছিস্ আকুল, কেউ বুঝি তোর নাই ত্রিকুলে।
বয়েস দেখে দেখে আকার, অসতী ত হয় না বিচার, কেবল যৌবনের
সঞ্চার, হয়েছে হৃদি কমলে
হয় নাই রসারস বোধ, প্রণয়ের বোধাবোধ, জন্মে নাই পিরীতের
স্বাদ, তবে ফির কিবা ছলে ? (১১)

ঐ কাওয়ালী (ঐ)

রূপচাঁদ পক্ষী

কে ও বিদেশিনী ? (লো সই)
অবয়বে সর্ব্বভাবে, শ্যাম গুণমণি
নারীর বসন তজে, যদি গো রাখাল সাজে, চিনিতে নারিবে ব্রজে,
ব্রজের আহিরিণী
নবীনা নহে প্রবীণা, করে করা রসবীণা, বীণাস্বরে প্রাণ কেনা,
বিনাশে কামিনী
আহা মরি কি সুঠাম, বর্ণ নব ঘন শ্যাম, যুগল নয়ন বঙ্কিম,
কাম প্রসবিনী (১২)

রচয়িতার নাম

ঝিঁঝিট   কাওয়ালী   (রাধিকার উক্তি)

(অজ্ঞাত) বাঁশী, বাজাইও না শ্যাম।
ঐ বাঁশী শুনে রাধার, গেছে কুল মান
যে ঘরেতে ঘর করি, হরি বল্‌তে প্রাণে মরি, শাশুড়ী ননদী অরি,
পতি আমার বাম (১৩)

ঐ   ঐ   (ঐ)

ঐ বারং কর গো সৈ আর যেন শ্যামের বাঁশী,বাজে না বাজে না
আমরা নারী কুলবালা, পথে কালা একি জ্বালা ? ছল্‌ করে জল
আন্‌তে যাওয়া, সাজে না সাজে না
শুনিয়ে বাঁশীর রাগ, ননদিনী করে রাগ, আর যেন প্রেম রাগ,
ভাঁজে না ভাঁজে না (১৪)

ঐ   ঐ।   (ঐ)

ঐ হরিনাম কেউ যেন না শুনে
কৃষ্ণ কথা বল্‌বি যদি গো। বল্‌সে আমার কাণে ২
আদেশ ক্রমে মনভ্রমে করি হরি রব, কখন করি হরিরব, কখন
কৃষ্ণরব, ও নামে আমার প্রতি খড়্গহস্ত সব, হিরণ্যকশিপু
রাজ্য, হল রে এ বৃন্দাবনে (১৫)

ঐ   ঐ   (ঐ)

ঐ গিয়ে সখি যমুনার কূলে
হেরিলাম কালশশী, কদম্বের মূলে
মরি সে মোহন রূপ, জগতে অননুরূপ, নিরখি নাগর ভূপ,
কালী দিলাম কুলে

রচয়িতার নাম

শুনিয়ে মধুর বাঁশী, মন হইল উদাসী, কেমনে ভবনে আসি, মন
প্রাণ গেল ভুলে (১৬)

ঝিঁঝিট আদ্ধা তেতালা (রাধিকার উক্তি)

(অজ্ঞাত) ধীরে ২ যাও রাধানাথ আমি তোমার সঙ্গে যাব
অধীনী চরণাগতা, ত্যজিলে হে ব্যথা পাব
তুমি তরু আমি লতা, আমায় ছেড়ে যাবে কোথা ? চরণে নূপুর
হবে, গমনে সুখে বাজিব (১৭)

ঐ জৎ (কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা)

মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কেশব হে, তব সব নব ব্যবহার
জানো না খেলিতে হোরি, কেবল চাতুরী সার
আবির দিয়ে দুচক্ষে, কুমকুম মারিছ বক্ষে, এই ব্যানে ধর্ম্ম রক্ষে,
নহে সমক্ষে কাহার
দূর হতে পিচকারী, দিতেছ হে বংশীধারি আমরা অবলা নারী,
সইতে নারি আর
কাছে এস ব্রজরাজ, বাজি রেখে খেল্‌বে আজ, হারিলে রমণী সাজ,
সাজিতে হবে তোমার (১৮)

ঝিঁঝিটখাম্বাজ মধ্যমান (রাধিকার প্রতি বৃন্দা)

গোবিন্দ অধিকারী দেখ্ না চেয়ে পায়, হায় হায় প্যারি গো তোর রাঙ্গা পায়
কি হবে ইহার উপায়, দেখে আমাদের লজ্জা পায়
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ যার পায়, তার মাথা কি পায় শোভা পায় ? আর
ঠেলিস্‌নে প্যারি দুপায়, কৃষ্ণধন কি যে পায় সে পায় ? (১৯)

রচয়িতার নাম

ঝিঁঝিটখাম্বাজ মধ্যমান (রাধিকার সখী)

গোবিন্দ অধিকারী — দেখ না কমলে কমলিনী, পড়ে স্থলে জলে
এ জ্বালা জুড়ায় না জলে, সোণার কমল জলে জ্বলে
কহিতে মোর অন্তর জ্বলে, প্যারী পড়ে অন্তর্জলে, এসে কৃষ্ণ!
অন্তিম কালে, বাজাও বাঁশী রাধা বলে (২০)

ঐ ঐ (বৃন্দার প্রতি রাধিকা)

(অজ্ঞাত) — প্রেমব্রত আজ আমার, হল উদযাপন
কৃষ্ণায় নমঃ বলে দূতি আহুতি দিব এ প্রাণ
যে ব্রতের যে পদ্ধতি, সকলি ত জান দূতি কবি আমি এই মিনতি,
কর ব্রতের আয়োজন
ব্রত ফলে পাব কান্ত, বাসনা ছিল একান্ত, এখন হল দক্ষিণান্ত,
ক্ষান্ত হও রে পাপ মন।
বিপুছুম কাঠ করিব, মদনে আহুতি দিব, দক্ষিণান্তে বব লব,
যেন না ঝুরে নয়ন (২১)

ঐ। ঐ। (কুটিলার প্রতি রাধিকা)

ঐ — ননদি, তুই বলিস্ নগরে
ডুবেছে রাই কমলিনী, কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে
কায্ কি বাসে কায্ কি বা সে? কায্ কি আমার পীতবাসে?
পীতবাস যার হৃদ বাসে, সে কি বাসে বাস করে?
কায্ কি গোকুল কায্ কি গো কুল? ব্রজকুল সব হোগ্ প্রতিকূল,
আমি ত সঁপেছি গো কুল, অকূল কাণ্ডারীর করে (২২)

ঐ ঐ (রাধিকার উক্তি)

ঐ — দিন যাবে রবে না দীনবন্ধু হে
দুখে সুখে যাবে দিন, রবে কেবল ঘোষণা

রচয়িতার নাম

যে দিন ইন্দ্র করেছিল, বড় বরিষণ, তিনি ধরে রক্ষা করে ব্রজবাসী-
গণ ,—অনায়াসে ধরিলে শৈল, সে সব তোমারে সইল, এজগতের
ভার সইল, ও হে বাধর ভার কি সইল না ? (২৩)

খাম্বাজ মধ্যমান (রাধিকার উক্তি)

(অজ্ঞাত) সেই কালরূপ সদা পড়ে মনে (আমার গো) ।
ভুলিতে বাসনা করি, যাতনাতে মরি প্রাণে
দেশেতে হইলাম দোষী, প্রতিবাদী প্রতিবাসী, তবু কাল ভালবাসি,
অভিলাষি নিশি দিনে ।
ভাবি অন্য মনে থাকি, গৃহকার্যে মন রাখি, কিছুতে না হই সুখী,
সে জাগে অন্তরে ,—যার লাগি এত জ্বালা, সেই হল জপমালা,
কি গুণ করেছে কালা, হেলা হল কুল মানে (২৪)

ঐ ঐ (ললিতার উক্তি)

গোবিন্দ অধিকারী আর মালা গাঁথ কি কারণ ? (রাজনন্দিনি গো)
যার তরে গাঁথ মালা সে গেছে মধুভুবন
মালতী কুসুমের মালা, মালা হবে জপমালা, সে মালা ভুজঙ্গ হয়ে
(তোমার) শ্রীঅঙ্গে করয়ে দংশন (২৫)

ঐ । ঐ । (ব্রজবাসিনী কুলাঙ্গনা)

(অজ্ঞাত) ঘরে কি রবে কুলবালা
বাঁশীতে মন উদাসী, কুল মানে করে হেলা
শুনিয়ে বাঁশীর রব, বদনে না সরে রব, কেমনে গৃহেতে রব ?
কে সবে এ সব জ্বালা ? (২৬)

রচয়িতার নাম

খাম্বাজ। আড়াঠেকা (রাধিকার উক্তি)

ভারতচন্দ্র রায়। কারে কব লো যে দুঃখ আমার?
সে কেমনে রবে ঘরে? এত জ্বালা যার।
বাঁধা আছি কুল ফাঁদে, পরাণ সতত কাঁদে, না দেখিয়ে শ্যামচাঁদে, দিবসে আঁধার
ঘরে গুরু দুরাশয়, সদা কলঙ্কিনী কয়, পাপ ননদিনী ভয়, কত সব আর?
শ্যাম অখিলের পতি, তারে বলে উপপতি, পোড়া লোকের পাপ মতি, না বুঝে বিচার
পতি সে পুরুষাধম, শ্যাম সে পুরুষোত্তম, ভারতের সে নিয়ম, কৃষ্ণচন্দ্র সার (২৭)

ঐ কাওয়ালী।

উমানাথ চট্টো। দেখ্‌সে আসি' ব্রজবাসি! ব্রজবিলাসী হলো সন্ন্যাসী
ত্যেজে ধেনু, ফেলে বেণু, কালা কানু গেল কাশী
কাল বিচ্ছেদ কাল এল ব'লে, কাল কালিন্দী প্রখরে বহিছে;—
ইন্দীবর নয়নী, রাধা বিনোদিনী, পাগলিনী প্রায় কাঁদিছে;—
নীরব বিহগ সব, তরুশাখে বসি', বিচ্ছেদ দাবানলে পুড়িছে দিবা নিশি।
কোথায় বা পীত ধড়া, কোথায় বা মোহন চূড়া, গড়াগড়ি যায় বন ফুলের মালা;—দুঃখবোলে অলিদলে, দলিছে নলিনীর দলে দলে, বকুল ব্যাকুল করি' দিতেছে জ্বালা;—নাচে না শিখিগণ, হাসে না ফুলবন, বহে না পবন মৃদু হিল্লোলে; কাঁদিছে কাঁদাইয়ে সব বিনা শ্যামশশী, কাল বিচ্ছেদকাল আসি' গ্রাসিল ব্রজের সুখশশী॥ (২৮)

রচয়িতার নাম।

খাম্বাজ কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) যমুনা পুলিনে ব'সে কাঁদে রাধা বিনোদিনী
বিনা সেই রাকা শশী বাঁকা শ্যাম গুণমণি
শুকাল কমল মালা, বাড়িল বিরহ জ্বালা, কাঁদে যত ব্রজবালা,
বিনে কা'ল' গুণমণি (২৯)

ঐ ঐ। (রাধিকার উক্তি)

ঐ আজ কেন বাজালে বাঁশী অসময় ? রসময়!
জান ত সতত মম আছে গুরুজন ভয়
বাঁশী "রাধা ২" বলে, সখীরা সব কতই বলে, শুনে ২ অঙ্গ জ্বলে,
বিদরে হৃদয় ; সখীদের নামে কি হে বংশীরব হয় ?—
(হায়, হায়,) তা হলে এ প্রাণ রাধা ত্যজিবে নিশ্চয় (৩০)

ঐ ঐ (ব্রজবাসিনী কুলাঙ্গনা)

শী কিবা সুমধুর স্বরে,
না পারে, রহিতে ঘরে ?।
?ী ? মন চায় দেখে আসি, বিনা মূলে হইগে
? ভয় কুলে শীলে, বল কি করে ?
, করিগে তার উপাসনা, হয় হবে দেশে
কলঙ্কের পসরা শিরে, ধরব লো সৈ তার তরে
শীলে, জলাঞ্জলি নাহি দিলে, প্রেম কি সহজে
মোক্ষ লাভ হবে, হেরিলে সে বংশীধরে (৩১)

ঐ একতালা (রাধিকার উক্তি)

ালো না আমারে বোলো না, যাইতে যমুনা জলে
সে কালা কুরীতি, দাঁড়ায়ে কদম্বতলে

রচয়িতার নাম।

না জানি স্বজনি, কিবা প্রয়াসে, পথে যেতে শ্যাম নিকটে আসে,
আভাসে ২ সে ভাষে কি আশে, ছুতাশে পদ না চলে।
স্বজন সুজন আর পরিজন, বিনয় বচনে বলে; কি কবি সখি?
সদত অসুখী, তনু জলে দুখানলে;—তুমি কুলবধূ রাজার কন্যে,
রূপে কুলে শীলে মান্যে ধন্যে, ছি ২ ছি মরি কিসেরি জন্যে,
এত ছলা কালা ছলে? (৩২)

খাম্বাজ। একতালা। (রাধিকার উক্তি)

(অজ্ঞাত) বংশী, বাজায়ে চিকণ কালা।
কুল মান হবে নিলে, মজায়ে অবলা
গুরু জনার মাঝে বসি, নাম ধরে বাজায় বাঁশী, পারিনে যে দেখে
আসি, হল একি জ্বালা? (৩৩)

ঐ। ঐ। (কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা)

ঐ আর কি সময়, নাহি রসময়। বাজাতে মোহন বাঁশী?।
কে বলে সরল বাঁশী তোমারি? তা হলে কি মন লয় হে হরি?
ছলনা ছাড়না কপট শ্রীহরি। শ্রীমতী তোমারি দাসী
না জানি বাঁশী কিবা গুণ ধরে, বারেক বাজিয়ে মন প্রাণ হরে,
না দেয় আমারে থাকিতে হে ঘরে, করে যে সদা উদাসী।
কাননে আসিতে, তোমারে হেরিতে, নিরন্তর অভিলাষি; কি করি
বল না, হয়ে কুলাঙ্গনা, কি রূপে এরূপে আসি?
সদা গুরুজন নিকটেতে রই, বাঁশী শুনে প্রাণে ব্যাকুলিতা হই,
আ মরি আ মরি দুখ কারে কই, প্রতিবাদী প্রতিবাসী (৩৪)

উক্ত গীতের উত্তর

ঐ ঐ। (রাধিকার প্রতি কৃষ্ণ)

ঐ আমি কি কিশোরি অভিলাষ করি, বাঁশীতে ডাকি তোমারে?

রচয়িতার নাম

বাঁশরীর এ কি ভাব ভাবোদয় ? বিনা অন্য নাম তব নাম গায়,

তা বলে কি বাঁশী বাজাব না হায় যাব কি যমুনা পারে ?

সুধামাখা রাধানামে বাঁশী সাধা, তাইতে রাধা নাম করে ;

যে জন অধরে, রাধা নাম ধরে, সে কি আর ভুলিতে পারে ?—

রাধা ভক্ত বাঁশী বাঁধা ভক্তিগুণে, মত্ত হয় সদা তব গুণ গানে,

যেমন ঐ ভক্ত নারদের বীণে, সদা হরি নাম করে (৩৫)

খাম্বাজ একতাল (কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা)

দয়ালচাঁদ মিত্র

কি কব কিব কব, শ্যাম নটবর ? থাই সর নিজ কাযে

চপল নয়ন শর বরিষণ, কোর না হৃদে বাজে, মিনতি করি,

করে ধরি হরি। ক্ষমা কর পথ মাঝে,—ওহে চতুর কালা

ত্রিভঙ্গ। কথনো করনি রমণী সঙ্গ, সর সর লাগে অঙ্গে অঙ্গ,

ছি ছি হরি। মরি লাজে

আমি গোপের গোপ-ললনা, তুমি কি হরি। জেনেও জান না ?

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছলনা ছাড় না, হেন কি তোমারে সাজে ? (৩৬)

উক্ত গীতের উত্তর

ঐ। ঐ (রাধিকার প্রতি কৃষ্ণ)

ঐ

কেমনে বা সরি ? বল না কিশোরি। পড়েছি প্রেমেরি ফাঁদে।

এ পথে আসিয়ে, তোমারে হেরিয়ে, পড়েছি লো প্রমাদে,

কি করি এখন, করিতে গমন, চরণে চরণ বাধে

অতি থরতর, নয়নের শর, তাহে শরীর করে জর ২, এবে যে বলিছ

সর ২ সর, কি জানি কি অপরাধে ?—করিনে বটে রমণী সঙ্গ,

তুমি সে স্বভাব করিলে ভঙ্গ, এবে মানা কর ছুঁইতে অঙ্গ,

এ রীতি কি রীতি বাধে ? (৩৭)

ঐ ঐ।

উমেশচন্দ্র চট্টো

অপরূপ শোভা, মুনি মনলোভা, গোকুলচন্দ্রের চন্দ্রবদন কমলে

চন্দ্রা চন্দ্রাননী, বামে যেন ধনী, বিরাজে দামিনী মেঘের কোলে

রচয়িতার নাম

জীবনে প্রফুল্ল জিনি রক্তোৎপল, তরুণ অরুণ কিরণ উজ্জ্বল,
ভবের সম্বল চরণ যুগল, চন্দ্রাবলীর হৃদি সরোরুহ দলে
কি রূপ মাধুরী অতুল ব্রহ্মাণ্ডে, না হয় স্বরূপ কোটি বিধুখণ্ডে,
উমেশের বাসনা এ ভব অখণ্ডে, ধ্বজবজ্রাঙ্কিত পদাম্বুজ দলে (৩৮)

খাম্বাজ একতালা।

অতুলকৃষ্ণ চন্দ্র।

সর হে এখন, ও রাধারমণ যাই চল গৃহ কাযে
কোর না রঙ্গ, শ্যাম ত্রিভঙ্গ। মরি ২ মোরা লাজে।
জানি ২ তুমি রাধিকারমণ, করেছিলে গোপীর বসন হরণ,
কত শত ছলা, জান তুমি কালা, আসিতে রাখাল সাজে
তুমি বনমালি। যমুনা পুলিনে, করেছিলে কেলি গোপীগণ সনে,
করে লয়ে বাঁশী, মুখে মৃদু হাসি, প্রেমভরে গোপী মাঝে। (৩৯)

ঐ ঐ (চন্দ্রাবলীর উক্তি)

গোবিন্দচন্দ্র রায়

দাসীর মিনতি, শুন হে শ্রীপতি। পুরাও মম আশ
করি নিবেদন
ওহে রাধানাথ কোর না অনাথ, গোপীনাথ গোপীর
হৃদয়ের ধন
করুণানিধান অখিলের প্রাণ, ব্রজাঙ্গনার নয়ন নলিনী-বিধান,
নীলকান্তমণি, এ বিচ্ছেদ ফণী, দংশে গো। এখন
কৃপা বিতরণে কর পরিত্রাণ
ওহে। জীবের জীবন ত্রৈলোক্যমোহন। বংশীধর বনমালা বিভূষণ,
কর হে কটাক্ষ, ওহে কমলাক্ষ। বক্ষে রক্ষ নাথ অভয় চরণ
(৪০)

রচয়িতার নাম

খাম্বাজ একতালা। (চন্দ্রাবলীর উক্তি)

প্রসন্নকুমার সরকার
পীতাম্বর পায় ধোরো না, কিশোরী কমলবদনা ; শুনিলে
নিশিতে, কুঞ্জে প্রবেশিতে, দিবে না আসনে বসিতে পারে না
বিনয় কেন এত, কেন পদানত ? কি হবে আমারে সাধিলে নিয়ত ?
আমার মত কত, আছে শত ২, রাধার দাসী আমি ছুঁয়ো না
ছুঁয়ো না।
আমি যে কেতকী শ্রীরাধা কমল, রাধা পদ্মে বঁধু মধু ঢল ২, পান কর
প্রাণ হইবে শীতল, কেতকীতে বঁধু মধু ত পাবে না ;—ভ্রমরা।
ভ্রমেতে ব'সে কেয়া ফুলে, আশায় নৈরাশ রজ মেখে গেলে,
বেন ভ্রম ভুলে, নানা ফুলে২, ত্য'জে কমলিনী কমলবদনা?
(৪১)

ঐ খেমটা। (কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা)

(অজ্ঞাত)
ওহে বঁধু হে! প্রভাতে কেন এলে ?।
বল কি বলেছিলে ; সে সব কেবল কথার কথা, কোথায়
নিশি (রাধানাথ) কোথায় নিশি পোহাইলে ?
শ্যাম! তোমার লাগি, রাই অনুরাগী, ও শ্যাম! দোষের ভাগী
এই রজনী জাগি ,—সব সখী মিলে, বন ফুল তুলে, মালা
গাঁথিলে, শ্যাম! তোমারি গলে, দিবে হে বলে ;—বঁধু!
তুমি না এলে, লয়ে যমুনার জলে, মালা ভাসায়ে দিলে (৪২)

সিন্ধু খাম্বাজ টিমাতেতালা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
এল কৃষ্ণ এল ঐ, বাজিল বাঁশরী
সুখে শুক শারী, মুখোমুখি করি, হের নৃত্য করে ঐ ময়ূর
ময়ূরী

রচয়িতার নাম

মত্ত ভৃঙ্গ ধায়, সুখে পিক গায়, হের কুঞ্জবন সুখে ভেসে যায় ;
রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী, বাঁশী ডাকে তোরে
উঠ লো কিশোরি . (৪৩)

মুলতান খাম্বাজ জৎ। (ব্রজবাসিনী কুলাঙ্গনা)

(অজ্ঞাত) শ্যামের, বাশরী বাজিল যমুনায়
তোরা কে যাবি আয়
ঐ বাজিল বাঁশী, মন হল উদাসী, ও গো বাঁশী কুল নাশী,
দুকুল বুঝি মজায়
বাঁশীর রব শুনে, গৃহে থাকি কেমনে ? কালা কি গুণ জানে,
প্রাণে মজায় (৪৪)

বেহাগ খাম্বাজ। কাওয়ালী

ঐ বাঁশী, কি গুণ জানে ?
মজালে অবলাকুল মধুর তানে
পতি ছাড়ে পতিব্রতা, শিশু ছাড়ে মাতা পিতা, শুনিলে বংশীর
ধ্বনি, একবার কাণে (৪৫)

ঐ। ঠুংরি। (রাধিকার সখীগণ)

ঐ আমরা, যাব গো করিতে সবে শ্যাম দরশন।
হবে সে ধনে হেরে মনবাঞ্ছা পূরণ
সে যে রাজা হয়েছে মথুরা ধামে, কুব্জা দাসী রাণী বসেছে তার বামে ;—
দেখি ২ মান রেখে কি না, করে সম্ভাষণ, ব্রজেরি দুখের কথা,
বল্‌ব তখন
কেঁদে অন্ধ হল নন্দ নন্দরাণী, রাধা আছে কি না আছে অনুমানি ;—
শুনিয়া কেশব সব দুখ বিবরণ, দেখি করে কি না করে
প্রত্যাগমন।

রচয়িতার নাম

সব সখী মিলে ধ'রে আন্‌ব তারে, দেখি বাধা দিয়ে কেবা রাখ্‌তে
পারে ?—রীতিমত দাসখৎ লেখা দেখায়ে সমন, সেই জোরে
মনচোরে, কর্‌ব বন্ধন
যদি প্রিয় ও যে সে না আসে, বংশীধারী, তবে করিব সবে মোরা
আইন জারি,—এমন পলাতক খাতকের শাসন কারণ, রাই
রাজার দরবারে করিব অর্পণ

সিন্ধু। জৎ (ব্রজগোপিনীগণ)

মহেশচন্দ্র মুখো। ছাড় অঞ্চল চঞ্চল শ্যাম। ওহে গুণধাম। দধি বেচিবারে যাই
পথ মাঝে, মরি লাজে, এ কি ত্রিভঙ্গ কানাই ?।
তুমি হে নিষ্ঠুর হরি, ক্ষমা দাও মিনতি করি, তব পদে ধরি তবু
দয় নাই, শিরের পসরা টলে, পাছে পড়ে ভূমিতলে,
গঞ্জনা দিবে সকলে, ঐ বড ভয় পাই॥ (৪৭)

সিন্ধুকাফি। মধ্যমান (রাধিকার উক্তি)

(অজ্ঞাত) রাধা বলে বাজায় বাঁশী কে ? ও তার ছেঁদা কটা বুজিয়ে দে
শুনলে বাঁশী হই উদাসী, ও তার এমন বাঁশী শুনে কে ?
ভাতার লাগে না ভাল, এ কি বাঁশী কাল হল ? হৃদয়ে বিঁধিছে
শেল, ও তার বাঁশের বাঁশী কেড়ে নে (৪৮)

ঐ জৎ (রাধা ও সখীগণ)

ঐ শ্যামের কি রঙ্গ হেরি, ত্রিভঙ্গ মুরারি
খেলিছে হোরি, লয়ে সহচরী, অধরে ধরে বাঁশরী
রাধা রাধা বলে, বংশী বাজিল, মজিল গোকুল নারী।
বাঁশী কেড়ে লব, আমরা বাজাইব, তোমারে সাজাব নারী ;—
নারী সাজাইব, বামে বসাইব, আমরা হব বংশীধারী। (৪৯)

রচয়িতার নাম

পিলু (জংলা)। কাহারবা। (রাধার সখীগণ)

রামচাঁদ মুখো। আর কি আমাদের বাধে। আছে গো সে কুল ?
কুল নাশ করি' হরি ত্যজেছেন গোকুল
গোপিকার কুল ক'রে ভঙ্গ, কুলীন হলেন সে ত্রিভঙ্গ, মথুরাতে কুব্জার সঙ্গ, পরিবর্ত্ত কুল
কুলশ্রান্ত কুলীন পেয়ে, কুল শীল সকল দিয়ে,করেছিলেম কুলক্রিয়ে, বাড়াইতে কুল ,—কপালক্রমে এই হ'ল, কুল বাড়াতে কুল গেল, রামচন্দ্র বলে ভাল, রবেছিলে কুল . (৫০)

বসন্তবাহার খেমটা। (রাধা ও সখীগণ)

(অজ্ঞাত) আজ হোরি খেল্‌ব শ্যাম তোমার সনে
একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে
আমরা ব্রজাঙ্গনা, পুরাব বাসনা, আবির চন্দন দিব শ্রীচরণে
শুন বনমালি আমরা তোমায় বলি, আজ বুঝ্‌ব চতুরালি,
খেলো আপন মনে (৫১)

সরোয়াঁ। কাওয়ালী (রাধিকার উক্তি)

ঐ ঐ যে বাজিল বাঁশী, যমুনা পুলিনে
যমুনা পুলিনে লো সৈ কুসুম কাননে
কি ক্ষণে যমুনায় গেলাম, কাল রূপ কি হেরিলাম, মন প্রাণ সব হারালাম, কালারি দর্শনে (৫২)

ঐ ঐ (ঐ)

ঐ এত সাধের কালা গেল, কলঙ্ক গেল না লো (সৈ)
ভাবিয়ে ২ শ্যাম, পাগলিনী হলেম শ্যাম, কালা কলঙ্কিনী নাম, জগতে রহিল কাল (৫৩)

রচয়িতার নাম

বারোয়াঁ কাওয়ালী। (রাধার সখীগণ)

(অজ্ঞাত) কেশব! তোমার কাল অঙ্গে, রং ভাল সেজেছে হে.
আবিরেতে অঙ্গ মাখা, কাল রূপ গিয়েছে ঢাকা, কেবল মাত্র নয়ন
বাঁকা, তাইতে চেনা গেছে হে. (৫৪)

ঐ। জং (রাধার উক্তি)

ঐ আমার মন মজিল সখি রে, কালার পিরীতে
মনে করি ভুলে থাকি, ভোলা নাহি যায় সখি! যে দিকে ফিরাই
আঁখি, পাই দেখিতে
যে শুনেছে বাঁশীর গান, হারায়েছে কুল মান, যমুনা বহে উজান,
(কাল র) বাঁশী শুনিতে
যে হ'তে হেরেছি তারে, প্রাণ যে কেমন করে, সদা বাসনা অন্তরে,
হৃদে রাখিতে (৫৫)

ভৈরব আড়াঠেকা (ঐ)

ঐ মলয়ানিল শীতল, মন্দ বহে, একি ঋতু ইন্দ্র আইল হেন,
অনুমানে বুঝি সখি
অতনু সঞ্চার বিনে, এ তনু দহিবে কেন? ইচ্ছা হয় হেন মনে,
অঙ্গেতে চন্দন মাখি
ও কি দেখি উড়ে সৈ! কেতকী পতাকা ঐ? বসন্তের প্রাক্‌কালে,
মাধবী ফুটিল দেখি
হেন সাধ লয় মনে, কুসুম চন্দন ঘ্রাণে, পাই যদি শ্রীকৃষ্ণেরে,
আদরে হৃদয়ে রাখি (৫৬)

ঐ একতালা।

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। নাচিয়ে গাইয়ে, বংশী বাজায়ে, নটবর যদুরায়।
সহ ধেনুগণ, প্রফুল্ল বদন, চঞ্চল পদে ধায়

রচয়িতার নাম

যুগল চরণ রাজীব রাজে, মৃদুল মধুর নূপুর বাজে, মাথায় মোহন
চূড়া সাজে, ররিকরে শোভা পায়
বাজায়ে বিনোদ বিনোদ বাঁশী, রাধিকা হৃদয় করে উদাসী, মোহিত
সব গোকুলবাসী, গো কুল নীরব তায়　(৫৭)

ভৈরব (মিশ্র)　একতালা।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ　কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জুয়ার ব'য়ে যায়।
বহিছে প্রেম শত ধারে, যে যত চায় তত পায়
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি', রাধার প্রেমে বল রে
হরি, প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেমতরঙ্গে প্রাণ নাচায়,
রাধার প্রেমে হরি বলি আয়॥ (৫৮)

রামকেলি।　কাওয়ালী　(রাধার উক্তি)

(অজ্ঞাত)　বারণ কর গো শ্যামেরে　ও সৈ.।
আসিতে কুটীরে, লম্পট কপট সে নাগরে।
ঐ সৈ। যায় গো যামিনী, কেন এখনো এল না কালা লম্পটের
শিরোমণি ?—গুর্ ২ গুর্ ২ করে গায়, প্রাণ যায় প্রেম দায়,
ধুক্ ২ ধুক্ ২ ধুক্ ২ ধুক্ ২ করিছে অন্তরে　(৫৯)

ঐ　ভরূতঙ্গ্ বা খেম্‌টা　(রাধার সখীগণ)

ঐ　চল ২ সবে মোরা, ত্বরায় যাই
দায়ে রাবি, দেখিব কে বলে অসতী রাই
যশের সৌরভে, জগত পূরিবে, পাইবেন প্রাণ প্রাণকানাই,—
তবে কুটিলের মুখেতে পড়িবে ছাই　(৬০)

রচয়িতার নাম।

খট একতালা (কৃষ্ণের প্রতি উদ্ধবের উক্তি)

(অজ্ঞাত) আর, সুধাও কি হে সমাচার ?
হরি তোমা বিনে, তব বৃন্দাবনে, দিবস যামিনী শুনি হাহাকার
গোপ গোপীকুল সবে শোকাকুল, পশু পক্ষীকুল হয়েছে ব্যাকুল,
গোষ্ঠে বিচরণে যায় না গো কুল, শোকে বিলুণ্ঠিত সব
শবাবার (৬১)

ভৈরবী পোস্ত। (দূতীর প্রতি রাধা)

গোবিন্দ অধিকারী। তোরা যাস্‌নে, যাস্‌নে, যাস্‌নে দূতি।
গেলে কথা কবে না সে, নব ভূপতি
যদি, কথা না কয় তোদের সনে, ফিরে আস্‌বি অভিমানে, আমি
শুনে মরব প্রাণে, শ্যামের কি ক্ষতি ?
দয়া মায়া হীন কৃষ্ণ, মনেতে জেনেছি স্পষ্ট, যাওয়া আসা মিছে কষ্ট,
কেন পাবে দৈ ?—যদি যাস্ সে মধুপুরে, আমার কথা কোন্‌নে
ভাবে, বৃন্দে রে তোর করে ধ'রে, করি মিনতি (৬২)

সিন্ধুভৈরবী। কাওয়ালী। (রাধিকার উক্তি)

(অজ্ঞাত) কালা, মন লয়ে যায় (মন লয়ে যায় আমার প্রাণ লয়ে যায়)
কে এমন ব্যথিত আছে, কালারে ফিরায় ?
একে ত শ্যাম চিকণ কালা, গলেতে বনফুলের মালা, মোহন চূড়া
বামে হেলা, বাঁশরী বাজায়
মনে করি ধরি কালা, ধরা নাহি যায়, অন্তরে থাকিয়ে কালা অন্তরে
মিশায় (৬৩)

টোড়ীভৈরবী একতালা বা আড়াখেমটা। (ঐ)

ঐ কি দেখে এলাম সৈ। যমুনারি কূলে।
চূড়া বাঁধা ধড়া পরা, কদম্বের মূলে

রচয়িতার নাম।

বাজায়ে ২ বাঁশী, কালিন্দীর কূলে, ছল করে গোবিন্দের বাঁশী,
বাধা ২ বলে (৬৪)

টোড়ীভৈরবী। আড়াঠেক (রাধিকার উক্তি)

(অজ্ঞাত) আর যাওয়া হ'ল না, কাল হ'ল পয়োধরে
বিধাতা বিমুখ দেখি, হেরিতে শ্যাম জলধরে
গিরিবর হ'তে ভাবি, দেহে থেকে মন্দকারী, অম্বরে ঢাকিতে নারি,
জ্ঞান হয় শ্যাম ধরে ধরে (৬৫)

ললিত বিভাষ একতালা। (ব্রজাঙ্গনাগণ)

দাশরথী রায়। আর কি বাঁচে কুল? এসেছেন গোকুল, ডুবাইতে কুল,
অকুল সাগরে
দেখ্‌লে কাল শশী, আর কি যাবি কাশী? দাসী হবি বাঁশী
শুন্‌লে পরে
আম্‌রা নারী করি অন্তঃপুরে বাস, অন্তরে প্রবেশ করেন শ্রীনিবাস,
স্বামী সহবাস, ঘুচায় গৃহবাস, বাসনা গো!—(শ্যামের) বাঁশের
বাঁশী বনবাসিনী করে।
বাঁশীর স্বরে সতীর সতীত্ব দমন, হ'রে লয় সতীর পতি প্রতি মন,
মত্ত জগজ্জন, যমুনা উজন, বেগে ধায় গো,—যখন বংশীধর
বংশী ধরেন অধরে (৬৬)

বিভাষ আড়াখেমটা। (রাধার প্রতি সখীগণ)

(অজ্ঞাত) রাধার কুঞ্জেতে এক নবীন যোগীর উদয় হয়েছে
যোগীবরে দেখ্‌সে প্যারি! রূপে আলো করেছে
নামেতে কানাই সন্ন্যাসী, বলে আমি কাশীবাসী, কপালে সিন্দুরের
ফোঁট, ভাল সেজেছে॥ (৬৭)

রচয়িতার নাম

মঙ্গল বিভাষ   টিম তেতালা   (রাধার প্রতি সখীগণ)

মধুসূদন কিন্নর (কান) রাই তুমি অমূল্য মালা, গাঁথিছ যাহার কারণে
মথুরায় তার মাল্য বদল, হবে না জানি কার সনে
কেন গাঁথ চিকণ মালা ? ছেড়ে গেছে চিকণ কালা, শেষে কেবল ঐ
মালা জপমালা হবে মনে
মাল্য হেরে হবে জ্বালা, মরবে প্রাণ জ্বলে, শেষে মালা ভেসে যাবে
নয়নের জলে, কেন গাঁথ বন মালা ? দিতে হবে বনে মালা,
মথুরায় সব চাঁদের মালা, মতির মালা দিবে এনে
কাল্ হারাবি মোহন মালা, মালা পরবে কে ? কাঁদবি ব'লে মদন
মোহন, মরবি সেই দুখে, রথ লয়ে এসেছে মুনি, হ'রে নিতে
মাথার মণি, সূদন বলে বিনোদিনি, বৃথা মালা গাঁথ কেনে? (৬৮)

ঐ   ঐ   (অক্রুরের প্রতি দেবকী)

ঐ বোলো তারে কারাগারে, আর কত দিন রইতে হবে ?
সে দিনের আর বাকি কদিন ? চিরদিন কি কাঁদতে হবে ?
একে কপাল পাথর চাপা, বুকের মাঝে পাথর চাপা, নয়ন জলে নয়ন
ঝাঁপা, শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য প্রভাবে
পুণ্যফলে পুত্র কোলে, পেয়ে যে ছিলাম, তেমনি সুখে বন্দিশালে,
জন্ম গোয়ালাম,—যে সুখেতে হেথা আছি, একবার কৃষ্ণ পেলে
বাঁচি, কিম্বা কৃষ্ণ পেলে বাঁচি, এ বাঁচায় আর কি ফল হবে ?
অসিত অষ্টমী রেতে, এই কারাগারে, ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখাইল, করুণা
ক'রে,—কোন্ পুণ্যে বা গর্ভে ধরে ? কোন্ পাপে বা
কারাগারে ? সূদন বলে বোলো তারে, এ বন্ধন ঘুচিবে কবে ?
(৬৯)

রচয়িতার নাম

পাহাড়ী একতালা। (গৌরাঙ্গ)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ — রাই কাল ভাল বাসে না
কাল দেখে বলেছিল, কুঞ্জে যেন এসে না
রূপের বড় গরব করে রাই, দেখ্‌ব এবার মন যদি তার পাই ;
এবার গৌর হয়ে ধর্‌ব পায়ে, আর ত কাল রব না
বড় অভিমানী রাই, বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই, এবার যোগীবেশে
ফির্‌ব দেশে, ঘরে ত মন বসে না (৭০)

কোকভ ঠুংরি (রাধিকার উক্তি)

(অজ্ঞাত) — হের নবীন নীরদ নীল নিভাকর
বপু বঙ্কিম বিনোদ বিভাকর
সখি, চিত্ত বিচঞ্চল বংশী স্বরে, তাহে মদন বাণেতে অব জর
ইঙ্গিতে আ মরি কি ভঙ্গি করে, কাল অঙ্গ বিকম্পিত থর থর।
ধরম করম মম সব গেল ; মরি সরমে মরমে মরি, থর থর (৭১)

আলাইয় ঠিমাতেতালা।

ঐ — যায় কমলিনী শ্যাম দরশনে
যেন উন্মত্তা পাগলিনী, এলায়ে পড়েছে বেণী, লাঞ্ছনা গঞ্জনা
মানা, নাহি মানে মনে
ঘুচে গেছে গৃহ সাধ, প্রেম সাধে কি প্রমাদ, কাল ধনে পড়েছে মনে,—
আজ মনে বাসনা করি, নিকুঞ্জে হেরিব হরি, তুলসী মঞ্জরী দিব
শ্যামের চরণে। (৭২)

ঐ। একতালা।

আনন্দচন্দ্র চট্টো — রাধে, চলে নটবরে হেরিতে ত্বরিত, কুঞ্জরবর গামিনী
নীলাম্বর হেম কলেবর, যেন জলধরে দামিনী।

রচয়িতা। ০।ম

সজল নয়ন নলিনীযুগল, ধরাতে লুটায়ে যায় কুন্তল, বসন ভূষণ সব
এলো থেলো, যেন পাগলিনী প্রায়, শ্রীরাধার ঘেরে সঙ্গিনী সব
ধায়, নৃত্য করিছে সব্য নেত্র, কম্পিত যেন কদলীপত্র,
বধির শ্রবণে অধীর চিত্ত, যেন দাবানলে সভীতা হরিণী (৭৩)

টেঁড়ী অড়ঠেকা (রাধিকার উক্তি)

(অজ্ঞাত) তার কি বরণ কাল ?
অতি সুকোমল সুশীতল, সুনির্মল
কি ক্ষণে যমুনায় গেলাম কাল রূপ কি হেরিলাম দেখে এলাম
যমুনার, দু কূল করেছে আলো
সবাই বলে কাল ২, আমি তারে দেখি ভাল, নয়ন মুদিলে আমার
হৃদয় করে আলো
হেরিলে সে কাল ভাব, দূরে যায় কাল প্রভাব, স্বভাবে হয় অভাব,
ভাব্‌তে হয় চিরকাল (৭৪)

দেবগিরি কাওয়ালী (বৃন্দাদূতীর উক্তি)

ঐ শ্যাম্ শুক নামে প্রিয় পাখী
এ দেশে এসেছে উড়ে, সাধের গো কুল আধার ক'রে, রাধারে
দিয়েছে ফাঁকি
দেখেছ কেউ দেখার দেখা ? পাখীর মাথায় পাখীর পাখা, তাতে
রাধার নাম লেখা, বাঁকা ঠাম বাঁকা আঁখি
বিধি যদি পাখা দিত, পাখী হয়ে উড়ে যেতাম, যে বনে সে পাখী
আছে, সেই বনে খুঁজিয়া নিতাম,—পাখীর বরণ চিকণ কাল,
হেরব না আর কত কাল, বৃন্দাবনে পাখী ছিল, না হেরে তায়
ঝুরে আঁখি
এলাম পাখীর অন্বেষণে, দেখা হলে বাঁচি প্রাণে, জানে না সে রাই
নাম বিনে, রাই নামেতে সদা সুখী (৭৫)

রচয়িতার নাম

দেবগিরি। কাওয়ালী। (রাধিকার উক্তি)

মধু কাণ হায় দুখে পায় হাসি

সবাই বলে শ্যামপ্রেয়সী, অকলঙ্ক শশী ভজে, কলঙ্ক সাগরে ভাসি

যে পদ আশ্রয় করে, ভব কলঙ্ক যায় দূরে, সেই পদ হৃদয়ে ধ'রে,

হয়েছি গো আমি দোষী

যেথা সেথা হরিকথা, শুনি জগতে, জ্ঞানে হরি ধ্যানে হরি, হরি

মনেতে;—আমি যদি বলি হরি, ননদী হয় বিষম অরি, নিতে

যায় প্রাণেরে হরি, ধরিয়ে করে অসি

যে পদে ভবতারিণী, উদ্ভব সুরধুনী, সেই পদ হৃদয়ে ধ'রে, হলেম

অপবাদিনী,—মদন কয় কি রঙ্গ কর? কলঙ্কের অলঙ্কার পর,

হরি নামে ডঙ্ক মার, কলঙ্ক পলাবে নাশি (৭৬)

ঐ। ঐ। (যশোদার উক্তি)

ঐ আর কি পাব সে নীলমণি?

মা ব'লে আসিবে কোলে, খাওয়াইব ক্ষীর ননী।

পেয়ে নূতন জননীরে, ভুলেছে এ দুখিনীরে, খেদে ভাসি আঁখি নীরে,

হয়ে মণি হারা ফণী

শ্রীদুর্গা কমলপদ, পূজিয়ে কমল দলে, সেই নীলকমল কোলে,

পাইয়াছি সেই ফলে,—আসিবে আমার নীলকমল, হেরিব

চাঁদবদনকমল, প্রফুল্ল হবে হৃদ্‌কমল, কমল মুখে "মা" বোল শুনি।

সাধনের ধন কৃষ্ণধনে, হরিয়ে লইল বিধি, পুন সদয় হয়ে কি রে,

দিবেন আমারে সেই নিধি? কৃষ্ণ গোকুলে আসিবে, মা ব'লে

কোলে বসিবে, সুখভানু প্রকাশিবে, নাশিবে দুখ রজনী?

যে হ'তে গিয়েছে কৃষ্ণ, ক্রূর অক্রূরের সনে; সেই হ'তে জননী বাণী,

আমি শুনি নাই শ্রবণে,—আছে ভুলে যদুকুলে, ভাবে না আর

এ গোকুলে, মদন বলে শোকাকুলে, মরে জনক জননী (৭৭)

রচয়িতার নাম

দেবগিরি। কাওয়ালী। (কৃষ্ণের উক্তি)

মধু কান। সামান্যে কি বাধারে পায় ?।
বিনা সাধাধনে কি পায় ? ভক্তিভাবে ডাকিলে পায়, মুক্তি
শক্তি আছে যার পায়।
ত্য'জে বিষয় বাসনা, বশ করিয়ে বাসনা, করিলে তার উপাসনা,
হৃদিপদ্মাসনেতে পায়
রাধা আকাঙ্ক্ষিত হ'য়ে, ত্যজিলাম গোলোক্ অধিকার ; গোকুলে
গোপ-বাস নিলাম, পরিচয় কি দি অধিক্ আর ?—কাননে
করি গোচারণ, করে কৈলাম শৈল ধারণ, সুদন বলে রাধার
কারণ, বাঁধা সে গেলাম্ নন্দের পায় (৭৮)

ঐ। ঐ। (যশোদার উক্তি)

মোহনচন্দ্র দাস কোথা গোপাল, ওরে গোপাল, কোলে আয় রে নীলমণি!
না হেরে তোর চাঁদমুখ, অস্থির হতেছে প্রাণী
খেতে তুমি যে ক্ষীর সর, এই দেখ এনেছি সে সর, কটরায় রহিল
সে সর, সব দেখে সরে না বাণী
এসেছি রে ব'লে ২, কৃষ্ণ! তোমায় দেখ্‌ব ব'লে, তোর দ্বারীতে কতই
বলে, শুনে যে প্রাণ বাঁচে না, নন্দের বাক্য হল স্মরণ, কত
করেছিল বারণ, নিশ্চয় হইল মরণ, এই মনে অনুমানি
দ্বারি! বল্‌গে যা তোদের রাজারে, যশোদা এসেছে দ্বারে, এমন
কচ্ছে দ্বারে ২, মনে কি জেনেও জানে না ?—"কিঞ্চিত
নবনীর তরে, বেড়াতে অঞ্চল ধ'রে, বাঁধিতাম যুগল করে,
মনে কর সকল জানি" (৭৯)

রচয়িতার নাম।

দেবগিরি কাওয়ালী। (অক্রূরের উক্তি)

মধু কান মনোরথ যাও রথে

ত্যজ্য ক'রে স্থায্য পথে, কেন ভ্রম পথে ২ ? পেয়ে সুপথ ভুল না পথ, এখন চল ব্রজের পথে

পথের, সম্বল মন হরি বল, হবে পথের জয়, জেনো সবাই পথের পথিক, পথের পরিচয়, ধর্ম্মপথে রেখো যতন, যদি পথে হও রে পতন, হবে তোমার কালের দমন, কালীয়দমন ভাব চিতে।

সম্প্রতি দুর্ম্মতি তাইতে, পাঠাইলে কংস; যে করে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস, তারে করবে ধ্বংস,—হ'লে হরির কোপের অংশ, কংস হইবে নির্ব্বংশ, হৃদন কয় এমন কুবংশ, কায় কি থেকে মথুরাতে ? (৮০)

ঐ ঐ (অক্রূরের প্রতি দেবকী)

ঐ যাচ্ছ যদি গোকুলে

বোলো তায় যেও না ভুলে; পাষাণ চাপা মায়ের বুকে, স্বচক্ষেতে দে'খে গেলে

যত বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন মনে নাই দুঃখিনীর বেদন, হয়ে যশোদার ছেলে

জনকের যন্ত্রণা বোলো, শুনে হবে সুখজনক; পাসরি রয়েছে জনক, গোকুলে পেয়েছে জনক,—ঐ দেখ দাঁড়ায়ে পায়ে, আরো প্রহার পায়ে২, দিনান্তে না খেতে পা'য়ে, বাঁচে কেবল কৃষ্ণ ব'লে

বোলো তারে ভাল কোরে, গিয়েছে খুব ভাল ক'রে; পিতা মাতা হত্যা পাতক কিছুই না মনে করে,—হৃদন বলে ও দেবকি! ও কথা আর বলিব কি ? চিরকাল ত এমনি দেখি, পাতকী তোমার ছেলে (৮১)

রচয়িতার নাম

মুলতান। আড়াঠেকা। (রাধিকার উক্তি)

(অজ্ঞাত) আর আমি যাব না, যমুনারি জলে। (রে সৈ)
কে জানে এমন হবে, সেখান যাইলে
যাইতে যমুনা জলে, সে কালা কদম্বতলে, আঁখি ঠেরে আমায় বলে,
"মালা দে রাই আমার গলে"
যে রূপ হেরিলাম্ গো তার, কুলে মন থাকা ভার, নাম জানি না
গো তার, সে থাকে গোকুলে।
জলে গিয়ে একাকিনী, হ'য়ে এলাম পাগলিনী, ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ,
নয়ন সলিলে (৮২)

ঐ। ঐ (ঐ)

ঐ যা কর তা কর হরি, আমি ত চলিলাম জলে
বড় লজ্জা পাবে হে নাথ! দাসী তব লজ্জা পেলে
ল'য়ে বারি ছিদ্র ঘটে, যদি কোন ছিদ্র ঘটে, গলাতে ঘট বেঁধে ঘাটে,
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে (৮৩)

ঐ টিমাতেতোল (কৃষ্ণের প্রতি রাধা)

গোবিন্দ অধিকারী হরি! চরণ ছাড়িয়ে কেন দাও না?
আমি কি রূপসী ছার? আমা হ'তে আছে আর, শ্যাম, চন্দ্রাবলীর
কুঞ্জে কেন যাও না?
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বসি', পোহাইলে সকল নিশি, এখন, প্রভাতে এসেছ
বুঝি দিতে বেদনা?
কত কোটি চন্দ্র চন্দ্রাবলীর মুখে, তব চাঁদমুখে তুলনা পায় না,
সে চাঁদ চকোর হ'য়ে, আছ ভূমে লুটাইয়ে, ছি! ছি!
তা দেখিয়ে লাজ পাও না?

রচয়িতার নাম

সীমন্তিনীর সিঁতের সিন্দূর, তব শিরে চিহ্ন দেখিতে পাও না ,—
হে নাগর তোমারে বলি, ঐ চিহ্নে লাগ্‌বে ধুলি, ছি। ছি
শ্রীহাত তুলিয়ে লও না (৮৪)

মুলতান সাহানা ঢিম তেতালা (কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা)

(অজ্ঞাত) শ্যাম মরি হে মরি ২ কেঁদ না
থাক হে দুদিন স'য়ে, যাব হে তোমায় ল'য়ে, রাগের মাথায় গিয়ে
এখন সেধ না
ভাঙ্গিতে মানিনীর মান, ভাঙ্গ্‌বে হে আপনার মান, গেলে হবে
অপমান, দেখি সহে না ?
বিনয় করি বংশীধারি , আজকার মত যাও হে ফিরি', লাজে মরি
কেন হরি , স'বে গঞ্জনা ?
কুঞ্জে, যেও না হে। মাথ খাও, বিপক্ষ কেন হাসাও ? কেন মনে
শঙ্কা পাও ; একি যন্ত্রণা ? (৮৫)

গৌরী আড়াঠেকা

ঐ বন হ'তে বনমালী, আসিতেছে রঙ্গে
শ্রীদাম সুদাম দাম, নাচিতেছে রঙ্গে
গোধূলি ধূসর, শ্যাম কলেবর, ধেনু বেণু সঙ্গে
নানা বন অন্বেষিয়ে, নানা কুসুম তুলিয়ে, শ্যামকে দেছে সাজাইয়ে,
যা সেজেছে অঙ্গে
রাখিতে গোপিকার মান, শ্রীকৃষ্ণ করুণা নিধান, বাঁশীতে তুলিছে
তান, গৌরী প্রসঙ্গে (৮৬)

সামন্ত একতালা (সখীগণের প্রতি রাধা)

ঐ নয়ন মন ভুলিল রে সখি , চল যাই তরমূলে সকলে, নিরখি
শ্যামেরে

রচয়িতার নাম

সখি যার প্রয়াসে, এ বেশে এ দেশে ; সে যদি অনুকূল হইল সখি।
ও ত র কুলে শীলে কি করে ? । (৮৭)

ইমনকল্যাণ একতাল । (ব্রজবাসিনীগণ)

রাজা মহেন্দ্রলাল খান

আর কি গোকুলে, আছি গো স্বকুলে ? দিয়েছি সকলে কুলে বিসর্জ্জন
বাড়াইতে কুল, গেল ছুই কুল, অকূল সাগরে মরি গো এখন
শুনেছি যে দিনে শ্যামের বাঁশরী, সেই দিন হ'তে কুল ত্যাগ করি',
হ'য়েছি সকলে অধীন তাহারি, তার করে ক'রে প্রাণ সমর্পণ
ত্যজি' গৃহবাস করি বনে বাস, স্বামী সহবাস নাহি সে প্রয়াস, অন্তরে
নিবাস করে শ্রীনিবাস, সদা তারি ধ্যানে মন নিমগন। (৮৮)

সুরট। কাওয়ালী (রাধিকার উক্তি)

মধু কান

কি জানি কি হ'ল আমার মনে
কি শয়নে কি স্বপনে, কৃষ্ণরূপ হেরি নয়নে
যদি না ভাবি অন্তরে, তবু রহে অন্তরে, কি আছে তার অন্তরে,
অন্তরে তা বুঝিতে পারি নে
যদি থাকি আপন মনে, না করি মনে, সে কেমনে মনে ২ উদয় হয়
মনে ? মনে পাইনে মনের কথা, তাইতে সদা মনে ব্যথা,
কারে বা কই মনের কথা ? তোমা বিনে মন দিয়ে কে শুনে ? ।
যে দিকে যাই যে দিকে চাই, কৃষ্ণ দেখতে পাই ; কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবর্ণ
বুঝি কৃষ্ণ পাই ,—কালরূপ চিনি নে কে সে, নাম বুঝি তার
হৃষীকেশে, ধরিল আমার কেশে, মদন বলে শেষে জান্‌বি মনে
(৮৯)

রচয়িতার নাম

সুরট কাওয়ালী (দ্বারীগণের বিতর্ক)

মধু কান। দেখ্‌তে যেন কাঙ্গালিনীর মত

না হইলে কাঁদ্‌বে কেন এত ?

গোপাল আয় গোপাল আয় ব'লে, করাঘাত হানে কপালে,

বলে এই ছিল কপালে, আস্‌তেম না যে জান্‌তেম যদি এত

মলিন বেশে এমন বরণ, যেন রাজমাতা, শুনেছি গোকুলে আছে

রাজার এক মাতা, যদ্যপি কাঙ্গালী হ'ত, মনমত ধন চাহিত,

ধনহারা কাঙ্গালী নয় ত, উহার প্রাণ কেবলই কৃষ্ণগত

মুক্তকেশে মুখ ত ভাসে, নয়নের নীরে, বলে ম'লেম দ্বারীর হাতে,

মুক্ত কর মোরে, সুদন কয় চেন না দ্বারি, ইনি যে রাজ-

মাতারি, এ দশা হয় যে মাতারি, দেখিলাম না তারি কত

শত (৯০)

ঐ ঐ। (কৃষ্ণের উক্তি)

ঐ কেমনে ত্যজিব এমন গোকুল ?

কিরূপে হব প্রতিকূল ? যারে ব্রজের এ কুল ও কুল দুকূল

ঘুমালে পর মা জননী, ডেকে খাওয়ায় ক্ষীর ননী, সে মা হবে

কাঙ্গালিনী, ত্যজবে প্রাণী যেদিন যাব ও কুল

যে পিতার লইয়ে বাধা, থাকিতাম পথে, সে বাধায় কাল পড়্‌বে

বাধা, ফেলিবে মাথে ;—মর্‌বে সকল বৎসগণ, ধাবে না খাবে

না তৃণ, শুকাবে সব তৃণবন, বন হবে বৃন্দাবন হবে আকুল

যে কিশোরী বাঁশরী বিনে, না শুনে কাণে, সে বাসে বাঁশের বাঁশী

বাজ্‌বে কেমনে ?—সে রয়েছে আপন মনে, তার মন ল'য়ে

যাই কেমনে ? ব'ল্‌বে এই তার ছিল মনে, মর্‌বে সুদন পাবে

না কোন কূল (৯১)

রচয়িতার নাম

সুরট। কাওয়ালী (যশোদার উক্তি)

মধু কান নিল মুনি নীলমণি যে দিন
আমার মনে হইল সেদিন, ফিরে কি আর হবে আমার সুদিন?
যে থাকে না তিলেক ছেড়ে, সে আমায় গিয়েছে ছেড়ে, জানলে কি
রে দিতেম ছেড়ে? গোকুল ছেড়ে সঙ্গে যেতেম সেদিন
"ও মা খাই খাই" বলে, কারে বা সুধাব গো? "নে রে খা রে
ক্ষীর ননী" কে তারে ব কয় গো? কারে বা বলে জননী?
কেব দেয় ক্ষীর ননী? খায় কি রে সে ক্ষীর ননী? দুখিনীরে
মনে হয় কি এক দিন? (৯২)
(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

ঐ ঐ (উদ্ধবের উক্তি)

ঐ দেখ্‌লাম কত নবী ব'সে নীরে
ল'য়ে সে কমলিনীরে, নীরে নিবারিছে আঁখিনীরে
বারি ল'য়ে পদ্মপত্রে, কেউ দিচ্ছে শ্রীমতীর গাত্রে, তবু প্যারী চায় না
নেত্রে, নেত্রে বারি বহে ধীরে ২
কেহ বলে আয় গো ধনি, কেহ বলে যায় গো ধনী, কেউ বলে
দাও হরিধ্বনি, ধনীর ধ্বনি আর কি শুনব ফিরে?
কেহ ল'য়ে যায় তুলসী করে গঙ্গাজল, রাই মোলো রাই মোলো
ব'লে করে অন্তর্জল, ও যার কৃষ্ণের লাগি অন্তর জলে,
কায্ কি গো তার অন্তর্জলে, * * * (৯৩)

গৌড়মল্লার কাওয়ালী (রাধিকার উক্তি)

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় কাল রূপে গেল সকল
হরিল কুলমান বঙ্কিম নয়নে, বাঁশীর গানে প্রাণ হইল আকুল
চরণ চরণে অঙ্গ হেলাইয়ে বামে, প্রতি অঙ্গে মোহিত হতেছে কামে,
ইচ্ছা হয় ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে, বাঁধা থাকি চিরকাল

রচয়িতার নাম।

এরূপে কুল আর বাঁচাব কিসে ? মোহন বেশে যদি এ কুল নাশে,
থাকে লক্ষী যাউক বালাই, তাতে ক্ষতি নাই ;—যদি মিলায়
বিধি, শ্যাম নিধি, আমার কুলেতে কি কায ?—তবে যদি কুলে
থাকি, হইয়ে গো কুলবতী, যদি সানুকুল হন সে যদুপতি, নিল
ভক্তপতি, ভণয়ে রমাপতি, রবে না গোকুলে কুল (৯৪)

গৌড় মল্লার। কাওয়ালী (রাধিকার উক্তি)

(অজ্ঞাত) বারণ কর শ্যামেরে আসিতে নিকুঞ্জবনে।
আর না হেরিব সখি তারে দুনয়নে
মধুর ২ বচনে ভুলিব না, জাননা ২ দিয়েছে কি যাতনা, বারে ২ কত
দুখ সহিতে হয় সখি ?—তার নাহি প্রয়োজন, আমার কি
প্রয়োজনে (৯৫)

মল্লার আড়াঠেকা।

ঐ যমুনারি জলে মোর কি নিধি মিলিল
ঝাঁপ দিয়ে পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে, পরেছিনু কুতুহলে, যে
রতনে,—নিদ্রার আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর, কাটিল
কণ্ঠের ডোর, মণি হ'রে নিল। (৯৬)

জয়জয়ন্তী আড়াঠেকা (রাধিকার উক্তি)

ঐ ঐ যায় যায় চায় ফিরে, সজল নয়নে।
ফিরা গো ফিরা গো সখি! প্রবোধ বচনে।
যে দেখি উহার মান, দূরে গেল মম মান, ধৈর্য্য নাহি মানে মন,
প্রতি পদার্পণে (৯৭)

রচয়িতার নাম।

আড়ানাবাহার। আড়াখেমটা। (কৃষ্ণের সখা বালকগণ)

রামচাঁদ মুখো।

চোরের বিচার রাজা করে, জানি রে অন্তরে
রাজা হয়ে চুরি করে, তার বিচার কে করে ?
তুমি ত ভাই রাখাল রাজা, ব্রজ বালক তোমার প্রজা, মধুপুরে হ'লে
রাজা, ব্রজবাসীর মন হ'রে
ঘরে ২ মাখন চুরি, যমুনাতে বসন চুরি, বাঁশীর গানে মন চুরি, করেছ
তুমি ;—দ্বিজ রামচন্দ্রের চিন্তে, এ চোরে কে পারে চিন্‌তে ?
যে ম'জেছে পদ প্রান্তে, কৃতান্তে সে তুচ্ছ করে (৯৮)

কানড়াবাহার ঢিমেতেতালা।

প্রসন্নকুমার সরকার

শোকানল জ্বলে সুখ বৃন্দাবনে
কেহ শবাকার, করে হাহাকার, দেখ্‌লে দুঃখ নিদয়ের হয় হৃদয়
বিদার ;—যশোদায় চেনা দায়, নন্দ অন্ধ হলেন ক্রন্দনে
রাখাল সবাই বলে ভাই রে কানাই ! যায় রে প্রাণ আয় রে মোদের্
তো বিনে কেহ নাই, রোহিণী দুঃখিনী প'ড়ে আছেন ধরা
শয়নে
রক্ষে শোকানল চক্ষের জল অবিরল, প'ড়িছে হৃদয়ে তবু জ্বলে কি
কৌশল। অসময় সব হয় নলের দগ্ধ মীন বাঁচে প্রাণে (৯৯)

বেহাগ আড়াঠেকা। (রাধিকার উক্তি)

(অজ্ঞাত)

সখি। কাল বরণ (হেরিব না আর)
মুছাইয়ে দে গো তোরা, নয়নের অঞ্জন
যে ২ সখী কাল আছে, আসিতে দিও না কাছে, কৃষ্ণ মনে পড়ে
পাছে, হেরিয়ে বদন
কোকিল তমালোপরে, যদি কুহু রব করে, বোলো তারে স্থানান্তরে
করিতে গমন। (১০০)

রচয়িতার নাম।

বেহাগ   কাওয়ালী

৺ রকব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য

কে যাবি সৈ, তোরা, হেরিতে শ্যাম জলধরে?
গিরিধরে মনে হ'লে, নয়নে না জল ধরে
পাইয়া শারদ শশী, বনেতে বাজায় বাঁশী, মন আমার হ'ল উদাসী,
কি করে আর ঘরে রবে? (১০১)

ঐ।   একতালা।   (রাধিকার উক্তি)

রমাপতি বন্দ্যো।

সখি! ধর ধর
উরু নিতম্ব গুরু পয়োধর, ভারে ভূমে ঢলিয়ে প'ড়ি
ছিলাম অন্য মনে বেণু রব শুনে, কেন বা আইলাম এ নিবিড় বনে?
উহু মরি ২ বাজিছে চরণে, নব নব কুশাঙ্কুর
ঘোরা তিমিরা রজনী সজনি, কোথায় না জানি শ্যাম গুণমণি?
পৃষ্ঠেতে দোলে লম্বিত বেণী, কাল হইল মোর;—চাতকিনী
যেমন ধায় বারি পানে, তেমতি আমি গো ফিরি বনে বনে,
নব জলধরে না হেরে নয়নে, প্রাণ হ'তেছে অস্থির
মদন তাড়ন করে ঘন ২, তাহে চমকিত চরণ জঘন, খসিয়া পড়িছে
কটির বসন, শ্যাম প্রেম ভরে;—যৌবনমদ নারীর বিপদ,
প্রেমের পুলকে হ'লে গদ ২, ইহারি কারণে নাহি চলে পদ,
গতি হইল মন্থর (১০২)

ঐ   ঐ   (ঐ)

ঐ

সখি, শ্যাম না এল
অলস অঙ্গ শিথিল কবরী, বুঝি বিভাবরী অমনি পোহাল।
শর্ব্বরীভূষণ খদ্যোতিকা তারা, ঐ দেখ সখি! আভাহীন তা'রা,
নীলকান্ত মণি হ'ল জ্যোতিহারা, তাম্বুলের রাগ অধরে মিশাল

রচয়িতার নাম

দেখ সখি, ঐ শশাঙ্ক কিরণ, উষার শুভ্র হল সংকীরণ, সঘনে বহিছে প্রাতঃ সমীরণ, কুসুম হল বিকাশ,—শিখী সুখে রব করিছে শাখায়, পুলকিত হেরি' ঐ অপনথায়, পতি বিচ্ছেদ উন্মুখী নারী প্রায়, কুমুদিনীর হাস্য বদন লুকাল
বিহঙ্গম আদি করে উন্মোদন, বন্ধু দরশনে চিত্ত হরষণ, আমারি কপালে বিরহ বেদন, বুঝি বিধাতা ঘটাল, তাপিত হৃদয়ে রমাপতি কয়, এ বিরহ রাই তোমা বলে নয়, হ'ল কৃষ্ণচয় অশ্রুধারাময়, শর্ব্বরীর সুখ বিলাস ফুরাল (১০৩)

বেহাগ একতালা (রাধিকার উক্তি)

রমাপতি বন্দ্যো।

সখি! শ্যাম আইল
নিকুঞ্জ পুরিল মধুপ ঝঙ্কারে, কোকিলের স্বরে গগন ছাইল
সুলক্ষণ চিহ্ন নাচিছে বামাঙ্গ, স্পন্দিত হতেছে আনন্দে অপাঙ্গ, পুলকিত রবে ডাকিছে বিহঙ্গ, কুরঙ্গ কুরঙ্গী আনন্দে ধাইল
মলয় অনিল প্রলয় রহিত, বিরহ বিহরে প্রণয় সহিত, সহসা হইতে অহিত রহিত, তারে কে শিখাইল? এই হ'তেছিল চাতকের ধ্বনি, জল দে জল দে বলিয়া অমনি, আজ বুঝি তার দুখের রজনী, ও স্বজনি পোহাইল
ফলিল তাহার আশা তরুবর, হেরিয়ে নবীন নীল জলধর, আশাংশু চকোর সুধাংশু কিঙ্কর, বিধিকৃত কাল বিধুরে পাইল, প্রণয় ভাজন রমাপতি কয়, নিশান্তরে রাই প্রভাত নিশ্চয়, তথাই দুঃখান্তে সুখের উদয়, বিয়োগ নিশির ভোগ ফুরাইল (১০৪)

ঐ (মিশ্র)। ঐ।

রাজকৃষ্ণ রায়

রতন আসনে, রতন ভূষণে, যুগল রতন রাজে
চরণে নূপুর, আহা কি মধুর, রুণু ঝুনু ঝুনু বাজে

রচয়িতার নাম

সবে আঁখি ভরি' হেরিবে মাধুরী, প্রাণ ভ'রিবে বল হরি ২,
অমধুর তানে হরিগুণ গানে, নাচ গো মধুর সাজে (১০৫)

বেহাগ   একতালা   (নন্দের প্রতি যশোদা)

কৃষ্ণকমল গোস্বামী   শুন ব্রজরাজ . স্বপনেতে আজ, দেখা দিয়ে গোপাল
কোথায় লুকালে ?
যেন সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধরিয়া কাঁদে, "জননি দে ননী
দে ননী" ব'লে
নীল কলেবর ধূলায় ধূসর, বিধুমুখে যেন কত মধুর স্বর, সঘনে
ডাকে মা ; ব'লে ,—কত কাঁদে বাছা ব'লি সর ২, আমি
অভাগিনী ব'লি সর্ সর্, নাহি অবসর কেবা দিবে সর ?
সর্ সর্ ব'লি ফেলিলাম ঠেলে
ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম চাঁদ, অঞ্চলে মুছালেম চাঁদের বদনচাঁদ,
পুন চাঁদ কাঁদে চাঁদ ২ ব'লে ,—যে চাঁদ নিছনি কোটি চাঁদ ছাঁদ,
সে কেন কাঁদিবে ব'লে চাঁদ ২, বল্লেম চাঁদের মাঝে তুই অকলঙ্ক
চাঁদ, ঐ দেখ্ চাঁদ আছে তোর চরণ তলে (১০৬)

পরজ ।   চিমেতেতালা ।   (রাধিকার উক্তি)

(অজ্ঞাত)   কে গো ! মোহন মুরলী বাজায় ?
যামিনী শেষে, কামিনী মজায় ; গো !
শুনিয়ে,বাঁশীর গান, আকুল মন প্রাণ, মরি কি মধুর তান,
কুলমান রাখা দায়
অবলা সরলা বালা, মানস কাতর , ঘরে যে লাঞ্ছনা হায় ক'ব
কাহায় ? (১০৭)

রচয়িতার নাম

পরজ ঢিমেতেতালা। (কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা)

ঐ ছুঁয়ো না কাল হবে অঙ্গ কালাচাঁদ,
আমরা গোপের নারী, না জানি চাতুরী, বলিহারি ওহে হরি!
জান কত রঙ্গ
লম্পট শিরোমণি, দেখাতেছ এমনি, কখনও করনি যেন রমণীর
সঙ্গ। (১০৮)

ঐ ঐ (যশোদার উক্তি)

মধু কান কে আলি আমার রতনমণি! বল্ শুনি
এ মাতা পাসরে ছিলি, পেয়ে মাতা দৈবকিনী।
ধর্ম্ম মাতা পিতা পেয়ে, ছিলি মথুরাতে, পরের মাকে মা বলিলি,
মরি সেই দুঃখেতে;—মনে ভাব্লি ননী দেবে, পিতা ব'লে
বসুদেবে, সে নবনী কোথায় পাবে? ঐ দেখ্‌রে রেখেছি ননী
গোচারণ ভয়ে কি রে! এ সব আচরণ? নন্দের বাধা এত ভাবি,
হ'ল রে এখন,—কুপুত্র হইলে তুমি, কুমাতা না হব আমি,
মদন কয় কি বল রাণি? কোথায় তোমার নীলমণি? (১০৯)

পরজ একতালা।

(অজ্ঞাত) সখি! কে কুঞ্জে এসে, নবীন রাখাল বেশে, রাখাল রাজার
পাশে দাঁড়ায়ে ঐ হাসে? রূপে তমো নাশে চপলা
প্রকাশে, সুবোল দাদার সাজ সেজেছে
বিশাল কুরঙ্গ নয়ন যুগল, আভাসে খেলছে উজ্জ্বল চপল, কজ্জল
উজ্জ্বল রসে টল ২, ভাবে টল ২ করিছে
সুবোল হ'লে সখি, এ ভ্রূভঙ্গি কেন? নয়ন কটাক্ষ কাম শর যেন,
গরল মাখা বাঁকা কটাক্ষ এমন, রাখালে কে কোথায় শিখেছে?
আমাদের এ ছদ্ম সুবোলবেশী রাই, নিত্য নব লীলা ল'য়ে প্রাণ

রচয়িতার নাম।

কানাই, মধুর যুগল রূপ হে'রে প্রাণ জুড়াই, মরি কি
মাধুরী হ'য়েছে (১১০)

(তুক্ক) কালাংড়া। কাশ্মিরীখেম্‌টা (কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা দূতী)

দীনবন্ধু মিত্র

মদনমোহন মুরলীবদন, বল বিবরণ, কোথায় ছিলে ?
বাঁধি প্রেমজালে, কে নিশি জাগালে ? কে বল কপালে,
সিন্দুর দিলে ?
নরেশনন্দিনী, কুলের কামিনী, বিপিনবাসিনী, তোমার তরে ;
বিনা দরশন, বিষণ্ণ বদন, ফুলেছে নয়ন, রোদন ক'রে।
আর নিশি নাই, কেঁদে কেটে যাই, ঘুমায়েছে ভাই ! তুল না তায়,
নীরবে শ্রীহরি, কর হে শ্রীহরি, উঠিলে সুন্দরী, ঘটিবে দায় ॥
(১১১)

কালাংড়া কাওয়ালী। (রাধিকার উক্তি)

(অজ্ঞাত)

আমি ত ভুলিতে চাই সৈ ভুলে না সে পাপ মনে
শয়নে স্বপনে কালা, জাগিছে নয়ন কোণে।
জাগিলে দ্বিগুণ জ্বালা, কালা হয় জপমালা, কেমনে করিব হেলা,
প্রাণ সঁপেছি যেই জনে ? । (১১২)

ঐ। ঐ। (ঐ)

ঐ

কিরূপে হেরিব তারে, বল গো স্বজনি,
দ্বিগুণ আগুন বাড়ে, না হেরে শ্যাম গুণমণি
শরীর কিবা অসি, তাহে কালার কাল বাঁশী, বিরলে বাজায় বসি',
মোহিত শ্রবণ শুনি' (১১৩)

রচয়িতার নাম।

কালাংড়া। টিমাতেতালা। (ঐ)

গোবিন্দ অধিকারী

দূতি একবার যাও দেখি শ্যাম লম্পটের কাছে
সুধাও তারে শ্রীরাধারে, মনে আছে কি না আছে ?
কুল শীল ত্যজ ক'রে, দেখিতে এলেম তাহারে, সে ত কভু ফিরে
মোরে, ধারেক না চায়, রাজকুমারী হ'য়ে ফিরি বনে তার
আশায়, সময় ক্রমে সকলি হয়, পঙ্কে হস্তী পড়ে প্যাঁচে
(১১৪)

বাউল সুর। খেমটা (ব্রজবালকগণ)

বলাইচাঁদ গোস্বামী

কাতরে এত তোরে, ডেকে ২ হলেম সারা
তবু না দিলি দেখা, প্রাণসখা ভাঙ্গল না মোর ভবের কারা
আমি শুনতে ত পাই, ও ভাই কানাই, ডাকে কাতর প্রাণে যারা ;
তোর অপরূপ বঙ্কিম রূপ, নয়ন ভ'রে হেরে তারা
ও ভাই দেখা না পাই তায় ক্ষতি নাই, (আমি) এই ভেবে হই
জ্ঞানহারা, লোকে ব'লবে এবার, দারুণ নিঠুর, রাধারাণীর
মনোচোরা ॥ (১১৫)

(শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষে)

পিলু পোস্ত

কৈলাসনাথ মুখো

গোকুলে চাঁদের উদয়, আজ হ'য়েছে নিরাভাগে
চল ভাই নন্দপুরী, চাঁদ হেরি গে, আগে ভাগে
কাল শশী বিমান খসি', হন গোকুলবাসী, নাশি গে মনের তম,
(হেরি') পূর্ণশশী অনুরাগে (১১৬)

রচয়িতার নাম।

পিলু। পোস্ত।

কৈলাসনাথ মুখো। এস ভাই রাখাল সবাই, ভাই কানাইয়ের জন্ম হেরি
গিয়ে সব নন্দপুরী, উৎসবে সার নৃত্য করি
দধি কাদা হলদি মেখে, নেচে গে'য়ে যাই হে সুখে, হরির চাঁদ বয়ান
দেখে, আগে নয়ন সফল করি'
কানাই যার পক্ষবল, তার হবে ভাগ্যবল, পরস্পর বুঝব বল,
এস মল্লযুদ্ধ করি (১১৭)

পরজবাহার। খেমটা।

(অজ্ঞাত) হয়েছে কাল ছেলে ভাবনা কি ? রূপে আলো ক'রেছে
রূপে আলো ক'রেছে, জগৎ আলো ক'রেছে
ধন্য লো নন্দরাণি, পেয়েছ এ নীলমণি, সয়াবে কত রমণী,
এই ছেলে যদি বাঁচে
বৈকুণ্ঠ ক'রে শূন্য, বৃন্দাবনে অবতীর্ণ, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, চরণে
র'য়েছে (১১৮)

গুর্জ্জরী। ঠুংরি।

জয়দেব গোস্বামী রতিসুখসারে, গতমভিসারে, মদন মনোহর বেশং ;
মা কুরু নিতম্বিনী, গমন বিলম্বন,—মনুসরতং হৃদয়েশং
ধীর সমীরে, যমুনা তীরে, বসতি বনে বনমালী
নাম সমেতং, কৃত সঙ্কেতং, বাদয়তে মৃদু বেণুং ;
বহু মনুতে ননু তে তনু সঙ্গত, পবন চলিতমপি রেণুং।
পততি পতত্রে, বিচলিত পত্রে, শঙ্কিত ভবদুপযানং ;
রচয়তি শয়নং, সচকিত নয়নং, পশ্যতি তব পন্থানং।
মুখরমধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং, রিপুমিব কেলিষু লোলং ,
চল সখি কুঞ্জং, সতিমির পুঞ্জং, শীলয় নীল নিচোলং

রচয়িতার নাম

উরসি মুরারে রুপহিত হারে, ঘন ইব তরল বলাকে ,
তড়িদিব পীতে, রতি বিপরীতে, রাজসি সুকৃত বিপাকে
বিগলিত বসনং, পরিহৃত রসনং, ঘটয় জঘনমপিধানং ;
কিশলয় শয়নে, পঙ্কজ নয়নে, নিধিমিব হর্ষনিধানং
হরিরভিমানী, রজনিরিদানী মিয়মপি যাতি বিরামং ,
কুরু মম বচনং, সত্বর বচনং, পূরয় মধুরিপু কামং ।
শ্রীজয়দেবে, কৃত হরিসেবে, ভণতি পরম রমণীয়ং ;
প্রমুদিত হৃদয়ং, হরিরতি সদয়ং, নমত সুকৃত কমনীয়ং (১১৯)

খাম্বাজ। কাওয়ালী।

ভারতচন্দ্র রায়

কারে কব লো ! যে দুঃখ আমার
সে কেমনে র'বে ঘরে, এত জালা যার ?
বাঁধা আছি কুলফাঁদে, পরাণ সতত কাঁদে, না দেখিয়ে শ্যামচাঁদে,
দিবসে আঁধার
ঘরে গুরু দুরাশয়, সদা কলঙ্কিনী কয়, পাপ ননদিনী-ভয়,
কত সব আর ?
শ্যাম অখিলের পতি, তারে বলে উপপতি, পোড়া লোকের পাপমতি,
না বুঝে বিচার
পতি সে পুরুষাধম, শ্যাম সে পুরুষোত্তম, ভারতের সে নিয়ম,
কৃষ্ণচন্দ্র সার (১২০)

পিলু। জৎ।

বেণীমাধব বন্দ্যো।

বেণু কি ধনু কানু ! করেতে ধ'রেছ হে ?
যার, স্বরে অবলার তনু, অবশ ক'রেছ হে !
সরল বংশীর স্বর, সর্ব্ব আকর্ষণ স্বর, নাগপাশ প্রেমশর, পাশেতে
বেঁধেছ হে !—কিশোর ! কি শর গোপীর প্রাণেতে হেনেছ হে .

রচয়িতার নাম

শ্রবণে মোহন বাঁশী, সেই ক্ষণে বনে আসি, দাসী উদাসী কর্‌লা,
কি বাঁশী শিখেছ হে।—বাঁশী ধরিয়ে বনবাসী ক'রেছ হে।।
যে তব বাঁশরী রব, কেমনে গোকুলে র'ব? গৌরব সৌরভ গোপীর,
হরিয়ে ল'য়েছ হে।—নারী ধরা বন্ধনী বন্ধন সেধেছ হে।। (১২১)

গারা। একতালা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

প্রাণে বয় প্রেমের তুফান, শ্যামের বামে রাই কিশোরী
চাঁদের ফাঁদে চাঁদে বাঁধে, চাঁদে ২ ধরাধরি। (আমরা যুগল
ভাল বাসি)
চোকে ২ মেশামিশি, ঢ'লে পড়ে প্রেমের ভরে, ঝলকে রূপের রাশি,
প্রাণের ফাঁসি প্রাণে পরে,—মরি ২ যুগল মাধুরী, ব য়ে যায়
সুধার লহরী, সখি কি দেখি, দেখি আপন পাসরি॥ (আমরা
যুগল ভাল বাসি) (১২২)

পরজ কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত)

দেখ ২, কানাইয়া আঁখি ঠারে ঐ।
ইঙ্গিতে অঙ্গুলি, চম্পক কলি, খেলিছে লো। আমি চলিতে নারি,
ধর আমারে সৈ।
রাধা ২ বলে মুরলী,—উঠে তান তরঙ্গিণী উথলি,—ধীর মধুর রোল,
প্রাণ উতরোল, ঘোরা যামিনী কামিনী, সাধে কি কাননে
চলি',—আকুল মুরলী, রাধা ২ বলি', ধর লো ধর লো, পড়ি
লো ঢলি', মুরলী ডাকিছে বারে বার "কৈ রসময়ি?" । (১২৩)

লুমখাম্বাজ। একতালা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

আজ ধরব লো সৈ। মনচোরা আমার
নয়ন জলে গেঁথে মালা, বঁধুর গলায় দিব হার।

রচয়িতার নাম

সৈ লো। সাধের কালাচাঁদে, প্রাণ মন দিছি সাধে, আমি চিকণকালা ভাল বাসি, কালা আমার প্রাণাধার

কথা কইব লো কত, ব'লব তারে কেঁদেছি যত, দেখ্‌ব যদি হ'তে পারি তার মনের মত ,—সে আমার হয় বা না হয়, আমি ত সৈ হব তার , আমায় আমি ব'ব কি সৈ আর (১২৪)

সুরটথ খাজ একতালা

(অজ্ঞাত) শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ জীবনে

শ্রীকৃষ্ণ বিহনে মন দহে মম, বিরহ হুতাশনে

অভিলাষ মম সতত মনে, প্রহরীর পদে রাখি নয়নে, শ্রীহরি বিহবে হৃদয়াসনে, বাসনা মম মনে

কিবা শোভন কালিয়ে বরণ, বাঁশরী করে বঙ্কিম নয়ন, বঙ্কিম ঠাম মনোমোহন, বেষ্টিত গোপীগণে

শিখিপুচ্ছ কিবা শিরে শোভিত, বনফুল হারে বক্ষ শোভিত, অগুরু চন্দন অলকা লেপিত, সে রূপ ভাবি মনে (১২৫)

সুরটমল্লার কাওয়ালী।

কেদারনাথ মুখো

কিন্‌তে এসেছি ভবে কলঙ্ক

গেল কুলমান ভ'জে ত্রিবঙ্ক , প'ড়ে অন্ধকূপে আছি পূজে অকলঙ্ক শশাঙ্ক

দিয়ে জগজ্জন বিসর্জ্জন, সবে ভেবে অসজ্জন, ত্য'জে গুরুভয় কুলাতঙ্ক , এ গোকুলে গোপকুলে, দুষিলে দুঃশীলে ব'লে, মাখিলাম অপযশ পঙ্ক ,—ভেবে নিরঞ্জন, বিপদ ভঞ্জন, আমার গঞ্জনা রহিল কেবল, পেলেম না ত বঙ্ক।

হায়। কি বুঝে হারালাম তায়, কুবুজার পাছে হয়, সদা মনে ঐ উপচঙ্ক ,—চন্দ্রাবলী একবারে, চন্দ্র বলি' বেখে তারে,

রচয়িতার নাম

দিল স্থান হৃদি পর্য্যঙ্ক ,—যত না পেলাম, যাতনা পেলাম,
তত কালা-বংশীধ্বনি, বাজে যেন শঙ্খ (১২৬)

বাহার তিওট।

কৈলাসনাথ মুখো — গোকুলে, ফেলে অকূলে, হরি কোথায় যাও ?
ব্রজের ধন, ব্রজ হয় নিধন, একবার ফিরে চাও
গোপীর বক্ষোপরে, বিচ্ছেদ কুণ্ড ক'রে, শোকানল জ্বেলে কেন
হে কাঁদাও ?
ব্রজের নারী গোধন, পশু পক্ষীগণ, দিয়ে যজ্ঞে আহুতি, প্রাণে ব'ধে
যাও, কোটি প্রাণ নাশ, করি' অনায়াস, আবার কেন হে
কংসযজ্ঞে যেতে চাও ? (১২৭)

কালাংড়া জৎ

ঐ — যেও না বিপিনে, ত্রিভঙ্গ মুরারি !।
তোমা বিহনে, কেমনে ভবনে বিহরি ?
তুমি শ্যাম কানন গেলে, হারাইব লাজে মূলে, গেল কুল তুমি গেলে,
দুকুল যাবে হরি।—শুনিলে বাঁশরী রব, কেমনে আর গৃহে
র'ব ? কেমনে কাননে যাব ? মজালে কুলনারী (১২৮)

সুরফর্দা। কাওয়ালী।

ঐ — আমার প্রাণ যে ধৈরয মানে না
চাঁদ ধরতে তার বাসনা
হইয়ে বামনাকৃতি, চাঁদ ধরা যে প্রকৃতি, গোকুলচাঁদে কামনা
আমি কি ক্ষণে এলাম যমুনার কূলে, চাঁদ হেরে গেলাম ভুলে ;—
অকলঙ্ক কালাচাঁদে, হেরে পড়িলাম প্রমাদে, তুলনা সে
গগনচাঁদে, পদনখে তুলনা (১২৯)

রচয়িতার নাম।

হোরি

পিলু জৎ।

(অজ্ঞাত) হোরি খেলিবেন শ্রীহরি
চল নিকুঞ্জবনে কিশোরি.
রঙ্গ দিয়ে অঙ্গে, সাজাব মনোরঙ্গে, মধ্যে রাখি ত্রিভঙ্গে,
সব সখী ঘেরি'
মনসাধ পুরাইব, যুগল অঙ্গে আবির দিব, যুগল আঁখি জুড়াইব,
যুগল রূপ হেরি' (১৩০)

মাথুর

খাম্বাজ কাওয়ালী

রামচাঁদ মুখো আয় রে শ্রীদাম আয় বসি বিরলে রে।
এ জনমের মত আমি, আর যাব না গোকুলে রে.
আমারে না দেখে' চক্ষে, মা'যশোদা মনের দুঃখে, করাঘাত করি'
বক্ষে, হবেন কাতরা,—তখন তুমি ভাই অঞ্চলে ধ'রে ডেকো
মা ব'লে রে।
করে ধরি কথা রেখো, মায়ের কাছে ২ থেকো, দেখো ২ দেখো,
শ্রীদাম ভুল না রে ভাই করে ল'য়ে ক্ষীর ননী, ব্যাকুল হ'য়ে
নন্দরাণী, "কোথা রইলি নীলমণি"? ব'লে ডাকিলে, তখন
তুমি ভাই "এই এলাম" ব'লে, যেও মায়ের কোলে রে। (১৩১)

মল্লার তিয়ট

দাশরথী রায় সে কি কাল দেখে এলি কাল যায়?
কালের কাল যায়, সে কাল পূজায়, সেই কাল দরশনে
জীবের কাল দরশন যায়

রচয়িতার নাম

আমি ভাল জেনে তোরে ভাল, বাসি যে। অন্তরে ভাল, শুনিবার
তরে এ ত ভাল নয়,—ভাল জানা গেল, তোর ভাল ত
ভাল ২, ভাগ্য হ'লে হ'ত তাহে ভালোদয়,—কালরূপ জেনে
ভাল রূপ, শশি ভাল যাকে ভাল বাসে, তোর ভাল লাগে না
তায়
ও জটিলে! এ কি বটে? থেকে জলধি তটে, জলাভাবে যায় জীবন
পিপাসায় (১৩২)

বাহার খেমটা

(অজ্ঞাত) ছি ছি! ছাড় ২ বাঁকা মদন মোহন
অসময় রসময়! রঙ্গ কি কারণ?
একে গৃহে গুরুজনা, সতত দেয় গঞ্জনা, বারং কবি কেলে সোণা!
ধ'রো না নারীর বসন
আমরা গোপের নারী, তব প্রেমে বদ্ধ হবি, নির্জ্জন নিশিতে
প্যারী-কুঞ্জে দিও দরশন (১৩৩)

আশাগৌরী। আড়াঠেকা।

রাজা মহেন্দ্রলাল খান বাঁশী বাজায়ো না আর
ও ধ্বনি অধৈর্য্য করে, তিষ্ঠা হয় ভার
যদি থাকি গৃহ কাযে, বাঁশী আনে বনে, ব্যথিত ক'রিয়ে প্রাণে,—
মানে না বারং, করে জ্বালাতন, কালসম হয় সদা শ্রীরাধার।
একে কুলের ললনা, জানে না ছলনা, কেন কর হে লাঞ্ছনা?—
সরমেতে মরে, গুরুজন ঘরে, এ কেমন শ্যাম, তব ব্যবহার?
(১৩৪)

রচয়িতার নাম

খাম্বাজ একতালা

পীতাম্বর পাইন — আজ কেন প্যারি। বিপরীত হেরি ? এলায়িত কেশ নেত্রে বহে বারি

গলিত অঞ্জন, দ্বিগণ্ডে পতন, চন্দ্রানন রাহুগ্রস্ত তব হেরি

নাসারন্ধ্রে বহে সঘনে নিশ্বাস, বিমলিন কেন মুখে নাহি হাস ?

কম্পিত অধর, শুষ্ক পয়োধর, স্বর্ণলতা শীর্ণ আ মরি আ মরি .

বহু সম্বোধনে নাহি কও কথা, বল শুনি ধনি মনের কি ব্যথা ?

নখে নখ দিয়ে, ভাব কি ব সিয়ে ? রাধার এ ভাবনা বুঝিতে নারি

সখীর প্রতি পীতাম্বরের নিবেদন, রাধার এ যে বিচ্ছেদ বিকারের লক্ষণ, নাশে এ বিকার, হেন সাধ্য কার ? বিনা বৈদ্য সেই বিপিনবিহারী (১৩৫)

বেহাগ। ঐ।

ঐ — কেন সৈ . এলাম বনে ?

আমার বিফল ফুলশয্যা, কৃষ্ণ অদর্শনে

দেখ পূর্ব্বদিক হইল প্রকাশ, পশু পক্ষী ছাড়ে নিজ ২ বাস, নক্ষত্র মণ্ডল, ক্রমে অনুজ্জ্বল, নিশানাথ যায় নিজ নিকেতনে।

আশা ছিল শ্যামের প্রেম রসসিন্ধু, এবে দেখি তায় নাহি রস বিন্দু, না জেনে ধর্ম্ম, করে যে কর্ম্ম, ব্যথা দেয় অবলার প্রাণে ;—

প্রজ্বলিত হৃদে কাম হুতাশন, আশার কলিকা হ'তেছে দাহন,

বিনা মিলন বারি, কিসে নিবারি ? স'দাস ২ সৈ তার অদর্শনে

ধৈর্য্য ধর ধনি কোর না বিলাপ, পাবে শ্যামধনে যাবে মনস্তাপ,

জোড় করি কর, কহে পীতাম্বর, বাঁধা পীতাম্বর রাধার চরণে (১৩৬)

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রাচীন (দাঁড়া) কবি

প্রথম পরিচ্ছেদ। ঠাকুরাণী বিষয়

এই অধ্যায়ে নিম্নলিখিত কয়েকটি সাঙ্কেতিক অক্ষর ব্যবহৃত হইল

চি	অর্থাৎ	চিতান।	স	অর্থাৎ	সওয়ারি।
প-চি	,,	পর চিতান।	ওঃ	,,	ওড়্তা
ফু	,,	ফুকা	খা	,,	খাদ
মে	,,	মেল্তা	দো	,,	দোলন
মহ	,,	মহড়া	অ	,,	অন্তরা

এতদ্ভিন্ন উক্ত অক্ষরের পৃষ্ঠে যে যে অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে, তাহা তৎসংখ্যক ধরিয়া লইতে হইবে যথা—২ চি, ৩ ফু, ৪ মে অর্থাৎ দ্বিতীয় চিতান, তৃতীয় ফুকা, চতুর্থ মেল্তা ইত্যাদি

যে যে কবির গীতের রাগিণী জানা নাই, তাহার কেবল তাল মাত্র লিখিত হইল এ বিষয়ের অন্যান্য যাহা বক্তব্য, তাহা ভূমিকাতে বলিয়াছি

কবির গীতের সম্পূর্ণ সাটে, ধরতা, উত্তর, পাল্টা এবং পাল্টার প্রত্যুত্তর এই চারিটি করিয়া গীত থাকে। কিন্তু সকল সাটে তাহা থাকে না কোন সাটে দুইটি অথবা তিনটি গীতও থাকে, আবার কখনও পাল্টার প্রত্যুত্তরের পরে পুনঃ পাল্টা গীত গাহনাও হইয়াছে এই সকল সাট সম্পূর্ণ পাওয়া অতি সুকঠিন এবং আজ কাল অপ্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না তবে প্রত্যেক সাটের যাহা ২ পাইয়াছি, তাহা পরে ২ লিখিত হইল

ভোলানাথ মদক (বা ভোলা ময়রা) এবং এণ্টনী সাহেব পরস্পর বিপক্ষ কবির দলপতি ছিলেন তাঁহাদের দুই দল প্রায়ই সমকক্ষ ছিল একবার ঠাকুরাণীবিষয়ক গীতে তাঁহাদের নিম্নলিখিত মত বাদানুবাদ হইয়াছিল দুঃখের বিষয় প্রথম দুইটি গীতের (অর্থাৎ ধরতা ও উত্তরের) চিতান টুকু ভিন্ন আর কিছুই পাই নাই

রচয়িতার নাম

ধরতা (এণ্টনী বা আন্তনি সাহেবের দল)

(অজ্ঞাত) চি —অপাঙ্গে করুণা কর, ওগো ম ৩ঃ মাতঙ্গি।
প চি —ভজন সাধন জানি না মা জেতে আমি ফিরিঙ্গি
* * * * (১)

উত্তর (ভোলা ময়রার দল)

তাল আড়াখেমটা।

(অজ্ঞাত) চি —তুই জাত্ ফিরিঙ্গি, জবড়্জঙ্গী, পারব নাক তরাতে,
প চি —শোন্ রে ভ্রষ্ট। বলি স্পষ্ট, তোর কি ইষ্ট কালী কৃষ্ণ?
ভজ্‌গে যা তুই যীশু খ্রীষ্ট, শ্রীরামপুরের গির্জ্জেতে
* * * * (২)

পাল্টা। (এণ্টনী সাহেবের দল)

বাহার রূপক ও একতালা।

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী চি —জয় যোগীন্দ্রজায়া মহামায়া মহিমা অসীমা তোমার,
প চি —একবার দুর্গে ২ দুর্গা ব'লে, যে ডাকে মা তোমায়, তুমি
কর তায় ভবসিন্ধু পার

ফু —তাই শুনে ম ভবের কূলে, দুর্গে ২ দুর্গে ব'লে, বিপদ
কালে,—ডাকি দুর্গে কোথায় মা? দুর্গা কোথায় মা?
মা দুর্গা কোথায় ম ?—
তবু সন্তানের মুখ চাই লি ন ম। আমায় দয় কর্‌লি ন মা।
পাষাণে প্রাণ বাঁধ্‌লি উম. মায়ের ধর্ম্ম এই কি মা?

মে —মতি কুমতি কুপুত্র ব লে, আপ্‌নিও কুমাতা হ'লে, আমার
কপালে;—তোমার জন্ম যেমন পাষাণকুলে, ধর্ম্ম তেম্‌নি
রেখেছ

মহ —দয়াময়ি! আজ আমায় দয়া করবে কি মা? কোন্ কালে বা
কারে তুমি দয়া করেছ?

স —জানি তোমার চরণ সাধন করি', ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মচারী,
দণ্ডধারী, দেখ সকল ফেলে, ক্ষীরোদ জলে, ভাস্‌লেন
শ্রীহরি,—আবার শূন্য ক'রে সোণার কাশী, ওগো শ্যামা
সর্ব্বনাশি, শিবকে ক'রে শ্মশানবাসী, সন্ন্যাসী তায় সাজিয়েছ।

খা —নাম কেবল করুণাময়ী, করুণাশূন্য হয়েছ

২ ফু —মা! তুমি দক্ষরাজকুমারি দক্ষযজ্ঞে গমন করি', যজ্ঞেশ্বরি!
যজ্ঞ হেরি নয়নে,—শিব বিহনে, শিব অপমানে, মা! মা!
সেই অভিমানে;—
এমন সাধের যজ্ঞে ভঙ্গ দিলি, দক্ষ রাজ য নিদয় হ'লি, আপ্‌নি
ম'লি তারে ও মেলি, পিতার দুঃখ ভাব্‌লিনে

২ মে —তখন যার অপমান শুনে কাণে, প্রাণ ত্যজেছ বিষাদ মনে,
দক্ষভবনে;—আবার আপ্‌নি উমা কঠিন প্রাণে তার বুকে
পা দিয়েছ

অ —তুমি তার ২ তার, না তার না তার, আপনার গুণে তব্‌ব,
দুর্গানাম তরি, মস্তকেতে ধরি, যতন করিয়ে রাখ্‌ব; আমার
অন্তে শমন এলে, অজপা ফুরালে, দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাক্‌ব।

২ চি।— মা! অসাধ্য তোমার সাধন, কল্লে সাধন, কেবল তায়
নিধন হতে হয়,—

২ প-চি —একবার তারা ব'লে যে ডেকেছে, সেই ডুবেছে, তারা!
তোমার ধারা ত মায়ের ধারা নয়।

৩ ফু।—রাবণ রাজার অন্তিম কালে, রঘুনাথের রণস্থলে, দুর্গা ব'লে
ডেকেছিল বদনে,—তবু তার পানে, ফিরে চাইলি নে,
মা! মা, দুঃখ ভাব্‌লি নে,—
তারে ধ্বংস ক'রে ভগবতি, নিদয় হ'লি ভক্তের প্রতি,
শেষ কালে তার বংশে বাতী, দিতেও কারে রাখ্‌লি নে।

রচয়িতার নাম

৩ মে —আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা, বাজা'ত জয় কালীর ডঙ্কা,
অতি জোর ডঙ্কা ,—আবার ছল ক'রে তার সোণার লঙ্কা দগ্ধ
ক'রে এসেছ (৩)

ধরতা (নীলু ঠাকুরের দল)

তাল রূপক ও আড়াখেমটা

পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যো। চি কর্ম্মদোষে, জন্মভূমে এসে, বিষম বিষে আমি জর জর ;
প চি —মগ্ন বিপদে, উপায় ব'লে দে,দুর্গা মা রক্ষিণি। রক্ষা কর
ফু —ব্রহ্মরূপা, ব্রহ্মময়ি, ব্রহ্ম সনাতনি।—
এ মা গৌরী রূপা গিরিপুত্রি জগত্‌ রূপা জগদ্ধাত্রি। সাবিত্রী
গায়ত্রী গীতা, গণেশজননি
মে —অর্পণা পার্ব্বতী দুর্গা। আপদ উদ্ধারিণি , এ মা আপদ
উদ্ধারিণি ?—শুনি দুরন্ত কৃতান্তভয়ে, দুর্গা বই কে রাখ্‌তে
পারে ?
মহ।—দুর্গে। তোর দুর্গা নামে দুঃখ নিবারে, তাইতে বিপদকালে
ডাকি মা তোরে।
স।—জগতে আছে বিখ্যাত, বিষ খেয়ে বিশ্বনাথ ; ক্ষীরোদ সিন্ধুকূলে,
পড়েছিল ঢুলে, দারুণ বিষের জ্বালায় বাঁচ্‌ল ভোলা, দুর্গামন্ত্র
সাধন ক'রে।
খা —এ মা , কৃপা কর কাতরে।
২ ফু —ভ্রমে লোকে ভুলে তথ্য, ভ্রমণ করে নানা তীর্থ, তব তত্ত্ব
ভুলে ;—
এমা। দুর্গা ২ দুর্গা ২ ,—জলে কি অনলে বনে, ইন্দ্র আদি
বজ্রবাণে, কা চিন্তা মরণে রণে, দুর্গা নাম নিলে ?
২ মে —শুনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র, অঞ্জলি দেয় চরণ'পরে

* * * * (৪)

রচয়িতার নাম।

ধরতা (হরু ঠাকুরের নিজ দল)

বাহার। তাল রূপক ও একতালা।

হরু ঠাকুর চি —বাঞ্ছা ফলদাত্রী, ভূধাত্রী, ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী আপনি;
প চি —ব্রহ্মরূপিণী, ব্রহ্মার জননী, ব্রহ্মরন্ধ্রু বাসিনী
ফু —হয় ব্রহ্মজ্ঞানী যারা সব,—
তাদের নিরাকার তুমি ব্রহ্ম, মা তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম, তারা কি মর্ম্ম জানে তব?
মে —হয় যে মন্ত্রে যে জন দীক্ষে, সেই মন্ত্রই তা'রি পক্ষে, হে দুর্গে! আমি এই ভিক্ষে চাই
মহ —যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙ্গা পায়, আমার মুক্তি পেতে কায নাই
স —বল নির্ব্বাণে কি আর হবে? বিজ্ঞান দেহিমে শিবে! সজ্ঞানে এই ভবে আসি যাই
খা।—ভবের ভাব্য ধন, শিবের সেব্য চরণ, যেন জন্ম জন্মান্তরে পাই।
২ ফু —চন্দনাক্ত রক্ত জব' লয়ে,—
ক'রে শ্রীমস্তে অভিষিক্ত, জাহ্নবী জলযুক্ত, দিব আরক্ত পদদ্বয়ে।
২ মে —আমি শুনেছি শিব উক্তি, সেবির শিব শক্তি, করেছি মনে২ যুক্তি তাই
অ।—এমা! অলসনাশনা! রসনার বাসনা, ঘোষণায় ঘুষি তব নাম;
এমা! শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, দুর্গা ব'লে ডাকি অবিশ্রাম।
২ চি —ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ উপেক্ষ্য, দুর্গানাম উপলক্ষ যার;
২ প চি —নিত্য সেই জন, সত্য পরায়ণ, তীর্থ পর্য্যটন কি তার?
৩ ফু —গয়া গঙ্গা ব্রজ বারাণসি,—
হয় ভ্রমণে শ্রম মাত্র, কাবেরী কুরুক্ষেত্র, ঐ পদে যত তীর্থরাশি।
৩ মে —স্মরণ করিয়ে তারা, মুদিয়ে নয়ন তারা, বদনে তারা তারা গুণ গাই (৫)

রচয়িতার নাম।

তাল রূপক। (নীলু পাটুনীর দল)

গীতানাথ মুখোপাধ্যায়
চি —তুমি ব্রহ্মময়ি! ব্রহ্ম নিরাকার মা! ব্রহ্ম নিরঞ্জন;
প চি —ভবে ভার ঘুচাতে, যত জীব তরাতে, ব্রহ্ম হ'তে মাগো!
বহু রূপ ক'রেছ ধারণ

ফু —কোথা ও বা প্রকৃতি ছলে, রণমত্তা রণস্থলে, কোন স্থলে
পুরুষের আকার ;—
(তারা মা, মা গো! ব্রহ্মময়ি মা! তারা মা গো) তুমি কোথাও
সীতা কোথাও রাম, কোথাও শ্যামা কোথাও শ্যাম, কোথাও
শিব দুর্গা হয়ে জীব কর নিস্তার

মে —তুমি পঞ্চ ব্রহ্ম পঞ্চ মতে, ভাবে পঞ্চ সাধকেতে, (তারা গো!)
থাক কালী রূপে কৈলাসেতে, লক্ষ্মী রূপে গোলোকে।

মহ —তারা গো মা, যোগমায়া রূপ মায়া তোমার, ও মায়া
জানিতে পারে কে?

স —তুমি দুর্গা মূর্ত্তি ধারণ ক'রে, চরণ দিলে মহিষাসুরে, কৃষ্ণ হয়ে
মা বল্লে, যশোদারে;—আবার বসুদেবনন্দন হয়ে, তরালে
কংসেরে;—বিষ্ণুরূপে চরণ দিলে গয়াসুরের মস্তকে

খা —পতিতে তারিতে তারানাম ধর ত্রিলোকে

২ ফু মধুকৈটভ বধের কালে, মহানিদ্রা রূপে ছিলে, ভেসেছিলে
কারণ বারিতে,
(তারা মা, ইত্যাদি) দেখে দৈব বিপদ দেবতা সব, করেছিল
কতই স্তব, অসুর বংশ ধ্বংস হ'ল তোমার মায়াতে।

২ মে —তুমি কৌশিকী রূপ কুসুমবনে, শুম্ভ দৈত্য বধলে প্রাণে,
কাননে,—থাক শ্মশানে মশানে বগে হয়ে নৃত্যকালিকে।

অ —মা গো! ত্রিকালীন ত্বংহি ত্রিসন্ধ্যা, তুমি সাবিত্রী গায়ত্রী
গুণত্রী গো!—প্রভাতে হংস বাহনে, মধ্যাহ্নে গরুড়াসনে,
সায়াহ্নেতে বৃষভেতে বিরাজ কর মা আনন্দেতে

রচয়িতার নাম।

২ চি —তুমি আদ্যে ! মহাবিদ্যে ! শিব তন্ত্রে বলেছে ;
২ প-চি —মহাযন্ত্র তুমি, মহামন্ত্র তুমি, তন্ত্র তুমি মা গো ! তদন্ত অন্ত কি আছে।
৩ ফু —তুমি ষড় পদ্ম ষড় রূপে, বিরাজ মা নানা রূপে, আধার রূপে অধঃ কমলে ,—
(তারা মা ইত্যাদি) তুমি হৃদ্‌কমলে হংসিনী, পরম আত্মা রূপিণী, কুণ্ডলিনী শক্তি তুমি সহস্র দলে।
৩ মে —তুমি মহাশক্তি মণিপুরে, সর্ব্ব শক্তি সর্ব্বাধারে, (তারা গো !) দিলে বনে দেখা কালকেতুকে, হয়ে স্বর্ণ গোধিকে (৬)

ধরত। (কৃষ্ণদাস বৈরাগীর দল)

তাল রূপক

ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চি তারা সাধনে জীবের পক্ষে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ;
প-চি ঐহিকে সব পাতক খণ্ডে, আপদ খণ্ডে বিপদ খণ্ডে, চিন্তা খণ্ডে মা ! অন্তে খণ্ডে কালের ভয়।
ফু —কেন দীনের কপালে সুদিন হ'ল না ? চরণ দিলে না ,— দুর্গমেতে প'ড়ে দুর্গে ! সদা ডাকি দুর্গে ২, কেন দুর্গে ! মম ভাগ্যে, হয় না করুণা ?
মে।—আমার সাধন বল দৈববল, যদি মা সে সব বল, হ'ল না সকল ,—দেখ্‌ব এবার বাহুবলে পাই কি না পাই তোমাকে
মহ —ওগো তারা গো মা ! জোর ক'রে তোর চরণ দখল কর্‌ব মা ! আমার পৈতৃক ধন রাখ্‌তে পারে কে ?
স —মেরে বিল্ববৃক্ষ শিবের গাত্রে, যুদ্ধ কর্ব্ব পিতা পুত্রে, ভোলা পিতার মন অম্‌নি ভুলে যাবে ;—হবে পরাজয় মা ! আমায় চরণ ছেড়ে দেবে ,—বাপ কালি ধন দখল হ'লে, কালী নামের ধ্বজা তুলে, জয় কালী জয় কালী ব'লে, রাখ্‌ব চরণ মস্তকে

বচয়িতার নাম।

খা —আমি কালীর দাস, ভয় কি আমাকে ?

২ ফু যদি কালী ২ ব'লে কালের বশে যাই, কোন চিন্তা নাই
চিন্তা নাই ;—
অশ্বথামা যেমন ক'রে, বিল্ববৃক্ষ শিব্‌কে মেরে,
হ'ল্পিয়েছিল সেব্ সমবে, কর্ব্ব আমি তাই

২ মে —হব অনায়াসে বং জই, যদি মা তোব পুত্র হই, ডঙ্কা মেরে
আস্‌ব ঘবে, শঙ্কা নাই মা ত্রিলোকে

অ।—ন্যায্য ধন ত্যোজ্য করতে পাবে কেটা ? মা গো . শিব পিতা
মোব বিষম জ্যাঠা ,—
পিতা হ'লে ব্রহ্মচাবী, সন্তানে ধন অধিকারী, দায়ভাগে প্রমাণ,
ও গো মা । মা । দায়ভাগে প্রমাণ ;— কর্ম্মে দণ্ড গ্রহণ, তবু
রাঙ্গা চবণ, ছাড়িলে নাক জ'টে বেটা

২ চি —সহজে না পেলে ধন সম্পদ, তা'তেই যুদ্ধ কবতে চাই ,

২ প চি —এবার মা আমার মন্ত্রের সাধন, কিম্বা আমার শরীর
পতন, যা'তে পাই ও চরণ কর্ব্ব এবার তাই

৩ ফু —কালীব জয় কালীব জয় ব'লে, বণস্থলে দাঁড়াব, শিবকে
হাবাব হারাব ,—
লব কুশের সংগ্রামে যেমন, নাগপাশে রাম হলেন বন্ধন,
ভক্তিপাশে শিবের চরণ তেমনি বাঁধিব

৩ মে। আমার যা থাকে কপালে, সমবে দাঁড়ালে, নিদানকালে
মা !—মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ ব'লে রক্ষা কব্‌বে আমাকে। (৭)

ধরতা (উদয়চাঁদ বৈরাগীর দল)

তাল আড়াখেমটা

(অজ্ঞাত) চি।—তুমি ত্রিতাপহারিণি তারা . তত্ত্ব জানে কে ?

প চি।—ভবমোহিনি মা ! ভবভাবিনি মা ! ভবঘোর বিপদহরা
ব্যক্ত ত্রিলোকে।

ফু।—কিবা তন্ত্রে কিবা মন্ত্রে তোমাব অন্ত নাই, আমি মনে ভাবি তাই ;—
মাগো! মহাশাস্ত্র ষড়দর্শন, তাতে তোমার পাইনে দর্শন,
বেদে নিবাকাব নিদর্শন, দর্শন কিসে পাই ?

মে।—মন্ত্রে তোমার গুণেব ব্যাখ্যে, জিহ্বা যন্ত্রে নাম পরীক্ষে, ভক্তগণ পক্ষে ,—আমি শক্তিবিহীন ভক্তিবিহীন, ভজন পূজন জানিনে।

মহ।—দীনে ভুল না মা দীনতারিণি! তারা ত্রিগুণে!।

স —দিন গেল মা দিনে ২,তারিবে আর কত দিনে, এ দীনহীনে ?—
দু'দিন বাদে কুদিন হবে ভয়ঙ্কর দিনে ,—সেই অন্ত দিনে,
যেন দীনে, রেখো রাঙ্গা চরণে।

খা —দীনের যা'তে দিন যায় গো তারা! কর স্বগুণে

২ ফু —তুমি তারা ত্রিলোকতারা, শঙ্করি শ্যামা! তোমাব অপার মহিমা ;—
মাগো! তুমি চিন্তে, জগৎ চিন্তে ত্বং অচিন্ত্যে, ত্বং সচিন্তে!
কে পারে মা তোমায় চিন্‌তে ? চিন্তাময়ি মা!

২ মে।—তোমাব চরণ তারণ কারণ, (ঐ) চরণে হয় কালভয় হরণ,
জানি মা কারণ ;—মাগো! শমনভবন গমন বারণ, তারা
স্বনাম স্মরণে

অ।—যায় দিন বিফলে জননি! তারো নিজ গুণে তারিণি!
মা তুমি সর্ব্বমঙ্গলে . সর্ব্ব মঙ্গলদায়িনি!—আমি কি করিলাম,
না ভজিলাম, তারার চরণ দু'খানি।

২ চি —তুমি ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী শুভদা শিবে!

২ প চি —শিবের সর্ব্বস্ব ধন, ব্রহ্মার ব্রহ্মস্ব ধন, পরম ধন বিষ্ণু শরণ, তুমি সার ভবে

৩ ফু —ত্বং অনন্ত,তব অন্ত,কভু মেলে না, তারা! কেউ ত জানে না ;—
মাগো! ব্রহ্মজ্ঞানী যারা ভাবে, ভাবে তা'রা ব্রহ্মভাবে, কেউ
ভাবে মা সাকার ভাবে, কেউ ত ভাবে না

রচয়িতার নাম।

৩ মে —আছ কি না আছ তারা! মর্ম্ম জানে কেবল তা'রা, সদ্‌জ্ঞানী যারা; আমি কেবল তার ২ ব'লে ডাকি অজ্ঞানে (৮)

ধরতা (কৃষ্ণদাস বৈরাগীর দল)

তাল রূপক

ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চি —তারা! তোর চরণ ভা'বিলে পরে, চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি হয়;

প চি —সে কথা, বুঝি হয় গো অন্যথা, মা, মাগো! বল্‌তে করি ভয়

ফু —আমি যত্নে যদি মন্ত্রে করি আবাহন,—গিয়ে জলে কি স্থলে করি পুজার আয়োজন;—

যদি মুদিয়ে নয়নপদ্ম, ও পদে চাই দিতে পদ্ম, ধ্যানে তোমার শ্রীপাদপদ্ম, পাইনে দরশন।

মে —যদি একান্ত মনে যোগাসনে থাকি,—হ্লাদে গো। আমাদের সাধনের ধন, শিব করেছে বক্ষে ধারণ, রক্ষে ক'রে আছে যেন বাপ্‌কেলে ধন পেয়েছে

মহ —ওমা শিবে এই জীবের পক্ষে যত মোক্ষ পথ, ভোলা ক্ষেপা সব দফা ভুলিয়ে নিয়েছে।

স —তারা নাম নিলে হয় অক্ষয় স্বর্গ, চরণে হয় চতুর্ব্বর্গ, উপসর্গ শিব তায় ঘটালে দেখি, তারার নাম নিলে তোর চরণ নিলে, জীবকে দিলে ফঁকি; ছিল আর এক ভরসা অন্তকালে, মোক্ষ হবে গঙ্গায় মোলে, জ'টে বেটা তাও ঘুচালে, জটায় গঙ্গা রেখেছে

খা—ভক্ত বিটেল এমন আর, বল্ গো কে আছে?

২ ফু।—সদা চক্ষু মুদে রয়, ঐ পদদ্বয় ছাড়ে না;—হ'য়ে দিগম্বর, যোগেশ্বর, যোগ ছাড়া শিব থাকে না;—

লোকে বলে শিব ক্ষেপা পাগল, কিন্তু বেটা কাযের পাগল, শিয়ান পাগল বে'চ্‌কা আগল, কর্ম্ম ভুলে না

রচয়িতার নাম।

২ মে থাকে ২ শিব, ডাকে সদাই, তারা তারা ব'লে,—বুঝে তারা নামের নিগূঢ় মর্ম্ম, ব্রহ্মজ্ঞানে ভেবে ব্রহ্ম, জ'টে বেটা সংসার ধর্ম্ম, ত্যজ্য ক'রে বসেছে।

অ।—আমি কোন্ গুণে তোর চরণ পাব ? ছেলের হাতের মোয়া নয় যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাব, করি আশয়, পৈতৃক বিষয়, না দিলে জোর ক'রে লব,—
আমি নাবালক সন্তান, পিতা বর্ত্তমান, কেমন ক'রে বিষয় প্রাপ্ত হব ?

২ চি —যদি যোগতত্ত্বে যেতে মন করে গো উদ্‌যোগ,

২ প-চি —যোগাযোগ, কিছু পাই না গো সুযোগ, মা!! মাগো দেখি তায় যে গোলোযোগ

৩ ফু —এক গ্রন্থ প্রকাশ কর্লে, দেখ,তন্ত্রসার;—অনেক কুতন্ত্র সে তন্ত্র, অর্থ বুঝে সাধ্য কার ?—
তা'তে একবার বলে কালী ব্রহ্ম, আবার বলে কৃষ্ণ ব্রহ্ম, পঞ্চ মতে পঞ্চ ব্রহ্ম, মোক্ষ মূলাধার

৩ মে —যত অবোধ জীব পঞ্চ মতে, পঞ্চ পথে ঘোরে,—দেখ ভক্তের পক্ষে ভাঙ্গড় বেটা, বাধিয়ে দিলে বিষম ল্যাঠা, শিবের মত নষ্টের জেঠা, সংসারে কে দেখেছে (৯)

ধরতা (নীলু পাটুনীর দল)

তাল আড়াখেমটা

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

চি —কর্ম্মভূমে জন্ম ল'য়ে, জননী জঠরে ;

প চি —হয়ে মায়ায় বদ্ধ, ও পাদপদ্ম, ভাবিনে মা। প'ড়ে ভবঘোরে

ফু —তারা ! দারা পুত্র পরিজন, জনে ২ মহাজন, দিন গেল মা। ঋণ পরিশোধ দিতে,—

তারা গো ম . পঞ্চভূত এক সঙ্গে মিলে, যুদ আসলে লুটে নিলে,
(আছি) নিঃসম্বলে নিদান কালে, শমন ভবন যেতে।

মে —মৃত্যু পথে যাত্রা ক'রে, দাঁড়িয়েছি পার ঘাটে ; একবার
কৃপাদৃষ্টে চেযে দেখ, সঙ্কটে রাখ শঙ্করি ||

মহ —ত্রিতাপে তনু জরা, তরাও ও গো তারা ! ত্বরায় আমায় দাও
মা চরণ তরি

স।—তুমি জন্ম জরা, মৃত্যুহরা, সারাৎসার' পরাৎপর', এই ভ'বন'
ভাবি ভবদারা !—যেন শমন এলে, নিদান কালে, তারা ২
ব'লে মরি

খা। কর দয় মহামায়া ! পার হই ভববারি।

২ ফু —ভবে যাই আসি মা বারেবার, ল'য়ে বন্ধু পরিবার, ভাবি অভয়ে
"আমার ২" ব'লে ,—
তারা গো মা . কে আমার গো আমি কার ? চক্ষু মুদ্‌লে
অন্ধকার, থাকে কার্ সঙ্গে কি সম্বন্ধ আর, শ্মশানবাসী হ'লে ? ।

২ মে অর্থ বিনে সব অনিত্য, ঐহিকের সুখ যত ; কেবল নিত্রামযি !
ত্বংহি সত্য, ব'লেছেন সেই ত্রিপুরারি

অ ভবের খেলা যা হবার তা হ'ল, নিশি র স্বপন দে'খে যেমন,
ঘুম ভেঙ্গে ঘোর গেল , সংসারের সুখ দুঃখের লেখা, ভোজের
বাজীর তুল্য ধোঁকা, জলের রেখা জলে যেমন পলকে মিশাল

২ চি —রিপু সহ, অহরহ, মায়াতে অধরা ;

২ প চি —অতি দুরারাধ্য, অসাধ্য মা তারা ! তোমায় ভজন সাধন করা

৩ ফু —তারা ভক্তি বিনে মুক্তি নাই, শিবের উক্তি যুক্তি তাই, আমি
কি মা ভক্তি সাধন জানি ?—
তারো গো মা। দীন তারিণী তারা নামে,ল'য়ে চল মুক্তিধামে,
তারো নিজ গুণে এ অধমে, শক্তি সনাতনি ||

৩ মে।—কাল কেতু সেই ব্যাধের ছেলে, তারে তারা মুক্তি দিলে, দ্বিজ
সীতানাথ সেই ভরসায় ত'রে যাবে ভববারি। (১০)

রচয়িতার নাম।

ধরতা (নীলু পাটুনীর দল)

তাল রূপক।

নীলানাথ মুখো চি —মা! হরাবাধ্যা তারা তোমার নাম, মোক্ষ ধাম, তন্ত্রে শুন্‌তে পাই;

প-চি —তাইতে তারা, তোমায় তারা,তারা তারা তারা ব'লে, ডাক্‌ছি মা সদাই।

ফু —তুমি তারা, ত্বং ত্রিগুণধারা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তারা, তোমায় ধরা, সে ত বিষম দায়;

তারা গো মা কেবল ভক্তির ফল সাধনার ফলে, ডাকি' দুর্গা দুর্গা ব'লে, ধ'রেছিল ব্যাধের ছেলে, কালকেতু তোমায়।

মে —এবার বেঁধেছি মন আঁটা আঁটি, করেছি মন খুব খাঁটি, তারা গো মা, এবার ধরেছি পাষাণের বেটি! আর পালাতে পারবিনে

মহ।—তারা গো! আজ তারা ধরা ফাঁদ পেতেছি মা! হৃদয় কাননে

স —আমায় ব'লেছে সেই মহাকাল, আছে গুরু মহামন্ত্র জাল, সাধন্ পথে সেই জাল্ পেতে থাক্‌ব কিছু কাল;—এখন ভক্তি ডোর ক'রেছি হাতে, তারা! যদি যাস্ সে পথে, ধর্‌ব মা তোর হাতে নতে, বাঁধ্‌ব দুটি চরণে

খা —মন কারাগারে তোমায় রাখ্‌ব মা অতি যতনে

দো।—তোমায় লোকে দেয় নানা পূজা, ষোড়শোপচারে পূজা, তেমন পূজা কোথা পাব বল?—

তারা গো মা কেবল বিল্বদল অঞ্জলি ভ'রে, মানস নৈবেদ্য ক'রে, দিব মা তোর চরণ ধ'রে, নির্ম্মল গঙ্গাজল

২ মে —আমি কোথা পাব অন্য বলি, মহিষাদি অজা বলি? দিব ছয় রিপুকে নর বলি, দুর্গা বলি' বদনে

রচয়িতার নাম

অ —মা এবার পলাবার পথ তোমার নাই, উপায় নাই, সন্ধান নাই,—
তার ধর্‌ব ব'লে তারা! মুদিয়ে পাপ চক্ষের তারা, রেখেছি জ্ঞান চক্ষের তারা, প্রহরী সদাই

২ চি —মা. কে জানে তোমার পীড়ে, কি হ'লে কে'ন্ ভ'বেতে রও;

২ প চি —ক'রে যতন বহু যতন, ধন ধান্য নানা রতন, দিলেও তুষ্ট নও

২ ফু তোমায় রাবণ সেই লঙ্কাপুরে, অতি যত্নে যত্ন ক'রে, পূজা ক'রে সবংশেতে যায়,—
তারা গো. আবার শ্রীমন্তে প্রসন্ন হ'য়ে, বিনা পূজায় আপ্‌নি গিয়ে, মশানেতে অভয় দিয়ে, রক্ষা কর্লি তায়

৩ মে —এখন পরমার্থ পরম ধনে, আছিস্ মা তুই পরম ধনে, (তারা গো!) তোমায় যে ভ'জেছে সেই পেয়েছে, ব্যাস লিখেছেন পুরাণে (১১)

ধরতা (উদয়চাঁদ বৈরাগীর দল)

তাল আড়াখেমটা।

(অজ্ঞাত) চি তুমি ভবানি! ভববাণি. ভবে কর পার,

প চি —তাইতে ভাবি গো মা. তোমায় ডাকি শ্যামা! ভব পার কর্লে না মা করি কি এবার

ফু —তারণ কারণ বাঞ্ছা চরণ, করি ভাবনা, দীনের দিন কি ভাব না?—
মাগো! চিরকালি বলি কালী, ভেবে কালী অঙ্গ কালী, মনের কালী রইল কালি! কালী পেলেম্ না

মে।—কালি. তুমি ব্রহ্মরূপা, কে আছে তব স্বরূপা? স্বং নিদ্রারূপা;
আমি জাগ ২ ব'লে মা গো! ডাক্‌ব তোমায় কতবার?

মহ —একবার জাগ গো মা কুণ্ডলিনি. ঘুমায়োনা আর

স —কালী ব'লে ডাকি যত, শম্ভু সহ ঘুমাও তত, আধার কমলে;

রচয়িতার নাম

পদ্মে ২ মালা রূপা ত্বংহি বিমলে !—যদি নিদ্রা ছলে, রইলি
ভুলে, দীনের তবে নাই নিস্তার

খা —কত নিদ্রা যাও গো তারা গা তোল একবার।

২ ফু —দেহ মধ্যে সপ্ত পদ্মে তুমি শোভা পাও, সুধা শঙ্খে বিলাও, —
মা গো ! শাকিনী রূপ আর ডাকিনী, নানা পদ্ম বিহারিণী,
চতুর্দলে কুণ্ডলিনী রূপে নিদ্রা যাও

২ মে —ডাক্‌লে পরে উঠ না মা ! একবার চেয়ে দেখ না মা কি
করি শ্যামা ? তারা চাইবে কবে ? উঠবে কবে ? কাল গত
হব অনিবার

অ —মা ! তোমায় সে সহস্র দলে, কবে হেরিব গো বিরলে ?
সুষুম্না নাড়ীতে গাঁথা, বিরাজ সপ্ত কমলে, নাভির সুক্ষ্ম পথে,
যাতায়াতে, দেখা দাও ভাগ্য ফলে

২ চি —কবে সে দিন ঘট্‌বে আমার ? দীনতারিণি মা !

২ প চি —গেল এ দীনের দিন, নিকট বিকট সে দিন, দিনকর সুতে যে
দিন লইবে শ্যামা !

৩ ফু —তাই মা ডাকি, মুদে আঁখি, ঘুমে রইলি অভয়ে, আমি
সশঙ্কিত্ ভয়ে ।—
মা গো মা সন্তান কাঁদ্‌লে উঠ না মা এই কি মায়ের
বিবেচনা ? জেগে ঘুম আর ঘুমায়োনা, পাষাণের মেয়ে.

৩ মে —মা রইলি নিদ্রাগত, পিতা সুধাপানে রত, ডাক্‌ব আর
কত ?—কৃপা চক্ষে চেয়ে,গো অভয়ে। কর ভবসিন্ধু পার (১২)

ধরতা। (আণ্টুনী সাহেবের দল)

তাল আড়াখেমটা।

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী চি —ত্বংহি জগদ্ধাত্রি। জগৎকর্ত্রি শিবে !

প চি —জগত রক্ষার্থে, হিতার্থে কৃতার্থে, তোমার আজ্ঞাতে নিযুক্ত
হ'য়ে আছে সর্ব্বদেবে।

ফু —রেস্‌পণ্ডেণ্টের মান্য যারা, দেবতার পক্ষে মান্য তারা, তোর কাছে পেয়েছে তারা, ফুল্ পাইট্ পরোয়ানা;—ব্যক্তি বিবেচনা,—এ মা গবর্ণেন্ট ত্রিপুরারি, সুপরিণ্টেণ্ট্ ব্রহ্মা হরি, যম পেয়েছে মেজেষ্টারী, ফৌজদারি কারখানা।

মে —তুমি মা বিলাতেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়া। তারা। কুইন ভিক্টোরিয়া, প্রজালোকে কেহ তোমায়, চক্ষেতে না দেখ্‌তে পায়, যায়, ত বিল ভারি সেই তোমারি খরচা দিয়ে আপিল্ করে

মহা—কি হবে শঙ্করি? এবার ডিক্রী জারি হ'ল আমার, যম্ রাজার দরবারে

স —ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যথা, আপিল কর্‌তে গেলেম তথা, সদর নেজামতে,—তারা সাবেক হুকুম বাহাল রেখে, সঁপ্‌লে কালের হাতে,—কর্‌ব কি মা সদর আপিল? ফুরিয়ে গেছে টাকার ৩পিল, তোর কাছে আর বিলাত আপিল, কর্‌ব আমি কেমন ক'রে?

খা —এখন শমন এসে, ধর্‌বে কেশে, বাঁধ্‌বে আপন জোরে।

২ ফু —আইন স্বরূপে তোমার, ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে প্রচার, সে আইনের মতে আমার, বে আইনি হ'য়েছে;—আমি বল্‌ব মা কার কাছে?—এ মা। আমি হব আপেলেণ্ট, মন হবে তায় রেস্‌পণ্ডেণ্ট, তোমা বিনে এ নির্ঘণ্ট, কর্‌ব মা কার কাছে?

২ মে আমায় ইন্‌সল্‌ভেণ্ট নিতে হ'ল, হুজুরে হাজির হ'য়ে, তারা। হুজুরে হাজির হ'য়ে,—তারা। তুই যদি দিস্ রাঙ্গা চরণ, কর্‌তে পারি শমন দমন, বৈকুণ্ঠেতে কর্‌ব গমন, ফাঁকি দিয়ে কৃতান্তেরে। (১৩)

রচয়িতার নাম।

কলের গাড়ী

ধরতা (আণ্টুনী সাহেবের দল)

তাল রূপক

(অজ্ঞাত) চি।—ভাবিয়ে ভবের ভাব, ও গো ভবদারা।

প চি —ক'রে পঞ্চ মত পঞ্চ পথ, ক'রেছ উদ্ধারের পথ, সে পথে
দেও না যেতে কোন মতে, ভ্রান্তে ভুলাও তারা !

ফু —বৈকুণ্ঠের পথ বিষম বাঁকা, কৈলাসের পথ যায় না দেখা,
অদেখা হ'য়েছে; অতি অপ্রকাশ র'য়েছে,—
এ মা, ধর্ম্ম পথে যেতে আবার, হ'য়েছে তায় দিনে আঁধার,
(কেবল) যম রাজার বাড়ীতে যেতে, ঠিক্ সোজা পথ আছে

মে —ক'রেছ এক পথের সৃষ্টি, অনাসৃষ্টি প্রায়,—সত্য ত্রেতা দ্বাপর
গেছে, কেবা এমন পথ দেখেছে ? বিশ্বকর্ম্মা হার মেনেছে, ভয়
পেয়েছে ভূমণ্ডলে

মহ —তারা, বল্ দেখি মা ক'রে ইংরাজী মত, আবার কি পথ,
কল্লি কলিকালে।

স শুনেছি সেই রেলরোডেতে, কলের গাড়ি রোজ্ সে পথে, চল্‌বে
দিবা নিশি,—তারা। এক দিনে কলিকাতায় থেকে সদ্য যাবে
কাশী;—যদি উদ্ধারের পথ এম্‌নি হ'ত, কেউ তবে ভয় কর্‌ত
না ত, সশরীরে স্বর্গে যেত, জয় কালী জয় কালী ব'লে

খা —কি সুবুদ্ধি মত দিলি ম্লেচ্ছ কুলে।

২ ফু দিয়েছ তায় এম্‌নি সাধ্য, বায়ু বরুণ অগ্নিকে বাধ্য, ক'রেছ
কৌশলে,—তারা তাই এ পথ দেখালে,—
এ মা জল পথের প্রায় অনাবৃত, আগুনের কল চল্‌ছে দ্রুত,
কেউ আবার পলোয়ারের মত, পাল তুলে যায় চ'লে

২ মে —জলের পথে নৌকায় যেতে, নানা সন্ধ হয়,—এ পথে নিঃসন্দ
ভাবে, কেউ গয়ায় কেউ কাশী যাবে,ঝড় তুফানে কি ভয় হবে?
না ডোবে না হেলে দোলে। (১৪)

রচয়িতার নাম।

সপ্তমী বা আগমনী।

তাল রূপক। (নীলুঠাকুরের দল)

রামচন্দ্র বসু। চি।—গত নিশিযোগে আমি হে! দেখেছি যে সুস্বপন;
প-চি।—যেন এল হে! সেই আমার হারা তারাধন
ফু —দাঁড়ায়ে দুয়ারে;—
বলে মা কৈ? মা কৈ? মা কৈ আমার? দেও দেখা দুখিনীরে
মে।—অমনি দু বাহু পসারি, উমা কোলে করি', আনন্দেতে আমি আমি নয়
মহ —ওহে গিরি! গা তোল হে! মা এলেন হিমালয়।
স।—উঠ দুর্গা দুর্গা ব'লে, দুর্গা কর কোলে, মুখে বল জয় জয় দুর্গা জয়।
খা —কন্যা পুত্র প্রতি বাৎসল্য, তায় তাচ্ছল্য করা উচিত নয়।
২ ফু।—আঁচল ধ'রে তারা;—
ব'লে ছি মা, কি মা! মা গো ও মা! মা বাপের কি এমনি ধারা?
২ মে —গিরি! তুমি যে অগতি, বুঝো না পার্ব্বতী, প্রসূতির অখ্যাতি জগত ময়॥
অ।—মা হওয়া যত জ্বালা, যাদের মা বল্‌বার আছে তা'রাই জানে;
তিলেক না হেরিয়ে মর্ম্ম ব্যথা পাই, কর্ম্ম সূত্রে স্নেহে টানে।
২ চি —তোমারে কেউ কিছু বল্‌বে না, দেখে দারুণ পাষাণ;
২ প-চি —আমার লোক গঞ্জনায় যায় প্রাণ।
৩ ফু।—তোমার ত নাই স্নেহ;—
একবার ধর ২, কোলে কর, পবিত্র হোক্ পাষাণ দেহ।
৩ মে —আহা! এত সাধের মেয়ে, আমার মাথা খেয়ে, তিন দিন বই রাখে না মৃত্যুঞ্জয়। (১৫)

রচয়িতার নাম।

তাল রূপক। (রামচন্দ্র বসুর নিজ দল)

রামচন্দ্র বসু চি —তারা হারা হ'য়ে, নয়নের তারা হারা হ'য়ে রই ;

প চি —সদা কই উমা কৈ ? আমার প্রাণ উমা কৈ ?।

ফু —আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতের সারা, বিধি এনে মিলালে;—
উমা চন্দ্র বদনে, ডাকছে সঘনে, মা মা মা ব'লে

মে —উমা যত হেসে কথা কয়, ও ত হাসি নয় হে। যেন অভাগীর
কপালে অনল জ্বলে

মহ —তবে নাকি উমায় তত্ত্ব ক'রেছিলে ?।

স —গিরিরাজ। ওহে শুন ২ তোমার মেয়ে কি বলে

খা —নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে. কৈলাসে যাই ব'লে

২ ফু —এসে বোল্‌তে মেনকা, তোমার দুখের কথা, উমা সব শুনেছে,—
তোমায় দেখ্‌তে পাষাণি। আপনি ঈশানী, আস্‌তে চেয়েছে।

২ মে —তুমি গিয়েছিলে কৈ ? উমা বলে ঐ হে। আমি আপনি
এসেছি জননী ব'লে

অ।—ভাল হোক্ ২ ওহে গিরি। সেই আমি নারী, তাই ভুলি বচনে ;
তোমারও কি মনে হ'ত মা হে সাধ, হেরিতে উমার চন্দ্রাননে ?

২ চি —আশা বাক্যে আমার পাপ প্রাণ, রহে বল কত দিন ?

২ প চি —দিনের দিন, তনু ক্ষীণ, বারিহীন যেন মীন।

৩ ফু।—যারে প্রাণ পাব দেখে, সম্বৎসরে তাকে, আন্‌তে ত যেতে হয়,—
যেন মা-হীনা কন্যে, তিন দিনের জন্যে, এল হে হিমালয়

৩ মে।—দুখে করি' হাহারব, ছিলেম্ যেন শব হে। গৌরী মৃত দেহে
এসে জীবন দিলে (১৬)

ধরতা (রামচন্দ্র বসুর নিজ দল)

ভাং রূপক।

ঐ চি —সম্বৎসর ব্যথিত, দুঃখ সিন্ধু সেতু, হ'ল তোমার আগমন ;

প-চি।—সেই বাক্য ঐক্য করি', আছি গো শঙ্করি। ক'রে পথ
নিরীক্ষণ।

রচয়িতার নাম

ফু —উমা। যত যায় দিন, তত দিন ২ গণি দিন ;—
ডাকি দীনতারিণি দুর্গে . শিবের শুভ দিন, রেখো চির দিন, দেও দিন, হেবি তিন দিন।

মে প্রাণ উমা রে আমাব সফল আবাধন, নয়নতাবা ধন, হারা তাবা পেলাম, দুর্গানাম সাধন ফল প্রকাশে

মহ —এস মা প্রাণ উমা . এ প্রাণ আছে মা। কেবল মা তোমার আসাব আশে

স —পতি তোমাব পঞ্চমুখ, সুত কবীমুখ, সেনাপতিব ছয় মুখ ; তারা . তা'রা ও না কি কবে মুখ ? ভৃত্য কি সুমুখ। সকলে বৈমুখ, কাব মুখ চেবে ছিলে কৈলাসে ?।

খা।—সদাই বলি, উমার তত্ত্বে যাও গিরি . শিবেব বাসে

২ ফু —পতি অচল অতি মূক, গমনে বৈমুখ, তার কি কোথাও যেতে মুখ আছে ? -
আমার মৈনাক বৈমুখ, মবণে উন্মুখ, এই মুখ কাল মুখ, দেখাই কার কাছে ?।

২ মে —আবার বিধি চতুর্মুখ, চতুর্দ্দিকে মুখ ; হওয়া ভাল যাব বৈমুখ, সে ও পবাঙ্মুখ, বিপক্ষ হাসে (১৭)

ধবতা। (বামচন্দ্র বসুব দল)

তাল রূপক ও একতালা।

রামচন্দ্র বসু

চি —গৌরী কোলে ক'রে, নগেন্দ্র রাণী, করুণ বচনে কয় ;

প চি।—উমা মা আমাব সুবর্ণলতা, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।

ফু।—মবি জামাতাব খেদে, তোমাব বিচ্ছেদে, প্রাণ কাঁদে দিবা নিশি ;—
আমি অচল নাবী, চলিতে নাবি, পাবিনে যে দেখে আসি।

মে।—আছি জীবন্মৃত হ'য়ে, আশা পথ চেয়ে, তোমায় না হেরিয়ে, নয়ন ঝরে।

রচয়িতার নাম।

মহ —কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা, ভিকারী হরের ঘরে?

স —জানি নিজে সে পাগল, কিছু নাই সম্বল, ঘরে ২ বেড়ায় ভিক্ষা ক'রে

খা —শুনে জামাতার দুখ, খেদে বুক বিদরে।

২ ফু।—তুমি ইন্দুবদনী, কুরঙ্গনয়নী, কনকবরণী তারা,—
জানি জামাতার গুণ কপালে আগুন, শিরে জটা বাকল্ পরা

২ মে আমি লোক মুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি, ফণী ধ'রে অঙ্গভূষণ করে

অ —মরি ছি ছি! ছি, একি ক'বার কথা? শুনে লাজে ম'রে যাই;
তোমা হেন গৌরী, দিয়েছেন গিরি, ভুজঙ্গেতে যার ভয় নাই, মাথে অঙ্গেতে ছাই

২ চি —তুমি সর্ব্ব মঙ্গলা, মঙ্গলের ভেলা, কূলে এনে দিতে পার;

২ প চি —দে'খে খেদে ফাটে বুক, তোমার এত দুখ, সে দুঃখ ঘুচাতে নার

৩ ফু —তুমি রাজার বালিকা, মায়ের প্রাণাধিকা, ভাগ্যেতে মা। হ'লি শিবদারা;—
মরি দুঃখেতে শঙ্করি! শঙ্কর ভিকারী, উপজীব্য ভিক্ষা করা

৩ মে —সদা বলি মা! গিরিকে, আন গে গৌরীকে, কত কষ্ট উমার কৈলাস পুরে (১৮)

ধরতা (ভবানীপুরের সখের দল)

তাল রূপক।

জয়ন'রায়ণ
গঙ্গো।

চি —ভবনে ভবানী, পাইয়ে পাষাণী, পুলকে হ'য়ে মগনা,

প চি —ঈশানী সম্বোধনেতে, বাণী কয়, ক'রে করুণা।

ফু মা! তোমায় নয়ন পথে, হারায়ে ত্রিনয়না,—
কেঁদে ২ তারা চোকের তারা ছিল না

মে —আজ সে দিন ঘুচিল, সুদিন হইল, এমন হবে মনে না জানি

রচয়িতার নাম

মহ —একবার আয় মা করি কোলে, দুখপাসরা নন্দিনি।।

স —চারু চন্দ্রাস্থে প্রাণ উমা! ডাক "মা" ব'লে মা! শুনে মা জুড়াই তাপিত প্রাণী

খা সুধাই তাই ও গো ঈশানি।

২ ফু যার উমা জগতের মা, তার কি মা! এমন হয়?—
হাঁ গো প্রাণের তারা! সেও কি উমা হারা হয়?।

২ মে মা! তোর শ্রীমুখ না হেরে, যে দুখ অন্তরে, ছিলাম মণি হীনা ফণী দিবা যামিনী

অ —ভাল মা গো! মা তোর যেন পাষাণী, তুই ত জগত জননী;— ভাল তা ব'লে একবার, মায়েরে তোমার, মনে কর কৈ গো ভাবিণি?।

২ চি —কৈলাস শিখরে, শঙ্করের ঘরে, গিয়ে মা! ভুলে থাক মায়;

২ প চি —মা ব'লে কলিস্ না মা, মনেতে, এ দুঃখ বলি গো মা কায়?

৩ ফু বলি কায়? বালিকায় না হেরে মা নয়নে;—
গেছে অশ্রুজলে দিন, ও মা হর অঙ্গনে।।

৩ মে —আমি একে মা অবলা, তাতে গো অচলা, শক্তি হীন শক্তি সত্ত্বে ঈশানি! (১৯)

উত্তর (কালী ঘাটের সখের দল)

তাল রূপক।

গদাধর মুখো।

চি — পুরবাসী বলে উমার মা! তোর হারা তারা এল ঐ;

প চি শুনে পাগলিনী প্রায়, অমনি রাণী ধায়, বলে কৈ মা উমা কৈ?

ফু।—কেঁদে রাণী বলে, আমার উমা এলে;—
একবার আয় মা! একবার আয় মা! একবার আয় মা! করি কোলে।

মে —অমনি দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি', অভিমানে কেঁদে
রাণীরে বলে

মহ —কৈ মেয়ে ব'লে আন্‌তে গিয়েছিলে ?

স —তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ ; জেনে এলাম
আপ্‌না হ'তে, গেলে নাকো নিতে, রব না গো, যাব দু'দিন
গেলে

খা পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে মা ! মায়া কি পাসরিলে ?

২ ফু কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই ,—
"তোর কি মা নাই ? তোর কি মা নাই ?" অমনি সরমে ম'রে
যাই

২ মে —তাদের বলি আমার পিতে, এসেছিলেন নিতে, শিবের দোষ
দিয়ে কাঁদি বিরলে

অ —আমার মনের ব্যথা আছে মনে গাঁথা ; (মা !)—
কি বলিবে অন্তে ? পিতৃদত্তা কন্তে, চক্ষে, দেখে দিলে পাগল
স্বামী, সকলি জান তুমি, এ কি ক'বার কথা ?

২ চি —ঘরেতে সতীনের জ্বালা গো ! তাও ত শুনেছ সব ;

২ প-চি —শিব সোহাগিনীর প্রায়, রেখেছেন মাথায়, সদাই কল কল রব।

৩ ফু —তরঙ্গিণীর অভিমানের কথা ;—
আমার সয় না, আমার সয় না, আমার হয় না স'হ্যতা

৩ মে। আমি ভাবি কোথা যাব, কোথায় গে জুড়াব ? কাঁদি ব'সে
বিল্ব বৃক্ষমূলে।

২ অ।—হিমালয় আর কৈলাস শিখর, নয় দূর যাতায়াতে ;—
মনে হ'লে মা ! দিনে শতবার, তত্ত্ব নিলে ত পার মা নিতে।

৩ চি।—বাৎসল্য ভাবেতে তাচ্ছল্য, কিসে শুনি কহ মা !

৩ প-চি।—আমি হ'তেম তোমার মা, জানাইতাম মা ! মায়ের কত স্নেহ
মা !

৪ ফু —তোমার কঠিন হৃদয়, পিতাও নিদয় ,—

রচয়িতার নাম।

হোক্ মা! ও হোক্ মা একবার তত্ত্ব ত নিতে হয়

৪ মে —আমি এ সুখ শরদে, মরি মনের খেদে, কথার কথায় কোন্ বা ব'লে পাঠালে? (২০)

ধবতা (রাম বসুর দল)

তাল রূপক ও আড়াখেমটা

রামচন্দ্র বসু

চি —ফিরে এলে গিরি, কৈলাসে গিয়ে, তত্ত্ব না পাইয়ে যায়;

প-চি তোমার সেই উমা, এই এল মা, সঙ্গে শিব পরিবার

ফু —এখন যন্ত্রণা এড়ালে ওহে গিরিরাজ! গঞ্জনা দূরে গেল,— আমার মা কৈ? মা কৈ? ব'লে উমা ঐ, ব্যগ্র হয়ে দাঁড়াল

মে।—বলে মা! তোমার আশীর্ব্বাদে, আছি মা ভাল, দুঃখিনীর দুঃখ ভাব্‌তে হবে নাই।

মহ।—মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুন্‌তে পাই॥

ম —উমা অন্নপূর্ণা হয়েছেন কাশীতে,রাজরাজেশ্বর হয়েছেন জামাই।

খা —শিবে এসে বলে মা, শিবের সে দিন এখন নাই

২ ফু।—যারে পাগল ২ ব'লে, বিবাহের কালে, সকলে দিলে ধিক্কার,— এখন সেই পাগলের সব, অতুল বৈভব, কুবের ভাণ্ডারী তার।

২ মে।—এখন শ্মশানে মশানে, বেড়ায় না শুনি, আনন্দ কাননে জুড়াবার ঠাঁই।

১ অ।—ভাল হোক্ ২, উমা সুখে রোক্, সদাই হ'ত মনে;— ভিকারীর ভাগ্যে, পড়েছেন দুর্গে, তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে?।

২ চি।—দুহিতার দুঃখ শুনিয়ে গিরি, যে দুঃখ হয় গো মাতার;

২ প-চি —আছে যার কন্যে, সেই জানে, অন্যে কি জানিবে আর?।

৩ ফু।—যদি পথিকে কেউ বলে, ওগো উমার মা! উমা ভাল আছে তোর,—

যেন করে স্বর্গ পাই, অম্‌নি ধেয়ে যাই, আনন্দে হয়ে বিভোর

৩ সে শুনে আনন্দময়ীর আনন্দ সংবাদ, আনন্দে আপনি আপনা ভুলে যাই

২ অ এই খেদ হয়, সকল লোকে কয়, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয় ;
যে দুর্গ নামেতে দুর্গতি খণ্ডে, সে দুর্গার দুর্গতি একি প্রাণে সয় ?

৩ চি —তুমি যে ক'য়েছ, আমায় গিরিরাজ। কত দিন কত কথা ;

৩ প চি —সে সকল কথা আছে শেল সম, মম হৃদয়ে গাঁথা

৪ ফু —আমার লম্বোদর নাকি উদরের জ্বালায়, কেঁদে কেঁদে বেড়া'ত ;—
হয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোণার কার্ত্তিক, ধূলায় প'ড়ে লুটা'ত।

৪ সে গেল ২ যন্ত্রণা, উমা বলে মা, আমি এখন অন্ন অন্তকে বিলাই

(২১)

রচয়িতার নাম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গোষ্ঠলীলা।

ধরতা (রসময় বসুর দল)

তাল রূপক।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

চি —নিশি সুপ্রভাতে রাখালগণ, ঐ নন্দালয়;

প চি —হ'য়ে উপস্থিত, শ্রীদাম সুললিত, বচনে ডেকে কৃষ্ণে কয়।

ফু —গোপাল! উঠ রে!—জাগিল গোকুল, ল'য়ে যাই গো-কুল,
আর কেন ভাই নিদ্রাকুল?—
পুর্ব্বদিক ঐ প্রকাশিত, পশু পক্ষী উল্লাসিত, পতঙ্গকুল
হরষিত, বিকশিত ফুল

মে —তরু পল্লবে নিরখি, করে ডাকাডাকি, সব পাখী;—
হ'ল অবনী আলোময় কি মনোহর।।

মহ ত্বরায় উঠ রে ও ভাই প্রাণের বংশীধর, গোষ্ঠেতে যাবি যদি
বংশী ধর্।

স —একবার চেয়ে দেখ্ নাই রজনী, মুদিল কুমুদিনী, নীলমণি!
প্রভাতে কুহুস্বরে, গান করে পিকবরে, গগনে প্রভা করে
প্রভাকর

খা নলিনীর দলে দলে মধুকর

২ ফু।—গোপাল ভাই রে, গোষ্ঠে যাবি আয়, সময় ব'য়ে যায়, নিশির
শিশির ঐ শুকায়,
আমরা যত ব্রজগোপাল, গো পাল ল'য়ে এলেম গোপাল,
প্রাণের গোপাল বিনে গো পাল, গোষ্ঠে নাহি যায়

২ মে —আমরা সব গোপাল চেয়ে রই, গোপাল রে গোপাল কৈ?
কৈ রে কৈ?—চেয়ে দেখ ভাই অস্ত যায় ঐ শশধর।

রচয়িতার নাম।

অ —গোষ্ঠে কখন্ যাবি ? কখন যাবি ? বেণু বাজাবি ?—কখন্ গাভী
ল'য়ে রে ভাই! বেণুস্বরে গান গা'বি ? ভাই রে! ক'রে শয়ন,
মুদে নয়ন, কতক্ষণ আর ঘুমাবি ?।

২ চি —ক্রমে বেলা হ'ল উঠরে কানু ভাই!

২ প-চি —স্বর্ণ বরণ, দিনকর কিরণ, তরুপল্লবে দেখ্‌তে পাই।

৩ ফু কানাই ভাই রে, ব্রজেতে, নিশি প্রভাতে, প্রতি বনে বনেতে ;—
তরুলতায় ঐ দেদীপ্যমান; পত্রফুল দোদুল্যমান, পক্ষী সকল
উড্ডীয়মান, ঐ গগনপথে

৩ মে —হ'ল গোকুলে জনরব, কচ্ছে মা মা রব শিশু সব, কর্ণে শুন্‌তে
কি পাস্‌নে এ সব গিরিধর ? (২২)

ধরতা (বসময় বসুর দল)

তাল রূপক।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

চি —ভানু উদয়ে, নন্দালয়ে, শ্রীদাম যায় ;

প চি।—বলে উঠ রে গোপাল ত্বরায় ল'য়ে গো-পাল, ভাই
গোপাল! গোষ্ঠে যাবি আয়

ফু —তাই শুনে নিদ্রাভঙ্গে, কয় নীলমণি, সাজিয়ে দে মা নন্দরাণি!
উদয় হয় ভানু ;—করে দাও বেণু ;—
নন্দরাণী মোহন সাজে, সাজিয়ে দিলেন রাখালরাজে, ব্রজের
মদনমোহন সাজে, নব নীল তনু।

মে —সাজায়ে শীঘ্রগতি, শিশুমতিকে, কহিছে যশোমতী কাতরে

মহ —ধর ২ শ্রীদাম! আমি তোর করে সঁপে দিলাম মাখনচোরে

স।—দেখিস্ ২ রে গিরিধরে, যেন না গিরি ধরে, আর যেন অনল
খায় না ব্রজপুরে ;—কহিতে জীবন জলে, আর যেন যায় না
জলে, জল অনল অবোধ ছেলের বোধ নাই রে।

খা —ভাবিলে ভয়ে অঙ্গ সিহরে

রচয়িতার নাম

২ ফু —কার্ ছেলে অনল কোথায় আহাব করে ? কাল ভুজঙ্গের ফণা
ধরে ? ধরে গোবর্দ্ধন ;—অবোধ কৃষ্ণধন ,—
বোধাবোধ হীন আমাব গোপাল, ওবে , চ'রাতে কি জানে
গো পাল ? করিস্ তোবা দ্বাদশ গোপাল, গোপালকে যতন

২ মে —গোপাল গেলে গোষ্ঠে, জীবন যায় কষ্টে, তিলেক না হেবে
প্রাণে মরি রে ,

অ —কেমন গোপাল সাজে, গোপাল সাজে, গো-পাল মাঝে,
বিদায় দিই বা কি ক'রে ?
পাষাণে বাঁধিয়ে জীবন, বিদায় দি জীবনের জীবন, দেখিস্
শ্রীদাম বাখিস্ জীবন, জীবন তোব করে

২ চি —কাল বতনে গহন বনে, যাস্ নিযে তায় ;

২ প চি —দুর্জ্জয় ভানুব তাতে, ছত্র ধরিস্ তাতে, তা'তে না তাতে যেন
কায

৩ ফু —বাপ শ্রীদাম ! অঞ্চলেতে ক্ষীর ননী, বেঁধে দিলাম যাদুমণি !
ক্ষুধা হ'লে পর ,—দিও রে তৎপর ,—
প্রাণ গোপাল ভুল না রে ! ওরে গোপালের নাই তুলনা রে !
মনে কিছু ভুল না রে ! ভেব না রে পর।

৩ মে আমার সর্ব্বস্ব ধন, কাল রতন রে , সাধনে এ ধন ধরি
অঠবে (২৩)

ধরতা (নিত্যানন্দ বৈরাগীর দল)

বিভাষ। রূপক।

(অজ্ঞাত) চি গোষ্ঠে আজ ক্ষুধায় কাতর, দেখিয়ে গোপালকে ;

প চি —মুনির যজ্ঞ যথা, ধেয়ে গিয়ে তথা, সুবল কয় মুনির
পত্নীকে

ফু —আমরা ব্রজেব বালক, কৃষ্ণের বালক, কৃষ্ণ পরায়ণ ;—কৃষ্ণেব
সঙ্গে করি গোচারণ ;—

আজ গোষ্ঠে আসিবার কালে, এসেছি ননী ফেলে, তাই এলেম
যজ্ঞ স্থলে, ভিক্ষার কারণ

মে —ধন আকাঙ্ক্ষা ক'রে, আসি নাই গো তোদের দ্বারে, অন্তরে হৈও
না তায় দুঃখিনী

মহ বড় ঠেকেছি বিপদে, অন্ন দে অন্ন দে জননি।

স. এলাম গোষ্ঠে আজ গোচারণে, ভ্রমিয়ে বনে ২, ক্ষুধাতে আকুল
প্রাণে, কাঁদে কাননে নন্দের গোপাল নীলমণি।

খা —বনে চিন্তাকুল গো চিন্তামণি

২ ফু রাণী আসিবার কালে, ননী বেঁধে দিলে, ধড়ার অঞ্চলে ;—
রাখালরাজ তা কোথা হারালে ,—
বল্‌ব কি কৃষ্ণের স্বভাব, স্বভাবে হয় গো অভাব, আবার তায়
রাখাল স্বভাব, সদাই ভুলে

২ মে ফিরে ধবলীর পিছে ২, ক্ষীর সর সব প'ড়ে গেছে, শুকাইয়া
গেছে বিধু মুখ খানি

অ ত্বরায় বিদায় দে মা। সময় ব'য়ে গেল, মন চঞ্চল হিসে ধৈর্য্য
হব বল ;
বনে ক্ষুধায় কাতর বনমালী, দেখে রাখালগণ সব শোকাকুলী,
শ্রীদাম সুদাম দাদা বলরাম, বলে "কি হ'ল কি হ'ল"

২ চি —কি জানি কি হ'য়েছে এতক্ষণ সেখানে ;

২ প চি —একে ক্ষুধার সন্তাপ, তাতে তপনের তাপ, কতই সয় কালিয়ের
প্রাণে

৩ ফু —কৃষ্ণ গোষ্ঠ ছেড়ে, কাঁদে ধূলায় প'ড়ে, ডাকে মা ব'লে ;—
অন্য বচন নাই বদন কমলে ,—
মুখে নাই মধুর হাসি, করে নাই মোহন বাঁশী, জ্বলিতেছে
কাল শশী, ক্ষুধা অনলে

৩ মে —কারে বল্‌বে এ দুঃখের কথা, বুঝ্‌বে কে কৃষ্ণের ব্যথা, কাছে
নাই মা যশোদা রোহিণী (২৪)

রচয়িতার নাম।

ব্রজলীলা।

ধরতা (নিত্যানন্দ বৈরাগীর দল)

তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি কত রূপে কত লীলা, করেছ ওহে দেবকীনন্দন।

প-চি —গোলোক ত্যজিয়ে, গোকুলে আসিয়ে, প্রকাশ করিলে বৃন্দাবন।

ফু —হায়, শিশুকালে শকটভঞ্জন, করেছিলে শ্যামরায়!—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উদর মাঝে, দেখাইলে যশোদায়

মে —আর একদিন কুঞ্জ কাননে, ল'য়ে ব্রজ গোপীগণ; মহারাস
ক'রে অন্তর্ধান হয়ে, হ'লে চতুর্ভুজ নারায়ণ

মহ —তুমি হে ব্রহ্মসনাতন, অপার মহিমে জনার্দ্দন, শুন হে শ্রীমধুসূদন.

খা —ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়ে মুরারি! ধরেছিলে গিরি গোবর্দ্ধন

অ —হায়, কাঞ্চন হ'ল কাষ্ঠের তরী, শুনেছি পুরাণে,
অহল্যা পাষাণী, মানবী হ'ল, পদরেণু পরশনে

২ চি —দ্রৌপদীরে যখন বিবস্ত্রা করে, দুষ্টমতি দুঃশাসন;

২ প চি —বস্ত্রধারী হয়ে, বস্ত্রদান দিয়ে, করেছিলে লজ্জা নিবারণ।

২ ফু —হায়, শুনেছি তুমি পাণ্ডবসখা, বনমালি কালিয়ে,—
রহিলে বলির দ্বারেতে দ্বারী, প্রেমে বশ হইয়ে

২ মে।—হিরণ্যকশিপু ব'ধিলে বধ, নৃসিংহরূপে মোহন, প্রহ্লাদ
ভক্তের কারণে দিলে, স্ফটিকেরি স্তম্ভে দরশন (২৫)

উত্তর।

তাল রূপক

(অজ্ঞাত) চি। বংশীধারী, কহে কিশোরি! এত বিনয় কর কেনে?

প চি —রাধে বিনোদিনি জান ত আপনি, যত লীলা করি যেখানে

রচয়িতার নাম

ফু —হায় অযোধ্যায় দশরথ গৃহেতে, রামরূপে অবতার,—
জনক দুহিতা, তুমি হে সীতা, গৃহিণী ছিলে আমার
মে —জটাধারী হ'য়ে, তোমারে ল'য়ে, ভ্রমিলাম কাননে,—
বন্ধন করিয়ে সাগর বারি, বধেছি লঙ্কার রাবণে
মহ তোমারি প্রেম কারণে, আমি অবতার ব্রজভুবনে, রাই!
বুঝিয়ে দেখ মনে
খা —রাধা ২ বলি', বাজায়ে মুরলী, গোচারণ করি বিপিনে
২ ফু হায়, দেখ না ব্রহ্মাণ্ডের নারীগণ আনি এ বৃন্দাবনে;—
প্রেমে কত জনা, করে আরাধনা, চাহিনে কারো পানে
২ মে নিকুঞ্জ কাননে করি সহবাস, প্যারি, তোমারি সনে;—
পরশুরাম রূপে নিক্ষত্রি করি, জানে তিন ভুবনে (২৬)

ধরত (হরিমোহন বন্দ্যোর দল)

তাল রূপক।

ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত

চি —এদানি এ দানী সৈ কে গো ঐ? আহ মরে যাই;
প চি —অপরূপ রূপ অনুপ, এ রূপ স্বরূপ দেখি নাই
ফু —নটবর রূপ ধরায় ধরা ভার,—দানী কিসের আশে, আশ র
কাছে আসে? ক্ষণেক হাসে ভায়ে নাশে অন্ধকার
মে মরি কি রঙ্গ! ত্রিভঙ্গ বয়স তরঙ্গ, অনঙ্গ অঙ্গ হেরে মোহ যায়।
মহ —সখি! এ দানী কে ও যমুনায়?
স —প্রাণ সৈ রে, এমন দেখি নাই,—দানীর শ্রীমুখ সরোজে,
মুরলী গরজে, গরজে ডাকে আবার শ্রীরাধায়
খা নারি বুঝিতে এ দানীর অভিপ্রায়
২ ফু —দানীর দারুণ ভাব দেখে কাঁদে প্রাণ,—আমায় ছলে ছলে,
প্রেমকথা বলে ২, আবার বলে রাধে দেহ দান
২ মে —হ'ল অধৈর্য্য মন প্রাণ, কি ধন আর দিব দান? দেহ দান
দেহ দানীর বাঞ্ছা পায় —(২৭)

রচয়িতার নাম

ধবতা (হরু ঠাকুরের দল)

রঘুনাথ দাস

চি —অঙ্গ অগোর চন্দন চর্চ্চিত, বনমালা গলায় ;

প চি —গুঞ্জ বকুলের মালে, বাঁধিয়াছে চূড়া, ভ্রমরা গুঞ্জরে তায়

ফু —সৈ , সজল নব জলদবরং, ধরি' নটবর বেশ ;—

চরণ উপরে থুয়েছে চরং, এই কি রসিক শেষ

মে চন্দ্র চমকে চলিতে চরং নখরের ছটায় ,

আমার হেন লয় মন, জীবন যৌবন, সঁপিব ও রাঙ্গা পায় ।

মহ কদম্বতলে কে গো বংশী বাজায় ? ।

ম —এত দিন আসি যমুনা জলে, আমি এমন মোহন মুরতি কখন,

দেখিনি এসে হেথায় ॥

খা —তোর দেখিবি লো যদি সখি আয় আয় আয় ।

২ ফু —হায় , অনুপম রূপ মাধুরী সখি হেরিলাম কি ক্ষণে ;—

প্রাণ নিলে হরে', ঈষত হেসে, বঙ্কিম নয়নে

২ মে —মন্দ মধুর মুচকি হাসি, চপলা চমকায় ; কুলবতীর কুল,

শীল গেল গেল, মন মজিল হেরে উহায়

অ সৈ , অলকা আবৃত বদন, তাহে মৃগমদ তিলক ;

মনোহর সাজ, নাসাগ্রেতে গজ,—মুকুতার ঝলক ।

২ চি —বিম্ব অধরে অর্পয়ে বেণু, সে বনে ধেনু চরায় ;

২ প চি । কিবা সুন্দর সুঠাম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, রূপে ভুবন ভুলায়

৩ ফু —সৈ বেষ্টিত ব্রজবালক সবে, কি শোভা আ মরি হায় !—

গগনেতে তারাগণের মাঝে, চাঁদ যেন শোভা পায়

৩ মে সৈ , কেন বা আপন খেয়ে, আইলাম যমুনায় ?

হেরে পালটিতে আঁখি, নাহি পারি সখি

রঘু কহে একি দায় ।—(২৮)

ধবতা (নিত্যানন্দ বৈরাগীর দল)

তাল রূপক ।

(অজ্ঞাত) চি ।—বৃক্ষডালে বসি', পক্ষী অগণিত, জড়বৎ কোন্ কারণে ?

প চি —যমুনারি জলে, বহিছে তরঙ্গ, তরু হেলে বিনে পবনে

রচয়িতার নাম

ফু।—ভ্রমরা ভ্রমরী কেন ছেড়েছে ঝঙ্কার ?—
কেবল ময়ূর ময়ূরী, দেখ সহচরি, নৃত্য করে অনিবার
মে —একি একি সখি! এ কি গো নিরখি ? দেখ দেখি সব গোধনে;
তুলিয়ে বদন, নাহি খায় তৃণ, আছে যেন হীন চেতনে
মহ —বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে॥
গুঃ।—নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল, সুধা বরষিল শ্রবণে।
খা —গৃহ কায আর না লাগে মনে
২ ফু —উপায় কি করি বল সৈ!—
শুনে বংশীরব, ভুলিলাম সব, আমি যেন আমি নই
২ মে —আমি কুলনারী, বুঝিবারে নারি, কুল রাখি সখি!
কেমনে, ঘরে গুরুভয় প্রাণে সদা হয়, দেখি গিয়ে
বংশীবদনে
২ চি —হায়! কিসের লাগিয়ে, বিদরয়ে হিয়ে, উঠি চমকিয়ে সঘনে;
২ প চি —অকস্মাৎ এ কি, প্রেম উপজিল ? সলিল বহিছে নয়নে।
৩ ফু —না জানি বাঁশীর কি গুণ আছে;—
সেই গুণ গুণে, অবলারে টানে, ইথে সে কিসে বাঁচে ?।
৩ মে —আর এক দিন, শ্যামের ঐ বাঁশী, বেজেছিল কাননে;—
কুল লাজ ভয়, হরিল তাহাতে, মরিতেছি গুরুগঞ্জনে। (২৯)

ধরতা।   (বসময় বসুর সখের দল)

গৌরমোহন সেন   চি —আর ত আছে হে অনেক কাল, এ কাল নয় হে তেমন;
প চি —জগতের মনোরঞ্জন
ফু।—না মেনে গোকুলে কুলের বাধা,—
সাধে কি শরণ লয়েছে রাধা ?।
মে —জনমের মত ঐ কাল চরণে, বিকায়েছি যে বিনি মূলে।
মহ —ওহে এ কাল উজ্জ্বল বরণ, তুমি কোথা পেলে ?

রচয়িতার নাম

খ —বিরলে বিধি কি নির্ম্মিলে ?।

২ ফু —যে বলে সে বলে বলুক কাল,—
আমার নয়নে লেগেছে ভাল

২ মে।—বামা হ'লে শ্যামা বলিতাম তোমায়, পুজিতাম জবা
বিল্বদলে

অ।—ওহে শ্যাম, কাল শব্দে কহে কুৎসিত, আমার এই ত জ্ঞান
ছিল,
সে কালোর কালত্ব গেল, হে কৃষ্ণ, তোমারে হেরে কাল

২ চি।—এখন বুঝিল ম কালোর বাড়া, সুন্দর নাহিক আর;

২ প-চি —কাল রূপ জগতের সার

৩ ফু —ত্রিলোকে এমন আর, নাহিক হেরি,—
ও রূপের তুলনা কি দিব হরি

৩ মে —কাল রূপে আলো করে হে সদা, মোহিত হয়েছে সকলে

২ অ এক কাল জানি কোকিল, আর ভ্রমরার কাল বরণ;
আর কাল আছে জল কালিন্দীর, কাল ত তমাল বন।

৩ চি আর কাল দেখ নবীন নীরদ, ছিল হে দৃষ্টান্ত স্থল,

৩ প চি —কাল ত নীল কমল

৪ ফু সে কালোর কালত্ব দেখেছে সবে,—
প্রেমোদয়, অশ্রু হয়, কারে বা ভেবে ?।

৪ মে তোমার মতন চিকণ কাল, না দেখি ভুবন মণ্ডলে —(৩০)

ধরতা (নীলু ঠাকুরের দল)

তাল রূপক।

গদাধর চি —নিকুঞ্জেতে রাধা শ্যাম, ছিলেন উভয়;

মুখো প চি —নিশি অবসান, গাত্রোত্থান, করিয়ে প্যারী শারীশুকে কয়।

ফু —দেখ গগনের চাঁদ অস্তে গেছে;—

রচয়িতার নাম।

আমার মন কুমুদের চাঁদ, সাধের কালাচাঁদ, কুঞ্জে নিদ্রাগত হয়ে আছে

মে —শ্যামকে না ব'লে ত যাওয়া নয়, ডাক্‌লে নিদ্রাভঙ্গ হয়, নিদ্রাভঙ্গ কর্‌তে না পারি

মহ —দেখো কালাচাঁদকে, হে শুক শারি।

স রেখে প্রাণের কৃষ্ণ তোদের ঠাঁই, প্রভাত কালে গৃহে যাই, দেখো ২ কুঞ্জে একাকী রইলেন কুঞ্জবিহারী

খা —কুলবতী আর ত রইতে না পারি

দো —তোমর কৃষ্ণপক্ষের পক্ষ জানি,— হ'য়ে শ্রীমতীর পক্ষে, রেখো হে বক্ষে, আজ আমার গলার হার নীলকান্তমণি

২ মে —কুঞ্জে থেকে ২ নিরন্তর, যেওনাকো স্থানান্তর, কুঞ্জে রেখো নয়ন প্রহরী

অ।—তোমরা বিনে আর, রাধার অন্য সখ সখী নাই, হ'য়ে শ্রীমতীর পক্ষে, আজ কর হে বক্ষে, দুঃখিনী আমি এই ভিক্ষা চাই

২ চি —যদি বল যাওয়া অনুচিত হয়, না গেলে নয়;

২ প চি —কুল কামিনী, যামিনী প্রভাতে, থাকা কি সম্ভব হয়?

২ ফু —থেকো ব'সে বংশীবট উপরে,— যখন ধ'রে রাধার নাম, ডাক্‌বে আমার শ্যাম, তখন দাঁড়ায়ে কুঞ্জের দ্বারে।

৩ মে —শ্যামকে ব'লে ক'য়ে বুঝায়ে, রাখিবে প্রবোধ দিয়ে, যেন ব্যাকুল হন না শ্রীহরি —(৩১)

ধরতা (পরাণের নিজ দল)

তাল রূপক

পরাণচন্দ্র চয়া

চি—রাই প্রেম বাড়াইতে, ব্রজেতে, এসে অসময়,

প চি—ক'রে নাগরালি, নাগর বনমালী, সখীমণ্ডলী ডেকে কয়

রচয়িতার নাম।

ফু —প্যারী এ গোকুলে, মনচোর ব'লে, কপ্লে হে অখ্যাত্ ;—
প্রেমে হই দণ্ডবৎ ;—
সৈ . সৈ . প্রত্যয়ের কারণে, নিকুঞ্জে নির্জ্জনে, নিবিড় বনে ,
লিখে দিলাম দাস খত

মে থেকে ললিতে বিশখ আদি, সুচিত্রে সখ্য প্রেমাদি,
খতে ইসাদী হও হে যত গোপিকায়

মহ তোরা আয় সৈ ! আয় আয় কথা শোন্, খাতক মহাজন,
হলেম বাধা আমায়

স মহামহিমং, শ্রীরাধার চরণং, লিখিতং শ্রীগোবিন্দ দেবশর্ম্মণং,
কস্য প্রেম কার্য্যনঞ্চ পত্রং , এ দেহ, জন্মের মতন, বিক্রীত
হইলাম রাধার রাঙ্গা পায় ।

খা প্রাণ দিলাম, আমার প্রাণের রাধায় ।

২ ফু হায় ! আমি ভাবি তাই, কোথায় প্রাণের সে বাই ?—
সৈ . সৈ . যদি সৈ . 'মিথ্যা' কই, শ্রীপদে বঞ্চিত হই,
সৈ গো সৈ শিবের দোহাই

২ মে তোরা দেখ্ দেখি সহচরি ! প্রেম ইষ্ট্যাম্পে আমি সই করি,
দিব চেরা সই কিন্তু নামে শ্যামরায় (৩২)

ধবতা (কালীঘাটের সখের দল)

তাল রূপক।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

চি —সলিলে কমল হয় সৈ। সদা সবে কয় ;
প চি —হেরি পদ্মের উপরে পদ্ম, আবার তাতে বারি বয়
ফু —মুখপদ্মে নীল পদ্ম আঁখি ,—আঁখি পদ্মে বহে জল,
মুখ শতদল, ভাসিছে দেখ গো সখি !
মে —আমরা এ পথে আসি যাই, এমন রূপ দেখি নাই,
কমলের জলে কমল ভেসে যায়
মহ —তোরা দেখে যা গো সখি ! হল একি দায় ।

বচয়িতার নাম

স —তোরা দেখ্ ঐ প্রাণ সৈ, এত বাবি নয়, অমল শ্রীমুখকমল
শুকাল, বল করি কি উপায় ?

২ ফু বাঁধা স্বর্ণলতা চন্দ্রমুখী,—অতি শীর্ণ হেম কায়, সখি!
একি দায় ? কি দুঃখে মনের দুখী ?।

২ মে এ ঘোর নিবিড় অরণ্যে, সখি গো কি জন্যে, একা রাই
কাঁদেন কোথায় শ্যামরায় ? (৩৩)

উত্তর (ভবানীপুরেব সখের দল)

তাল রূপক।

জয়নারায়ণ বন্দ্যো চি কি কথা শুনালে ? কমলেবি জলে, প্রাণ সৈ! কমল
ভেসে যায়,

প চি —বলি শোন্ গো সে সব বসেব পবিচয়, প্রাণ সৈ!
যে হেতু ঘটিল এ দায়

ফু সাধে কমল ভাসে কমলের জলে,—কমল দলের পক্ষ,
হইয়া বিপক্ষ, প্রমাদ ঘটালে

মে। নিবিড় নিকুঞ্জ বনে, শ্রীরাধাবে সঙ্গে এনে, সৈ সৈ রে।
প্রাণের কৃষ্ণ সং হলেন অদর্শন

মহ।—তাই গো প্রাণ সৈ, কমলের জলে ঐ, ভাস্ছে কমলবদন।

স।—চিন্তারূপ যে জল সখি, সেই রাধ চন্দ্রমুখী, সৈ রে।
কাঁদেন একাকী, হারা হয়ে কৃষ্ণধন।

খা —দর্প খর্ব্বকারী শ্রীমধুসূদন।

২ ফু রাধার দর্প খর্ব্ব করিতে হরি,—লীলা ছল করি', ও প্রাণ
সহচরি ত্যজিলেন কিশোরী

২ মে —অনন্তের অনন্ত ভাব, কে কবিবে অনুভব ? সৈ রে,
আজ এই নবভাব প্রকাশিলেন নারায়ণ (৩৪)

রচয়িতার নাম

ধরতা (ভবানী বেণের দল)

তাল রূপক ও সওয়ারী

(অজ্ঞাত) চি —চরণ পরশে শীলা যাঁর, মানবী পূর্ণাকার, কাষ্ঠভার কশিত কাঞ্চন,

প চি —ন'মের বলে, প্রহ্লাদ প'ষাণ গলে, স'গর জলে পায় প্র'ণধন

ফু —শিরে শিখীপুচ্ছে, শত চন্দ্র উদয়,—(প্রাণ সৈ, সৈ! রসময়ি গো,) বাঁকা ত্রিভঙ্গ নটবর, গঞ্জিত জলধর, আঁকা যার হৃদ্‌পদ্মে সে মৃত্যুঞ্জয়

মে প্রেমের ভিকারী শ্রীহরি, প্রমাণ তার কিশোরী, ভৃগুপদ বক্ষঃস্থলে ধারণ তার

মহ —ভাস্‌ল সুদিনে প্রেমের তরী তোর গো, হয়ে প্রেমিক শ্যাম কর্ণধার

স —যাঁরে দেবতার নাহি পায়, সে তোর পায় প্রেমের দায়, রাই গো আর কি মন তোর চায়? কৃষ্ণের ধ্যানে রাই জ্ঞানে রাই, ধর্ম্মে রাই কর্ম্মে রাই, রাধা নাম অবিরাম তাঁর বাঁশীর সার

খা ভাবান্তর তবে এ কি আজ তোমার?

২ ফু —একা গহন বনে, কেন বিষাদ মনে? (প্রা' সৈ সৈ! রসময়ি গো,) মুখে হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনি, কৃষ্ণধন চন্দ্রাননি! পলকে হারালি তুই কেমনে?

২ মে —বহে অবিরল নয়ন জল, ভেসে যায় ধরাতল, প্রকাশি বল্ গো করি প্রতিকার

(তেহারাণ) ও গো রাই, রাই! বিহারে আসিয়া একি দায়? একি দায় গো! হ'ল একি দায়?

৩ মে —পূর্ণিমার মুখশশী অন্ধকার (৩৫)

বরচয়িতার নাম

(ধরতা পাওয়া যায় নাই)

উত্তর   (পরাণের নিজ দল)

তাল রূপক।

পরাণচন্দ্র চন্দ্র   চি —আছে যমুনার কাল জল, ও বাধে! চল্ গো চল্,
দেহ তোর রাখ উচিত তায়;

প-চি —জন্মান্তরে, সবস হ'লেও হ'তে পারে, এ জন্মে তা তোর
হওয়া দায়

ফু।—শুধু তুই ব'লে তাই আবার কইলি কথা;—(ও গো রাই!
রাই, কি বালাই গো) বলি সে নারী নারী বটে,
পুরুষের কাঁধে উঠে, অভিলাষ উচু তার নাই অন্যথা

মে —বড় অরসিক সে প্রেমিক, কথা ত নয় অলীক,
এ মাণিক পেয়ে হেলায় ছেড়ে যায়

সহ —আহা, কাদিস্‌নে প্যারি, ধৈর্য্য ধর্ গো, কতই সহিলি
তুই প্রেমের দায়।

২ ফু —থাকলে সোহাগ বোধ, সে অবোধ, সাধের তোর দিত শোধ,
রাই গো, ঘটত না বিপদ

২ মে —মিছে কাঁদ্‌লে আর, ফল কি ছার? আমরা কি কর্‌ব তায়?
বিশাখার কাঁধে না হয় উঠে আয়

(তেহারাণ)   ও গো রাই! রাই, কি হবে কাননে কেঁদে আর গো?
মিছে কেঁদে আর?

৩ মে —ফুরাল রাসে আসা নিরাশায়। (৩৬)

ধরতা   (শিবরাম দের সঙের দল)

তাল রূপক

মহেশচন্দ্র ঘোষ   চি   দর্পহারী শ্রীমধুসূদন, নামের ধর্ম্ম রেখেছে;

প চি —কথার সন্দর্ভে, বুঝিলাম তোমার কল্পনা,
সে দর্প চূর্ণ হ'য়েছে

রচয়িতার নাম

ফু রাসে সকলকে ক'রে বঞ্চিতে ;—
বঞ্চনা করিলি রাই! বঞ্চিতা হইলি তাই, বাঞ্ছন আর কি তা হ'তে ?

মে —ভেবে আগু সুখ শ্রীমতি! তোর এই প্রকৃতি, শ্রীপতি কিসে দয়া কর্ব্বেন আর ?।

মহ —ছি ছি! হোক্ মা! হোক্ ব্যানে, তাই ভাবি মনে, রমণীর এত অহঙ্কার ?

স।—গিয়ে সকল গোপীবৃন্দে, ল'য়ে প্রাণ গোবিন্দে, রাই, রাই, রাই গো বল্ কোন্ প্রাণে স্কন্ধে উঠেছিলি তার ?।

খা —ত্যক্ত হলেম তোর ব্যবহারে, লক্ষ লক্ষ নমস্কার

২ ফু হরি পরম পদার্থ, পরম ধন ;—
যখন মত্ত হোস্ মানে, ভাবিস্ রাই সে ধনে, সামান্য পুরুষের মতন

২ মে।—*একবার যোগী হন শ্যামরায়, ভস্ম মাখালি তায়, চোর ব'লে* বেঁধে ছিলি কত বার (৩৭)

ধরতা (হরু ঠাকুরের দল)

তাল আড়াখেম্‌টা

হরু ঠাকুর।

চি —আজি সখি, একি রূপ নিরখিলাম হায়!

প-চি। নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়।

ফু —আচম্বিতে আলো কেন যমুনারি জল ?—
দেখ সখি, কূলে থাকি, কে করে কি ছল

মে ঢেউ দিওনা কেউ এ জলে, বলে কিশোরী ; দরশনে দাগা দিলে, হইবে সৈ পাতকী

মহ।—জলে জ্বলে কি গো সখি?

স —তীরের ছায়া নীরে লেগে, হল বা এমন, স্থকিতে দেখিতে আমার, জুড়াল ছুটি আঁখি।

রচয়িতার নাম

খা —অপরূপ রূপ দেখি, দেখ সৈ নিরখি
২ ফু কৃষ্ণের অবয়ব সব, ভাব ভঙ্গি প্রায়
২ মে —মায়া ক'রে ছায়া রূপে, সে কালা এসেছে কি ?
অ নিতি ২ আসি সবে জল আনিতে ; ও গো ললিতে।
না দেখি এমন রূপ বারি মাঝেতে
২ চি —বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বই ত নই, ও গো প্রাণ সৈ!
২ প চি নিরখি নির্ম্মল জলে, অনিমিষে রই
৩ ফু কত শত অনুভব, হয় ভাবিয়ে ;
শশী কি ডুবিল জলে, রাহুর ভয়ে ?
৩ মে। আবার ভাবি, সে যে শশী কুমুদ বান্ধব , হৃদয় কমল কেন
তা দেখে হবে সুখী ? (৩৮)

ধরতা

গৌরমোহন সেন

চি —নিতি ২ লই এই, যমুনার জল সখি!
প-চি —জল মধ্যে কি আজ এ কি দেখ দেখি
মে জলে কি এমন, দেখেছ কখন ? বল দেখি ওগো ললিতে!
মহ।—জলে কি জ্বলে, কি দোলে, দেখ গো সখি!
কি হেলে হিল্লোলেতে ?
খা —পারি না স্থির নির্ণয় করিতে
২ মে —শ্যামল কমল ফুটেছে বুঝি, নির্ম্মল যমুনা-জলেতে
অ সৈ , দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা, হেরি জল মাঝেতে!
প্রস্ফুটিত তমাল, বৃক্ষ যার কাল, ঐ ছায়া কি ইথে ?
২ চি —আরো সখি কাল চাঁদ কি আছে ?
২ প চি গগন মণ্ডলে, কি পাতালে রয়েছে ?
৩ মে —বল দেখি সখি কাল চাঁদ কি, উদয় হয় দিবসেতে ? (৩৯)

রচয়িতার নাম

হোরী (পবাণচন্দ্রের নিজ দল)

তাল রূপক।

পবাণচন্দ্র চন্দ্র। চি —গোপী সম্বোধিয়া বলে গোপী, শ্যামচাঁদে হেরিয়ে ;

প চি —আজ আশ্চর্য্য, দেখি কি মাধুর্য্য, নিকুঞ্জালয়ে

ফু —একে আবিরে আবৃতময়, শ্যামের শ্রীঅঙ্গ ;—

তাহে চাঁচর রসে, চাঁচর কেশে,বেণী দোলে প্রায় নবীন ভুজঙ্গ।

মে।—মিলে হরির সঙ্গে হরি, খেলিছে নারী সব ; মুখে হরি ২

হরি ধ্বনি করে।

মহ।—সৈ রে! কি শোভা আজ ব্রজ নগরে।

স —হয়ে ব্রজে সুশ্রীমন্ত,আগমন সুবসন্ত,দেখ রাধায় লয়ে রাধাকান্ত,

মহা দোলে বিরাজ করে

খা।—নয়ন মন জুড়াল সখি! যুগল রূপ হেরে

২ ফু —একে পূর্ণিমা তায় পূর্ণোদয়, চাঁদের হয়েছে ;—

তাতে গোকুলচাঁদ,ঐ কালাচাঁদ,চাঁদের শোভা চাঁদ ঘিরে রয়েছে

২ মে আবার বামেতে বিহরে আনন্দে প্যারীচাঁদ,

যেন লক্ষ চাঁদের আভা বিম্বাধরে

অ —একে কৃষ্ণসখা, ললিত ত্রিভঙ্গ বাঁকা, আবির মাখা তায় ;—

হিন্দোলে দোলে, কালিয়া অঙ্গে, মিশায়ে শ্রীরাধে যেন হায়।।

২ চি —কোকনদ ভ্রমে, অবলীলাক্রমে, মধুকর আজ ধরিবার তরে ;

২ প চি।—মত্ত হ'য়ে ধায়, শ্যামাঙ্গে লুকায়, গুন্ ২ রব করে।

৩ ফু দলিত অঞ্জন, রমনী রঞ্জন ঐ ,—

রাধায় লয়ে বামে, কি সুঠামে, দোলাতে কেমন দুলিছে সৈ .

৩ মে।—আবার কোকিল কুল করে কুহু ২ রব , কিবা আনন্দে ভাসে

সবে মরি রে। (৪০)

রচয়িতার নাম।

কলঙ্ক ভঞ্জন

ধরতা (নিত্যানন্দ বৈরাগীর দল)

তাল রূপক।

রামজী দাস

চি —ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ করে' সৈ যে জন গিরি ধরিলে,
প চি .—শিশু বৎস কারণে আর মায়াতে, ব্রহ্মার মন ভুলালে।
ফু —হায়! দেখ প্রাণসখি যোগীজন যারে সদা করে ধ্যান,—
যাহার বাঁশীর গানেতে, যমুনা বহে উজান
মে যার বেণু রবে ধেনু সব, ধায় পুচ্ছ তুলে; যারে দরশন করিতে
হর পার্ব্বতী, আসিতেন এই গোকুলে
মহ সে কেন রাধারে কলঙ্কিনী করে' রাখিলে?
ওঃ —দ্বারকা হইতে আসি' যে হরি, দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিলে
খা —বুঝিতে নারি সখি শ্যামের এ লীলে।
২ ফু।—হায়! ত্রেতা যুগে শুনেছি সখি। রূপ দেখি তাহা প্রণিধান;
যাহার গুণে পশু পক্ষীর, ঝুরিত দুটি নয়ন
২ মে —সীতা উদ্ধারিতে যে জন, জলেতে ভাসালে শীলে;
যার পদরেণু পরশে দেখ, অহল্যা মানবী দেহ পেলে॥
অ —হায়! সবে বলে দয়াময়, পঞ্চ পাণ্ডবের সখা শ্রীহরি;
প্রেমের বন্ধনে হ'লেন বলি রাজার দ্বারেতে দ্বারী
২ চি —হিরণ্য বধিতে যে জন, নৃসিংহ রূপ ধরিলে,
২ প চি প্রহ্লাদ ভক্তের কারণে হরি, স্ফটিকের স্তম্ভে দেখা দিলে
৩ ফু —হায়! ত্রিপুরারি যার নাম, জপে অবিশ্রাম, দিবা রজনী;—
বীণা যন্ত্রে যার গুণ গায়, সেই নারদ মুনি
৩ মে —শমন দমন হয় যার নামে, রামজী দাসে বলে;
মৈত্রভাবে যে জন করেছিল কোলে, গুহক চণ্ডালে। (৪১)

রচয়িতার নাম

ধরতা (ভোলা ময়রার দল)

তাল রূপক

সাতকড়ি রায় চি হাঁ গো বৃন্দে ! শ্রীগোবিন্দে, করে' প্রাণ সমর্পণ ;

পর-চি হ'ল এ গোকুল, আমায় প্রতিকূল, অনুকূল কেবল শ্যামধন

ফু সে ধন সাধনে, হই বুঝি নিধন ;—

সৈ ! চারিদিকে গঞ্জনা, পাপ লোকে তা বুঝে না,

কৃষ্ণধন কি ধন

মে —আমার মিথ্যাবাদ অপবাদ, দেয় কালার পরিবাদ,

আমি কি রূপে গৃহমাঝে তিষ্ঠে রই ?

মহ —এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি গো সৈ ?

স। যদি ত্যজি গো কুল, তবে হাসে গোকুল, যদি রাখি গো কুল,

কৃষ্ণে বঞ্চিত হই (৪২)

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

মান।

ধরতা

তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি —প্যারী তৃষিত চাতকীর মত, আশা পথ চায় ;

পর-চি শ্রীকৃষ্ণের আশায়, পিপাসায়, নিশি যায়, হায় ২ ব'লে

রাই চৈতন্য হারায়

ফু —ভ্রমে জ্ঞান হয়, কুঞ্জময় অগ্নিময়, জলে সর্ব্বাঙ্গে, কাঁদে সঙ্গিনী সঙ্গে,—

রাধার মণিময় হার ছিল গলে, ফণী ব'লে ফেলে দিলে,

ভুজঙ্গে দংশিবে ব'লে, অধৈর্য্য আতঙ্গে

মে কবে বংশীবর ব্রজনাথ, হ'ল দুঃখের নিশি আজ প্রভাত,

কর্ণে হাত দিয়ে প্যারী মূর্চ্ছা গেল

মহ —যা গো দূতি . জেনে আয় গো। বজ্রাঘাত কি বংশী বাজিল।

স —ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে জলে অনল, মেঘেতে বরিষে জল, করে

রচয়িতার নাম

তার অঙ্গ শীতল, ও রব শুনে জ্বলে আমার দুঃখের অনল,
কেন জল নাই সৈ, জলধরের উদয় হ'ল?

খা —শব্দ শুনে গো বিষাদে, হৃদয় কম্পিল।

২ ফু —কাঁপে থর ২ কলেবর, থর্ গো থর্ থর্ গো ললিতে,
নারি নারি চলিতে,—
থেকে অন্তরে কি অন্তরীক্ষে, ব্রজ অঙ্গ হ'নে বক্ষে,
মনের দুঃখে মরে যেমন অশোক বনে সীতে

২ মে —আমার হ'ল কি হ'ল কি? তোরা দেখ্ দেখি দেখ্ দেখি,
ইন্দ্র কি উপেন্দ্র আজ ব্রজে এল?।

অ বংশীর রব সুস্বর, সে রব নয় গো, ও রবে কি র'বে প্রাণ,
চমকে উঠে, কেন গো প্রাণ চমকে উঠে? হায় ২ হায় গো সৈ।—
নব ঘন ঘন ২, নিশি ভোর ২ যেন, গো! জানি মোহন বাঁশীর
স্বরে, সুধা বৃষ্টি করে, রাধা ব'লে বাজ্‌লে বাঁশী,
নব তরু মঞ্জরে গো।

২ চি —আছেন চন্দ্রার কুঞ্জে, নিশি ভুঞ্জে, বংশীধারী শ্যাম;

২ প-চি —কেন এল না এল না? আস্‌বে না, বাঁশী বাজ্‌বে না,
ল'বে রাধার নাম

৩ ফু।—করি অনুমান, ইন্দ্রের বাণ বজ্রবাণ, কৃষ্ণ পাঠালে;
চন্দ্রা মন্ত্রণা দিলে;—
ব্রজে বজ্রাঘাতে ম'লে প্যারী, নিষ্কণ্টকে থাক্‌বেন হরি,
ভেবেছেন শ্যাম প্রেমের অরি, রাখ্‌বেন না গোকুলে

৩ মে —নৈলে কে ঘটায় বিপরীত? হেরে হলেম্ জ্ঞানরহিত, যেমন বধে
প্রাণ ইন্দ্রজিত, লোমাঞ্চিত হয়ে অঙ্গ সিহরিল। (৪৩)

(উত্তর পাওয়া যায় নাই)

পাল্‌টা

তাল আড়াখেম্‌টা

(অজ্ঞাত) চি।—তুমি বল্লে সখি! এসেছে সেই কৃষ্ণ দয়াময়;

প-চি জানি তা জানি তা জানি, বংশীর ধ্বনি হয়,
বজ্রাঘাত ও নয়

ফু —বল্ গো কোন্ অংশে, কোন্ বংশে, কোন্ বাঁশের বাঁশী শ্যাম
পেলে ?— ও রব শুনে প্রাণ জ্বলে

মে বাঁশী বাজায়ে ২, অবলা মজায়ে, ডাকে রহিয়ে ২,
কাল হ'য়ে এল আমার, হায় প্রাণ যায়

মহ —কর গো বারণ, কাল বরণ, কোন্ লাজে আর বংশী বাজায় ?

স কুঞ্জের কুসুম শয্যা হ'ল বাসি, বিফলে গেল নিশি,
দুঃখের সলিলে ভাসি ; কি ছলে সৈ দিনে উদয় নিশির শশী ?—
বাঁশী কেড়ে নে করে ধ'রে দে গো বিদায়

খা —নিশিতে কাল বল গো . কি সুখে রেখেছে আমায়

২ ফু।—শ্যামের দয়া নাই ধর্ম্ম নাই, লজ্জা নাই, জন্ম গোপকুলে,
ও মুখ দেখ্‌ব কি ব'লে ?—
নারীর প্রিয়ধনকে নিলে পরে, প্রাণ থাক্‌তে কে সৈতে পারে ?
রিষ ক'রে বিষ কেউ খায়, কেউ বা ডুবে জলে

২ মে —গেল যার তরে কুল মান, হ'ল সেই কৃষ্ণের এই বিধান,
তোরা আন্‌গো বিষ ত্বরায় আন্, তাপিত প্রাণ শীতল
করি ছার মানের দায়

অ —মনের আগুণ দ্বিগুণ জ্বলে, সৈ গো।—জ্বলন্ত অনলে ঘৃত
ঢাল্‌তে এল,কেন গো সৈ ঢাল্‌তে এল? (হায় ২ হায় গো সৈ!)
বিচ্ছেদে প্রাণ হারাই হারাই, বাঁশী "হা রাই ! হা রাই !"
বলে গো ! নিশি জাগিয়ে জাগিয়ে, ছিলাম ঘুমায়ে,
ঘুম ভাঙ্গালে কেন বল ?

২ চি।—সখি ! দুখের অনল হ'লে প্রবল, জলে নিবে না ;

২ প-চি —দিলে যে ব্যথা জান তা, সে কথা আর গো স্বজনি !
ম'লে ও ভুল্‌ব না

রতন্নিতার নাম।

৩ ফু —কাল হেরব না, কাল বল্‌ব না বল্‌ব না দূতি। কাল দেখ্‌ব না;—
গিয়ে কালার কাছে এই কথা বল্‌, খাবে না রাই যমুনার জল,
কাল বসন কাল ভূষণ, অঙ্গেতে রাই পর্‌বে না।

৩ মে।—মাথার মুড়াব কাল কেশ, কালার প্রেম হবে শেষ, আমার
যদি হয় তনু শেষ, ভুল্‌ব না ভুল্‌ব না আর কালার কথায়।(৪৪)

ধরতা (ভবানীপুরের দল)

তাল রূপক।

জয়নারায়ণ বন্দ্যো।

চি —চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হ'তে কুঞ্জ বিহারী;

প চি —কোথা রাই? কোথা রাই? ব'লে, রাধার কুঞ্জে উদয়
মুরারি

ফু —দেখেন মৌনাবলম্বিনী মানিনী,—হেরে অধৈর্য্য মুরারি,
চক্ষে বহে বারি, ভাসেন চিন্তার্ণবে সাধের চিন্তামণি

মে।—সাধেন বিধিমতে, মান ভঞ্জনার্থে, ধরেন চরণ,—
হেরে গোবিন্দে বৃন্দে সুধায় ইঙ্গিতে।

মহ —মাধব, একি হে ভাব রাধার ভাবেতে?

স।—নটভূপ! একি অপরূপ? তোমার অনন্ত ভাবের ভাব বুঝা দায়,
কেন নীলকমল ধরে কমল পদেতে?

খা। হে'রে কত ভাব উদয় হয় মনেতে।

২ ফু —যাঁর অভয় চরণ, দেবের আরাধ্য ধন, বেদে কয়;—
সে আজ রাধার পদে ধরি', সাধে মরি মরি,
দেখে হৃদয় দুখে দগ্ধ হয়

২ মে —ধব কি দুঃখে রাধার পায়? এ কি শ্যাম! শোভা পায়?
পাছে চন্দ্রাবলী দেখে চক্ষেতে (৪৫)

রচয়িতার নাম

উত্তর (কালীঘাটের দল)

তাল রূপক।

গদাধর মুখো

চি —শয়নে স্বপনে, ধ্যানে জ্ঞানে, জানি না রাধা বিহনে,

প চি রাধা পরমা প্রকৃতি, শক্তিরূপা, মোক্ষধাম রাধার চরণে।

ফু —রাধা রাসেশ্বরী, আমার প্রাণেশ্বরী, কিশোরী,—

রাধা প্রাণের আধ সৈ জানি না রাধা বই,

রাধা নাম ক'রে বাজাই বাঁশরী

মে —আমার রাধা মন্ত্রে দীক্ষা, রাধা তন্ত্রে ব্যাখ্যা,

রাধা নাম লিবে ধরি যতনে।

মহ —সখি! ক্ষতি কি ধরায় রাধার চরণে ?।

স অতুল্য অমূল্য কৈবল্য রাধার রাঙ্গা পায়; সখি,

ব্রহ্মাদি দেবতায়, যে পদ না ধ্যানে পায়,

যোগোপায় ও পায় বলে পুরাণে।

খা —রাধার মানানল দগ্ধ করে জীবনে

২ ফু —সাধে সাধি ধ'রে সখি! সকাতরে রাধার পায় ?—

রাধার মান রূপ দাবানল, দহিল হৃদ্ কমল,

বাক্যজল পেলে জীবন জুড়ায়

২ মে —হবে কোপের অবসান, ত্যজিবেন রাধা মান,

কৃপাদান দিবেন অধীন জনে।. (৪৬)

পাল্‌টা (ভবানীপুরের দল)

তাল রূপক

জয়নারায়ণ বন্দ্যো

চি যদি মাধব রাধার মাধব, হ'তে হে নিশ্চয়;

প চি।—ত্রিভঙ্গ! রাধার শ্রীঅঙ্গ কিহে তবে, অনঙ্গেতে দয় ?।

ফু।—দেখ স্বর্ণলতা রাধার শীর্ণ বেশ, হৃষীকেশ —

যে জন শ্রীপদের দাসী হয়, হে দয়াময়! তার কি এই দশা কর

অবশেষ ? (ও হে শ্যাম হে! ভেহারাণ)।

রচয়িতার নাম

মে যাবে আশা দিলে, নিশি জাগাইলে,
কেন পায় ধ'বে তারে সাধিতে এলে ?
মহ —মাধব, আর সাধায় কাদাব কি বাই ভুলে ?
স কালাচাঁদ ঘটেছে প্রমাদ ; তোমাব বিচ্ছেদ রূপ রাহু আসি,
নিশিতে দেখ ঘেবেছে শশিমুখ মণ্ডলে
খ —এখন কি হবে ভাবিতেছি সবলে
২ ফু —প্যাবীর মুখচন্দ্র রাহুগ্রস্ত, হবে সত্বরে, ক্রোধ দাতা সজ্জন,
রাধার অঙ্গ আভবণ, দান কবিছে ভু দ্বিজবরে
২ মে ওহে কাল শশি, নয়ন যুগল রবি,
দেখ স্নান কবিছে দুখ সলিলে
অ —দেখ কুঞ্জ ঘেবে শারী শুকে শ্যাম কবে কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন ;
বাদ্য কবে কব যন্ত্রী কপাল যন্ত্রে, হবি শ্রবণেতে কর হে শ্রবণ
২ চি —গগন চাঁদে গ্রহণ হ'লে, স্থিতিব নিয়ম হয় ;
২ প চি —এ কেশব। দেখি অসম্ভব, নাহি স্থিতিব নির্ণয়
৩ ফু।—বাধাব দুঃখ দেখে কেঁদে ঝুবে আঁখি, কাব কি ?—
আমবা তাই ভাবি অন্তবে, কি প্রকাবে, এ দায় মুক্ত হবেন
চন্দ্রমুখী ? (ও হে শ্যাম হে। তেহারাণ)
৩ মে।—যদি ঘুচে এ ভাব, তবে কর হে ভাব, নৈলে কি হবে
অভাবে ভাব মিশালে ? (৪৭)

পাল্‌টার প্রত্যুত্তর (কালীঘাটের দল)
তাল রূপক।

গদাধব মুখো। চি —রাধার মাধব রাধার প্রেমে, সদা গো বাঁধা আছি সৈ।
প-চি —নাহি অন্য জনে জানি মনে সৈ। একান্ত প্রাণের
রাধা বই
ফু —ব্রহ্ম সনাতনী, চিন্তা স্বরূপিণী শ্রীমতী ,—
কৃষ্ণ বিরহে কি ভয় তার ? বিচ্ছেদ নাই শ্রীরাধার,
তুচ্ছ অনঙ্গে কি হবে তাব দুর্গতি ?

রচয়িতার নাম

মে —ইচ্ছাময়ী নাম শ্রীরাধার, রাই কৃষ্ণের মূলাধার,
ভিকারী আমি রাধার প্রেমের দায়।

মহ —নাহি একান্ত জানি বিনা শ্রীরাধায়

স —পদতলে চরণে শরণ লয়েছি রাধার ,এ দায় রাখেন রাই যদি পায়,
নতুবা নিরুপায়, মানের দায় সখি আমার প্রাণ যায় (৪৮)
(অবশিষ্ট পাওয় যায় নাই)

ধবতা (ভবানীপুরের দল)

তাল রূপক

জয়নারায়ণ বন্দ্যো

চি —শুন গো গোপীর অগ্রগণ্যে, জগদ্ধন্যে, মান্যে শ্রীমতি !

প চি —তোমায় ক'রে পরিহার, তোমা ভিন্ন আর,
নাই আমার অন্য যে গতি

ফু —বদসি যদি কিঞ্চিদপি, মধুরং অধরং , কিবা দন্তরুচি কৌমুদী
বিনোদী, তাহে হরতি তিমির ঘোরং (রসময়ি গো .)

মে —তোমার মানের বাণে, জ্ব'লে ম'লেম্ প্রাণে,
এ মান সম্বরণ ক'রে কর পরিত্রাণ

মহ —ও গো মানময়ি রাই ! ত্যজ দুর্জ্জয় মান

স নিজ জন প্রতি, কি কারণ এত মানিনী ? কেন গো কমলিনি ?
তোল চন্দ্রানন হে'রে জুড়াক চকোর প্রাণ।

খা —কবি মিনতি কর এ মান সমাধান

২ ফু —ও রাই চন্দ্রমুখি . সদয় কটাক্ষে এ পক্ষে ,—
একবার চাও ব্রজকিশোরি ! কৃপা করি',
কর প্রেমপক্ষের সম্মান রক্ষে

২ মে —তব পদাশ্রিত, আমি হে নিশ্চিত, আমায় বধো না হানি'
দারুণ মানের বাণ।

অ।—রাধে গো একি আজ দেখি রঙ্গ ?
তব মান দাবানল,প্রত্যক্ষ হেরি'প্রবল, জ্বলে মম এ মন মাতঙ্গ

রচয়িতার নাম

২ চি —কটাক্ষে কৃপা কর রাধে! এ বিষাদে দহিল জীবন ;

২ প চি —ক্ষম অপরাধ, পূরাও মন সাধ, ধরি রাই কমল চরণ

৩ ফু —দারুণ অপরাধী, হয়ে থাকি যদি, রাঙ্গা পায় ;—

সে দোষ ক্ষম কমলিনি! ও মানিনি! তোমার মানের দায়,

বুঝি প্রাণ যায়

৩ মে —মান দাবানল, কর সুশীতল, রাধে! স্বগুণে কৃপা বারি

করি' দান (৪৯)

উত্তর (হরিমোহন বন্দ্যোর দল)

তাল রূপক।

গদাধর মুখো চি।—নিশীথে এলে আমার নিকুঞ্জে, ভুঞ্জিলে চন্দ্রার কুঞ্জেতে,

প চি —এত বাদ,ছিল কালাচাঁদ কিসে হে তোমার সঙ্গেতে ?।

ফু —আমি কৃষ্ণপ্রাণা, কৃষ্ণ বিনে হে জানি না ,—

ত্যজিলাম কুললাজ ব্রজরাজ! তোমার জন্য,

তাই কি দাসীরে করিলে বঞ্চনা ?

মে।—কৃষ্ণ, তোমায় না দয়াময়, বেদে কয় ?

এই কি সে দয়া প্রকাশিলে দাসীর প্রতি ?

মহ।—যা হোক, জানিলাম করুণাময় তুমি হে বড় শ্রীপতি।

স —আজ করেছি মনে সার, কাল রূপ চক্ষে আর, নাহি হেরিব ;

কাল কোকিলের ধ্বনি নাহি শুনিব ,—

কাল ভাল আর বাস্‌ব না, কুঞ্জে কাল সখি রাখ্‌ব না,

হের্‌ব না ম'লে ও কাল মূরতি। (৫০)

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

পাল্‌টা (ভবানীপুরের দল)

তাল রূপক।

জয়নারায়ণ বন্দ্যো। চি।—আজ আমার কিবা শুভাদৃষ্ট! মনোভীষ্ট পূর্ণ হইল ;

প-চি —পেয়ে বাক্য জল, হ'ল সুশীতল, অতঃপর মনের অনল।

রচয়িতার নাম।

ফু তোমার কথা শুনে আমার, পূরিল পণ ,—সে কেমন ?
ভীষ্ম কল্পান্তরে, বাণ যুদ্ধ ক'রে, চক্র ধরালেন চক্রীরে যেমন

মে —ও গো কমলিনি . তোমায় ভেমনি, কথা কহা'য়ে ভেসেছি প্রেম সলিলে

মহ —মানের গর্ব্ব ক রে মান খর্ব্ব করিলে

স রাগে মন ক'রে সমর্পণ, ক'রে বসেছিলে ধনুর্ভাঙ্গা পণ,
সেই ত প্রতিজ্ঞা ত্য'জে কথা কহিলে ।

খা —প্যারি . নিজ পণ পূরাইতে নারিলে

২ ফু —কথা কইলে ব'লে বলি তাই ও গো রাই !
করা অতিশয় পণ, উচিত নয় কখন,
"অতি' শব্দ গো মন্দ বলে সবাই

২ মে —ক'রে অতি দান বলী বলি, পাতালেতে যান ,
হ'লে অতিশয়, শেষ থাকে না শেষ কালে (৫১)

ধরতা (সীতানাথ মুখোর নিজ দল)

তাল রূপক

সীতানাথ মুখো। চি —চন্দ্রালয়ে চন্দ্রোদয়ে, শ্যাম চন্দ্রোদয় ,
প চি —বিভাবরীর শেষ,ক'রে হৃষীকেশ,অবশেষ রাই কুঞ্জে উদয়

ফু হেরে রাধার মান প্রভাত কালে ,—
সে মান রাখ্‌বার ছলে, ও গে ! ধুলায় অঙ্গ ঢেলে,
পড়্‌লেন গে শ্যাম রাধার চরণ তলে

মে শেষে ললিতে ব্যগ্র হয়ে বৃন্দেকে কয় , সখি ! ত্বরায় আয়,
আয় গো দেখ্‌সে আয়, কুঞ্জে প্রমাদ ঘটেছে

মহ —কিসে বাঁচ্‌বে জীবন ? রাধার প্রেমের ক্ষীরোদমন্থন হয়েছে

স !—হে'রে মানময়ীর মান, ক রে বিচ্ছেদ বিষ পান,
হয়ে শিবের সমান, ব্রজের প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ ঢ'লে পড়েছে ।

রচয়িতার নাম।

খা —এ দুঃখ বল্‌ব আর কার কাছে? সৈ গো! এমন কে
আর আছে?

* * *

অ —শিব যেমন সেই স্থলে, সদা ডেকেছেন দুর্গা ২ ব'লে;
ততোধিক বিপদে প'ড়ে বংশীধর,বিচ্ছেদ বিষে হয়ে অঙ্গ জর২,
অন্য কথা নাই, ভাব্‌তেছেন সদাই, রাধা ২ রাধা ২ ব'লে

৩ ফু চন্দ্রাবলী সৈ এ দায় ঘটায়,—
রাধার অভিমান তায়, (হায় গো) হ'ল বাসুকির প্রায়,
তার গরলে গোকুল রসাতল যায়

২ মে —হ'ল চন্দ্রার কুল অসুর কুল, রাধার কুল সৈ আমরা দেবতার
কুল, ভেবে হই আকুল, দুকুল ধ্বংস হয় পাছে (৫২)

ধরতা

তাল রূপক

(অজ্ঞাত) চি —শ্রীমতীর অংশ গোপী ব্যাপিকে, রাই কুঞ্জে হইয়ে উদয়;
প চি।—দে'খে বৃন্দে শ্রীগোবিন্দে, রাই পদে,
নিন্দে ক'রে রাধায় কয়।

ফু একি অভিমান বাড়ালি কিশোরি?—
মান ভিকারী হয়ে হরি, বলে "কোথা যাই কোথা রাই?
তোমায় ছাড়া নই ত্রন্ময়ই" নয়নে বহে বিচ্ছেদ বারি।

মে —প্যারি! যার মানে তোমার মান, ক'রে তায় অপমান,
বাড়ালে মানের মান,—তোমার কঠিন প্রাণ বৃকভানু কুমারি!!

মহ —কমলিনি! তোমার অভিমান কি শ্যাম হ'তে হল এত ভারি?

স —দিয়ে গলেতে পীতাম্বর, ঐ দেখ্ তোর নটবর, রাই!—
চরণ ধ'রে, বলে মান ভিক্ষা দে গো আমায় কিশোরি!

খা —ও, মানের দায়, পড়েছেন কি দায়, ত্রিভঙ্গ মুরারি

রচয়িতার নাম

২ ফু —ব লে বত্ন হার যত্নে পরালাম গলে ;—মানের ছলে,
ও গো ইন্দুমুখি বাধে ?—সাধেব প্রেম সাধে,
বিষাদে, শেষে নাগবকে পায়ে ধ'রে সাধালে
২ মে —কেন করেছ এমন মান ? মানের দায় কাঁদে প্রাণ,
এখন অভিমান ঘুচাও রাই ব্রজেশ্বরি। (৫৩)

ধবতা

তাল রূপক

(অজ্ঞাত) চি —প্রেমের বিকাব, শ্রীবাধার, দেখি' বিপর্য্যয় ,
প চি —ধীবে ২, অতি মৃদু স্বরে, চতুব বৃন্দে কয়।
ফু এ কোন্ ভাব রাধে . দেখি চক্ষেতে ?—
প্রভাতে আজ গো . কি অলক্ষণ, চন্দ্রগ্রহণ, কৃষ্ণ পক্ষেতে
মে।—প্যারি বসনে চাঁদ বদন ঢেকে, ব'সে রইলি অধোমুখে,
রাই . বাই গো ! কেন তোব চাঁদ মুখে আজ কথা নাই ?
মহ —প্যারি ! বকুলকুঞ্জে কি অপরূপ আজ দেখ্তে পাই
স — শ্যাম প'ড়ে তোব পদতলে, ধড়াব অঞ্চল দিয়ে গলে,
রাই . বাই গো —এক্বাব এক্বার কেঁদে বলে
"দয়া কব রাই ."
খা —কি ব্রতে বিব্রত এত ত্রিভঙ্গ কানাই ?
২ ফু —ব্রত হয় জানি কৃষ্ণ কামনায ,—
একি দায়, রাই গো নিকুঞ্জে তোর বাঁকা নাগব,
গড়াগড়ি যায়
২ মে —ও তোর প্রাণেব কিশোর ব্রজকিশোর,
শ্রীঅঙ্গ তাব ধূলায় ধূসর, ঐ ঐ গো ,—
কি অপরাধ কল্লে নাগব, জান্‌তে এলেম তাই (৫৪)

রচয়িতার নাম।

ধবতা (আণ্টুনি সাহেবের দল)

তাল রূপক

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী। চি —প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণে, নিকুঞ্জের নিকটে,
হেরিয়ে বৃন্দে শ্রীমতীরে কয়;

প চি —রাধে, কেঁদেছ যার আশাতে নিশিতে, সেই শ্যাম প্রভাতে উদয়

ফু কৃষ্ণ অতি ম্রিয়মান, তাহে লজ্জা ভয়, মুখে আধ আধ ভাষা,
গল লগ্ন বাসা, কাতর মাধব অতিশয়

মে —দেখে রূপের ছাঁদ, পাছে রাই হয় উন্মাদ, কৃষ্ণ আগে তাই
পাঠিয়ে দিলেন আমাকে

মহ একবার বলিস্ ত আস্তে বলি মাধবকে, প্যারি, তোর
সম্মুখে

স —ঐ দেখ কালিয়ে, কুঞ্জের বাহিরে দাঁড়ায়ে, কেঁদে বল্‌তেছে
"দয়া কর রাধিকে।"

খা —যদি স্বেচ্ছা হয় বল গো প্রধানা গোপিকে।

২ ফু —কৃষ্ণ সেজেছেন অতি বিপরীত;—যেন গ্রহণান্তে শশী,
উদয় হ'ল আসি', সর্ব্বাঙ্গে কলঙ্ক অঙ্কিত

২ মে —নাহি সর্ব্বাঙ্গে সুরাগ, হৃদে কলঙ্কের দাগ, নাহি লাবণ্য
কাল'চাঁদের চাঁদ্ মুখে (৫৫)

উত্তর (বলরাম বৈষ্ণবের দল)

তাল রূপক

রামসুন্দর রায়। চি —সখি আর কৃষ্ণের কথা শুনাস্‌নে, জ্বালাস্‌নে প্রাণ
গো আমার।

প চি —কাল রূপ চক্ষে হেরিব না আর

ফু —কুল শীল লাজ পরিহরি'; যার বাঁশী শুনে,
দাসী হলেম চরণে, কর্ল্লে সেই হরি চাতুরী

বক্তৃতার নাম

সে —আর কাল রূপ হেরব না, হেরিতে ব'লো না,
কালার প্রেম কাল আমার হইল

মহ —কৃষ্ণ যার প্রেমে অনুরাগী এখন গো সেইখানে যাইতে বল

স —যদি আমারি হতেন শ্যাম, হ'তেন না আমায় বাম,
জুড়াতাম সদা লয়ে চিকণ কাল

খা —মাধব আমার আশা, ক'রে নিরাশা, চন্দ্রাবলীর আশা পূরাইল

২ ফু —সখি, জাগিলেম নিশি যার আশাতে,—সেই প্রতিকূল,
যদি আমায় হইল, কায কি এ ছার প্রাণেতে ?

২ সে।—কৃষ্ণ যার এখন তারি হোক্, আমারি প্রাণে সো'ক্,
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে আমার না হয় প্রাণ গেল (৫৬)

ধরতা।

তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি কৃষ্ণ মানের দায়, শ্রীরাধিকার চরণে ধ'রে,

প চি হয়ে অপমান, ম্রিয়মান, দেখিয়ে রাধার মান,
ফিরে যান কুঞ্জের বাহিরে।

ফু —ঘটল কুঞ্জে কি বিষাদ, কি প্রমাদ ;
হায় গো চন্দ্রবদন বাসে ঢেকে, রইল প্যারী অধোমুখে,
পতিত হয় রাহুর মুখে, যেমন পূর্ণ চাঁদ

সে দেখিয়ে সখী সব, সকলে নিরুৎসব, রাধায় ললিতে ললিত
ভাবে কহিছে

মহ —ও রাই কমলমুখি, কমলমুখ অধঃ কেন রয়েছে ? ?

স।—দেখি কুঞ্জে নাই নীলকমল, শূন্যময় হৃদ্‌কমল, সুকোমল ;—
মুদিতদেহ কমল যথা, মুদিত রাই কমল হেথা,
কমলের ভ্রমর কোথা গিয়েছে ?

খা —ভাবের অভাব দে'খে জীবন দহিছে

রচয়িতার নাম।

২ ফু —দেখি শূন্য কুঞ্জধাম, বিশ্রাম ধাম, (রাই গো)
কাল শশী শশী অন্তে, এই যে এলেন হাস্‌তে ২,
চক্ষের জলে ভাস্‌তে ২, কোথায় গেলেন শ্যাম?

২ মে তোমার নয় প্রেমের চিহ্ন, হ'লে ছিন্ন ভিন্ন কি জন্য?
যেন দুঃখেতে বৃন্দাবণ্য দহিছে

অ —কোথায় তোর কৃষ্ণ গুণমণি? পরশ মণি, ফণীর মাথার মণি?
রবি শশী শোভে পায়, তার রোদন কি শোভা পায়?
দেখে কান্না যে পায় হাসি ও পায়, পায় ধরে চিন্তামণি

২ চি কেন আছিস্ রাই মৌনভাবে, ব'সে হেথা?

২ প চি আমায় বল্ রাই ধনি ভেঙ্গে বল্ তাই শুনি,
নিকুঞ্জবিহারী কোথা?

৩ ফু —সাধের কুঞ্জ অন্ধকার, কি বিকার? (রাই গো।)
কুঞ্জের দশা প্রকাশিতে, নয়ন জলে হয় ভাসিতে,
যেমন অশোক বনে সীতে, হ'লি সেই প্রকার

৩ মে —রাই গো কোথা সে পূর্ব্ব ভাব? সে ভাবেতে অভাব,
কি স্বভাব?—মরি আজ কুঞ্জে কি ভঙ্গিভাব ঘটেছে। (৫৭)

ধরতা

তাল রূপক

(অজ্ঞাত) চি —রঙ্গময়ীর রঙ্গ হেরিয়ে, ধীরে রঙ্গ দেবী কয়;

প চি —এ তোর কেমন ভাব, স্বভাবে অভাব, দেখ্‌ছি নূতন ভাব,
এ কি বিপর্য্যয়?।

ফু। হে'রে হ'লেম হতজ্ঞান, যিনি বিম্বআভা চাঁদবয়ান,
তরুণ অরুণ দুনয়ন ;—
কি বিপদে বিপদগ্রস্ত, শশী অস্তে শশব্যস্ত, রয়েছ তায় গণ্ডহস্ত,
রাগেতে অজ্ঞান?

মে —এ কি বিপরীত? ও গো মানময়ি রাই। হ'ল কি দায় উপস্থিত?
মরি ২ ভেবে মরি, বুঝ্‌তে নারি অভিপ্রায়॥

রচয়িতার নাম।

মহ।—রাধে কি বিষাদে গো। সাধের বঁধু কেন কেঁদে যায় ?

স —আমরা উভয় পক্ষের দাসী, দোঁহের ভাল ভাল বাসি, তাতেই জিজ্ঞাসি,—মানময়ি রাই রূপসি, বল্ গো প্রকাশি,—কালাচাঁদের চূড়া বাঁশী কেন গো তোর রাঙ্গা পায় ?।

খা —বংশীধারীর যে দুর্দ্দশা, দেখ্‌লে কান্না পায়।

২ ফু।—অতি ধীরে ২ যায়, বঁধু যায় ২ আর ফিরে চায়;—আবার ফিরে চায়,—
চলেছে দীন দৈন্য বেশে, ধড়ার অঞ্চল গলদেশে, নয়ন জলে বয়ান ভাসে, যেন চোরের প্রায়।

২ মে।—দেখে ফাটে বুক, ও গো মানময়ি রাই। মনের দুঃখে ফাটে বুক,—সুধাইলে শুধু বলে, শ্রীমতী ঠেলেছেন পায়।

অ —এই ছিল কপালে, শ্যামের এই ছিল কপালে ?—এ গোকুলের পথে ২, শ্যাম বেড়ায় জয় রাধা ব'লে। (ও রাই।)

২ চি।—পদে ২ ধরাও পদে তায়, মিছে বাদানুবাদে;

২ প-চি —মরি ঐ খেদে, মনের বিষাদে, থাক বিবাদে কি অপরাধে ?

৬ ফু।—তোমার নব অনুরাগ, মেয়ে হয়ে এত রাগ ? এ রাগে নাই অনুরাগ,—
শ্যামকে রেখে অনাদরে, ত্যাজ্য ধনে পূজ্য ক'রে, আছ এখন ধৈর্য্য ধ'রে, এই বা কেমন রাগ.।

৩ মে।—কৃষ্ণ যত্নের ধন, ও গো মানময়ি রাই। কৃষ্ণ অতি যত্নের ধন;—বল ২ কমলিনি, বল কি বলেছ তায় ?॥ (৫৮)

ধরতা। (বলরাম বৈষ্ণবের দল)

তাল রূপক।

রামসুন্দর রায়।

চি —কৃষ্ণ আসে নাই নিশি যোগে কুঞ্জবনে;

প-চি —রাধে! সেই অপরাধে কি, কৃষ্ণ কমলআঁখি ত্যজেছিস্ মানে তাই মানে ?

রচয়িতার নাম।

ফু।—কল্লি কার উপরে মান অভিমান?—(রাই গো!)
ত্রিজগতের পরম ইষ্ট, শিষ্ট ইষ্ট আর বিশিষ্ট, তায় উৎকৃষ্ট রাই তোর কৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান
সে —তারে চরণে ধরালি, অকারণ কাঁদালি, সাধালি;—আর জন্মের শোধ শ্যামকে দিলি বিসর্জ্জন।
মহ —এই মান সরোবরে রাই কমল মুদিত হয়ে থাক এখন
স —আর কি আছে তোর সে সৌরভ? গিয়েছে সে গৌরব, সে উৎসব, জগতের যে মনচোর, সদাশিব যার ভাবে ভোর, হারালি মধুকর তোর কৃষ্ণধন
খা —আর ত পাবিনে এক্ষণে, সে মদনমোহন
২ ফু —মানের কি মান বাড়ালি? তাই বলি,—(রাই গো!)
ছিল আশা কুঞ্জে আসা ভেঙ্গে দিলি আশার বাসা, কি নৈরাশা কি দুর্দ্দশা, আপনি ঘটালি?।
২ সে।—ও রাই। ছার মানে পড়ুক ছাই, ঘৃণাতে ম'রে যাই, আই গো আই।—কীর্ত্তি জগতে আর দেখি নাই তোর যেমন
অ —মজ্‌লি রাই আপন অভিমানে;—মানের মানী, গেল ধনি! আর কে তোরে মানে?
কি সুখে আর হেথা রই? আমরা তবে বিদায় হই; হ'লি মানের লাগি, সর্ব্বত্যাগী, চাইতে নাই তোর বদন পানে
২ চি —প্যারি! একা তুই শূন্য কুঞ্জে থাক্ গো ব'সে,
২ প-চি —কুঞ্জের দুর্দ্দশা দেখিয়ে, শ্যামের লাগিয়ে, দুনয়ন সলিলে ভাসে।
৩ ফু।—আছিস্ কুঞ্জে কি সুখে? কি সুখে?—(রাই গো!)
মানের মানীর যা'য় অপমান, কল্লি কি মান? রাখ না মান;— এই তোর এ মান, বজ্রের সমান, বাজিল বুকে
৩ সে —এমন মান কর'য় থাকুক ধিক্, বল্‌ব কি তা'র অধিক? ধিক্ লো ধিক্!—তেজ্‌লি মান ক'রে প্রাণের অধিক হৃদয়ের ধন (৫৯)

রচয়িতার নাম

ধব৩। (উদয়চাঁদ দাসের দল)

তাল রূপক

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

চি। কুঞ্জে শ্রীরাধার ধ'রে পদে, পদে ২ বসময ;

প চি —হয়ে অপমান তায়, কেঁদে শ্যাম যায়, রাজপথে প্রভাত সময

ফু —দে'খে তখন বৃন্দে কয় অমনি, বলেছিলাম তখনি, রাই ধনী মানে উচাটন , কৃষ্ণধন ! শুন্‌লে না সে নিবারণ ,—
কুঞ্জে গেলে হাস্‌তে ২, প্রেম সাগরে ভাস্‌তে ২, আবার বঁধু কাঁদতে ২, এলে কি কারণ ?

মে —বুঝি পায় ২ পায় হে বঁধু অনুপায়, কি উপায় হে —ফুলে বস্‌বে কি ? বিচ্ছেদের ঘা দে'ছ মূলে

মহ —ওহে কৃষ্ণ মধুকর হে , আর কেঁদ না ফুলে ২

স তুমি যেমন বেড়াও ফুলে ফুলে, তেম্‌নি দায় হে ঘট্‌ল গোকুলে ; কেঁদ না রাধা ব'লে ,—সে বস রঙ্গ স্থলে, যাও চ'লে , বঁধু , বনে যথা ব'সে ছিলে, নূতন ফুলে

খা —ভেস না হে বঁধু অকূলে

২ ফু —ওহে কৃষ্ণ , এ কি প্রেমের সন্নিপাত , কোথায় গিয়ে পাত্‌লে পাত ? মান নিপাত, চক্ষে অশ্রুপাত ;—কি উৎপাত, শিরে যেন উল্কাপাত ,—
রাধাপদ্ম ত্য'জে হেলায়, হেলায় গিয়ে বস্‌লে হেলায়, এখন কেন প্রভাত বেলায়, কাঁদতে এলে নাথ ?

২ মে।—মরি হায় , হায় ! হায় হায় হে ! এ কি হ'ল দায় ;—
প্রেম দায় হে দেখে শ্যাম , কান্না পায় সব নারীর কুলে

অ।—বঁধু শুন্‌লে না দুঃখিনীর কথা কুঞ্জে যেতে ২ ,
বলেছিলাম ওহে বঁধু , রাই পদ্মে বাড়ন্ত মধু, ও হে মধুকর ! গিয়ে কি অপমান ! রৈল না মান, হাস্‌লে নারী জেতে।

রচয়িতার নাম

২ চি তুমি রসিক নাগর, রসের সাগর, ভাবের সাগর কৃষ্ণধন।

২ প চি —গুণের সাগর শ্যাম হে, প্রেম সাগর হে। ভব সাগরে কর তারণ

৩ ফু ওহে কৃষ্ণ, প'ড়ে মানের সাগরে, এই ব্রজ নগরে, নাগর হে, কেঁদে বেড়াও শ্যাম। গুণধাম, ব'লে রাধা ২ নাম,— সজ্জা দেখি ছিন্ন ভিন্ন, অঙ্গে রাধার পদচিহ্ন, কৃষ্ণ হ'লে কৃষ্ণ বর্ণ, কষ্ট অবিশ্রাম।

৩ মে —বঁধু যাও২ যাও যাও হে বঁধু এ সময়; রসময় হে। দেখ অসময় সুধা দিলে কেউ না তুলে (৬০)

ধরতা (উদয় চাঁদ দাসের দল)

তাল রূপক।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

চি —কৃষ্ণ, দে'খে তোমার এ দুর্দ্দশা, ভগ্ন দশা, প্রাণ দগ্ধ,

প চি।—এখন সে ভাব নাই হে সে রস নাই হে রসে বিরস হে রসময়।।

ফু।—ওহে কৃষ্ণ। ছিল প্রেম সুধাময়, আপুনি কল্লে বিষময়, অসময় যাও হে বংশীধর। বল্'ব কি তা গুণাকর।— আমার কাছে দিলে ধয়া, অরণ্যেতে যেমন বায়া, যোড় দিতে কি পারে পান্না, ভগ্ন হ'লে পর ?

মে।—এ যে নয় ত নয় হে কারো সাধ্য নয়, দয়াময় হে। তুমি অসাধ্য প্রেম ভেঙ্গেছ কেন ভ্রমে ?

মহ —কাঁদ্'লে এখন কি হবে নাথ, ঘট্'ল দশ কপাল ক্রমে

স —আগে ছিল তোমার রাধার সাধা, সে রাধা হে শ্রীঅঙ্গের আধা,—সে রসের নাগরালি, গিয়েছে বনমালি।—তাই বলি তোমার কাল হ'ল চন্দ্রাবলী;—সাধের প্রেমে একি দায় হে। বৃন্দাবন ধামে ?

খা।— * * * * *

রচয়িতার নাম

২ ফু।—শ্যাম হে! ব্রজে কি দায়ে রাইপ্রেম দায়? অমনি কৃষ্ণপ্রেম দায়, এ কি দায় হে গোকুলে? অকূলে ভাসিলে আর ভাসালে;—সৃষ্টি ছাড়া এ কি সৃষ্টি, প্রেমে হ'ল অনাবৃষ্টি, ঘট্‌ল চন্দ্রাবলীর দৃষ্টি, তোমার কপালে

২ মে।—বিচ্ছেদ হয় ওহে বঁধু, এমন নয় সৃষ্টিময় হে,—বেঁচে থাকি ত দেখ্‌ব আরো কত ক্রমে ২

অ —হয় হে ভাব্‌লে ভাবনা বৃদ্ধি, ভাব্‌ছ কেন হবি?—
দশা মন্দ হ'লে পরে, লোকে তীর্থযাত্রা করে, তাই বলি হে শ্যাম! মেখে ভস্মরাশি, যাও হে কাশী, কুঞ্জ পরিহরি।

২ চি —ওহে! প্রিয়ে যা'র বিবাস করে, তার কি ঘরে প্রয়োজন?

২ প চি —হ'ল কি গ্রহেতে নিগ্রহ হে? অকালেতে লাগিল গ্রহণ

৩ ফু —শ্যাম হে! এখন যোগী হয়ে তীর্থে যাও, প্রেমে জলাঞ্জলি দাও, ক্ষমা দাও হে কাল শশি! শ্যাম শশি! সাজো নবীন সন্ন্যাসী;—রমণীর মান কেন বাড়াও? আপ্‌নি সাধো পরকে সাধাও; কেন হে আর কেঁদে কাঁদাও? চ'লে যাও কাশী

৩ মে।—এখন জয় জয় জয় দাও হে বঁধু? চন্দ্রার জয়,—রসময় হে!—মিছে কায্ কি আর বিচ্ছেদ জ্বালার পরিশ্রমে? (৬১)

ধরতা

তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি —রজনীর শেষে শ্যামের, রাইকুঞ্জে আগমন;

প চি —হেরে কৃষ্ণেরে, দুর্জ্জয় মানের ভরে, বিদায় রাই দিলেন কৃষ্ণধন

ফু।—কৃষ্ণের দশা চক্ষে হেরে, বৃন্দে সুধায় ললিতেরে, প্রাণ বিদরে একি অরাজক?—দৈব যোগ হায় ২ সখি! সংযোগে বিয়োগ দেখি, চাঁদে রাহু কমলে কণ্টক।

রচয়িতার নাম।

মে রাধার অঙ্গে এ কি রোগ? দুর্জ্জয় মানের যোগাযোগ, যেমন লোকে স্বপ্নে দেখে, চন্দ্রলোকে রাহুর ভোগ, তেম্‌নি রাই আছেন মানের দশাতে

মহ —মরি মরি গো সৈ। কারে এ দুঃখের কথা বলি ললিতে.

খ —আমরা সেই খেদে কেঁদে বেড়াই পথে ২

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই) (৬২)

ধরতা

তাল রূপক

(অজ্ঞাত) চি —যা জানে তাই করুক্ রাই সৈ তাতে ক্ষতি নাই;

প চি —সাধের কৃষ্ণ যায় কেঁদে, তা'তেই ব্যথা পাই

ফু "তবে যাই রাই তবে যাই রাই." যত বলে,—
শ্যামের বয়ান ভাসে অম্‌নি নয়ন জলে

মে —ক্ষণেক কুঞ্জের বাহিরে যায়, ক্ষণেক দাঁড়ায়, চলিতে না চলে চরণ

মহ সখি! ফিরা গো, ফিরে যায় ঐ শ্যামধন।

স —রাধে ক্ষণেক বই বল্‌বেন "কৃষ্ণ কৈ? কৃষ্ণ কৈ?"—
তখন কোথায় যাব, কোথায় পাব, শ্যামের অন্বেষণ?

খা।—বুঝাইলে রাইরে বুঝে না এখন

২ ফু —মানের অধীন হ'য়ে, কোন্ দিন কি ঘটাবে;
মানের মান যাবে, প্রাণ যাবে, মাধব যাবে

২ মে —না মরি ত সৈ। দেখিব তখন, প্যারী কেমন, না হেরে কাল বরণ॥ (৬৩)

ধরতা (ভোলানাথ মদকের দল)

তাল রূপক ও আড়াখেম্‌টা।

গাতকড়ি রায়। চি —দুর্জ্জয় মানেতে হয়ে অপমান, কালাচাঁদ, সেই মানের কর্‌তে শেষ।

প চি —ব্রজবাজ, ত্য'জে বাখাল সাজ, যুববাজ, ধবে যুবতীর বেশ
ফু —কপালে সিন্দূবেব বিন্দু,সহাস্ত বদন , তাহে সজল নয়নোপবে,
কজ্জল উজ্জল কবে, জলধরে শোভা ধবে, বিজুলি যেমন
মে হে'বে মনমোহিনী মনেব সধে, কৌশলে জিজ্ঞাসে বৃন্দে,
বিধুমুখি বৃন্দাবন কি কবৃতে এলি বসাতল ?
মহ —নবীন বিবহিণি বিদেশিনি . কোথায় যাস্ গো বল্ ?
স —কুঞ্জবনে এমন ক বে,কি জন্যে চা'স্ ফিবে ২ ? নযনেব নীরে ২,
ভাসে নযন শতদল
খা ।—চঞ্চলা চপলাব মতন, নিতান্ত চঞ্চল ।
২ ফু —হরি ভয়ে করী যেমন, পলাইয়ে যায ;—সখি তোর দেখি
তেমনি ধাবা, ধরিতে না পাবে ধবা, এমন ধারা মেয়েব ধাবা,
কভু ভাল নয়
২ মে —এলি এম্নি ছলে বৃন্দাবনে, ভ্রমণ করিস্ বনে বনে, কি আছে
তোব মনে ২ ? মনের কথা আমায বল্
অ —কিবা গজেন্দ্রগতি যুবতী গো নাসায় গজমতি দুল্ছে ,
কববী আ মবি কি শোভা পায কনক চাঁপা তায় ঝুল্ছে
২ চি —অঙ্গে সোণা, কাণে শোনা, সেই সোণা গোকুলেব ধন ,
২ প চি প্যাবী তায, দুর্জ্জয মানের দায, মানকুণ্ডে দেছে বিসর্জ্জন
৩ ফু —সেই হ'তে নিকুঞ্জেতে, কেহ সুখী নাই ,—ভাসে শুক শারী
নযন জলে, কোকিল কাঁদে তমাল ডালে, ভ্রমব কাঁদে শতদলে,
কুঞ্জে কাঁদেন রাই
৩ মে কাঁদে স্থানে ২ ব্রজাঙ্গনা, কেউ কাবো কথা শুনে না,
বিবহেতে প্রাণ বাঁচেনা, দুঃখে বহে নযন জল
২ অ —একবার দে'খে তোব ভঙ্গি রঙ্গিণি গো চেনো ২ জ্ঞান করি ,
সদাই সন্ধ মনে, তাইতে ব্যানে, বলি ২ বলিতে নারি ।
৩ চি —তরুণ অরুণ, যেন দুনয়ন, কিবণেতে জগত আলো মষ ;
৩ প চি —শশধব জিনি কলেবর, অধর তুলনা নাহি হয ।

রচয়িতার নাম

৪ ফু —ক্ষীরোদ মন্থনে যেমন নীরদ বরণ ,—সুরাসুরে করে ছলা, মনমোহিনী চিকণ কালা, যোল কলা দে'খে ভোলায় ভুলে গেল মন

৪ মে —অঙ্গে অম্বর সম্বর নাই, এলো থেলো দেখ্‌তে পাই, চ'লে যেতে রাজপথে, ধুলাতে লুটায় অঞ্চল। (৬৪)

ধন্নতা (নীলু পাটুনির দল)

তাল রূপক

গদাধর মুখো চি —ত্রিভঙ্গ বিদেশিনীর সজ্জা দে'খে, বৃন্দা দেবী ডেকে কয় ;

প চি —তুই কি গোকুলের গোপিনী, কি উদাসিনী, নিকুঞ্জের নিকটে উদয় ?

ফু।—একে সুরঙ্গ অঙ্গ, তাহে কুরঙ্গ নয়নী ;— অতি কৃশাঙ্গ দেখ্‌তে পাই, সঙ্গে কেউ সঙ্গী নাই, চলিয়া চলিস্ যেন গজগামিনী

মে —হয়ে কন্দর্প পীড়িতা, বাগ স্খলিতা, চলিতে বাজে চরণকমলে

মহ —কে গো তুই কা'দের কুলের বৌ, কুল ত্য'জে ভ্রমিস্ গোকুলে ?

স —তুই কি অনাথা, না কি বিচ্ছেদে উন্মত্তা ? আয় আয় কাছে আয়, মনের কথা যা ব'লে

খা —হেন জ্ঞান হয়, যেন তুই, দগ্ধা বিরহানলে

২ ফু।—যেমন আমাদের রাইয়ের দশা, কালিয়ে করেছে ;—ও গো! সেই দশা তোর ও কি ? তাই সুধাই ও সখি! হোক্ ব্যানে বল্ আমার কাছে

২ মে।—হলি কি দুঃখে দুঃখিনী ? ও গো স্বজনি! চক্ষের জল মুছিস্ কেন অঞ্চলে ?

অ।—একে নবীন বয়স তাতে সুভব্য, কাব্য রসে রসিকে ; মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্য দাম্ভীর্য্য নাই, আর ২ বৌ যেমন ধাবা ব্যাপিকে।

রচয়িতার নাম।

২ চি।—অধৈর্য্য হে'বে তোরে স্বজনি। ধৈর্য্য ধরা নাহি যায়,
২ প-চি —যদি সিদ্ধ হয় সেই কার্য্য, করব সাহায্য, বলি তাই ব'সে যা আমায়
৩ ফু —একে রমণী জাতীয়, আমি ও রমণী ,—
এমন ব্যথিত কোথায় পাবি ? কোথায় প্রাণ জুড়াইবি ? বল্‌বি কা'য় দুঃখের কাহিনী ?
৩ মে —আমায় বল্ গো বল্ মনের ভাব, কি দুঃখে তোর এ ভাব ?
ভাব দেখে ভাসি নয়ন সলিলে। (৬৫)
(উত্তর পাওয়া যায় নাই)

ধরতা (ভোলা ময়রার দল)

তাল রূপক।

লাতকড়ি রায়।

চি —ত্রিভঙ্গ ভৃঙ্গ হয়ে, শ্রীঅঙ্গ লুকাইয়ে, রঙ্গে নিকুঞ্জে উদয় ;
প' চি —ভঙ্গি হে'রে চমৎকা'র, বৃন্দে বুঝে সা'র, চন্দ্রমুখী'র প্রতি কয়
ফু —ও গো রঙ্গ দেখি , একি রঙ্গ ?—
পদপ্রান্তে কেন ভ্রমে ভৃঙ্গ ?।
মে।—ও যে সাধিছে সাধার কায, কি সাধে অলিরাজ, পদপঙ্কজ রজ মাখে গায় ?
মহ।—তাই সুধাই গো সুধামুখি রাই তোমায়।
স —হয়ে বিরাগী কি বিরাগে, কি ভাবের অনুরাগে, অলিরাজ ধরে তোমার রাঙ্গা পায় ?।
খা।—ও যে ধন্য ষট্‌পদ, অন্য দিকে নাহি চায়
২ ফু।—কত প্রফুল্ল ফুল রাধার কুঞ্জে ;—
তাতে অলি সুখ নাহি ভুঞ্জে।
২ মে।—পেয়ে ও পারপদ্মের সুধা, ঘুচেছে অন্য ক্ষুধা, সুখে "জয় রাধে শ্রীরাধে" গুণ গায়॥

রচয়িতার নাম।

অ —ও রাই! কি কাল মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য! এ আশ্চর্য্য অলি কোথাকার?
নাহি চায় কিছু অন্য, হয়েছে শরণাপন্ন, দেখি চরণে তোমার

২ চি —অরণ্যের অলি বল, কি জন্যে ব্যাকুল? অন্যে সুধা'লে কথা নাহি কয়;

২ প-চি —অতি কুণ্ঠিতের প্রায়, লুণ্ঠিত ধূলায়, করে তবাঙ্গে আশ্রয়

৩ ফু —ওকে সুধাও দেখি গো রাজকন্যে!—
অলির বাঞ্ছা কি ধনের জন্যে?।

৩ মে —করে ব্রহ্মাদি তপোধন, যে ধনের আরাধন, সে ধন পেলে আবার কি ধন চায়? (৬৬)

উত্তর (হরিমোহন বন্দ্যোর দল)

তাল রূপক।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

চি —বঞ্চিতা ক'রে আমায়, কালাচাঁদ, জুড়ালে চন্দ্রাবলীর মন;

প-চি প্রভাতে, আমায় ছলিতে, এলেন কুঞ্জে মদনমোহন।

ফু —দেখে বঙ্ক ত্রিভঙ্গেরি, অঙ্গ দহিছে দুখে; করেছি এই পণ,
আর কাল বরণ, নাহি হেরিব চোকে।

মে —মাথায় কাল কেশ ধর্‌ব না, কুঞ্জে কাল সখী রাখ্‌ব না, কাল কোকিলের ধ্বনি আর শুন্‌ব না

মহ —কাল ভাল বেসে হ'ল এই যাতনা

স —আগে মানি নাই কালা, কালে জানি নাই কালা, কালে জানিলে কালার প্রেমে মজ্‌তাম না

খা —শঠ লম্পট কুটিল অতি কালাচাঁদ, আগে জানি না

২ ফু —কাল অঙ্গ কাল প্রায়, জ্ঞান হয়েছে মনে,—প্রাণান্তে সে কালায়,
দেখিতে আর আমায়, সখি! বলিস্ নে ব্যানে

২ মে —কাল চক্ষের তারা আর, রাখ্‌তে সাধ নাই আমার, কাল তমালের তরু কুঞ্জে রাখ্‌ব না (৬৭)

রচয়িতার নাম।

ধরতা

তাল রূপক

(অজ্ঞাত) চি —অমল কমল তব শ্যামল বদন ,

প চি —আহা, মলিন হয়েছে হরি ! বল কি কারণ ?

ফু —একি ভাব আজ তব,দেখি শ্যাম?—অঙ্গ থর থর,কাঁপে নিরন্তর,
আঁখি নীবধর ঝুরে অবিশ্রাম

মে —নাহি চন্দ্রাস্যে সুহাস্য, এ কি হে রহস্য ? কেন হে ঔদাস্য ভাব
ধরেছ ?

মহ —যোগীবেশে আজ কোথায় চলেছ ?

স বল শ্যাম গুণধাম, মনের রাগে কি বিরাগে, কিবা কার
সোহাগে, বিবাগী গৃহত্যাগী হয়েছ ?

খা —বিভূতি অঙ্গে মেখেছ।

২ ফু —যেতে ২ শ্যাম, কেন শঙ্কা পাও ?—যেন কা'রে দে'খে,দাঁড়াও
থেকে থেকে, চন্দ্রা দাসীর দিকে, একবার ফিরে চাও

২ মে —কত সহাসে সুভাষে, সরসে সন্তোষে, বিলাসে দাসীরে কাল
তুষেছ (৬৮)

ধরতা

তাল রূপক

(অজ্ঞাত) চি।—চতুরালী বনমালি ! খাটবে না এবার ;

প চি বাধা জেনেছে কপট প্রেম, যেমন হে তোমার

ফু —ভেবেছ কি ছাই মেখে ভুলাবে ?—তোমার বাঁকা নয়ন,
বাঁকা ভঙ্গি চরণ, ভৃগু চরণ চিহ্ন ধারণ, কিসে লুকাবে ?।

মে।—হে'রে তোমারে সমক্ষে, চিনবে রাই কটাক্ষে, পরীক্ষে ক'রে
কেন লোক হাসাও ?

মহ।—বিনয় করি শ্যাম ! গৃহে ফিরে যাও

রচয়িতার নাম।

স।—ব্রজরাজ! পাবে লাজ, একবার ভাংতে গে বাধার মান,
ভেঙ্গেছ আপনার মান, আবার কি সেই হতমান হ'তে চাও? ।

খা —যেওনা আমার মাথা খাও

২ ফু —আহা মরি ২ আর হরি কেঁদো না,—থাক দুদিন স'য়ে, যাব
শেষে ল'য়ে, বাগের মাথায় গিয়ে, এখন সেধ না

২ মে —বঁধু! একবার ত গিয়েছ, পায় ধ'রে সেধেছ, বারে ২ পদাঘাত
আর কেন খাও? । (৬৯)

ধরতা।

তাল রূপক

(অজ্ঞাত) চি।—এত বাধা, এত কাঁদা, এত ভয় যদি;

প-চি —তবে মজিলে মজালে কেন, হে গুণনিধি?।

ফু আমি মরি তায় ক্ষতি নাই হরি, ব্রজের বংশীধারী,
হ'ল জটাধারী, ও রূপ সইতে নারি, বল কি করি?।

মে —তোমার বিভূতি বিভব, এ নহে সম্ভব, এ সব শব সাধনেরি
প্রায়।

মহ —তোমায় নিয়ে শ্যাম! বড় হ'ল দায়।

স —কেশব! কি কব? দেখি স্বভাবে অভাব, প্রলাপ যে তব মাধব!
এ বিকারে কি উপায়?

খা —দেখিয়ে বিদরে হৃদয়

২ ফু —সেধে কেঁদে আর তোমার শক্তি নাই;—এবার তোমার হয়ে,
না হয় আমি গিয়ে, ছুটো ব গে ক'য়ে, রাধারে বুঝাই

২ মে।—যদি কথায় না ফিরে চায়, সাধ্‌ব তার ধ'রে পায়,আর তোমার
এ দশা কি দেখা যায়? (৭০)

রচয়িতার নাম।

ধরতা (পরাণের নিজ দল)

তাল রূপক।

পরাণচন্দ্র চন্দ্র চি —রাধার মানের সম্মান, প্রেমের সম্মান, রাখিতে ছলেতে ;

প-চি —রসিক রাখালরাজ, ত্যে'জে রাখাল সাজ, সাজিলেন যোগীর সাজ, কমলিনীর মান ভিক্ষা নিতে

ফু তেজঃপুঞ্জ তেজ, দেখিলে তেজ লুকায় ,—আবার তায় (হায় গো) বক্ষে শোভে ত্রিপুণ্ডল, করে দণ্ড কমণ্ডল, ভালে অর্দ্ধচন্দ্র মণ্ডল, চন্দ্রনাথের প্রায়

মে —দে'খে নব্য ভব্য যোগীবরে, বৃন্দে সুধায় কাব্য ক'রে, রাধার কুঞ্জের দ্বারে, কিসের তরে, দাঁড়ায়ে রয়েছ ?

মহ —ত্য'জে সংসার ধর্ম্ম, সন্ন্যাস ধর্ম্ম, কোথায় লয়েছ ?

স।—দেখ্‌ছি তোমায় নবীন যোগী,সংযোগী কি সর্ব্বত্যাগী, কি বিরাগী তুমি ? কও হে ,—কোন্ কুল পবিত্র ক'রে যোগী সেজেছ ? ।

খা।—কোন্ পরিবার ? কোন্ মত ? কোন্ তীর্থে চলেছ ?

২ ফু আছে আশ্রম কি নিরাশ্রম নিয়ম ?—কি নিয়ম ? কও ২ কও হে। অনাহার কি অন্নাহার ? সিদ্ধাচার কি শুদ্ধাচার ? কিসের কারণ, কুঞ্জকানন, কর পরিক্রম ?

২ মে —কুঞ্জে থাক্‌বে কি হে চতুর্মাস্য ? প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য ? কোন্ দেবের উদ্দেশ্যে অঙ্গে ভস্ম মেখেছ ? (৭১)

ধরতা

তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি —একে ত মানাগুনে দগ্ধা, তাহে মুগ্ধা, বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় ;

প চি —দুঃখের পরিমাণ, করি অনুমান, যেন জ্বলিছে প্রাণ জ্বলাচিতের প্রায়

ফু —তুচ্ছ মানের দায়, শ্যামকে বিদায়, দিয়াছি প্রভাতে ;— বল্লেম্ শ্যাম অঙ্গ হের্‌ব না, আর শ্যাম নাম কর্‌ব না, ত্যজ্য শ্যাম হলেন আজ্ হ'তে।

রচয়িতার নাম।

মে —আছি সেই মানে উতলা, আবার এ কোন্ জ্বালা, আজ ঘটিল কুলবালার কপালে ?

মহ —ঐ সন্ন্যাসী শিঙ্গে বাজায় কেন গো সৈ ! জয় জয় জয় রাধা ব'লে ?

স —দেখি ভিক্ষের ঝুলি কক্ষে, বারি বয় দুচক্ষে, যোগী কি দুঃখে কেঁদে বেড়ায় গোকুলে ?

খা ।—দেখে সন্ধ হয়, গোবিন্দ কি দায় ঘটালে।

২ ফু ।—যোগীর আকাঙ্ক্ষা কি জানিলে, তার অনুরোধ রক্ষা পায়,— তবে অপেক্ষা করিনে, তারে দিই গো এক্ষণে, যোগী সর্ব্বস্ব যদি ভিক্ষা চায়।

২ মে ।—ডাক্‌তে পারিনে সমক্ষে, ব্রজের সব বিপক্ষে, আছে ঘরে কাল ননদিনী কুটিলে। (১২)

ধরতা। (রাম নৃসিংহের দল)

(অজ্ঞাত) চি ।—পার্ব্বতীনাথের, অর্দ্ধ শশধর, সবিতা অর্দ্ধ কপালেতে;

প-চি —আমার নাগর, সেজেছেন সুন্দর, চন্দন সিন্দূর ভালেতে।

ফু —মথনের বিষ, ভখিয়ে মহেশ, নীল কণ্ঠদেশে নিশানা;— নীলকণ্ঠ নাম, অতি অনুপম, জগতে রয়েছে ঘোষণা

মে —আমার নাগর, গিয়েছিলেন কারো, কলঙ্ক সাগর মথিতে ?— ফুরায়ে মন্থন, এনেছেন নিশান, আঁখির অঞ্জন গলাতে

মহ —প্রাণনাথ মোর, সেজেছেন শঙ্কর, দেখ'সিয়ে প্রিয়ে ললিতে ! ॥

ওঃ —বুঝি কারো কাছে, রজনী জেগেছে, নয়ন লেগেছে ঢুলিতে

খা ।—অপরূপ দরশন, আজি প্রভাতে।

অ —হায় ! সে যেমন ভোলা, তাহাতে উজ্জ্বলা, গলে অস্থিমালা-ছড়াতে,—মুখে কৃষ্ণ নাম, শিঙ্গায় বলে রাম, বিশ্রাম কুচনী পাড়াতে।

রচয়িতার নাম।

২ চি —পোহায়ে রজনী, এই গুণমণি, এসেছেন মন তুষিতে ;—

২ প-চি —গুঞ্জ ছড়া গলে, মুখে সুধা ঢালে, রাধা ২ বলে বাঁশীতে

২ ফু —হায়! ত্রিলোচন হর, জগতে প্রচার, এক চক্ষু যার কপালে ;
কৃষ্ণপ্রেমে ভোরা, পাগলের পারা, ধুতুরা শ্রবণ যুগলে।

২ মে —ইহারো সেই মত, সপত্র সহিত, কদম্ব শ্রবণ যুগেতে, ত্রিলোচন
চিহ্ন, দেখ দীপ্তমান, কপালে কঙ্কণ আঘাতে। (৭৩)

ধরতা (পরাণের নিজ দল)

তাল রূপক

পরাণচন্দ্র চন্দ্র চি —রাধানাথ,রাধার কুঞ্জ ত্যজিয়ে,শ্রীরাধার মানের প্রসঙ্গে ;

প চি —হৃষীকেশ,শুনে বৃন্দের উপদেশ,হরের বেশ পরে সর্ব্বাঙ্গে

ফু —বলে বম্ ২, শিব বম্ ২, ববম্ ভোলা ; আ, আ! রাধার
বিচ্ছেদ জ্বালা,—
কাননে ভ্রমণ প্রায়, বৃন্দাবনে বেড়ায়, রাধানাথ, রাধার মানে
বিহ্বলা

মে —দে'খে বৃন্দে গিয়ে রাধায় কয়, কে এল কা'রে কি কয়?
রাধার মানের দায়, কি হ'ল সৈ! কি হ'ল?

মহ —নারীর মানের দায় শ্যামের কি এই দশা হ'ল ?

স —নারীর মান দেখে, কৃষ্ণ ভস্ম মেখে, কাল অঙ্গ ঢেকে ; কালাচাঁদ
বলে মানের দায়, এবার আমার প্রাণ গেল

খা।—কথা ক'বার নয়, কইতে লজ্জা হয়, ত্রিভঙ্গের সজ্জা সব গেল।

২ ফু —কো'থা'য় ধড়া,মো'হন চূড়া,মোহন বাঁশি ?—ত্য'জে মধুরহাসি ;—
বিরাগে উন্মত্ত, ভেবে রাধার তত্ত্ব, জ্ঞান হয় তীর্থবাসী সন্ন্যাসী

২ মে —রাধার মান আগুনের তাপে, দহিল ঐ কাল রূপে, যেন তপ
নের তাপে কমল শুকাল (৭৪)

রচয়িতার নাম।

ধরতা

তাল আড়াখেমটা

(অজ্ঞাত) চি —হয়ে ছদ্ম যোগী, অনুরাগী, ছল্‌তে এলে তায়,
প চি —তুমি চেনা চোর, ব্রজের মাখনচোর, দৃষ্টিমাত্রেই চিনেছি তোমায়
ফু —রাধার দুর্জ্জয় মান ভাঙ্গ্‌তে পার্ব্বে না, বোঝো না,—(শ্যাম! শ্যাম, শ্যাম হে)—চিতে ভস্ম মেখেছ,কাল অঙ্গ ঢেকেছ,
নয়ন বাঁকা ভঙ্গি বাঁকা, তা' ত ঢাক্‌বে না
মে তোমার দশা দেখে কাল শশি একবার কাঁদি একবার হাসি,
কেবল চন্দ্রাবলী সর্ব্বনাশী, এইটে ঘটিয়েছে
মহ নাগর বনমালি, নাগরালি, আজ্‌ত ভেঙ্গেছে
স —বাঁকা নয়ন জোড়া ভুরু, কুল মজাবার নটের গুরু, শঠের গুরু তুমি শ্যাম হে, রাধার মানে সকল দর্প চূর্ণ হয়েছে
খা —শিখীতেলে শেষ, এই শেষ, আর কি শেষ আছে?
২ ফু —গেছে গোষ্ঠের বেশ,নটবর বেশ,এই এক বেশ,—(শ্যাম, শ্যাম! শ্যাম হে)—
প্রেম ক'রে কি দুর্ভাগ্য! হ'ল শ্মশান বৈরাগ্য, না মরি ত আরো কত দেখ্‌ব দশার শেষ
২ মে —কুঞ্জে এ বেশ ধ'রে গেলে পরে, প্যারী যদি চিন্‌তে পারে,
তবে আস্‌তে হবে কেঁদে ফিরে, এই দাসীর কাছে (৭৫)

(ধরতা পাওয়া যায় নাই)

উত্তর (নীলু পাটুনির দল)

তাল আড়াখেমটা

গদাধর মুখে চি —যদি বৃন্দে, গোবিন্দে করি মান,
প চি।—রাখি মনকে বেঁধে, কিন্তু শ্যামের খেদে, কেঁদে উঠে প্রাণ

রচয়িতার নাম।

ফু —শ্যামকে হেরব না আর সখি, চক্ষু মুদে থাকি ;—
কিন্তু সে রূপ প্রাণ সৈ, অন্তরে দেখি।

মে —হয়ে কৃতাঞ্জলি বনমালী বলে, স্থান দিও রাই চরণে

মহ।—মান ক'রে মান রাখতে পারি নে

স —আমি যে দিকে ফিরে চাই, সেই দিকেই দেখতে পাই,
সজল জলধর বরণে।

খা —অতএব অভিমান আর করিনে

২ ফু —আমি কৃষ্ণপ্রাণা রাধা, হেরি সেই কাল রূপ সদা ;—
কৃষ্ণ প্রেম ডোরে প্রাণ সৈ! প্রাণ বাঁধা

২ মে —আমার হৃদয় মাঝে, শ্যাম বিরাজে, বহে প্রেমধারা নয়নে (৭৬)

ধরতা (পরাণচন্দ্র চন্দ্রের দল)

তাল রূপক।

পরাণচন্দ্র চন্দ্র

চি।—সাধ ক'রে করেছিলেম দুর্জ্জয় মান, শ্যামের তায় হ'ল
অপমান।

প চি —শ্যামকে সাধ্‌লেম না, ফিরে চাইলেম না, কথা কইলেম না
রেখে মান।

ফু —কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে, রাগে রাগে গো।—
পড়ে পাছে চন্দ্রাবলীর নব রাগে

মে —ছিল পূর্ব্বের যে পূর্ব্বরাগ, (আবার) একি অপূর্ব্ব রাগ, পাছে
রাগে শ্যাম রাধার আদর ভুলে যায়

মহ —শ্যাম কাল মান করে' গেছে, কেমন আছে, দূতি দে'খে আয়॥

স —ক'রে আমারে বঞ্চিতে, গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে, হয়ে খণ্ডিতে
মরি হবি প্রেমের দায়।

খা।—আর আসিবে না কি ফিরে শ্যামরায়?

২ ফু ছলে আমার মন ছলেছে, আগে বুঝেরে মন দূরে থেকে ;—
চোকে দেখে গো! কয় কি না কয় কথা ডেকে।

রচয়িতার নাম।

২ মে। যদি কাতরে কথা কয়, তবে নয় অপ্রণয়, অমনি সেধো গো ধরে' দুটি রাঙ্গা পায়

অ —যার মানের মানে আমায় মানে, সে না মানে, তবে কি করবে এ মানে ?

মাধবের কত মান, না হয় তার পরিমাণ, মানিনী হয়েছি যার মানে

২ চি —যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিমান, সেই পক্ষে রাখ্‌তে হয় সম্মান ;

২ প চি —রাখ্‌তে শ্যামের মান, গেল গেল মান, আমার কিসের মান অপমান

৩ ফু —এখন মানান্তে প্রাণ জ্বলে, জ্বলে জ্বলে গো !—

জুড়াবে কি অন্য জলধরের জলে ?

৩ মে —আমার সেই কাল জলধর, হ'ল আজ স্বতন্তর, বাধে চাতকী কারে দে'খে প্রাণ জুড়ায় ? (৭৭)

অক্রূর সংবাদ।

ধয়তা।

তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি —অক্রূর আসি' বৃন্দাবনে, অতি সঙ্গোপনে, কৃষ্ণে কয় ;

প চি —বল্‌ব কি রে ! বল্‌ব কি রে তুই রে অতি নিরদয়।

ফু।—ধনুর্যজ্ঞ করেছে কুবংশ, তুই ত চতুর্থ অংশ,—

ও দেখ্‌বে যজ্ঞের কি নিমন্ত্রণ, যজ্ঞের সম্ভাষণ রে ! প'ড়ে দেখ্ কি লিখেছে কংস

মে —"কবরি যজ্ঞ সম্পূর্ণ, অহং প্রপন্ন", বুঝি আসন্ন তার,—

নৈলে এত সৌজন্য, জানায় কি জন্য, যা হয় সম্পন্ন তোমায় করতে হয়

মহ —একবার চল্‌রে ও যাদব রায় ! মথুরায়, মরি বংসের ভয়।

রচয়িতার নাম

স —এথায় নন্দ যশোদার, ব্রজবাসীর ধার, তোর কি শোধ হবে না রে গোপাল রে ছি ২ তোরে আর বল্‌ব কি ? বসুদেব দেবকী, তার কি তোর জনক জননী নয় ?

খা —অত্যাচার আর নাহি সয়

২ ফু —অষ্টম গর্ভের তুইরে সাধের নন্দন , কর্‌বি কংস নিধন ,— ও সব হ'ল অপবাদ, কেবল সাধ্‌লি বাদ রে ! বধ্‌লি তোর জনক জননীর জীবন।

২ মে তাদের বক্ষেতে প্রস্তর, কংস শাস্তা, কটিতে বস্ত্র নাই ; পরা কুচেল্ খণ্ড, কতই দণ্ড, কাতরে ডাকে "কোথায় দয়াময় ?" (৭৮)

ধরতা (নিত্যানন্দ বৈরাগীর দল)

তাল রূপক

(অজ্ঞাত) চি —সহচরী কহে কিশোরি , ব্রজে প্রমাদ হইল ,—

প চি —মথুরা হইতে, প্রাণনাথে, হ'রে নিতে অক্রূর আ'ইল

ফু —যে শ্যামচাঁদ সোহাগে, তোমার আদরিণী বলে ব্রজেতে ;— সে শ্যামসুন্দর, মথুরা নগর, যাবে নিশি প্রভাতে

মে —সেই বংশীধারী যাবে গো প্যারি ত্য'জে গোকুলে ; নিধু বনে রাধা ২ ব'লে, কে বাঁশী বাজাবে বল ?

মহ —কমলিনি ! কুঞ্জে কি কব ? তব নব প্রেম ভাঙ্গিল

স ব্রজের বসতি বুঝি উঠিল, মথুরাতে যাবে কৃষ্ণ, ঐ নন্দের ভেরি বাজিল (৭৯)

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

ধরতা (হরু ঠাকুরের দল)

তাল আড়াখেমটা।

হরু ঠাকুর চি —একি অকস্মাৎ, ব্রজে বজ্রাঘাত, কে আনিল রথ গোকুলে ?

পচি —রথ হেরিয়ে ভাসি অকূলে

রচয়িতার নাম

ফু —অক্রূর সহিতে, কৃষ্ণ কেন রথে?

মে —বুঝি মথুরাতে চলিলে

মহ —রাধারে চরণে ঠেলিলে, রাধানাথ কি দোষ রাধার পাইলে ?

স —ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি ব্রজ কুলনারী বধিলে ? ।

খা —বল না কি বাদ সাধিলে।

দো —নবীন পিরীত, না পুরিতে নাথ অঙ্কুরে আঘাত করিলে

অ শ্যাম ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে, ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী ,—
নাই অন্য ভাব, শুন হে মাধব , তোমারি প্রেমের প্রয়াসী

২ চি —নিশাভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী, তথা আসি গোপী সকলে ,

২ প চি —দিয়ে বিসর্জ্জন কুলে শীলে

২ ফু ।—এতেই হ'লেম দোষী, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি ,

২ মে ।—এই দোষে কি হে ত্যজিলে ?

২ অ ।—শ্যাম যাও মধুপুরি, নিষেধ না করি, থাক হরি ! যথা সুখ
পাও ,—একবার সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে, ব্রজ গোপীর
পানে ফিরে চাও ।

৩ চি —জনমের মত শ্রীচরণ দুটি, হেরি হে নয়নে শ্রীহরি !

৩ প-চি —তার হেরিব আশা না করি

৩ ফু —হৃদয়ের ধন তুমি গোপীকার ;

৩ মে ।—হৃদে বজ্র হানি' চলিলে (৮০)

উত্তর পাওয়া যায় নাই)

উদ্ধব সংবাদ ।

ধরতা । (ভোলা ময়রার দল)

তাল রূপক ।

সাতকড়ি রায়

চি ।—উদ্ধবের আগমন দে'খে বৃন্দাবনেতে ;

প-চি ।—বৃন্দে ধায়, গিয়ে খেদ জানায়, পথ মধ্যেতে ।

রচয়িতার নাম।

ফু।—কও হে উদ্ধব কও, কিমর্থে আগমন ?—
আসা সুলক্ষণ, কি হে বৈলক্ষণ ? কোন্ ছলে গোকুলে আসি' কর্‌লে পদার্পণ ?

মে দে'খে মথুরা নিবাসী ভয় হয় ; এক জন এসে ছদ্ম বেশে, প্রেম ভেঙ্গে বাদ সেধেছে

মহ —বল উদ্ধব ! তোমার মনে আবার কি আছে ? ।

স।—একবার এসে অক্রূর মুনি, কর্লে কৃষ্ণকাঙালিনী, ব্রজের ধন নীলকান্ত মণি, হ'রে লয়ে গিয়েছে।

খা সাধু হও যদ্যপি, তথাপি সন্ধ হতেছে

২ ফু —যেমন সেই অক্রূর দেখ্‌তে সুধার্ম্মিক ;—
তোমায় ততোধিক, দেখ্‌ছি শতধিক, সুধারা বৈষ্ণবের ধারা, সজ্ঞানী সাত্ত্বিক

২ মে —কিন্তু কুগ্রামনিবাসী যারা হয় ; ধর্ম্ম রহিত, তাদের চরিত্র, ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখেছে (৮১)

(উত্তর পাওয়া যায় নাই)

পাল্‌টা। (ভোলা ময়রার দল)

সাতকড়ি রায়

চি কৃষ্ণের কথায়, আজি হেথায়, আগমন তোমার ;

প চি গোপিকার, বিরহ বিকার, কর্‌তে প্রতিকার।

ফু কৃষ্ণ প্রেমানল, মনানলময় ;—
সে কি নির্ব্বাণ হয় ? দেখ গোকুলময়, হ'তেছে খাণ্ডবের মতন অগ্নি বৃষ্টিময়

মে —দিলে প্রবোধ বাবি, কি হইবে তায় ? দাবানলে,যে বন জ্বলে, জল দিলে তা নিবে না

মহ।—ফেরো উদ্ধব ! শূন্য ব্রজে প্রবেশ কোরো না !

স —কৃষ্ণ বিনে গোষ্ঠ শূন্য, কানন শূন্য নগর-শূন্য, কমলিনীর কুঞ্জ শূন্য, সকল শূন্য দেখ না

রচয়িতার নাম।

খা —করি' কৃতাঞ্জলি বলি হে, কথা ঠেলো না।

২ ফু —দেখ্‌লে ত উদ্ধব। ব্রজের দুঃখ সব,
আমরা গোপী সব, জীবন থাক্‌তে শব, সবার দশা সমান দশা,
ক'রেছেন কেশব।

২ মে। ঘুচ্‌বে সকল জ্বালা, এলে সেই কালা; নৈলে বেঁচে, কি সুখ আছে? ম'লেই ঘোচে যন্ত্রণা। (৮২)

ধরতা (চিন্তামণি মদকের দল)

তাল রূপক।

গীতানাথ মুখোপাধ্যায়

চি —বসন্ত কালে ব্রজে আসিয়ে, হেরিয়ে দুখ সমুদয়;

প চি। পুনরায় মথুরায়, রাজ সভায়, উপনীত হয়ে উদ্ধব কয়।

ফু শুন ওহে বনমালি! বৃন্দাবনের বার্ত্তা বলি, পত্রাবলী ক'রে এনেছি; ভাণ্ডীর বন তমাল বন, মধুবন আর নিধুবন, সকলি ভ্রমণ করেছি

মে করতে গোচারণ যে বনে, সে বন বন হয়েছে এক্ষণে, তোমা বিনে বনের শোভা গিয়েছে।

মহ —দে'খে এলাম শ্যাম! তোমার বৃন্দাবন ধাম, কেবল নাম আছে

স —তথায় বসন্ত ঋতু নাই, কোকিল নাই, ভ্রমর নাই, জলে কমল নাই; কেবল রাই কমল ধূলায় প'ড়ে রয়েছে।

খ —বনের কথ, মনের কথা, কই তোমার কাছে

২ ফু ফুলে মূলে জলে স্থলে, সকলেতে সমান জলে, নয়ন জলে ভাসে অনিবার,—হাহাকার সবাকার, গোপিকার প্রেম বিকার, না হয় প্রতিকার

২ মে।—তোমা বিহনে গোপিকার, হ'য়েছে শীর্ণাকার, দুঃখের অলঙ্কার অঙ্গে সবাই প'রেছে।

অ।—সুখ শূন্য সবে শোকাকুল, তোমা বিহনে বনমালি হে!
যেমন শ্রীরাম বিহনে, অযোধ্যা ভুবনে, ব্রজের গোপীগণ তৎপ্রায় সকলি হে

বচয়িতার নাম

২ চি —সানন্দ উপনন্দ শ্রীনন্দ, কহিছে মনের বিষাদে ,

২ প চি —গোবিন্দ . গোবিন্দ গোবিন্দ কোথা আছিস্ ? দেখা দে

৩ ফু —যশোদা রোহিণী আদি, রোদন করে নিরবধি, বলে বিধি কি করিল হায় মূর্চ্ছা যায়, চেতন পায়, বলে আয়, গোপাল কোলে আয়, আয়রে গোপাল আয়

৩ মে —সেথা ছিলে ব্রজের রাখাল, এখন হেথা হ য়েছ ভূপাল, তোমা বিহনে দহে গোপাল গো পাল , ব্রজের রাখাল সব গোপাল ব'লে কাঁদ্‌তেছে (৮৩)

(উত্তর পাওয়া যায় নাই)

ধরতা (নীলুঠাকুরের দল)

তাল রূপক

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য চি শ্রীকৃষ্ণের ভাব উন্মাদ, হেরিষে সে সংবাদ, উগ্রসেন উদ্ধবেরে কয়

প চি —ওহে কৃষ্ণসখা . দেখ দেখ হে ! কৃষ্ণের কি ভাব উদয়

ফু ।—যেন কি ধন হয়েছেন হারা ,—
কি মনের দুঃখে চক্ষে বারি, বক্ষে বহিছে ধারা

মে —হয়ে কা'র মায়ায় মোহিত, ধূলায় লুণ্ঠিত, হরি ত্য'জে রত্নাসন, কাল বরণ ভূতলে ?

মহ —বল উদ্ধব হে কি লিখন কাঙালিনী দেখালে ?

স —সজল আঁখি, মলিন বদন দেখি, কি দুখে দুখী ? কৃষ্ণ অকস্মাৎ মূর্চ্ছাগত হাই ব'লে

খা —বৃন্দাবন বাসিনী আজ কি প্রমাদ ঘটালে

২ ফু —কৃষ্ণের হস্তে হস্তলিপি কার ?—
দিলে কেমন রঙ্গে পত্র, দৃষ্টিমাত্র, চিত্ত চমৎকার

২ মে ।—হয়ে ছিন্নমূল বৃক্ষ প্রায়, পড়্‌লেন এই রাজসভায়, যেন শক্তিশেল বিন্ধিল হৃদ্‌কমলে ।

রচয়িতার নাম।

অ —দুঃখী তাপী কত দেখ্‌তে পাই;
এই মধুর রাজ্যধামে, আসে যায় হে! এমন কাঙালিনী, শ্যাম মনোমোহিনী, কখন ত দেখি নাই।
২ চি —কাঙালিনী বুঝি নয় সে নারী, বুঝ্‌তে নারি কি লীলে;
২ প চি —সে কোন্ মন্‌মোহিনী, দিয়ে মোহিনী, কৃষ্ণের মন মোহিলে
৩ ফু —মায়া ক'রে এসে মথুরায়;—
কাঙালিনীর বেশে, কাঙালের ধন কৃষ্ণ, পাছে লয়ে যায়
৩ মে।—নারী মায়াবী জানে ছল, নয়নে বহে অশ্রুজল, আগে আপ্‌নি কেঁদে শেষে শ্যামকে কাঁদালে। (৮৪)

মাথুর।

ধবতা (পরাণের নিজ দল)

তাল রূপক

পরাণচন্দ্র চি —বৃন্দে বিরহে কাতরা, হইয়ে সত্বরা, রাজদ্বারে দাঁড়ায়ে কয়;
চন্দ্র প-চি —মধুর রাজ্যের অধিপতি কৃষ্ণ, শুনে তাইতে এলেম কংসালয়।
ফু।—মনে অন্য অভিলাষ নাই;—
রাখাল রাজার বেশ, কেমন শোভা দে'খে যাই।
মে।—কোথা ভূপতি? জানাও শীঘ্রগতি, মিনতি করি ধরি' করেতে
মহ —দ্বারি! একবার বল্ তোদের কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাতে
ওঃ —গোপিনী, কৃষ্ণতাপে তাপিনী, তোমায় দেখ্‌বে ব'লে আছে ব'সে রাজপথে।
খা।—এসেছি আমরা অনেক দুঃখেতে।
২ ফু।—তোদের রাজা না কি দয়াময়;—
দুঃখিনীর দুখ্ দেখ্‌লে দেখ্‌ব কেমন দয়া হয়।
২ মে — ইথে হবে তোমার পুণ্য, কর আশা পূর্ণ, প্রসন্ন হয়ে গোপীর পক্ষেতে
অ —তাই এত তোয় বিনয় ক'রে বলি;

রচয়িতার নাম

বড় তাপিত হয়ে এসেছি দ্বারি. দংশিয়ে পলায়েছে কালিয়ে কাল ফণী, আমরা সেই জ্বালায় জ্বলি

২ চি —বিষে না মানে জলসার, হয়েছে যে দশা রাধার, আর ত না দেখি উপায়,

২ প চি —মুনিমন্ত্র জানে তোদের রাজা দ্বারি। তাই যে এলেম মথুরায়

৩ ফু —এই আমরা শুনেছি নিশ্চয়,—

রাজার দৃষ্টিমাত্রে সে বিষ নির্ব্বিষ হয়

৩ মে —কৃষ্ণ প্রেমের বিষে, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ বিষে, ব্রহ্মাণ্ডে ঔষধ নাই জুড়াতে (৮৫)

(উত্তর পাওয়া যায় নাই)

পাল্‌টা (পরাণের নিজ দল)

তাল রূপক

পরাণচন্দ্র চন্দ্র চি —কপাল মন্দ দ্বারি হে! কৃষ্ণের নিন্দে করা নয়;

প-চি —দশা যখন বিগুণ হয়, বন্ধুলোকে মন্দ কয়

ফু —রাধার চরণে যার লেখা নাম,—

এখন তোদের পায় ধরায় সে শ্যাম

মে —ভাব্‌তে বল্‌গে যা তোদের রাজাকে, এমন অভিমান কত বার ভিক্ষে লয়েছে

মহ —সময়গুণে এই দশা হয়েছে

স —ছিল দাসী যে, হ'ল রাণী সে, রাধা রাজনন্দিনীর এখন কপাল ভেঙ্গেছে

খা —সরমে মরমে মরি, কব কার্ কাছে

২ ফু।—যে জন আঁখির আড় হ'ত না;—

তারে দেখ্‌তে এসে এত লাঞ্ছনা

২ মে —আমরা পথে ব'সে কাঁদি আজ, এমন কত কান্না তোদের রাজা কেঁদেছে।

রচয়িতার নাম

অ।—কথা কইতে গেলে, নয়ন জলে, অঙ্গ ভেসে যায় ;
বাধা রাজার দাসী, এ রাজ্যে আসি,' কাঁদিছে বসি' দরজায়।
২ চি —এমন নিষ্ঠুর ভূপতি, আমাদের শ্রীমতী যে নয় ;
২ প চি পেয়ে কাঙ্গালিনীর ভয়, অন্তঃপুরে গিয়ে রয়
৩ ফু।—আমরা দয়াল রাজ্যে বাস করি ;—
চাইলে উল্‌টে ভিক্ষে দে' যেতে পারি।
৩ মে —মনে করতে বল্‌ তোদের রাজাকে, বুঝি আপনার সে দৈন্য ভুলে গিয়েছে (৮৬)

ধরতা (ঠাকুরদাস সিংহের দল)

বিভাষ। রূপক।

(অজ্ঞাত) চি।—শত্রুর দমন, কংস নিধন, ক'রে ছলেতে ;
প চি।—যজ্ঞ শেষ ক'রে যজ্ঞেশ্বর, হলধর আর জলধর, দুই সহোদর, বসিলেন গিয়ে বিশ্রাম ঘাটেতে
ফু —সব রাখালগণের ধ'রে কর, বিনয় বাক্যে পরস্পর, বলে নন্দলাল ;—
মরি হায় রে। সুখ দুঃখ সর্ব্বকাল ;—
শ্রীদাম সুবল তোমরা ক'জন, বৃন্দাবনে কর গমন, কংস রাজ্যে আমি এখন, থাকব কিছু কাল।
মে —শুনে কৃষ্ণের কথা, রাখাল সমুদয়, কেঁদে কয় ;
ব্রজের প্রণয় যত প্রণয়, সব কি রে ভাই ঘুচালি ?
মহ।—ওরে কানাই ভাই রে এই ক'রে কি ধনুর যজ্ঞে মথুরায় এলি ?।
স —কংস ব'ধে মথুরাতে, ভুল্লি কি ভাই রাজভোগেতে? ব্রজে যাবিনে, ভাই যাবিনে ?—প্রণাম ক'রে নন্দের পায়ে, চূড়া বাঁশী ফিরিয়ে দিয়ে, এই ক'রে ভাই কঠিন হয়ে জন্মের মত কাঁদালি ?
খা।—বলিব তোরে কি ও বনমালি।
২ ফু —ভাই। যখন ছিলে গোকুলে, মিলে সকল রাখালে, চরা'তাম গোধন,—গোপাল রে. ভুল্লি কি ভাই সব এখন ?—

রচয়িতার নাম

শ্রীবৃন্দাবন রইল কোথায়? গোষ্ঠ কোথায় কৃষ্ণ কোথায়?
তোরে রেখে যাই বা কোথায় রাখাল সর্ব্বজন?

২ মে —তোরে রাখাল ভেবে, রাখাল সবে, দিতাম উচ্ছিষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ।
সেই দোষে কি দোষী ক'রে, নয়ন জলে ভাসালি?

অ —আর কি ভাই। বৃন্দাবনে যাবিনে? যাবিনে? কানাই, ব্রজে
কি আর যাবিনে? দুঃখিনী মা যশোদারে আর কি দেখা দিবিনে?
আমরা ভেবে প্রাণে বাঁচিনে; এ হেন বজ্রাঘাত, করবি রে
দীননাথ। স্বপনে জানিনে জানিনে।

২ চি —ব্রজের জীবন কাল রতন, তুই রে কৃষ্ণধন।

২ প চি —ও তোর চাঁদবদন না দে'খে, মরবে গোপ গোপিকে, সে অসুখে
কিসে তাদের জুড়াব জীবন?।

৩ ফু —ভাই। আমরা সকলে রাখালে, ফিরে গেলে গোকুলে, তোরে
না হেরে গোপাল রে। বল্‌তে প্রাণ বিদরে,—
হাতে ল'য়ে ক্ষীর ননী, বল্‌বে যখন নন্দরাণী, আমার প্রাণের
সে নীলমণি, রইল কোথা রে?

৩ মে —তখন দিয়ে কি ধন, যশোদার মন, করব শান্তনা বলনা?—
যে দেখা ভাই, এই কি দেখা, জন্মের মত দেখালি? (৮৭)

ধরতা (সীতানাথ মুখোর নিজ দল)

তাল রূপক

সীতানাথ মুখো

চি কংস নিধন পরে, নন্দের ব্রজে আগমন;
প-চি একা এল নন্দ, নিরানন্দ, নন্দরাণী কেঁদে নন্দে করে
সম্বোধন

ফু —রাণী বলে ২, বক্ষস্থলে, করাঘাত হানে;—
হায় রে, বৎস হারা গাভীর মত, হাহা রব চৈতন্য হত,
অথবা প্রাণ ওষ্ঠাগত, ধারা নয়নে।

রচয়িতার নাম।

মে —একা দেখা দিলে নন্দ, বাঁকা আমার কৈ? ওহে। বাঁকা আমার কৈ? সঙ্গে নাই কাল শশী, চূড়া বাঁশী কোথায় পেলে?

মহ —নন্দ! সাধনের ধন নীলমণি ধন, কারে দিয়ে এলে?

স গেলে মথুরায় লয়ে যে বলে;—তুমি রেখে সে ধন, ব্রজে গমন, কল্লে কোন্ প্রাণে? জীবনধন প্রাণকৃষ্ণ বিনে, কে আমায় ডাক্‌বে মা ব'লে?

খা —অঞ্চলের ধন, কাল রতন, অমূল্য ধন, কোথায় হারালে?

২ ফু যেমন অন্ধের নয়ন, দরিদ্রের ধন, তেমন ধন হরি,—
ওহে! যে ধন লয়ে দেহ ধারণ, সে ধন বিধি কর্লে হরণ,
অগ্নিকুণ্ড জেলে জীবন, বিসর্জ্জন করি।

২ মে —পুত্র শোকসাগরের পারের নাই অন্ত উপায়,—তবে হয় সেই শোক নিবারণ, যে দিনে তার চিতা জলে।

অ।—আমার ধন হরি, পুরালে কার মনের সাধ, গোকুল পরিহরি?—
কি ধন পেয়ে মন ভুলেছে? কি ধনের তার অভাব আছে?
কার মাকে মা বল্লে গোপাল, মায়ের জীবন হরি'?

২ চি —অক্রূরের সঙ্গেতে গেল মধুমণ্ডলে;

২ প-চি —আমায় বল্লে তখন, নীলমণি ধন, "কেঁদো না মা! আমি গো আস্‌ব গোকুলে"

৩ ফু —এল শ্রীদাম সুদাম, দাম বসুদাম, প্রভৃতি সবাই;—
হায়! পেয়েছে কি মর্ম্মে ব্যথা, সুধালে ত কয় না কথা,
ধূলায় প'ড়ে বলে কোথা, কানাই রে ভাই?

৩ মে —তোমার মুখে নাই অন্য রব, শুনি হাহা রব, ওহে! শুনি হাহারব;—
সীতানাথ শোকেতে নীরব, ভাসে দুটি চক্ষের জলে (৮৮)

ধরতা (ঠাকুর দাস সিংহের দল)

তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি —কংস ব'ধে, অতুল পদে, কংসারি আছেন কংসালয়;
প চি।—গোবিন্দের কাছে গিয়ে বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে কয়।

রচয়িতার নাম

ফু শ্যাম! শুন ব্রজের বার্ত্তা বলি, ধর ২ পত্রাবলী, করি নিবেদন, ব্রজের জীবন কৃষ্ণধন!—
বৃন্দাবনের দাসী বৃন্দে, বিক্রীত ঐ পদারবিন্দে, রাধার প্রেমের প্রেম সম্বন্ধে, করি সম্বোধন

মে তোমার বিচ্ছেদ বিষে প্যারী জর ২, বংশীধর! বাঁচে কি না বাঁচে রাধার এম্‌নি জ্বালা হয়েছে

মহ —প্রাণ কালিয়ে! প্রেম কালীদহে, তোমার প্যারী ডুবেছে॥

স —একবার পান ক'রে সে সর্পের গরল,—রাখালগণ, প'ড়েছিল হয়ে নিধন, সেই প্রকার আবার ব্রজের গোপী সকল,—
কুলের বৌ কমলিনী, হয়েছেন ব্যাকুলিনী, অঙ্গে তার বিচ্ছেদ ফণী দংশেছে

খা প্রেমাশায়, মরি প্রাণ যায়, সুধায় বিষ উঠেছে

২ ফু —কাল সর্পের ভয়ে, আকুল হয়ে, আপনি কৃষ্ণ কালীদহে, ঝাঁপ দিলে যখন,—সঙ্গে ছিল রাখালগণ;—প্রেম কালীদহে ডুবে ছেন রাই, সঙ্গেতে কেউ সঙ্গিনী নাই, হা রাই! হা রাই! রাইকে হারাই, তেম্‌নি সব লক্ষণ

২ মে —একবার ঝাঁপ দিলে কালীদহে, ঘুচালে সব কাল সর্পের ভয়;—
ব্রজে পুনরায় সেই কালীদহ হয়েছে (৮৯)

ধরতা (পরাণের নিজ দল)

তাল রূপক

পরাণচন্দ্র চন্দ্র।

চি —কংসধামে, কুব্জা ল'য়ে বামে, কৃষ্ণ আনন্দে করেন কাল যাপন;

প-চি —রাধাসঙ্গিনী, বৃন্দে রঙ্গিণী, আসি' রঙ্গে কয় বিবরণ

ফু —আমি গোকুলের বৃন্দে দূতী, দুঃখিনী দাসীর প্রতি, চাও হে বাঁকা নয়নে;—
সদয় হও হে! কথা কও হে শ্যাম! কর আশীর্ব্বাদ, প্রণাম করি চরণে

রচয়িতার নাম।

মে তুমি গোপিকার জীবনধন, ব্রজের সর্ব্বস্ব ধন, ব্রজনাথ!
বল কে কর্‌বে রক্ষা এই বিপদে?

মহ —ওহে বনমালি! আমি সেই কথা সুধাই তোমার শ্রীপদে

স —যখন দুই আঁখি মুদে থাকি,হৃদপদ্মে তোমায় দেখি, (মাধব হে! বাঁকা মাধব হে!) তবে প্রাণ যায় কেন কৃষ্ণ বিচ্ছেদে?

খা —মরি হে মনের বিষাদে

দো তুমি মথুরায় যাত্রাকালে,শ্রীমুখে বলেছিলে,কুঞ্জছাড়া আমি নাই,— দয়াময় হে. মিছে নয় হে শ্যাম. আমরা নিশিতে বংশী ধ্বনি শুন্‌তে পাই

২ মে —শুনে সেই মধুর বেণু রব, কুঞ্জে যাই গোপী সব, গোপীনাথ! তোমার চাঁদমুখ না দেখে প্রাণ কাঁদে

অ —কও হে ত্রিভঙ্গ. কি রঙ্গ তোমার,—
ভাবি তাই হে শ্যাম! নটবর বেশ ধ'রে, বিরাজ হে অন্তরে, যখন ধ্যানে দেখি, তখন বিচ্ছেদ থাকে না হে! যেমন দুটি আঁখি চেয়ে দেখি, সকল শূন্যাকার

২ চি —ব্যাকুল হয়ে, অতি বেগে ধেয়ে, সবে অরণ্যে করি হে গমন;

২ প-চি। -বন উপবন, মধুর নিধুবন, করি ভ্রমণ সব সখীগণ

২ ফু —আবার গেলে যমুনার জলে, কাল রূপ কাল জলে, জলে এমনি জ্ঞান হয়!—
দয়াময় হে! মিছে নয় হে শ্যাম! জলে ঢেউ দিতে পারি না হে বিচ্ছেদ ভয়

২ মে —তখন কেউ বলে ঘরে চল্, কেউ বলে জলে চল্, চল্ গো চল, আমরা ধর্‌ব জলে ঐ কালাচাঁদে (৯০)

ধরতা (চিন্তামণি মদকের দল)

তাল রূপক।

গদাধর মুখো চি —শ্রীমতীর বিচ্ছেদ জ্বালা হেরিয়ে, ভাবিয়ে বৃন্দে, মনেতে হয়ে সংশয়;

রচয়িতার নাম।

প চি।—মথুরার ধাম, পাগলিনী প্রায়, গিয়ে কৃষ্ণে সম্বোধিয়ে কয়

ফু —একবার ফিরে চাও হে কালশশি —
ব্রজে হ'তে এসেছি হে আমি বৃন্দে, তোমার দাসীর দাসী

মে —অপার বিচ্ছেদ সাগরে, ভাসায়ে রাধারে, ভাল ত আছ হে নন্দকুমার ?

মহ —আমি তাই জান্‌তে এসেছি এবার (কেমন আছ)

স —যেমন শ্যাম বিচ্ছেদ শ্রীরাধার, নিশিদিন হাহাকার, রাই-বিচ্ছেদ তেম্‌নি কি হে শ্যাম তোমার ?

খা —ব্যবহারে বুঝিব হে ব্যবহার

২ ফু —যেমন দে'খে এলাম সে গোকুলে ;—কমলিনী রাজনন্দিনী, কাঁদেন কৃষ্ণ ২ কৃষ্ণ ব'লে

২ মে —ভাল তুমি কি তেম্‌নি শ্যাম রাই বিনে অবিশ্রাম, কাঁদ কি বিচ্ছেদে সেই শ্রীরাধার ?

অ।—কও কুশল কও ;—শ্যাম প্যারীর অভাবে, আছ কি ভাবে হে ?
রাধার মতন তুমি কি হে, রাধানাথ ! অচৈতন্য হও ?

২ চি —যেমন শ্রীমতীর দশা, তেম্‌নি ত তোমার হে ! জানি তা মনে ;

২ প চি —কিন্তু শ্যাম না এলে মধুধাম, স্পষ্টবেশে থাকিতে পারিনে

৩ ফু —সদাই মনে করি আসি আসি ,—একা ব্রজে, শূন্য কুঞ্জে, রাইকে কেমন ক'রে রেখে আসি ?

৩মে – আমরা তাই হে গোবিন্দ হব হে নিঃসন্দ, যাব হে কুশল জেনে মথুরার (৯১)

ধবতা (নিত্যানন্দ বৈরাগীর দল)

তাল রূপক

(অজ্ঞাত) চি।—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, বৃন্দে দূতী, বিনয় বাক্যেতে কয় ;

প-চি।—কালাচাঁদ ! কিছু ব্রজের সংবাদ, শুন দয়াময় ! !

রচয়িতার নাম।

ফু —রাধার রূপের গৌরব কত ছিল শ্যাম ,—
সেই রূপে, প্রাণ সঁপে, তোমার প্রেমে বৃন্দাবন ধাম।
মে —গমন কালেতে,কংসের রাজ্যেতে, রাহু আসি যেন শশী ঘেরিল।
মহ —ওহে কৃষ্ণ রাই কেন কৃষ্ণবর্ণা ব্রজে হ'ল ?
স —কুবুজা কুৎসিতা নারী, হ'ল সুন্দরী ; হেমাঙ্গিনী শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ কাল
খা —সে রূপ এ রূপ কেন, স্বরূপ বল
২ ফু —তাই জান্‌তে এসেছি, বল্‌তে হবে তোমারে ,—
কিসে এমন হ'ল ? কিসে সে রূপ গেল ? শ্যাম ! হায় ! হায় !
কি কাল দংশিল রাধারে ?
২ মে —সেই বিষে জর ২, শীর্ণ কলেবর, সোণার কমল কেন শুকাল ?
২ চি —যে দিন হইতে, মথুরাতে, করিলে পদার্পণ ;
২ প চি —সেই হ'তে প্যারী, ধরণীতে করেছে শয়ন
৩ ফু তোমার প্রেমের দায়ে রাধার এই হ'ল ,
কুলে কালী, মানে কালী, ছিল রূপ তা ও কালী হ'ল
৩ মে —সে যে ত্যজে তাম্বুল বেণী, ওহে চিন্তামণি !
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ভূমে মিশাল (৭২)

ধরতা (মাধব ময়রার দল)

তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি।—এসে বৃন্দে কয় শ্রীপতি ! হইয়ে ভূপতি,হোগ্ ২ হয়েছ পূজ্য ;
প-চি —আমরা তোমায় নিতে আসি নাই হে, দেখ্‌তে এলেম ঐশ্বর্য্য
ফু —দেখ্‌লেম তোমার ও চাঁদ বয়ান ;—
ভাল ২ ভাল ছুখে ও হ'ল সুখ জ্ঞান
মে।—শ্রীমতীর প্রাণান্ত, করিয়ে শ্রীকান্ত। নিশ্চিন্ত হয়ে ত এসেছ
মহ বল কৃষ্ণ , এই মধুর রাজ্যে কি সুখে আছ ?

রচয়িতার নাম

স —কংস বধ, ক'রে পেলে রাজ পদ, ভাল রাইকে ব'ধে কি পদ পেয়েছ ?

খা —কি দেখে প্রাণ মনে ধৈর্য্য ধরেছ ?

২ ফু —ব্রজবধুর মধুর প্রেম ভাব ,—
ত্য'জে সে পদার্থ, কি সম্পত্ত হ'ল লাভ ?

২ মে।—অত্যজ্য ঐশ্বর্য্য, রাধার প্রেমরাজ্য, সে রাজ্যের নিধার্য্য কি করেছ ?

অ —বৃন্দাবনে ছিলে ত ত্রিভঙ্গ !—
সে সব ভঙ্গিভাব ত মনে আছে হে। তা হ'তে বঁধু। মধুপুরে কি হে। এতই রসতরঙ্গ ?

২ চি।—সেই যে ব্রজে রাজকন্যে, নারীর অগ্রগণ্যে, ধন্যে মান্যে সংসারে ;

২ প-চি —যার জন্যে, বৃন্দাবণ্যে, নন্দের বাধা বইলে মস্তকোপরে

৩ ফু —তোমার সাধের রাধার কোমল প্রাণ ;—
হেনে এসে তারে বিষমাখা বিচ্ছেদ বাণ।

৩ মে —করেছ সৎকর্ম্ম, ছেদন ক'রে মর্ম্ম, রাইপ্রেমের ধর্ম্ম ভাল রেখেছ। (৯৩)

(উত্তর পাওয়া যায় নাই)

পাল্টা। (মাধব ময়রার দল)

তাল রূপক

(অজ্ঞাত) চি।—ব্রজে ব'ধে রাধাশক্তি,এখন ক'চ্ছ ভক্তি,এই কি যুক্তি দয়াময় ?

প-চি —বিচ্ছেদ শক্তিশেলে যখন,বিঁধলে রাইকে,সে বধ কি বধ নয় ?।

ফু —যখন বৃন্দাবন ত্যজেছ ;—
তখনি শ্যাম ! তোমার সাধের রাইকে বধেছ।

মে —বিধমুখে বঁধু রবিয়ে হে মধু, সে শুধু কথার কথা শুনতে পাই।

মহ —রাধা ম'লে, তায় কৃষ্ণ ! আর ত তোমার ব্যথা নাই॥

রচয়িতার নাম।

স —শ্যামরায়! ঘুচ্‌ল তোমার প্রেমের দায়, আমরা জন্মের মত বিদায় হয়ে যাই

খা —কেন আর তার নাম কর হে সদাই?

২ ফু ব্যথার ব্যথিত ছিলে হে যখন;—
তখন ছিল তোমার রাধা যে সর্ব্বস্ব ধন

২মে —ক'রে কংস নিধন, পেয়েছ হে যে ধন, তা হ'তে আদরের ধন নয় হে রাই

অ।—সে চিন্তা আর নাই হে চিন্তামণি।
তোমায় ব্রজে যেতে বল্‌ব না হে শ্যাম. শ্রীমতীর দূতী ব'লে,
আস্‌বে না কেউ মধুপুরে ব্রজের রমণী

২ চি ছিল শ্রীমতীর আশা রাই, এই জন্যে আসি যাই, কবর কি না এলে নয়;

২ প চি মনের ভ্রান্তি ঘুচে গেল এখন, আমার ক্ষান্ত হলেম দয়াময়.

৩ ফু —বিদায় হই হে কর আশীর্ব্বাদ,—
যা হবার তা হ'ল, সুখে থ'ক গোকুলচাঁদ!

৩মে —কুব্‌জার মনস্কাম, পূরাও হে জুড়াও শ্যাম! আমাদের জুড়াবার আর নাই হে ঠাঁই (৯৪)

(পাল্‌টার প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নাই)

পুনঃ পাল্‌টা (মাধব ময়রার দল)

(অজ্ঞাত) চি —ছিলে তুমি আর শ্রীর ধা, প্রাণে ২ বাঁধা, অঙ্গ অভেদ উভয়,
প চি রাধার অদর্শনে, প্রাণে বাঁচবে না হে ২ তা বটে মিথ্যা নয়

ফু —যখন কৃষ্ণ. এলে মথুরায়,—
প্রেমের বন্ধন খ'সে ভেসে গেছে যমুনায়

মে।—যে বসে মজিয়ে, আছ হে কালিয়ে! তাই ল'য়ে পূরাও মনের বাসনা

মহ অমনি ভাল, আর কৃষ্ণ রাইকে আদর কোরো না

রচয়িতার নাম।

স।—চন্দন দান, ক'রে কুব্জার বাড়্‌ল মান ;—রাধা প্রাণদান
করেও চরণ পেলে না

খা।—জেনেছি শ্যাম হে তোমার করুণা

২ ফু।—তোমার আদর ও ত আদর নয় ,—
আগে ভাসিয়ে সুখে, শেষে প্রাণের বৈরি হয়

২মে তোমার ও কথায় যে ভুলে শ্যামরায়! তা'রি হয় জন্মাবধি যন্ত্রণা।

অ —অশেষ গুণের গুণনিধি তুমি ,—
ব্রজে বিশেষ পরিচয় আছে শ্যাম। শীলতা, সৌজন্যতা, মমতা
শ্যাম। তোমার যত জানি হে আমি।

২চি —আগে করিয়ে সমাদর, প্রেম তরুবর, কর্লে ব্রজেতে রোপণ ;

২প-চি —দিতে নিত্য স্নেহবারি মূলে তার, শ্যাম! করতে কতই যতন।

৩ফু।—সুখ শাখা দিতে হে দেখা ,—
কাটিয়ে সে বৃক্ষ শেষে হ'লে অদেখা

৩মে।—করেছ যে কর্ম্ম, রেখেছ যে ধর্ম্ম, ঘুষ্‌বে তা জন্ম ২ ভুল্‌বে না (৯৫)

ধরতা। (নীলু ঠাকুরের দল)

গাদ ধর মুখো

চি।—এসে মাধবের মধুধাম, কৃষ্ণ পদে প্রণাম, করিয়ে বৃন্দে
দূতী কয় ,

প চি। বংশীধর বহু দিনের পর, ও চাঁদবদন দেখ্‌লেম দয়াময়!।

ফু।—ফিরে চাও, চাও ২ হে কালশশি।—
সংগোপনে, দুটো মরমের কথা, তোমায় জিজ্ঞাসি

মে —তুমি ব্রজের ধন, কৃষ্ণধন, গোপীর সর্ব্বস্ব ধন, হরি! শুনি
বিক্রীত হয়েছ এই মথুরায়

মহ —কি ধন দিয়ে শ্যাম! কুব্জা কিনেছে তোমায়?।

স।—আমরা ভক্তি ধন, প্রেম ধন, দিয়ে সব গোপীগণ, শ্যাম!
লয়েছি শরণ ; তবু রাধানাথ! স্থান দিলে না রাঙ্গা পায়।

খা।—এমন ধন কও হে! পেলে সে কোথায়?

রচয়িতার নাম

দো —আমার ধন মন প্রাণ, তোমায় দিয়ে, জন্মের মতন, তোমার রাঙ্গা চরণে আছি বিকায়ে

২ মে।—তুমি হ'লে না সানুকূল, মজালে গোপীকুল, এখন অকূল পাথারে গোকুল ডুবে যায়

অ —আমরা আহিরিণী, মনে জানি সার;
প্রাণধনের তুল্য মূল্য, ত্রিজগতে নাই হে তোমার তুল্য, তুমি অমূল্য নিধি মূল্য দিতে সাধ্য কার?

২ চি।—তবে কি জানি কি অর্থ, কি গূঢ় পদার্থ, আছে হে কুব্জার ঠাঁই;

২ প-চি।—সেই ধন দুর্লভ রতন, পেয়ে কৃষ্ণ মোহিত হলেন তাই

২ ফু এমন ধন আর কি হে, কা'রো আছে?—
দ্রব্যগুণে, তোমার শ্রীঅঙ্গ, কুব্জার অঙ্গে মিশেছে

৩ মে —তুমি ভুলাও জগতের মন, ভুলালে তোমার মন, সেই ধনী এখন;
কাঁদালে ব্রজের ব্রজ গোপিকায় (৯৬)

ধরতা (রামু নৃসিংহের দল)

তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি —জগত সংসার, ভুলাইতে পার, তোমার বঙ্কিম নয়নে;

প চি —ওহে! কুঁজী অবহেলে, বসিয়ে বিরলে, তোমারে ভুলালে কি গুণে?

ফু —শ্যাম! রূপে গুণে পূর্ণ, সকলি সুধন্য, অতুল্য লাবণ্য বাধার,—
ইহাই ভেবে মরি, কুবুজা বিহারী, কি সুখে হয়েছ নাগর?

মে —শ্যাম, রূপের বিচার, যদি মনে কর, মজেছ যাহার কারণে;—
ওহে! লক্ষ কুবুজার, রূপের ভাণ্ডার, শ্রীমতী রাধার চরণে।

মহ ইহাই ভাবি হে গোবিন্দ সঘনে

ওঃ —আঁখি হাসে, পরাণ পোড়ে আগুনে

খা।—কি দোষ বুঝিলে? রাধারে ত্যজিলে, কুঁজীরে পূজিলে কি গুণে?।

রচয়িতার নাম

২ ফু শ্যাম! গুণের গরিমে, কি কহিব সীমে, আগমে যাহার প্রমাণ ;-
যার গুণ গেয়ে, মুরলী বাজায়ে, নাম ধর বংশীবয়ান

২ মে —শ্যাম! যার গুণাগুণ, করিতে সাধন, সনাতন গেল কাননে ;—
ও হে! এ বড় বেদন, ত্যজিয়ে সে ধন, অধনে রেখেছ যতনে

অ —শ্যাম আপনার অঙ্গ, যেমন ত্রিভঙ্গ, কালীয় ভুজঙ্গ কুটিলে ,
কুবুজার অঙ্গ, রসের তরঙ্গ, তাহাতে শ্রীঅঙ্গ ডুবালে

২ চি —শ্যাম . এই ভূমণ্ডলে, আধ গঙ্গাজলে, রাধা কৃষ্ণ বলে নিদানে ;

২ প চি —এখন কুঁজী কৃষ্ণ ব'লে, ডাকিবে সকলে, ভুবন তরাবে দুজনে

৩ ফু —শ্যাম! ত্যজিলে শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি? যুবতী সকলি সহিল ;—
ভুজঙ্গ মাণিক, হ'বে নিল ভেক, মরমে এ দুখ রহিল

৩ মে —শ্যাম! প্রদীপের আলো,প্রকাশ পাইল, চন্দ্রমা লুকা'ল গগনে ;—
ওহে! গোষ্পদের জল,জগত ব্যাপিল,সাগর শুকাল তপনে।(৯৭)

(উক্ত গানের উত্তর পাওয়া যায় নাই)

পাল্টা (নীলু ঠাকুরের দল)

তাল রূপক

গদাধর মুখোপাধ্যায় চি —তুমি ব্রজেতে প্রেমের দায়, বিক্রীত রাধার পায়,
কৃষ্ণধন। রাধার কেনা ধন হয়েছ একবার ;

প চি —সে ধন অন্যের নাহি অধিকার।

ফু।—শুনি কও কও কও হে চিন্তামণি!—
মরি খেদে, কেন কৃষ্ণধন থাকৃতে রাই কাঙালিনী?।

মে।—ক'রে রাই পক্ষে পক্ষপাত, হ'লে হে কুব্জার নাথ,হরি! গোলো দুঃখে রাই একবার চক্ষে দেখ্‌লে না

মহ —হোক্ হোক্ পূর্ণ হোক্, কুব্জার মনের বাসনা

স —কুব্জা করেছে চন্দন দান, বাড়ালে দাসীর মান, তাই বামে দিলে স্থান ,—কিন্তু রাধার বই কুব্জার শ্যাম কেউ বল্‌বে না

রচয়িতার নাম।

খা। বোঝা ভাব শ্যাম হে, তোমাব করুণা

দো —যথা রও, যা'ব হও হে দেখ বুঝে ;—অগ্রে রাধা নামেব পব, তোমার কৃষ্ণ নাম সাজে

২ মে —আছে শ্রীবাধা কৃষ্ণ নাম, বিখ্যাত যুগল নাম, হরি মধুব যুগল ভ'ব লুক'তে ও প'বৃবে ন'

অ।—যোড়শ গোপিনী শ্রীবৃন্দাবণ্যে ;
তাব মধ্যে বাধা গোপী প্রধানা, ধন্যে মান্যে রাজকন্যে

২ চি সবে দাস্য ক্রিযা ক বে, পেলাম না তোমারে, কুব্জার ফল্‌লো ফল ?

২ প চি।—স্বপনে, তাও ত জানিনে, ওহে চন্দন দানের এত ফল

২ ফু —আমবা ত ফুল তুলসী, দিতাম সথা ? ওহে হবি, ভাল তা'তে ও ত ছিল হে! চন্দন মাখা

৩ মে —বুঝি কৃষ্ণ সাধনেব ফল, ভাগ্য গুণেতে ফলে ফল,— সে ফল অভাগী গোপীর ভাগ্যে ফল্‌লো না

২ অ —নিভৃত নিকুঞ্জে দেখেছি সবাই, বিহরিতে রঙ্গে বিনোদ বিহাবি! সঙ্গে বিনোদিনী রাই

৩ চি —লিখে দাসখত স্বহস্তে, শ্রীমতীব শ্রীহস্তে, দিলে হে কুঞ্জেতে,

৩ প চি দয়াময়! তা ত মনে হয়, সে খতে সাক্ষী আছেন ললিতে

৩ ফু —তোমাব সেই দাসখত লও হে হবি!—খাতক গেল, মিছে খত রেখে, কি করিবেন কিশোরি ?

৪ মে নিজ কর্ম্মেব ফল পেলেন বাই, তোমাব দোষ কিছুই নাই, হবি!—কিন্তু মর্ম্ম ছেদ কর্লে ধর্ম্মে সবে ন (৯৮)

(ধবতা পাওয়া যায় নাই)

উত্তব (বলবাম বৈষ্ণবের দল)

তাল রূপক

গদাধব মুখোপাধ্যায়

চি —শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী কিশোবী, যা বল সকলি সম্ভব ;

প-চি —হে মাধব! রাধাব সে গৌবব, গিয়েছে তোমা হ'তে সব।

বচয়িতাব নাম

ফু ছিলেন ব্রজেশ্বরী বাই কিশোরি ;—হ'বে রাজত্ব তুমি তাব, করেছ বাজ পথেব ভিকারী

মে আমবা কথায় ত ভুলাব না, শ্রীবাধাব যন্ত্রণা, এই মাত্র চক্ষে দেখে এসেছি

মহ প্যারীব রাজত্ব সুখেতে আব কাম নাই, বাঁচিলে প্রাণেতে বাঁচি

স বিচ্ছেদ জ্বালা বাই জুড়া'ত, যমুনায ঝাঁপ দিত, কেবল আমবা তায় প্রবোধ দিযে বোখছি

খা —কব কি যে সুখে গোকুলে আছি

২ ফু —রাধাব দাসী যত সেই ব্রজাঙ্গনা ;—বাধার চরণ বই জানে না, রাই মন্ত্র কবে উপাসনা

২ মে —কৃষ্ণ তোমারে হারা'য়ে, রাধার পানে চেয়ে, আমবা সব প্রাণে বেঁচে রয়েছি (৯৯)

ধবতা (নীলু ঠাকুবেব দল)

তাল রূপক

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য চি বাধাব নবম দশ হে'বে, ব্যাকুল অন্তবে, সত্বরে আসি' কংস ধাম,

প চি শ্রীগোবিন্দে কহে বৃন্দে, পদারবিন্দে করিয়ে প্রণাম

ফু —ব্রজে শ্যাম বিচ্ছেদে প্যারি প্রলাপ দেখে,—(রাধানাথ হে!) তোমাব বাই বলে হৃদ্ পদ্মেব নীল পদ্ম নিলে কে?

মে —কেন এমন হলেন প্যারি, নারী বুঝিতে নারি, শ্যাম হে!— তোমায় সমাচার দিতে এলেম মথুরায

মহ —তোমার কমলিনী, কাল মেঘ দে'খে, কৃষ্ণ ব'লে ধরতে যায়

স —আমবা তায় বলি কবে ধবি,' ও রাই. ধোর না গো ও নয শ্রীহবি, তবু কৈ কৃষ্ণ ব'লে প্যারী মূর্চ্ছা যায়

খা —একি ভ্রান্তি হ'ল শ্রীরাধাব, কহ শ্যামরায়!!

রচয়িতার নাম।

২ ফু।—দে'খে বিদ্যুল্লতা কাল মেঘের সঙ্গে ;—
(রাধানাথ হে) তোমার রাই বলে এ যে সৈ !
পীতবসন শ্যামের অঙ্গে
২ মে —যখন গরজে জলধর, রাই বলে ধর্ গো ধর্, আমার বংশীধর
মোহন মুরলী বা'জা'য়
অ নাম মাত্র আছে কেবল রাধা , তোমার রাধা যেন রাধা নয়,
নাম মাত্র আছে কেবল রাধা ;—
ক্ষণেক অচেতন, ক্ষণেক চেতন, জ্ঞানশূন্য সর্ব্বদা
২ চি —যখন ছিলে হে গোকুলে,শ্রীরাস মণ্ডলে,কুঞ্জেতে ক'রে অভিসার;
২ প চি —চিকণকালা , চিকণ মালা, গেঁথে গলায় দিতেন রাই তোমার
৩ ফু —সেই মালতীর হার দে'খে কমলিনী ,—
(রাধানাথ হে !) তোমার রাই বলে, দংশিতে এল আমায়
কাল ফণী
৩ মে।—যখন শারী শুক করে গান, বজ্রাঘাত রাধার জ্ঞান, হয় গো।—
বলে "জয় মুনি, জয় মুনি" নন্দ গোপিকায় (১০০)

ধরতা।

তাল রূপক

রঘুনাথ দাস। চি —বৃন্দে সভামধ্যে, কহিছে নিসাধ্যে, কৃষ্ণে করিয়ে প্রণাম ;
প-চি।—এলাম বৃন্দাবন ধাম হ'তে,রাধার সঙ্গিনী আমি হে শ্যাম।
ফু —দেখ্‌বেম্ তব রা'জ্যের শিক্ষা ;—
আমি আজ করব তার পরীক্ষা
মে।—কচ্ছ রাজ্য ভাল, নব্য ভূপাল ! সুখ্যাতি শুনি হে সর্ব্ব ঠাঁই।
মহ কেমন বিচার কর কৃষ্ণ , দেখ্‌ব তাই
স —পাঠালেন জান্‌তে ব্রজের রাজা রাই
খা —শুনেছি তব রাজ্যে অবিচার নাই

২ ফু —ধন মন প্রাণ সঁপেছে যে যা'য় ;—
সে জন পায় কি তাবে নাহি পায় ?
২ মে —হৃষ্ম বল আছে ধর্ম্মে সহে ভার, মর্ম্মে ব্যথা যেন নাহি পাই।
অ —দেখ সত্য ত্রেত যুগে, যে যে হে আগে, জন্মেছিল ভূপতি ,—
মান্ধাতা সগব, শ্রীরাম রঘুবব, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি
২ চি সে সব রাজন, প্রজার পালন ক'বৃত যে ধর্ম্ম বিচাব ;
২ প চি —তুমি বাজ্য অধিপতি হ'য়ে, বিচাব ক'বৃছ বল কি প্রকার ?
৩ ফু —রাধাব মধুব প্রেমেব বিষয় ,—
কি বিচাব কর্ব্বে বল দযাময় ?
৩ মে —ন্যায্য বিষয়েতে অন্যায় কোবোনাক, কর্ত্তা তুমি তোমারি দোহাই
২ অ —আমরা এই ত সবে জানি,ধর্ম্ম না মানি',পাপ কবে যে প্রজা ,—
শাস্ত্র বিচাবি', হ'যে দণ্ডধ'রী, দণ্ড করে তাবে রাজা
৩চি —আপনি বাজা হ'য়ে, নাহি বিচারিয়ে, যদ্যপি কর কুনীত ;
৩ প-চি।—সব মন্ত্রীসহ বিবেচনা, কর ভাবনা হে। যে হয় বিহিত
৪ ফু।—কুলশীল সব ক'রে পরিত্যাগ ,—
কবেছে যে যাব প্রতি অনুবাগ
৪ মে —সে যদি হে তা'বে, বঞ্চনা কবে, তার কি দণ্ড হবে সুধাই।
৩ অ —আমাবআবো হে এক যে,জিজ্ঞাসা আছে,কও কপট ত্যজিয়ে ;—
অক্রূব উদ্ধব, সুমন্ত্রী ল'য়ে সব, মন্ত্রণা স্থিব করিয়ে
৪ চি।—আপনি শ্রীমুখেতে, বলেছ কুঞ্জেতে, সর্ব্ব সখী সন্নিধান ;
৪ প-চি।—রস বৃন্দাবন, পরিহরি হরি, যাবে না হে অন্য স্থান।
৫ ফু —আপনার মুখে ক'বে অঙ্গীকাব ,—
যদি কেউ অন্যথা কবে তার
৫ মে।—মিথ্যাবাদী সে জন, হয় কি ন' হয় হে ? ঐ শ্রীমুখে একবাব শুনতে চাই
৪ অ —তুমি যে বিচার কবি', এলে হে মুরারি। ব্রজবাসীব প্রতি ;—
সে সব বিচাব, করব যে প্রচার, আজ এ সভাতে ভূপতি .

রচয়িতার নাম

৫ চি —আবো যে আছে কথা, মবমেব ব্যথা, সত্য কবিবে বিচাব,
৫ প চি কবে হে ত্যাগ যে পিতা মাতায়,বল তাব দণ্ড কব কি প্রকাব?
৬ ফু —শুনি দাস বঘু সত্য কয়;
এইবাব বুঝ্‌ব রাজা মহাশয়
৬মে —বৃন্দে দূতীব সব সয় কব দূর, বৃন্দাবনে গিয়ে গুণ গাই (১০১)
(উত্তব পাওযা যায় নাই)

পাল্‌টা

তাল রূপক

রঘুনাথ দাস। চি স্বেচ্ছাময় হবি আসি' মধুপুবী, কল্লে যে লীলা প্রকাশ;
প চি —তোমাব.কর্ম্ম তোমাবেহে সাজে,হয় অন্য জনার উপহাস।
ফু —ভাল ত হে বনমালি ?—
মথুরায় কর্চ্ছে ঠাকুবালি
মে —কংস ধ্বংস কবি', অংশ ল'য়ে তাব, উগ্রসেনে দিলে সমুদয়
মহ —তোমাব এই কি ধর্ম্ম ও হে দয়াময় ?
ওঃ —পর বাজ্যে পর ভার্য্যে সুখোদয়
খা —রাজনীত কৃত, কর্ম্ম ত, এমত নয়
২ ফু —কাব্ ধন কাবে কর সমর্পণ ?—
ভূপতির ধর্ম্ম কর্ম্ম এ কেমন ?
২ মে শ্রীমতী বাধাব, প্রেম ভাণ্ডাব ভাঙ্গিয়ে,সব দিলে তুমি কুবুজায়
অ ,—যখন,বৃন্দাবনে ছিলে, কর্চ্ছে যে লীলে, সব ত জানি হে হরি।—
রাধা ২ নাম, করিযে অবিশ্রাম, কুঞ্জে বাজাতে বাঁশরী
২ চি —রাধা ধ্যান জ্ঞান, বাধাগত প্রাণ, ছিলে হে বাধার সহিত,
২ প-চি —এক ক্ষণ রাধায় না দেখিলে, হ'তে হে চৈতন্য রহিত
৩ ফু সে সব তার করিয়ে নৈবাশ ,—
কোথায় রইলে এসে পীতবাস ?
৩মে —আপনি আপনাব সাধ পূরালে, রাইকে ক'বে এলে নিরাশ্রয়

রচয়িতার নাম।

২ অ —কত রঙ্গ, জান হে ত্রিভঙ্গ, তোমার ভঙ্গি বুঝিতে নারি;—
সৃষ্টি স্থিতি লয়, কটাক্ষে সব হয়, কি কখন কর হরি!

৩ চি —কা'য় বা রাখ সুখে, কেহ মরে দুখে, কৃষ্ণ! তোমারি স্বেচ্ছায়;

৩ প চি —ক'বে বৃন্দাবনে মহাপ্রলয়, হ'ল সৃষ্টি আসি' মথুরায়

৪ ফু —আর সেই নিজ রস বৃন্দাবন;—
একবার কর্ল্লে না হে নিরীক্ষণ

৪ মে —সৃষ্টি ক'রে সব সংহারিলে হে,—কৃষ্ণ! হ'য়ে কঠিন হৃদয়

৩ অ —তোমায়, বিজ্ঞ জনে কয়, করুণাময়, এই কি তব করুণা?—
আপ্ত সুখে সুখ, না ভাব পর দুখ, কর্ল্লে ভাল বিবেচনা

৪ চি।—চক্রী নাম ধর, করিয়ে বিচক্র, বক্র হ'লে গোপিকায়;

৪ প চি।—এত চক্র জান হে মুরারি! মরি ধন্য ২ শ্যামরায়!।

৫ ফু —আর কে আছে বল হে এমন?—
নিতান্ত অনুগত বিসর্জ্জন

৫ মে —রাজ্যপদে ভুলে, রাইকে ত্যজিলে, ভাব্‌লেনাক নারী বধের ভয় (১০২)

(উক্ত পাল্‌টার প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নাই)

পুনঃ পাল্‌টা

তাল রূপক।

রঘুনাথ দাস।

চি —দেখ মনে বুঝে, বৃন্দাবন মাঝে, রাজরাজেশ্বরী রাই;

প-চি —সে যে বৃষভানু রাজকন্যে, তেমন মান্যে, ত্রিজগতে নাই

ফু। যার নাম কোর্ত্তে মুরলীতে গান,—
সে রাধা সর্ব্ব প্রকৃতি প্রধান।

মে —সে রাজ্য রাখিয়ে, নাম না সই লইয়ে, রাজ্য কর ২ বংশীধর!

মহ —কিন্তু দিতে হবে রাজা রাধার কর

ওঃ —কৃষ্ণ, হ'লে হ'লে রাজ্যেশ্বর

খা।—জান না যে আছে রাজা, রাজার উপর।

রচয়িতার নাম।

২ ফু —স্থলে ভুল, মূল হে, তোমার যে জন ;—
বিনে তার আজ্ঞা হ'য়েছ রাজন

২ মে —ধন্য ক'রে তারে, মান্‌তে হবে শ্যাম! কর্‌তে পার্‌বেনাক অনাদর

অ —তুমি হও না কেন নৃপ, ব্রহ্ম স্বরূপ, মূলাধার শ্রীরাধা ,—
তাও জান শ্যাম, তোমার ঐ কৃষ্ণ নাম, রাধা নামের সঙ্গে বাঁধা

২ চি —আত্মবিস্মৃতি, কি হয়েছে শ্রীপতি ? সত্য কহ দয়াময় !

২ প চি —তোমার শক্তিরূপিণী সে রাধা, আছে ব্যক্ত ত্রিজগতময়

৩ ফু।—জল স্থল শূন্য যেখানেতে রও ;—
শ্রীরাধার রাজ্য ছাড়া কভু নও

৩ মে —রাধার রাজ্যের অধীন, তার প্রেমাধীন, তুমি স্বাধীন করে হ'লে নটবর ? (১০৩)

ধরতা

তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি —বৃন্দে গে কৃষ্ণে কয়, শুনেছি দয়াময়! কর্ণে ত সকল শত্রু নাশ ;

প-চি —ক'রে ধ্বংস, প্রধান শত্রু কংস, যদুবংশের বাড়ালে উল্লাস।

ফু।—তোমার আর এক শত্রু ব্রজে আছে ,—
সে ম'লে সব কণ্টক ঘোচে, ম'লে সে ও প্রাণেতে বাঁচে

মে —রাজার নন্দিনী, হ'ল বিরহিণী, বল হে কত দুঃখ দিবে তায় ?।

মহ —রাই শত্রু রেখো না হে শ্যামরায়, বধ ক'রে ব্রজের রাধারে,
সুখে রাজ্য কর লয়ে কুব্জায়

খা।—ঋণের শেষ, শত্রুর শেষ, রাখ্‌লে প্রমাদ ঘটায়।

২ ফু —তুমি হ'য়ে রাধার প্রেমের ঋণী ;—
তায় কর্লে কাঙালিনী, তোমার ও গুণ জানি হে জানি।

২ মে —এখন বধিলে রাধার প্রাণ, বাড়িবে অধিক মান, মুক্ত হবে
রাধার প্রেমের দায় (১০৪)

ধনতা

তাল রূপক

চি —কিংবা সে 'কাকুল', চঞ্চল' হইয়ে, কহিতেছে প্রতি খেদে বয়,
প-চি —বসন্তে ভ্রমণার্থে, রাই গো গেলেম সেই মথুরা কুঞ্জালয়
ফু মধুধাম নাম, তাহে মধুর ঋতু আগমন ,—
মধুময় সব, কর্ত্তা তায় শ্রীমধুসূদন
মে —মধুর মাধবী বিকশিত, মধুকর পুলকিত, সুখে সুমধুর স্বরে
গুঞ্জরিছে তায়।
মহ এবার বৃন্দাবনের সুখ সব, দে'খে এলাম মথুরায়
স —স্বয়ং শ্রীহরি বিরাজমান, বসন্ত মূর্ত্তিমান, সুখে কোকিল জয় ২
কৃষ্ণের গুণ গায়
খা।—শুন রাই। বিশেষ বৃত্তান্ত নিবেদি তোমায়।
দো —এই ব্রজেতে যখন ছিলেন ব্রজেন্দ্রতনয়, হ'ত গো রাই।
প্রতি দিন বসন্ত উদয়; শুনি যেথানে কৃষ্ণ রয়, সেই খানে
সুখোদয়, সুখ বুঝি কৃষ্ণের সঙ্গে ২ যায়।
অ সেই মথুরার মাধুর্য্য ,—দেখে শোক উথলিল রাই।
ব্রজের ঐশ্বর্য্য হরিলেন হরি, গোপীর প্রাণে অসহ্য
২ চি —বয় সিংহাসনে কালীয়ে বত্ন, রঙ্গেতে আছে বসিয়ে;
২ প-চি বামেতে ব'সে কুব্জা রাজরাণী, শ্যামের অঙ্গে অঙ্গ হেলায়ে
২ ফু —সেই সময় রাই, তোমার চাঁদ মুখ মনে পড়িল ,—
কৃষ্ণতাপ তায় হে আরো যে দ্বিগুণ বাড়িল
২ মে।—অমনি নয়নের বারি, নয়নে নিবারি, এলাম হে প্রণাম করি।
কৃষ্ণের পায় (১০৫)

রচয়িতার নাম

ধরতা (ভোলা ময়রার দল)

তাল রূপক।

সাতকড়ি রায়

চি সঙ্গিনী প্রধানা, রঙ্গিণী যে জনা, ভঙ্গিক্রমে কৃষ্ণে কয়,

প চি —ছিলে নব্য রাখাল, হ'লে ভব্য ভূপাল, এবে সভ্য এই কংসালয়

ফু —আমার এই দশা (দেখ হে) আমি ব্রজের সেই বৃন্দে, বিক্রীত শ্রীমতীর পদারবিন্দে

মে —পার কি চিন্‌তে? কেন সচিন্তে? তোমার চিন্তা কি চিন্তামণি চিন্তা নাই

মহ —কও কথা বদন তুলে, হও সদয়, এই ভিক্ষা চাই

স রাধার অধৈর্য্যে, এলেম অপার্য্যে, তোমার কংস রাজ্যের অংশ ল'তে আসি নাই

খা অধোবদনে রবে যদি, বাঁকা মদন মোহন! তোমার কুব্জার দোহাই

২ ফু তোমার সহাস্য বদনে নাহি রহস্য,— কিসে এত ঔদাস্য? তোমার চন্দ্রাস্য নহে আজি প্রকাশ্য

২ মে।—যেন সর্ব্বস্ব নিতে এলেম ভাবছ তাই।

অ —অন্য মনে কেন রইলে? কথা কইলে, ক্ষতি কি তোমার? শ্যাম হে যেতে হবে না পুন বৃন্দাবন, ল'তে হবে না রাধার ভার

২ চি —তোমার দাসত্ব গিয়েছে, রাজত্ব বেড়েছে, তত্ত্ব কর্ত্তে হয় একবার;

২ প-চি —আমরা অর্থলোভে, আসি নাই হে, কেবল স্বার্থ ভেবে শ্রীরাধার

৩ ফু সে ত রাজনন্দিনী, আর রাজ্যেশ্বর;— তুমি ত নূতন রাজা বংশীধর.

৩ মে —তোমার কি ধর্ম্ম, তোমার কি কর্ম্ম, মর্ম্ম জান্‌তে পাঠালেন ব্রজের রাজা রাই (১০৬)

রচয়িতার নাম।

ধরতা (নীলুঠাকুরের দল)

তাল রূপক।

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য

চি —শ্রীমধুমণ্ডলে আসি' বৃন্দে, খেদে গোবিন্দের পদারবিন্দে কয়;
প চি আমায় দে'খে, অধোমুখে, কেন রহিলে বল দয়াময়।
ফু —থাক থাব' হে সচ্ছন্দে,—
তোমার কুবুজা সুখে থাক্, বাধা ম'রে যাক্, হবে না তোমার তা'তে নিন্দে
মে —তোমায় ল'তে আসি নাই হে। জান্‌তে এসেছি, চিন্তামণি, তোমার চিন্তা নাই
মহ —শ্যাম! কথা কও, শ্রীপদে এই ভিক্ষা চাই
স —প্যারী রয়েছেন অধৈর্য্যে, তাই আসা অপার্য্যে, তোমার ঐশ্বর্য্যের অংশ ল'তে আসি নাই।
খা। শুন হে ত্রিভঙ্গ কানাই।।
২ ফু —সে যে স্বর্ণলতা রাজকন্যে,
কৃষ্ণ বিরহ জ্বালায়, মর্ম্মবেদনায়, ভ্রমে অনন্য শরণ্যে।
২ মে —প্রবোধ না মানে মনে, ভ্রান্তে শ্রীমতী; উপায় কি করি বল শুনে যাই (১০৭)

ধরতা (উদয়চাঁদ বৈরাগীর দল)

তাল রূপক

(অজ্ঞাত) চি —বসন্ত উদয় হ'তে, ব্রজেতে, সুখ উদ্দীপন;
প-চি —মদন হানে বাণ, কোকিল করে গান, শুনে জুড়ায় প্রাণ হরি সংকীর্ত্তন।
ফু —ময়ূর নাচে কাছে, গুণী গোষ্ঠী যত আছে, সেতারে সুতান ধ'রে, গায় চতুরঙ্গ;—
মোচঙ্গে কেউ সুর সাধে, কেহ সপ্তস্বর সাধে, হ'য়ে মত্ত প্রেমমদে, কেউ বাজায় সারঙ্গ

রচয়িতার নাম।

মে —কেউ বা বীণে লয়ে,বসন্তেরে,বিনয়ে বীণের প্রতি খেদ জানায়

মহ ওরে ও বীণে, ব্রজে শ্যাম বিনে, বীণে আজ শাস্ত সুরস কে বাজায় ?

স কেবল নারদ বাজায় বীণে, সে বিনে, তুই সাজ্‌বিনে, বাজালে সুরস বাজ্‌বিনে, বলি শোন্ বীণে রে আমরা নবীনে রে, বীণে কি নারীর করে শোভা পায় ?

খা —তুই ত যাবিনে রে, যাবিনে যথা শ্যামরায়

২ ফু —হরি বিনে মরি বীণে, তোর রসেতে আর ডুবিনে, ও রস ভাবিনে রে, ও রস ভাবিনে ;—
বলি তোরে বারে ২, যা বীণে, যমুনা পারে, না গেলে সেই মধুপুরে, কৃষ্ণ পাবিনে

২ মে —তুই কাষ্ঠের বীণে। বসন্তে রে, কৃষ্ণবোল বল্ বীণে, বল্ বিপদ যায় (১০৮)

ধরতা (নীলু পাটুনীর দল)

তাল রূপক।

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

চি —কুসুম হার করে ল'য়ে,বৃন্দে, নিবেদন করে কৃষ্ণের পায় ;

প চি —বঁধু হে এলে রেখে, শ্রীমুখ না দে'খে, শোকে রাই অশোক বনে সীতার প্রায়

ফু —তোমার মধুর শ্রীবৃন্দাবন, কুঞ্জবন ফেলে রাধে ;—
মনের বিষাদে, তোমার বিচ্ছেদে, বসন্তে কিশোরী, বনে ভ্রমণ করি', "কোথায় হে বনমালি।" ব'লে কাঁদে

মে —রাধার চক্ষের জল চন্দন মাখা, মালায় আছে রেখা, লেখা কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ! তায় পথে ২ কাঁদালে

মহ —মনের দুঃখে বনে ভ্রমণ ক'রে রাই, বন ফুলের মালা গেঁথে পাঠালে

স।—আছ কুব্জার প্রেম সম্বোধনে, ব'সে র জ সিংহাসনে, শ্যামে হে

রচয়িতার নাম।

চিকণকালা বাই দিলে 'চিকণ' মালা, এ মালা কার গলায় দিব মধুমণ্ডলে ?

খা ক'রে চিত্র বিচিত্র সাজালে (শ্যাম হে তোমার গরবিনী রাই)

অ —বনের কুসুম তুলে, নানা জাতি, জাতি যূথি ,—
দগ্ধ হ'য়ে শ্যাম শোকে, মুগ্ধ মধুর বন দে'খে, শ্যাম হে,
তোমার গর্বিনী রাই, মধুর ভাবে গেঁথেছিল মধুমালতী

২ চি হ'য়ে বিচ্ছেদ ব্যাকুল, বকুল ফুল, গেঁথে মালা প্যারী সে জ্বালায়;

২ প চি —কৃষ্ণ ২ বলি, গেঁথে কৃষ্ণকলি, মূর্চ্ছা যায় কৃষ্ণ ব'লে পড়ে ধুলায়

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই) (১০৯)

ধরতা (নীলু ঠাকুরের দল)

তাল রূপক

রামচন্দ্র চি —নিরখি মথুরায়, এ কি আজ অপরূপ !

বসু প চি —মধুরাজ্যেশ্বর হয়েছেন, ব্রজের নটভূপ

ফু —খেদে বিষাদে অঙ্গ দয় ,—
কোটালের রাজত্ব দে'খে, চিত্ত ব্যাকুলিত হয়

মে —ব্রজের মনচোরা যে হরি, রাজা সে আ মরি ! বিধির বিচারের পায়ে নমস্কার।

মহ —ছি ! ছি এই কি দশা দেখ্‌তে হ'ল মথুরার

স —যে নাগর, গোপীর বসন চোর, চোরে মহারাজা হ'ল এ কি চমৎকার ॥

খা।—ভাগ্য এমন আর, দেখি নাই কাহার।

২ ফু।—ছিল কোটাল ব্রজে যার ,—ঘাটাল ঘুচে দেখি, রাজ্য লাভ হ'ল তার

২ মে।—যদি হ'লে হে ভূপতি, তুমি যদুপতি, গোষ্ঠেতে ধেনু চরাবে কে আর ? (১১০)

রচয়িতার নাম।

উত্তর (আণ্টুনী সাহেবের দল)

তাল রূপক

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী

চি সকলে জানে সৈ, রসময়ই! আমি ইচ্ছাময়;

প চি —জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয়, সৈ রে! আমা হ'তে হয়

ফু কভু ইচ্ছা ক'রে করি দাস্যত্ব,—করি কখনো ঘটাদি, কখনো রাধার দাসত্ব

মে।—কভু গোষ্ঠে চরাই গোধন, কভু গোপের উচ্ছিষ্ট করি হে ভোজন, কভু বাঁশীর গানে ভুলাই গোপিকায়

মহ আমি অনন্ত, আমার অন্ত কেবা পায়?।

স —কভু কুবুজায় সুন্দরী, করি হে সুন্দরি! কখনো ধরি রাধার রাঙ্গা পায়।

খা —কভু ভিক্ষা করি মান, মানিনী রাধার মানের দায়

২ ফু।—কভু করে ধরি গিরি গোবর্দ্ধন;—ইন্দ্রদেবের ভয় হ'তে, রক্ষা করি গোপীগণ।

২ মে —কভু পূতনা করি নিধন, কভু করি গো সখি! কালীয় দমন, কভু উদুখলে বাঁধেন যশোদা আমায় (১১১)

ধরতা (নীলুঠাকুরের দল)

তাল ঐ

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য

চি তুমি যে ছলে শ্যামরায় এলে হে মথুরায়, হ'য়ে এক যজ্ঞে নিমন্ত্রিত,

প-চি —কর্লে সে যজ্ঞ সমাধান, হ'ল তা জগতে বিদিত

ফু —আবার এক যজ্ঞ হবে ব্রজধাম,—শীঘ্র আসি' তা ও পূর্ণ কর শ্যাম।

মে —আমরা অবলা গোপবালা, অনেক দুঃখে ক'রেছি সব যজ্ঞের আয়োজন

রচয়িতার নাম

মহ আজ কৃষ্ণ, চল হে নিকুঞ্জবন, প্রাণাহুতি যজ্ঞ কর্‌বেন রাই,
লহ তারি নিমন্ত্রণ

খা —আছেন চন্দ্রমুখী রাই, চাহিয়ে ও চন্দ্রবদন

২ ফু তুমি হে যজ্ঞেশ্বর দয়াময় !—
তোমা বিনে যজ্ঞ নাহি পূর্ণ হয়

২ মে। মানসে ২ রাই করিবেন সে যজ্ঞ, তোমার ঐ শ্রীচরণে সমর্পণ ॥

অ —ক'রে যজ্ঞের সঙ্কল্প প্যারী আছেন যজ্ঞ বেদিতে বসিয়ে ;
সজল জলধরে করিয়ে ধ্যান, তৃষিত চাতকিনী হ'য়ে

২ চি —তোমার বিচ্ছেদ হুতাশন, ক'রে সংস্থাপন, সমিধ আপনারি অঙ্গ;
যোগিনীর প্রায়, আছেন মৌনে, ত্যজিয়ে সখীর সঙ্গ

৩ ফু —ক'রেছেন রাই আত্ম মন সংযোগ ,—
অপেক্ষা নাই সবই হ'য়েছে ত্রিযোগ

৩ মে —আপনি কর্ত্তা হ'য়ে, সম্মুখে দাঁড়ায়ে, দুঃখিনীর যজ্ঞ কর
সমাপন (১১২)

উত্তর (মোহন সরকারের দল)

তাল রূপক।

রামচন্দ্র বসু

চি —প্রাণাহুতি যজ্ঞ করিবেন রাই, ব্রজ নগরে ;

প চি —তা'রি নিমন্ত্রণ পত্র, দূতি, দিলে আমারে

ফু —বৃন্দে তুমি জান ত সন্ধান ,—ত্য'জে কুল মান, কৃষ্ণ প্রেমে
ব্রজধামে রাই সঁপেছেন প্রাণ

মে —এখন কি আহুতি দিবেন প্যারী ? জেনে আয় গো সহচরি !
তা না হ'লে রাইয়ের যজ্ঞে, যেতে পারব না

মহ —যজ্ঞ কর্‌বেন রাই, কিন্তু সিদ্ধ হবে না

স —দিয়ে পরের প্রাণে অতি দুখ, এমন যজ্ঞে কিবা সুখ ? যজ্ঞ
কর্‌বেন যজ্ঞেশ্বরের, দিয়ে মনে বেদনা (১১৩)

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

রচয়িতার নাম।

ধবতা (নীলু পাটুনির দল)

তাল রূপক

রামচন্দ্র বসু

চি —বসন্ত ঋতু আসি সসৈন্যে, ব্রজেতে হইল উদয়,

প চি —বিবহে ব্যাকুলা হ'য়ে বৃন্দে,কোকিলের প্রতি কেঁদে কয়

ফু —প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে,—বিরহিণী হ'য়ে কমলিনী ধূলাতে পড়ে র'য়েছে

মে —বাঁকা ত্রিভঙ্গ বিহনে, শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে রাই; তারে কি হবে মধুব ধ্বনি শুনালে ?

মহ —আব সহে না কুহুস্বব, ক্ষম দে পিকবর। ডাকিস্‌নে শ্রীকৃষ্ণ ব'লে

স —শুন বলি হে নিরদয়। এ ত সুখের সময় নয়, প্রাণে মরবে রাই জ্বালাব উপর জ্বালালে

খা —ব্রজবাসী সবে ভাসি, নয়ন জলে

২ ফু —হায়, কৃষ্ণ শোকে শোকাকুল,—গোপ গোপীকুল, পশু পক্ষীকুল, বিবহে সকলে ব্যাকুল

২ মে —ত্য'জে বকুল মুকুল, অধৈর্য্য অলিকুল, হে কোকিল। এ সময় কেন এলি গোকুলে ?

অ —এখন দুঃখের সময় কোকিল পক্ষি রে! কেন তুই এলি রাধার কুঞ্জে? ব্রজনাথ অভাবে ব্রজের রাই কাতরা, পিক। কি সুখ তবে বেড়াও ভুঞ্জে ?

২ চি —অধীরা ধরাসনে প'ড়ে রাই, চক্ষে জলধারা বয় ;

২ প-চি —এ সময় সাপক্ষ হও পক্ষি হে। বিপক্ষ হওয়া উচিত নয়

৩ ফু —এই ভিক্ষা কারি পিকবর্ —বাধস্ নে কুলজা, সম্মুখ থেকে যা, দুঃখিনীর কথা রক্ষা কর্।

৩ মে কোকিল দেখ্‌লি ত স্বচক্ষে, মরণের অপিক্ষে আর নাই; হ'য়ে র'য়েছি জীবন্মৃত সকলে (১১৪)

রচয়িতার নাম

উত্তর (বলরাম বৈষ্ণবের দল)

তাল রূপক।

রাজকিশোর বন্দ্যো

চি —শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধায়, সখি গো কভু ছাড়া নয়,

প চি —রাধা কৃষ্ণ একই অঙ্গ, জানি সৈ পুরাণেতে এই কথা কয়

ফু —বস বৃন্দাবন নিত্যধাম, রাধে স্বর্ণলতা, ব্রজে বিরাজিতা, বাঁধা রাধার প্রেমে আছেন শ্যাম

মে।—আমি কুহু রবে রাধায় জ্বলাই ন' ,কেবল করি রাই চরণ কমল দরশন।

মহ —আমার কুহু রবে, কেন দগ্ধ হবে, রাধার মন?

স —ইচ্ছাময়ী রাই কমলিনী, ইচ্ছাময় চিন্তামণি, সকলি ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের জানি ;—কৃষ্ণ বিরহ রাধার নাই, জানিয়া ডাকি তাই, রাধা ছাড়' কি থাকেন সাধের কৃষ্ণধন?।

খা।—ভক্তের বাসনা জন্য শূন্য বৃন্দাবন

২ ফু —আছে শ্রীদামের অভিশাপ ;—কৃষ্ণ বিরহিণী, হবেন কমলিনী, পাবেন কৃষ্ণ বিনে মনস্তাপ

২ মে —হবে সময়ে সৈ, জেনো দুখের শেষ, পাবে অনায়াসে কৃষ্ণের কমল চরণ (১১৫)

ধরতা (নীলু ঠাকুরের দল)

তাল রূপক।

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

চি।—দারুণ বসন্ত তাপে, কৃষ্ণ বিচ্ছেদে, কৃষ্ণ রূপ ভাব্‌তে ২ রাই;

প চি —হলেন অচেতন, ধরে সখীগণ, রাইতে রাই যেন আর নাই

ফু।—তখন চৈতন্য পেয়ে কমলিনী কয়,—

এ কি দায়, বিশ্বম্ভরের প্রায়, কে আমার হৃদয়ে উদয়?

মে।—হেন জ্ঞান হয় আমার, ব্রহ্মাণ্ডের যত ভার, পশিল আমার হৃদি পিঞ্জরে।

রচয়িতার নাম।

মহ —স্বজনি গো আমায় ধর্ গো ধর্, বুঝি কি হ'ল আমারে
স —নিবিড় মেঘের বরণ, দলিত অঞ্জন, কে আসি' প্রবেশিল অন্তরে
খা সৈ! ভাবিতে কেন অঙ্গ সিহরে ?
অ —একে শ্রীকৃষ্ণ বিহনে দেহ শূন্য ;—
এতে অন্য ভাব কি সয় গো সৈ এ দুঃখিনীর তাপিত অঙ্গেতে,
কে আসি' হ'ল অবতীর্ণ ?
২ চি একে সহজে দীনে ক্ষীণে মলিনে, বিরহ বিষেতে জরা ;
২ প চি —আমার আপনার অঙ্গ আপনি ভার, বহিতে দুঃখের পসরা
২ ফু —আবার অকস্মাৎ কেন গো হ'ল এমন ?—
যেন এ দেহের সঙ্গেতে, করিছে প্রাণ আকর্ষণ
২ মে —মনে ভাবি গো একবার, অন্তরে কি আমার, দেখি গো হৃদয়
বিদীর্ণ কোরে (১১৬)

উত্তর (ভোলা ময়রার দল)

তাল রূপক।

গদাধর মুখো চি চিন্তা নাই, চিন্তামণির বিরহ ঘুচিল, এত দিনের পর ;
প-চি —অন্তর জুড়াও গো কিশোরি হে'রে অন্তরে বাঁকা বংশীধর
ফু —যে শ্যাম বিরহেতে ছিলে কাতরা নিরন্তর ;—
সেই চিকণ কাল, হৃদে উদয় হ'ল, এখন সুশীতল কর গো অন্তর
মে —যদি অন্তরে অকস্মাৎ, উদয় হ'ল রাধানাথ, আছে এর চেয়ে বল
কি আর সুমঙ্গল ?
মহ।—বুঝি নিবল রাধে তোমার অন্তরের কৃষ্ণ বিরহ অনল
স —হে'রে অন্তরে কালাচাঁদ, অন্তরের পুরাও সাধ, অন্তর কোর না
আর নীলকমল
খা।—এ সময়ে পরশিতে ব'লো না, হয় পাছে অমঙ্গল
২ ফু —বিধি এই করুন, ঘুচুক শ্যামবিচ্ছেদ বাই তোমার ,—

রচয়িতার নাম।

ও গো চন্দ্রমুখি কৃষ্ণসুখে সুখী, তোমায় সদা দেখি সাধ সবাকাব

২ মে বাধে তোমাব দুখ আর নাহি সহে, গোপিকার করিলেন মাধব আজি, বিবহানল বুঝি সুশীতল। (১১৭)

পাল্‌টা (নীলু ঠাকুরেব দল)

তাল রূপক।

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য

চি —অন্তবেব ধন কৃষ্ণ, অন্তরে রাখিতে, কাব্‌ বা অসাধ ?

প চি —কিন্তু ললিতে কপাল গুণেতে, ঘটিল হবিযে বিষাদ

ফু কৃষ্ণ বিলাসের সৈ, আমার এ অঙ্গ ;—দুঃসহ কৃষ্ণ বিবহ, তাতে আসিয়া জ্বালায় অনঙ্গ

মে।—সে যে ত্রিভঙ্গ কালিয়ে, মানসে হেবিযে, জুড়াই সৈ। তেমন কপাল আমাব নয়

মহ —এমন দুঃখের সময কালাচাঁদ, কেন দুঃখিনীর হৃদযে উদয় ?

স —আমাব অন্তবে প্রবল, বিচ্ছেদ দাবানল, পাছে তাঁর শ্যামাঙ্গ সৈ। দগ্ধ হয় (১১৮)

(অবশিষ্ট ও পাল্‌টার প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নাই।)

ধবতা (লক্ষ্মীনাবায়ণ যোগীব দল)

তাল রূপক।

গদাধর মুখো

চি —দিবসে শ্রীকৃষ্ণ রূপ মনে ভাবিয়ে,

প চি —নিশিতে নিকুঞ্জে ছিলাম নিদ্রিত হ'য়ে

ফু।—আমি দেখিলাম ও গো সখি ?—

মৃদু সহাস্য বদন, রমণীরঞ্জন, কালবরণ বাঁকা আঁখি

মে —যুগল করে কর ধরি', বলে "প্যারি, কেমন আছ বল ২"

মহ —কাল স্বপনে মাধব আমাব কুঞ্জে এসেছিল

স —রজনীতে, ছিলাম শ্যাম সহিতে, ললিতে গো! প্রভাতে সেই
শ্যাম কোথায় গেল ?
খা।—কি ছলে শ্যাম ছলিতে এল।
২ ফু —বলে "উঠ গো রাই চন্দ্রমুখি,—
তোমার হেমাঙ্গে প্রিয়ে শ্যামাঙ্গ দিয়ে, একাঙ্গ হ'য়ে থাকি'
২ মে ক বে আমার নিদ্রা ভঙ্গ, দিয়ে ভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ অদেখা হ'ল
অ —কুসুম শয্যা ক'রে, শ্রীমন্দিরে, আমি করেছি শয়ন,—
ইতিমধ্যে শ্যামসুন্দর, যেন দিল দরশন
২ চি মস্তকে মোহন চূড়া র'য়েছে হেলে ;
২ প চি —বনমালা, গুঞ্জমালা, দুলিছে গলে
৩ ফু —বঁধুর অধরে মধুর হাসি,—
করে মুরলী ল'য়ে, ত্রিভঙ্গ হ'য়ে, দাঁড়াল সম্মুখে আসি।
৩ মে —মনে হ'ল হেন, কুঞ্জে যেন, কোটি চন্দ্র প্রকাশিল।
২ অ —সখি, ব্রজপুরী, পরিহরি, গেছে নেই সে মাধব,—
শুনি নাই আর, সেই হ'তে বঁধুর শ্রীমুখের রব
৩ চি —আজ একি দেখি সখি অঘট ঘটন ?
৩ প চি।—স্বপনে শ্যাম কহে "প্যারি। আছ হে কেমন ?"।
৪ ফু —আমার ধ'রে সৈ যুগল পদে ;—
বলে "হয়েছি দোষী, বিনয়ে তুষি, অপরাধ ক্ষম শ্রীরাধে
৪ মে —ক্ষণে ভাসে নয়ন জলে, ক্ষণে বলে, "শ্রীমতি ও আছ ভাল"?
৩ অ —এ যে স্বপ্ন কথা, প্রাণের ব্যথা, ভয়ে করিনে প্রকাশ,—
কি জানি কি হয় ভাগ্যে, সদা ঐ মনে ত্রাস
৪ চি —বলিতে ললিতে, আমার, সিহরে হৃদয়,
৪ প চি —মুখের কথা কৃষ্ণ জানেন, আমার বলা নয়।
৫ ফু —আমি গো সৈ, রাজনন্দিনী,—
কৃষ্ণ প্রেমে মজিয়ে, কৃষ্ণ ভজিয়ে, ছিলেম কৃষ্ণ আদরিণী
৫ মে সে সুখে বঞ্চিল বিধি, কৃষ্ণ নিধি, পেয়ে পুন হারাইল (১১৯)

রচয়িতার নাম।

উত্তর (রামসুন্দর স্বর্ণকারের দল)

তাল রূপক

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী

চি —হবি কি পাগলিনী, কমলিনি, কৃষ্ণ বিবহের দায়?

প চি ছি ২ ধৈর্য্য ধর, সহ্য কর দুখ, সময়ে পাবে শ্যামরায়

ফু —আছে প্রমাদিনী ঐ যে কুটিলে;—সাধে কৃষ্ণসাধে বাদ, পরিবাদ, ঘটালে এই গোকুলে

মে —দুখ অন্তরে রাখ রাই! প্রকাশে কায নাই, ঘটাল্লে জ্বালার উপর জ্বালা আর

মহ —শ্রীমতি, এই মিনতি রাখ গো আমায়

স —পাবে সময়ে কালাচাঁদ, ঘুচিবে এ বিবাদ, সও গো সও অল্প দিন আর দুখের ভার

খা —জেনো সকলি কপালে হয়, রাধে গো! দোষ নাহি কা'র

২ ফু।—বাঁধ ধৈর্য্যগুণে প্রাণ, কিশোরি!—ভাব কৃষ্ণের অভয় পদ, ঘুচিবে এ বিপদ, বিপদের কাণ্ডারী হরি

২ মে —ভাব একান্তে শ্রীকান্ত, হবে দুখ অন্ত, হয় দুঃখান্তে সুখ, বিধি বিধাতার (১২০)

(ধরতা পাওয়া যায় নাই)

উত্তর (এণ্টনী সাহেবের দল)

তাল রূপক

গোরক্ষ নাথ

চি।—গিয়েছেন মধুপুরে শ্রীকৃষ্ণ, ত্যজিয়ে বৃন্দাবণ্য;

প চি —কা'রে বল সৈ! শুনতে রাধার যন্ত্রণা? ও যে শ্যাম চরণ চিহ্ন।

ফু —সখি! ঐ যার চরণ চিহ্ন, সেই মাধব যখন দুঃখ বুঝ্‌লে না,—অরণ্যে রোদন, করিলে এখন, ঘুচ্‌বে না মনের বেদনা

মে —রাধার সুখের ত কপাল নয়, তা হ'লে কি এমন দশা হয়? কাঁদে কৃষ্ণহীন হ'য়ে প'ড়ে ভূতলে।

রচয়িতার নাম

মহ —ভাগ্যে যা আছে তাই হবে সৈ। কি হবে ব্যাকুলা হ'লে?

স —এখন প্রান্তি পরিহরি, বাঁচাও সৈ কিশোরী, হরিমন্ত্র শুনাও প্যারীর শ্রবণ মূলে।

খা —কেন ব্রজধাম, ত্য'জে যাবেন শ্যাম, রাধার দুঃখের কপাল না হ'লে?

২ খু —মনে জ্ঞান হয়, জন্মান্তরে, আমরা কৃষ্ণ হ'য়ে সখি! নিয়েছিলাম কা'র;—
বুঝি সেই পাপে, এই মনস্তাপে, দহিল প্রাণ গোপিকার

২ মে নৈলে যার নামে বিপদ যায়, প্রাণ সঁপে সেই শ্যামের পায়;
রাধার প্রাণ যায়, গোকুল ভাসে দুখ সলিলে (১২১)

ধরতা। (হরু ঠাকুরের দল)

তাল রূপক।

হরু ঠাকুর চি।—একে ত সহজে, এ ব্রজধাম, সদা সুখের আস্পদ;

প.চি —তাহে কাল গুণেতে পূর্ণ সুখ সম্পদ।

খু ও মে —রসিক নাগর, তোমা বিনে আর,কে কবে এ রসের উদ্দীপন?।

মহ —এমন সুখদ সময়ে কোথা হে! ত্যজিয়ে এ সুখ বৃন্দাবন?।

খা —দুখিনী রাধায় মদন করে দগ্ধ, হে মদনমোহন'

২ মে —এ সময়ে সখা! দেও হে দেখা, নিরখি তোমার চন্দ্রানন

অ।—প্রতি কুঞ্জে ২ কিবে সুশোভন, মুঞ্জরিল তরুগণ;
পুনর্ব্বার যেন, এ ব্রজধাম, ধরিল নব যৌবন

২ চি মুকুলে ২ কোকিলকুল, করে কুহু ২ রব

প চি —কুসুমে ২ গুঞ্জরে অলি সব

৩ মে —আ মরি আ মরি, এই শোভা হরি! হইলে কি সব বিস্মরণ?
(১২২)

রুচায়ত্তার নায়।

ধবতা

তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি।—বসন্ত সজ্জা ক রে সংপূর্ণ, পরিপূর্ণ কলায় পরিতাপ,

প চি —দেখে হয় শঙ্কা, কোকিল বাজায় ডঙ্কা, অতি জোর ডঙ্কা
দোর্দণ্ড প্রতাপ

ফু —কুহুধ্বনি শুনে সব গোপীগণ,ভয়ে মুগ্ধ,প্রাণে দগ্ধ,হ'য়ে নিস্তব্ধ,—
আবার কেউ বা কা'রে কয়, কোকিল নয় ভ্রমর নয়, জ্ঞান হয়
বজ্রাঘাতের শব্দ

মে।—দে'খে বিক্রম তার অতিশয়,যুদ্ধের সজ্জা সমুদয়, খেদে বৃন্দে কয়
বীরত্ব আর জানাস্ নে।

মহ —ফিরে যা মদন! রাধার সঙ্গে রণ, কর্ত্তে পারবি নে

স।—আছে তোর যে বাণ কুসুম বাণ, সে অতি সুসম বাণ;—
আমাদের বাণ বিষম বাণ, শ্যামের বিচ্ছেদ বাণ, হানলে প্রাণে
বাঁচ্‌বি নে

খা —এখনি তোর সৈন্য, হবে সব শূন্য, এ সন্নিধানে

২ ফু —নই সামান্য আমরা রাধার সৈন্য, রাধার দাসী, তিন দাসী;
প্রেমের উদাসী,—
কা'রো নাই মরণের ভয়, ম'লেই প্রাণ শীতল হয়, এই সময়
ম'র্তেও ভাল বাসি।

২ মে। কিন্তু সে সাধ্য অসাধ্য, তোর যে বধ্য, গোপী নয়;—
আমরা যার বধ্য তার চরণ বই আর জানি নে

অ —ব্রজে রাজনন্দিনী কমলিনী, চিন্তামণির গলার হার রে,—
ত র হ'লে কোপাংশ, কত লক্ষ মদন তায় হয় ধ্বংস,
ওরে প্যারী জীবের অংশ;—পুণ্য অংশ কৃষ্ণ অংশ যার রে।

২ চি —যে রাধা সেই দুর্গা, তায় ভিন্ন নয়, বেদে নির্ণয় আছে বিলক্ষণ;

২ প-চি।—কভু রাধা রূপ, কভু হন দুর্গা রূপ, কভু কালীরূপ করেন রাই
ধারণ।

৩ ফু —জেনেও আবার কেন এমন, রাধার শত্রু হও রে ক্ষান্ত হও রে।—
মদন যাও রে —
কবে যাব ভয় দেবতাকুল, দৈত্যকুল দানবকুল,
মানবকুল বই ত তুমি নও রে

৩মে —একবার রাখতে বাই রাগের জীবন, অসিতা রূপ ক'রে ধারণ,
শতস্কন্ধের প্রাণ ব'ধেছে তা জানিস্ নে

২ অ —শুন রে সম্বরারি, রাই কিশোরী, কোন্ নারী জান না তা'ও রে,
শ্যাম জগতের পূজ্যধন, এ যে শ্যামের পূজ্যধন, রাধা ধন ;
তুমি পঞ্চ শরে, এ ধনেরে, নিধন কর্ত্তে চাও রে!

৩ চি —অতিশয় বৃদ্ধি হওয়া ভাল নয়, শেষে তার হয়, অতিশয় পতন ;

৩ প চি —অতিশয় অন্যায়ে, পড়্‌বি আপ্‌নি দায়ে, আপনার প্রাণ ল'য়ে
পলাও রে এখন

৪ ফু —এমন ধারা নারীর মন্দ কর', ভাল নয় রে! ভাল নয় রে,—
এ জানি নিশ্চয় রে।—
আছে ব্যক্ত পুরাণে, সীতার অপমানে, রাবণের বংশ বিনাশ
হয় রে,

৪ মে —এ ত সামান্যে নারী নয়, নারীর মান্যে নারী হয়, কৃষ্ণ দয়াময়
ধ'রেছেন যার চরণে (১২৩)

(উক্ত গীতের উত্তর পাওয়া যায় নাই)

পাল্‌টা

তাল রূপক

চি —তুই বলিস্ ক'রে রাধায় দরশন, তোষিত জীবন, জুড়া'ব হেথায়,

প-চি —এখন সে আশা, হলো নিরাশা, কৃষ্ণের হতাশায়

ফু —ব্রজের প্রাণধন, ছিলেন কৃষ্ণ যখন, ব্রজপুরে প্রেমাদরে,—
তখন সাধ ক'রে,—মধুর ভঙ্গি অপরূপ, রাধারূপ শ্যামের রূপ,
যুগল রূপ দেখ্‌তেম নয়ন ভ'রে

বচয়িতার নাম।

সে।—আর ত রাধাতে নাই বাধ, কৃষ্ণের রাধা কৃষ্ণ বই,—
ব্রজে নাম বাধা আছে কেবল ঘোষণা

মহ —এখন ভক্তের প্রায়, দেখলে শ্রীরাধায়, ভক্তি হবে না

স —হ'তে শ্যামবিচ্ছেদ বিষম জ্বর, হ'য়েছে জ্বব ২, কলেবর ধূলাতে
ধূসর,—আবার প্রাণ দোসর কৃষ্ণ নইলে সাজ্‌বে না

খা —ক'র্‌বে কি দরশন ? দেখ্‌লে তা'য় এখন, চিন্‌তে পা'র্‌বে না।

২ ফু।—কমলিনীর, ছিল সৌদামিনীর রূপের আভা, সেই যে আভা,
সুবর্ণের আভা ;—
থাক্‌ত চাঁদকে ঘেরে চাঁদ, হাতে চাঁদ পায়ে চাঁদ,
বদন চাঁদ লক্ষ চাঁদের শোভা।

২ সে —ছিল জগতের মাঝে চাঁদ, গোকুলের চাঁদ প্যারী চাঁদ ;—
বিনে কালাচাঁদ সে চাঁদের এই লাঞ্ছনা।

অ।—হ'য়ে কৃষ্ণবর্ণা, মূর্চ্ছাপন্না, কুৎসিতবর্ণা হ'ল রাই রে!—
মেঘ বিনে দেখ না যেমন সৌদামিনী রূপ, সাজেনা (আরে!)
তেমনি কৃষ্ণ বিনে, বৃন্দাবনে, রাধার শোভা নাই রে!

২ চি। হ'য়েছে শক্তিময়ী নিঃশক্তি, সকল শক্তি কর্‌লে শ্যাম হরণ ;

২ প চি — * * * *

৩ ফু। বিনে শ্রীপতি,হ'য়ে শ্রীহীন অতি,এখন শ্রীমতীর সে রূপ গেছে ;—
সে সব ভাব গেছে,—
তুই আর দেখ্‌বি কি রে তবে ? দেখ্‌লে বুক ফেটে যাবে,
শ্রীরাধায় আর কি রাধা আছে ?

৩ সে।—এখন রাজ্‌রাণী যে রাধায়,ক'রেছেন শ্যাম মথুরায়, দে'খে সেই
রাধায় পুরাণে আজ বাসনা (১২৪)

ধরতা

তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি —বৃন্দে মদনেরে দে'খে, মনের দুখে, কেন্দে ২ কয় ;

প চি —বলে আয় রে মদন, দেখ্‌সে আয়, যদি বসন্তে হ'য়েছিস্‌ উদয়।

ফু —বলি শুন রে রতিকান্ত ,—
ব্রজে বিচ্ছেদ হুতাশন, জ্বল্‌ছে এখন, সে জ্বালা কে করে আর ক্ষান্ত ?।
মে —তুই ত জান্‌সি সব সবিশেষ, দিয়ে হিত উপদেশ, রে ,—
এই কথা বলিস্ গে শ্যামের কাছে
মহ —দে'খে যা রে মদন , রাধার জীবন,র'ধে শ্যামধন মথুরায় গেছে
স।—তা'তে হানিস্ নে পঞ্চশর আর শর, শরশয্যাতে প্যারী প'ড়ে আছে
খা।—কমলিনী রাধে, শ্যাম বিচ্ছেদে, বাঁচে না বাঁচে
২ ফু।—কেবল শ্যামের আশা-বৃক্ষে ,—
হ'য়ে ভগ্ন শাখাতে, লগ্নবৃতে, রাই এখন করে জীবন র'ক্ষে।
২ মে।—কিন্তু সে আশায় নাহি ভর, নিরাশা নিরন্তর তার ,—
রাধার ওষ্ঠাগ্রে জীবন মাত্র র'য়েছে।
অ।—রাধার কুঞ্জ যেন রাধা শূন্য, অঙ্গে নাই অঙ্গ লাবণ্য ;—
স্বর্ণাকৃতি ছিল শ্রীমতী রাই, এখন সে বর্ণ হ'য়েছে বিবর্ণ।
২ চি —অষ্ট সখী আমরা গিয়ে, প্রবোধ দিয়ে শ্রীরাধার কাছে ;
২ প-চি।—বলি কাল শ্যাম আসিবে কাল পাবে, এমন কত কাল গত হ'য়েছে
৩ ফু।—হ'য়ে চিত্তভঙ্গ চিত্তে ;—
মনের দুঃখে শ্রীরাধে,বল্‌ছে কেঁদে,"কৃষ্ণ হে! দেখ দাও বিপত্তে"।
৩ মে —ভাবি কখন কি দশা হয়, সেই ভয়ে করে ভয় রে !—
থাকি সর্ব্বদা তাই রাধার কাছে ২
২ অ —গতি গজিত লজ্জিত ছিল, সে রাধার গতিহীন হ'ল ;—
সদাই অশক্তি,উঠিতে শক্তি নাই,শ্যামের বিচ্ছেদে শ্রীঅঙ্গ শুকাল।
৩ চি —যোগ সাধনে যেমন যোগী, অনুরাগী, হ'য়ে করে যোগ ;
৩ প-চি।—দেখি তেম্‌নি যোগাযোগ, অত্র যোগ, দারুণ বিরহের হ'ল যোগাযোগ
৪ ফু।—যদি সে যোগ করিস্ ভঙ্গ ;—

রচয়িতার নাম

তবে তোরও প্রাণ যাবে, আমরা সবে, এক সঙ্গে ম'র্‌ব রে অনঙ্গ!

৪ মে যেমন হবে যোগ ভাঙ্গিতে,অঙ্গহীন হ'লি তা'তে,এবার রাধার যোগ ভাঙ্গ্‌লে কি তোর প্রাণ বাঁচে? (১২৫)

(পূর্ব্বোক্ত গানের উত্তর পাওয়া যায় নাই)

পাল্‌টা

তাল রূপক

(অজ্ঞাত) চি আপ্‌না হ'তে এখন ব্রজে,রাজ্য ত্য'জে মাধব আসিবে;

প-চি —শুনে ভাব্‌ছি অন্তরে,মদন রে! রাধার এমন আর ভাগ্য কি হবে

ফু —কৃষ্ণ নাম সুধা বটে;—
সে নাম শুনে শ্রবণে রাই এক্ষণে বিচ্ছেদে দ্বিগুণ জ্বলে উঠে।

মে —তুমি না গেলে মথুরায়, আস্‌বে না শ্যামরায়, রে!—(আমরা) ডাক্‌লে দেখা দেবে না, রাধা বলে

মহ —সরস বসন্তে, রাধাকান্তে, যদি আন্‌তে পারিস্ গোকুলে

স তবে প্যারী বৃন্দাবনে, তোর কল্যাণে, শ্যামকে দরশন করে মৃত্যুকালে

খা —যাও রে শীঘ্রগতি, রতির পতি মধু মণ্ডলে

২ ফু —বোলো ২ শ্যামকে বোলো,—
দে'খে আস্‌ছি নয়নে বিচ্ছেদ বাণে, গোকুলে রাই মোলো রাই মোলো

২ মে —এখন শ্রীর ধার অনুচর হ'য়ে রে পঞ্চশর আজ তবে যাত্রা কর্ হরি ২ ব'লে

২ চি —রাইকে দরশনে মদন! যদি এখন, এলি ব্রজেতে;

২ প-চি —বুঝ্‌লেম নও রে বিপক্ষ,হ'লে সাপক্ষ,গোকুলে গোপীর পক্ষেতে

৩ ফু —তবে রাধার এই সাহাযো, ল'য়ে সৈন্য সঙ্গেতে, মথুরাতে, যা দেখি কৃষ্ণ রাজার রাজ্যে

রচয়িতার নাম।

৩ মে —ঐ দেখ্ চিতে সজ্জা ক'রে, আছে রাই ব্রজপুরে কৃষ্ণ বিচ্ছেদে
ঝাঁপ দিবে অনলে

অ দে'খে মুগ্ধ বিদগ্ধ শরীরে, কান্দে রাই অতি কাতরে,—
শুনি' কান্না পাষাণ বিদীর্ণ হয়, সুধা বাক্য নাই মধুর অধরে

৩ চি —যে দিন হ'তে কৃষ্ণহারা, শতধারা, বহে তার চক্ষে,

৩ প চি —দেহ শীর্ণ হ'য়েছে,প্রাণ আছে,কেবল কৃষ্ণরূপ দেখ্বার অপিক্ষে

৪ ফু —তোরে বলি গোপীবর্গে,
মদন . না গেলে এখন, শ্যাম দরশন হবে না কমলিনীর ভাগ্যে

৪ মে —কৃষ্ণ এলে ব্রজপুরে, দেখা দিতে রাধারে, ধ'রে রাখ্ব না গোপী
সকলে॥

২ অ —রাধার দে'খে এই দুখের তরঙ্গ, যদি আজ আনিস্ ত্রিভঙ্গ,—
পেয়ে কালাচাঁদ, ক'র্ব্বে আশীর্ব্বাদ রাই, থাক্‌বে চিরজীবী হ'য়ে
অনঙ্গ!।

৪ চি —এই বিপত্তে সহায় হ'য়ে, যদি গিয়ে ঘুচাও যন্ত্রণা ;

৪ প-চি স্মরণার্থে এ কথা, থাক্‌বে তা, প্যারী প্রাণ গেলেও ভুল্‌তে
পার্‌বে না।

৫ ফু —কোকিল ভ্রমর বৃন্দাবনে ;—
ডাকুক পঞ্চ স্বরেতে, নিকুঞ্জেতে, বাঁচ্‌বে রাই কৃষ্ণ নাম শুনে

৫ মে —তবে শূন্যময় বৃন্দাবন সুখময় হবে এখন, ব্রজের প্রাণধন কৃষ্ণ
ব্রজে এলে। (১২৬)

ধরতা। (নীলু ঠাকুরের দল)

তাল রূপক।

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য

চি —বসন্ত আগমনে, বৃন্দাবনে, কৃষ্ণের আগমন হ'ল না ;

প-চি —গিয়ে কংসধামে, শ্যামে সম্ভ্রমে, বৃন্দে কয় করি' করুণা।

ফু —প্রণাম করি হে কৃষ্ণ প্রণাম করি,—
আমি মথুরাবাসী নই, শ্রীরাধার দাসী হই, বৃন্দাবনবাসী নারী।

রচয়িতার নাম।

মে —বৃন্দা দূতী নাম ধরি, বিধু বদন তোলো বংশীধারি!
কিছু নিবেদন করি চরণকমলে।
মহ —শ্যাম হে! বসন্তেরে রাজ্য দিয়ে কি, নারী বধ কর্লে গোকুলে?
স —আছে ব্রজেতে বিচ্ছেদ রাজা, এসে তায় বসন্ত রাজা, মিলে দুই
রাজায় রাই রাজার প্রাণ বধিলে॥
খা —বলিতে তোমারে দহি, দুখের অনলে
২ ফু —ধনুর্যজ্ঞেতে এলে মধুপুরে;—
যজ্ঞ বিনাশি যজ্ঞেশ্বর! হ'লে হে রাজ্যেশ্বর, বধিলে কংস অসুরে
২ মে —ব্রজের শ্রী হরি' শ্রীহরি! রাধার প্রাণ মন হরি', শেষে রাধারে
ভাসাইলে অকূলে। (১২৭)

উত্তর। (বলরাম বৈষ্ণবের দল)

তাল রূপক।

রাজকিশোর চি —বৃন্দাবন হ'তে, অক্রূরের সঙ্গেতে, কংসযজ্ঞে যখন এসেছি;
খদ্যো। প-চি —শ্রীরাধার আজ্ঞা ল'য়ে সৈ! যাত্রা ক'রেছি
ফু —হাস্যমুখে রাধা আমায় দিয়েছেন বিদায়;—
আমি কি ভুলিতে পারি সেই শ্রীরাধায়?
মে —বলিলে গোকুলে বিচ্ছেদ, রাজা হ'য়েছে; সে কি কথ, ব্রজে ত
সৈ! রাই রাজা আছে;—শুন সখি গো তোমায় কই, রাধা
ছাড়া নই, আমি সেই রাধার প্রেমের ভিকারী।
মহ —ব্রজধামে রাই নহে সামান্য নারী
স —রাধার রাজ্য ল'তে সাধ্য কি সৈ! বসন্ত রাজার?
রাধা পরমা সতী ত্রিলোক ঈশ্বরী
খা।—ভ্রমে কি ভুলেছ তুমি? ও সহচরি!।
২ ফু।—বৃন্দাবন নিত্য ধাম, জান তদন্ত,—
সেখানে ত বিরাজিত, চির বসন্ত

রচয়িতার নাম

২ মে —রাধায় করিতে দরশন, গেছে বসন্ত মদন, তাদের সাধ্য কি
বধিবারে কিশোরী ? (১২৮)

ধরতা (নীলু ঠাকুরের দল)

তাল রূপক।

৺মাধব মুখো চি —ললিতে বিসং১, বৃন্দে চিত্ররেখা, আসি মধুধাম ;
প চি —রাজ সভায়, রাজ সম্বোধনে কয়, রাজা কৃষ্ণে করিয়ে প্রণাম।
ফু —শুন শুন ওহে বনমালি,
বলি ২ সব মনের দুঃখের কথা তোমায় বলি।
মে —আমরা কোথায় যাই ? ব্রজে রইলেন রাই, তুমি রইলে পেয়ে
কংসের রাজ্যভার
মহ —দুই রাজ্যে দুজন রাজা, বল প্রজা হ'ব কা'র ?
স —তুমি রাজা, ব্রজে রাই রাজা, কৃষ্ণ ! আমরা দোহাই দিব কোন্
রাজার ?
খা —জান্‌তে এলাম তাই শ্যাম হে, যমুনার পার
দো —থাকি ব্রজে, একবার মনে করি ;—
তা কি পারি শ্যাম ? তোমায় না দেখে প্রাণে মরি
২ মে —এলে মথুরায়, মন ব্রজে ধায় ; প্রাণ কাঁদে হে বিচ্ছেদে সেই
শ্রীরাধার
অ —যখন কুঞ্জে ছিলে হৃষীকেশ,—
প্রেম রাজ্যের কথা, হ'য়েছে শ্রীরাধার হে ! ব্রজের রাজ্য ছিল
রামরাজ্য প্রায়, নাহি ছিল দুঃখের লেশ
২ চি —পরম সুখেতে গোপিকাগণ হে ! করিত বৃন্দাবনে বাস ;
২ প চি —উঠ্‌ত নিত্য রসের লহরী, রাধাকৃষ্ণে করিতে বিলাস
২ ফু —এখন কৃষ্ণ ! হওয়াতে অন্যথা, দাঁড়াই কোথা ?—
কোন্ রাজ্যে থাক্‌লে ঘুচিবে, মনের ব্যথা ?
৩ মে —একবার মধুভবন, আবার বৃন্দাবন, যাতায়াত, পরিশ্রম সহে না
আর (১২৯)

রচয়িতার নাম।

ধরতা

তাল রূপক

(অজ্ঞাত) চি।—কংসারি কংস ব'ধে কংসালয়, হলেন রাজ্যেশ্বর ;

প-চি —যেন ইন্দ্রের স্বর্গ, চতুর্দ্দিকে মন্ত্রীবর্গ, সুখে দেয় প্রজাবর্গে কর।

ফু।—গেল ঋতু হেমন্ত, বিরহিণীর কৃতান্ত, বসন্ত উদয়,—
কাতর হ'য়ে নিরানন্দে কংস রাজ্যে গিয়ে বৃন্দে, গোবিন্দের পদারবিন্দে প্রণাম ক'রে কয়

মে —প্রাণ যায় হে। শ্যাম হে, হ'ল অরাজক রাজ বৃন্দাবন ;
(এলেম বলিতে তাই) যায় জীবন মদন রাজার ত'সিলে

মহ —বল শ্যাম রাজ্যেশ্বর! এখন আমরা কোন্ রাজায় কর দিব গোকুলে ?

স —ব্রজে গোপীর প্রেমরাজ্য ছিল রাজ্য তোমার ; বিচ্ছেদ তায় হ'য়েছিল পত্তনেদার ;—সেই রাজ্যে মদন রাজা, বসন্তে হ'য়ে রাজা, করের দায় নারী প্রজার প্রাণ বধিলে।

খা —এলেম জানিতে তাই গোপী সকলে

২ ফু।—করের উপর দিয়ে কর, করহীনে কি সাধে কর? কি করি উপায়,—
প্রাণ যায় হে। শ্যাম হে।—যে করে সেই ব্রজপুরে, কর দিয়েছি তোমার করে, সেই করে আজ পরের করে, কর কি দেওয়া যায়?।

২ মে —করে কত রূপ কত অপমান, ভগবান (এলেম বলিতে তাই হে।) সে দায়ে প্রাণ রক্ষা হবে কোথা গেলে?॥ (১৩০)

ধরতা।

তাল রূপক।

চি।—হেমন্ত অন্ত হ'ল বসন্ত উদয় ;

প-চি।—কুমুদ বন, কুসুম বন, তমাল বন, যত জলে স্থলে বিকশিত হয়।

রচয়িতার নাম।

ফু।—শ্যাম বিনে, শ্রীহীনে, শ্রীমতী রাই দিনে ২, দীনহীন প্রায়,—
দশম দশা তায়,—অথবা ধরায়;—
স্থগিত দুটি নয়ন তারা, চকিতে চৈতন্যহারা, ঐ রাধায় ঘে'রে
গোপিকারা, কৃষ্ণনাম শুনায়

মে —শব্দ পেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে, চন্দ্রাবলী কৃষ্ণপ্রিয়ে, অতি বিনয়ে;
নিজ দাসীর কাছে গিয়ে, বলে কথা বিরলে।

মহ —তোরা দেখে আয় গো! কি ধ্বনি ঐ হয় গো ব্রজমণ্ডলে?

খা —বিপরীত বিলাপের ধ্বনি, নয় সে ধ্বনি গোপীমণ্ডলে।

২ মে —হায় ধ্বনি, যায় ধনী, মদনের জয় ডঙ্কা ধ্বনি, রাই ম'ল রাই ম'ল
ধ্বনি, এ কি শুনি গোকুলে?

অ —ধ্বনি কতই হয় বসন্ত সময়,
মধুকরে করে ধ্বনি, গুন্ ২ গুন্ ২ গুন ২ ধ্বনি, কোকিলের কুহু
ধ্বনি, সন্ ২ বহে মলয়

২ চি —
২ প-চি — } * (পাওয়া যায় নাই) * *
৩ ফু —

৩ মে —এত দিনে সব ফুরাল, ব্রজলীলা সাঙ্গ হ'ল, কে বা কা'র বল?
রাই কলঙ্কী নাম ঘুচিল, সাঙ্গ হ'ল সব লীলে। (১৩১)

ধরতা। (নীলু ঠাকুরের দল)

তাল রূপক

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য

চি।—বসন্তে শ্রীকান্তে সম্বোধিয়ে, বৃন্দে কয় ব্রজের বিবরণ;

প-চি।—কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণতাপে দগ্ধ, তোমার সেই মধুর বৃন্দাবন।

ফু —শুক শারী ডাকে না হে, কৃষ্ণ ব'লে;—
মধুকরের মধু ২ রব, সে রব নাই হে, কোকিল নীরবে ব'সে
আছে তমালে

মে —হ'ল সুখহীন বৃন্দাবন, শুন মধুসূদন! এ মধুর কালে ফলে ফুলে
শুকা'ল।

রচয়িতার নাম।

মহ —কৃষ্ণ দেখ হে, একবার দেখে যাও, বসন্তের প্রাণান্ত হ'ল

স —ব্রজের দুঃখানল, রাধার শোকানল, প্রবল হ'য়ে বিচ্ছেদ দাবানল,—তোমার ঋতুরাজ সসৈন্যে পুড়ে মোলো।

খা —কেন শ্যাম! তা'য় গোকুলে পাঠালে বল

২ ফু —ব্রজধামে ঋতুরাজের আগমনে,—
নব নব, তরুলতা সব, সুখে মুঞ্জরিয়ে ছিল কুঞ্জ কাননে।

২ মে।—তাহে মলয় সমীরণ, জ্বালায়ে হুতাশন, বৃন্দাবন সেই অনলে দহিল (১৩২)

ধরতা (নীলুঠাকুরের দল)

তাল রূপক।

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য

চি —ব্রজেতে মধুর ভাব, মথুরায় ভক্তিভাব, দুই ভাবের যে ভাবে হয় মন,

প-চি।—বুঝে ভাব, কৃষ্ণ! বাধ ভাব, তুমি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।

ফু —যদি তোমায় দেখে ব্রজাঙ্গনা, ছাড়্‌বে না;—
কৃষ্ণ ব'লে ডাক্‌লে পরে, রইতে পার্‌বে না

মে।—যদি না যাও হে কালাচাঁদ, গোপীগণ প্রাণে বাঁচ্‌বে না;
আবার আমারেও ব'ধে যাওয়া উচিত নয়

মহ —কৃষ্ণ, যেমন তোমার স্বেচ্ছা হয়

স —তুমি না গেলে নে যায় কে? যাও ত রাখে কে? যা কর কৃষ্ণ তুমি ইচ্ছাময় (১৩৩)

ধরতা

তাল রূপক।

চি।—যত মথুরা নাগরী, মধুর রাজ্যে হেরি, বৃন্দে কয় বিনয় বচন;

প-চি —দাঁড়া গো! একবার দাঁড়া গো! তোরা দুঃখিনীর দুটো কথা শোন্

ফু —বড় বিপদে প'ড়ে তোদেব রাজ্যে আমাব আসা ,—
আমরা গোকুলেব গোপিনী, শ্যাম তাপেব তাপিনী, গোবিন্দ করেছেন এই দশা।

মে —এই মথুরা নগরে, কুব্জা নাম কে ধরে, এখন যাবে কৃষ্ণ ক'রেছেন নূতন সুন্দরী ?।

মহ —তোদেব মধুপুরে আছে, শ্রীবাধাব প্রাণেব অবি কোন্ নারী ?

স —কেমন রমণী সে, তাবে দেখা গো ! একবার দেখি গো .
শুনেছি গো তা'বি প্রেমে, বিক্রীত হ'য়েছেন সেই শ্রীহবি ।

খা —বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা কবি

দো —তারে দেখি নাই গো লোকেব মুখে এ নাম শুনি ,—
সে যে ব্রজের ধন, কৃষ্ণধন, বাধাব সর্ব্বস্ব ধন, সেই ধনের গ্রাহক সেই বমণী
বড় বসিকা সেই ধনী, রসিক মনোমোহিনী, প্রেমেব ফাঁদে প'ড়েছেন বসিক চাঁদ বংশীধাবী

অ —তোমরা মধুপুরেব কুলাঙ্গনা, আমবা ব্রজেব ব্রজাঙ্গনা,
দেখা হওয়া ভাব, কথা কই গো সার— ওগো ! ভাগ্যক্রমে আজ এখন, পেলাম যদি দরশন, সুধাই সমাচার ; তোবা যাস্‌নে গো ! যাস্‌নে গো ! বোস্ গো একবার

২ চি —দে'খে গোপিকা সামান্যে, করিস্‌নে অমান্যে, যে জন্যে এলাম তাই শোন্ ;

২ প-চি ।—পবধন নাহি প্রয়োজন, সদা নিজ ধন কবি অন্বেষণ

২ ফু —একজন তোদেব দেশে ছিল, আগে কংসের দাসী ,—
এখন কংসেব আর বাজ্য নাই, দাসীব দাসীত্ব নাই, সেই দাসী হ'ল রাজমহিষী

২ মে —তোমবা জান কি গো তাবে ? যে এই মধুপুবে, বাধাব গলাব নীলকান্ত মণি ক'বেছে চুরি (১৩৪)

রচয়িতার নাম

ধরতা (চিন্তামণি মদকের দল)

তাল রূপক।

গদাধর মুখো

চি —এই ব্রজের ব্রজনাথ, বলিয়ে ধরে হাত, বৃন্দের আনন্দ হৃদয়,

প চি —ঈষৎ ভঙ্গি ছলে, ক'রে কৌশলে, গিয়ে দূতী কুজ্বার প্রতি কয়

ফু —ও কি কব গো রাজমহিষি —রেরোও গো। আমরা সব আহিরিণী, কৃষ্ণপ্রেম কাঙ্গালিনী, ব্রজের, আমার বৃন্দে নাম, কমলিনীর দাসী।

মে তুমি রাজপাটের ঈশ্বরী, আমরা ব্রজনারী, এনেছি তোমার কাছে চোর ধ'রে

মহ।—ও গো কুব্জা গো। আমায় ব'লে দে গো। মনোচোরের বাসা কা'র ঘরে?

স —ব্রজগোপীর মনচুরি ক'রে, এসেছেন মধুপুরে; সেই চোর এই চো'র, ব্রজের মা'খন চো'র, এমন চো'রের মন চুরি ক'রে কোন্ চোরে?

খা —হরে মন, আছে কে এমন? বল গো বল আমারে

২ ফু —তাই ভাবি গো ভাবি মনে;—
কুব্জা গো যা'র রূপে জগৎ ভোলে, কা'র রূপে সে জন ভোলে? বল গো. সে কি মনচুরির মন্ত্র কিছু জানে?

২ মে —তারে দেখ্‌ব গো একবার, কি আকার কি প্রকার, কি গুণে বেঁধেছে শ্যাম প্রেম ডোরে

অ —মন চোরের মন, ক'রে হরণ, এমন মোহন বিদ্যা সিদ্ধ কোন্ নারী? * * *

২ চি —শুনেছি পুরাণে, সমুদ্র মন্থনে, সুধা করিলেন বিতরণ;

২ প-চি —গিয়ে মন মোহিনীর বেশে নারায়ণ, ভুলাইলেন মহাদেবের মন

৩ ফু —ও কা'র আছে গো এমন সাধ্য, যে নহে জগৎ বাধ্য,—
জগতের দুরারাধ্য ধন গো। এমন কে আছে তারে করে বাধ্য?।

রচয়িতার নাম।

২৫৮ —সে যে কি মন্ত্র পেয়েছে, কোথায় কি জেনেছে, কি দিয়ে ভুলালে নটবরে? (১৩৫)

ধয়তা। (নীলু ঠাকুরের দল)

তাল রূপক।

গদ'ধর মুখো চি —সাজায়ে অষ্ট সখীর মণ্ডলী, বৃন্দে গে মথুরায় উদয়;
প-চি —সজল নয়নে, বিরস বদনে, কুব্জা কৃষ্ণের প্রতি কয়।
ফু।—রাধার প্রাণধন তুমি কাল শশি!—
আমি প্রেয়সীর যোগ্যা নই, শ্রীপদের দাসী হই, হে কৃষ্ণ!
দাসীরে কর্লে রাজমহিষী।
মে —বুঝি সেই রাগে হ'ল রাগ, বাড়ায়ে নব রাগ, বৃন্দেকে
পাঠায়েছেন কিশোরী।
মহ কৃষ্ণ আজ হে! ব'লে কৃষ্ণচোর, আমায় ধরেছে সব ব্রজনাগরী
স।—প'ড়ে গোপীচক্রে দাসীর প্রাণ যায়, শ্যাম! শ্যাম! শ্যাম হে!
এখন বিপদে রক্ষা কর শ্রীহরি!
খা।—কি হবে উপায়? বল কি করি?
২ ফু —শু'নে ভয় হয়,বলে যে সব কথা;—কৃষ্ণ, তোমায় কয় মনচোর,
আমায় কয় কৃষ্ণচোর, এখন দুই চোরে লুকাইব কোথা?।
২ মে।—বলে দুই চোরে বাঁধিয়ে, যাব ব্রজে লইয়ে, আজ্ঞা দিয়াছেন
শ্রীরাধা প্যারী
অ।—বড় ব্যাপিকে গোপিকে দেখি;—হে ত্রিভঙ্গ! করে কতই রঙ্গ;
কি জানি কি হয়, প্রাণে পেয়ে ভয়, কৃষ্ণ ২ কৃষ্ণ ব'লে ডাকি
২ চি।—কৌশলে কত ছলে কথা কয়, কে পারে সে ভাবের অন্ত;
২ প-চি —আমি কি জানি? তুমি আপনি, মনেতে জান শ্রীকান্ত!।
৩ ফু।—ইহার ভাব কি হে বনমালি?—বলে আমাদের রাই রাজা,
শ্যাম রাজা তার প্রজা, ব্রজে চিরকাল করেছিল কোটালী

রচয়িতার নাম।

৩ মে —এখন যাহাতে থাকে মান, কর তার সুবিধান, তুমি হে বিপদ কালের কাণ্ডারী (১৩৬)

(ধরতা পাওয়া যায় নাই)

উত্তর

তাল রূপক

রঘুনাথ দাস
চি —কৃষ্ণ ২ করি', আমি ডেকে মরি, কৃষ্ণ অতি নিষ্করুণ ;
প চি—পেয়ে কংস রাজার সৈরিন্ধ্রী, হলেন ব্রজাঙ্গনায় নিদারুণ।

ফু —আর তাঁর কার প্রতি বা মমতা ?—
কি প্রেমে কৃষ্ণ আসিবেন হেথা ?

মে —আজ কি অভাব্য অচিন্তনীয়, আশ্চর্য্য শুনালে এ সমাচার।

মহ —এমন ভাগ্য কবে হবে গো রাধার ? হরি ! হরি , হরি কি আসিবেন আর ? ॥

খা তুমি বট হিতকারিণী আমার

২ ফু —হিত নীত প্রীত বচনে এখন ;—
হবে কি স্নিগ্ধ এ তাপিত মন ?।

২ মে —গিনিসূতে গেঁথে, আর কি গলেতে, প'রব নীলকান্তমণি হার ?

অ তুমি ক'চ্ছ বটে সখি ! কর্ণেতে সুখী, প্রত্যয় না হয় মনে ;—
শুষ্ক শাখাদল, সে অতি নিষ্ফল, ফল্‌বে কি গো ! এত দিনে ?

২ চি —দেখ্‌লে স্বনয়নে, সে বংশীবদনে, হয় সে মনের প্রীত ;—

২ প চি —তাহা নইলে তাপিত অন্তর, বৃথা কচ্ছ অধিক তাপিত

৩ ফু —কও এ সখীরে , স্বরূপ ;—
পুনঃ কি হেরব সেই কাল রূপ ?।

৩ মে —প্রাণ চাতক আর কি করবে পান, সেই নীল মেঘের কৃপাজলধার ?

২ অ।—রবা বিল্বদল তুলে, কালিন্দীর কূলে, কাত্যায়নী আরাধি' ;—
কামনা ক'রে এই, পেয়েছিলাম সেই, কৃষ্ণ প্রেমানন্দ নিধি।

৩ চি।—আর কি কাত্যায়নী অঘটঘটনী, ঘটনা ঘটাবেন এমন ?

রচয়িতার নাম।

৩ প-চি।—পাব ব্রজবাসীর জীবন, সাধনের ধন কৃষ্ণ ধন ?

৪ ফু।—নয় ত গো তেমন কপাল ,—
দুঃখিনীর আর কি হবে সুখের কাল ?

৪ মে —সৈ ! কি পুন শ্যাম চন্দ্রোদয়েতে, হরবে মম মনের আঁধার ? ॥

৩ অ —আর কি বাজ্‌বে নিধুবনে, বন্য কাননে, বংশী মধুর ধ্বনি ?—
প্রাণ হবে স্থির, কি রে এ দুঃখিনীর, অন্তর জুড়াবে শুনি ? ।

৪ চি —সঙ্কেত কাননে, যমুনা পুলিনে, কেলি কদম্ব মূলে ;

৪ প-চি —আর কি তেম্‌নি রূপে, পুন হরি আসি', কর্ব্বেন মধুর লীলে ?

৫ ফু।—সেই ত গো ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি ;—
তেম্‌নি কি হেরবে আসি' কুবঙ্গী ?

৫ মে —যত সঙ্গিনী মিলি' তেমনি কি গো সৈ ! ভজ্‌ব কালাচাঁদে
পুনর্ব্বার ? ।

৪ অ।—আমার কৃষ্ণ হারাধন, মিল্‌বে গো পুন, পুণ্য কি আছে বল ?
অন্ত না জানি, কেবল স্বজনি, ভরসা সে পদ কমল।

৫ চি —ধর্ম্ম কর্ম্ম ফল, করেছি সকল, দুঃখে কৃষ্ণেতে অর্পণ ;

৫ প-চি —এমন নাইক কিঞ্চিত সুকৃতি, কিসে পাই সে দুরারাধ্য ধন ? ।

৬ ফু।—হোগ সত্য গো তোমারি কথা ;—
আসুক শ্যাম কুঞ্জে ঘুচুক গো ব্যথা।

৬ মে।—মৌখিক বচনে, বোধ না মানে মন ; দাস রঘুনাথে
কহে সার। (১৩৭)

ধরতা

তাল রূপক

(অজ্ঞাত) চি —কৃষ্ণের ব্রজে গমন হ'ল না, বুঝে বুঝিয়ে নিশ্চয় ;

প-চি —হ'ল ব্যস্ত মনোরথ, খেদে সব সঙ্গিনীগণেরে কয়।

ফু।—হ'ল হ'ল গো সকল হ'ল ;—
ভাল পূরল মনের আশ, ঘুচ্‌ল ব্রজের বাস, কৃষ্ণের মনে এই
কি ছিল ? ।

রচয়িতার নাম।

মে সখি, কি হ'ল কি হ'ল, কা'রে কব বল, কি করি ভেবে কূল
নাহি পাই

মহ —তোরা বল্ গো সখি! এখন কমনে যাই?

স মনস্তাপ, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ তাপ, এ তাপ কোথায় গে জুড়াব তার
নাইকো ঠাঁই

খা —নিরাশ্রয়, দেখি শূন্য যে দিকেতে চাই।

২ ফু —বড় আশাতে এসেছিলাম,—
ভাঙ্গিল সে আশার বাসা, ফুরাল আশা ভরসা, নযযৌ
নতস্থৌ হ'লাম

২ মে —ভাসি শ্যাম সিন্ধুজলে, দুঃখিনীর কপালে, তথাপি মনের আগুন
নিব্‌ল নাই

অ —ও গো সৈ! তোরা ত সব দেখিলি গো সাক্ষাতে;—
কৃষ্ণ আচার বিচার বর্ণে যেমন সৈ। জ্ঞান হয় কৃষ্ণ যেন সে,
কৃষ্ণ নয়, পার্লে নাকো চিনেও চিনিতে

২ চি —চিন্তার্ণবে ডুবে ভাবি সৈ! কর্ত্তে নারি নির্ধার্য্য;

২ প-চি —যদি আপ্‌নি করি ধৈর্য্যাবলম্বন, মন যে হয় অধৈর্য্য

৩ ফু —আমি মনেরে করি মানা;—
যদি কৃষ্ণ হ'ল তোর, নয়নের অন্তর, অন্তরে কেন ভাবনা?।

৩ মে —মনে তা শুনেও শুনে না, নিষেধও মানে না, অবোধ মনেরে
কি ব'লে বুঝাই? (১৩৮)

ধরতো।

তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি।—রাইকে কুঞ্জে কি ব'লে এলাম, করিলাম কি এসে হেথায়।

প চি —ধিক্২ ধিক্, করেছিলাম যে প্রতিজ্ঞা, ধিক্ থাকুক আমায়

ফু।—আজ ভাঙ্গিল সে সব অহঙ্কার,—
মনে ছিল একান্ত, জানিতাম নিতান্ত, রাধার কৃষ্ণ, কৃষ্ণ রাধার

রচয়িতার নাম।

মে —এখন সে প্রেম করে ভঙ্গ, রয়েছেন ত্রিভঙ্গ, কুবুজার অঙ্গে শ্যাম অঙ্গ ঢেলে

মহ —আমি আর যাব না ব্রজমণ্ডলে

স —কৃষ্ণধন, বিনে গো এখন, রাইকে এ মুখ দেখাব আর কি ব'লে ?

খা —তোরা যা ফিরে কুঞ্জে সখী সকলে

২ ফু —হ'লে শ্রীমতীর সঙ্গে দেখা ;—

তোদের সুধাবে যখন, বলিস্ গো তখন, আসিবে না তোদের বাঁকা

২ মে —যদি "বৃন্দে কৈ" বলে রাই, বলিস্ গো বেঁচে নাই, পুড়েছে কৃষ্ণ বিচ্ছেদ অনলে

অ —ও গো সৈ। একেত সে রাজার ঝিয়ারী ;—

ছিল শ্যাম গৌরবে গরবিনী রাই, কৃষ্ণের আদরে তার আদর মাখা তনু খানি, ব্রজের ঈশ্বরী

২ চি —চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত, দুই রত্ন ছিল এক ঠাঁই ;

২ প চি —তুল্য মূল্য অতুল্য সে শোভা সৈ হেরিতাম আনন্দে সবাই

৩ ফু —তেমন সুখ সৈ। কি আর হবে ?—

এখন বাঁচিব যতকাল, ঝুরিব ততকাল, কাঁদিতে জনম যাবে

৩ মে —আর করব না কৃষ্ণরব, হ'ল গো হ'ল সব, যা ছিল এ দুঃখিনীর কপালে (১৩৯)

ধরতা। (ভবানীপুরের দল)

তাল রূপক

জয়নারায়ণ বন্দ্যো।

চি —মলিন হেরি মুখারবিন্দ, যেন ইন্দু রাহুগ্রস্ত প্রায়,

প-চি —নাহি পূর্ব্ব বেশ, বিগলিত কেশ, বদনে বাক্য নাহি তায়

ফু —অতি দীনা ক্ষীণা কৃশাঙ্গিনী ;—

অভিমানী হেন অনুমানি, যেন মণিহারা ভুজঙ্গিনী

রচয়িতার নাম।

মে। তোমার হেরিয়ে ভঙ্গী ভাব, স্বভাবে হয় অভাব, এ ভাব বুঝিব সৈ কেমনে ?

মহ —এ কোন্ ভাবের ভাব, ভাবি তাই মনে।

স।—হে'রে হয় কত ভয় ; দুটি নয়ন ছল ২, তাহে বহে জল, কিসে ঔদাস্য, হাস্য নাই চন্দ্রাননে ?

খা অভিপ্রায় বল শুনি শ্রবণে

২ ফু —তোমার আসার আশে, প্রাণ ধ'রে সকলেতে, দেখ আছি সখি! — হ'ল সে আশা নিরাশা দেখি

২ মে —তোমায় হেরিয়ে রসময়ী! অধৈর্য্য হলেম সৈ! কিসে হই শীতল তাপিত প্রাণে ?।

অ।—সখি গো! কি জন্য এত অভিমান ?—ঘর্ম্ম বিন্দু অঙ্গময়, হেন মনে জ্ঞান হয়, যেন কেউ ক'রেছে কি অসম্মান।

২ চি।—ব্রজের ধন আন্‌বে ব'লে ব্রজে, গেছলে যমুনার পার ;

২ প-চি।—তা ত হ'ল না, কৃষ্ণ এল না, হ'লনা আশার সুসার।

৩ ফু।—এসে দেখা দিলে একাকিনী ও স্বজনি!—কোথায় বল শুনি সেই প্রাণ কৃষ্ণ গুণমণি ?

৩ মে —তোমার যে দেখি ভাবের ভাব, হে'রে হয় অনুভব, বুঝি বংশীধর এল না বৃন্দাবনে (১৪০)

উত্তর (হরিমোহন বন্দ্যোর দল)

তাল রূপক।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। চি।—শ্রীকৃষ্ণের আশায়, হ'য়ে নিরাশয়, এই দশা ঘটেছে আমার ;

প-চি।—পূর্ব্ব ভাবে তাই ভাবান্তর, মনেতে যন্ত্রণা অপার।

ফু —ব্রজে আন্‌ব ব'লে ব্রজের জীবন ধন ;—গেলাম করিয়ে বড় সাধ, কৃষ্ণ সাধিল বাদ, বিষাদে যথা তাই এখন।

মে —মাধব এলনা ব্রজেতে, ম'জে কুব্জার প্রেমেতে, এখন বল গো সৈ, কিসে বাঁচাই শ্রীরাধায় ?।

রচয়িতার নাম।

মহ —জান্‌লেম নিশ্চিত গো প্রাণ সৈ, ব্রজে আস্‌বে না শ্যামরায়

স —প্রাণ সৈ শুন কই, কৃষ্ণ ভুলেছেন রাধার ভাব, তাঁর এখন নব ভাব, আর কি শ্যাম জুড়াবেন রাধিকায় ?

খা —এই দশা ঘ'টে থাকে সখি গো! সুখের দশা যখন যায়

২ ফু —মিছে ভাব্‌লে সখি! কি হবে এখন ?—
রাধার কপালে সে সুখ আর, এখন গো হওয়া ভার গোপিকার জুড়াবে না মন

২ মে।—সুখ হবে না ব্রজে আর, মনে বুঝেছি সার, এখন অকূলে দুকূল বুঝি ভেসে যায় (১৪১)

ধরতা

তাল রূপক

রঘুনাথ দাস

চি —সেই যে গেলে তুমি, ও বৃন্দে স্বজনি! বাক্যে তুষিয়া আমায়,

প-চি —আছি ঊর্দ্ধ বদনেতে চেয়ে, সদা কৃষ্ণের আশায় আশ্রয়

ফু —দিন ২ দিন হ'তেছে অবসান;—
দুঃখের দিন গেছে যুগের সমান

মে —ব'লে সুসংবাদ, শুন্‌লে পরে তার, অন্তরেতে আমি সুখী হই

মহ —যে ধন আন্‌তে গেলে, আমার সে ধন কৈ ?

ওঃ —গেলে একা, একা দেখা দিলে সৈ,

খা —রসহীনে কেন বৃন্দে! হ'য়ে রসময়ী ?

২ ফু —বল ত বিশেষ সমাচার,—
কোথা নীলকান্ত মণি সে আমার ?

২ মে —সেই কালিয়ে আমার, প্রাণ জুড়াবার ধন; অন্য ধনের অভিলাষী নই

অ —বড় দর্প ক'রে মনে, হাস্য বদনে; বল্লে গমন কালে,—আন্‌ব কালাচাঁদ, পূরাব মন সাধ, সর্ব্ব সখী মণ্ডলে

২ চি —এক্ষণে যে সখি! কেন অধোমুখী, দেখ্‌তেছি যে মৃদু ভাব;

রচয়িতার নাম

২ প চি।—ইহাব ভাব কি, বল দেখি শুনি, বুঝি হয় নাই কৃষ্ণ ধন লাভ
৩ ফু —বাব বাব আব সুধায কত বার ,—
সুধালে উত্তর না কর তার
৩ মে —আমি যে মবি সখি ! তাব উপায় কি ? মন যে স্থির না হয় তাহা বই।
২ অ —আমি, কুঞ্জে একাকিনী বঞ্চি বজনী, কৃষ্ণ হইয়ে হারা ;—শ্যাম নটবব, সজল জলধব, চিন্তি চাতকিনী পাবা
৩ চি —ভরসা মনে এই, ভুবন বিজয়ী, বৃন্দে ! তুমি যে আমার ,
৩ প-চি।—তুমি আপনি গেলে মধুপুব কৃষ্ণ আসবে ব্রজে পুনর্ব্বাব
৪ ফু।—কৈ ? কৈ ? কৈ গো তার নিদর্শন ?—
কৃষ্ণ তোর সঙ্গে নাহি ত এখন।
৪ মে।—জ্ঞান হয়,যেন লুকাযে রেখে কালা,ক'রছ ছলা,যাতে দুঃখী হই
৩ অ।—বৃন্দে। সব জান তুমি, ব'ল্‌ব কি আমি, কৃষ্ণ হেন যে নিধি ,
ছিল পীতবাস, তাহার সহবাস, বঞ্চিত কবেছেন বিধি।
৪ চি —তাহাতে তুমি ধনি ! হইযে সহায়িনী, গেলে যমুনারি পার ;
৪ প চি।—অনেক ক্লেশ পেলে কৃষ্ণে আন্‌তে, পথপ্রান্তে, ক'বে উপকাব।
৫ ফু —সেও ত গো ! কোথা কৃষ্ণধন ,—
পেলে তায় ক'রব যতনে যতন।
৫ মে।—যদি মন্দিরেতে, রাখ্‌ব যতনেতে, দাস রঘু কহে উচিত ঐ।

(১৪২)

(উক্ত গীতের উত্তর পাওয়া যায় নাই)

পাল্‌টা

তাল রূপক

রঘুনাথ দাস।

চি —করি' মর্ম্মচ্ছেদ, দারুণ সংবাদ, বৃন্দে ! শুনালে আমায় ;
প-চি।—শুনে শূন্য হ'ল মম দেহ, দেহে প্রাণ ত রাখা হ'ল দায়।
ফু।—হায় ! হায় ! হায় রে। সুখের পিঞ্জর ,—
বিনা শুক দুঃখে হতেছে জর্জ্জর

রচয়িতার নাম।

গে।—শ্যাম তমাল তরু আশ্রয় বিনে, যত গোপিকা নৈরাশ হ'ল।

মহ —কিসে এ প্রাণ বিহঙ্গ বাঁচে বল ?

ওঃ —কৃষ্ণের আশালতা যদি ভাঙ্গিল

খা।—ফুরাল গো ব্রজে, কৃষ্ণলীলা ফুরাল।

২ ফু —হায়! হবে বন এবে বৃন্দাবন,—
বিনা সে জীবনধন ন' র'বে জীবন।

২ মে।—লতা হ'ল তরুহীন, বারিহীন মীন ; কি দুর্দ্দিন ফণী মণি হারা'ল (১৪২)

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

ধবতা। (বলাইদাসের দল)

তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি —রেখে কৃষ্ণেনে কংসালয়ে, মুরলী লইয়ে, শ্রীনন্দ এলেন নন্দালয়

প-চি।—দে'খে বাঁশরী, কেঁদে কিশোরী, অতি বিনয়ে বংশীর প্রতি কয়।

ফু।—ও তোর মধুর ২ গানে, মধুর নিধুবনে, আসি,—
ওরে বাঁশরি! আমি তো হ'তে হ'য়েছি কৃষ্ণের দাসী

মে।—ও তুই বাজ্‌তিস্ সর্ব্বদা, জয় রাধা শ্রীরাধা, সে মধুর ধবনি কি ভুলে গেলি ?।

মহ —শ্যামের বাঁশি! ও তোর শ্যাম কোথায়, বল রে কেন একা তুই ব্রজেতে এলি ?

স —তোরে অধরে ল'য়ে শ্যাম, করিতেন রাধার নাম, আমরা সব যেতেম কুঞ্জধাম, এখন সে মধুর ধবনি কি ছেড়ে দিলি ?

খা —কৃষ্ণের সঙ্গে পেয়ে তোরে, লোকে কয় মোহন মুরলী।

দো।—ও তুই যন্ত্র এলি হেথা, যন্ত্রী রহিলেন কোথা ? মরি বিনে হরি,—
তুই আর রাই ব'লে বাজিস্‌নে রে বাঁশরি।।

রচয়িতার নাম।

২ মে।—ও তুই হলিনে সানুকূল, মজালি গোপীকুল, অকূল পাথারে গোকুল ডুবালি (১৪৩)

ধবতা (কেষ্টা মুচির দল)

তাল রূপক

(অজ্ঞাত) চি।—শ্যাম! সেজেছ হে বেশ, ওহে হৃষীকেশ! রাখালের বেশ এখন কোথায় লুকালে?

প চি —মাতুল বধিলে, ও তুল করিলে, গোপ গোপীকুলে, গোকুলে অকূলে ভাসালে

(ফুকা ও মেলতা পাওয়া যায় নাই)

মহ। হরি! কে বুঝে তোমার এ লীলে? ভাল প্রেম করিলে।

স —হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতী, পাইয়ে শ্রীপতি! শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে॥ (১৪৪)

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

দ্বারকালীলা

ধবতা। (পরাণের নিজ দল)

তাল রূপক।

পরাণচন্দ্র চন্দ্র। চি।—পতিদান ব্রত ক'রে হবিষ মনে;

প চি —কৌতুকে সত্যভামা নারদকে, দিলেন দান কৃষ্ণ দক্ষিণে।

ফু।—পেয়ে সেই মণি, লয় মুনি, অমূল্য নীলকান্ত মণি, মুনির মনের ধন,—(হায় গো!) পেয়ে তপোধন;—

কালঘনের কাল গায়, বিভূতি মাখায় তায়;—সেই রূপ কেমন, অগ্নি যেমন, ভস্মে আচ্ছাদন

মে।—উদ্ধব সেই রূপ দে'খে, মনের দুখে হে! (উদ্ধব সেই রূপ দে'খে) শ্যামকে কয় শ্যাম! কি লীলা করেছ?।

রচয়িতার নাম

মহ —সখি হরি ! এ কেমন বেশ ? ত্য'জে মনমোহন বেশ,
আবার বেস্ সন্ন্যাসীর বেশ সেজেছ

স —একবার এই বেশে সেই গোকুলে, রাধার মান ভিক্ষা নিলে ,—
কাশীতে যেমন অন্ন ভিক্ষে লয় ত্রিলোচন ;—ভাবকায় প্রেম
পক্ষে,করিতে কার্ মান বক্ষে,কি দুঃখে চাঁদমুখে ছাই মেখেছ ?

খা —ত্য'জে সংসার ধর্ম্ম, সকল ত্যাগ করেছ

২ ফু ছিল রাজ বসন রাজভূষণ, রাজ আভরণ, রাজ সিংহাসন ,—
রাজ্যের আশা নাই, ভার্য্যের আশা নাই ,—
ভিক্ষার ঝুলি অঙ্গেতে, তীর্থবাসীর সঙ্গেতে , তীর্থে গমন,
তীর্থ ভ্রমণ, মনের বাঞ্ছা তাই

২ মে —দেখি ঋষির আকার, ঋষির ব্যাভার হে!—দেবঋষির সঙ্গে
সঙ্গে চলেছ (১৪৫)

প্রভাষ

ধরতা (হরু ঠাকুরের নিজ দল)

তাল রূপক

হরু ঠাকুর। চি —নাহি পীত ধটি, মুরলী, গোচারণের সে ভূষণ ,

প-চি —এবে যদুপতি। হ'য়েছ ভূপতি, দ্বারকাপতি সোণার
ভবন

ফু —যদুনাথ ! আর কেন দুঃখিনীগণে স্মরণ হবে ?—
গিয়েছে সে সব, ব্রজের ভাব, ম'জেছ হে নব ভাবে

মে —রুক্মিণী আদি রাজসুতা, বশতা, সবে সেবে ও চরণ ;
রাধা কুরূপিনী, গোপের রমণী, বনবাসিনী কি লাগে মন ? ।

মহ —হরি ব্রজনারী চেন না এখন, ওহে ব্রজগোপীর প্রাণধন !

খা —প্রভাস তীর্থে দরশন

দো —পাইয়ে কৃষ্ণেরে, অভিমান ভরে, কহে করে ধ'রে গোপীগণ ।

অ —ওহে শুনেছি দ্বারকাতে তব, সে সুখ বিলাস ;
মহিষীগণের বিবিধ প্রকার, পুরাতেছ অভিলাষ ।

রচয়িতার নাম।

২ চি —সত্যভামার মান রাখিলে, যোগিয়ে পারিজাতের কানন ;
২ প চি।—তাহে আছ বাঁধা, সাধো প্রিয় সাধা, ভুলেছ রাধার প্রেমধন।
২ ফু —তোমারে অকিঞ্চন জননাথ, কৃষ্ণ। জগজনে কয় ;—
এই হেতু নাথ অকিঞ্চন যত, ও পদে আশ্রয় লয়
২ মে —সেই নামে কলঙ্ক রাখিলে, ত্যজিলে যখন শ্রীবৃন্দাবন ;
আর ও চরণ, না লবে শরণ, দুখে গেলে প্রাণ দুখী জন।
২ অ।—শুন হে বহু কালান্তরে, প্রাণ বঁধু। পেয়েছি দেখা ,
জীবনে মরণে, হার তোমা বিনে, আর নাহিক সখা
২ দো সুখ দুখ কৃষ্ণ। তব হাত রাধানাথ। কবি হে নিবেদন।
৩ মে রাধার মানের দায়, ধর না তার পায় এখন , চলহে নিলাজ।
গোপিকা-সমাজ, ব্রজরাজ নন্দের নন্দন (২৪৬)

প্রভাস মিলন।

ধরতা (কৃষ্ণদাস দাসের দল)

তাল রূপক।

ঈশ্বরচন্দ্র চট্টো। চি সুপর্ব্ব শুভদিন, সূর্য্যগ্রহণের দিন, প্রভাসে যজ্ঞ করেন শ্যাম ;
প-চি।—শুনে নারদের মুখে তাই, সঙ্গিনীর সঙ্গে রাই, অধিষ্ঠান কুরুক্ষেত্র ধাম।
ফু।—শ্যামচাঁদের চন্দ্রাধর, দে'খে অনেক দিনের পর, রাধার হ'ল মানোদয় ,—ব্রজের ভাবোদয় প্রেমোদয় ,—
অমূল প্যারী গরব ক'রে, বদন ঢেকে নীলাম্বরে, রাহু যেমন চাঁদকে ঘেরে, গ্রহণের সময়
মে।—যথা যজ্ঞেশ্বর করেন মহাযজ্ঞ ,—রুক্মিণী রাজমহিষী, সেই যজ্ঞ-স্থলে আসি', কৃষ্ণকে হাসি' ২ বল্‌তেছে।
মহ।—বল মদনমোহন। এমন নূতন ২ গ্রহণ, কোথায় কে দেখেছে ?

রচয়িতার নাম।

স —দেখ দিবাকর রাহুর ভয়ে, শশব্যস্ত,—আবার প্যারীচাঁদ ঐ মান রাহুগ্রস্ত,—গগনে সূর্য্যগ্রহণ, ভূতলে চন্দ্রগ্রহণ, এক দিনে যুগল গ্রহণ হ'য়েছে

খা —গোবিন্দ! তাই সন্ধ হ'তেছে।

অ —বনমালি! বলি তাই, তোমায় বলি তাই বলি তাই, এখন যা হল শ্যাম, করি তাই,—সব রাশিতে সকলগ্রহণ দেখিতে বিধি নাই, কাছে যাই কি না যাই,—কাছে গেলে পাছে কুগ্রহ ঘটে, রাহুচক্রে পাছে মারা যাই

২ ফু —রাই বদন আচ্ছাদন, অরুণ কিরণসম্বরণ, দে'খে গ্রহণ হয় যে ত্রাস;—হ'ল সর্ব্বগ্রাস, কি হুতাশ,—কে দেখেছে এমন জ্বালা, অমা কলায় পূর্ণ কলা, চন্দ্রগ্রহণ দিনের বেলা, এ কি সর্ব্বনাশ?

২ মে —জানি দিবসে সূর্য্যগ্রহণ হয় হে —অরুণের ঘুচ্‌ল গর্ব্ব, রাই চাঁদের কিরণ খর্ব্ব, অসম্ভব পর্ব্বে পর্ব্ব ঘ'টেছে (১৪৭)

উত্তর (পরাণের নিজ দল)

তাল রূপক।

পরাণচন্দ্র চন্দ্র

চি —গ্রহণের কথা শুনে, শ্রীকৃষ্ণ কয়;

প-চি।—দেখালে চন্দ্রগ্রহণ ভূতলে, এই সূর্য্যগ্রহণের সময়

ফু।—একি ব্যাপার সর্ব্বনেশে, যুগল গ্রহণ যুগের শেষে, হ'ল দেখ্‌তে পাই; আজ হে তোমায় বলি তাই;—
সন্ধিযোগে বিমানে, গ্রহণ লাগে গগনে, কারুর পক্ষে দেখে চক্ষে, কারুর দেখ্‌তে বিধি নাই।

মে।—তাই হে করি মানা, গ্রহণ দেখ্‌তে মানা, দেখোনা এমন গ্রহণ অসময়।

মহ —যুগের শেষে যুগল গ্রহণ, এ ত নয় সুগ্রহণ, হবে আজ এই গ্রহণে যুগ প্রলয়

রচয়িতার নাম।

স —হ'ল যে গ্রহণ এই গ্রহং, যুগ প্রলয়ে যুগল গ্রহং, ক'রে যুগের শেষ;
এই গ্রহণে দেখ্‌ছি বিশেষ, হ'ল দানের শেষ মানের শেষ,
গ্রহণের শেষ আজ লীলার শেষ, কর্‌তে রাধা চাঁদ উদয়

খা — * * * *

অ —এই হ'ল গ্রহণের ফলে, হ'ল সমাধা প্রমদা রাধার লীলে ;
প্রিয়ে এখন নিত্যে প্রভাস তীর্থে, এসে দেখা দিলে ,—
ও প্রেয়সি হে , কর্‌তে গ্রহণ অন্তে স্নান, অম্‌নি অন্তর্ধান,
ভাস্‌তে হ'বে অকূল জলে। (১৪৮)

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

পাল্‌টা। (কৃষ্ণদাস দাসের দল)

তাল রূপক।

ঈশ্বরচন্দ্র চট্টো টি —এক গ্রহণ পাওয়া ভার, দুই গ্রহণ তায় আবার, প্রভাযে
হ'ল ঘটনা ,

প চি —কৃষ্ণ , দান ধ্যান করবার দিন, কি শুভ দিন, এমন সুদিন আর
ত পাবে না

ফু —আছে বেদ বিধির এই প্রমাণ, গ্রহণের দান অক্ষয় দান,
তাই বলি হে বাঁকা শ্যাম পূরাও মনস্কাম, বাড়্‌বে নাম ;—
যত আছে পুণ্যক্ষেত্র, গয়া কাশী গঙ্গা ক্ষেত্র, সকল ক্ষেত্রের
প্রধান ক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র ধাম

মে —কৃষ্ণ ! অপরে অন্য দান কি করিবে হে? এল রাই যে দান নিতে,,
সেই দান দাও প্রভাযেতে, সুখ্যাতি থাক্‌বে এতে, জগৎময়

মহ রেখে মানীর সম্মান, প্রেমালিঙ্গন রাইকে দাও দান, এই গ্রহণ
সময়

স —প্রেমের সঙ্কল্প ক'রে প্রভাব তীর্থের কূলে, একবার রাইকে বসাও,
তোমার বক্ষঃস্থলে ,—ও দানে উভয় স্বর্গ, ফল পাবে চতুর্ব্বর্গ,
যজ্ঞেশ্বর ! তাইতে যজ্ঞ পূর্ণ হয় ॥

রচয়িতার নাম।

খা —বিলম্বে আর নাহি ফলোদয়

অ —মনের খেদ আর রেখো না, কিছু রেখনা ২ কৃষ্ণ এমন দিন আর পাবে না,—মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্র তাও কি জান না? গ্রহণ তায় ঘটনা;—এখন তীর্থে ২ যাও, নেত্রে ২ চাও, মিলন ক'রে পূর ও বাসনা

২ ফু —যাও ত্বরায় বংশীধর। রাধার করে দিয়ে কর, অগ্রে কর প্রেম দান; শেষে মুক্তি স্নান তীর্থ স্নান,—
দানে সকল দুঃখ হরে, হবে কৃষ্ণ হবে হবে, দানের দায় বলির দ্বারে, দ্বারী ভগবান

২ মে —আগে দান করা শুভ কর্ম্ম দক্ষিণে,—দক্ষিণে যথাশক্তি, দিয়ে দান কর ভক্তি, ভক্তিতে মেলে মুক্তি, বেদে কয় (১৪৯)

ধরতা (নীলু ঠাকুরের দল)

তাল রূপক

গদাধর মুখো। চি —শ্যাম এলেন সামন্ত পঞ্চকে, নারদ মুখে, শুনিয়া সংবাদ;

প চি।—সখীগণ সঙ্গে করি', এলেন প্যারী, হেরিতে সাধের কালাচাঁদ

ফু —কেঁদে রাধে কৃষ্ণ ২ বলে;—
দুটি নয়ন ছল্ ২, অশ্রুজল, ধারা বয় বদনকমলে।

মে —দে'খে ললিতে কৃষ্ণে কয়, দয়াময়! পার চিন্‌তে?
বহুদিন আজ দেখা নাই

মহ — দেখ কৃষ্ণ হে, এলেন কৃষ্ণ কাঙালিনী রাই

স —সেই গেলে, আর না এলে গোকুলে, ব ইকে সঙ্গে ক'রে ল'য়ে এসেছি তাই

খা —জান ত পদাশ্রিত, গোপিকা সবাই

২ ফু —রাধানাথ হে! যা হবার তা হ'ল;—
এনে দিলাম হে তোমার রাই তোমার ঠাঁই, আমাদের ব্রজের খেলা ফু'রাল

রচয়িতার নাম।

২ মে —দেহ যৌবন মন প্রাণ,কুল মান,প্যারী সব সঁপেছেন কৃষ্ণ তোমার ঠাঁই

অ —প্রণাম করি নাথ!—
আমরা ব্রজের আহিরিণী নারী সব ; দিলাম হে পরিচয় মনে হয় কি না হয়, শ্যাম হে দুঃখিনীদের প্রতি কর দৃষ্টিপাত।

২ চি —শ্রীবৃন্দাবনে যে সব লীলে, ক'রেছিলে, আছে ত মনে?

২ প চি —সে গুণ যত, মুখে কব কত, শেলের মত র'য়েছে প্রাণে

৩ ফু —দেখ সেই এই বৃকভানু সুতা ;
তোমার কাল রূপ ভাবিয়ে, কালিয়ে! কালী হ'য়েছেন রাই স্বর্ণলতা

৩ মে —একবার বঙ্কিম নয়নে রাই পানে ফিরে চাও হে!
দে'খে তাপিত প্রাণ জুড়াই (১৫০)
(উক্ত গীতের উত্তর পাওয়া যায় নাই)

পাল্টা (নীলু ঠাকুরের দল)

তাল রূপক

গদাধর মুখো

চি —করিতে রাধার মান রক্ষে,বিনয় বাক্যে কর্লে সম্ভাষণ ;

প চি —মরি ২ ও বাক্য মাধুরী, শুনে হরি! জুড়াল জীবন।

ফু —দে'খে রাইকে ভাবের উদয় হ'ল,—
ভাল বল দেখি মাধব! এ গৌরব, এ প্রেম এত দিন কোথায় ছিল?

মে —অনেক যন্ত্রণা পেয়েছে, জেনেছে, গোপীর নাই হে গতি কৃষ্ণ! তোমা বই

মহ —কথায় ভুল্‌ব না কৃষ্ণ! আমরা কথার কাঙ্গাল নই।

স —রাধারে বসাও বামে, তীর্থধামে, দেখে ঐ চরণে সবাই লিপ্ত হই

খা।—শুন শ্যাম! নিবেদন তোমায় কই।

২ কু —রাধানাথ হে! তব দরশনে ;—
ছিল শ্রীদামের অভিশাপ মনস্তাপ, বুঝি হে ঘুচিল এত দিনে
২ মে —ভাগ্যে এসেছেন আপনি রাই, দেখ তাই, নৈলে রাইকে
তোমার মনে ছিল কৈ ?
অ —পূরাই মনসাধ, একবার যদি ঐ শ্রীমুখের আজ্ঞা পাই ;
যেখানে রাধা শ্যাম, সেই খানে ব্রজধাম, ভাবগ্রাহী আপনি
তুমি কানাই!
২ চি —এইখানে সাজাই বৃন্দাবন, নিধুবন, নিকুঞ্জ কানন ;
২ প চি   সেই কিশোরী, সেই তুমি শ্রীহরি, সেই সব নারী আমরা
গোপীগণ
৩ ফু —বসায়ে হে রত্ন সিংহাসনে ;—
কৃষ্ণ, তুমি নীলবর্ণ, রাইবর্ণ, দুই রঙ হেরি দুটি নয়নে
৩ মে —আমরা গেঁথে মালতী হার, স্তবনার, অঙ্গে দ'নিয়ে কৃষ্ণ।
প্রেমানন্দে রই   (১৫১)

রচয়িতার নাম

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পাঁচালী (সখের)

প্রথম পরিচ্ছেদ ঠাকুরাণী বিষয়।

বসন্ত বাহার। মধ্যমান।

পরাণচন্দ্র মিত্র — শিবানী বাণী, শিবরূপিণী, শিবদায়িনী মা!
ত্বংহি আদ্যে মহাবিদ্যে! বিদ্যা বিধায়িনি!
ত্বং সাকারা নিরাকারা, ত্বংহি মুক্তি, ভক্তি প্রদায়িনি!
(তেহারাণ—করুণাময়ী) (১)

ঐ। ঐ।

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী — ঈশানী শানী, ঈশরূপিণী, ঈশমোহিনী মা!
ত্বংহি আদ্যে সিদ্ধ বিদ্যে! শ্রদ্ধা বিধায়িনি।
ত্বংহি শিবে শক্তি ভক্তি, মুক্তি যুক্তি, মোক্ষ প্রদায়িনি!। (২)

ঐ দোলন

(অজ্ঞাত) — দুর্গতি নাশিনী, হর-মন মোহিনী জননী
সারদে বরদে তারা, সর্ব্বানী ত্বং পরাৎপরা, ত্বংহি ভবদুখহরা, মা,—
অভয়ে গো!—তব পদ তরি বিনে, বল তরিব কেমনে?
ভব তুফানে,—দুরাশয়, এ তনয়,দেহি দীনেরে পদ তরণী (৩)

ঐ। ঐ

ঐ — মা, কেমনে পাব ও চরণ? ক'রো না বঞ্চন।
ত্বংহি আদ্যে বেদমাতা, ধ্যানে জ্ঞানে না পান ধাতা,
বেদৈবি লিখন (৪)

রচয়িতার নাম।

সোহিনী বাহার। তিযট।

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ভাব ঐ নিরুপমা শ্যামা মা, হরহৃদি বিলাসিনী
সৃজন পালনকর্ত্রী, অখিলের সুখ দাত্রী, দৈত্য সংহারিণী (৫)

বাহার। দোলন বা আড়াঠেকা।

ঐ কি হবে শিবেশানি ? । মা !
নিকট হ'ল কাল, কুলকুণ্ডলিনি ! তবু ত ভাবে না চিত ভবানী, মা !
চিত নিয়ত বিরত শ্রীপদে, রত সতত সম্পদে, পদে ২ সম্পদ বিপদ জানি' (৬)

ঐ। একতালা।

ঐ মা সুখ বর দায়িনী
ত্রিতাপহারিণী, ত্রিগুণ ধারিণী, য-ম দ-ণ্ড খ-ণ্ড ক-রা। দুর্গতি নিস্তারিণি
কে জানে মা ! তোমার মায়া ? মায়াময়ি ! দয়াময়ি। মা, মা ! শি-ব ক-র্ত্রি ! শি-ব-রা-ণি ! দনুজসংহারিণি।। (৭)

ঐ কাওয়ালী।

রামতারক সেন স ঋ গ ম সেধে গুণী, সাধনা সদা শিবাণী
সগধ, গগম, পপধ, নীনী সা, ঋ নী সা, সা
সূক্ষ্ম তত্ত্বে নির্গুণং, স্থূল তত্ত্বে গুণময়ী ত্রিগুণং, জগৎ করিতে স্থিতি,
তুমি প্রধানা প্রকৃতি ; চরণং ধারণং তারণং কারণং শরণং, মা .
বেদ বিধি বিধানে, জীবে রক্ষ মোক্ষদাত্রি নিদানে ,
ঐহিক প্রার্থিক হিত, ও চরণ পরিমিত ; বামাচার, শুদ্ধাচার,
নিরাকার কি সাকার, ত্বংহি সার, মা . (৮)

রচয়িতার নাম।

জয়জয়ন্তী দোলন।

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
জয়ন্তী জয়া যন্ত্রিণী
সর্ব্বাধারা, সর্ব্বস্বচেতনী, সহস্রারে ব্রহ্ম স্বরূপিণী মা গো!
(তেহারাং—করুণাময়ী) (৯)

বেহাগ একতালা।

পরাণচন্দ্র মিত্র
(হর) হৃদয় নিলয়োপরে, বিহরে বামা, রঙ্গিণী
ভবভাবিনী ভবানী, ভুবনমোহিনী।
চঞ্চলা চপলা বালা, সুপ্রবলা, রিপুবলহারিণী,—মৃদু হাসে, তম
নাশে, তাহে খরতর অসিধারিণী (১০)

পরজ বাহার। ঢিমা তেতালা।

(অজ্ঞাত)
কাতরে রেখো রাঙ্গা পায় (মা অভয়ে.)
দীন হীন ক্ষীণ জনে, হের তারা ত্রিনয়নে! অকৃতি এ অভাজনে, মা
কর মা নিজ গুণে তারিতে হবে এ দীনে,আমি অতি নিরুপায়
অপার ভবের ঐ শ্রীপদ তরণী,পাপ নিবারিণী বিপদ নাশিনী, কাল ভয়
নিবারিণী, সুখদা মোক্ষদায়িনী,—কি হবে গো ভবরাণি!
ভেবে ২ প্রাণ যায় (১১)

বিভাস। দোলন

ঐ
ত্রিপুরা ত্রিগুণাধারা; এ মা!
শক্তিরূপা শিবকরা, শঙ্করী রূপিণী।
(তেহারাং—করুণাময়ী) (১২)

রচয়িতার নাম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সখীসংবাদ।

সুরট। দোলন।

(অজ্ঞাত) অপার সংসারার্ণবে, ভাব রে ত্রিভঙ্গে
যে পদ-কমলোদ্ভব, নিস্তারিণী গঙ্গে
অস্থূল স্থূল কারণ, তন্মধ্যে হয় সাধন, সেই তরি শ্রীচরণ, এ ভব
তরঙ্গে (১৩)

ছায়ানট। মধ্যমান

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কিবা শোভা বৃন্দাবনে, মদনমোহন
বিরাজেন শ্রীরাধার সঙ্গে, ভক্তের জুড়াতে মন
কিবা অভিনব রূপ, নবনীরদ স্বরূপ, তাহে কান্তি শ্রীচরণ। (১৪)

বাগেশ্রী বাহার। একতালা

ঐ বাজে ঐ বাঁশরী বিপিনে
চল্‌লো চল্, সচঞ্চল, জীবনে বাঁচিনে, হরে প্রাণ মুরলী তানে।
অধৈর্য্য প্রাণ আমার, বাঁচা ভার,—আমি শ্যাম বিনে সব হেরি
শূন্যাকার; হায় ২ প্রাণ যায় সে যথায়; কি সুখ অসুখ
ভবনে? (১৫)

সুরট দোলন

(অজ্ঞাত) স্বজনি। রজনী গেল সব, কৈ কেশব, এল নিকুঞ্জ কাননে?।
না এল মনোরঞ্জন, না হ'ল দুখ ভঞ্জন, সার হ'ল গুরু গঞ্জন, কলঙ্কী
সখীগণে
গোপিকার প্রাণ হরি! কোথা গেলে প্রাণ হরি'? হরি বিনে প্রাণে
মরি, আসি এই বিপিনে (১৬)

রচয়িতার নাম

সুরট। রূপক।

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

এখন প্রবোধ না মানে অবলার প্রাণে।
শয্যা আর সহ্য ভার, শ্রীরাধার প্রাণাধার বিনে
দুখে যায় রজনী, কি করি গো স্বজনি? কলঙ্কিনী আসিয়ে বিপিনে
বিধুমুখ চায়ে সৈ বল কত দুখ সই? দুখ দিলে সুখ ভুঞ্জনে (১৭)

সিন্দুরা ধামার

(অজ্ঞাত)

আরে সখি জানাব কি?।
বাঁকা শ্যামের চতুরালি, জানিতে আছে কি বাকি?
নিজে বাঁকা মন বাঁকা, আর বাঁকা আঁখি; তাহার প্রেম বাঁকা,
ব্যবহারে দেখি (১৮)

বেহাগ। কাওয়ালী।

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কালরূপ হেরিন না সখি রে।
কালার প্রেমের দায়, কুল লাজ মান যায়, কালা কাল হ'ল
সখি, গোকুল মাঝারে।
তোরা যা ২ যা যত সঙ্গীগণ, যে কালবরণ; কাল কালা হ'ল আজি
প্রেমদায়ে বিসর্জ্জন, ত্যজিলাম শ্যাম আমি, বিধাতা যা করে
প প প ধ নী ধ প ম গ, গ গ ম গ ঋ সা; সা গ ম গ, গ ম প
ধ নী সা, সা ' গ গ গ ম গ ঋ সা, নী সা ঋ গ ঋ নী সা (১৯)

ঐ। একতালা।

(অজ্ঞাত)

পাসরিবি রাই কেমনে?
জীবনের জীবনে, যারে হারাইতে নয়নে নয়নে
গোপিকার প্রাণ হরি, বিশেষ রাধিকার,—বিনে শ্রীহরি শ্রী হরি',
হরি হরি, মরি ২ প্যারি আছ ধরাসনে। (২০)

রচয়িতার নাম।

পরজ বাহার ঢিমে তেতালা।

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী যেও না কুঞ্জে যেও না (ও শ্যাম !)
মানে মান রবে না রবে না, করি হে মানা
মানিনীর মান সামান্য ত নয়, রসময় যেও না ;—রাই, দুর্জ্জয় মানে
মগনা, তব মান রাখিবে না
নিদারুণ পণ শুন হে কানাই ভাবি তাই, কি বালাই ! রাই,
এ জনমের মত আর, কালরূপ হেরিবে না (২১)

বেহাগ। একতালা।

ঐ কালান্তক কাল স্বরূপ, রূপ শ্রীমতী কোপে
নাশে রতিপতি সতী হর রূপে
চন্দন ভস্ম, বেণী জট, অনুতাপে ;—গলে শৈথিল্য দোদুল্য নাহি তুল্য,
ফণী মণি হার হ'ল ঘোর দাপে
অম্বর নিকর বাঘাম্বর, কটি ঝাঁপে ,—বলে সংহার সংহার, থর থর,
থর ২ থর, কোপে অঙ্গ কাঁপে (২২)

সুরট খাম্বাজ। কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) আহা মরি! কি সেজেছ হে গুণমণি .
র ম ণী-র মনোচোরা রমণী ; একি তব, হেরি নব ভাব ?
ভুলালে কামিনী হ'য়ে কুলের কামিনী
শ্যামরায়! একি দায়, ঘটিল হে তোম র ? মুরলী মোহন চূড়া লুকাইলে
কোথায় ? বাঁকা আঁখি, কোথা বল দেখি, লুকাইয়ে রাখিবে
হইয়ে নবীন বিদেশিনী ? । (২৩)

বেহাগ। ঐ।

ঐ কি প্রাণ কঠিন তোমারি।
হায় পাষাণেরি কি কিসেরি, বুঝিতে নারি কিশোরি!

রচয়িতার নাম

প্রতিজ্ঞা ক'রো না প্যারি হেরিব না আর শ্রীহরি, মরি২ হরি
তোমার প্রাণ ;—শ্যামের বদন হে'রে আমরা ঝু'রে মরি
শয়নে স্বপনে হের যে কালশশী সে শ্যাম কি নয় হবে হবে কেবল
হাসাহাসি, আবার ভাবিবে আমরা ভাবি গো তাই, শেষে
এই হবে রাই! সেধে আন্‌তে হ'বে তার যুগল পদে ধরি' (২৪)

বেহাগ। কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) ঐ, তমাল হ'তে কোকিলে
বলে দেখ গো সকলে, ব্যাকুল বিরহানলে, আকুল হ'য়ে গোকুলে
শ্রীহরি শ্রীপদ তলে ;—বারেক নয়নে হের রাই!—মানের
করিতে হ্রাস তুষিছেন কত ছলে।
চাও২ ফিরে চাও ওলো শ্রীমতি! পতিত তোমার পদে অখিলপতি ,—
শুন লো মানিনি! ত্যজ লো দারুণ মান, রাখ্‌তে চাও যদি
মান ,—প্রমাদ হ'বে বিনোদ যদি খেদে যায় চ'লে (২৫)

ললিত। দোলন।

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হৃষীকেশ যোগীর বেশে, ভুবন ক'রেছে আলো
যোগিনী মানিনী রাধে, যোগীর বামে প্রকাশিল
বাঘাম্বর পরিধান, শিরে জটা সুশোভন, বিভূতি অঙ্গের ভূষণ, অতুল
উজ্জ্বল ;—স্বর্ণলতা সুবদনী (তেহারাণ মরি হায়! হায়. হায়!
রে) বামে রাধা বিনোদিনী, মেঘে যেন সৌদামিনী, হে'রে নয়ন
জুড়া'ল (২৬)

খাম্বাজ। কাওয়ালী

(অজ্ঞাত) ক'রো না ক'রো না পিরীতি শ্রীমতি!।
একে তুমি নব যুবতী

ব্রজরমণীর নাম।

জানলা চেন না, সে যে রাখাল তার প্রেমে ম'জোনা ; সে শঠ ত
লম্পট হরি ; তুমি রাজনন্দিনী ;—দেখো ভুল না ম'জো না
যেন কালার পিরীতে, দিও না তুমি রাখালে মতি (২৭)

খাম্বাজ কাওয়ালী

(অজ্ঞাত) সৈ ! কি কারণে এ কাননে আইলে ?
সকলে ;—এ কি সাজ লাজ ভয়, নাহি হয়, কুল কামিনী হইয়ে
কেমনে কুল ত্যজিলে ?
যদি বল বংশীরবে, বিপিনে আইল গোপিনী সবে ; (আমি)
তা ব'লে কি, প্রাণসখি ! বংশী বাজাইব না হে ! আর এ
গোকুলে ? (২৮)

ঐ। ঐ।

(ঐ) চতুরঙ্গে গোপালে গো পালে দিগ্‌
কি শোভা প্রভাতে, ধেনু বেণু সঙ্গেতে শ্রীহরি আ মরি !
আ মরি মরি ! গমন যেন গোঠেতে
ধ ধ প ধ ধ প ম গ, সা গ ম প , ধা কিটি ২ ধা ধা কিটি ২,
গাধি ২ থুনা ২, ধে কেটে তাক্ ধে কেটে তাক্ ধে ধে ধুাং,
কৃড়াং কৎ ধেরে কেটে তাক্ ত্রে ধেনা ধা ধা (২৯)

ঐ। ঐ

ঐ সেথা, দে'খে এলাম শ্যাম গুণমণি।
শুন গো রাধে বিনোদিনি ! যতনে বসিয়া রায় রতন সিংহাসনে,
কুবুজা হ'য়েছে তার প্রিয় পাটরাণী
মনোহর পুরী'পরে নহবৎ বাজিছে ; কেটে তাক্ থুনা কেটে তাক্
থুনা, ত থুনা তা থুনা থুনা, থুন্ থুনা থুন্ থুন্ ত কা কেটে

রচয়িতার নাম।

তাক্ কেটে কেটে ধ্লাং, কেটে তাক্ কেটে ২ ধ্লাং, কেটে তাক্ কেটে ২ ধ্লাং ; ধেখেনা নেগেনা ধেখেনা নেগেনা তাকা গদি ঘেনা ধ্লাং, তদাবে দানী (৩০)

হাম্বির। কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) ধিক ২ ধিক শত ধিক্ কুটিলে !

ভাল সতীত্ব প্রকাশিলে ; যশ বাড়ালে, কলঙ্কের কুম্ভ কক্ষে দিলে ,— আহা ম'রে যাই কি বালাই ! মুখে আগুন কালী চুণ, তাও দিতে বাকি নাই ,—আমাদের হ'লে, কলসী বেঁধে গলে, ঝাঁপ্ দিতাম গিয়ে যমুনারি জলে।

ধন্য ২ বড় মান্য বাড়ালি, সাধে মাথায় দিলি কলঙ্কের ডালি, কুল মজালি লোক হাসালি ; দেখাস্‌নে লো কালামুখি ! মুখ আর এ গোকুলে। (৩১)

আড়ানাবাহার। একতালা।

ঐ দেখ দুর্গতি উদ্ধব রে আমার (প্রাণ যায়)।

কহিবে মাধবে, ম'ল রাধা তোমার

মরি বে দুঃখে মনের দুঃখে, সবে মাত্র আছে মরণ অপিক্ষে, কৃষ্ণ বিনে প্রাণ কে করে রক্ষে ? মান, প্রাণ, ধ্যান, জ্ঞান, সব কেশব, এ সব সহে না আর (৩২)

গৌড়মল্লার কাওয়ালী।

পরাণচন্দ্র মিত্র দে'খে, দুঃখেতে প্রাণ কি বাঁচে ?

ভাসে নয়ন জলে, জ্ঞানহীন ভূতলে, কি কব মাধব ! শবাকার সবে প'ড়ে আছে।

ক্ষণে ২ অচেতন ক্ষণে হয় সচেতন, "কোথা নীলরতন ?" ব'লে করে রোদন, তাদের জীবৎ মৃত্যু হ'য়েছে।

রচয়িতার নাম

নন্দ যশোদার দুর্গতি, কি কব হে ও শ্রীপতি! বলে "মরি ২,
কোথা হে শ্রীহরি?" তব আসা পথ চেয়ে র'য়েছে (৩৩)

বাগশ্রী। একতালা।

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
তোমার বিরহানলে (শ্যাম হে!)
গোকুলে সকলে, দি-বা নি-শি নয়ন্ জলে
ছি! ছি! শ্যাম গুণধাম! এ কি ধর্ম্ম তোমার?—যে ভজে,
সে মজে, কর এই দশা তার; অ-ব লার কু ল না-শি লে
কি ভাবে তোমায় পায়? বল হে তার উপায়,—নিরূপায়, ধরি
পায়, রাখ পায়, শ্রীরাধায়;—গো-পি-কার প্রা ণ র খিলে (৩৪)

বসন্তবাহার। ঢিমা তেতালা।

রূপচাঁদ পক্ষী
কিবা অপরূপ মরি হায় ২
কিবা রক্তোৎপল আভা, অতি মনোলোভা, কনক নূপুর শোভা
পায় পায়
ছিল নীলাম্বরী এবে দিগম্বরী, হ'ল মহেশ্বরী শ্রীব্রজেশ্বরী, নামামৃত
পানে মগনা সদা, শিবমোহিনী স্বরূপিণী;—অষ্ট সখীতে
কিবা ডাকিনী যোগিনী ভাবে, নাচিছে গাইছে মাদোল
বাজিছে;—ধ্লাং কিটি ধ্লাং; বাজে ধা কেটে তাক্ ধুম্ কেটে
তাক্ ধেনা, ধেনা ধুম্ তারে ধেনা, না দেন্ দেন্ দেন্ ভুম দেন্
দেন্ দেন্ দানি তা তদারে দানি; অতুল রূপের আমি কি দিব
তুলনা তায়? (৩৫)

সুরট রূপক।

পরাণচন্দ্র মিত্র।
রূপে মন মধুকর! মধু কর পান
শ্রীকান্তের শ্রীপাদপদ্মে, ত্যজিয়ে অন্য সন্ধান
অবহেলা না কর,ওরে মধুকর! দিনকর সুতের হাতে পাবে ত্রাণ (৩৬)

রচয়িতার নাম।

সুরট। রূপক।

পরাণচন্দ্র মিত্র। কে পারে ত্যজিতে প্রাণধনে ?
নির্জনে, পা'য়েছি দেখা, ওহে প্রাণসখা ! যাবে হে কেমনে ?
(ও হে শ্যাম !) (৩৭)

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দাশরথী রায়ের গীতাবলী।

কৃষ্ণবিষয় —বস্ত্র হরণ

(কৃষ্ণের প্রতি ব্রজাঙ্গনাগণ) সুরট মল্লার কাওয়ালী

তোমার এ কেমন বাসনা হরি ?
নিলে কুলবধূর বাস হরি, আর কতক্ষণ জলে বাস করি ?
যাব আমরা বাস, শুন হে পীতবাস! বাস দিয়ে বাজাও বাঁশরী
ঋতু শীত শীতল জল কাঁপে কায়, রমণী বিবস কায় ,—রমণী বিবসে দহে, সে কর্ম্মে পৌরুষ কি হে ? শুনেছি নাম রাস-বিহারী॥ (১)

মান ভঞ্জন

(সখীর প্রতি রাধিকা) সিন্ধু জৎ।

বৃন্দে গো! কেশবের বিচ্ছেদ, কে সহে প্রাণে ?।
আমার শবরূপ যে দেহ আঁধার প্রাণ কেশব বিনে।
না শুনে গান বাঁশরীর, না হেরে শ্যাম শরীর, করে কি শরীর কিশোরীর, সে কেবল গোবিন্দ জানে। (২)

ঐ আলাইয়া। একতালা।

আসার আশা আর, কেন গো বৃন্দে ?
অস্তাচলে সখি! নিরখি চন্দ্রে , ভানু প্রকাশিবে, কুমুদী মুদিবে, হ'লে দিবে কি এনে দিবে গোবিন্দে ?
দেহ পিঞ্জরেতে ছিল প্রাণ পাখী, কৃষ্ণ প্রেম আধার দিয়ে তারে রাখি,সে পাখী আজি প্রাণ হারায় সখি! প'ড়ে প্রাণ কৃষ্ণ আশা ব্যাধের ফান্দে (৩)

(কৃষ্ণের প্রতি চন্দ্রাবলী) সুরট একতলা।

দাসীর কুঞ্জে থাক এ শর্ব্বরী
কবি কৃপাদান, কর হে বিধান, করুণানিধান হবি।।
তব জন্য সহ্য গুরুর গঞ্জন, শুন হে বিশ্ববিপদভঞ্জন! তুমি মনোরঞ্জন
এস নিরঞ্জন! নয়নের অঞ্জন করি
পূর্ণব্রহ্ম কর পূর্ণ অভিলাষ, কিঞ্চিৎ অবকাশ কর হে প্রকাশ,
অন্তরেতে যেন ভেব না আকাশ, ব্রজেশ্বরী হৃদে স্মরি' ,—
হ'য়ে বনদগ্ধা হরিণী যেমন, হরি হে! কোর না শ্রীহরি এখন,
যেও না শ্রীহরি হরি' দাসীর মন, হরিষে বিষাদ করি' (৪)

ঐ বেহাগ। জৎ।

রাধার হৃদয়ের ধন! আজি বৃন্দাবনে
কর হে বাণিজ্য কার্য্য, আজ এ দাসীর সনে।
আমার স্বীকার, তোমায় সব সম্প্রদানে; তুমি যে ধন দিবে সেই
ইঙ্গিত নয়নে;—ইথে কি লাভ বঁধু! ভাব দেখি মনে (৫)

(কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা) রামকেলী মধ্যমান।

বল হে নির্দ্দয়! নিশি কোথা বঞ্চিলে?
কোন্ ধনীর বাড়ালে ধনি, শ্যামধনে ধনী করিলে?
যার সনে ক'র্লে বিহার, সে হারে নাই তোমারি হা'র, না দিলে
চিন্তামণি হার, চিন্তামণি যার গলে। (৬)

ঐ সুরট কাওয়ালী।

না রহিবে মান সে মানে
ফিরে যাও হে কৃষ্ণ! নিজ স্থানে মানে ২
না হেরি নয়নে কভু সে মান সমান মান, রাখিতে মান মানা যদি হে

মান, সে মান বিদ্যমান গেলে হবে হতমান, মানুষে বস্তু জ্ঞ ন মানে মানে (৭)

(বৃন্দার প্রতি কৃষ্ণ) দেশ। জৎ।

বৃন্দে হে, প্রাণ দেহে থাকে কৈ?
বুঝি "হা রাই!" ব'লে হারাই জীবন, দাঁড়াই কার কাছে সৈ?
আর সহে না বিচ্ছেদ ব্যাধি, গত নিশির শেষাবধি, দুঃখের নাহি অবধি, ক'রেছেন রাই বসনই,—বৃন্দে হে কোন প্রকারে, বাঁচাও বিচ্ছেদ বিকারে, দেখাতে পথ অন্ধকারে বা'রে কই আর তোমা বৈ?।
রাই কুঞ্জে যাব বলি', মনে ছিল শুন বলি, পথে পেয়ে চন্দ্রাবলী, ল'য়ে গেল তোমায় কই,—যার নামে সদা ভজি, সে আমায় ত্যজিল আজি, যার জন্য গোলোক ত্যজি', নন্দের বাধা মাথায় বই (৮)

ঐ ললিতবিভাষ ঝাঁপতাল।

কিরূপে পথ, দেখি তার পথ, বলা মত বটে।
নয়ন জলে, পথ ভুলে, পথে বুঝি পতন ঘটে
কি কাল পথ ভ্রমে, চন্দ্রাবলী-কুঞ্জ পথে গে'লাম; আমি আর হব না এ মুখ, কান্তামুখ পন্থা হারালাম;—প্রাণ সংহারের পথ ঘটিল নিকটে
আমার, করিলি কি গতি বিধি! যে পথে মম গতিবিধি, করি কি বিধি সে পথে আজি কণ্টক বটে,—কুপথে পড়িলে অন্ধ, তারে পথ দেখাতে হয়, তাহে বৃন্দে হে! তোমার সনে, নহে পথের পরিচয়; দোসর হ'য়ে সুসার সখি! কর এই সঙ্কটে (৯)

(কৃষ্ণের প্রতি চিত্রা সখী) অহং। একতালা

কর একি রঙ্গ?।
ধরা শয়নে, ধারা নয়নে, আজি এমন কেনে, রসভঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ?

কি লাগি উদাসী ? বল না দাসী রে, বিগলিত কেন শিখীপুচ্ছ শিরে ?
এতে শোভে কি হে শ্যাম অঙ্গ ?—বংশীধর ! কেন বংশী
ধরণীতে ত্য'জে বাঁধা গুং এ সঙ্গ ?
কেন না হেরি কেশব ! প্রাণাধিক সব সং হে , সখা সঙ্গ?—কি লাগি
খেদিত, না হয় বিদিত, কি ভাব উদিত কেন হে মুদিত, ক'রে
যুগল অপাঙ্গ ?—কিসে মর্ম্মে ব্যথা, কও না ডাক্‌লে কথা,
মাধব ! আমি কি হে বৈরঙ্গ ? (১০)

(রাধার প্রতি চিত্রা) বাগশ্রী। কাওয়ালী

সে বিনে শ্যাম কিসে রবে ?।
রাধে ! আজি গো ধ'রেছে তব শ্রীধরে, তব বিচ্ছেদ বিষধরে।
বুঝি হারায় জীবন সাধের ব্রজের জীবন, হেরি তার আকার ;—
দে'খে এলাম আমি শ্যাম অঙ্গে যে বিকার,হ'ল গোকুল অন্ধকার
বিনা তব অঙ্গীকার, আর সাধ্য কা'র সে বিকার প্রতিকার
করে ? (১১)

(রাধার প্রতি বৃন্দা) খাম্বাজ। একতালা

ছি। তোর মানের মান কি এত ?
করলি সাধের শ্যামের মান হত।
যে গোবিন্দ পদ আপদের আপদ, শঙ্করের সদা সম্পদ, পদে যার
ব্রহ্মপদ, সে তোর পদে প'ড়ে পদচ্যুত।
যে মাধব মুনিগণের শিরোমণি, কণ্ঠভূষণ তোমার নীলকান্তমণি,
রমণীর দায়ে সে মণি অমনি, মণিহারা ফণীর মত। (১২)

(বিদেশিনীর প্রতি বৃন্দা) ঐ। তিয়ট।

আহা মরি, যাস্‌নে গো কুঞ্জে কালবরণি!
কোন রূপে প্রাণ পাবিনে, এখন প্যারী কালরূপের প্রতি
কালরূপিণী

ও নবরঙ্গিণী শ্যামাঙ্গিনী ধনি! তুই ত নহিস্ গো অতি সামান্যা
রমণী তাই তোরে কই, জানি, হন ত মানিনী এখন কমলিনী
কুঞ্জে গেলে কালী কাল রূপা কালকামিনী
কালাচাঁদের উপর মান ক'রে ধনী, কাল দেখ্‌লে যেন কাল ভুজঙ্গিনী,
রাই, বলি তাই,—ছিল শ্যামাঙ্গিনী সখী তারে চন্দ্রামুখী,
দিলেন কুঞ্জের বাহির ক'রে অমনি (১৩)

(কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা) ললিত। একতালা।

এমন কালরূপ আর নাই, ত্রিসংসারের মাঝে অন্য
নাই আর এমন বাঁকা নয়ন, আমার বাঁকা সখা ভিন্ন
অন্য বরে আর ভুলিনে, আমরা শ্যামের বাঁশী বিনে, তেম্‌নি তোমার
বীণে শুনে, দেহ অবসন্ন,—যা ভাবিয়ে, বসন দিয়ে, হৃদি
ক'রেছ আচ্ছন্ন, তবু দেখা যায় লো ধনি, ঐ ভৃগুমুনি পদচিহ্ন (১৪)

(ঐ) ঝিঁঝিট খাম্বাজ আড়াঠেকা।

তা কি নাই হে তোমার মনে?
যাবে তুমি কোন্ তীর্থ ভ্রমণে? সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা উদ্ভবা তব চরণে।
কি জন্য যাবে সাগরে? গয়া গমন কিসের তরে? ঐ চরণ ত
গয়াসুরের, শিরে ভব নিস্তারণে।
বঁধু হে! যাবে কাশীতে, কোন্ পুণ্য প্রকাশিতে? কি অধর্ম্ম
বিনাশিতে, আছে মননে?—শ্যাম! তোমার ঐ চরণ কাশী,
কাশীকান্ত অভিলাষী, দাও হে গোকুলবাসি! সদা, বাঞ্ছাফল সেই
পঞ্চাননে। (১৫)

(ঐ) বিভাষ। কাওয়ালী।

মরি হায় ২, শুনে হাসি পায়
যাবে কাশী কালশশি! ভস্মরাশি মেখে গায়।

বঁধু হে! যাবে কাশীতে, কি বল্‌বে কাশীবাসীতে? কাশীধামে
প্রবেশিতে, কাশীনাথ পড়িবেন পায়
হে কৃষ্ণ! এ কষ্ট সহিবে কেমনে? কি বালাই মাখ্‌বে ছাই ও
চন্দ্রবদনে, ত্যজে বাঁশী ও শ্যামশশি! ধ'রবে না কি দণ্ড,
কাশী যাওয়া কর্‌তে কেবল গোপীর প্রাণদণ্ড, পীতাম্বর!
ত্য'জে পীতাম্বর বাঘাম্বর কি শোভা পায়? (১৬)

(কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা) দেশ জলদ তেতালা।

যোগি! ঐ খানে হবে বসিতে
কুঞ্জে পাবে না প্রবেশিতে, অম্‌নি যোগীবেশে রাবণ এসে হরিল
হরিল সীতে
আজ্ঞা হ'লে আনি যদি ভিক্ষা লন, কিম্বা হয় যদি পদ প্রক্ষালন,
জাহ্নবীর জল যে বাঞ্ছা সকল, এনে দেয় দাসীতে
দেখ্‌ছি তোমার তেজঃপুঞ্জ কলেবর, যোগীবর তুমি তুল্য দিগম্বর,
দিতে পার বর, ক্রোধ হ'লে পর, প'র জীবন নাশিতে;—
কিন্তু আমরা তোমায় ভয় করিনে যোগি, ভ'জে রাই হ'য়েছি
ভয়ত্যাগী, (যেমন) যমের ভয় করে না ও হে যোগি!
ভাগীরথী তীরবাসীতে (১৭)

(ঐ) খট একতালা।

যাতে ক্ষীর সর, হে গোকুলেশ্বর, নন্দরাণী দেয় আনন্দে
আমি দাসী হ'য়ে এমন দুষ্কর্ম্ম, করিব কি রূপ? ওহে বিশ্বরূপ! দিব
ভস্ম মেখে তোমার বদন চাঁদে
আমি তোমার হে গোবিন্দ গোলোকবাসি চরম কালের ধন ঐ চরণ
ভালবাসি, বৃন্দাবনে বৃন্দে তোমারি দাসী, দিতে চন্দন তুলসী
পদারবিন্দে
তুমি হে গোবিন্দ, যশোমতীর কোলে, যে মুখমণ্ডলে ব্রহ্মাণ্ড দেখালে,

পুনর্জন্ম নাস্তি সে মুখ হেরিলে, জীবের মুক্তি ঘটে ভবের
ফান্দে (১৮)

(বৃন্দার প্রতি কৃষ্ণ) আলাইয়া। একতালা।

সেই ত আমি জগত মাঝে হই
কে নয় আশ্রিত চরণে, হীন আচরণে ? জগতের জীব ঝুরে মম গুণে,
গোলোক ত্য'জে এসে বৃন্দাবনে,বৃন্দে ! নন্দের বাধা মাথায় বই
জাননা হে বৃন্দে গোকুলরমণি আমি চিন্তামণি আমায় চিন্তে মুনি,
স্ববমণির শিরোমণি হ'য়ে, ভৃগুমুনির পদ হৃদে বই (১৯)

(ঐ) বারোয়াঁ। একতালা।

নৈলে কে পায় ধরতে রাধার পায় ?
অনুকম্পায় যে জন আছে,ধরে' পায় ভবের উপায় সে করেছে, জগ ২
যে রাধার পায় ধরেছে, সে কি পায় ধরিতে শাস্তি পায় ?
ব্রহ্মজ্ঞান আমার করেছেন কিশোরী, আর কি এখন আমি লগ্নান
পায়ে ধরি ? ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি রাই ব্রহ্মময়ীর কৃপায় (২০)

(মিলন গীত।) ললিত একতালা।

কি শোভা রে কুঞ্জে রাই সহ শ্রীগোবিন্দ
নব ঘন পাশে যেন উদয় হল রাকা চন্দ্র
ব্রজেশ্বরী রাই কিশোরী, হরির হরি' নিরানন্দ ; বিভবিছেন বংশীধরে,
সমাদরে প্রেমানন্দ।
ডাকিছেন সুধাংশুমুখী, শুক এল আয় শ্যামাসখী, শ্যাম শোকে অসুখী
হ'য়ে, ব'লেছি তোয় মন্দ ;—ডাকেন শুকে নাচ্‌বে সুখে, সুখের
সময় কি আর সন্দ ? মধুকর ধ্বনি করে, পান করে মকরন্দ
(২১)

কালী কৃষ্ণ রূপ।

(কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দ দূতী) পিলু বারোয়াঁ। জৎ।

তুমি রাই হতে কি, বড ভাব হরি ?
তুমি অগতির গতি, তোমার গতি রাই কিশোরী।
কৃষ্ণ! তোমার নামের গুণে, হবে বিপদ ত্রিভুবনে, তোমার বিপদ
হ'লে বাজাও, রাই ব'লে বাঁশরী।
রাই হ'তে যে তোমায় মানে, তা দেখেছি মুর্জ্জব মানে, বাকি কি
শ্যাম! অপমানে, সাধিলে চরণ ধরি' (২২)

(রাধিকার উক্তি) সিন্ধু ভৈরবী। পোস্ত।

যা মনে করি ম্যানে, মন কি মানে বাঁশী শুনে ?
বাঁশীতে মন উদাসী, হই গে দাসী শ্রীচরণে
মনে হয় মানে বসি, হেবব না আর কাল শশী, কাল হ'ল মোহন
বাঁশী, না হেরিলে মরি প্রাণে।
পারিস্ কেহ সহচরি! রাখিতে মোর মন্‌কে ধরি ? কালাচাঁদ প্রেম
ডুরি, বেঁধে আমার মনকে টানে (২৩)

রাধার প্রতি বৃন্দা) ঐ। ঐ

কি চিন্তা কর ধনি . হরি ২ কর ধ্বনি
চল হেরি গে হরি হরিষে, দুঃখ হরিবে অমনি
চিন্তিলে চিন্তা হরে, চিন্তে যারে বিধি হরে, স্বজনি! চিন্তা জরে,
ঔষধী শ্যাম চিন্তামণি।
রাখ রে দাশরথি! হরি চরণে মতি, কি শঙ্কা ? হরি স্মৃতি, সর্ব্ববিপদ
নাশিনী (২৪)

(সখীগণের উক্তি) খাম্বাজ জৎ

বাই অঙ্গ সাজাব দিয়ে কি ভূষণ ?। (ওগো স্বজনি .)
ও যার রূপেতে রহিল ঢাকা, বাকা শশীর কিরণ
রাই রমণীর শিরোমণি, ও অঙ্গে সাজে না মণি, যার ভূষণ শ্যাম
চিন্তামণি, চিন্তা করে মুনিগণ
বর্ণনে যার বর্ণ হারে, তাঃ সাজে কি স্বর্ণহারে ? যে রূপ হেরিয়ে হরে,
মুনি জনার মন (২৫)

(কুটিলার প্রতি রাধিকা) সিন্ধু ভৈরবী। আড়াঠেক।

কেমনে প্রাণ ধরি, না হেরে মাধব মাধুরী ?
ধ'রো না ননদি ! তোমার চরণে ধরি
কৃষ্ণ প্রেম তৃষ্ণানলে, তিষ্ঠে না মন গোকুলে, জলে রাই চাতকী বিনে
কৃষ্ণ প্রেম-বারি।
গোকুল-রমণীগণে, গেল কৃষ্ণ দরশনে, আমি বিচ্ছেদ হুতাশনে,
কেমনে তরি ?—হরি ব্রহ্ম পরাৎপর, আমারে কি হ'ল পর ?
আমি জানি পূর্ব্বাপর আমারি হরি
যদি আমি বুঝাই মনে, মনোহর ভেবো না মনে, মন তাতে মনাভিমানে, মরে গুমরি,—পুরাইতে মনোমত, কৃষ্ণপদে মনোরথ,
সংসারে বিরত মন, দিবা সর্ব্বরী (২৬)

(ঐ) খাম্বাজ জৎ।

ও গো ননদি ! তুই কেবল চিন্‌লিনে আমার কৃষ্ণধন।
কিন্তু জগজ্জনে জানে কৃষ্ণ জগতের জীবন
ননদি ! তোমার প্রতি, বিমুখ বৈকুণ্ঠপতি, সমুদ্রে বাস ক'রে কি
তোর, পিপাসায় মরণ ?
সাধে যাঁয় শঙ্কর বিধি, ননদি ! মোর কৃষ্ণ নিধি, দুস্তর ভবজলধি,
নিস্তার কারণ॥ (২৭)

টোড়ী ঝাঁপতাল

নিরখিতে ব্রজবাজে, ত্য'জে নিন্দা কুল লাজে, গতি নিন্দি' গজরাজে, চলে ব্রজ বিলাসিনী।
ভাবে হ'যে চল ২, প্রেমে আঁখি ছল ২, বসে সখি চল ২, যেন চঞ্চল হরিণী (২৮)

(কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা) খাম্বাজ। জৎ।

এ কি তোমার বিপরীত রীত হে গুণমণি?
তোমার পাদপদ্মে পদ্ম কেন? তাহে সুরধুনী
কমলময় সকলি দেখি, কমল কর আর কমল আঁখি, শ্রীঅঙ্গ নীল কমল, বামে রাই কমলিনী।
কমল মুখে তায় কমল হাসি, কমল কর তায় কমল বাঁশী, কমলা সেবিত কমল পদ দুখানি (২৯)

(ঐ) জয়জয়ন্তী। জৎ।

তুমি হে কমলাকান্ত! এত ভ্রান্ত কি কারণ?
নাশিতে রাবণে, কর বন পশু আরাধন।
লঙ্কা যেতে কৃপাসিন্ধু বন্ধন করিলে সিন্ধু, তোমার নামেতে নিস্তার হয়, ভবসিন্ধু জগজ্জন
গোলোকেতে বিরাজিত, তুমি ইন্দ্রাদি পূজিত, তোমায় করে ইন্দ্রজিত, নাগপাশেতে বন্ধন
তুমি কাঁদ শক্তি বিনে, শক্তি কাঁদে অশোক বনে, শক্তিশেলে মরে প্রাণে, তব ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ (৩০)

(ঐ) কাফি সিন্ধু পোস্ত।

ঐ দেখ আসছে আয়ান বংশীবয়ান! বন মাঝে
বিপদে যায় হে জীবন, মধুসূদন! তোমার ভ'জে

দুষ্ট দেখেছে মোরে, লুকাইব কেমন ক'রে? কিঞ্চিত স্থান আমারে,
দাও হে অভয় পদাম্বুজে
রাখ হে করুণা করি'. তব করুণায় শ্রীহরি। সহস্র ঋষিতে রাখি,
এসেছিলাম এই ব্রজে (৩১)

সিন্ধু। কাওয়ালী

কুঞ্জ কাননে কালী, ত্যজে বাঁশী বনমালী, করে অসি ধরে
শ্রীরাধাকান্ত
শ্যাম শ্যামা ভেদ কেন, কর রে জীব ভ্রান্ত?
পীতাম্বর পরিহরি, হরি হ'লেন দিগম্বরী, মরি ২ হেরি কি রূপের
অন্ত! কিবা কালশশী, লোলজিহ্বা এলোকেশী, ভালে শশী
অট্টহাসি বিকট দন্ত
যে গোবিন্দ পদদ্বয়ে, সুগন্ধি তুলসী দিয়ে, স্তব করে সাধে সারা
দিনান্ত,—দিয়ে সে চরণে রাঙ্গা জবা, রঙ্গিণী রাই করে সেবা.
কে পারে শ্যাম চিন্তামণির ভাবের অন্ত? (৩২)

(কুটিলার প্রতি আয়ান) জয়জয়ন্তী। জৎ

কোথা গো কুটিলে বনে শ্রীনন্দের নন্দন কৈ?
শঙ্কর হৃদি সরোজে এ যে শ্যাম ব্রহ্মময়ী।
করিতে কৃষ্ণের তত্ত্ব, পেয়ে গেলাম পরমার্থ রে!—আমার গুরুদত্ত
মন্ত্র কালী করালবদনা ঐ
গঞ্জনা দি সাধে ২, শ্রীরাধার কি অপরাধে, শ্রীগোবিন্দ অপবাদে,
সদা মন্দ কই?—স্বচক্ষে দেখ্‌লেম তাঁরে, জবা বিল্বদল দিয়ে,
যাঁরে শিব আরাধে তায় আরাধে, আমার রাধে রসময়ী (৩৩)

(আয়ানের কালী স্তব) সিন্ধু ভৈরবী পোস্ত।

কি গুণে নির্গুণে পদ দিবে ত্রিগুণ ধারিণি?
কমলিনী গুণে যদি, কমল পদ দাও আপনি

জনমে না জানি পুণ্য, পুণ্যের বিষয় শূন্য হয়, পাপেতে আছি
নৈপুণ্য, পূর্ণব্রহ্ম সনাতনি।
গোকুলে ছকুলে জন্ম, গোধন চরাং কর্ম, সাধন কেমন না জানি,—
নাহিক পথ সম্বল, মা আমার কি হবে বল, ভরসা কেবল
তোমার, নাম পতিতোদ্ধারিণী (৩৪)

(রাধিকার উক্তি) সিন্ধু ভৈরবী। পোস্ত।

দণ্ডিতে প্রাণ, খণ্ডিতে মান, দুষ্ট আয়ান এসেছিল
সাধ পূরাতে সাধের বঁধু, শ্যাম আমার আজ শ্যামা হ'ল
যা রে ছিদাম ত্বরায় বল, দেখুক রে সখা সুবল, শ্রীমতীর এই সুমঙ্গল,
শ্রীমধুমঙ্গলে বল
সেজেছে সুন্দরী তারা, শ্যাম আমার নয়নের তারা, ভালে তারা
সেজেছে ভাল ; যে অধরে নন্দরাণী, দিত রে ক্ষীর নবনী,
বংশীধরের সে অধরে, (আজ) যোগিনী সুধা সঁপিল (৩৫)

কলঙ্ক ভঞ্জন।

(কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা) পরজ কালাংড়া। একতালা।

এ কলঙ্ক তোমার কালা। কলঙ্কী হয় রাজবালা
যার গলেতে গোকুলচন্দ্র নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মালা
যে চাঁদে ক'রেছে দূর, সদানন্দের মন অন্ধকার, রাধার পক্ষে ঘটল কি
দায়, থাকল না সে চাঁদের আলা
নাথ হে, গোকুলের মাঝে, কুলকন্যা হ'য়ে কুল ত্য'জে, অকূলের
কাণ্ডারী ভ'জে, রাই হ'ল না কুলোজ্জ্বলা (৩৬)

(রোহিণীর প্রতি যশোদা) আলাইয়া। কাওয়ালী।

দে'খে যা রোহিণি দিদি! এ কেমন ?

কি জানি কি লিখন!—অঞ্চল ধরে এখনি, মা ব'লে চেয়ে নবনী,

নীলমণি কেন আমার অচেতন ?

দিলে ক্ষীর অধরে আর খায় না, অমর মাখনচোরা মা ব'লে সুধায়

না, কি হ'ল কপালে দিদি রোহিণি!—আলার কাছে নেচে

গোপাল এখনি,—মা মোর কি হ'ল বলি, ধূলায় ফেলে মুরলী,

নয়ন পুতলী মুদিল নয়ন ॥ (৩৭)

(বলরামের প্রতি নন্দ) সুরট। ঐ।

মরি রে! বল ২ বল বলরাম

বল রে বল হারালাম কি বিপদ আজি আমি গোপালের

শুনিলাম ?

কিসে বিবন্ধ ঘটে আমার আনন্দ হাটে, সে যে গোবিন্দ ধন নন্দের

সবে ধন, সে ধন ধরাতে না কি অচেতন ?—শক্তিশেল সম

বাণী, আমি শ্রবণে শুনি, জীবন ধারণের আশা জীবনে দিল ম

আর কি অর্থ ব্রজে, কিসে প্রভুত্ব সাজে ? কেবল রাজত্ব ল'য়ে

নীলমণি রে; গোপাল ধনের আমি ধনী রে!—যার ধরে কি

সাগরে, বলাই বল আমারে, আগে আছে কি ডুবেছে ব্রজে

নন্দরাজার নাম ? (৩৮)

(নন্দের প্রতি যশোদা) খটভৈরবী। একতালা

এলে দণ্ডিতে দণ্ড করেতে, কর অবোধ নন্দ! এ কি কাণ্ড ?

দেহে, প্রাণ কি আছে যখন, হারা হ'য়েছি নীলরতন এ দেহ তখনি

হ'য়েছে পতন, নাথ! মৃত দেহে আবার কিসের দণ্ড ?

ক্রোধভরে দুঃখিনীরে দণ্ড ক'রে, কান্ত! কি নীলকান্ত রতন পাবে হে

ঘরে ? একান্ত হ'য়েছ ভ্রান্ত অন্তরে, বিপদ কালে করে জ্ঞানের

খণ্ড (৩৯)

(নন্দের উক্তি) রামকেলী জৎ।

কোথায় তারিণি . বিপদহারিণি . একবার হের আসি'
পদ্ম চক্ষে
ক'বে তোমার সাধন, পেয়েছিলাম যে ধন, (কৃষ্ণ ধন অমূল্য ধন)
সে ধন নিধন হ'লে কি ধন আছে ত্রৈলোক্যে ?।
আর কি অর্থ আমার আছে ? বল না মা ! ব্রজে, বিনা সে অমূল্য ধন
রাজত্ব কি সাজে ? কৃপা করি দে মা ! সে নীল সরোজে,
ও চরণ সরোজে দাসের এই ভিক্ষে
দাশরথী বলে ওহে অবোধ নন্দ ! ত্যজ নিরানন্দ পাবে শ্রীগোবিন্দ,
কর্লেন বিজয় নিরানন্দ সদানন্দ সদানন্দ যে ধন রাখিয়ে বক্ষে
(৪০)

(বৈদ্যরূপী হরির উক্তি) সুরট মল্লার। একতালা।

ধনি . আমি কেবল নিদানে।
বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ আমার, বিশেষ গুণ সে জানে।
ওহে ব্রজাঙ্গনা ! কব কি কৌতুক ? আমারি সৃষ্টি করা চতুর্ম্মুখ,
হরি বৈদ্য আমি হরিবারে দুখ ভ্রমি এ ভুবনে
চারি যুগে মম আয়োজন হয়, একত্রেতে চূর্ণ করি সমুদয়, গঙ্গাধর চূর্ণ
আমারি আলয়, কেবা তুল্য মোর গুণে ?—সংসার কুপথ্য
ত্যজে যে বৈরাগ্য, জনমের মত করি তায় আরোগ্য, বাসনা
বাতিক, প্রবৃত্তি পৈত্তিক, ঘুচাই তার যতনে
আমি এ ব্রহ্মাণ্ডে আনি চণ্ডেশ্বর, আমারি জেনো সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, জয়
মঙ্গলাদি কোথা পায় নর? সে কেবল আমারি স্থানে ;—দৃষ্টিমাত্র
দেহে রাখি নে বিকার,তাইতে নাম আমি ধরি নির্ব্বিকার,
মরণের তার কি থাকে অধিকার, আমায় ডাকে যে জনে ?॥
(৪১)

(হরিবৈদ্যের প্রতি বৃন্দা) আলাইয়া কাওয়ালী

ঘরে রৈতে নারি শ্যামের বাঁশরীতে
মজিয়ে হরিতে; যাই বনে হেরিতে হরি, কুললাজ পরিহরি। (এই)
হরি দেখা রোগ পার কি হরিতে ?
এ রোগ আমাদের কিসে যায় হে ? গোকুলবাসিনীর কুল বাঁশীতে
মজায় হে!—সুপণ্ডিত তুমি নিদানে যদি, বল দেখি এ আমা-
দের কি ব্যাধি ?—রাধীরে জ্ঞান হয় কাল, সাধ মনে সদা কাল,
কালার সহিত কাল হরিতে (৪২)

(হরিবৈদ্যের উক্তি) ললিত বিভাষ। ঝাঁপতাল

এক সতী বসতি করে, এই ব্রজমণ্ডলে
চিন্‌তে নারে তারে গোকুলে, ডাকে সকলে রাধা ব'লে
গতিবিহীনগণ গতি, দুর্গতি বিনাশিনী, গোবিন্দপ্রিয়ে গুণময়ী,
গোলোকবাসিনী,—সে ধনী গোপের কন্যা গোপনে গোকুলে
ভেবে আয়ান গোপকান্তা, হ'য়ে ভ্রান্তা তার ননদিনী, হরি পরিবাদিনী
রব, রটালে কুটিলে,—শিরে পসরা দিয়ে মথুরা হাটেতে যায়
সদত, যে হাটকবর্ণীর হাটে জগজ্জনের যাতায়াত, যার ধর্ম্ম অর্থ
কাম, মোক্ষপদ পদতলে। (৪৩)

(রাধিকার উক্তি) আলাইয়া। একতালা।

এখন যা কর হে ভগবান!
ছিদ্রঘটে বুঝি বিপদ ঘটে হরি! কিন্তু আন্‌তে যদি নারি এই বারি,
তবে এই বারই ওহে দুঃখবারি। বারিতে ত্যজিব প্রাণ।
অসম্ভব সব তোমাতে সম্ভব, প্রহ্লাদে রাখিতে স্তম্ভেতে উদ্ভব,
দাসীরে প্রসন্নভব, যদি একবার কুম্ভে হ'য়ে অধিষ্ঠান
শঙ্কা এই কৃষ্ণধনে হ'লে নিন্দে; ভাসাইয়া দুঃখিনীরে নিরানন্দে;
ক'র্লে বুঝি নাথ! চরণারবিন্দে, স্থান দিয়ে অপমান। (৪৪)

(রাধিকার উক্তি) খট ভৈরবী একতা ল।

যদি ঘুচাও শ্যাম। কলঙ্কিনী নাম, বলে গোকুলে সকলে সাধব।
দেখ্‌ব কেমন দয়া, যদি দাও আসিয়া, একবার দরশন মহাকালের ধন!
ওহে কালবারি কাল বারির মধ্যে
অকলঙ্ক রাধা হ'যে হে পরীক্ষে, দেখ্‌বে হে ত্রৈলক্যে যক্ষে রক্ষে চক্ষে,
দিলে দাসীর পক্ষে, লজ্জা রক্ষে ভিক্ষে, ব্যাখ্যে কেবল তোমার
চরণ পদ্মে
এ ভাব্ কি ভাব্ ভবভাবহারি। তা ত জান, করাঙ্গুলে ধর গিরি
গোবর্দ্ধন, কবে কর দিবাকর আচ্ছাদন, অসাধ্য সাধন তোমার
সাধ্যে (৪৫)

(ঐ) সুরট কাওয়ালী।

তোমরা কেন সখি! বল রাধার জয়?
তোমরা বল গো সৈ! মোর শ্যামচাঁদের জয়, তারি জয়ে জয় যারী
যার জয় বিজয়, জয়ন্তী সনে বলে জয় ২ বদনে, যাতে মৃত্যুঞ্জয়ী
মৃত্যুঞ্জয়।
গিয়ে জল আন্‌তে নয়নে কি ধরে জল, জলাকার দেখি সকল,
যত চক্ষে জল ঝরে, ডেকেছি শ্যাম জলধরে, জলাধারে হলেন
হরি আপনি উদয়।
আমার এ কুম্ভ মাঝে কৃপাসিন্ধুর জল, এ আমার শ্যামেরি উজ্জল;
যে পদে জন্মে গো ধনি! জলরূপা সুরধুনী, এ ঘটে জল আনি
করে সেই পদাশ্রয় (৪৬)

(মিলন গীত) ঐ। ঝাঁপতাল।

বাম ভাগেতে শ্যামমোহিনী, শ্যামচাঁদ শোভিছে দক্ষে
কিবা শোভা যুগলরূপ, যশোদার যুগল কক্ষে

ব্যাকুলা হ'য়ে নন্দনারী, বলে কিছু বুঝিতে নারি, রাই হেরি কি
শ্যাম হেরি, কোন্ রূপের করি ব্যাখ্যা ?
কিবা বর্ণ রাধা কমলিনী, স্বর্ণ সরোজিনী জিনি নীলমণি নির্ম্মল
আমার, নীলকান্তাপেক্ষে ;—দাশরথী কহে বিশিষ্ট, পাপ নয়নে
নহে দৃষ্ট, এক অঙ্গ রাধাকৃষ্ণ, দেখ জননি জ্ঞান চক্ষে (৪৭)

সত্যভামা ও গরুড়ের দর্প চূর্ণ

(হনুমানের প্রতি গরুড়ের উক্তি) খাম্বাজ। জৎ।

পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলেন, পদ্মবনে আমি যাব
আনিয়ে নীলপদ্ম সে নীলপদ্মের চরণপদ্মে দিব
হয় না হরির কার্য্য সিদ্ধি, কিসে তোর এত বৃদ্ধি ? ম'লোরে বানরে
বুদ্ধি, হরির দোহাই তুচ্ছ কর (৪৮)

(গরুড়ের প্রতি হনুমান) সিন্ধুভৈরবী। ঐ

শোন্ রে বিহঙ্গ তুই কি ধ্যান ক'রে ধ্যান ভাঙ্গ্তে এলি ?
ছিল হৃদ্কমলে কমললোচন রামকে আমার ভুলিয়ে দিলি
পক্ষি রে, কি করি বল ? হ'লেম অচল নাই অঙ্গে বল, ছিল কেবল
হৃদে বল, দুর্ব্বলের বল বনমালী
মনে প্রাণে ঐক্য ছিল, রাম মোর সাপক্ষ ছিল, কেন পক্ষি!
তুই বিপক্ষ হয়ে, আমার সে পক্ষধন হারালি ? (৪৯)

টোড়ী। কাওয়ালী।

সাজিল কংসরিপুবংশ সমরে
সসৈন্য শিবের কুবের কাঁপে ডরে
বিপক্ষ ত্রৈলোক্যনাথ সুত যারে রে, করে কে রক্ষে সে যক্ষে
ত্রৈলোক্যের মাঝারে ?

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র ভজে যাঁরে, তাঁর তনয় ত নয় সাম ন্য অমান্য
কে করে ? কে পারে ?—দাশরথী প ড়েছে কি একান্ত ঘোরে
রে যাবে একান্ত নিতান্ত কৃতান্ত নগরে। (৫০)

(কৃষ্ণের প্রতি হনুমান) জয়জয়ন্তী জৎ।

অদ্যমে সফলং জন্ম, অদ্যমে সফলং ক্রিয়া
তোমার কমলা সেবিত চরণ কমলে নীল কমল দিয়া
কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্য, (বুঝি) ছিল মম পরিপূর্ণ, ওহে পূর্ণব্রহ্ম।
সাধ পূর্ণ করিলে তার লাগিয়া ;—ধন্যোহং ধন্যমে আঁখি,
বামাঙ্কে রাম রূপ দেখি, (আমার) অপরাঙ্কে ধন্য হেরি মা
জানকী রামপ্রিয়া। (৫১)

(রুক্মিণীর উক্তি) ঝিঁঝিট। ঐ।

বিশ্বম্ভরের কত ভার আজি তাই দেখি আন গো সখি।।
তোমরা তুলে কেউ তুলসী আন, কৃষ্ণ নাম দিব তায় লিখি'
শ্যামকে আজ ক'রে সামান্য, বাড়াব তুলসীর মান্য, সৈ গো।
ক'রে দর্পহারীর দর্পচূর্ণ, জগতে নাম রাখি (৫২)

(মিলন গীত) খাম্বাজ কাওয়ালী।

কি শোভা কমলিনী শ্যাম সনে
যেন সৌদামিনী জড়িত ঘনে
দেখে রজনী বাসরে, ভৃঙ্গ ডাকে ব্রজেশ্বরে, পদ ঘনাইয়া গুণ ২ স্বরে ;
হেরে যুগলরূপ কিশোরী কিশোরে, কোকিল পঞ্চম স্বরে
ডাকে সঘনে। (৫৩)

অক্রূর সংবাদ।

(নিদ্রার প্রতি রাধিকা) খট। একতালা।

ওরে নিদ্রে, কেন অঙ্গে এলি?
তোর কি এত ধার ছিল রে রাধার? রাধার মূলাধার কোথায় লুকালি?
হ'রে নিলি আমার ক'রে অচেতন, অমূল্য রতন সে নীলরতন,
সদা সাধে যারে সনক সনাতন, ব্রহ্ম সনাতন কাহারে বিলালি?
হৃদি পদ্মাসন করি অন্বেষণ, পাইনে দরশন সে পীতবসন, ওরে নিদ্রে,
শোন্ ক'রে আকর্ষণ, বিচ্ছেদ হুতাশন তুই জ্বেলে দিলি (৫৪)

(রাধিকার উক্তি) ঐ। ঐ।

নয়ন! কে নিল বে হরি হরি'?।
নয়নের অঞ্জন, সে বাঁকা নয়ন, ছিলি রে নয়ন! হ'য়ে ও হরী
কি ক'ল নিদ্রে এসেছিল তো'র ' কাল পেয়ে ঘরে এল ক'থ চো'র,
নয়ন অগোচর ক'র্লে মনচোর, মরি রে সে চোর কেমনে ধরি? (৫৫)

(ঐ) ললিত বিভাষ। ঝাঁপতাল।

বল্ দেখি রে শুক শারি! তোরা ত কুঞ্জে ছিলি
কোন্ পথে গেল রে আমার, মনচোরা বনমালী?।
কি দোষে ত্যজিল কান্ত, সে তদন্ত না জানি; অন্তরে ছিল রে
অন্তরযামী, সে চিন্তামণি অন্তর, হইল দিয়ে অন্তরে কালী
ওরে শুক, আমার আজ কি হইল, সুখ সম্পদ ঘুচিল, সুখ সাগর
শুকাইল, দুঃখ কারে বলি?—সুখে ছিলাম শুক! ল'য়ে কৃষ্ণ
শুকপাখী হৃদি পিঞ্জর ভেঙ্গে, সে রাধারে দিল ফাঁকি, কে
আর শুনাবে ব্রজে, রাধা ২ বুলি? (৫৬)

(কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা) বেহাগ জৎ

রাধানাথ ! যেও না হে রথ আরোহণে
হবে তোমার শ্রীঅঙ্গে বেদনা, তরী আরোহণে সুখে যাও মধুভুবনে ,
অক্রূর কাণ্ডারী হবে মিলিবে দুজনে
যদি বল বারি বিনে, তরী যায় হে কেমনে ? গোপীর নয়ন জলে সিন্ধু,
তরী ভাসাও হে যতনে
যদি বল হরি তরী বাহে কোন্ জনে ? তুমি হে ভবকাণ্ডারী বিদিত
ভুবনে ,--যদি বল তরণী নাইক বৃন্দাবনে, আমরা গোপের
তরুণী, এই ত ভাসালে তুফানে (৫৭)

(মথুরাবাসিনীগণের উক্তি) অহং সিন্ধু জৎ

ও কে যায় গো কাল মেঘের বরণ, কাল রতন রমণীরঞ্জন ?
মোহন করে মোহন বাঁশী, বিধুমুখে মৃদু হাসি, সৈ . আবার কটাক্ষে
চায় নাচায় দুটি নয়ন খঞ্জন
নিরখি বিদরে প্রাণী, ঘেমেছে চাঁদ বদন খানি, লেগে দারুণ রবির
কিরণ গো ,—বিধি আমায় সদয় হ'ত, কুলের শঙ্কা না থাকিত,
সৈ . তবে বদনে ঢাকিতাম গিয়ে ও বিধুবদন (৫৮)

(কুব্জার উক্তি) খাম্বাজ একতালা

বিধির কপালে আগুন, আমার মনের আগুন দিয়েছে জেলে ।
পোড়ার উপর পোড়া, পোড়া কপালেরা, তোরা কেন দিস্ তায়
আহুতি ঢেলে ?
আমি কুরূপিণী আছি খাঁদা বোঁচা, গায়ে পড়িলে কা'রো দেখে লম্বা
কোঁচা, আমায় দেখে অমনি নিত্য করে খোঁচা, গাঁয়ের যত
সর্ব্বনাশীদের ছেলে ।
আমি পথে চলি বসনে মুখ ঢেকে, অন্যেরা যেন খপর পেয়ে থাকে,
যে দুঃখ দেয় আমাকে বল্‌ব আর কা'কে ? কাকে লাগে যেমন
পেঁচাকে পেলে (৫৯)

(কৃষ্ণের প্রতি উদ্ধব) খট। একতালা

কি দেখিলাম কেশব ব্রজবাসী সব, শবপ্রায় সব পড়ি ধরাসনে
জীর্ণশীর্ণ ছিন্নভিন্ন জ্ঞান বিভিন্ন,তোমা ভিন্ন হ'য়ে আছে বৃন্দাবনে
গোকুল আকুল গোকুলচন্দ্র হ'য়ে হারা, শুন ওহে তারানাথের নয়ন-
তারা! তারায় বহে ধারা তারাক বা ধারা, আর বাঁচে কত
তারা নয়নতারা বিনে।
মা যশোদা সদা করে ল'য়ে সব, ডাকে গোপাল গোপাল করে
উচ্চস্বর, একবার শুনেশ্বর! হয়নি অবসর আসিবার;—
এই ধর ২ সর তোর দিই চন্দ্রাননে (৬০)

(মিলন গীত) সুরট। ঝাঁপতাল।

দেখিছেন দেবকী চিতে, রাম কৃষ্ণ যুগলেতে, অমরপুর বন্দিত রজত
মণি মরকত
ইন্দ্রনীল নিন্দিত, নীল নলীনী দল গত, জল জলদ রুচির হরিহর
যেন মিলিত
কিবা শৃঙ্গ শোভে রামকর, বাঁশীতে শোভে শ্যামকর, রামের বামে
বিপরীত করে, শোভে শ্যাম কর;—মধুর মদে মোহিত রাম,
ভৃগুপদ চিহ্নিত শ্যাম, রেবতী মনোরমণ রাম, রাধামোহন
রাধানাথ (৬১)

মাথুর।

(রাধিকার উক্তি) আলাইয়া কাওয়ালী।

সঙ্কটহরা শিবে শ্যামা, শ্যাম করে আসিবে?
গোকুল অন্ধকার করে নাশিবে?

গোপিকা সুখে ভাসিবে, সে নীলমাধব কি প্রকাশিবে ? নিদয়
গোবিন্দ রাধায় ভাল বাসিবে ?
তুমি কৃষ্ণ ও দায়িনী, দিয়ে হর হররাণি দত্তাপহারিণী ব'লে লোকে
দুষিবে,—গোপীরে রাগ সম্বর, দেহি দুর্গে! পীতাম্বর, না দিলে
নিতান্ত রাধা জলে ডুবে মরিবে (৬২)

(রাধিকার উক্তি) খট একতালা।

সৈ। কে যাবে মধুভুবনে ?
মৃত দেহে আর, জীবন রাধার, কে দিবে এনে সে মধুসূদনে ?
প্রাণ দহে কৃষ্ণ বিরহ-তপন, কে মোর আপন ক'রে প্রাণপণ, করে
নিরুপণ দুঃখের আলাপন, কে জানাবে গিয়ে হরির চরণে ?
ঘুচাইল বিধি সুখের বিহার, হ'রে নিল নীলরতনের হার, শমন সমান
বিরহ প্রহার, বল কত আর সহে পরাণে ?।
জেনে এস সখি! রাখিতে গোকুল, কত দিনে হরি হবেন অনুকূল ?
দাশরথী দীনে করে দিবেন কূল,গোকুলচন্দ্র ভব তুফানে ?।(৬৩)

(যশোদার খেদ) বিভাষ ঝাঁপতাল

আয় রে প্রাণ যায় রে মারে, দেখা দে রে মাখনচোরা।।
মরি রে নীলমণি রে তোর, শোকে জননী সকাতরা
কি ছলে গোবিন্দ মায়ে, কালি ব'লে গেলি তোরা ; আমার কেঁদে ২
নয়নের তারা, গেছে রে নয়নতারা, তারা আরাধনের নিধি,
তোরে হইয়ে হারা।
বাছা। গগনে না উঠিতে ভানু, চঞ্চল ক্ষুধায় তনু, অঞ্চল নিধি মায়ের
অঞ্চল ধরা,—বিধুমুখ চেয়ে এখন, কে দেয় ক্ষীর নবনী ?
কার মাকে মা বলিয়ে, পাসরিলি রে নীলমণি ? বাছা! কে
জানে বেদন, বিনে জঠরেতে ধরা ?

বাছা! উদিত হ'লে দিনমণি, সাজাতাম রে নীলমণি। ও রূপ পসরা।
সে রূপ যায় কি পাসরা?— সাজা'তাম তোর ইন্দুবদন, অলকা
তিলকে, রাধা নামাঙ্কিত শিখীপুচ্ছ চূড়া মস্তকে, গলেতে
গুঞ্জমালা, কটিবেড়া পীতধড়া (৬৪)

(নারদের প্রতি যশোদা) সিন্ধুভৈরবী জৎ

সবে ধন সাধনের ধন, কৃষ্ণধন তপোধন, আর পাব কি তায়?
ক'রে গেছে প্রাণগোবিন্দ, অন্ধ নন্দ যশোদায়
অপুত্রিণী ছিলাম ভাল, সন্তানে সন্তাপ হ'ল, কি মায়া বাড়ালে কৃষ্ণ,
মা ব'লে দুঃখিনী মার, না হে'রে গোপাল মুখ, গো পাল সব
উর্দ্ধমুখ, বনে কাঁদে পশু পক্ষ, ব্রজে শিশুগণ পড়ি ধূলায়। (৬৫)

(নারদের উক্তি) বিভাষ। ঝাঁপতাল।

রাখ রে কথা ডাক রে মন, বাঁশরি, সদা কিশোরীকে
ভবে মুক্তি দেন সদা, অংবাধীকে রাধিকে
বৃকভানুর নন্দিনী, ভানু শশীর বন্দিনী, পদ তরুণ ভানু জিনি,
ভানুজভয় হারিকে
তোরে দিয়েছি আমি রাধামন্ত্র, দেখো যেন হইও না ভ্রান্ত, দেখো
ক্ষান্ত বলবন্ত ছলনা প্রতিবাদীকে,—কত গুণ ধরে শ্রীমতী,
গুণাতীত সেই গুণবতী, গতিহীন কুমতি দাশরথীর
গতিদায়িকে (৬৬)

(নাবিকের প্রতি বৃন্দাদূতী) অহং একতালা।

পারের কর্ত্তা হরি, পারে আনতে পারি, পার যে কাণ্ডারি,
পার সে কালে
এখন কৈ রে পার হ'য়েছি? এই ত আমি আছি, কৃষ্ণ বিনে
অপার সিন্ধুকূলে

তোর তরীতে উঠে, কে তরি সঙ্কটে ? দেহ উঠ্‌ল তটে প্রাণ যে
জলে ;—হাঁরে ! কে দেয় এমন তরি, কৃষ্ণশোকে তরি, কে
আছে কাণ্ডারী এই ভূতলে ?
এ পার ও পার তুল্য, এমন পারের মূল্য, অবোধ মেয়ে আমায়
চাস্ কি ব'লে ?—অন্তর কাণ্ডারী, বিচ্ছেদ স গর বারি, ডুবে
মরি সে তরঙ্গ জলে ,—গোপী,পার পেয়েছে জেনো,পারত্রিকের
ধন, কৃষ্ণধন প্রাণে প্রাপ্ত হ'লে । (৬৭)

(কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা) খটভৈরবী । একতালা ।

হরি ! প্যারি প'ড়ে ধরাসনে
ওহে ব্রজরাজ ! কি সুখে বিরাজ, তুমি কর রাজ সিংহাসনে ?
সুবর্ণবরণী রাজ কুমারীর, কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবরণ শরীর, কর কি
যাতনা তব কিশোরীর ? আছ কি শরীর বেঁধে পাষাণে ? ।
নব ২ নারী করিছে সোহাগ, রাগে মরি তব দেখে নব রাগ, কিসের
অঙ্গরাগ কিসের অনুরাগ ? সকলি বিরাগ কিশোরী বিনে (৬৮)

(ঐ) পরজ কালাংড়া । ঐ ।

দেখো কি জোর রাই রাজারি, হবে যখন ডিক্রীজারি
কৃষ্ণ , তোমার ভাঙ্‌বে জারি, ভাঙ্‌বে কপাল কুবুজারি
ল'য়ে সাধের কুবুজাকে, যাবে পালিয়ে কোন্ রাজার মুল্লুকে ?
সকল রাজ্যের রাজা আমার, গোকুলের রাই রাজকুমারী
যখন তোমার বাঁধ্‌বে কবে, দুঃখবারণ । কে বা বারণ করে ? বারণ
ধরলে মক্ষিকারে, কে উদ্ধারে বংশীধারি ? (৬৯)

(ঐ) অহং । ঐ ।

এ যমুনা পারে, কে আনিতে পারে ? আমরা কুলের কুলবালা ।
কেবল তুমিই বাদ সেধেছ, অবলায় বধেছ, কপালে লিখেছ
বিচ্ছেদ জ্বালা

তোমারি লিখন মত্র, কারো শিরে স্বর্ণছত্র, কারো শিরে বজ্র দেও হে
কালা —ঘটে যা দিয়েছ লিখে, কারো অট্টালিকে, কারো পক্ষে
নাথ। গাছের তলা
তুমি লিখেছ ত্রিভঙ্গ সেই ত রসভঙ্গ, সাঙ্গ হ'ল তোমার সঙ্গে খেলা,
তোমার লেখায় আসি, তোমার বামে বসি, কুব্জা কংসের দাসী,
হয় এ বলা, রাজকন্যা কমলিনী, সে হয় কাঙ্গালিনী, নীলরতন
ছিল যার কণ্ঠমালা। (৭০)

— —

(কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা) আলাইয়া। একতালা

নাথ, গোকুলে আর দিন নাই
যে দিন আইল অক্রূর মুনি, ব্রজে আর উদয় হয় না দিনমণি, কি
দিন যামিনী, আমরা না জানি, কেবল অন্ধকার হে কানাই।
তারা আরাধনের ধন হ'য়ে হ রা শুন ওহে তারানাথের নয়নতারা।
তারায় বহে তারাকারা ধারা, তারায় তারা দেখি সর্ব্বদাই,—
মনে কর্লেম একবার দেখি রাধিকারে, আছে কি ম'লো রাই
বিচ্ছেদ বিকারে, দেখা হ'ল না হে শ্যাম। অন্ধকারে, আমরা
অন্ধের মত পথ হারাই (৭১)

(ঐ) ললিত ঝিঁঝিট ঐ।

ব্রজে চতুষ্পদ, চরাণ বিপদ, সে দায় হ'তে লোং হ'য়েছ
ধ'রে রাধার পদ, ওহে রাধানাথ, এসে মাতুলপুরে অতুল পদ
পেয়েছ
যে পদ আপদের আপদ, সদাশিবের সম্পদ, যে পদ ধ'রে জীবের
মোক্ষপদ, সেই পদে ধ'রেছ
রাধার পদের পদার্থ, ভাবের ভাবার্থ, তুমিই জান আর কে জানে
সে তত্ত্ব?—ব্রহ্মজ্ঞানে ধর্‌লে পদ, বাঁশীতে গান কর্‌লে পদ,
সে কিশোরীর পদে বন্দি তুমি পদে ২ আছ (৭২)

(কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা) ললিত। পোস্ত।

এখন নূতন পিরীতে যতন বেড়েছে
তুমি বাঁকা কুব্জা বাঁকা, দুই বাঁকাতে মিলেছে
তোমার যেমন বাঁকা আঁখি, কুব্জী তেম্নি কোঠর চোকি, খাঁদা নাকে
ঝুম্‌কো নোলক দুলিয়েছে ;—সকলে নিন্দে, যেমন সারিন্দে,
মাথার ফাঁকে টাকের উপর, পরচুলোতে ঘেরেছে।
ভাল ২ গহনা গাটা, তাতে আবার ডায়মনকাটা, প'রে যেন ভাজন
বুড়ী সেজেছে ; কিবা রূপসী রাজগৃহিণী,ঠিক যেন রাহু আসি,
কাল শশী গিলেছে (৭৩)

(ঐ) খাম্বাজ কাওয়ালী।

তব বিচ্ছেদ রাহু দেখিলাম।
প্যারী পূর্ণচাঁদকে গ্রাসিল হে শ্যাম।
রাহু গ্রাসি' সুধাকরে, নব দণ্ড স্থিতি করে, পূর্ব্বাপরে জা'নি আমরা'
সবে ; তোমার বিচ্ছেদ রাহু কেন নব দণ্ডে যাবে ?—প্রাণদণ্ড
করা আছে মনস্কাম
যে হ'তে ক'রেছে গ্রাস, শশীর নাহি প্রকাশ, অবকাশ দুঃখে আর
দেখি নে ;—ওহে গোবিন্দ প্যারীচন্দ্র বিনে ;—ঘোর অন্ধকার
হ'ল ব্রজধামে (৭৪)

(ঐ) খটভৈরবী। একতালা।

এ সব কেমন দান ? তোমার কি বিধান ? আমায় বল বল
হে গোবিন্দ .
এসে মধুপুরে তুমি দিয়েছ, হে ত্রিনয়নের ধন অন্ধেরে নয়ন, কিন্তু
ব্রজে কর্লে নন্দের নয়ন অন্ধ
কারো বা অকার্য্য কারো বা সাহায্য, কারে ও কর ত্যাজ্য কারে ও

কর পূজ্য, এ বড় আশ্চর্য্য কারো ঘরে চৌর্য্য, কারেও দাও
ঐশ্বর্য্য এ রীতি মন্দ (৭৫)

(কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা) আলাইয়া। ঠেকা।

তোমার কি এই ছিল হে। কপালে লিখন ?
শ্রীমধুসূদন!—বিপদ ভঞ্জন নামে, বিপদ হ'ল ঘটন।
স্বর্ণ স্বরোজিনী যিনি, প্রেমময়ী প্রেমাধিনী, তাবে ত্য'জে চিন্তামণি!
কুবুজারে হ'ল মন
অলি যেমন পদ্ম ছেড়ে, কেয়া ফুলে বসে উড়ে, শেষকালে পাখা ছিঁড়ে,
ভাগ্যে ২ রয় জীবন,—ব্রহ্মা ধরেন তোমার পদে, ভুল্লে তুচ্ছ
রাজ্যপদে, ধর্‌লে কুব্জা দাসীর পদে, করিতে তার মান হরণ
(৭৬)

(ঐ) ঐ কাওয়ালী।

এ সব কপালে লিখন তোমার হে কানাই!
ক'র্‌বে কি ? সাধ্য নাই,—লোহায় জড়িত হেম, চাঁদের সঙ্গে রাহুর
প্রেম, শ্যামাঙ্গে কুবজা মিশেছে তাই।
এই কি তোমার কুবজা সুন্দরী হে ? এ নিন্দে রূপসী অঞ্জনাকে ধরি
হে! বড়াই বরং রূপের মাধুরী হে! এই কি তোমার করে মন
চুরি হে ?—পৃষ্ঠে কুব্জ দৃষ্ট ক'রে, হৃষ্ট হ'য়ে তিষ্ঠ ঘরে, মিষ্ট কথা
ইষ্ট আলাপ এর সদাই (৭৭)

(ঐ) পরজ কালাংড়া। একতালা।

কুব্জা প্রাণের প্রেয়সী, কাঁদ্‌বে কেন কালশশি ?।
তার কি নিরানন্দ থাকে, গোবিন্দ যার হৃদয়বাসী ?।

মিলিয়ে দিব বৃন্দাবনে, যত এক বয়সী নারীর সনে, জটিলের মা সৈ
হবে ওর. বড়াই হবে দেখন্‌হাসি। (৭৮)

(বৃন্দের প্রতি রাধিকা) খাম্বাজ। ঐ।

কেন স্বজনি, কৃষ্ণনাম শুনালি আমার শ্রবণে ?
আবার, কি জন্যে ঔষধী পাপ জীবনে ?
পাব না পাব না হরি, বৃথা সে ভাবনা করি, প্রাণান্ত হইলে এখন
বাঁচি গো প্রাণে।
মরণ ছিল বাসনা, তাহা ত এখন হ'ল না, মরণ হয় কৃষ্ণ নামেরি
গুণে (৭৯)

শ্রীমতীর কুরুক্ষেত্রে যাত্রা।

(নারদের উক্তি) আলাইয়া। একতালা

কে মোর বাদ সাধে আনন্দে ?
কহে কুবচন মম গোবিন্দে ; কে কবে সংসারে এ হেন পাতক
পাতকতারণ হরির নিন্দে।
দীনবন্ধু সদা দীন প্রীতিকর, দিনকরসুত ত্রাস নাশকর, সুধাকর
শিরধর সে শঙ্কর, কিঙ্কর যে হরির পদারবিন্দে (৮০)

(নারদের প্রতি ব্রজগোপীগণ) খট্‌ভৈরবী ঐ।

কেন হে মুনি! এখন তুমি, গোকুলে পাপ রাজ্যে ?
পড়ে গোকুলে সকলে, অন্তকাল রূপ, বিনে কালরূপ, রাধে হেন
কমলিনী ধরায় শয্যে
ত্যজে কমলিনী হৃদয় বাসর, শতেক বৎসর গেছেন ব্রজেশ্বর, বলি দুঃখ
হেন পাইলে অবসর, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ শর হৃদয়ে বাজ্‌ছে

জলধর বিনে জলে জলে কায়, সে যাতনা মুনি কব আমরা কায়?
ব'ধে গোপিকায়, রৈল নীলকায়,পেয়ে দ্বারকায় নূতন ভার্য্যে
(৮১)

(রাধিকার প্রতি ললিতা) সিন্ধুভৈরবী। জৎ।

এস গো রাই রাজকুমারি। ভেসো না আর নয়ন জলে
সাধে বিধি দিলেন জল, তোমার চিন্তামণির চিন্তানলে।
ব'লে গেলেন মুনিবর, ত্যজ ধূলায় লুণ্ঠিত কলেবর, বাধে। অম্বর সম্বর,
পীতাম্বর শ্যামকে পেলে; কুদিন আজ হবিলেন হরি, কর
শীঘ্র গমন প্যারি। এলেন কুরুবংশ ধ্বংসকারী, কুরুক্ষেত্রে
যজ্ঞস্থলে
একে বিচ্ছেদ উন্মাদিনী, তাতে বিবাদিনী ননদিনী, সদা ভাবৃছ গো
রাই বিনোদিনি। গোকুলে অকুলে;—অন্তরে বুঝিলাম অন্ত,
শ্রীদামের শাপ হ'ল অন্ত, তুমি পাবে নিজ কান্ত, চল রাই।
শ্রীকান্ত ব'লে (৮২)

(রুক্মিণীর উক্তি) খট। ঐ।

ও নয় গো গগনের চাঁদ, গোকুল চাঁদের শিরোমণি।
ব্রজে আদ্যাশক্তি রাধা, গতি মুক্তি প্রদায়িনী
দেখ পদ দুখানি, প্রভাতের ভানু জিনি,বৃকভানু সুতা ভানুজ ভয়-
বারিণী
চাঁদের কি এমনি বরণ, ঢেকেছে রবির কিরণ, হঁ গো। চন্দ্রোদয়ে
মলিন কি হয় দিনমণি?। (৮৩)

(যশোদার প্রতি নন্দ) সিন্ধু। ঐ।

যাসনে রে দুর্ভাগিনী যশোদে
কৃষ্ণ যে কথা ব'লেছে আমায়,শক্তিশেল আছে হৃদে

গোপাল চিন্তে দূরে রাখ, ঘরে কপাল চিন্তে থাক, যদি পুত্র হ'ত
গোপাল তবে, কি এত বাদ সাধে ?
দে'খে চিহ্ন কাঙ্গালিনী, তোরে চিন্‌বে না সে চিন্তাগণি, কেবল হায় !
হায় ! ক'র্‌বি গিয়ে, মর্‌বি হরিষ বিষাদে (৮৪)

(মিলন গীত) সুরট। ঝাঁপতাল

শক্তি রাধিকার সনে, শ্যাম শোভিত স্বর্ণাসনে।
সাদরে সাধক সব সাজিল সন্দর্শনে
সব সখী সদনে, সঘনে সজল সচন্দনে, সাধে সনক সনাতন, স্মরণীয় সনাতনে
শ্যাম সুন্দর সহিত শত বৎসর স্বতস্তব, সবে শব শরীর শরশয্যা করি শয়নে,—সুখ সাগরে শুক শারী, কিশোরী শ্যামের সহাসনে,
সাধন সম্বল স্মরণ শূন্য দাশরথী ভণে (৮৫)

রামায়ণ। রাবণ বধ।

(কৌশল্যার প্রতি প্রতিবাসিনীগণ) সিন্ধুভৈরবী একতালা।

কারে বল অপবিত্র ? ত্রিলোক পবিত্র, যে পবিত্র পুত্র পেয়েছ কোলে।
ওর গুণ বেদে আছে শোনা, (রাণি গো) কাষ্ঠতরি সোণা,
পদ পরশে মানব হ'ল শীলে
ফণীন্দ্র মুনীন্দ্র রবি ইন্দ্র চন্দ্র, আশ্রিত ও চরণ যুগলে ; ও পদ ধরিয়ে
ত্রিনেত্র, মুদিয়ে ত্রিনোন, পবিত্র হ'ল রেখে হৃদ্‌কমলে
যার ব্রহ্মাণ্ড উদরে, তায় ধরে' উদরে, ধন্য হ'লে রাণি এই ভূতলে ;
তোর পুত্র স্মরণ মাত্র,জয়ী রবিপুত্র, হ'য়ে যায় ভবে জীব সকলে;
ও পদ না ক'রে ভাবনা, (রাণি গো) দাশরথীর ভাবনা, পড়ে
অপার ভবসিন্ধুকূলে (৮৬)

(নারদের উক্তি) মুলতান কাওয়ালী।

ও বীণে, লবিনে জানকীর প্রাণকান্তের নাম বিনে
ভরসা ক'রেছি ভবে তোর রে বীণে দেখো রে যেন ভুলিনে
ভাবিলে দুঃখহারী শ্রীকান্ত দুঃখান্ত, একান্ত জ্ঞানপথে চল চল,
যে পথে আছে কাল রবিসুত রে, সে পথে যেন রবিনে
ওরে হর-আরাধ্য হরি-চরণপদ্ম, মনে ভাবিতে কিছু ভ'রো না ভাবি নে,
ম'জো না কুরস প্রসঙ্গে, কুরঙ্গে কুসঙ্গে, রাখ দাশরথীরে শেষে,
কুরস রস আশে, আর কেন রে যা হ'ল হ'ল নবীনে (৮৭)

(ঐ) ঝিঁঝিট জৎ

ওহে দিনমণি কুলোদ্ভব দীনবন্ধু রাম
দীনে তার তাইতে তারকব্রহ্ম নাম
দুস্তর ভব কাণ্ডারী, দুর্জ্জন দমনকারী, দুর্ব্বলের বল তুমি দুর্ব্বাদল
শ্যাম ;—দশ জন্মার্জ্জিত দশবিধ পাপ নাশ, মাননে দাশরথী
রেখেছে শ্রীরাম নাম মোক্ষ ধাম (৮৮)

(জানকী বিবাহ বাসর গৃহস্থা নারীগণ) ভৈরবী। একতালা।

যায় দিন,জীব! ভজ না জানকী-জীবনাম্বুজ চরণে
স্মর না মনে সে রঘুবংশতিলক, ত্রিলোকপালক, পুলক পাবে যাবে
শোক, হবে সব পাপ লাঘব রাঘব স্মরণে
দিনমণিকুলে উদ্ভব ভব কাণ্ডারী, ত্রাণ কারণে ; ভব জলধি জলে
ভবির ডাক দয়াজলধি জলদবরণে
যে চরণে জীব জন্মে জাহ্নবী, পরশি চরণে পাষাণ মানবী, অহল্যাদি
বিধি শশী রবি, পদে অধীন ধন্য কারণে ,—নক্তচরান্তক ভক্ত
ভয়ান্তক, ব্যক্ত গুণ বেদ পুরাণে ;—দাশরথী কৃপা বিনে বিফল
আছে জীবনে, দাশরথী দীন দুঃখ হরণে (৮৯)

(সীতার খেদোক্তি) ললিত বিভাষ। ঝাঁপতাল।

ভ্রান্ত রাম কান্ত কোথা, রহিলে রঘুমণি ?
বিপদে রাম রক্ষ হে! বিপক্ষকরে যায় প্রাণী।
আসিয়ে কানন মধ্যে, কপট যোগীরূপ ধরি', এ কোন্ পাষণ্ড দশমুণ্ড,
মোরে লয় হরি';—অকূলে কূল দাও হে রঘুকুল শিরোমণি।
হরি, কোথা আছ পরিহরি? সীতে ল'য়ে যায় হরি' কি ক্ষণে চাহিলাম
আমি, হরি হে হরিণী,—আমারে মজালে দুষ্ট, হ'য়ে কপট
সন্ন্যাসী, তার হে তারকব্রহ্ম, রাবেক দেখা দাও আসি,'
বিপাকে মরে হে সীতে, জনম দুঃখিনী (৯০)

(রামের উক্তি) সিন্ধুভৈরবী। জৎ।

ও মা কালি! মনের কালী, ঘুচাও গো মা কালদারা!
এ দাসের হয় অকাল মৃত্যু, বাঁচাও গো মা মৃত্যুহরা!
মহীরাবণ করি' মায়া, প্রাণ বধিবে মহামায়া, যেন মা হয়ে সন্তানের
মায়া, ভুল না ত্রিপুরা
যাত্রাকালে ও মা তারা! মন্দ ছিল চন্দ্র তারা, এখন ভরসা কেবল
তারা! তোমার করুণা নয়নের তারা (৯১)

(রাবণের প্রতি মন্দোদরী) আলাইয়া। একতালা।

নাথ রাম কি বস্তু সাধারণ ?
ভূভার হরিতে অবনীতে অবতীর্ণ সে ভবতারণ, ছি! ছি, তার সনে
কি তোমার রণ সাজে ? রণে সাজ কি কারণ ?।
যে রামপদ পূজেন ব্রহ্মা তুলসীতে,আন্‌লে তার সীতে বংশ বিনাশিতে,
কাট্‌লে সুখের তরু স্বীয় কর্ম্মাসিতে,না শুনে কারো বারণ
একবার নয়ন মুদে দেখ্‌লে না হে চিতে, শ্রীরাম জগৎ পিতে

জগন্মাতা সীতে, সেই মাতা পিতে তোমারে কুপিতে,কপিতে
তাই করে মান হরণ। (৯২)

(রাবণের উক্তি) আলাইয়া। একতালা।

রামের তুল্য পুত্র কেবা পায় ?।
এ সব অনিত্য কুপুত্র, অন্তে যে হয় মিত্র, বিচিত্র দশরথেরি পুত্র,
যার গুণ শ্রবণমাত্র, ত্রিনেত্র পবিত্র, রবিপুত্র দূরে যায়।
ধন্য দশরথ শ্রীরাম ধনে ধনী, রত্নগর্ভা রাণী সে কৌশল্যা ধনী,
এমন পুত্র গর্ভে ধরেন ধনী, জন্মেন সুরধুনী যার পায় (৯৩)

(রামের উক্তি) ঝিঁঝিট। ঐ।

কেঁদে আকুল নারায়ণ।
বলেন গা তোল লক্ষ্মণ ! আর ধরায় কতক্ষণ, র'বি হেরি
কুলক্ষণ, মলিন চন্দ্রানন
কি বিষাদে খেদে মুদ্‌লি নয়ন-তারা ? বল্‌রে প্রাণাধিক তুই রে নয়ন-
তারা, কি করি যেমন অন্ধের নয়ন-তারা, ভাই রে ! হায় রে
কাতরা, মন্দ ছিল তারা আসি যখন বন।
তোর দুগ্ধ পোষ্য তনু কোমল অতিশয়, এ বক্ষে কি দারুণ শক্তিশেল
সয় ? এও কি প্রাণে সয় ?—ছিল মনে যে আশয়, (ভাই রে !)
হ'ল নিরাশয়, এখন গিয়ে নীরাশয় ত্যজি পাপ জীবন (৯৪)

(রাবণের নারীগণের উক্তি) সুরট। কাওয়ালী।

দিদি ! বিধি বুঝি বিধবা ঘটায়।
প্রাণকান্তের প্রাণ বাঁচান দায়, ভুলায়ে রমণী মুনিবরের সজ্জায়,
ঘরে গিয়ে ছলে, একি ঘরপোড়া ঘটালে, ঐ যে ঘরপোড়া বাণ
ল'য়ে যায়

আছে অতুল সম্পদ ভবে কার এমন ? অশ্বপাল যার শমন , আজ্ঞাধর
শশধর, গাঁথে হার পুরন্দর, সে আদর আজ আমাদের সব
ফুরায়
এখন কুলভয় ছাড় যদি কূল পাবে, কুলরমণী সবে ;—অনুকূল
হ'য়ে হরি, অকূলে বিলাবেন তরি, চল ধরি গে সে অকূল
কাণ্ডারীর পায় (৯৫)

(নারীগণের প্রতি হনুমান) খাম্বাজ। একতালা।

আমার কি ফলের অভাব ? তোরা এলি বিফল ফল যে ল'য়ে
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল, মোক্ষফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে।
শ্রীরামচরণ কল্পতরু মূলে রই, যে ফল বাঞ্ছা করি সেই ফল প্রাপ্ত
হই, ফলের কথা কই ও ফল গ্রাহক নই, যাব তোদের প্রতিফল
বিলায়ে (৯৬)

(এই ভাবের গীত রসিকচন্দ্র রায় কৃত)

ঐ। ঐ।

দেখাস্ কিবা ফল, ও ফল বিফল, সামান্য ফল চাই না ধনি .
ভবে যে ফল জন্য আসা, সেই ফলের আশা, পূর্ণ করেন শ্রীরাম
চিন্তামণি
আমি থাকি শ্রীরাম মোক্ষবৃক্ষ তলে, রামের শ্রীচরণে ফল কি না
ফলে ? নাই আর অন্য ফলের চিন্তে, ফল পেয়েছি চিন্তে,মোক্ষ
ফল বিনে ফল না জানি।
বাঞ্ছা কল্পতরু রঘুমণি রাম, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন গুণধাম, পায়
মোক্ষ ধাম, রায় মোক্ষ ধাম, রায় রসিকচন্দ্রে বলে ; শ্রীরাম
নামের ফলে ফলে কর্ম্মফল অমনি (৯৭)

(রাবণের প্রতি মহীরাবণ) সিন্ধু ভৈরবী। জৎ।

শুনেছি সেই তারকব্রহ্ম, মানুষ নয় রাম জটাধারী।
পিতে! কি নাশিতে বংশ, সীতে তাঁর ক'রেছ চুরি?
যে পদ ভাবে সুরজ্যেষ্ঠ, বাল্মীকি আদি বশিষ্ঠ, যে নাম ও পি' পুরাণ
ইষ্ট, তব ইষ্ট ত্রিপুরারি
কত গুণ রাম প্রকাশিলে, গুণে সলিলে ভাসিল শীলে, হ'ল বনপশু
বন্দী গুণে, কত গুণ তাঁর মরি!—এখনো তাঁয় পার চিন্‌তে,
তথাচ থাকে না চিন্তে, চল লক্ষ্মী দিয়ে লক্ষ্মীকান্তে, শরণ লও
তাঁর চরণ ধরি' (৯৮)

(রাবণের প্রতি মন্দোদরী) বিভাষ একতালা।

তাই করি হে রাবণ, কোর না আর রণ, লও শরণ নীলবরণ
চরণ পল্লবে
কেন রংসাজে? আর কি রং সাজে? জিনে ভুবন মাঝে কে
লক্ষ্মীবল্লভে?
জাহ্নবীর জল চন্দন তুলসীতে যে চরণ পূজেন হরি হরষিতে,
আন্‌লে তার সীতে বংশ বিনাশিতে, চল ফিরে দাও সীতে
সেই রাঘবে
মানব জ্ঞানে অশোকবনে রাখ্‌লে সীতে, পারেন পলকেতে সীতে
ব্রহ্মাণ্ড নাশিতে, তুমি যাও সীতে নাশিতে অসিতে, জ্ঞান নাই
হে,—ঐ সীতে যে অসিতে যে যে ভাবে তাবে। (৯৯)

ললিত ভৈরবী। ঐ।

ত্বরায় ভগবান, ধরায় ফেলে বাণ, হ'লেন দয়াবান রাবণোপরে।
করেন মুখে উক্ত, ওরে দশবক্ত্র! তুই যে পরম ভক্ত, কে বধে
তোরে?
মিতে বল্লে রাবণ তোমার ভক্ত নয়, হ'ল যে মিতের কথা মিথ্যাময়,

সিতের কার্য্য নাই, সীতের কার্য্য নাই চল যাই রে।—বাছা!
তোরে ল'য়ে আমি অযোধ্যাপুরে॥ (১০০)

(রাবণের উক্তি) সুরট। কাওয়ালী।

দে রে। দে রে! দে মোরে কোদণ্ড
রাখ ভাবতী ওরে সারথি! করি ভণ্ড যোগীরে এই দণ্ডে দণ্ড
আমি করি বিশিষ্ট গুণে পালন শিষ্টগুণে, সদা করি দমন পাষণ্ড।
ভুবন পূজ্য সদা ভয়েতে সূর্য্য কাঁপে, দেখে মম প্রতাপ অখণ্ড ;—
জিনিতে মোরে, এসে সমরে, কবে জারি বনচারী জটাধারী
বেটা ভণ্ড (১০১)

(রামের প্রতি রাবণ) আলাইয়া। একতালা।

প্রাণান্ত হ'ল আজি আমার কমলআঁখি।
একবার হৃৎকমলে এসে দাঁড়াও দেখি
ইন্দ্র বেটা হাব যোগালে, অশ্বপাল কালকে রাখি ; পাছে কাল বেটা
কাল পেয়ে ধরে, ঐ ভয়ে রাম . তোমায় ডাকি
ঐহিকের ঐশ্বর্য্য করা, রাম! কিছু মোর নাই হে বাকি ;
একবার বন্ধু হ'লে পরকালে কাল বেটাকে দেখাই ফাঁকি (১০২)

(ঐ) ভৈরবী। ঐ।

দিন গত কিন্তু নয় হে ও রাম! তোমার চরণে এ দীন গত
আমার গত অপরাধ কত ; প্রাণ নির্গত সময়ে দাও হে চরণ,
হ'লাম চরণে শরণাগত।
সৎসঙ্গে হ'য়ে স্বতন্তর, করি অসৎ ক্রিয়া সতত ; তোমায় শত ২ মন্দ
ব'ল্লাম হে রামচন্দ্র . না ভাবিয়ে ভবিষ্যত
ওহে গুণধাম . স্বগুণ প্রকাশ, গুণহীন জ্ঞানহীন দোষ নাশ, সগুণে
তারিলে কিবা পৌরুষ? সে ত স্বগুণে পাবে সুপথ, ,—জননী

কঠোর জঠর যন্ত্রণা, আর দিবে হে রাম কত? ওহে দশরথ অঙ্গ
দাশরথি! ঘুচাও দাশরথীর গতাযাত (১০৩)

(রামের প্রতি রাবণ) ভৈরবী। একতালা।

ধর চোরকে ধর দণ্ড কর হে রাম! রাখ চোরে।
এ জনমের মত বন্দি, ক'রে চরণ কারাগারে।
ওহে! যদি বাঞ্ছা হয় অন্তরে, রাখ্‌তে চোরে দ্বীপান্তরে, সেই ত পরে
কর্‌বে তবে, পাঠাও ভবসিন্ধু পারে
ওহে! ক'রে কত কুমন্ত্রণা, যাকে দিয়েছি যন্ত্রণা, স্থান দিতে রাম!
কর মানা, আমায় জননী জঠরে (১০৪)

(ঐ) বিভাষ। ঐ।

ওহে হৃষীকেশ! এ জনমের শেষ, কৃপা করি হরি! দাঁড়াও
সম্মুখে
আমি অতি দীন, ভজনবিহীন, সুদিন কর আমার অধীন দেখে।
শঙ্খ চক্র হরি! ধর গদা পদ্ম, প্রফুল্লিত হউক আমার হৃদিপদ্ম,
ধ্যান করি পদ মুদে নয়নপদ্ম, শ্রীপাদপদ্ম আমার দেও হে মস্তকে।
ব'লেছিলে হরি! জন্ম জন্মান্তরে, শত্রুভাব জান্‌লে দয়া কর্‌ব তোরে,
(তাই) মা জানকী হ'রে আন্‌লেম লঙ্কাপুরে, (এখন) মুক্ত কর
আমায় রক্ষকুল থেকে
ভজন সাধন আমি না জানি হে হরি! পার কর আমায় দিয়ে চরণ-
তরী, মুখে ব'লে হরি মুকুন্দ মুরারি, (যেন) প্রাণ গেলে ও নাম
পাশরিয়ে থাকে (১০৫)

(রামের প্রতি দাসত্বমুক্ত দেবগণ) ললিত বিভাষ ঝাঁপতাল।

ভ্রান্ত হ'য়ে কি লাগিয়ে আছ চিন্তামণি?।
ভূভার হরণে হ'লে, রঘুকুল শিরোমণি?

দশ জন্মার্জ্জিত দশবিধ পাপ নিবারণে ; দশ অবতার মধ্যে দশানন
উদ্ধারণে, দশরথসুত রূপ ধরেছ আপনি
ওহে দিনমণি কুলোদ্ভব ! তব পদ ভাবে ভব, লজ্ঘিবারে ভবতরঙ্গ,
অংঘ্রি তব তরণী ;—হরিল দেবের মান, দশানন ছরাচারী,
হ'তে হবি ! দেবের ছঃখহারী, তব অবতরণ ত্যজিয়ে
বৈকুণ্ঠপুরী, এলে হে ধরণী ॥ (১০৬)

(সীতার প্রতি মন্দোদরী) পরজ কালাংড়া । একতালা ।

ভূষণে হ'য়ে ভূষিতে, ভূ সুতা যাও রাম তুষিতে ।
দেখো ছঃখে মরবে রামের বিষ নয়নে প'ড়্‌বে সীতে ।
চ'লে ব'ধে আমার পতি, দেখো মোর শাপে তোমার সতি !
দিবে না বৈকুণ্ঠপতি, বাম হ'য়ে বামে বসিতে ।
শুন গো সীতে রূপসি ! সুখে যাও কি চতুর্দ্দোলে বসি' ?
বিমুখ হবেন গোলোকশশী, কলঙ্ক দিয়ে শশীতে । (১০৭)

(রামের প্রতি সীতা) আলাইয়া । কাওয়ালী ।

ও নীলবরণ ! জানিনে বিনে শ্রীচরণ
কি দোষে দ্বেষ এমন ? আদেশ ক'রে আসিতে, জনম ছখিনী সীতে,
বদন দেখে যে ফিরালে বদন ।
তুমি অন্তরের অন্ত জান রাম ! অনন্ত ছঃখে নাথ ! রাম ব'লে দিন
হরিলাম, আশা ছিল আজ বিপদে তরিলাম ; শিবের সম্পদ
পদ হেরিলাম ;—না দিয়ে আশ্রয় পদে, আবার কেন পদে ২,
বিপদ কর হে বিপদভঞ্জন ? ।
আমি তোমার চাতকিনী জানকী, সজল জলদ আমার তুমি হে
কমল আঁখি ! সয় হে আমার এ যন্ত্রণা প্রাণে কি ? ঘন বই
চাতকী আর জানে কি ?—বাঁচাতে চাতকী প্রাণ, না দিয়ে
তায় বারিদান, বজ্র দিয়ে করিলে প্রাণ হরণ । (১০৮)

(রামের প্রতি হনুমান) ললিত বিভাষ। একতালা।

চ'ল্লেম গুণধাম, জন্মের মতন রাম! প্রণাম হই চরণে।
আমি দিব হে ও জানকীর জীবন! জীবন আজি জীবনে।
রাম দয়াময় নাম শুনিলাম, অসার চরণ সার করিলাম, কিন্তু দাসের
আশাবাসা হে রাম! ভাঙ্গিল এত দিনে
ওহে! মা যদি মোর হন অনলে দাহন, আমার ভুবন আঁধার ভুবন-
মোহন!—অজ্ঞান নও ভুবনস্বামি! অজ্ঞান বালক মায়ের
আসি, শেষে বুঝাতে পারবে না তুমি, মাতৃহীন সন্তানে (১০৯)

(ভরদ্বাজ মুনির উক্তি) সুরট মল্লার। আড়াখেমটা।

শ্মশান, ভবনে ভব যাঁর ভাবে, পাব ভবের ধন সে রাঘবে
হবে দীনের প্রতি দীননাথের দয়া,এদীনের কি সে দিন হবে?।
আমি অতি দীনহীন নিরাশ্রয়, ক'র্বেন কি আমার আশ্রয়ে আশ্রয়?
দিবেন কি আশ্রয় সেই গুণাশ্রয়, শ্রীচরণ পল্লবে?।
বনযাত্রা কালে এক দিন মম ধাম, এসেছিলেন অশেষ গুণের গুণধাম,
আবার দয়া ক'রে আস্‌বেন কি সে রাম,এত দয়া কি সম্ভবে?—
তবে যদি হেতু নির্গুণে নিস্তার, স্বগুণে গুণসিন্ধু অবতার,
দাশরথী বিনে দাশরথীর ভার, গ্রহণ কে আর করে ভবে?।
(১১০)

(ঐ) বিভাষ। ঝাঁপতাল।

কার সাধ্য ও মা সীতে! তব বন্ধন ঘুচিতে?
তুমি সিতে তুমি অসিতে, তুমি আদ্যা বাল্মীতে
অসিতা রূপে অসি ধরা, দনুজ কুল নাশ করা, সীতা রূপে এসেছ ধরা,
রাবণকুল নাশিতে।
দেহি অয় দাসে দেহি, বিশ্বমাতা বৈদেহি! ভব ক্ষুধা নিবৃত্ত কর,
আর দিও না আসিতে।

যদি কৃপা না কর দীনে, অন্নাদি বসন দানে, দাশরথীরে হবে নিদানে,
চরণ দানে তুষিতে (১১১)

(মিলন গীত) ললিত। একতালা।

কিবা শোভা বে! রামরূপ সাগর তরঙ্গ
রত্নাসনে সীতাসনে, রাজভূষণে ভূষিতাঙ্গ
চন্দ্রমুখার মুখ নিরখি, চন্দ্র দুখী পায় আতঙ্গ; মরি হরির অঙ্গ হেরি,
অঙ্গ হারায় রে অনঙ্গ
রামরূপ হেরে ত্রিনয়নে, প্রেম তরঙ্গ ত্রিনয়নে, সদা কহিছেন নয়নে,
ছেড় না রাম রূপের সঙ্গ।
চিন্তামণির গুণের বাণী, ব'লতে বাণীর বাণী সাঙ্গ;
সীতানাথের তুল্য কে আর, আছে অনাথের অন্তরঙ্গ (১১২)

সীতার বনবাস ও লবকুশের যুদ্ধ।

(লক্ষ্মণের প্রতি রাম) সুরট। কাওয়ালী।

ওরে ভাই! জানকীরে দিয়ে এস বন
যে লক্ষণ, করি নিরীক্ষণ রে লক্ষ্মণ! বুঝি বিপদ ঘটিল বিলক্ষণ।
অতি অগণ্য কাযে, ছি ২ জঘন্য সাজে, ঘোর অরণ্য মাঝে কেন
কাঁদিলাম? অপার জলধি কেন বাঁধিলাম?—ধিক্ ২ তারে
ধিক্, যার লাগি প্রাণাধিক, শক্তিশেল হৃদে ক'রেছ ধারণ
(১১৩)

(সীতার প্রতি বাল্মীকি মুনি) বিভাষ। ঝাঁপতাল।

ও গো এস মা রামপ্রিয়ে ভেস না নয়ননীরে।
থাক্‌তে হবে কিছু দিন, এ দীন মুনি-মন্দিরে
ভবভাব্য ভাবিনী সীতে! তুমি ভাব কি অন্তরে? সহজে কি এসেছ
আমার, সাধ পূরাতে সাধ ক'রে? বান্ধিয়ে এনেছি ও পদ,
নিজ সাধনের ডোরে

তোমায় বনে দেন পীতাম্বর, সে সব দুঃখ সম্বর, সম্প্রতি সম্প্রীত
বিতর, ধন্য কর মুনিবরে,—রাজভূষণ রাজবাস, ভাল বাস
গো রাজরাণি আমি কোথা পাব গো তা? দিব কেবল
জগবন্দিনি! চন্দন তুলসী পত্র, শ্রীচরণাম্বুজোপরে (১১৪)

(বাল্মীকির উক্তি) সুরট একতালা।

ওরে লব! কোথায় লুকালি?
জানকী কুমার, জীবন আমার, জীবন পাছে হারালি
তোরে এসে নয়নে না হেরিয়ে সীতে, নয়নের জলে ভাসিতে ২,
জলে প্রবেশিতে জীবন নাশিতে, যাবে মন দুঃখে জ্বলি।
একে হয় না সীতের শোক সম্বরণ, নিরপরাধে সে নীরদবরণ,
পঞ্চমাস গর্ভে দিয়েছেন বন, শোকে সোণার অঙ্গ কালী;—
দৃষ্টিহীন জনের যষ্টি রে যেমন, তেমনি রে তুই জানকীর সবে
ধন, আর আছে কি ধন, কিসে সম্বোধন, করিব বল কি করি'?।
দুগ্ধপোষ্য তনু কোমল অতিশয়, তপনের তাপ তোকে নাহি সয়,
তপোবন ত্যজে কো'ন্ বন মাঝে, কি খেলা খেলিতে গেলি?—
বনে ২ তোর না পেয়ে সন্ধান, হ'ল রে আমার হত ধ্যান জ্ঞান,
মরি রে আবার হরি সুত আমার, হরি সাধন ভুলালি। (১১৫)

(সীতার প্রতি বাল্মীকি) জয়জয়ন্তী। একতালা।

বল জানকি! ও মা এ কি? ধরাতনয়া প'ড়ে ধরা।
সঙ্কট কি হ'ল কেন, পঙ্কজ নয়নে ধারা?।
কোন্ বিধি হইল বাম, ভাঙ্গিল তব সুখধাম, বদনে ধ্বনি অবিরাম,
রাম ২ গো রামদারা।।
ও মা ব্রহ্মস্বরূপিণি! কি বল হারা' আপনি? সাপিনী যেন তাপিনী,
শিরোমণি হ'য়ে হারা,—নিরখিয়ে মা তব মুখ, বিদরিছে
আমার বুক, ভানু তাপে ঘেমেছে মুখ, অনুতাপে তনু জরা
(১১৬)

(লব কুশের প্রতি সীতা) আলাইয়া। কাওয়ালী।

কি শুনিলাম মরি রে নিতান্ত
ডুবাইলি দুঃখনীরে, দুঃখিনীরে তোরা কি রে? ক'রে এলি আমার
জীবনের জীবনান্ত।
ওরে লব কুশ কুসন্তান . যদি তোদের সন্ধানে রণশ্রান্ত, হ'ল রে
নরকান্তকারী সে প্রাণকান্ত,—সকাতর দে'খে রণে, আমার
জলদবরণে, বাছা! তোরা কেন হ'লিনে রণে ক্ষান্ত?
সীতার শিরোমণি, সে নীলকান্তমণি, সাধের শ্রীকান্ত; পতিত
ধরণী রে!—মরি ২ এই লাগিয়ে, যতনে দুগ্ধ দিয়ে, পুষেছিলাম
কাল ফণীরে, বধিবারে সে রতন মণি রে!—সে জীবন ধন
বিনে, আর কি ফল জীবনে? (আমি) জীবনে ত্যজিব আজি এ
পাপ জীবন্ত (১১৭)

(মিলন গীত) সুরট। জৎ।

ভানুজ ভয়হারী রাম, অনুজ সহ কি বিহরে!।
সজল জলধরে যেন, শশধর উদয় করে।
শরণার্থে শরদিন্দু, প'ড়ি পদ নখরে; হেরি চিন্তামণি কান্তি, মুনীন্দ্র
মন হরে (১১৮)

প্রহ্লাদ চরিত্র।

(প্রহ্লাদের উক্তি) ভৈরবী একতালা

কিং ভয় তার মরণে? অধরে শ্রীধরের গুণ যে ধরে হৃদি
মাঝারে।
মরণ হরণ চরণ ধারণ, ক'রেছি কি করিবে শমন? ফিরে চান যদুনন্দন
যদি আমারে

গন্ধর্ব্বাদি সিদ্ধচারণ, যে চরণ সাধে সাদরে ; নাম গুণে সুরাসুর
চরাচর নর, কিন্নর নরক হরে
করিবে আমার বিষে কি বিগুণ ? দিয়েছি আগুনের কপালে আগুন,
যে ভজিবে গুণ সাগরের গুণ, সাগর জলে কি সে মরে ? ।
নিবেদন করি যে নাম আমি করি, করী কি করিবে আমারে ? প্রাণ
গিরিতে কি যায়,যে মোর সহায়,বাম করে সে গিরি ধরে (১১৯)

(প্রহ্লাদের উক্তি) সিন্ধুভৈরবী। জং।

কোথা হে অনাথের জীবন, আজ বুঝি মোর জীবন গেল
ওহে জীবের জীবন ! জীবন মাঝে, ভক্তের জীবন রাখ্‌তে হল।
কিসে সঙ্কটে উত্তরি, হরি ! এ দাসে কৃপা বিতরি, দেও চরণ তরী
তবে ত তরি, এ সাগর সলিলে ;—গুণসাগর ! আজি আমারে,
ডুবাও যদি এ সাগরে, (তবে) কলঙ্ক সাগরে তোমার, "ভক্তের
হরি" নাম ডুবিল । (১২০)

দক্ষযজ্ঞ।

(দুর্গার প্রতি শিব) সিন্ধুভৈরবী। আড়াঠেকা।

কি করি শবাসনা ! তুমি ত স্ববশে রবে না, সদত করিবে যাতে
নিজ বাসনা।
তব জ্বালাতে শঙ্করি ! মৃত্যু বাঞ্ছা মনে করি, মৃত্যুঞ্জয় নাম ধরি,
তা ত হ'ল না ।
শুন হে সর্ব্বমঙ্গলে ! মরণ মঙ্গল ব'লে, ফণীহার পরিলাম গলে,
তারা দংশে না ;—বিশম্ভর নাম ধরি', বিষ খেয়ে জীর্ণ করি,
বিষে প্রাণ যায় না কি বিষম যাতনা ।
পশুপতি নাম শুনে, শঙ্কা করে পশুগণে, ব্যাঘ্র সিংহ তারা আসি,'

প্রাণে বধে না ,—জীবনে কি গুণ ব'লে,দিলাম আগুন কপালে,
কপাল বিগুনে সে আগুনে দহে না (১২১)

(দুর্গার প্রতি শিব) টৌড়ী। ঝাঁপতাল।

মহিমা কি আমি জানি ? মোহিনী রূপ ভবানি !
মহীভার নিবারিণি ! মহিষাসুরনাশিনি ! ।
মোহিত রূপে ভব, ভবানি ভব মোহিনি ! মরি দীনে কুরু দয়া,
দয়াময়ী ত্রিনয়নি !
তারা রূপ সম্বর, ভয়ে ভীত দিগম্বর, হেব মে দাশরথীর, কর্ম্মজ
দুঃখবারিণি . (১২২)

(শিবের খেদোক্তি) বিভাষ। ঐ।

সতী শোকে পতিতপাবন, পশুপতি পতিত ধরা
সুন্দর রজত গিরি, ধরা লুটায় না যায় ধরা।
জীবনতারা বিনা তারাপতি, হ'ল রে আজ জীবন হারা ; অন্য ধ্বনি
নাহি শুনি, ধ্বনি কেবল তারা তারা ; ত্রিনয়নের নয়ন তারায়,
তারাকাবা বহে ধারা।
শিবানন্দে সদানন্দ, নন্দিকে বলেন ত্বরা ; কি বলিলি ওবে নন্দি !
তারা কি হ'লেম হারা ?—ভবের আপদ যায় রে দূরে, চিন্তা
করে যে তারাপদ, তার্ আপদ দক্ষযজ্ঞে, দিলি নন্দি কি সংবাদ,
কোথা আপদভঞ্জিনী, হৃদয়রঞ্জিনী তারা ? (১২৩)

(নন্দির প্রতি শিব) ঐ। ঐ।

নন্দি। গিরিনন্দিনী ত্রিনয়নের নয়নতারা।
তারাহারা হয়ে আমি হ'য়েছি রে তাবা হাবা
যে দিন তিন দিন ব'লে, গেছে যে সে দীনতারা , সেই দিনে তখনি
আমি, দেখেছি রে দিনে তারা , তারা শোকে বহিছে আমার,
নয়নে তারাকাবা ধাবা

ব'সে, যোগাসনে তারারূপে, যারা আছে তারা সঁপে, ওরে নন্দি!
তারা কি ধন, জেনেছে তা'রা ;—তোরা কি এত কাল গিছে,
কাল ঘবে কাল হরিলি? জ্ঞান হয় রে জ্ঞানচক্ষে, মন তারারে
না হেরিলি, জলাভাবে যেন আকুল, সিন্ধুকূলে থেকে তোরা
(১২৪)

(নন্দির প্রতি শিব) বিভাষ ঝাঁপতাল।

নন্দি রে, কার মায়ায় বন্দি, হ'য়ে থাকি এ মন্দিরে?।
মহামায়ায় হারাইলাম, কার মায়ায় হ'য়ে বন্দি রে?
দক্ষালয়ে গিয়েছিলি, তুই ত সতীর সঙ্গে ছিলি, প্রাণ ত্যজিতে কেন
দিলি, আমার প্রাণের সতীরে?
আমি ঈশান সন্ন্যাসী, সতত শ্মশানবাসী বাস বাসে ভাল না বাসি,
বাসনা নাহি অন্তরে, তবে গৃহে বসতি করি, সতী ভার্য্যারই
মায়ায়; হৃদ্‌বসতি ছেড়ে আমার, সে সতী আজ রইল
কোথায়? গিছে মায়া কেউ কারো নয়, নন্দি; দেখ মনে
ক'রে (১২৫)

শিব বিবাহ।

(গিরিপুরবাসিনীগণের উক্তি) খট্‌ভৈরবী। একতালা।

এ নয় নন্দিনী, জগত বন্দিনী, রাণি। কন্যাগুণে হ'লে ধন্যে
তব পতি ধরাধর, ধরাতে কি ভাগ্যধর, গো রাণি ধন শশধরমুখী
গর্ভে কি পুণ্যে!
নয়ান হের গো নগেন্দ্রমহিষি, চরণাম্বুজে নখরেতে শশী, ত্রেলোক্যকেশী
ত্রিলোকেশী ইনি, ত্রিলোচনের মহিষী, ত্রিলোক মাঝে,—
জনম ধন্য তোমার গো রাণি! জঠরে জনমে জনমহারিণী,
জগতজননী কহিবে "জননী", হেন পুণ্যবতী ভবে কে
অন্যে? (১২৬)

(গিরিপুরবাসিনীগণের উক্তি) বিভাষ। একতালা।

আমারে চরণ, কেন বিতরণ, করিলে মা ব'লে কাঁদে ধরণী
তাইতে অতুল পদ থাকিতে ধরায় পদ দিয়ে এলেন মোক্ষপদ
দায়িনী
ভবে এসে নানা যন্ত্রণা যে পায়, অনুপায় ঘটে বিধির অকৃপায়,
তোর মেয়ের ঐ পায় ধর্‌লে পায় উপায়, পাষাণি! ও যে পা
নয় পাতকী পারের তরণী
কল্পতরু তুল্য চরণ বিতরণ, ত্রিভুবন প্রতি কৃপাবলোকন, কি জানি
কেমন অদৃষ্ট লিখন, দাশরথীর; তারে নয়নে না দেখ্‌লেন
তোর ত্রিনয়নী। (১২৭)

(গিরিরাজের প্রতি নারদ) সিন্ধুভৈরবী জৎ।

শঙ্কর কুলীনের পতি, এমনি কুলীন এ অখিলে
হ'যে কুলহীন আপনি ভব কূল দেন ভবের কূলে
আছে শিবের কুলে কালী, তিনি তাতেই মান্য চিরকালই,
কুলে না থাকিলে কালী, গৌরব নাই সে মহাকালে।
হারায়ে তার কুলদায়িনী কুল ভ্রান্ত ছিলেন তিনি, এখন তাঁরি
কুলকুণ্ডলিনী, জন্ম নিলেন পাষাণ কুলে (১২৮)

(তাল বেতালের প্রতি শিব) সুরট কাওয়ালী

আয় রে বেতাল, সাজ তাল! বাঘছাল হাড়মাল এনে
দে রে উমাকান্তে।
আয় রে তোরা যাব ত্বরা ক'রে গিরিবর বাসে, বরবেশে বরদারে
আনিতে
আর কাল বিলম্ব কেন? কাল ভুজঙ্গ আন, শুভ কাল হ'ল রে
কালান্তে,—যার জন্যে তনু জরা, জনম যন্ত্রণা হরা,
জন্মেছে সেই তারা, পেলাম আজি শুনতে;—

বিনে তারিণী ভয়হারিণী, আছি যে দুঃখে দিবা রজনী, পার না কি জান্‌তে ? (১২৯)

(গিরিপুরবাসিনীগণের উক্তি) পিলু । পোস্ত

তোরা কেউ ধর্‌তে কুলো, যাসনে ও লো কুলবালা !
মহেশের ভূতের হাটে, এ সব ঠাটে সন্ধ্যা বেলা।
যে রূপ ধরেছিস্ তোরা, চিত্ত উন্মত্ত করা, চাঁদ যেন ধরায় ধরা,
খোঁপায় ঘের বকুল মালা (১৩০)

ললিত বিভাষ ঝাঁপতাল

পঞ্চবদনেতে হেরে বারে দিতে বরমা
গিরিপুরে দশভুজা, হন দুর্গে শিবরাণী
দাঁড়ালেন উমেশ সম্মুখে, উদয় কর রবি'; রাকা চন্দ্র ঢাকা শঙ্খধারিণী
হরসুন্দরী, নিরখি' রূপ চরণে, চঞ্চল চঞ্চলা।
কিবা কুঞ্চিত কবরী ভার, কমলাদি কুসুম হার, কনক করে বালা',
বিম্বাধরী বিমলা,—দশ বরণ আভাস দশদিক অন্ধকার হরে,
প্রতি করপদে রক্ত শতদল ইন্দু শোভা করে, নখর হেরে'সে
চকোর, সুখ মানসে উতলা (১৩১)

গঙ্গা ও দুর্গার কোন্দল।

(শিবের উক্তি) সুরট। জৎ।

ভবতিমির নাশ! শিবের
কবে দুঃখ নাশিবে শ্রি
অসিতরূপা অসিধারিণী
আসি', আ

নীলবরণি । নিস্তার, নীলকণ্ঠ কত আর, নিরন্তর নিরানন্দ নীরে
ভাসিবে ?—হরদুঃখ হরণ কারণে, আপদ হর পদ প্রদানে,
কবে দুর্গে। দাশরথীর, ভবভাবনা বিনাশিবে ? (১৩২)

(শিবের প্রতি দুর্গা) খট্‌ভৈরবী। একতালা।

এ কি শুনি ত্রিশূলপাণি ?
নাহি পাই কূল, ভেবে প্রাণ আকুল, শিবে কুল্ কুল্ কিসের ধ্বনি ?
সে ভূষণ কোথা লুকাইল সব ? কবিত অঙ্গেতে ভুজঙ্গ রব, কল ২ রব
শুনি কলরব, ভয়েতে নীরব সে সব ফণী
কর দিয়ে শিরে বলহ কারণ, কারে শিরে তুমি করেছ ধারণ ?
দাশরথী বলে শুন মা কারণ, বারি ও পাপনিবারিণী। (১৩৩)

শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ।

(ভগবতীর প্রতি দেবগণ) সুরট। জৎ।

সুরগণ শরণাগত, শুন গো মা শম্ভুদারা।।
শুম্ভভয়ে ব্যথ সুরে, অম্বুজনয়নী তারা।
অসুরের ভবে ভাব অতি, শিব সুন্দরি! বসুন্ধরা ; হরিল অসুরে
ইন্দ্রপদ চন্দ্রশেখরা।
মা! বিষম বীর বিরোধে, বিস্ময় বিশ্ববন্দিনি। বিপদে বিমুক্ত কর
বিষয়বাঞ্ছাহরা তারা!—দেবের দেবত্ব দেবে, দেহি মা
সুরা! স্থান দেহি মা দাশরথীরে, শ্রীচরণাম্বুজে ত্বরা (১৩৪)

...ট্‌ভৈরবী। একতালা।

...দন, নিরখিয়ে এলাম এক কন্যে
...রণী কার ঘরণী ? তাহে তরুণী

তরুণীর হে'রে চরণ কিরণ, অরুণ কিরণ দূরে গিয়ে বন,নখরেতে
সুধাকরেরি কিরণ, হরণ করে সে ভুবন মাঝে
বলে ত্রিভুবন ক'রেছ নির্ধনী, জয় ২ ধ্বনি তুমি ধনের ধনী, লওগে
সেই ধনী তবেই ধন্য ধনী, তোমা বিনে ধনী সাজে না অন্যে
(১৩৫)

(শুম্ভের প্রতি ভগ্নদূত সুগ্রীব) আলাইয়া। একতালা

ধরাতে তায় ধরি হে ধন্যে, হে রাজন, সে কি মেয়ে সামান্যে ?
অহঙ্কার করি হুহুঙ্কারে প্রাণ বধিল জলদবরণী কন্যে
কি করিবে তব সেনা অশ্ব করী ? করে ধনুঃশর ধরিয়ে কি করি ?
নারীর বাহন করীর অরি, রণে করি ২ নাশিল সৈন্যে।
সিংহ প্রতি বলে "বধ রে, বধ রে" আদরেতে হাসি না ধরে অধরে,
মৃগেন্দ্র উদরে যে ধরে বিদরে এসেছি শরীরে আমি কি পুণ্যে
(১৩৬)

(সেনাপতির প্রতি ভৈরব) পরজ কালাংড়া ঐ।

সামান্য দেখি তুই আমারে, শ্যামা মা মোর আস্‌বে পরে।
মা করিবে রণ কিসেরি কারণ? যদি নিবারণ হস নফরে।
মা মোর কালী কালরাত্রি, কালভার্য্যে কালবাঞ্ছে কর্ত্রী, আসিবে
কি সে মোক্ষদাত্রী, মক্ষিকা বধিবার তরে ? (১৩৭)

(শুম্ভের উক্তি) সুরট। কাওয়ালী।

শবে কে রমণী ভাই ? হের সবে
অসিতে সব, করিল শব, নগ্না নগ্না হইয়ে আসবে।
মনপে ভাবি হবে দক্ষতনয়া, হর বক্ষবাসিনী ; এ বিপক্ষ হইলে নাহি
রক্ষে, উপায় সাধিলে কে শবে ;—ধরণী কম্পে ঘন ধনীর
ধ্বনিতে, ঘোর শব্দ সাধ্য কার সবে ?

দাশরথী ভবতরী ভবার্ণবে ভজ, ওরে শান্ত দনুজ পদপ্রান্তে
সে মন্ত্র, নহে তোর অন্ত এ রমণীদের রণে (১৩৮)

(রাজা। প্রতি অঙ্গদূত সুগ্রীব) সিন্ধু তাল কাওয়ালী

বলে বড় বড় বল, কেন বলী হে রাজন, তোমারে নিদয়া বামা
কি হলো ?
এলোকেশী করে অসি, যে ভর্মী কলকন্যে
বিবাদ ঘটিল কেনে, কি বাদ বাধা'বে কে ? ক'রেছে নিদয়া সেধে
অকূল প্রাণে ; চল হে রাজন ! চল, প্রাণভয়ে প্রাণাকুল,
অকূল সাগরে কূল আর দেখিনে ;—ধরি চরণে করি মিনতি,
যদি হে দানবপতি ! দাশরথী গতি পায় অতি যতনে (১৩৯)

সুরট [illegible]ী ।

সমরে মগনা কালী চামুণ্ডে
শূলপাণিনী, শিরমালিনী, দেবী ত্বরিত দনুজদল দলনে দণ্ডে ।
কিবা আসন করি' করীপৃষ্ঠে রূপ দৃষ্টে চমক লাগে চণ্ডে ; সঘনে
নাশ করে বদনে গ্রাস করে, গলিত রুধির ধারা গণ্ডে, —
হুঙ্কার ঘোর ধ্বনিতে, কাঁপে থর ২ কলেবর জীব ব্রহ্মাণ্ডে ।
(১৪০)

বামন ভিক্ষা ।

(নারদের প্রতি কশ্যপ মুনি) সোহিনী । জৎ ।

ধন্য তুমি ত্রিলোক মান্য, ও গো দেবঋষি
তোমার প্রসাদে আমায়, প্রসন্ন প্রসন্না আসি'
হৃদিপদ্মে যে পাদপদ্ম, অনাদ্য করেন আরাধ্য, সেই মায়ের শ্রীপাদপদ্ম,
হেরিলাম আজ গৃহে বসি' (১৪১)

(কশ্যপমুনির উক্তি) মোহিনী জৎ

শিবে! আমি নিবেদি গো তোমার ঐ রাঙ্গা পদে
কুলাও কুলকুণ্ডলিনি! কুল অকূল আপদে
ত্রিপুর নিবাসীগণে, এসেছে মম ভবনে, আমি অতি দীন দৈন্য,
না পারিলাম দিতে অন্ন, সম্প্রতি হ'য়ে প্রসন্ন, অন্ন দে মা
অন্নদে। (১৪২)

(বলির প্রতি শুক্রাচার্য্য) ভৈরবী জৎ।

কি দেখ দানবরায়! ঐ যে বামন কায়, সামান্য বামন নয়,
ও আপনি শ্রীভগবান।
কোর না এমন কার্য্য, দৈর্য্য হও হে রাবে রাজা, সুরের সাহায্য হেতু,
ত্রিপাদ ভূমি দান চান।
দান ক'র্লে ত্রিপাদ ভূমি, সম্পদ হারাবে তুমি, রাজ্যপদ যাবে যবে
পদে ২ অপমান,—ধ রেছেন ঐ খর্ব্ব পদ, কটাক্ষে তব বিপদ
ত্রিপাদে ব্রহ্মাণ্ড ঢাকবেন, ত্রিপদে না পাবে স্থান (১৪৩)

(ব্রহ্মার উক্তি) বিভাষ। তিয়ট।

ধন্য বলির আজ কি পুণ্য প্রকাশ্য দৃশ্য ক'রে হ'ল বিস্ময়
অন্তরে
বলির তারে কারে, শ্রীচরণ ঐ নাভি সরোজে সৃজন, করিছেন
সুরাবে
সুরাসুর আদি যক্ষ রক্ষ নর, বলির যোগ্য ভাগ্যধর কে আর?
যে চরণ নিরবধি আরাধি,অনাদি না পায়, বলি সে পদ ধ'রেছে
নিজ শিরে (১৪৪)

শ্রীমন্তের মশান।

(কালীর প্রতি খুল্লন) সুরট কাওয়ালী

সঁপিলাম তনয়, পেয়ে ভয় ভবভয়, পদদ্বয় তলে ও মা কাল
কান্তে
রণে বনে কি জীবনে, শত্রুসনে হুতাশনে, বেষ্টে যেন আমার
শ্রীমন্তে
আমার বালক এ যে অবাধ্য, সাজে অসাধ্য কাযে, করে না মা
জীবনের চিন্তে,—দাসী ত আকাশ গণে, করুণা প্রকাশ
বিনে বিপদ ঘটিলে পারি জান্তে ;—কে রাখিবে আর,
শ্রীমন্তে আমার, যদি না রাখ গো তারিণি ! বিপদে
পদোপান্তে
আমার কি হবে ভাগ্যে, দুঃখহারিণী দুর্গে। ভেবে মৃতসমা হ'য়েছি
জীবন্তে ;- হে হেমবর্ণা মোরে, ভব প্রসন্না ঘোরে, ভয়ে পদ
ধ'রেছি একান্তে ;—দেহ পদ যা'য়, তার বিপদ যায়, ঘটে
আপদের আপদ বেদ পুরাণে পাই শুন্তে (১৪৫)

(কর্ণধারের প্রতি শ্রীমন্ত) সুরট। কাওয়ালী

কে রে কার রমণী শতদলে ? (কর্ণধার !)
করি কি অপরূপ দরশন, করীন্দ্র করে ধরি' উগারে ক'রে ভোজন,
ধন্য ধনী ভূতলে
তরুণার্ক বিনিন্দিত চরণ-যুগাতল, উজ্জ্বল জল মাঝে জলে , কামিনী
বর্ণ হেরি' তাপিত স্বর্ণগিরি, চঞ্চলা তাপে ঘনে চলে ;—হে'রে
বদন চন্দ্র অধোবদন চন্দ্র, তাপে মলিন হয়েছে গগন মণ্ডলে

(১৪৬)

(শ্রীমন্তের খেদোক্তি) আলাইয়া। কাওয়ালী।

কোথা গো জননি জগদম্বে!

ত্রাণ কর, মা কি কব? শালবানের কিঙ্কর, কর বেঁধেছে বধিবে
প্রাণ অবিলম্বে

দেখ মা দোষ বিনে নাশে, আমি পিতার উদ্দেশে, দেশত্যাগী হ'য়ে
এসে, রাজদ্বেষে মরি বিদেশে বিড়ম্বে,—নিজ দাস ত্রাস নাশ,
একবার আশু যদি আস. ও মা আশুতোষ রমণি! এ আড়ম্বে।

কে রক্ষা করে, ঘোর বিপক্ষপুরে, ও মা! সাপক্ষহীন সমুদায়;
সঙ্গে এসেছিল যারা, তারা দেশে গেল তারা! একাকী প'ড়েছি
আমি বন্ধন দশায়,—আমি নৈরাশ হ'য়েছি জীবন আশায়,—
এখন কে তারে মা মোরে? প'ড়ে বিপদ সাগরে, আছি তারা
তোমার শ্রীচরণ অবলম্বে।(১৪৭)

(শালবানের দূতগণ) সুরট। ঐ।

মরি ২ হ'ল সে কি কাণ্ড।

সামান্য জেলে, আগে না চিনে, এখন বাঁচিনে প্রাচীনে মাগী করে
প্রাণদণ্ড।

আগে ধ'রে সামান্য এরে ক'রে অমান্য, প্রাণে মরি পরিশ্রম
পণ্ড,—না ধ'রে অস্ত্র, অপরূপ সমস্ত, ধনী কেশে ধরি করে
খণ্ড ২;—হ'য়ে রণ জয়, আবার কেঁদে কয়, আমার প্রাণাধিক
শ্রীমন্তেরে বধো না পাষণ্ড! ॥ (১৪৮)

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

(যুধিষ্ঠিরের প্রতি শকুনি) খাম্বাজ। একতালা।

এবার কি ধরবে বাজি?।

কি ধন আছে কও বাবাজি! সকল বোল ফুরিয়েছে রে! পণে
হেরেছ মাতঙ্গ বাজি।

চাল জান না চাল্‌তে এস, কি মনে বুঝি ? চালেতে লাগিয়ে আগুন,
কেবল শিখেছ চাল ভাজাভাজি।
চাল ত ভাল জেনে দেশে, সব ছিল রাজি ; দেখে চাল্‌ছে ব'য়ে র'য়ে
রে তুমি, সুজন বুঝিলাম আজি ॥ (১৪৯)

(কৃষ্ণের প্রতি ভীমের উক্তি) ঝিঁঝিট। একতালা।

জীবন থাকতে সব, হ'লাম আমরা শব, কে সবে কেশব!
এ সব দুখ?
মান গেল হে কৃষ্ণ! প্রাণে আর কি সুখ?
ওহে! আমি বৃকোদর রাজার সহোদর, একি অনাদর ঘটালে হরি!
হ'য়ে আমরা করী অজের সেবা করি, দ্রৌপদী কিঙ্করী হইবে
কি করি, কি ব'লে হে কৃষ্ণ! দেখাব মুখ?।
ওহে! ভ্রাতা ধনঞ্জয় ত্রিভুবন জয়, রণে মৃত্যুঞ্জয় মানেন পরাজয়,
ত্রিভুবন ধব তুমি হে মাধব! পাণ্ডববান্ধব ত্রিভুবনে কয়;—
তবে কেন কষ্ট কর না হে দৃষ্ট, কি দোষে হে কৃষ্ণ! হইলে
বিমুখ?। (১৫০)

(দুঃশাসনের প্রতি দ্রৌপদী) ললিত বিভাষ। ঝাঁপতাল।

বিনয়ে বলি শুন হে, সতীর অঙ্গ পরশন।
কোর না রে এ দস্যুসম, দূষ্য কাম দুঃশাসন!।
আমি অবলা কুলবালা,কোর না কটু ভৎ'সন ;—এত রঙ্গ মোর সনে,
ভীম যদি এ কথা শুনে, পাবি নে ত্রাণ এই আসনে, ঘটাবে যম
দরশন।
ওরে! মম হিত কথা শুন, জ্বালিয়ে পাপ হুতাশন, অকালে কেন ঘটে,
কর্ম্মদোষে বিনাশন?—কেন রব কর ভীষণ, ত্য'জে মধুর
সম্ভাষণ, হৃদয়ে কেন কর, বাক্য বাণ বরিষণ? (১৫১)

(যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদী) ঝিঁঝিট। একতালা।

এ ত তোমার খেলা নয় হে কান্ত বুঝিলাম একান্ত
এ খেলা খেলিছেন গুণনিধি। বিধির হৃদ্‌কমলের নিধি
কমলাকান্ত
এ বিপত্তিকালে কোথায় নাথ তব,বিপদকালে তোমার মাধব বান্ধব ?
পাশায় রাজ্যধন, নিল দুর্য্যোধন, কৃষ্ণ জানেন না কি এ বিপদ
তদন্ত ?।
(কখন্) মাতঙ্গ কখনো পতঙ্গ এ সব, বঙ্গভঙ্গ করেন জানি আমি
সব, সেই কেশব ,—একবার বলেন যায় অন্তরঙ্গ, আবার তায়
বৈরঙ্গ, ঐ রঙ্গে তাঁর দিন রজনী অন্ত (১৫২)

(কৃষ্ণের প্রতি দ্রৌপদী) ভৈরবী। ঐ।

ওহে দয়াময় , বড় দুঃসময়, আসি' হরি। হর হে বিপদ
কোথা সঙ্কটের ঔষধি, নিদান দিনের বিধি, নীলবরণ লজ্জা নিবারণ।
আসি' দ্রুপদকন্যা দাসীর বিপদ হর।
এই যে দুষ্ট মূঢ়মতি দুঃশাসন, কে করে শাসন অতি দুঃশাসন,
দাসের দাসীর করে কেশ আকর্ষণ, হে গোবিন্দ। তোমায়
কেমন সখ্য ?।
কোথা রইলে নিরাপদের কারণ ? নিরাশ্রয়গতি নীরদবরণ। বিপদে
প'য়েছি শ্রীপদে শরণ, ঐ পদ বিনা নাই উপলক্ষ (১৫৩)

শিশুপাল বধ।

(নারদের উক্তি) সুরট। একতালা।

না দে'খে চালি বিচার ক'রে,ফাঁদে প'ড়ে মন মন্ত্রী আগে মরে
কেবল পাপের ফল থাকে রে ভাই , কাঁদে জীব রাজা মাৎ
হ'য়ে মরে।

ঘরে থাকে ছুটো বাজি, না চলে সে হাবায় বাজি, খেলার দোষে
ঘেরে এসে ভাই ! জীবের শত্রুদলের ছুটা ঘোড়ে (১৫৪)

(শিশুপালের প্রতি ভীষ্ম) ঝিঁঝিট । একতালা ।

ওরে অভাগা , ব্রহ্মা দেন অর্ঘ্য ঐ চরণ কমলে
তাইতে গোবিন্দ পদোদ্ভবা, গঙ্গা নাম জগতে বলে ।
গোলোকের নাথ ধরায় ভূপাল, চিন্‌লি না তোর পোড়া কপাল,
তুই কি মনে করিস্ ও শিশুপাল ! গোপাল গোপের ছেলে ? ।
হাঁরে ! কোন্ গোপনন্দন গিরি গোবর্দ্ধন, ধরে করে করে কালীয়
নিধন ? কোন্ গোপ শিশু ভূতলে ভক্ষণ করে অনলে ?—
ব্রহ্ম বিনে কে ব্রহ্মাণ্ড দেখায় বদনমণ্ডলে ?
শুন নাই গুণ তার জগতে প্রচার, করে করে কংসরাজকে সংহার ;
যে নন্দনন্দনের গুণে, অন্ধ প্রাপ্ত হয় নয়নে, নয়ন থাক্‌তে
দৃষ্টিবিহীন, তুই কি রে অদৃষ্ট ফলে ? (১৫৫)

বিবিধ ।

সুরট । আড়াঠেকা ।

দেখি রে কত জ্বালা সয়
জলাশয় করে কিসে পাব জলাশয় ? ।
পিপাসা কেমনে বারি, যাই যথা পাই বারি, তত্ত্ব করি পলাবারি,
তাতে ও নিরাশয়
অন্ধ হ'য়ে অন্ধকারে, অ'সিয়া প'ড়েছি পারে, এখানে ডাকিব কা'রে,
জীবন সংশয় ,—যদি পূব দীর্ঘিকায়, কিম্বা মণিকর্ণিকায়,
কালী হ্রদে শিবকায়, পড়িলে ডুবায় (১৫৬)

(বামনরূপী কৃষ্ণের প্রতি নাবিক) ভৈরবী। একতালা।

হরি! কি দিবে দক্ষিণা মোবে?।
কি শক্তি আমার, তোমায় কবি পার? আমায় কর পার
ভবসাগবে
এখন আমি তোমাব কি শুধিব ধার? করিতে উদ্ধার তুমি মূলাধার,
বেদে শুনি তুমি ভবেব কর্ণধার, শোধ লব ধার ভবের ধারে
আমি দিলাম তোমায় সামান্য তবী, তুমি দিও আমায় শ্রীপদতরী,
পদে ধবি যেন বিপদে তবি, এই মিনতি হরি! ববি তোমাবে।
(১৫৭)

গোষ্ঠলীলা।

(কৃষ্ণের প্রতি শ্রীদাম) ললিত ঝিঁঝিট একতালা

কানাই! একি ভাই! বইলি ও ভাবে অচৈতন্য।
উঠিল ভানু ও নীলতনু! যায় না ধেনু বেণু ভিন্ন।
পর ধড়া মোহন চূড়া, ব্রজের চূড়া ও নীলবর্ণ! রাখাল সাজে রাখাল
মাঝে, নেচে ২ চল্ অরণ্য
অঞ্জন আঁখি যুগলে, গুঞ্জহার পর রে গলে, কদম্ব মঞ্জরী ভাল সাজে
যুগল কর্ণে;—একদিন বনে রাখালগণে, বিষ জীবনে জীবন
শূন্য;—জীবন দিলি জীবনকানাই! তুল্য নাই গুণে তোমা
ভিন্ন (১৫৮)

(যশোদার উক্তি) আলাইয়া আড়াঠেকা।

যত বলি রে গোপাল! চাঁদবে ধবি কেমনে?।
গোপাল বলে মা গো! বর মাগো; আমার বরে করে,
চাঁদকে ধরে বামনে।
বুঝিলাম বাছাব বাতিক হ'য়েছে রে কষ্টে, প্রাণ থাকিতে কৃষ্ণে
পাঠাব না গোষ্ঠে, আর পুনর্ব্বার, দুধের বালক, এত কেন পরিশ্রম
সবে? বাছার ভ্রম হ'য়েছে রে, বনভ্রমণে (১৫৯)

(শ্রীদামের প্রতি যশোদা) খাম্বাজ । জৎ ।

এই কথাটি পাল, আজ বেশে গোপাল, গোপালের গো পাল
ল'যে যা ছিদাম ।
কাঁচা ঘুমে আমার, উঠ্‌লো অবোধ কুমার ; ক্ষীর দিলে হবে না
আঁখি জল বিরাম
যায় না ধেনু শীঘ্র, গোপাল না গেলে পর,গোপালের মাথার চূড়া
মাথায় পর, ধর মুরলী ধর, তুই মুরলীধর হ'য়ে আজি রে ?—
বাছার মত যাবি আর বাজাবি অবিরাম ।
গোপাল বেশে হও রে গো পালে ও বেশ,সাজিবে বেশ তোরে
প্রাণ গোপালের বেশ, তুই বাজালে বেণু, অমনি ফিরিবে ধেনু,
তার কি ভয় রে ?—ধেনু চিনিবে না যে ছিদাম । ছিদাম কি
তুই শ্যাম (১৬০)

(নন্দের প্রতি যশোদা) সুরট কাওয়ালী

নন্দ হে, মরি মনের বেদনে
হরসাধনে, পেলাম যে ধনে, যাবে কি ধন অভাবে আমার
সে ধন ল'য়ে গোধনে ? ।
ওহে ধনপতির তুল্য ধন, তবু না যায় "ধন ২", ধনে কি হইবে আমি
পাইনে ভেবে মনে ।
আগে অভাবে এই ধন, বিফল হ'য়ে ছিল ধন,
উভয়ে থাকিতাম অধোবদনে , সদা এই ধন, জন্যেতে রোদন,
প্রাপ্ত হ'য়েছ যে ধন, মুক্ত হ'য়েছ ভববন্ধনে (১৬১)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রসিকচন্দ্র রায়ের গীতাবলী

ব্রহ্ম-তত্ত্ব।

ভৈরবী   ঠেকা।

আছেন এক জন, কর্ম্মের কারণ, যাঁহার আদেশে ভ্রমে সুধাংশু
তপন
একমাত্র অদ্বিতীয়, ত্রিজগতের আরাধীয়, জ্যোতির্ম্ময় পূজনীয়
পুরুষ রতন।
তিনি ব্যাপ্ত জলে স্থলে, বেদে নির্ব্বিকার বলে, করুণানিধান বিভু,
নিত্য নিরঞ্জন   (১)

মল্লার। আড়াঠেকা।

ভাব মন তাঁরে।
এ ভব জলধিজলে, যে জন তারে।
হ'য়ে মায়া নিদ্রাগত, স্বপন দেখিছ কত, কার জন্য অবিরত,
ভাব এ সংসারে ?
কার সুত কার দারা ? কেহ কারো নহে তারা, মুদিলে নয়ন তারা,
তা'রা কোথা রয় ?—অসময়ে কেবা বন্ধু ? বন্ধু সেই দীনবন্ধু,
নাম যাঁর কৃপাসিন্ধু, জীব তরিবারে ?   (২)

বেহাগ। ঠেকা

এই যে অনিত্য সংসার, নাহি কিছুমাত্র সার।
এ সংসারে সারমাত্র এক সারাৎসার
তিনি পরমাত্মা হন, তিনি পরমাত্মা নন, সকলেতে স্থিতি রন,
অন্ত কে জানে তাঁহার ?॥ (৩)

কালী বিষয়।

আলাইয়া। একতালা।

মিছে দিন গেল ব'য়ে; কেবল হ'লেম্ ভূতের বোঝা ব'যে।
ভবে এসে কালি! না পাইলাম কালী, থাকিব ত্রিকালি কতই
স'য়ে?।
ত্বরায় জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী, কত নিদ্রা যাও তুমি গো জননি?
তোমা বিনে ত্বরায়, এ দাসে কে তরায়? শত্রু হ'লেম কি
পুত্র হ'য়ে?
সন্তানের প্রতি চাহ কৃপা চক্ষে, রক্ষাকালি! তোমা বিনে নাহি রক্ষে,
এস কালবারিণি দীননিস্তারিণি, বৈস রসিকচন্দ্রে
কোলে ল'য়ে। (৪)

মল্লার। জৎ।

যায় দিন দীন দয়াময়ি! দীনের কি উপায়?।
যদি রাখ পায়, দীন দিন পায়, নৈলে নিরুপায়, করুণা কটাক্ষে
দীনে তার মা কৃপায়।
গেল দিন এল দিন ও দীনতারিণি! দীন প্রতি দিন দাও
শমনবারিণি! নিকট বিকট অন্তদিন জননি! তাইতে
রসিকচন্দ্র রাঙ্গা চরণ চায় (৫)

মুলতান। একতালা।

ডাকি মা অভয়ে, ভয়ে, ওগো অভয়দায়িনি!।
জাগ মম হৃদকমলে, কালি কুলকুণ্ডলিনি!।
শমনভয়বারিণী তারিণি ত্রিগুণে, ত্রিগুণি ত্রিপুরেশ্বরি বিখ্যাত ভুবনে,
জীবাত্মা ও শবসাত্মা পরমেশ্বরি। গুরুদত্ত তত্ত্ব তুংহি শিবে
শঙ্করি! বরদে সারদে! সার দে সার দে, দে মা অভয় দে,
রসিকচন্দ্রে রাখ পদে, ওগো বিপদনাশিনি!॥ (৬)

ভৈরবী। আড়া।

সর্ব্বনাশি! সর্ব্বগ্রাসি! সর্ব্বেশ্বরি ও মা তারা!
আমারে বিরূপ কেন মা? আশুতোষ মনোহরা!।
ওগো শিবে মহামায়া! কে বুঝে তোর মহা মায়া? রসিকচন্দ্রে
দয়া মায়া, কিছু নাই তোর এ কি ধারা?॥ (৭)

কালীয় দমন।

ঝিঁঝিট। মধ্যমান। (কৃষ্ণের প্রতি শ্রীদাম)

জয় রাধা শ্রীরাধা ব'লে ভাই!।
বারেক বাজাও বংশী রাখালের জীবন কানাই!।
আমরা কৃষ্ণধনে ধনী, শুনিব বংশীর ধ্বনি, যে ধ্বনিতে ভুলে ধনী,
ব্রজের কমলিনী রাই
কি গুণ জানে বাঁশরী, বাঁশরী বলে "কিশোরী", কেমনে গুণ পাসরি,
আহ মরি ম'রে যাই॥ (৮)

আলাইয়া। একতালা। (সুবলের প্রতি শ্রীদাম)

ওরে সুবল ভাই! আজ কি কানাই, গোষ্ঠে শোভা পায় রে!।
যেন কোটি ২ শশী, শ্রীচরণে পশি', তিমির নাশিছে তায় রে।
পক্ব বিম্ব জিনি' কিবা ওষ্ঠাধর, পদ্মনাল সহ যেন পদ্মকর,
কটিধটি বেড়া রূপ মনোহর ভুবন, ভুলায় রে।
কানুর চরণ কিরণ কি সাজে, ভানুর কিরণ লুকাইল লাজে, কি সাজে
নূপুর, কি বাজে মধুর, রুণু ২ শুনা যায় রে (৯)

খাম্বাজ। ঐ। (রাখাল বালকগণ)

কোথায় কৃষ্ণধন, রাখালের জীবন, দেখা দে রে ভাই!
গোষ্ঠে আসিয়ে।
ল'য়ে ক্ষীর ননী, তোর মা নন্দরাণী, ঐ যে রে ডাকিছে
গোপাল বলিয়ে।

যখন সুধাবে বল দেখি ভাই। কেমনে বলিব সঙ্গে কানাই নাই ?
যশোদা আর নন্দ, কেঁদে হবে অন্ধ, কোথায় রে গোবিন্দ,
আছ লুকাইয়ে ? (১০)

ঝিঁঝিট। মধ্যম্যান। (শ্রীদামের উক্তি)

সুধালে কি কব যশোদায় ? এ কি দায় রে ! ।
জন্মের মত তুই কি কৃষ্ণ হইলি বিদায় রে ? ।
রাধার হ'ল কি প্রেম দায়, কি বলিব সে প্রমদায় ? এমন করি'
ফেলিয়ে দায়, গোষ্ঠে কি কাঁদায় রে (১১)

আলাইয়া। একতালা। (যশোদার উক্তি)

কেন রে সুবোল ! না ব'লে সুবোল, শুনালি কুবোল
আমায় এসে ? ।
শুনে অঙ্গ জ্বলে, শোকসিন্ধুজলে, গেল ২ আমার নয়ন ভেসে।
সে যে আমার গোপাল, অতি সুখের গোপাল, প্রাতে উঠে গোপাল
ল'য়ে গেল গো-পাল, গোষ্ঠে রেখে গো-পাল কোথায় গেল
গোপাল, গোপাল এল কৈরে গোপালবেশে ? । (১২)।

বিভাষ। আড়া। (যশোদার প্রতি বড়াই)

ও গো নন্দরাণি ! কেন নিরানন্দ হও ? ।
পেয়েছ পরমানন্দ, পরম আনন্দে রও
রাণি গো তোর শ্রীগোবিন্দ, জগতে জগদানন্দ, মিলে নন্দ উপনন্দ,
সবে হরি হরি কও ॥ (১৩)

খাম্বাজ। কাওয়ালী। (কালীয়ের ভার্য্যাগণ)

প্রাণে, ব'ধো না ব'ধো না মদনমোহন !
কালীয়েরে রক্ষা কর ওহে কালিয়ে রতন ! ।

ভুজঙ্গে রাখ ত্রিভঙ্গ। পাতালে তুমি ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গের শিরোমণি ভুজঙ্গ ;—
ভুজঙ্গিনী হই, ভুজযোড়ে কই, মহাভুজঙ্গ স্বগুণে রাখ ক্ষুদ্র
ভুজঙ্গের জীবন। (১৪)

সুরট মল্লার। একতালা। (যশোদার উক্তি)

কহে যশোদা কাতরে।
মন ২ উথলে জল নয়নসাগরে।
বলে আমার নীলমণি, মুনির মাথার মণি, ফণীর মাথায় তারে
কে দিল রে ?
বলে আর যশোদা নিরখে সে বারি, কাল বারি মধ্যে শোভে কালবারী ;
বলে কৃষ্ণে দংশে ফণী, সে যে মহাফণী, অনন্তদেবেরে চিন্‌তে
নারে। (১৫)

বিভাষ। তিয়ট। (মিলন গীত)

বৃন্দাসনে, একাসনে, বিরাজিত দুই জনে
প্রেমময়ী রাজনন্দিনী, কমলিনী কৃষ্ণ সনে।
বনমালা বিলম্বিত, উভয় গলে শোভিত, কোটি চন্দ্র পদাশ্রিত,
মন ভুলে দরশনে ;—রাই অঙ্গে নীলাম্বরী, পীতবসন পরে হরি,
রসিক কহিছে মরি, কি শোভিত পদ্মাসনে। (১৬)

বস্ত্রহরণ।

খাম্বাজ। একতালা। (রাধার উক্তি)

কৃষ্ণের কাল রূপ, হ'য়ে কাল রূপ, কি কাল ঘটালে ওগো
প্রাণ সৈ ।।
কাল ফণী প্রায়, দংশিছে আমায়, সে কাল ভাবিয়ে আমি
কাল হই

যেন জলধর মধ্যে শশধর, সখি ধর ২ ধর্ গো বংশীধর, ব্রহ্মজ্ঞানে
ধর কিম্বা ধ্যানে ধর, কে ধরে অধর অধরচাঁদে ঐ ? !
যুগল রাঙ্গা পায় কত শোভা পায়, বিনা সে কৃপায় কে পায় ছুটি
পায় ? রসিক নিরুপায়, না দেখি' উপায়, ও পায়
প্রাপ্তি বই (১৭)

ঝিঁঝিট। মধ্যমান। (চিত্রাসখীর উক্তি)

আর কি ভয় ভবসাগরে ?
পারের কাণ্ডারী হবি, আপ্‌নি উদয় ব্রজপুরে
চল্ গো ধনি শুনে ধ্বনি, হবি কৃষ্ণধনে ধনী, যার পায় জন্মে সুরধুনী,
সেই বংশীধ্বনি করে
সদা বলে রাধা ২, এ কি রাধা বাঁশী সাধা, ভাবকেরে লাগে ধাঁধা,
রসিকের রস সঞ্চারে (১৮)

আলাইয়া। কাওয়ালী। (গোপীগণ)

সখি ! বল ২ দুঃখ কারে কই।
বাস না পাইলে আর বাস না যাইব সৈ।।
কেন বা ত্যজিলাম বাস, না পাইলাম পীতবাস, শ্যাম সঙ্গে সহবাস
হ'ল কৈ ?—কি লাঞ্ছনা কুলাঙ্গনা উলঙ্গিনী হ'য়ে রই॥ (১৯)

খাম্বাজ। ঠেকা। (চিত্রার উক্তি)

সখি ! ভয় পাইও না তরঙ্গে তবে
যদি সে হরির পদ পল্লবে লবে
পরম জ্ঞানে কর যত্ন, তবে পাবে পরম রত্ন, চিনিতে কি পারে
সখি ! কেশবে সবে ? (২০)

খাম্বাজ। একতালা। (গোপীগণের উক্তি)

ওহে রসিকমণি। গুণের গুণমণি! আর কেন কাঁদাও
দীননাথ?
হেরিয়ে প্রত্যক্ষে, কর হে মান রক্ষে, দেখ না স্বচক্ষে চক্ষে
অশ্রুপাত
বারি মধ্যে আজি দেখ কালবারি! চক্ষে অনিবারি বহিতেছে বারি,
কেমনে এ বারি, নিবারি এবারি, ঘটালে সবারি, কি দায়
অকস্মাৎ (২১)

জয়জয়ন্তী। ঠুংরি। (ঐ

আহা মরি মরি মরি
হরিতে নারীর বাস, কে তোমায় শিখালে হরি?
কত জান চতুরালী, নাগরালী বনমালি! আজি তোমার ঠাকুরালী,
ঘুচাব ধরি' (২২)

পরজ। আড়াখেমটা। (ঐ)

হরি! কে জানে তোমার ভঙ্গিভাব?।
কি ভাবের প্রাদুর্ভাব; নামটি করুণাময় কপট স্বভাব।
কারে কাঁদাও কারে হাসাও, কারে বা অকূলে ভাসাও, হৃদয় নিদয়
নটবর;—স্বভাবে ভাবিতে হয় ভাবের অভাব (২৩)

রাগশ্রী। তিয়ট। (মিলন গীত)

কি শোভা শ্রীবৃন্দাবনে
বিরাজিত কিশোর কিশোরী একাসনে।
নীরদে তড়িত যেমন, শ্যামের বামে রাধা তেমন, সুখে শুক শারী,
সারি ২ নিরখিছে সঘনে। (২৪)

কৃষ্ণকালী বর্ণন।

ভৈরবী। একতালা। (রাধার উক্তি)

গেল ২ গেল গো কুল, হাসিল গোকুল, সে মজায় গো কুল
ব্রজে যে চরায় গো-কুল।
আমরা কুলের নারী, গোকুলে থাকিতে নারি, গোকুলচাঁদের বাঁশী
শুনে,—ওগো প্রাণ সৈ! কথা কারে কই, অকুল কাণ্ডারী
কেন করিল আকুল?।
মিলে তার প্রতি কুল, লোকে হয় প্রতিকূল, জীবন ব্যাকুল চিত্ত
নিরাকুল;—আর কি আছে কুল-যোগ্য নারীকুল, গিয়ে
হারায়ে দুকুল, গিয়েছে দু কুল (২৫)

সিন্ধু। কাওয়ালী। (রাধার প্রতি ললিতা)

এত কিশোরি! অধৈর্য্য হৈও না।
দিননাথ থাকিতে দীননাথের কাছে যেও না।
কুটিলা সে বিবাদিনী, সদা কটু নিনাদিনী, বিনোদিনি! তা কি জান
না?—দিবসে কি রসে রবে? দেশে দ্বেষে কত কবে, এমন
করিয়ে মনমোহনে দিও না (২৬)

সিন্ধু ভৈরবী। ঠেকা। (ললিতার প্রতি রাধা)

তবে কেন মজায় গো বাঁশী?।
সদা ভালবাসি বাঁশী, আমরা বাঁশীর দাসী।
শুনিলে বাঁশীর গান, শীতল দাসীর প্রাণ, তেয়াগিয়া কুলমান,
হ'য়েছি উদাসী।
আমরা কবি বাঁশী ২, বাঁশী দেয় গলে ফাঁসি, কাছে আসি' হাসি'২,
কত কহে প্রতিবাসী (২৭)

খট। কাওয়ালী। (রাধার উক্তি)

সদা মনে পড়ে সেই কালো, কিবা কালো
কাল রূপে আলো করে, নিকুঞ্জে একা লো।
একে ত চিকণ কালো, ভালে কিবা অলকা লো, হেরিলে কুলেতে
ভার থাকা লো।—চাঁদে দিয়েছে যেন ঢাকা লো।—
কালো রূপে নাশে কালো, কেমনে ভুলিব কালো? যে তার
বাঁশীতে সদা ডাকা লো।। (২৮)

সুরট মল্লার। কাওয়ালী। (রাধার প্রতি কুটিলা)

যাস্‌নে যাসনে প্যারি! ভঙ্গিতে ত্রিভঙ্গে।
রঙ্গে ভঙ্গে গো।—কুল ভাসাবি কেন কলঙ্ক তরঙ্গে?।
গোকুলে যে চরায় গাভী, কি গুণে তার গুণ গা'বি? সকলে বাগাবি
রস রঙ্গে;—কলঙ্কিনী রাই! লাজে ম'বে যাই, করিস্ রঙ্গিণি
গমন কোথা সঙ্গিনীর সঙ্গে?। (২৯)

সুরট। মধ্যমান। (কৃষ্ণের প্রতি রাধা)

বিপত্তিভঞ্জন হরি! বিপদ্ কালে কর ত্রাণ।
অসিতে নাশিতে প্রাণ, আসিতেছে ঐ আয়ান।
রাখ হে শ্যাম রাধিকারে, তোমায় বিনে সাধি কারে? এনে প্রেম
অধিকারে, মজাইও না ভগবান।
ঐ দেখ হে রঙ্গে ভঙ্গে, কুটিলে আসিছে সঙ্গে, কে যেন আমার অঙ্গে,
হানিছে গরল বাণ;—শুন হে করুণাসিন্ধু! চরণে ধ'রেছ ইন্দু,
আজি বঁধু কৃপাবিন্দু, দাসীরে কর হে দান। (৩০)

খাম্বাজ। ঐ। (কুটিলার প্রতি আয়ান)

কুটিলে! কৈ সে নন্দতনয়? তা নয় তা নয়।
হাস্যমুখে ব্রহ্মময়ী ঐ যে শ্যামা দৃশ্য হয়

হৃদ্ধৃদি নিবাসিনী, ভবান্ধকারনাশিনী, বিতরিছে নিস্তারিণী, স্বকরে অভয় (৩১)

ললিত। একতালা। (মিলন গীত)

কি রূপ মাধুরী শ্রীবৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণ বিরাজিত একাসনে ;—কুঞ্জবনে তরুগণ নম্রমান
যুগলরূপ দরশনে
মেঘে যেন সৌদামিনী, শ্যামের বামে কমলিনী ; কিবা শোভা পায় রে,
যুগল পায় রে, হেরিয়ে মাধুর্য্যরূপ মন ভুলে যায় রে ;—
কি কুঞ্জ নিকুঞ্জ শোভা, ত্রিভুবন মনোলোভা, যেন কোটি চন্দ্র
আভা, উদয় চরণে
ধন্য পশু পক্ষীগণ, তারা করে নিরীক্ষণ, যুগল বরণ রে।—ধন্য
বৃন্দাবন রে, যথা অবতীর্ণ হন লক্ষ্মীনারায়ণ রে।—ভুবনমোহিনী
সঙ্গে, ভুবনমোহন রঙ্গে, বিরাজ করিছে যেন, রসিকের
মনে (৩২)

মান ভঞ্জন।

আলাইয়া একতালা। (রাধার উক্তি)

কুলকামিনী, এ ঘোর যামিনী,—যোগে কেন এলাম সাধের
কুঞ্জে ?
জেনে আয় গো বৃন্দে, লইয়া গোবিন্দে, স্বজনি রজনী কে ধনী
ভুঞ্জে
শ্রীকৃষ্ণ চরণ-পঙ্কজ-প্রয়াসী, সঞ্চিত সম্পদে বঞ্চিত এ দাসী ; পাদপদ্ম
মনোহর, গাঁথা সুধাকর, তাতে মধুকর গুন্ ২ গুন্ গুঞ্জে (৩৩)

খাম্বাজ। মধ্যমান। (রাধার প্রতি ললিতা)

মানিনি গো! আর কি মান শোভা পায় ?।
জাহ্নবী উদ্ভব যাঁর পায়, সে প'ড়ে তোর রাঙ্গা পায়।

মানে ক্ষমা চেয়ে ২, কৃষ্ণ আছে বদন চেয়ে, নিদয়া নাই তোমার চেয়ে, চেয়ে দেখ এ কি দায়

কেন ওলো কমলিনি! অধো মুখকমলিনী? রসিক বলে রসিকমণি, পদে গড়াগড়ি যায় (৩৪)

খট্‌ভৈরবী। একতালা। (রাধার উক্তি)

ওরে অভিমান! যার মানে মান, তাঁ'রি অপমান কর্‌লি ভাল।

পদে দিয়ে মাথা, জগতের মাথা, কেঁদে গেলেন কোথা চিকণ কাল?

ভাল ২ তোর বাড়িল সম্মান, মানিনীর গেল কুল শীল মান, হৃদয়েরি ধন, সে রসিক রতন, বিনে কে করিবে হৃদয় আলো॥ (৩৫)

সুরট মল্লার। কাওয়ালী। (ললিতার উক্তি)

যোগীরাজ! কি দুঃখ তোমারে জানাই।

গিয়েছে জানাই, তুল্য ভুবনে যা নাই, হেন গুণের কৃষ্ণ নিধি যা'তে হারায়েছে রাই

এ কি দুঃখ পুঞ্জ ২, বিচ্ছেদ আগুনে কুঞ্জ, আজি ব্রজে দগ্ধ সমুদয়;— সুখ নাহি এক বিন্দু, রাধামুখ শরদিন্দু, মলিন হেরিয়ে দুঃখে আমরা ম'রে যাই (৩৬)

কৃষ্ণ বিষয়।

(কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা) সাহানা। জৎ।

অকূলের কাণ্ডারী কৃষ্ণ, কূল হারালে রাধার মানে

কুলের কর্ত্তা গোলোকের চাঁদ, অবতীর্ণ বৃন্দাবনে

যারে তুমি হও অনুকূল, বজায় থাকে এ কুল ও কূল, যার প্রতি হও প্রতিকূল, কূল পায় না সে ত্রিভুবনে।

তুমি ব্রজের রসিকচন্দ্র, জ্ঞানে ভক্ত রসিকচন্দ্র, গোলোকের চন্দ্র
গোকুলচন্দ্র, চন্দ্র তেমোর শ্রীচরণে। (৩৭)

(বৃন্দার প্রতি কৃষ্ণ) ঝিঁঝিট। মধ্যমান।

দাও হে বৃন্দে! নারী সাজায়ে।
রাধার কুঞ্জে যাব আমি বীণাযন্ত্র বাজায়ে
আর যে সহিতে নারি, নারীর মানে হব নারী, মান লব আপনারি,
শ্রীরাধার মন মজায়ে।
নারীর দয়া নারীর প্রতি, হবে তাতে বড় প্রীতি, সাজিয়া নারী
সম্প্রতি, আসিব মন ভুলায়ে। (৩৮)

(রাধার প্রতি বৃন্দা) বিভাষ। একতালা।

দেখ গো রাই ধনি! এসে কোন্ ধনী করে বীণার ধ্বনি
নিকুঞ্জ দ্বারে।
বীণা বলে রাধে, জয় ২ রাধে, কোন্ রাধায় আবাধে, এ ব্রজপুরে ?।
কুল ত্য'জে কেবা এল এ গোকুলে ? কার কুলের বৌ প'ড়েছে
অকূলে ? কোন্ কুলের কামিনী, এই বিনোদিনী ? চিনি নাই
গো —এ কার মন্মোহিনী ধনী রূপে মন হরে? ॥ (৩৯)

(বিদেশিনীর প্রতি ললিতা) ললিত। আড়াঠেকা।

কে ধনি! গোকুলে আসি', করিতেছ বীণাধ্বনি ?
সত্য বল ছিলে তুমি, কার প্রেমধনে ধনী ?।
বল তুমি কার বনিতে ? তুলনা নাই অবনীতে,তোমার পরিচয় নিতে,
পাঠাইলেন রাই ধনী
ছিলে বল কার কুলে ? কুল ত্য'জে এলে গোকুলে, কেন কালী দিবে
কুলে, তুমি' একাকিনী ?।

আমরা দগ্ধ বাঁশীর স্বরে, কেন মজাও বীণাস্বরে ? ক্ষমা দাও গো
আজ বাসরে, ফিরে যাও কুলকামিনি। (৪০)

(বিদেশিনীর প্রতি ললিতা) সিন্ধু। কাওয়ালী।

কেন হারাবি দুকুল ?।
শ্যামের বাঁশী শুন্‌লে পরে, রবে না তোর কুল।
যখন বাজে শ্যামের বাঁশী, শুনে মন হয় উদাসী, হইবে বাঁশীর দাসী,
ভ্রমি' এ গোকুল
মোহন বাঁশীর স্বরে, গৃহকাযে মন পাসরে ফিরে যেতে হয় না ঘরে,
গো-কুল হয় আকুল (৪১)

(রাধিকার উক্তি) খাম্বাজ। একতালা।

যেতে বল যেতে বল্, আর কেন ছল ; করেন কালাচাঁদ
বিচ্ছেদ কুঞ্জে আসি' ?।
বাঁকা নয়ন ঐ দেখা যায় গো সৈ। বীণা বাজান হরি পরিহরি
বাঁশী।
এমন কালরূপ কোথায় আছে কার ? কালরূপ কৃষ্ণ নাশে অন্ধকার,
পদে ভিন্ন ২ ধ্বজ আদি চিহ্ন, দেখা যায় গো।—কেন আমায়
কুঞ্জে ঐ কালশশী ?। (৪২)

(মিলন গীত) ললিত। ঠেকা।

কি শোভা শ্রীবৃন্দাবনে, শ্যামের বামে কমলিনী।
যেন জলধর ক্রোড়ে, শোভা করে সৌদামিনী।
চারিদিকে গোপবালা, তারা যেন তারার মালা শ্যামচাঁদ রাধা ;—
উভয়ের শ্রীপাদপদ্মে, শোভে শশী দিনমণি॥ (৪৩)

(কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা) ললিত একতালা।

এবার যায় গোকুল, রাধার যায় দুকুল তুমি গোকুল চাঁদ মথুরায়
আছ নিশ্চিন্তে
গোকুল অন্ধকার, সদাই হাহাকার, কেবা কার কেবা রাধিকার,
কেন ক'রেছ বঞ্চিত ঐ পদপ্রান্তে?
বৃন্দাবন বন হয়েছে এখন, আর তোমার নাই সাধের নিধুবন,
শোকে গোপী সব, সবে হ'ল শব, পার্‌বে না কেশব সে সবে
চিন্‌তে (৪৩)

(ঐ) ঐ ঐ।

চল ২ চল, হইও না অচল, চঞ্চল চরণে চল হে হরি!
কইতে অন্তর জলে, রাইকে অন্তর্জ্জলে, রেখে এলে সেথা
ব্রজ পরিহরি
শ্রীহরি! শ্রীহরি কর হে ত্বরায়, রাধার জীবন রাধার জীবন বুঝি
যায়, যেমন বিনে জীবন জলে মীনের জীবন, তেম্‌নি রাধার
জীবন হয়েছে মুরারি (৪৫)

(বৃন্দার প্রতি কৃষ্ণ) ঐ। ঐ।

আমার মূলাধার, প্রেম শ্রীরাধার, আমি ব্রজের বংশীধারী,
ধারি কেবল রাধার ধার
র'জকন্যে কমলিনী সুধন্যে গোপকুলে, যার জন্যে গোচারণ ক'রেছি
গোকুলে, পায় ২ বাঁধা পায় আছি ওহে বৃন্দে। বাধা বাঁধা
আছে আমার এ হৃদয়ারবিন্দে, বৃন্দে. রাধার পদারবিন্দে,
এ গোবিন্দের গতি সার (৪৬)

(কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা) সুরট কাওয়ালী

কে জানে হরি হে তোমার কাণ্ড ?।
কা'রে দাও হে বন, কা'রে সিংহাসন, তোমার মহামায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে
ঘুরিছে ব্রহ্মাণ্ড
কা'রে কাঁদাও কা'রে হাসাও, কা'রে রাজতক্তে বসাও, কা'রে কর
প্রেমবিচ্ছেদে দণ্ড ,—তব গুণে মরে যাই, তোমায় বলি তাই,
যেন অন্তকালে রসিকচন্দ্রের আশ হয় না পণ্ড ॥ (৪৭)

(ঐ) সাহানা। জৎ।

জানি হে বিদ্যা তোমার, মহাবিদ্যার আরাধ্য ধন
যার কপালে যা লিখ শ্যাম কে খণ্ডিবে তোমার লিখন ?।
এ কি লিখন কাল শশি ? দাসী হয় রাজমহিষী, রাজকন্যা রাই রূপসী,
ধূলায় প'ড়ে হয় অচেতন।
কপালের এম্‌নি লেখা, কেউ কাঁদে কেউ হাসে সখ . রসিকচন্দ্রের
ভাগ্যে বাঁকা, হ'লে বাঁকা মদনমোহন . (৪৮)

(ঐ) মুলতান। একতালা।

এ কি মিলন হরি ?।
পেলে শ্যাম সুন্দর। বেস্ প্রেম সুন্দরী।
আপনি বাঁকা বাণী বাঁকা, বাঁকা ভঙ্গির কি মাধুরী। কায্ কি
রাধার ভাবে, আর কে ভাবে ? ভাস্‌ল হেথা ভাবের তরী।
(৪৯)

(মিলন গীত) ললিত। ঠৈকা।

এ কি শোভা বৃন্দাবনে, শ্যামের বামে রাইকিশোরী।
মেঘের কোলে তড়িত্ যেমন, যুগল রূপের মাধুরী

চারিদিকে গোপীগণে, সকলে আনন্দ মনে, রাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণে,
কত শোভা বলিহারি।
কৃষ্ণচন্দ্র গোকুলচন্দ্র, পদতলে কোটি চন্দ্র, ধ্যানে ভাবে রসিকচন্দ্র,
অন্তে যেন ও রূপ হেরি (৫০)

প্রভাস।

(নারদের প্রতি বৃন্দা) সুরট। জৎ।

দেখ কিশোরীর কি শরীর হ'য়েছে ?
সোণার কমল কমলিনী, ধূলায় পড়ে র'য়েছে।
ত্য'জে গেছেন কালবারী, দুনয়নে বহে বারি, এ বারি কিসে নিবারি,
বলি কা'র কাছে?—সদা ঐ চিন্তা মুনি! কোথা বাধার চিন্তামণি?
রসিকচন্দ্রের শিরোমণি, সে মণি হারায়েছে (৫১)

(যশোদার প্রতি নন্দ) ঝিঁঝিট মধ্যমা'ন।

যেও না যেও না প্রভাসে (যশোদে!)
পাবে না সে ধনের দেখা, যাবে তুমি যে ধন আশে।
আর কি আছে ব্রজের গোপাল ? আর কি গোপাল চরায় গো-পাল,
সে গোপাল হ'য়েছে ভূপাল, দ্বারীগণ তার আশে পাশে।
দে'খে তোমায় কাঙ্গালিনী, চিনবে না সে নীলমণি, অপমানী হ'য়ে
ধনি! নয়ন জলে যাবে ভেসে (৫২)

(পথিক ভিক্ষুকের উক্তি) সুরট। কাওয়ালী।

কে বলে দয়াময় গোপীকান্ত ?
তাঁর ত দয়া নাই, দেহে ধর্ম্ম নাই, দয়া থাকলে ডাকলে তাঁরে,
হ'য়ে রন্ কি ভ্রান্ত ?

শুনেছি তাঁর নামটি কালা, কর্ণেও সে বিষম কালা, ডাকলে কথা
শুনে না শ্রীকান্ত ;—আর এক নাম কানাই, কাযেতে সে
কানা'ই, (কারণ) দীনের প্রতি কৃপাচক্ষে চাহে না একান্ত
(৫৩)

(নন্দরাণীর উক্তি) ভৈরবী। ঠেকা।

ওরে কৃষ্ণ ! এই যে কষ্ট, সে পরিচয় তাব দেব কি ?।
এখন শুনি এ কি কথা ? মথুরায় তোর মা দেবকী
কেন রে ভাসালি গোকুল ? কাঁদাইলি ব্রজে গোকুল, সবে হল ভেবে
আকুল, অকুল গোকুলে থাকি (৫৪)

(গোপীগণের উক্তি) খাম্বাজ। একতালা।

ওরে দ্বারি ! শোন্, সে পীতবসন, করি দরশন, ছেড়ে দেবে
দ্বার।
ব্রজ পরিহরি, রাধার মন হরি', এসেছেন এই হরি, ভব
কর্ণধার।
আমরা গোপিনী বৃন্দাবনে বাস, রাজকন্যা রাধা কৃষ্ণ যাঁর দাস,
দাসখতে বদ্ধ, আছেন ভবারাধ্য, তোমাদের কৃষ্ণ ;—তাইতে
প্রভাসে আগমন হ'য়েছে রাধার (৫৫)

(মিলন গীত) ঝিঁঝিট। ঠেকা।

কৃষ্ণলীলার কি মাধুরী, শ্যামাসে মিশালেন প্যারী।
সাঙ্গ হল ব্রজলীলা, সবাই বল হরি হরি
এ ভাস যজ্ঞের কি মাহাত্ম্য, যে বুঝে সে ভাবে মত্ত, রসিকচন্দ্রের সার
পদার্থ, রাধাকৃষ্ণের চরণ তরী (৫৬)

রামায়ণ।

(রামের প্রতি ভরত) আলাইয়া। জৎ।

কায্ কি রাজ্যে, কায কি ভার্য্যে, কায্ কি আমার ধনে ?
ঐ পদেব পাদুকা পূজে, রেখেছি রাজসিংহাসনে
যে দিন হ'তে বনবাসী, রাম হে তুমি জগৎস্বামি! সেই দিন
শ্রীরাম নামের বৈরাগী হ'য়েছি আমি, পরিধান বাস অ
বাস, বাস বনবাস দিছি বনে
কেকই মাতা কি পাপিনী, হ'লেন কুলে কালসাপিনী, রাক্ষসী
গর্ভধারিণী, রাম দিলেন বনে,—রাক্ষসীর গর্ভে আসি,
কুসন্তান জন্মেছিলাম; পাপিনী মার মুখ দর্শন, চৌদ্দ ব
করি নাই রাম. রাম হেন ধন যে দেয় বনে, তুল্য নাই তার
ত্রিভুবনে॥ (৫৭)

(কৌশল্যার উক্তি) ঐ। একতালা।

তুই কি এলি রে রামধন ?
চৌদ্দ বৎসর হারা, দুনয়নের তারা, ছিলাম বৎসহারা গাভী যেমন।
তোর শোকে ও রাম. প'ড়ে আছি ধরা, এ দেহেতে আর
জীবন যায় না ধরা, ধরাকন্যা কৈ ? ও রাম তোরে কই,
কৈকৈ সাধিল রে এমন (৫৮)

(ভক্তের স্তুতি) ভৈরবী আড়াঠেকা।

রাম! তুমি করুণাসিন্ধু, ত্রিজগতের তারণ
অযোধ্যাতে অবতীর্ণ, কালরূপে কালনিবারণ
কে জানে রাম তোমার অন্ত ? পাতালে ভাবে অনন্ত, মহিমা অনন্ত;—
যে জন পায় ঐ পদপ্রান্ত, তার কি করে শমন ? । (৫৯)

স্থরট মল্লার। কাওয়ালী (রাবণের প্রতি মন্ত্রী)

কার সঙ্গে কর তুমি দ্বন্দ্ব ?।
ওহে লঙ্কেশ্বর! রাম যে পরাৎপর, ডাকে পঞ্চমুখে পঞ্চমে যাঁ'য়,
সদা সদানন্দ।
সৃষ্টি যাঁ'তে উৎপত্তি, ভূপতি কমলাপতি, রঘুপতি সুহৃদ সানন্দ ;—
গুণের অন্ত নাই, ব'লে কি জানাই, (নৈলে) অপার জলধি
জল কিসে হ'ল বন্ধ।
মিছে মায়া পরিহরি', সদা বল হরি ২, হরিষেতে হয় নিরানন্দ ;—
গুণের গুণধাম, বিনে সেই রাম, রসিকচন্দ্র বলে ভবে কা
কস্য সম্বন্ধ ?। (৬০)

ঐ। ঐ। (রাবণের প্রতি মন্দোদরী)

এখনো রণেতে হও ক্ষান্ত
বলি একান্ত, শুন হে কান্ত! নৈলে জানকী জীবনের হাতে
হবে জীবনান্ত।
ভাই বন্ধু সুত যত, সকলি হইল হত, তথাপি রহিলে তুমি ভ্রান্ত ;—
করিলেন দীননাথ, তোমারে অনাথ, নাথ! জেনেও কি
জান না কি ধন কমলাকান্ত ?। (৬১)

ভৈরবী। একতালা। (রামের উক্তি)

ওরে শক্তি শোন্, হইও না পতন, জীবনের জীবন লক্ষ্মণোপরে।
ভাইকে করি' রক্ষে, বরং মম বক্ষে, পশিয়ে প্রত্যক্ষে, বধ
আমারে
আমি মরি তা'তে কোন দুঃখ নাই, দুঃখ নাই যদি রসাতলে যাই,
পারি দেহ নাশিতে, যায় যাবে সীতে, লক্ষ্মণে নাশিতে দিব
না তোরে। (৬২)

আলাইয়া। একতালা। (ছদ্ম যোগীবেশী কাল[illegible]নিমার প্রতি হনু[illegible]মান)

করি কি ফলের আশা, ফলের বাসা বুঝি ভাঙ্গিল মুনি।
যাঁর পদতলে সৌখ্য মোক্ষ ফলে, শোকে কাতর সেই চি[illegible]মণি।
এখন বিফল খাইয়ে কি ফল? আজি যদি কর্ম্ম না হয় সফল, ভা[illegible]গ্য
ফলাফল, সব হবে নিষ্ফল, আর কি পাব সে রাম রঘুমণি। [illegible] (৬৩)

খাম্বাজ ঐ (কালনিমার উ[illegible]ক্তি)

কালি! বিপদে শ্রীপদে দেহ স্থান
ওগো তারিণি! ভয়হারিণি! তব কিঙ্করে বুঝি মা বধে
হনুমান
যে কর্ম্ম পাবে না সুরেন্দ্র যোগেন্দ্র, বীরেন্দ্র জিনিল লঙ্কার রাজেন্দ্র;
বুঝি সে রামচন্দ্র হবে ভগবান (৬৪)

আলাইয়া। ঐ। (রাবণের উক্তি)

ওরে শুকসারণ! আমি বিস্মরণ, আছি সে কমলাকান্ত
পরম বস্তু রাম গুণের গুণধাম, জানিলাম, তারে চিনিলাম, চল সীতে
দে' শরণ লই চরণোপান্তে
পূর্ণব্রহ্ম রাম গোলোকবিহারী, ভব জলনিধি পারের কাণ্ডারী, কুবের
যাঁর ভাণ্ডারী, লক্ষ্মী আজ্ঞাকারী, চিন্তামণি রামে কে পারে
চিনতে (৬৫)

ঝিঁঝিট। জৎ। (সূর্য্যের প্রতি হনুমান)

দিনমণি! হইও না উদয়।
রামের জয় যা'তে হয়, দেহ সে অভয়;—রাবণ হরিল সীতে,
নারি দুঃখ প্রকাশিতে, নিজ বংশ বিনাশিতে; তব উচিত নয়
(৬৬)

ঝিঁঝিট মধ্যমান (মিলন গীত)

রামের বামে কি শোভিত জনকনন্দিনী
সজল জলদ কোলে যেন সৌদামিনী
রূপে আভা কি প্রকাশে, মনোগত তমঃ নাশে, চাহে রসিকচন্দ্র দাসে,
শ্রীচরণ পঙ্কজিনী (৬৭)

প্রহ্লাদ চরিত্র।

সুরট মল্লার একতালা (প্রহ্লাদের উক্তি)

পিতে মিবার কা'রে জপিতে? সে যে জগতের পিতে, বেদান্তে
ব'লেছে সদা হরিপদে মন সঁপিতে
মূলাধারে গাঁথা সেই মূলাধার, সহস্রারে যিনি পরমাত্ম সার, ছায়ারূপে
জীবাত্মাতে সঞ্চার, কে আছে তুলনা দিতে?
যেই কালী সেই কৃষ্ণ বেদে কয়, কৃষ্ণ ছাড়া কভু নহে মৃত্যুঞ্জয়,
যে দেখ ব্রহ্মাণ্ড সব হরিময়, ভিন্ন ভাবে পাপীতে (৬৮)

ঐ ঐ (ঐ)

মুনি, যা করেন চিন্তামণি
ভবের ভরসা সেই গুণমণি, বৈকুণ্ঠে নিবাস ও যাঁর লক্ষ্মী রমণী
বেদ বিধি বিশ্ব দেখ গো যে সব, কেশব ক'রেছেন সকলে প্রসব,
আনন্দ উৎসব, যত কিছু সব, এক হইতে সব জানি
কল্পতরু যিনি করুণাদানে, কেশবের তত্ত্ব কে সব জানে? রসিক
বর্ণনা কি করে গানে, অতীত বেদাগুধ্বনি (৬৯)

সিন্ধু আড়া (ঐ)

হরি বিপদকালে রাখ রাঙ্গা পায়।
দীন হীন ক্ষীণ আমি, কাতরে ডাকি তোমায়

ভক্তাধীন সে মুরারি, ভক্তের দুর্গতিবারী, ভববারি ভয়বারী,
বারিদবরণ তায় (৭০)

খট। কাওয়ালী। (প্রহ্লাদের উক্তি)

আমার ভরসা হরি।
এ ভব জলধিজলে যাহার চরণ তরি, তরাইতে ভক্তবৃন্দ
আপনি হন কাণ্ডারী
কটাক্ষে করুণাদানে, কল্পতরু সে মুরারি; দীনবন্ধু, গুণসিন্ধু, প্রেমসিন্ধু
কালবারী; রসিকের দুঃখ অন্তকারী, শঙ্খ চক্র গদা
সরোরুহরাজধারী (৭১)

মল্লার। কাওয়ালী। (প্রহ্লাদের সহচর বালকগণ)

গেল ২ দিন অকারণ।
এলে কি কারণ ভবে, ভবে যে সম্ভবে, ভাব রে ভবের আরাধ্য ধন
কৃষ্ণ ধন।
তুমি কার কে তোমার? একমাত্র আছে সার, ত্রিসংসার মাঝে নিধি
প্রশংসার,—সেই সারাৎসার, সার ভবসার, সংসার নৈরাশার
বাসার আশা ছাড় এখন
ভাব রে ভাবের নিধি, যে নিধি বিধির বিধি, বিধির বিধি যে বিধির
কৃপায়;—য'রে রাখালেরা পায়, তাদের দেন উপায়, পার ২
দোষী রসিক পায় না পায় শ্রীচরণ (৭২)

ভৈরবী একতালা। (ঐ)

কে বলে রে হরি দয়াময়?।
কি হৃদয় নিদয়; কৃপাসিন্ধু হ'লে কি তার বিন্দুদানে ক্ষতি
হয়?।

ওরে প্রহ্লাদ গুণমণি। কোথায় তোর চিন্তামণি ? এমন বিপদকালে
ভাই রে !—শুনেছি নাম নিলে তাঁর, ভববন্ধন রয় না আর,
মুক্ত হ'য়ে চরণে পায় ঠাঁই রে ,—বালাই লইয়ে ম'রে যাই
রে ! —হেন দয়াময় যদি, তবে কেন গুণনিধি ! তব প্রতি
হ'লেন কৃষ্ণ নিবদয় ? । (৭৩)

আলাইয়া। একতালা। (প্রহ্লাদের উক্তি)

এ সময়ে কোথা নারায়ণ ?
ব্রহ্মপরায়ণ ; আমি তব নাম স্মরি',(হরি হে !) বিষয় বিষে
তরি, সর্পবিষে বুঝি যায় হে জীবন
তব নামের গুণে ওহে দীনবন্ধু ! মৃত্যুঞ্জয়ী হর খেয়ে বিষসিন্ধু ;
আমি যদি হরি ! বিষ পানে মরি নিষ্কলঙ্ক নামে হবে
কলঙ্ক ঘটন (৭৪)

সুরট। ঐ। (ঐ)

ধর ২ ধর সন্তানে ধর। শ্রীধর হে ! ।
ধর গদাধর, ধর ২ ধর, ওহে ধরাধর ! ।
করে তুমি গিরি ধর, তা'তে নাম গিরিধর, গিরি হ'তে এবার ভক্তে
ধর হে !—দেখ, দৈত্যভয়ে বংশীধর কাঁপিতেছে ওষ্ঠাধর (৭৫)

গারা ভৈরবী। কাওয়ালী (মিলন গীত)

ভক্তাধীন সেই ভগবান
প্রহ্লাদে করিয়ে দয়া করিলেন ত্রাণ।
গুণের নাহিক অন্ত, পাতালে যিনি অনন্ত, অনন্ত মহিমা তাঁর বেদে
করে গান ,—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী দেবের প্রধান ,—রসিক
অন্তিমে চায় শ্রীচরণে স্থান। (৭৬)

রচয়িতার নাম।

সপ্তম অধ্যায়।

বিবিধ

পরজ কালাংড়া অড় ঠেকা

রামপ্রসাদ সেন

গিরিবর, আর আমি পারিনে হে। প্রবোধ দিতে উমারে
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান, নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী, বলে উমা ধ'রে দে উহারে,—
কাঁদিয়া ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে ইহা সহিতে কি পারে?
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলী, যেতে চায় না জানি কোথা রে,—আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়? ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে।
উঠে বসি' গিরিবর, করি' বহু সমাদর, গৌরীরে লইয়া কোলে করে,—
সানন্দে কহিছে হাসি', ধর মা এই লও শশী: মুকুর লইয়া দিল করে
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ বিনিন্দিত কোটি শশধরে;—
কহিতে ২ কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা, শোয়াইল পালঙ্ক উপরে
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়, জগৎজননী যার ঘরে,—
নিশি যথা হয় দিবা, শশীর অভাব কিবা? উমাশশী অন্ধকার হরে (১)

পিলু পোস্ত

(অজ্ঞাত)

সংসারের যত সুখ সকলি পড়িয়া রবে
যবে, ফেলে এ প্রপঞ্চ দেহ, প্রাণপাখী পলাইবে।
তালার উপরে তালা, দোতালায় আর কে শুইবে?
যখন, আসিবে হে মহানিদ্রা, ধূলায় লুটাতে হবে।

রচয়িতার নাম

কেবা রাজা কেবা প্রজা, কেবা অভিমান করিবে ?
বাজিলে কুচেবি কাড়া, খাড়া ২ যেতে হবে
যুদের যুদ গুণ্‌ছ ভাল, আট বছরে দ্বিগুণ হবে ,—
জাননা সে আট বছর, তোমার জমায় খরচ যাবে (২)

ঝিঁঝিট একতালা

নীলাম্বর মুখো। সে দিন কেন ভাবিলি না মন ! যে দিন জীবন যাবে রে
কর যত ধন উপার্জ্জন, সে ধন কে তোর খাবে রে ? ।
তৃণশয্যা ভগবাসে, প'ড়ে থাক্‌বি পরের বাশ, রঙ্গ রসে পালংপোষে,
কে আর হেসে শোবে রে ?
জ্ঞানশূন্য বাক্য ছাড়া, প'ড়ে থাক্‌বি বল্‌বে মড়া, ও রে ! জপেতে
হও আপ্তসারা, যদি যমের হাত এড়াবে রে
নীলাম্বর আর বল্‌বে কত, যে মুখে খাও পঞ্চামৃত, সেই মুখেতে
তব সুত, আগুন জ্বেলে দেবে রে (৩)

গারা ভৈরবী । একতালা ।

প্যারীমোহন কবিরত্ন চিরদিন, কথনো, সমান না যায় ।
কভু বনে ২ রাখালের সনে, কভু বা রাজত্ব পায়
অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাবে বল ? তার সাক্ষ্য দেখ মহারাজা নল,
রাজ্যভ্রষ্ট হ'ল দময়ন্তী হারা'ল, গ্রহদোষে কষ্ট পায়
শুন হে ভারতী, অযোধ্যার পতি, রাজা হবেন রাম বনে হ'ল গতি,
পঞ্চবটী বনে দুষ্ট দশাননে, সীতা সতী হ'রে লয়
পাণ্ডুপুত্র দেখ রাজা যুধিষ্ঠির, সসাগরা ধরা শাসে পঞ্চবীর,
পাশা পণে হারি' সঙ্গে ল'য়ে নারী, অরণ্য করে আশ্রয়
শুনেছি পুরাণে হস্তিনা ভুবনে, পাশা খেলে পাণ্ডুপুত্র গেল বনে,
অজ্ঞাতে বহিল বিরাট ভবনে, দাসত্বে কাল কাটায় ,—দেখ সুখ
দুঃখ সকলি প্রত্যক্ষ, যেন জলবিম্ব প্রায় (৪)

রচয়িতার নাম

ললিত গৌরী ঝাঁপতাল।

গোবিন্দচন্দ্র রায়

দুখের সময় চির ত রয় না।
আইলে নিশি, দিবা কি হয় না ? ।
ঘেরে যে অমানী, অমার আঁধারে ; শশী যে উঠিবে, আশা কি
কয় না ?
গেছে যে গাছের, তুষারে সকলি, মলয় তার কি খবর
লয় না ?
সহে যে কুসুম, নিশির শিশিরে ; নিদাঘে সেও কি
তপন সয় না ? ।
ঘেরে যে তরণী সাগর তুফানে, আর কি সে নায়ে, সুবাতাস
বয় না ? ।
বেঁধেছে ঘর কে, এ হেন সংসারে ? যে চালে কখনো ঝটিকা
বয় না
অম্বল মধুরে সৃজিত সংসার ; বাছিয়া টকে কে মিঠা মিলয় না ? (৫)

গৌরী। একতালা।

(অজ্ঞাত)

এই যে বিশ্ব হ'তেছে দৃষ্ট, অবশ্য কেউ ক'রেছে সৃজন।
হে'রে অসম্ভব কাণ্ড ভাণ্ড সব,জ্ঞান হয় কর্ত্তা আছে কোন জন।
অপার অদ্ভুত অনন্ত অখিলে, এ সৃষ্টিতে কেহ স্রষ্টা না থাকিলে, ধ্বংস
হ'ত জগৎ প'ড়ে বিশৃঙ্খলে, সুশৃঙ্খলে কভু চলে কি এমন ? ।
নিশ্চয় তাঁহার করুণার গুণে, স্নেহের সঞ্চার মা বাপের মনে,
জনমের পূর্ব্বে দুগ্ধ দেন স্তনে, হবে ব'লে জীবের জীবন ধারণ।
জীবন যাপনে যে যে প্রয়োজন, চেয়ে দেখি তাই আছে আয়োজন,
হাতে ২ পাই চাই যা যখন, তবে অবিশ্বাস করা অকারণ।
তারকা তপন চন্দ্রমা পবন, বিরাম বাসনা দিয়ে বিসর্জ্জন, নব
গ্রহচয়ে নিগ্রহ ভয়ে, নিয়মেতে নিত্য করিছে ভ্রমণ

রচয়িতার নাম।

অন্ধকারে আলো ব্যাধিতে ঔষধী, সমুদায় সেই বিধাতার বিধি,
এ সব উপায় না থাকিত যদি, তবে ভবে ভাবি স্বভাবে
সাধন (৬)

আলাইয়া আড়াঠেকা।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

কিবা জল কিবা স্থল, আকাশ অনিলানল, স্বভাবে এ ভবে সদা
শোভে সমুদয়
প্রকৃতির কার্য্য সব, স্বভাবে উদ্ভব তব, ভেবে ভব ভাবী ভব,
পরাভব হয়
ভবের ভাব বুঝা ভার, মাস পক্ষ তিথি বার, যথাক্রমে বার বার,
হয় আর লয় ,—কত ভূত হ'ল ভূত, কত ভূত আবির্ভূত,
ভেবে ভূত অভিভূত, হ'তেছে বিস্ময়
ভূতে ভুক্ত ভূত অংশ, ভূতে ভূত হয় ধ্বংস, ভূতে ভূত অবতংস,
হেরি বিশ্বময় ,—সে ভূতের পতি যেই, ভূতাতীত হয় সেই,
অতএব ভূতনাথে কর রে প্রত্যয় (৭)

ললিত বিভাষ খেমটা।

বিষ্ণুরাম চট্টো।

তরু! বল্ রে বল্ তরু বল্ রে
কে তোরে সাজালে দিয়ে পত্র পুষ্প ফল রে ?
ছিলি এক বালির মত, হ'লি তায় হস্ত শত, কাণ্ড প্রকাণ্ড কত,
কার কৃত কৌশল রে ?—ওরে! বলরে তরু কার উদ্দেশে,
গগন ভেদ ক'রে যাস্ ঊর্দ্ধদেশে, হ'লি সংসারে এসে, কার
প্রেমে অচল রে ?
এমন শীত উষ্ণ স'য়ে, নিরন্তর খাড়া র'য়ে, কি ভাবিস্ নিরব হ'য়ে,
ভাব দে'খে বিহ্বল রে ?—ওরে! ত্যজ্য ক'রে ভোগবাসনা,
তরু! করিস্ রে কার যোগ সাধনা, কি জন্যে যোগীজনা, সার
ধরে তোর তল রে ?

রচয়িতার নাম।

অনিলের সঙ্গে মিলে, আনন্দে হেলে ঢুলে, কা'র গুণ গা'স্ রে জীলে,
স্বরে হই শীতল রে ?—কেন দেখ্‌তে পাইরে প্রভাত হ'লে,
ধরা ভেসে যায় তোর নয়ন জলে ? না জেনে লোকে বলে,
শিশির পড়া জল রে।
শাখি। তোর শাখা'পরে, পাখীতে কি গান করে, প্রেমভরে
মাথা নড়ে, ঝরে পাতা দল রে ?—মাথা নোয়ায়ে কা'রে,
তরু। প্রণাম করিস্ বারে ২, কি জানাস্ যোড় করে, হ'য়ে
সচঞ্চল রে ?।
পর হিতের তরে, প্রাণদান দিস্ অকাতরে, বল্‌ব কি ধন্য তোরে,
ধন্য পুণ্যবল রে ,—আশ্রিত হিংস্রকে, আতপে বাঁচাস্ তা'কে,
এ নীতি শিখালে কে, লোকে যা বিরল রে ?।
রূপ গুণ ভঙ্গি ভাবে, ভক্তি প্রীতি প্রভাবে, মুগ্ধ ক'রেছিস্ সবে,
শোভে ভূমণ্ডল রে ,—বল্ তোর পত্রে ২, কে লিখিল ছত্রে ২,
এক সত্য জগৎ মিথ্যে, মোহময় সকল রে ? (৮)

উক্ত গীতের উত্তর

ললিত বিভাষ খেমটা

চন্দ্রকান্ত মুখো। পরমেশের দয়ার লেশে
পেয়েছি পত্র পুষ্প ফল আদি তাঁর আদেশে।
বালিকে গিরির মত, ক্ষুদ্রকে হস্ত শত, বিধময় দৃশ্য যত,
তাঁহারি ক্লত প্রকাশে ;—আছি সদা মত্ত তাঁর উদ্দেশে,
গগন ভেদ ক'রে যাই ঊর্দ্ধদেশে, পেলে সেই ঈশের দিশে,
প্রেমাশ্রুতে দেহ ভাসে
কভু অনিলের সঙ্গে, হেলি ঢুলি সেই রঙ্গে, সুখোদয় কত অঙ্গে,
ব্যক্ত করি কিসে ?—সদা ত্যজিয়ে সুখ বাসনা, আমি করি
ঈশের উপাসনা, সেই জন্য যোগীজনা, আমার তলা ভাল
বাসে।

রচয়িতার নাম।

সদা রই ঈশের আশে, নিযুক্ত নিজাবাসে, চিন্তি রাত্রি দিবসে,
ঈশে পাব কিসে?—চন্দ্র কয় শুন রে তব কোনও সিদ্ধি নহে
বিনা গুরু, ভজ শ্রীনাথ গুরু, কূল পাবি রে অনায়াসে (৯)

ঝিঁঝিট আড়াঠেকা

দাশরথী রায়

অসম্ভব কি সাজালে সাজে?।
বাজে লোকের কথা শুনে, বাজের অধিক গায়ে বাজে
বক মামায় না হংস মারো, মুরগি কি ময়ুর সাজে?
বেতো ঘোড়া পক্ষীরাজে, তুল্য হয় কি কিসে বাজে?।
গাধায় কি বয় হাতীর বোঝা? সিংহের বনে শিয়াল রাজা,
কৃষ্ণ ত্য'জে কর্ত্তাভজা, শুনি নাই সংসারের মাঝে (১০)

সুরট পোস্ত

ঐ

জগতে কর্ত্তা হরি, আর কে কর্ত্তা আছে ভবে?
মজ তাঁ'র পদাম্বুজে, ভজ রে কেশবে সবে
যখন আসিবে শমন, ধরবে কেশে করবে দমন, বিনা সেই রাধারমণ,
শমন দমন কে করিবে?।
নিতাই চৈতন্য গোরা, কেন ভাব্লিনে তোরা? শালগ্রাম ফেলে
নোড়া, পূজ্লে তোদের কি ফল হবে? (১১)

গৌরী। একতাল

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

কোথায় সে জন, জানে কোন্ জন, যে জন সৃজন লয় করে?।
নিকট কি দূরে, অন্তরে বাহিরে, সসীমে সীমেজ্জ কি মন্দিরে?
শূন্যমার্গে স্বর্গে সাগরে সলিলে, ভূধরে ভূগর্ভে অনলে অনিলে,
বনে প্রস্রবণে শব্দে ভূমণ্ডলে, আলোয় কি অন্ধকারে?।
পাতে পোতে পথে ঘাটে ঘোঁটে ঘাটে তপে জপে যোগে যাগে যোগী

রচয়িতার নাম।

মঠে, সবলে কি শঠে, হোটেলে কি হাটে, পটে কি পাথারে
প্রান্তরে ?।
লণ্ডনে মার্কিনে ফ্রান্সে কি চীনে, ব্রহ্মা বেঙ্গলে বম্বে হিন্দুস্থানে,
নেপাল কি ভোটে, কাবুলে গুজ্‌রাটে, ব্রহ্মাণ্ডে কি অণ্ড
বাহিরে ?
গয়া গঙ্গা বারাণসী বৃন্দাবনে, ঘোষপাড়া পেঁড়ো নদিয়া মেদিনে,
রিভার্স্ জর্ডনে গার্ডেন্ অফ্ ইডেনে, শশ্মানে সমাজে কবরে ?।
ভারত অশক্ত যে ভাব ধারণে, সাধ্যে হয় না সন্ধ্যা, আদর্শ দর্শনে,
বাইবেলে মিলটনে কোরাণে পুরাণে, বেদে কি তন্ত্র অন্তরে ?
তিনি, কর্ত্তা কি গৌরাঙ্গ নানক আল্লা যীশু, কালী কি কানাই
বম্ব শিশু বাম্ব, কোন্ নামে কোন্ ডাকে, সাড়া দেন কা'কে ?
স্বরূপ বলিতে সেই পারে
ব্রাহ্ম বলে ব্রহ্ম নিরাকারাকার, সহস্র শীর্ষ সাকারে স্বীকার, সে যে
কিমাকার বর্ণে সাধ্য কা'র, ওকারে কি আছেন ওঁকারে ?।
কে বলিতে পারে পরে কোন্ বাস, (তাঁর) কোঁচা পেণ্টুলনে
ইজেরে উল্লাস, ব্যাগে কি বাথানে, গুধুড়ি কম্বলে, কৌপিনে
কি বাঘাম্বরে ?
ব্র্যাণ্ডি কি জিনে সেরি স্যাম্পিনে, রুটী বিস্কুটে পলাণ্ডু লশুনে,
মাল্‌পো গাল্‌সাভোগে, মো'ষে মেষে ছাগে, পাকা পাতা
বাত আহারে ?
বেণু বীণা বোলে থমকে কি খোলে, তোপে কি হাউসে জয়ঢাকে
ঢোলে, নেড়ানেড়ী দলে বাউলের পালে, শিঙ্গে কাড়া কাঁসী
কাঁসরে ?
শক্ররূপে স্বর্গে শক্রাণী সম্ভোগে, নরক নিকরে শূকরী সংযোগে,
মহা দুঃখে মহা সুখে রাগে রোগে, সমভাবে ভেবে পাই যাঁরে।
পণ্ডিতে পামরে সন্ন্যাসী শবরে, কাঁকরে কি আছেন রত্নের আকরে,
প্যারী বলে এমন কে আছে সংসারে, (যে) নিগূঢ় নির্ণয় তাঁর
করে ? (১২)

রচয়িতার নাম।

উক্ত গীতের উত্তর

গৌরী। একতালা।

চন্দ্রকান্ত ন্যায়রত্ন

জানিতে সে জন, চাহ যদি মন, ভজ সেই জন ভক্তি ক'রে।
গুরুদত্ত পথে, সাধুজন মতে, স্বীয় মনোরথে পরমাদরে
বেদ ভেদ তন্ত্র গীতা ভাগবত, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু আদি যত,
বিবিধ বিধানে বিধি ভক্তি মত, সাধন ভজন কর সাদরে
কাশীনাথ তুচ্ছ করি কাশীধাম, পঞ্চমুখে সদা গায় যার নাম,
সে বিভুচরণ পরম কারণ, স্মরণ মনন কর অন্তরে
গুহক চণ্ডালে পেলে ভক্তি ক'রে, ভল্লুক বানরে ভজিল যাঁহারে,
চরাচর সার সেই বিশ্বাধার, সদা কর সার স্বীয় অন্তরে
এব্রাহিম নবী আদি পয়গাম্বরে, ঐকান্তিকী ভক্তি ক'রে পেলে যারে,
যীশুখ্রীষ্ট প্রীতে যারে বলে পিতে, সাবহিত চিতে ভজ তাঁহারে।
সর্ব্বত্র বিরাজমান ভগবান, ঘটে পটে মঠে প্রকাশে সমান, সূর্য্য এক
হয় প্রতিবিম্বচয়, তেমন বিশ্বময় জেনো ঈশ্বরে
ঈশ অঙ্গকান্তি জ্যোতি বিশ্বময়, জ্যোতি মধ্যে স্থিত কৃষ্ণ এক হয়,
সুপক্ক ভজনে, তাঁরে যেই জনে, ভজে সেই পায় দেখা অন্তরে।

(১৩)

ধানি (মিশ্র) একতালা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই? কোথা হ'তে আসি কোথা
ভেসে যাই?।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি
গো তাই।
কে খেলায় আমি খেলি বা কখন? জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন; এ
কেমন ঘোর, হবে না কি ভোর? অধীর ২ যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই
জানি না কে বা এসেছি কোথায়? যাই ভেসে ২, কত ২ দেশে;

রচয়িতার নাম।

চারিদিকে গোল, উঠে নানা বোল ; কত আসে যায়, হাসে
কাঁদে গায় , এই আছে আর তখনি নাই
কি কাযে এসেছি কি কাযে গেল ? কে জানে কেমন কি খেলা হ'ল ?
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি ? যাই ? কোথা কূল কি
নাই ?
কর হে চেতন, কে আছ চেতন ? কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন ?
যে আছ চেতন ঘুমাইও না আর,দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তমো নাশ, হও হে প্রকাশ, তব পদে তাই শরণ চাই (১৪)

মুলতান। একতালা।

রামগোপাল মুখো। এই দেহ বিশ্বময়
চক্ষু যদি রাখ, মন ! তুমি দেখ, তুমি সব তোমায় সমুদয়।
এ দেহ ব্রহ্মাণ্ড, ক্ষুদ্র দেখ কাণ্ড, প্রকাণ্ড তথাপি রে নিশ্চয় ,—
জড় অবধি ব্রহ্ম এ দেহ মণ্ডলে,চক্রাধার লোক ব্যোম পঞ্চ ছলে,
সামান্ত দর্পণ ধরিয়া দেখিলে, আকাশ অবধি দেখা যায়
ভূ-ভুব-স্ব মহ, জন তপ সত্য, সপ্তলোক সপ্ত পদ্ম হয় ;—স্থল জলানল
অনিল আকাশ, নাদ বিন্দু পর বিন্দু পরকাশ, ব্রহ্মাদি পঞ্চের
পঞ্চেতে নিবাস, দ্বিদলে চন্দ্রিমা রবি রয়
গুহ স্বয়ম্ভুব, বিষ্ণু শিব জীব, গুরু পরতত্ত্ব জ্যোতির্ম্ময় ,—চতুর্দ্দলে
ষড়দলে দশদলে, দ্বাদশ ষোড়শ দ্বিদশ কমলে, সহস্রারে এ সে
আছেন সকলে, পবিত্র করিয়া দেহালয়
ইড়া গঙ্গামালা, যমুনা পিঙ্গলা, সরস্বতী জান সুষুম্নায় ,— এ হেন
শরীরে হেন সব ধন, যত্ন পেতে তুমি যত্ন কর মন। অজ্ঞতা
কৃপাণে এ দেহ কখন, বিষয়ের বলি হ'তে নয়
সাধন জলধি, কূলে পাবে নিধি, ডাক কুলকুণ্ডলিনী মায় ;—
শ্বাসোচ্ছ্বাস রোধ রসনারে বশ, আত্মজ্ঞান আর সহস্রারে রস,
জ্ঞানানন্দ এই মকারেপ্রকাশ,ত্রিভাবে সে ভাবে গোপাল কয়।(১৫)

রচয়িতার নাম।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। মধ্যমান।

কৈলাসনাথ মুখো — কা'র কথায় ভুলে ব'লে মন! বল কি কারণ?।
সাধু সঙ্গ তেয়াগিয়ে, চোরের সঙ্গে আলাপন
হ'য়ে মোর প্রতিপক্ষ, চোরের হ'লে সাপক্ষ,তুমি না হইলে ঐক্য,
হইত চোর পলায়ন।
ষড়্রিপু ল'য়ে যত, ষড়যন্ত্র কর কত, না হও মোর অনুগত, গৃহভেদ
অনুক্ষণ।
করিলে আমার অনিষ্ট, না হইবে তব ইষ্ট,ঘরভেদে রাবণ নষ্ট, জান
ত সব বিবরণ॥ (১৬)

খাম্বাজ। একতালা।

ঐ — সকল স্থানে থাক, চর্ম্মচক্ষে থাক না
কত দিগ্‌দিগন্তরে গিয়ে, তোমার দেখা মেলে না।
ভাবি স্থানান্তরে গেলে, তোমার দেখা যদি মেলে, খুঁজ্‌তে গেলাম
তীর্থে চ'লে, তথা'য় দেখা হ'ল না; হ'লে চর্ম্মচক্ষে দেখা,
তবে হয় বক্ষে রাখা, কর তুমি রক্ষে সখা! দুঃখের জ্বালা
থাকে না।
যদি এ চক্ষু তোমার শূল, কিম্বা চোকের হয় ভুল, নাই ত তব
অপ্রতুল, জ্ঞান-আঁখি ত দিলে না?—সে আঁখি নিমেষহীন,
অহরহ দরশন, ক'রে দেয় আনন্দ ঘন,মন ভ্রমণ করে না (১৭)

ঐ। ঐ।

ঐ — এক আজব্ গাছের ফল খাবি মন আমার সঙ্গে আয়।
আস্‌মানে তার আছে গোড়া, ডাল পালা তার জমি ছাড়া, ফল
পাড়া তার দায়,—সে ফল বার মাস সমান পাকা, পচা সড়া
নাহি তায়।
গাছের নাম কল্পতরু, অতি সূক্ষ্ম গোড়া সরু, শির্‌ডগায় ফল রয়;—

রচয়িতার নাম

ও তার, চারিটি ফলের একটি খেলে জন্মের মত ক্ষুধা যায়
চাস্ করা তার সৃষ্টিছাড়া, দিতে হয় ধর্ম্মের বেড়া পাছে ঘরের ষাঁড়ে
খায় ,—যদি বাবেক এসে মুড়িয়ে খেলে, গাছ বাঁচান হয় রে
দায় (১৮)

খট ভৈরবী একতালা

কৈলাসনাথ মুখো। শুন ওবে মন কেন অকারণ, মিছে "আমার ২", কর ভ্রান্তে?
ঘুচাও মনের দ্বন্দ্ব, হৈও না জ্ঞানান্ধ , সম্বন্ধ জীবনাবধি, হ'ল কি
ব্যাধি, পার না জেনেও জান্‌তে ?
তুমি সদা ভাব সোণার পরিবার, কেবা কা'র হবে হ'লে শবাকার ?
দারা সুত আদি যত সবাকার, বিকার হইবে ফেলিতে অস্তে।
শবদেহ দে'খে ল'য়ে যাবে সবে, পরিবার সবে বিলম্ব না স'বে, অম্‌নি
গোময় লবে, গৃহে ছড়া দিবে ; বলে পাছে অমঙ্গল হয়,
কেউ কারো নয়, বিনয় করি কর গুরুধন চিন্তে।(১৯)

ললিত বিভাষ ঐ

ঐ থাক্‌তে আলো, হলি কাণা
দেখ্‌না তোর রংমহলে, বিরাজ করে চাঁদের কোণা
যে জন আলো ধ'রে যায়, ও সে কোল্ আঁধারে হয়, অপরে পথ
দে'খে তায়, করে আনাগোনা
ও তুই জানিসনে রে কে, ও তুই ভিন্ন নহে সে, আত্মবিস্মৃতি হ'য়ে,
পরের তত্ত্ব বৃথা জানা ;—ও তুই তার কথা ছেড়ে দিয়ে,
আপ্‌না পানে একবার চা'না ? (২০)

আলাইয়া কাওয়ালী

ঐ মন ! আমার কথায় কভু চল না
ছাড় না ছলনা ;—তরল স্বভাব তব, তাহে নহে সরল ভাব,
কুবল ভাব তব গেল না ?

রচয়িতার নাম।

তব সঙ্গ ছাড়া হ'তে চাই রে! সঙ্গ না ছাড়িলে তবে, বল কোথা
যাই রে? ভেবে কুল কিনারা না পাই রে।—মিনতি করিয়ে
বলি তাই রে।—যদি সঙ্গ না ছাড়িতে হ'ল, সঙ্গীর কথা শুনা
ভাল, কুসঙ্গে ভাই কেন চল বল না?।
একি তব দেখি হ'ল কুরীতি? মোর সহ সহবাস রিপু সহ পিরীতি,
সে দলে থাকে যত ঠকে হে!—দুদলে থেকে শেষে ঠকে হে।—
তাই বলি যা বলি শুন, এক ভাবে থাক মন কোরোনা মন
দুই দিকে চালনা (২১)

মুলতান (বাউলে সুর)। খেমটা

রামগোপাল মুখো)

হেথা সেথা ক'রে রে মন! তাঁরে খোঁজ কেন তবে?
তোমার সাত তালা ঘরেতে দেখ, পরম তত্ত্ব ঘরেই পাবে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ক্রমে জ্ঞান, অনাহত বিশুদ্ধাখ্য, এই
ছয় তালা যাবে
মূলসাঙ্গাটু হ'তে সিঁড়ি মধ্যগা সুষুম্না নাড়ী, বহিয়া ষষ্ঠেতে চড়ি',
তার ঊর্দ্ধে নিরখিবে
দেখিবে সপ্তম তল, র'য়েছে সহস্রদল, অধোমুখে সে কমল, অতি
কমনীয় ভাবে।
আছে রে উদরে তার, স্ফটিকাভ দ্বাদশ আর, মৃণালে মণ্ডিতাকার,
হে'রে তোর মোহ যাবে।
তাহে সে পরম ধন, যাঁরে কর অন্বেষণ, হবে সুধা বরিষণ, নয়নে
হেরিবে যবে।
গলিবে রে প্রাণ মন, পেলে তোর হারাধন, পুনঃ২ বিচরণ, আর না
করিবি ভবে।
গোপাল কহিছে তাঁয়, গুরু বিনা কে দেখায়? ধর রে গুরুর পায়,
তব বাঞ্ছা পূর্ণ হবে (২২)

রচয়িতার নাম।

মুলতান (বাউলে স্থর)। খেমটা।

রামচন্দ্র পাল মুখো — বিষয় ফুলে এমন ক'রে ম'জো না ম'জো না মন
দেহ সরোবরের মাঝে, এম গিয়ে পদ্মবন
মূলাধারে চল ২, বাদি শান্ত চারিদল, হরিদ্বর্ণ সে কমল, তাহে কর বিচরণ
স্বাধিষ্ঠান বাদি শান্ত, চারু ষড়দলবন্ত, শোভার নাহিক অন্ত, যেন রে তপ্ত কাঞ্চন
কুণ্ডলিনী সহ মিলে, নাভিতে বদন মেলে, ডাদি ফান্ত দশ দলে নীলাঞ্জনেরি বরং
সেই মণিপুরে জান, জলময় ব্রহ্মস্থান; বিদ্যুদাভ হৃদ্মাঝার, কাদি ঠান্ত দ্বাদশ আর, বালার্ক বরণ তার, বিষ্ণু রূপেরি সদন
বিশুদ্ধাখ্য কণ্ঠপুরে, শোভিত ষোড়শ স্বরে, শম্ভুস্থান ধূম্রাকারে, চন্দ্র বিন্দু বিভূষণ,—আজ্ঞাচক্র শুক ছলে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে, হাদি ক্ষান্ত দুই দলে, শুক্লবর্ণ সুচিকং
ছয় পদ্ম বিচারিয়ে, ব্রহ্মরন্ধ্রে দেখ গিয়ে, সহস্রার কি দেখিয়ে, যেন রে নিম্ন বদন,—তার মাঝে কর তত্ত্ব, নিত্যজ্ঞানময় সত্য, জিনিয়ে সহস্রাদিত্য, পরম পুরুষ রতন
তাহাতে যে সুধা পাবে, পান করি' ভোর হবে, সর্ব্বরূপ ক্ষুধা যাবে, গোপাল বলিছে শোন্ (২৩)

সুরট। একতাল।

কৈলাসনাথ মুখো — ভবের বাজার হ'ল না
আমার মন প্রাণ ত কেউ বুঝে না
দশ মাসের পথে এসে, কেনা বেচা ক'রে শেষে, ভাব্‌তেছি ব'সে;—
মূল ধন যাহা ছিল, তোলা দিতে সব গেল, কিসে ফিরে যাই গো বল, পথ সম্বল রইল না।

রচয়িতার নাম।

ভেবেছিলেম কিনে নেব, দুপান চরণ যখন পাব,পেলে ছাড়্‌ব না ,—
স্থধাইয়ে যাবে তারে, পে'লাম না খুঁজে বাজারে, সবাই বলে
পাবে পরে, পরের কথায় ভুল্‌ব না (২৪)

বাগশ্রী। মধ্যমান।

কৈলাসনাথ মুখো। সকলি কপাল যার রে.
মাতা যার স্থরেশ্বরী, পিতা যার ত্রিপুরারি, স্বয়ং দেব বিঘ্নহারী,
গণেশ অতুল ,—হারাইয়ে নিজ শির, ধারণ করে করীশির,
কি কব অন্যের আর, নিয়তি যে মূল
জলধি মহন কবি', অমৃত পায় দানবারি, পাইলেন ত্রিপুরারি,
মহা হলাহল ,—নিয়তির বশে সবে,কেহ নাহি ছাড়া হবে,
বৃথা কেন হ'লে তবে মনেতে ব্যাকুল? (২৫)

দেশ মল্লার। তিমাতেতালা।

ঐ ময়রার দোকানে মজা সমুদয়।
বোঝা নাহি যায়, সোজা পাক্ চড়ায়, ও সে নানা রকম বানাইছে
ঘৃত চিনি ময়দায়
আমার নিত্যানন্দ ময়রা ব'সে, পাঁচ্‌টা ভূত ঘরে পোষে, তাদের
নিয়ে রঙ্গ রসে, বানালে সংসারময় ,—এম্‌নি ময়রার কারিগরি,
ভূত ছাড়ে না জারিজুরি, যে ভূতে বানালে গিরি, সেই ভূতে
কমল হয়
যারে পাকে চড়ায় একবার, পচা পীড়া হয় না আর, পুরাতন দেখ্‌লে
কারো, ভেঙ্গে নূতন করে তায় ;—নূতন ২ পাকে চোড়ে,
গাদ্ কেটে যায় বারে ২, মিষ্ট রস শেষ পরে, পান ক'রে
আনন্দময়। (২৬)

রচয়িতার নাম

দেশ মল্লার খেমটা

কৈলাসনাথ মুখো সখি ! বল্ দেখি তুই সেই পাখীটীর নামটি কি ?
সে যে আহার বিনে থাকে সদা সকল স্থানে তায় দেখি।
আমি ত তার নাম জানিনে, কোথায় জন্ম তাও শুনিনে, কাছে ২ থাকে সদা ধর্‌তে গেলে দেয় ফাঁকি,—অপরূপ রূপ হে'রে মন ম'জেছে একেবারে, যদি সখি দিস্ গো ধ'রে, হৃদ্‌পিঞ্জরে তায় রাখি
ফল মূল বনফুলে তারে আহার দিতে গেলে, খায় না তবু মন বুঝে না, আবার আমি দিই তুলে ;—কয় না কথা সে পাখীতে, বল্'ছে আকার ইঙ্গিতে, "আমারে হবে না দিতে, তোমরা খেলেই হই সুখী" (২৭)

ঐ ঐ।

ঐ মন ! দেখ আর থাকে না তোর ধোঁকার ঘর।
যাতে ক'রে ভর, এত আড়ম্বর ; ক'রে ব'সে আছ যেন তুমি রাখ্‌বে যুগ যুগান্তর
একি ইট পাথর্ আর ঘরের গুড়ে, লোহার কড়ি দিলে যুড়ে, ঝড়েতে যাবে না উড়ে,সুখে রবে কালান্তর,—এ যে পাঁচ্ ভূতে বানিয়েছে বাসা,ভূতের ঐক্য নাই ভরসা, কখন্ করে কি দুর্দ্দশা, সাম্‌লে চল অতঃপর
ঘরের কর্ত্তা যোল জনা, কেউ কা'রো কথা শুনে না, সঙ্গী হ'ল আর ছ'জনা, এক ২ জনা ধনুর্দ্ধর ; একে তোর এই ধোঁকার টাটি, তিন্‌টে যার ভাঙ্গা খুঁটি, কার্ জোরে ঘর রাখ্‌বি আঁটি' ? ভাব্‌লিনে কো একবার (২৮)

"বৃন্দাবন বিলাসিনী" সুর খেমটা

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন পুণ্য পাপের বিষম বিবাদ লোক সমাজে।
লোক সমাজে, লোক সমাজে, বিশ্বমাঝে, লোক সমাজে।

রচয়িতার নাম

পাপ বলে আমি রাজা প্রতি ঘরে ঘরে,
পুণ্য বলে রাজা আমার সাধুর হৃদনগরে, পাপ যেতে নারে
পাপ বলে রাখি আমি জীব সকলে সুখে;
পুণ্য বলে দুদিন বাদে শোকে তাপে দুঃখে, পড়ে ঘোর নরকে
পাপ বলে মায়া মোহ আমার সেনাপতি;
পুণ্য বলে রণস্থলে হরি আমার গতি, যিনি ত্রিলোক পতি।
পাপ বলে আমি ছাড়া কেবা হরি আছে?
পুণ্য বলে তোমার দণ্ড হইবে যাঁর কাছে, সময় আসিতেছে।
পাপ বলে থাকিব না তবে আজ এখানে,
পুণ্য বলে এই বেলা যাও অমনি মানে ২; আমার কথা শুনে।
মিটে গেল পাপ পুণ্যের বিবাদ বালাই;
পরিব্রাজক বলে হরি ২ বল ভাই, সুখে থাক্‌বে সদাই (২৯)

বাউলে সুর খেমটা।

পঞ্চানন গোস্বামী

ও ভাই! এস প্রেমের গাঁজা খাবে কে
ধরবে নেশা, ঘুচবে বাসা, (আশ্রয় ধর্ম্ম) সহ কলিকে।
রাগের চরণ দিয়ে, মধুর রসে জল মিশায়ে, গোলাপ ভক্তি নীচে
ধুয়ে, (প্রেম কাটারিতে) কাট রিপুকে
কিন্তু কল্‌কের দিও ঠিক্‌রে, নইলে পরে যাবে ঠিক্‌রে, ঠিক ছাড়া
হইও না সে ভাই! (কাযে ঠিক রেখো) বলি তোমাকে।
সাঁপি খানি করে ল'য়ে, কল্‌কের তলাতে দিয়ে, প্রেমের গাঁজা লও
পিয়ে (গুরুপদে) নিষ্ঠা দম বেগে
দীন পঞ্চানন এই কয়, প্রেমের গাঁজা যে জনা খায়, তার কি আবার
নেসা হয়, (প্রেমের গাঁজা ভিন্ন) অন্য তমাকে? (৩০)

ঐ। ঐ

দী• বাউল। ওরে ম্যাড়া জবের ভ্যাড়া! তোরে এক দিন ভুগ্‌তে হবে।
তোমার চেতা ছাতি চিতার উপর, চিত্‌ হ'য়ে প'ড়ে র'বে।

রচয়িতার নাম

তোর সুন্দর শরীর গর্ব্ব, হবে সুন্দরী কাঠে খর্ব্ব, (তোর) মাথা নাড়া
দর্প করা, বাঁশের চোটে মিটিয়ে দিবে
এখন বড় লম্বা কোঁচা শেষে তিন হাত জেলো কাচা, (এখন) পরের
পোঁদে দিচ্ছ খোঁচা, শেষে খোঁচা খেতে হবে
মদ মাংস বুড়ি ২, খেয়ে ত পূরে না ভুঁড়ি, (তোর) জঠর শুদ্ধ
জঠরানল, অনলে নির্ব্বাণ হবে।
এখন জুড়ি গাড়ি গেটে, শেষে চৌপায়ার খাটে, (নিয়ে) ফেল্বে
কাশীমিত্রের ঘাটে তোমার মিত্র সবাই কোথায় রবে ?
আসে যাই তোরে ভাই, বড় বাবু বল্ছে সবাই, (একবার) কফের
উপর চাগলে বাই, বেয়ের সঙ্গে বাই স'রে যাবে।
দেখিতে লোক পরলোকে, যদি চাহ পথদর্শকে, দীন বলে দীননাথে,
এই বেলা শরণ লবে (৩১)

সুরট। ঝাঁপতাল।

দাশরথি রায় — ওরে মানস সদা ভজ, দ্বিজ চরণ পঙ্কজ
দ্বিজরাজ করিলে দয়া, রাখবে ধরে দ্বিজরাজ
যখন হবিতে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য নাহি পান বিধি, সে রোগে।
মহৌষধী ব্রাহ্মণ-চরণ রজঃ
যাঁর গমন দ্বিজরাজে, নখরে দ্বিজরাজ সাজে, দ্বিজপদ শোভিত যাঁর
হৃদয়-সরোজ ,—ভ্রান্ত হ'য়ে পদে ২, হেন দ্বিজের অভয় পদে,
দাস না হ'য়ে দাশরথী, দুঃখ পায় সে দোষে নিজ (৩২)

ভারত সঙ্গীত।

তিলক কামোদ। ঝাঁপতাল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো। — বন্দে মাতরং, সুজলাং সুফলাং, মলয়জ শীতলাং, শস্য শ্যামলাং
মাতরং।

রচয়িতার নাম

শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীং, ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীং,
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং, সুখদাং বরদাং মাতরং
সপ্ত কোটি কণ্ঠ কল ২ নিনাদ করালে, দ্বিসপ্ত কোটি ভুজৈর্ধৃত খর
করবালে, কে বলে মা তুমি অবলে ?—বহু বলধারিণীং,
নমামি তারিণীং, রিপুদলবারিণীং মাতরং
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম, ত্বংহি প্রাণঃ শরীরে ,—
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারি প্রতিমা
গড়ি মন্দিরে ২ ,—ত্বংহি দুর্গা দশ প্রহরণধারিণি। কমলা
কমলদল বিহারিণি। বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং, অমলাং অতুলাং, সুজলাং সুফলাং মাতরং, বন্দে
মাতরং ,—শ্যামলাং সরলাং, সুস্মিতাং ভূষিতাং, ধরণীং ভরণীং
মাতরং। (৭৩)

নটবেহাগ। ঝাঁপতাল

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মলিন মুখচন্দ্রমা, ভারত তোমারি।
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচনবারি।
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে ; আজি এ মলিন
মুখ কেমনে নেহারি ?—এ দুঃখ তোমার হায় রে! সহিতে
না পারি। (৭৪)

ঝিঁঝিট। কাওয়ালী

কিরণচন্দ্র বন্দ্যো

দেখিলাম এক নারী, নগেন্দ্র কন্দরে বসি'
রাহুভয়ে শশী যেন, ভূতলে প'ড়েছে খসি'
আলুলায়িত কেশা, ছিন্নভিন্ন মলিনবেশা, আহা মরি কি দুর্দশা ,
স্বর্ণবর্ণ যেন মসি
বলে ধনী হে বিধাত , হ'য়ে ভারত বীরেন্দ্র মাতঃ, বিজাতি বিপক্ষ
হাতে হইলাম লাঞ্ছিত ,—হায় , পুত্র হ'য়ে মাতৃদুঃখ,
কেন না নাশিছে আসি' ?

রচয়িতার নাম

অতঃপর জানিলাম তিনি, সাধারণের জননী, ভারত স্বাধীনতা ধনী,
অশ্রুমুখী দিবা নিশি (৩৫)

খাম্বাজ ঠুংরি ।

গোবিন্দচন্দ্র রায় — কত কাল পরে বল ভারত রে ।।
দুঃসাগর সাঁতারি' পার হবে ? ।
অবসাদ হিমে, ডুবিলে ২ ; ও কি শেষ নিবেশ বসন্তকাল রে ? ।
নিজ বাসভূমে, পরবাসী হলে ; পর দাসখতে সমুদায় দিলে
পর হাতে দিয়ে, ধন রত্ন সুখে , বহ লৌহবিনির্ম্মিত হার বুকে ।
পর ভাষণ আসন, আনন রে । পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে ।
পর দীপ মালা, নগরে ২ ; তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে ।
ঘুচি কাঞ্চন ভাজন, সৌধ শিরে ; হ'ল ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে
খণি ধাত খুঁড়ে, খুঁজিয়ে ২ ; পুঁজি পাট নিলে যুটিয়ে লুটিয়ে
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে , পরিবর্ত্ত ধনে, দুরভিক্ষ নিলে ।
মথি' অঙ্গ হবে পর স্বর্ণ সুখে ; তুমি আজও দুখে, তুমি কালও দুখে ।
নিজে ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে ; ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে
বিধি বাদ হ'লে, পরমাদ ঘটে ; পরমাদ পরে হিতবোধ ঘটে
কি ছিলে কি হলে, কি হতে চলিলে ? অবিবেক বশে কিছু না বুঝিলে
নয়নে কি সহে, এ কলঙ্ক দুখ ? পর বন্ধন অঞ্জনে কাল মুখ (৩৬)

পাহাড়ী । আড়া ।

রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ — বিরলে বিজন বনে, কে মা তুমি বিষাদিনি ?
অবিরল নেত্রজলে, ভাসিছে বদন খানি
আর্য্যাবর্ত্ত পুণ্য ভূমি, তার অধিষ্ঠাত্রী তুমি, কোন্ দুখে ম্লান মুখ,
যমনীর বাহিনী ?
অকৃতি সন্তানগণ, করিছে কি অযতন ? তাই গৃহবাস ত্য'জে,
হইয়াছ প্রবাসিনী (৩৭)

রচয়িতার নাম।

কাফি। জৎ।

রাধানাথ মিত্র।

কে তুমি বিজনে বসি', কপোলে রাখিয়া কর?
কি তাপে তাপিত তনু, নয়নে ঝরে নির্ঝর?।
যেন নভঃ চ্যুত শশী, কাননে প'ড়েছে খসি', অথবা বিজলীরাশি,
ত্য'জে জলদনিকর
এমন কণ্টক বনে, এমন অমূল্য ধনে, কে রেখেছে সঙ্গোপনে,
হ'য়ে কঠিন অন্তর?
চিনেছি ২ সখি, এ যে ভারত সুন্দরী, দুঃখিনী ক'রেছে অরি,
কাঁদিয়ে ভেঙ্গেছে স্বর (৩৮)

কাশীতে প্রভাত বর্ণন।

ভৈরব কাওয়ালী

মনমোহন বসু।

বল্ বদনে হর হর বাণী
জয় কাশীশ্বরি অন্নপূর্ণা ভবানি।।
প্রভাতা হইল নিশি, উদিল উষা রূপসী, হেরিয়ে বিবর্ণ নিশামণি;
উঠ ২ কাশীবাসি। শয্যা ত্যজি' দেখ আসি', কিবা শোভা ধরিল
অবনী
পূর্ব্বদিকে নবজ্যোতি, আভাময় স্বর্ণসিঁতি, শিরে যথা ধরে সীমন্তিনী;
সহস্র শিব মন্দিরে, কনক দেউল পরে নব রবি শোভিছে
তেমনি।
প্রভাতী নহবৎ বাঁশী, সুধারবে পূর্ণ কাশী, মঙ্গল আরতি বাদ্যধ্বনি;
শত গঙ্গাপুর সাথে, যাত্রী চলে যাত্রাপথে নানাজাতি পুরুষ
রমণী
কত দণ্ডী ব্রহ্মচারী, অবধূত জটাধারী, পরমহংস যোগীন্দ্র যোগিনী;
চল প্রাতঃস্নান করি, ল'য়ে পুষ্প বারি ঝারী, বিল্বদলে পূজি
শূলপাণি।

রচয়িতার নাম।

ধন্য পুণ্যভূমি কাশী, বেষ্টিত বরুণা অসি, তটিনী প্রধানা স্বরধুনী ;
প্রাতে কি শোভা জলে, মন্দ পবন হিল্লোলে, কুলু ২ বহে
প্রবাহিনী ,—চৌষট্টি যোগিনীপাঠে, মণিকর্ণিকার ঘাটে, চল্ল ২
শুনি বেদধ্বনি (৩৯)

মধ্যাহ্ন বর্ণন।

আলাইয়া কাওয়ালী।

রামনারায়ণ তর্করত্ন।

দিনকর তাপ বাড়িল, ভূমি তাপিল, শোষিল কুসুম নীহার
আকুল করীগণ, মজ্জন কারণ, ছাড়িল বিপিন বিহার
কাতর মহিষ, সরোবর পুরিল, শতদল মর্দ্দিত তাহে ;—ভ্রমরনিকর,
হ'য়ে অতি দীন, বিলাপ করে অনিবার। (৪০)

সারঙ্গ। ঐ

ঐ

ভানুতাপে তাপিত ধরণী।
বিহগ সব হ'যে নীরব, হরে কাল অমনি
হইল ম্লানতর ফুল্ল ফুল দল, সুখী কেবল নীরে নলিনী, পতি সোহাগে,
চারুহাসিনী
নিভৃত শীতল বনে মৃগনিকরে, প্রবেশ করে কাতর স্বরে ; শাখী
উপরে ডাকে চাতকিনী।
দহিছে চরাচর খরতর কিরণে, পথিকগণে ছায়া বিহনে ,
শাপে তপনে যম সম গণি' (৪১)

ঐ ঢিমাতেতালা।

প্রিয়নাথ মল্লিক

ভানু কৃশানু তনু ধরিল।
দিগদিগন্ত, দহে নিতান্ত, জলাশয় শুষিল
হইয়ে ক্লান্ত মন, শ্রান্ত পান্থ জন, পথ ভ্রমণ সবে ত্যজিল ; তরু চরণ
সার করিল

রচয়িতার নাম।

ভুলিগে নব তৃণ, গো-বৎস হরিণ, ছায়াতে লীন যেন হইল ;
জলে মহিষদল ঝাঁপিল
নীরব শারী শুক, খুলি' চঞ্চু মুখ, যত শাবক জল যাচিল ,
দীন চাতক মেঘে ডাকিল।
কম্পিত ধরা যেন, দুঃখ হয় হেন, বহ্নি বহন করে অনিল ,
জল অনল সম তাতিল
ভীষণ হেন দিনে, কে গো নারী সনে, নদীপুলিনে ধীরে চলিল ?
হেরি' নয়ন মন মোহিল।
সুরেন্দ্র শচী যেন, ভূমে করে ভ্রমণ, কোলে নন্দন, রূপে উজ্জ্বল ;
আহা কমলমুখ শুকা'ল। (৪২)

সন্ধ্যা বর্ণন।

পুরবী আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) আহা রবি কিবা শোভা, দিবা অবসান।
নলিনীর প্রাণপতি, অস্তাচলে যান
নিজ ২ রব করি',বিহঙ্গ নিকরে ; স্বভাবের সুধাময় গুণগান করে ;—
স্বদলবল সহিত, শশধর সমুদিত, নিরখিয়া কুমুদিনীর, প্রফুল্ল বয়ান
উথলিল সংযোগীর, সুখপারাবার ; মিলন সুখের নীরে, খেলিছে সাঁতার ;—চক্রবাক দম্পতির, দুনয়নে বহে নীর, ভাবী বিচ্ছেদেরে ভাবি', শয়ন সমান। (৪৩)

পর্ব্বত বর্ণন।

খাম্বাজ। একতালা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ শৈলনিকর কিবা মনোহর, বিশাল মুরতি স্বভাব সুন্দর সুদূরে
নিরখি যেন নীরধর, হ'তেছে উদয় গগন মাঝে।

রচয়িতার নাম

কোথাও তুষারে সমাবৃত কায়, রজতের রাশি সম শোভা পায়, হ'লে
নিপতিত রবিকর তায়, চমকে চপলা লুকায় লাজে।
স্থানে ২ কত বন উপবন, সমুন্নত শিব বনস্পতিগণ, বিস্তারি' বিপুল
বাহু অগণন, সুগভীর ভাবে সদা বিরাজে।
পুষ্প নানাজাতি স্বভাবের ভরে, উজলি কানন সুবাস বিতরে, পাইয়া
বিজন যেন ধরাধরে, বিহরে প্রকৃতি মোহন সাজে
ছুটিতে ২ পশি' গিরিপরে, জলদ কদম্ব কত রঙ্গ করে, ঝরে নীরধারা
নিয়ত নির্ঝরে, ঝুরু ২ কিবা মধুর বাজে
কোথা আছে আর, হেন চমৎকার, যোগীজনপ্রিয় স্থান ভজনার ?
বিশ্বনিয়ন্তার মহিমা অপার, ঘোষে অবিরত পর্ব্বতরাজে (৪৪)

নিদ্রার প্রতি।

আলাইয়া। আড়া।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

এস শান্তিময়ি দেবি দেও ক্রোড় সুকোমল।
তাপিত মস্তক রাখি, করি প্রাণ সুশীতল।
কে জগতে তুমি বিনা, দুঃখেতে দিবে সান্ত্বনা ? দরিদ্রের তুমি দেবি !
চিরজীবন সম্বল।
চির অশ্রুভরা আঁখি, ক্ষণেক মুদিত রাখি', প্রহরেক তরে মম,
ঘুচাও মা অশ্রুজল
যুঝে যে তুফান সহ, হৃদিনদী অহরহ, ক্ষণেক হউক শান্ত,
প্রতিকূল উর্ম্মিদল।
বায়ূর্ম্মি তাড়িত মম, অন্তিমে মা, পোত সম, তুমি পোতাশয় দেবি !
ধরিও এ বক্ষঃস্থল (৪৫)

রচয়িতার নাম।

কলিকাল বর্ণন।

দেশ। একতালা।

(অজ্ঞাত) এই ত প্রথম কলি বই ত নয়, পরে বা কি হয়
ব্রাহ্মণে খ্রীষ্টান, শূদ্রে পড়ে বেদ পুরাণ, ব্রহ্ম বৈষ্ণ যারা তারা হ'ল
হতজ্ঞান ;- নাই জাতির বিচার সব একাকার, বিধবার
হয় পরিণয়
ও কেউ গুরু মানে না, পিতার কথা শুনে না, জননীর চরণে এরা
প্রণাম করে না ;—আবার সহোদরের মুখ দেখে না, শালার
ভেড়ো হ'য়ে রয়
এরা লয় না সাধুর খোঁজ, সদা নেশাখোরে ভোজ, বাপের কথা পায়
না মুড়্কি শালীর মোণ্ডা রোজ ;—আবার পুরুতকে দেয় জেলে
কাচা, মদের ইয়ার গরদ পায়। (৪৬)

বাউলে সুর। খেমটা।

(অজ্ঞাত) ভাই রে ভাই! কলির মানুষ চেনা ভার
মানুষের উপর ভিতর দুই প্রকার
ট্যাঁকে ঘড়ি হাতে ছড়ি ফুল্ বাবু সেজে, বাবু চল্লেন সমাজে, মরি
হায়!—আবার অন্দরেতে ছাঁট্‌ছে বালাম বাবুর যত
পরিবার
বেশ্যার গলায় মতির মালা মায়ের অন্ন নাই, স্ত্রীর পোঁদে ট্যানা ভাই!
মরি হায়!—আবার বাহিরেতে ক'চ্ছে মজা, নিয়ে বাবু দশ
ইয়ার
ইংলিষ্ বুটে ইংলিষ কোটে বিস্কুটে রত, বাবু ইংরাজের মত, মরি
হায়!—পেটে পা দিয়ে টিপিলে প'রে এ বি সি ডি, (ভোলা
মন!) এ বি সি ডি পাওয়া ভার (৪৭)

রচয়িতার নাম।

বাউলেসুর। খেমটা।

শি ৭ব কলিকাল কাল হ'ল ধরাতলে
বাঃ সঃ দেখ ধর্মহীন কর্ম সকল, সাব হ'ল কালে ২।

দেব দেবীর অর্চ্চন, কেউ করে না এখন, যদি করে লোকাচারে হ'য়ে অন্য মন ; যে বা ভক্তি ভাবে (রে) ভাবে ভবে, লোকে তাহারে পাগল বলে

গিরিগুহা কাননে, যোগী যোগ সাধনে, যুগে ২ ব্যস্ত যোগে বায়ু অশনে ;—এখন নাইক সে যোগ (রে) ক'চ্ছে সুযোগ, সদা যোগাযোগ ঐ বোতলে।

নাই শ্রাদ্ধাদি তর্পণ, কেবল ইয়ার ভোজন, সাকার পূজার বিষম বিকার এ কি অলক্ষণ ?—যত হঠাৎ সভ্য (রে) অবোধ নব্য, গেল আজগুবি মতে ভুলে।

বেদের মর্ম্ম জানে না, করে ব্রহ্মোপাসনা, ইন্দ্রিয় শাসনে শক্ত নহে এক জনা ;—এরা ব্রহ্মবাদী (রে) হয় কি ব'লে ? বেদের পরকাল এরাই খেলে

কত মৌলবীর মতন, রাখে দাড়ী অকারণ, ফ্যাশানে ঠিক হয় নাক ঠিক হিন্দু কি যবন,—ভক্তি কোটে বুটে (রে) ঘাড় টি ছেঁটে, পরে প্যাণ্টালুন ধুতী ফেলে।

দেখি একি কারখানা, সখে হয় গো সব কানা, সাবাস কলি কাচের ঠুলি পরাচ্ছ নানা ;—হ'ল বিধির গড়ন (রে) নড়ন চড়ন, এরা খাটি ত্য'জে খাদ দিলে

দেখে হ'লাম হতজ্ঞান, নাই খাদ্যাখাদ্য জ্ঞান খেচর ঘুড়ি ভূচর গাড়ি ছাড়া সকল খান,—আবার পৈতা ফেলে অবহেলে, যত অবোধ ব্রাহ্মণের ছেলে

যত কুলাঙ্গনাগণ, করে বিদ্যা উপার্জ্জন, পরথ্ ক'রে ক'রবে পতি মনের মতন ;—যত কাণা খোড়া, (রে) মূর্খ ছেলের, বুঝি নাইক বিয়ে কপালে।

রচয়িতার নাম।

পরাশরের মত প্রচার, হ'ল বিয়ে বিধবার, আদান প্রদান নাইক
বিধান যে বা ইচ্ছা যার,—ও ভাই! দেখ্‌না চেয়ে বামুনের
মেয়ে, বিয়ে কর্ত্তেছে ধোবার ছেলে
অবাক্ বিদ্যানিধির পাল, ভুষো ফোঁটায় ফাটায় ভাল, ফুলিয়ে টিকি
করে ফাঁকি মারে অজার তাল,—এরা জগো ভুলে যায় নি
টোলে, হ'ল বাণীর ভুঁই ফোঁড়া ছেলে।
নাহি লঘু গুরু জ্ঞান, মাতা পিতা ভাত না পান, মেগের গয়না দিচ্ছে
বায়না শালায় শাল প্রদান;—আবার অনাহারে অতীথ ফিরে,
গৃহে স্থান পায় না গুরু এলে
নাহি জাতির বিচার, হ'ল সব একাকার, জগৎ যুড়ে পুরীর আচার
হ'ল কি প্রচার?—এরা ভাব্‌লে না যে পরকালে, হবে কি
দশা ধেমিক ব'লে (৪৮)

বাউলে স্থর। খেমটা।

শিবপুর বাঃ সঃ

সাবাস্ তোমায় কলিকাল!
সঙ্গেতে ল'য়ে চেলা, নূতন খেল', খেলছ ভাল হামেহাল
কত, গণ্ড গবা দান্তে শাস্তে, বেদান্তের মত করে পাল;
মেনে ধর্ম্মহীনে ধর্ম্ম পাখী, ফির্‌ছে তারা পালে পাল।
যারা, ছিল জুয়ান হ'ল হত, দে'খে দেশ পাত্র কাল;
যত ঘেটো মড়া হ'য়ে চড়া, কাঁকে বাঁধে থাড়া চাল।
যত, মেয়ে গুলো, ছিল কুনো, জানত না চাতুরী জাল,
এখন তোমার বরে, ঘরে ২, পাগন পোর্টে দিচ্ছে তাল।
গেছে, বাংলা ভোজন, পিঁড়ে আসন, ঘুচেছে সে কেলে চাল,
এখন সানকেতে খানা চলে, কাঁদ্‌ছে সে কাঞ্চনের থাল।
সে যে, বিধবার বে হ'য়ে গেছে, (তার) সাগরে ধ'রেছে ভাল,
লেগে বটের গাছে আমের আঠা, ফলবে তাতে ভুঁই কাঁঠাল।
হিন্দু মুসলমানে আদান প্রদান, হয়েছে ধর্ম্ম বাহাল,

রচয়িতার নাম

ছেলের মাতামহ কবীমুল্লা, পিতামহ শিশুপাল
যত, চাষার ছেলে ব্রাহ্ম হ'য়ে, ভুলেও আর ধরে না হাল ;
ক্রমে মর্চ্চে ধ'রে, ঝ'রে ২, পড়্‌তেছে লাঙ্গলের ফাল।
যত, ধোবার ছেলে, ভাঁটি ফেলে, গায়েতে ক্ষত্রিয় সাল ;
এরা কৈশবী ধর্ম্মেতে ঢুকে, বিশ্বকর্ম্মার করে থাল
যত, দ্বিজের ছেলে, পৈতে ফেলে, ব'জ'য় ন' অ'র ব'গ'ল গ'াল ;
হল সকল জেতের সমান দশা, কারে দিব গালাগাল ?।
যাদের, ছায়া মাড়ালে নাইতে হয়, প্রথা আছে চিরকাল ;
এখন সে সব জাতি, ফুলিয়ে ছাতি, হ'য়েছে সব ধর্ম্মপাল।
যারা, সাঁচা ঝুটো চিন্‌তে না'ক, ঝুটো দেখে বলে মাল ;
তারা ঝুটো গুরুর এঁটো খেয়ে, এড়াবে দুরন্ত কাল।। (৪৯)

বাউলেসুর। খেমটা।

(অজ্ঞাত) কলিকালের আচার অতি চমৎকার .
কোলে ঝোল মাথে সব আপনার
জোয়াচুরি বাটপাড়ি ভিন্ন অন্য কথা নাই, মনের কথা কার্ না পাই ;
আবার প্রবঞ্চনা প্রতারণা কথায় চলে এ সংসার।
মদ্য মাংস খাদ্যে কিছু বিচার করে না, কেউ কার্ কথা শুনে না ;—
সবার ঘরে সবাই করে, কিছুতে আর নাই বিকার (৫০)

কলিকাতা বর্ণন।

ঐ। ঐ।

(হুতোমদাস) আজব সহর কল্‌কেতা।
কালীপ্রসন্ন সিংহ
বাঁড়ী ভাঁড়ী, জুড়ি গাড়ি, মিছে কথার কি কেতা।
হেথা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, বলিহারি ঐক্যতা ;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদ্‌মাইসীর ফাঁদ পাতা।

রচয়িতার নাম।

খুঁটে তেলীব আশা গাড়ি, শুঁড়ি সোণারবেণের কড়ি, খেমটা
খেমটীর খাসা বাড়ী, ভদ্র ভাগ্যে গোলপাতা
হৃদ্দ হেরি হিঁদুয়ানি,ভিতব ভাঙ্গা ভড়ং খানি, পথে হেগে চোক্‌রাঙ্গানি,
লুকোচুবির ফেব গাঁথা
গিল্টি কাযে পালিস্ করা, বাঙা টাবায় তামা ভরা, হুতোমদাসে
স্বরূপ ভাযে, তফাৎ থাকাই সাব কথা (৫১)

রামপ্রসাদীসুর। একতাল'।

গঙ্গাধব চট্টো। ভবেব বাঁশ বাজি ক'বে
ও মন! সাবধানেতে যাও বে ত'রে
পবমায়ু দড়ির উপব, পা ফেল বে ধীবে ধীরে;
কর অঙ্গ-চালন লোক ব্যবহার, বিচার বাঁশটা করে ধ'রে।
কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে নাচ, উৎসাহেতে বাবে বাবে;
যেন (মাথার) ধর্ম্ম কলস যায় না প'ড়ে, পাপ পিছলে পা টা
স'রে
আত্মারামের দোহাই দিয়ে, বাজি কর ঘুবে ফিরে;
ও মন! এড়াবি মরণ ভযে, ভেঙ্কি লাগ্‌বে শমনেরে (৫২)

ঐ। ঐ।

দীন বাউল। এই দেহ রেলরোডের কল
ভবপথে কচ্ছে চলাচল।
কোথা জেম্‌স্ ওয়াটেব বুদ্ধি, এব অদ্ভুত এম্‌নি কৌশল;
উদর বয়লারেতে জমিছে বাষ্প দিয়ে অন্ন আগুন জল।
আহারাদি কয়লার গাদি, পড়্‌ছে তাতে অবিরল;
ভাঙ্গা ফুটো সারা অযেল করা, ডাক্‌তবের কায কেবল।
সম্মুখেতে লণ্ঠন তার, চক্ষু দুটি সমুজ্জ্বল;
ঐ যে শ্বাসপতনে হচ্ছে কলেব ঘুৎঘুতানি অবিরল।

রচয়িতার নাম।

সূক্ষ্ম ২ শিরা যত, প্রহরী রয় এ তিপল ;
ধর্ম্মজ্ঞান গার্ড, কাম ক্রোধ, এ গাড়ির আরোহীদল
লোকোমোটিভ ডিপার্টমেণ্ট্ এর, জননীর গর্ভস্থল ;
আফিস্ বাড়ী, বাগান হয় ষ্টেষণ করিতে এ কল শীতল।
জন্ম মৃত্যু টারমিনস্ দুই, ড্রাইভার্ তার মন পাগল ;
যাহার সদগুণ দীন জানে, বদক নিসান কেবল (৫৩)

বাউলেসুর। খেমটা।

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

কৃষ্ণ প্রেম খাসা চেলে, ভক্তি ডেলে, বানিয়ে ফেল রে খিচুড়ি
যাবে তোর পাপ অরুচি, হবে রুচি, তিন দিনেতে বাড়্বে ভুঁড়ি
তুই রে মন! সাবধানে, যোগ আগুনে, চড়িয়ে দেনা দেহ হাঁড়ি ;
বিবেক ঝাল দিয়ে তাতে, বিধিমতে, ঘন ২ দাও রে নাড়ি।
প্রবৃত্তি পটল ভাজা, হ'লে মজা, হয় রে কিছু বাড়াবাড়ি ;
শ্রদ্ধা ঘি দিতে ঢেলে, যেন ভুলে, যাস্‌নে রে তুই ও আনাড়ি।
ভক্তি নুণ সযতনে, দাও রে এনে, অপর কর্ম্ম থাকুক পড়ি ;
পেটুকদাস বাউল ভাবে, দেরি কিসে? যাও রে ব'সে
তাড়াতাড়ি (৫৪)

ঐ। ঐ।

যদুনাথ মুখো

কে গো তুমি চিৎ হয়ে ভাস্‌ছ নদীর জলে?। (জলের মধ্যস্থলে)
আমার মাথা খাও কথা কও, হাসির লহর তুলে। (তা কি
গেছ ভুলে?)
আয়না ফিতে চিরুণ ডুবি, যাচ্ছে প'ড়ে গড়াগড়ি, এখন যাচ্ছ কোথা
তাড়াতাড়ি, এলো থেল চুলে? (ঢেউয়ের সঙ্গে চ'লে)
বিধুমুখে মৃদু হাসি, গলায় দিতে প্রেমের ফাঁসি, এখন ছেড়ে দিয়ে হাসি
খুসি, মুখ ভারি করিলে। (কেন কি ভাবিলে?)
গরল মাখা দুটি চোকে, মার্‌তে খোঁচা লোকের বুকে, এখন সে নয়ন

রচয়িতার নাম।

খাচ্ছে কাকে, ঠুক্‌বে ২ তুলে (ও সেই পাপের ফলে)
যে রূপের ও রূপসি! গরব কর্ত্তে দিবা নিশি, এখন কোথায় গেল
সে রূপ রাশি? ঢাক হয়েছে ফুলে (যাবে দুদিনে গ'লে)
তোমায় দেখে সুখী হলাম, এই উপদেশ পেলাম আহা, সংসারের এই
পরিণাম, কালের অদ্ভুত লীলে (তুমি দেখিয়ে গেলে (৫৫)

বাউলেশ্বর খেমটা।

দীন বাউল। বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে বটে, শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে?
সঙ্গে সব কাঠের ভরা, লট্টবহরা, জাত, বেহারার কাঁধে তুলে
ঐ শুন ঘরে পরে, সবাই কাঁদে, ছেলে কাঁদে বাবা ব'লে;
কোথা সে সব মমতা, কও না কথা, এখন কি তা ভুলে গেলে?
ঘুরে যে দিল্লী লাহোর, ঢাকা সহর, টাকা মোহর নিয়ে এলে
খেতে না পয়সা সিকি, কও হে দেখি, তার কিছু কি সঙ্গে
নিলে?
রং বিরং শালের যোড়া, গাড়ি ঘোড়া, চেন ঘড়ি সব কোথায় থুলে?
হবে যে এমন দশা, দশম দশা, জীবদ্দশায় ভুলে ছিলে।
শত্রুতা প্রকাশিতে, যাদের সাথে, হরষেতে সেই সকলে;
বল্‌ছে ভাই ভালই হ'ল, বালাই গেল, হাড় জুড়াল এতকালে
দেখে দীন বাউল কয়, এ সমুদয়, দেখে শুনেও লোক সকলে;
একটি দিন এ ভাবনা, কেউ ভাবে না, বিষয়মদে থাকে
ভুলে (৫৬)

বিভাষ খেমটা।

যদুনাথ মুখো বাড়ীর গিন্নি! আজ চল্লে কোথায়, উদাসিনী হ'য়ে?।
এই যে জাত্‌ বেহারার কাঁধে চড়ে, খাটের উপর শুয়ে।
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, গৃহস্থালি পাতাইলে, আহা! হাঁড়ি কল্‌সী
পাকাইলে, তেলে আর ঘিয়ে।

রচয়িতার নাম।

সোণা রূপার গয়না গাঁটি. বাসন কোসন ঘটি বাটি, এই যে খাট্
বিছানা শীতলপাটী, রেখেছ সাজায়ে।
রেখে হাঁড়ি কল্‌সী জালা, ঘরেতে দিয়েছ তালা, এই যে কুলো ডালা
খৈ চালা, রেখেছ টাঙ্গায়ে।
গৃহস্থালির যত আস্‌বাব, কিছুর ত রাখ নাই অভাব, আহা! ক্রমে ২
করেছ সব, কত কষ্ট স'য়ে।
ঘর কন্নার জিনিষ যত, রাখ্‌তে ধ'রে যকের মত, তুমি কাউকে ছুঁতে
দিতে না ত, অপচয়ের ভয়ে।
কেউ যদি কিছু চাহিত, প্রাণ ধ'রে দিতে না ত, তুমি থাক্‌তে
বল্‌তে "সব বাড়ন্ত" চক্ষু লজ্জা খেয়ে
সদাই বল্‌তে আমার ২, আজ কিছুই ত হ'ল না তোমার, আহা!
কেবল ম'লে পণ দুই চার, চাবির বোঝা বয়ে।
পাগল বলে হরি ২, এ সব কেন যাচ্ছ ছাড়ি? তোমার এত সাধের
পাকা হাঁড়ি, যাও না দুটো নিয়ে। (৫৭)

বেহাগ। পোস্ত।

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

ওরে মন! তোমারে, আজ বাদে কাল, ভবের পটল তুল্‌তে
হবে।
এখনও উপায় আছে, ভেবে নে ভবানী ভবে।
কোথা থাক্‌বে ঘড়ি বাড়ী? প'ড়ে গড়াগড়ি যাবে;
গালপাটা কটা গোঁফে কে আদরে আতর মাখাবে?।
পমেটম হেয়ারে দিয়ে, চেয়ারে কে ব'সে রবে?
বিধুমুখে নিধুর টপ্পা, গান কর্‌বে কে মধুর রবে?।
বুকের ছাতি ফুলিয়ে চাবুক, মেরে কে জুড়ি হাঁকাবে?
আরামে আরামে গিয়ে, খুসি হ'য়ে খাসি খাবে?।
রম্ টেনে রমণী সনে, রমণে কে মজা নেবে?।
দুটি নয়ন ক'রে রাঙ্গা, রগ টেনে কে কথা ক'বে?।
টানা পাখা টাঙ্গিয়ে দিয়ে, বৈঠকখানায় বাতাস খাবে;

রচয়িতা

ফুলের তোড়া সাম্‌নে রেখে, সট্‌কা টেনে সাধ মিটাবে ?।
রোগ হ'লে ডাক্‌তারে যখন, নাড়ী টিপে জবাব দিবে;
তখন কুইল্ ধ'রে উইল্ ক'রে, পরের হাতে দিতে হবে।
এখন একটি পয়সা ব্যয় কর না, মহামায়ার মহোৎসবে;
যখন পাঁচে পাঁচ মিশাবে তখন পাঁচ ভূতে সব লুটে খাবে।
খাটে তুলে ঘাটে তখন, হুঁদ্‌বীকাঠে সাধ মিটাবে;
প্যারী বলে যাবার সময়, মোসাহেব কে সঙ্গে যাবে ?।

রহস্য বিষয়ক।

ললিতবিভাষ। আড়াখেমটা।

(অজ্ঞাত) দিনে হরি রে'তে যীশুখ্রীষ্ট ভজা।
গোপনে করি কত মজা।
আমি দিনে পাই বৈষ্ণবী, রেতে আনি বিবি, এ কিবিবি রে ভাই!
বিষম বোঝা।
আখ্‌ড়াতে মাল্‌সাভোগে, বৈষ্ণবীর সহযোগে, রেতেতে হোটেলে
জে'গে, হ্যাম্ বিফ চাকি;—কভু নেড়ানেড়ীর দলে, (রে!),
কর্ত্তাভজার পালে, কভু আড্ডায় মিলে ফুঁকি গাঁজা।
কখনও পবিত্র জ্ঞানে সমাজে গে বসি ধ্যানে, নির্ব্বিকার নিরঞ্জনে করি
ভাবনা;—কভু মুসলমানের দলে (রে!), রসুলোল্লা ব'লে,
দ্বিতীয়ের চাঁদে খুলি রোজা (৫৯)

লুমখাম্বাজ ঐ।

ঐ আবার যাব বৃন্দাবন।
গৌর ভজন করব সার, ভবে গৌর মাত্র সার, কালী দুর্গা ভজন
পূজন করবো না'কো আর;—প্রভু গোপীকৃষ্ণ যীশুখ্রীষ্ট, ভজ্‌ব
দোঁহার শ্রীচরণ।

রচয়িতার নাম।

দিনে নামাবলী গায়, বেতে বুট বিনামা পায়, মাঝে ২ হাঁটি যাই
ব্রহ্মদেব সভায়,—তথায় চক্ষু বুজে প্রেমে ম'জে,, ভজি
সনাতন

প্রেমে হব সন্ন্যাসী, আমি তাই ভালবাসি, একাহারী তিলকধারী
নিরামিষ আশী,—রে'তে ব্র্যাণ্ডি সেরি ফউল্ কারি, টেবিলে
কর্‌ব ভোজন।

হরি নামের ছাপা গায়, হরিনাম লিখিব তায়, হরিমাটির তিলক কেটে
ভজন কর্‌ব সায়,—পথে, বাজারে হরিমন্দিরে, কর্‌ব হরি
সংকীর্ত্তন
গিয়ে চর্চ্চ ভবনে, একতান মনে, ঢুলে ২ করিব ধ্যান মেরিনন্দনে,—
খে'য়ে আফিম্ চরস্ গাঁজা সুরা, প্রেমরসে হব মগন। (৬০)

জংলা ঝিঁঝিট। আড়াখেমটা।

(অজ্ঞাত) তারিণি গো মা! কেন হাতীর উপরে এত আড়ি ?।
মানুষ ম'লে টেক্সটা পে'তে, (তোমা'য়) যেতে হ'ত হরিণবাড়ী।
সুরকী কুটে সারা হ'তে, (তোমার) মুকুট যেত গড়াগড়ি ;
পুলিসের বিচারে শেষে সোঁপ্‌ত তোমায় গ্র্যাণ্ড জুরি ;
শিঙ্গী মামা টেক্সটা পেতেন,ছুট্‌তে হ'ত উকীলবাড়ী। (৬১)

কাফি। খেমটা।

ঐ ষড়ানন ভাই! তোর কেন নবাবি এত ?।
পরং কোঁচান ধুতী, পায়ে আবার জরির জুত।
তোর যে গণেশ দাদা, হাতিমুখো ইঁদুর পোঁদা, তোর মা জগদম্বা
পেটের জাল'য় ছাগল খে'ত। (৬২)

বসন্তবাহার। আড়াখেমটা।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহান ভার।
হ'ল পূর্ণিমেতে অমাবস্যা, তের পহর অন্ধকার।

রচয়িতার নাম।

এসে বেন্দাবনে ব'লে গেল বামী বষ্টমী, একাদশীর দিনে হবে জন্ম অষ্টমী ; কা'ল ভাদর মাসেব সাতুই পোষে চড়ক পুজাব দিন এবার

ঐ ময়রা মাগী ম'বে গেল মেরে বুকে শূল, আর বামুনগুলো ওযুধ নিয়ে মাথায় বচ্ছে চুল ; কাল বিষ্টিজলে ছিষ্টি ভেসে পুড়ে হ'ল ছাবখাব

ঐ সুজ্জি মামা পূব্‌ দিকে অস্তে চ'লে যায়, আব উত্তব দক্ষিণ কোন্ থেকে আজ বাতাস লাগ্‌ছে গায় ,—সেই রাজার বাড়ীব টাটু ঘোড়া সিং উঠেছে দুটো তার

ঐ কলু রামী ধোপা শামী হাস্‌তেছে কেমন, এক বাপের পেটেতে এরা জন্মেছে ক'জন ; কা'ল কামরূপেতে কাক মবেছে কাশী ধামে হাহাকাব (৬৩)

সচয়িতার নাম

অষ্টম অধ্যায়।

হিন্দী গীত।

প্রথম পরিচ্ছেদ। ধ্রুপদ।

ঝিঁঝিট। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) তোরাবি নয়ন বাণ, ভৌ হায় ধনুক, চন্দ্র বদন পর ঝলকত মোহত মন।
অরুণ বরণ অধর দন্ত, কুন্দন বহার জ্যোত, শোঁহে এগনী শিরোপর, বেণী নাগকে ফণী
শ্রবণে কুণ্ডল নাসারি বেসর, কণ্ঠে মালা ভুজ মৃণাল, কুচ উতঙ্গ পভ ভ্রমর, পহরে নীল সারী;—কোটে কিঙ্কিনী কদলী খণ্ড, জংঘ চরণ কনক নূপুর, চলত চাল গতি মরাল, যৌবন ভরে। (১)

খাম্বাজ। চৌতাল।

গোঁসাই লাল যৌবন কি জোর তোসে, কেত সমঝায়ে, রহিমের কহাঁ মান আলি, আজি তেরে দণ্ডবি।
পীতহুঁ কি রীত তোসে, জানি নেহি আলিরি, বীর্ত গেই বাত তোসে, চুক গেই চাওরি
উত রঘুনন্দন, সুখ কে নিদান কানহ, হাত সে গোঁসাই লাল, বৈঠে গীত গাওরি (২)

খাম্বাজ। চৌতাল।

রঞ্জন বিহারী বংশী ধ্বনি সো সাঝারে, বাজত শ্রীবৃন্দাবনে, ধজ গুমড় রহসে ঘন গরজত বজর প্রমাণ।
রহসে ২ বরখত, গোপীগণ দামিনী দমকত, নয়ন রতন পরে আওরে, ভাঁও শোহে ধনু সমান।

রচয়িতার নাম।

চমব চারু চিকণ, সুকাঞ্চন ববণ বিবাজিত তনু প্যাবে ওবে প্যাবে দেওঁ, শোহত ছবনকী ছটা ;—কুঞ্জন বিহাবী দেওঁ, নেহাবত মুখ মোদে খোলে, য্যায়সে ববখা ঋতুমে, নিকাশত আওয়ে ছিগত ভান (৩)

খাম্বাজ। চৌতাল

নন্দ দাস সবযুকে তীবে নীরে, চয়হি বীব রাম লছমণ, ভবত শক্রঘন, সীতা জীউ সমেত।

য্যায়সে পবন চলত মন্দ, সমীপ শীতল সুগন্ধ, বঘুনন্দন শোঁহে ত্যায়সে, হবেক২ বিহবত

নাবদ শুক শাবদ, সনকাদক শিব ব্রহ্মা, পরম বেদ ধবনি উচ্চাবে, গাওবত মুনি নিত্য ২ ;—নন্দদাস ৭ বিলাস, নিবখত জল আশ পাশ, শুনি সো বচন ঋণ ববখত, পেখু চাব ফল দেওয়ত (৪)

ঐ। ঐ।

লোচন দাস। লচকে২ চলত মোহন আওয়ে, ভাঁওয়ে, মোহন অধবে ধরত মুবলী, মধুর২ বজে

শ্রবণে কুণ্ডল চপল দোলন, মৌর মুকুট চন্দ্র কলনী, মন্দ হাসনি জীয়াকো বশনি, মোহন মুবতি রাজে।

ভ্রূকুটী কুটিল কমল নয়ন, অধব অরুণ মধুব বয়ান, গতি গজেন্দ্র চারু তিলক, ভাল পর সাজে ;—লোচন দাস শ্যাম রূপ, নখ শিখ শোভা অনূপ, রসিক ভূপ নিরখি বদন, কোটি মদন লাজে (৫)

ঐ ধামার।

(অজ্ঞাত) ব্যাকুল ভেয়ি ব্রজনারী, শুনি মধুব ধ্বন মুবলীকি দবদী ও টোন, বন্‌শী ধ্বন বিসর, গেও শুধ যাব দেখি।

রচয়িতার নাম।

বাজত বাঁশরী, ঝাঁঝ মৃদঙ্গ ডফ, সুরকে জ্যোতি য্যাযসে দীপক
ববাযে ;—আবির গোলালে, লাল লাওয়ে, রঙ্গ পিচকারিন
ডার দিও, শুনি ধ্বন, মধুর মুরলিকী (৬)

খাম্বাজ ধামার।

(অজ্ঞাত) মুঠি ভরা উড়ে গোলাল, লাল রঙ্গ চানক, অচপলা নারী
চঞ্চলা চপলা একেলা লাগেলা, একেলা গোরী, কিনি সবনমে
কুমকুম মারা (৭)

ঐ ঝাঁপতাল বা তেওরা।

তুলসী দাস। দেহি হরি শরণ মুঝে, তুহারি পঙ্কজ পদ দ্বয়ম্।
মুহি দীন নরাধম, তুঁহি দীন দয়াময়
গয়াসুর চরণ চিহ্ন, পিতৃলোক তারণ জন্ম, তেরা সুবর্ণ ভুবন ধন্য,
সুরধুনী কি শোহে পায়
তুলসীদাস ও পদ আশ, কোই পাওয়ে কোই নিরাশ, ও পদ আশ
যো সন্ন্যাস, সঙ্কটে মিলাওয়ে (৮)

ঐ। সুরফাক্তা।

রঙ্গনাথ আজু শম্ভু হর নাচত ডমরু করে
বাজাবত,গজবদন লম্বোদর মৃদঙ্গ আনন্দ ভরে।
পঞ্চ বদন অনাদি নাদ, আলাপ করে, গাওবত জলদজাল ধীর
গভীরে ;—রঙ্গনাথ নিরখ মোহন অনুপম জ্যোতিসে
বিরজে (৯)

সিন্ধু। ঝাঁপতাল।

(অজ্ঞাত) এয়সে বরখা ঋতু ম্যায়, কেযসে একেলী বীতি রয়না দিন,
বিপত ভেঁই ভারি অব মোরি সখিরি

রচয়িতার নাম

ন ও বিন চায়েন নাহি, যৌবন দহে মোরি, নিকশ বহি প্রাণ,
শুন পেয়ারি হমারি
যবসে গেই কান্ত, সুবসন্ত নেহি জানত তব সঙ্গ হোয়ে রঙ্গ কারী
ছবিবি ;—নিদ নাহি আওবত কছু ন সোহাওয়ে, আপনা দুঃখ
শোচি দুখ আপ নিবারি (১০)

কাফি। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) ধায়ে ধায়ে রে গরজ, ধায়ে২ গরজ, ধায়ে২ ধায়ে গরজ।
আপনা পিয়াকো মেয়, ঢুঁড়ন নিকশি আয়ে, মিলা তো মেয় পরহুঁ
পায়ে রে, গরজ ধায়ে২ ধায়ে গরজ। (১১)

সিন্ধু কাফি। চৌতাল।

সদারঙ্গ কঠিন দুখ পায়ো, ও মোহন প্যারে, তেহারে দরশন বিনা,
ঘরি পল ছং, দিন রয়ন পরতন হি চয়ন
মেরে শুং নয়ন চিত ধরিয়ে, তুম প্রবীণ প্রভু জগতারং,
দাতা সুখ দিন। (১২)

ঐ সুরফাক্তা।

(অজ্ঞাত) ঝুমেং বরষে, আজ্ বাদরোয়াঁ, পিয়া বিদেশ মেরি,
হম থরাবত ছাতিয়ানা, নিশি দিন মন ভাঁওয়ে
নয়নে না নিদ আসি, দামিনী দমক লাগি, উন বিন্ কালিয়ানা,
পর নাথ নাথ ধাওয়ে
সহা ন যাত ঘরি পল ছণ, তন দহে মোরি, আয়ে মদনমোহন
জুঝে ত শুন পেয়ারি ;—নিকশত নেহি প্রাণ, হো রহি
চিত পাষাণ, তা পর কর বখান, তান রাগ গাওয়ে॥ (১৩)

রচয়িতার নাম।

সিন্ধুড়া। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) মাতাগাতী মাতয়াবী, ঝুমত আওবত, গুণকে পূরী,
কব বী° লিয়ে, চরসিংহ সবারী
পূজা দেউ°, ভেট দেওবী, বেদ পব গু° দে অধিকারী,
স্বরস্বতী সবস সবস সবতারী (১৪)

ঐ। ধামার।

সদারঙ্গ কৌন তুম হাহা কব ছুটে হো মোহন, আজ অব
বড়োঙ্গ লীন
বহু দিন কি সুধ ভুলি গয়ো হৈ, মহা চতুর পববীন
নিলাজ খেলে হমে নাহি ভয়, গাবি গুরুজন সকল আহীন ,—
অবহি বস কি বুঁদ পড়ন লাগো, সদারঙ্গ রঙ্গভীন (১৫)

ঐ। ধামার।

(অজ্ঞাত) আবে মেয় তু ক্যায়সে পানি ঘট যাওবি, তেবে বিরহন
ভুপ খেলে হোবি।
যব মেবা দুব, গাগবী শিবে ভারি, ও ঘট পানিয়া যাওবি,
তেবে বিরহন ভুপ খেলে হোরি (১৬)

ভয়রোঁ। চৌতাল।

মিয়া তানসেন। মহা বাক্ বাদিনী সম্মুখ হুঁযে আওয়া হুঁযে।
আহিত ত্রিভুবন, আওয়া আওয়া ন মানি, আদ্যে ভবানী,
যো যাকে মন ইস্থা, সোহি২ পূজে
ঋদ্ধি সিদ্ধি তব হি পাইয়ে, মাতা যব তুয়া চরণ পুজে হো ;—
তানসেন কি প্রসাদ মাঙ্গে, যহাঁ তহাঁ ঘুবত ফিরত
রস রঙ্গ। (১৭)

রচয়িতার নাম।

ভয়রোঁ। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) বাদর উনে আয়ে সো পিয়া বিন লাগে ডর
পাওবনা
মোহে একেলী যানেওয়ারী, বরষত চহুঁ অরুণ বরণ
এ——অরু ন আযে (১৮)

ঐ। ঐ।

ঐ প্রথম উঠে ভোর আযি, নাম লেত আলীনবী,
ফৎমা হাসেন হোসেন, দো জাগকে নিস্তার হুঁ
তেঁহারি আশ
ঘরকে জঙ্গর লাগে, বচ খোয়াদ গোল দিন, আজ মেরি দাতা
বাদশা, ইন্দল বলি মহত ভাগ জ্ঞান গুণী কি গান (১৯)

ঐ। ঐ।

তানসেন। লম্বোদর গজানন, গিরিজাসুত গণেশ, একরদন প্রসন্নবদন,
অরুণবেশ।
নর নারী গুণী গন্ধর্ব্ব, কিন্নর য্যায়সে তুম্বুর মিলি, ব্রহ্মা বিষ্ণু আরতি
পূজয়তি মহেশ
অষ্টসিধ নব নিধ, মূষিকবাহন বিদ্যাপতি, সমরত তিনকে শেষ ;—
অস্তুত করত তানসেন, আয়ে ভায়ে হেরম্ব বিঘ্নহরং, বিনায়ক
রূপস্বরূপ অশেষ (২০)

ঐ ঐ।

ঐ তুঁহি ব্রহ্মা তুঁহি বিষ্ণু, তুঁহি রুদ্র তুঁহি শক্তি, তুঁহি গণেশ
তুঁহি সুর
তুঁহি জল তুঁহি থল, তুঁহি পৃথ্বী তুঁহি অনল, তুঁহি পবন তুঁহি আকাশ,
তুঁহি অধুর তুঁহি পূর

রচয়িতার নাম

তুঁহি শৈল তুঁহি আলবেল, তুঁহি বোয়ত তুঁহি হাসত, তুঁহি উঠত
তুঁহি বৈঠত, চলত তুঁহি দূর, তানসেনকে প্রভু, এক হি
অনেক হোয়ত, জগমে ব্যাপ বহত হুজুর (২১)

ভয়রোঁ। চৌতাল।

তানসেন চন্দ্রবদনী মৃগনয়নী, তা মধ হ্বানকা, গঙ্গা পুত্রী কালিন্দিয়া
ভেদ, ডোরা বনাই কিনি তেরি বেণী।
ছটা পূত কণ্ঠ দীপক, মুখ কী জ্যোত হোত তামে, ওপত স্বরস্বতী
মিলি অনুমানি
সুন্দর রূপ অনূপ ভই, রজোগুণ সত্বগুণ, তামস গুণ বাজিত,
লাল শ্বেত শ্যাম তারিণী, মুক্তিদায়িনী ;—
নিরখত হি আনন্দ হোত, তুমা দরশ পরশ তাই, তেরি রূপ
তানসেন, কেবল বাখানি (২২)

ভয়রোঁ। ঝাঁপতাল।

(অজ্ঞাত) শশধর তিলক ভালে, গঙ্গা জটা ব্যালে, শির কর ত্রিশূল
রুদ্রাক্ষ বাজে
ভস্ম অঙ্গ ছায়ে, গলে রুণ্ডন কি মালা ; ভৈরব ত্রিনয়ন হর যোগী
সাজে
বৃখভ বাহন, আসন বসন মৃগ ছালা ; কালকুট কণ্ঠে ধর তিমির
নাজে ;—করত হরিনাম সদা, শ্রবণে অতি কোমল, ধ্যায়ত
তান বাগ নিত্য, হৃদয় মাঝে (২৩)

ঐ ধামার।

ঐ অনাঠন নেহি কিজে আলি রি আবাল মা বলামা সৌঁইয়ে
ফাগুন কি বিছে।
গীত কবি কেয়া জানে, গোয়ালিনা কেতি করি আ কর জতকে
লিজে। (২৪)

রচয়িতার নাম।

রামকেলী। চৌতাল।

গিরিধারণ লাল — উঠ প্যারে ভোর ভৈঁয়, বিতু, জাগত কেঁউ না আলি,
কব সে জাগওত প্রাণপতি
দৃগ কমল খোলকে, করত মোহন মুরত, কে স্বরূপ দেখত, পচ্ছী
মিলে চক্রবা চক্রবী
রজনী বিহানী, চিড়িয়া চু চুহানি, শীত মন্দ পবন চলত, তামে
আলি,—গিরিধারং লাল প্যারো, নেহারং কীজে, হার লেও
গলে লাগাও (২৫)

ঐ। আড়া চৌতাল।

(অজ্ঞাত) — শ্যাম কহাঁ আয়ে, তৈঁয় বিসারি এতে আও আও গন মেরে
যব তোম্ প্রেম কছু নাম লিযে, করত ফেরও প্রীতহুঁ নেযাবি (২৬)

ঐ। ঝাঁপতাল।

গোস্বকেনন্দ — আজ বধাই বেট ঘর, গায়ন গুণী গন্ধর্ব্ব নায়ক দেবত
তত বিতত ঘন সে ধব, বাজে বাজাওয়ে, নাচত তাতাথৈ তা তাথৈ,
তাতাথৈ থৈ গতি লেত
শুভ লগন পণ্ডিত, জনম পত্রী নায়ক, থট দরশন আশীষ, ফুল ফল
খোয়াজা ক্ষেত,—গোস্বকেনন্দ, আকবর চিরঞ্জীব, ঐসে সুজন
মহাজন, দীপক উজিয়ার সুচিত (২৭)

ঐ। ঐ

তানসেন — বিদ্যাধর, গুণী জন সব গাওয়ে গুণ, চাক আঁখি লড়া
লড়িয়ে।
যো কছু আওয়ে, সো কছু কহিয়ে, নাথন গুণীজনকে চরং ধরিয়ে।
মেরো তেরো নয়া, নিরঞ্জনকে আগে, চতুর দমবাকো গুণ চাবিয়ে;—
গুং চাওন সকর গুণীজনকে আগে, কহে মিয়া তানসেন,
তবণ তবিয়ে (২৮)

রচয়িতার নাম।

ভৈরবী। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) কেত দিন বীত শ্যাম আওবনকা নাম না লীন,
হায় তো বিসবি শুধ লাগি উস্ পেয়ারবকী।
শুনরি সখি সেয় তোহে, বাত কহুঁ এক বাত কি (বে),
খোয়াব মেয় তো ইয়াদ আই, সুরত উস ইয়ারকী
বংশীকে বাজাই শ্যাম, বদেশহুঁ বসেরা লীন, দৌর আই গোপী সব,
বনশরী শুন কান্হকী (২৯)

ঐ। ঐ

প্রেমদাস। যো তোসে বচ সমান, দয়া সোঁ নানা প্রকার,
তোঁহে ন বিসরুঁ সদা, হর ২ গুণ গাওয়ে ২।
তেরো নাম নিরঙ্কার, কোহি ন যাত অপরম্পার, সুর নর মুনি করে
বিচার, ধ্যানে অন্ত ন পাওয়ে ২
দুখ সুখসে হোত সহাই, আউর ন জানি আউর উপায়,
হিত চিত সে পায়ে২, অত ধ্যান লাযে লায়ে,—
প্রেমদাস শ্রীনিবাস, কষ্ট কঠসে পূরণ প্রকাশ, ত্রিভুবন রহে
ব্রহ্ম, ছায়ে ২ ছায়ে ২ (৩০)

ঐ। ঐ।

(অজ্ঞাত) আদেশে মা, জ্যোত কো যো জানে ২, যো অন্তর্যামী পায়ে
যশ, যোই ধাতানে দেত অচল শরণ
হর্ত্তা কর্ত্তা প্রথম জ্যোত্, আউর পূর্ণক প্রতাপ, বঢ়ত ঘটতাওয়ে
গাওয়ে, জ্ঞানকো মত প্রীতি অপ্রীতি শরং।
গাওবত গুণী নারদ আদি, আদি সে সুরেশ শেষ, অন্ত নেহি
গাওয়ে ২,—মাঙ্গ তুহে ভকত অভেদ, দেও ম্যায় কৃপা আনন্দ,
আউর এককে যশ লিয়ে, তুমে সর্ব্বকো দারিদ্র হরণ। (৩১)

রচয়িতার নাম।

ভৈরবী। ঝাঁপতাল।

(অজ্ঞাত) শারদা বিদ্যা দানী, দয়ানী দুঃখহারিণী, জগৎজননী,
জ্বালামুখী মাতা স্বরস্বতী
দিজে সুদৃষ্টি, সেবক পর আপন, নারায়ণী শ্বেত কমলাসীনী,
শ্বেত-অম্বরী শ্বেত-অঙ্গিনী, তু হর পার্ব্বতী (৩২)

খট। ঐ।

আনন্দ কিশোর ঈশ্বরী নাম জপ নর, অমর হোত হৈ, নাম জপ সিদ্ধি,
ঔর সাধক পূজায়ো
নাম মহিমা শান্তি, জানত প্রসিদ্ধয়ে, শেষ সনকাদি সব,
দেব ঋষি ভযো
নামসে কাম সফল, হোত হৈ জগমে, নামসে অধম শিবলোক
ফল পায়ো,—আগম নিগম কহে, নাম এহ সত্য হৈ, যা স্মরণ
কর আনন্দ পগ ধ্যায়ো (৩৩)

গারা চৌতাল।

(অজ্ঞাত) শিখ কম ন তু মানো, মেরে মন বাণী নাম লেত তোঁহে
অলস ভৈল
কলহ নিদ ব্যসনমে, বীতত দিন রে মুরখ, জানত নহি ভক্তি,
যা সোঁ হোত নির্ম্মল
অব হুঁ তো সেব চরং, ভাব সো করো বাখান, মানুষ হোয়
ত্যাগী ছল প্রপঞ্চ, আওয়ে শরং তু অব আনন্দ হোয়ে,
চণ্ডিকাকে পায় সবল (৩৪)

রচয়িতার নাম।

কোকভ। ঝাঁপতাল।

(অজ্ঞাত) নিপট নিকট বাস, দে গঙ্গে তারিণি, পতিতপাবনী
অধম উদ্ধারিণী।
তেরোঁহি ধ্যান জ্ঞান, তেরোহি সমরং, তু তারণ তারিণী।
শিব জটাপর গঙ্গা বিরাজে, ত্রিশূল খর্পর কমণ্ডলু সাজে,
হরিপদরজে বিরাজে, শৈলসুতা বামে বাজে। (৩৫)

বিভাষ। চৌতাল।

ঐ পেয়ারীকে প্রঘট কুন্তল, টেব মরোব বাজত হায় শিয়ানী,
মনয়ার যাত কের মদ কোর পক্ষ পসাবত অলসানি
ভোর।
তেরে আননকী সমতা কঁয়থা বরণী, গোঁহত মদত জোর।
পিয়া মিলবে কি বাতিয়া, শ্রবণন শুন হিত চিত কর, মানহুঁ বাবত
আওর এয়সে নিকে লাগত ;—ইয়াতে ঘবি২ পল২ ছণ২,
সাহে বাহাদর্কে প্রবঞ্চলি আপ ভোব ,—নব শত শিঙ্গার
সাজে, গ্রীবা চলি পিয়া পনে পাশ সুখ শেজ, বয়ন মানি
প্রাতঃ সম ,—নেয়ারি ভই পরে বসন চলি চাল, ঝনন ঝনন
পাগে কি নেবাব বাজত, ঠনন ঠনকার করত, ছোত্র ঘণ্ট
তোমচর বোলত, যৌবন করত সোর। (৩৬)

ঐ। ঐ।

ঐ উঁচি চিৎবন কোঁ নারী, নারী রয়েন ঘটনা লাগি, ঘবি২ পল
ছং ওচ্ জ্ঞান।
মৈ যো আই তোহেঁ লেনে, উঠ চলোরি মেরে জান, তোম্ বিনরি
পিয়া মন বৈরাগী। (৩৭)

রচয়িতার নাম।

টোড়ী চৌতাল।

(অজ্ঞাত) সাগর সঙ্গীত পূরণ জাহাজকো, অচল এমর গীত মন সর্ব্ব
মন যেতে প্রমাণ, ধুয়া ধরু অনাঘাত পবন গাযে নাদ
যুগল জোর তেঁউ, চৌতাব সঙ্গে বাজন লাগি, সম বিষম অতীত
অনাঘাত, পরন গায়ে নাদ (৩৮)

দরবারী টোড়ী চৌতাল।

তানসেন। সেবে তু হরে নাম কো আধার, যিন্‌নে রচু সংসার, কাম
ক্রোধ লোহ মায়া অঙ্গার
যিন্‌নে রচু আব সকাব, জমনী আসমান, নিরঞ্জন নিবঙ্কার, সাঁচ
কেঁউ ন সেবিয়ে, ও পাথ পবনার দিগব
একেন্‌কো বোলায় লেতে, একেন্‌কো বিদায দেতে, একেন্‌কো
বকসত, চিরজরী শিরোপা ; কহে মিয়া তানসেন, শুন হো
নর আকবর, জনম জীত নাহি তেরা বারম্বার (৩৯)

ঐ। ঐ।

(অজ্ঞাত) গুরু মতসো নাদ গাওয়ে, স্বরস্বতীকে প্রসাদ পাওয়ে,
বিদ্যাকো রীঝাওয়ে, তব কহত ওযাকো বিদ্যাধর।
রূপ কৌন জানে, হট ঠানে, সোই অজানে, বিধি বিধান মানে,
পাওয়ে সাঁচী স্বর
য়হ অগাধ পারকো, শিখ শিখ মান লেই, তব কছু আওয়ে, যব
হোয়ে বড়ো শ্রুতিধর ;—বাণী শুদ্ধ মুদ্রা, শুদ্ধ তান তাল,
ধরং মুবণ যাচে, কৃপা করত শ্রী আনন্দিবর (৪০)

রচয়িতার নাম

নাচারী টোড়ী। ধামার।

সদারঙ্গ সতিন মদ মাধো, খেলে হোরি, আহো বৃকভানু।
মটকী ভার মেরে, দধি না বিগাড়ে, মাঙ্গত শতহী দান, কানূহ
বৃকভানু (৪১)

আসাবরী টোড়ী। ধামার।

(অজ্ঞাত) আরি এ পট দে দে, লে লে সুখ চালন, ফাগুয়া মাবত
মুখে ধায়ে, ধায়ে।
মিলন চলি সব হোরী, ব্রজকে হো লালন, গিরিধারী, পিয়া সো
আয়ে, আয়ে।
চুয়া চন্দন আবীর, কুমকুম মারি, ভরি পিচকারী, সব অঙ্গে গুলাল
লপটায়ে;—আবীর খেলেঁ, ধুম মাচায়ে, গোপীজন চলেঁ,
সব শ্যামগুণ গায়ে, গায়ে। (৪২)

গুর্জ্জরী টোড়ী চৌতাল

তানসেন। নাদ নগর বসায়ে, সুরপট মহল ছায়ে,
উনঞ্চাশ কোটি তান, অচ্ছর বিশ্রাম পাওয়ে
গীত ছন্দ তত বিতত, ডমরুকা ধ্বন আলাপ, তান তালকে কিওয়াড়,
খরজ সুরপট জিঞ্জির, ত্রিবট খুঞী তাগে ধ্রুবপদ মধ ছি পাওয়ে।
কহে মিয়া তানসেন,শুন হো গোপাললাল,অর্দ্ধ খর্ব্বকর দেখাওয়ে;—
সুর মিলাওয়ে কণ্ঠ মিলাওয়ে, আকবর প’রথ পাওয়ে (৪৩)

হোসেনী টোড়ী। ঐ।

(অজ্ঞাত) আ প্রথম ধুম্পতি মিল, খেলত ধামার, বাজত মৃদঙ্গ ধুঙ্ ধা
ধা কেটে ধা ধাঁও করত

রচয়িতার নাম।

এত গুন ধুমধাম, আয়ে গুণীযন গন্ধর্ব্ব, সকল সভা মিল,আপন আপন বাণী, গুণ আওব জ্ঞান কবত (৪৪)

গান্ধারী টোড়ী চৌতাল।

(অজ্ঞাত) আওবি ২ সদব, সন্ন্যাসী সমান, ঘোর ঘোর হে শুধ সাধ

অবণী ভবণী যুবত, কবেলি পিবলাল ভগবান, বস্তব ভগবান বস্তব, আগবে পনকো বাশ

ঝব লাও সরস দিন, মুনিবন আড়ম্বব, কহেত ওচেত লাল, তেনকী কিজে কেয়া মজাল, তেনকি উঠ নারায়ণ, তোম বাওবা হাস পাচোরী (৪৫)

খট টোড়ী। ঐ।

তানসেন ছলো আয়ে, ছত্রপতি আকবব নব, দিল্লী ছল হন বব পাওয়ে

ছত্র কলা বিবাজে, তপল নিশান মশাল ফনোশ, যায়সে এ তাপ ঝগমগায়ে।

ঝিলনকী রেথ দেথ, লিওত বর্ষায়ে, জাহাঁকে কর কব বনায়ে, তপল মজাও,—লিয়ত আসন বাজাওয়ে, তানসেন মঙ্গল গাওগে, চিরঞ্জীব রহো হুমাউঁক জায়ে (৪৬)

আসনাই টোড়ী। ঐ

(অজ্ঞাত) বৈবাগী হোয়ে য্যায়, পিয়াকে আওবনকো, নিবথনকো নয়নানে

মবশত বহুত লায়ে, তিলক ললাট পায়ে, অঙ্গ ডারুঁ মোতিন মালা, কণ্ঠ লাগন কো নয়নানে

যবসে গেই ও পিয়া, ভঁই হ্যায় উদাস, রূপ তন মন কি তপত গেও, ভঁয়ো জিয়া মৈ একেলী, পাগ দরশন কো,—তরফত

রচয়িতার নাম।

বীতি মোহে, পেয়ারে বিন রহন আলি, রোগ২ ভয়োঁ উদাস,
দরশ দেখনকো নয়নানে (৪৭)

জোয়ানপুরী টোড়ী। ঝাঁপতাল।

(অজ্ঞাত) কওয়ান গায়েন করে তু ত ভগমগায়ে, নন্দ জীকে নন্দ বলবন্ত
ধায়ে হা বে
হাওঁ তো বিরহন ভেঁই, তু তো মদন যাগা, মুরলীকী ধ্বন শুন ধুন্দ
ছায়ে (৪৮)

দেশী টোড়ী। ঢিমে তেতালা।

তানসেন। দেখো রি এক যোগী ভেক কিয়ে অষ্ট পুন রুণ্ডমালা লিয়ে
শীষে জটা গঙ্গা, বলদ বাহন, আওর তেয় পোহেঁ বাঘাম্বর, ত্রিশূল
ডমরু খপ্পর লিয়ে।
বীণ পর, বাম গৌরী অরধঙ্গ, গাও গাও মগ মগ রিঝাওবত জিয়া
তানসেন সাহেব, শম্ভু শঙ্কর শরণ তেহারী, চন্দ্রমা লাউ অড়
দিয়ে। (৪৯)

দেওগিরি। সুরফাক্তা।

(অজ্ঞাত) দেখন দেব মহাদেব, ত্রিশূল খর্পর ডমরু লিয়ে
বৃখভ বাহন, অঙ্গে বিভূতি, গরে রুণ্ডমালা, চন্দ্র মুণ্ড
ঝাটরি (৫০)

বেলাওল। ঢিমা তেতালা।

ঐ ওঁ, জপ জপরি, মনী বাম নাম জপ, হোবে পূর্ণকাম বনয়ারী
শ্যাম, আউব হর নারায়ণ নাথ নিরঞ্জন
ভকত বৎসল জগদীশ, সতগত পতি নিয়ঙ্কার, অবিনাশী অবগত,
পরমপুরুষ দুঃখভঞ্জন। (৫১)

রচয়িতার নাম।

বেলাওল   চৌতাল।

(অজ্ঞাত)   আজ ফুলি, বংশী লে বৈব ন মানো, ঘটা উমড়া তরায়ণ
ঐসি লাগি মো মন
করপুতী আলখ নীল, ভামে মটকি লাল ডোব পংখ, সুব তাল
কটা ছুটে শ্যাম ঘন
এহ আচরয় দেখো সখি, মৃগমদ মিড কমলাল, এক ঠাওবে বনা
রহি যৌবন শোভন ;—চঞ্চল শশী প্রভাকর, আদি অন্ত রাখি
ভুয়াপতি বনা ধন ধন। (৫২)

ঐ।   ঐ।

মোহনলাল   তেরেবি বীণাওয়ালী, শশ ললাট, ভাঁও পলক নেত্র সুধার,
পিয়া মন বশ, করবে কুচালে নারে
নাসিকা কাকীর কপোল, দশন দাড়িম তেরোঁ, বাওরা হোকে
গেইহু তেরে সাথি চলা
আওস রূপ সুন্দর, দেখিরি তুহি, তু সমান আওরে নাহি, ঢুঁজে
ব্রজবালা ;—বিনাআ ভুখং, সরস রূপ তেরোঁ, ইয়া ছব
দে'খে ঋঝো, মোহনলাল (৫৩)

দেওগিরি বেলাওল   আড়াচৌতাল।

(অজ্ঞাত)   সুখ আনন্দ করো পীতম মেবো চলে গঙ্গা যমুনা নীরে
পঞ্চতন পাক দরুদ অমুব চারতন মণ্ডব, হাস্ত হাসন বধাও
ধীরে (৫৪)

ঐ   চৌতাল।

ঐ   ভুখণ শবদা লাগে, আওর ঠওর পীতপাগে, নিশি জাগে কণ্ঠ
লাগে, পিয়া পেয়াবী কামিনী।

রচয়িতার নাম।

ভোর ভঁয়ে আয়ে মেরে, ক্যায়সে আওবন ভাঁয়ে, অঙ্গকে চিহিন
ছিপায়ে, তাউ পায়ে সুধার, যাহাঁ বীত গেও যামিনী (৫৫)

শুক্ল বেলাওল। চৌতাল।

তানসেন — রাজারাম নিরঞ্জন, হিন্দপতি সুলতান কিয়ে, করত রে সকল
সৃষ্টি, ভবণ পোখণিয়ে।
অতি প্রবীণ, বীরভান নন্দন, অতি জগবন্দন, দালিদ্র্য হরণ শুভকরণ
যো লাগত মনমে, মহাজ্ঞানী গুণনিধান, হর দুখনয়ে (৫৬)

ঐ। ঐ।

নওলকিশোর — তু তারা তারসি, অধম হুঁ, কহুঁ সুযশ শুনি, আয়ো তুয়া
শরণ, দয়া কর মেহি দাস জানি
(ঝাঁপতাল) শীষ জটাজুট, ভালে চন্দ্র, মুণ্ডমালা, নীলবরণী দিব্য
চর্ম্মাম্বরী, ইন্দীবর খপ্পর, খর্ত্তা খড়্গপাণি
(সুরফাক্তা) তেরো প্রসাদতে, কবিতা শক্তি হোত, ভক্তি মুক্তি
পাওয়ত, শপথ তোর মন মানি ;—
(তেওরা) নওলকিশোর কো, ভক্তি দিজে চরণকো, ছুজো তুয়া
শরণ কোউ দানি। (৫৭)

ঐ। ঐ।

(অজ্ঞাত) — ভরণে যও গেই জল যমুনা, তন পন ঘট নট নাগরকো
প্রঘট দরশ ভঁয়ো
মুকুট মুরলী শীষ ফুল, শ্রবণ কুণ্ডল কি ছব দেখ লাই, আলি রহ
মের মন ওরজত (৫৮)

বেলাওল। চৌতাল।

ঐ — প্রথম মঞ্জন কর বৈঠে, চন্দন চৌকিপর, বসন ভূষণ অপার
পার সবহী শ্রীয়ানমে পেয়ারী।

রচয়িতার নাম।

মুখচন্দ্র লজাত, উডপতিকে বাম, হাসন দশন নিরখ দাড়িম,
দেখে লজাত ছব নেয়াবী
নাথকী জবাব কথা, মুখ সুখ দৌ শ্বাস ভরং, ওড়২ ওড় পবণ,
ভুখণ সব লিয়ে শিঙ্গার, সবহী ঐোযানসে পেয়ারী (৫৯)

শুক্ল বেলাওল ঝাঁপতাল

তানসেন সাধনা করতে আযে, হো গুণী জ্ঞানী, কেথ নাদ কেথ বেদ,
কেথ অলঙ্কার
কৌন ধ্রুবণ কৌন সুরং, কৌন তাব কৌন স্বর, এতে কো বেবর
লিসে বিচাব
বিদ্যা আটপটি অপবম্পাব, কেনহু ন পাও এহি সমুদ্র পাব ;—
কহত মিয়া তানসেন, শুন বে সুঘর গুণী, এতি তো কহ কিনি,
নাযক গোপাল (৬০)

আলাইয়া। চৌতাল

সুরদাস ব্রজনাথ, বোলাওত হৈঁ, চলিযে, কছু জানত হৈ এহি
বাত ইহানি।
তুঁহিকো শ্যাম নেহাবত হৈ, তুমহরে বিন বে নহি পীবত পানি।
তুইয়ো বাত কহ মুখসে, নহি যাওয়েগি হম, হবি পায়ে ইহ
বাণী ;—তাহিতে জানত হো স্বজনি, অব যৌবন পায়ে ভই
দেবানি। (৬১)

ঐ ঐ

(অজ্ঞাত) প্রাণন ধন মধসুদন, বনয়ারী প্রেমানন্দে একে বৌলে,
জগবন্দে নাম পব
সাঁচি সুরনে মেয় গাওয়ে, মুবলী অধরে ধরে, আ-সুখ কব-জ (৬২)

রচয়িতার নাম।

আলাইয়া। ঝাঁপতাল।

সদারঙ্গ — আজু কৌছন বাকেসত রঙ্গ বরষত হ্যায়, বিহানে চড়ে আজু মহাজন রে

নাউ তানাউ সেদি, নাউ তানা তেহাবা, নাউ তানা তেহারায় গারা গেঁই, চার যুগ জীও, হুমায়ুনকে নন্দন, দেখ রিঝে সুলতান ছুলো। (৬৩)

সরফরদা। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) — আজ তো নেহারে রামচন্দ্রকে মুখারবিন্দ, চন্দ্রমাসে লাগত কান্ত অধিক শোহাওয়ে।

কিশোরকে তিলক ভালে, মতিয়নকে কণ্ঠমালে, গোরেং বক্রিমাপুর মতিয়নকে গজরা।

আনিয়ারে জরুন নয়ন, বোলত অতি মধুর বয়ান, মাধুরী মুসকাত মান, মদন লজাওয়ে ;—ঐ সো আনন্দ কন্দ, চিত পট মোতি যাত দ্বন্দ, শোভা পাওয়েঁ কান্হর গই হৈ বিকাই। (৬৪)

প্রদীপ। ঐ।

আমীরবক্স — আপশ মে করত শোর, পচ্ছী বনে বোল মোর, কারি পিঁদি ঘটা ছাই, বরষং লাগে ঘন ঘোর।

রস মদ ভরি জোর, রয়ন বীতি ভঁয়ি ভোর, মন রাখুঁ তোম পর, দুসরা ন হোর

জ্ঞান প্রবীণ রাজা ন ঠোর, সোহি বাগা কলঙ্কী যো শীয পুর ;— কহত আমীর বক্স, সবই কাম কিজো নাম, ধ্যান রাখুঁ দিন রয়ন, চন্দ্রজীউ যেসা চকোর। (৬৫)

রচয়িতার নাম।

সারঙ্গ। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) নয়না নাহি নিদ গেঁই রে, নিশি দিন মোরি ছাতিয়ান লাগেও
অধীরকো।
এত মোহন মুখ মুরলী, শুনত শোধ ন রহিরি হো, ক্যায়সে ধৈরয
ধরে, গাবো হোতে ঘর ঘরকো॥ (৬৬)

বৃন্দাবনী সারঙ্গ। ঐ।

রামদাস। অন্ত না পাওবত, দেব সব হে, মুনি ইন্দ্র মহাশিব,
যোগ করি
উন বেদ বিবিঞ্চি, বিচার রহো হৈ, জপ ন ছাড়ো মৈ এক ঘরি
মথুরা জনকে প্রভু দীন দযাল, সব সঙ্গত সৃষ্টি নিহাল করি,—
রামদাস গুরু জগৎ তারণকো, গুরু যো ন সবার জন্ম
মহা ধরি (৬৭)

ঐ তেওরা।

গোলাদাদ ভত বিতত ঘন ভেদ কর, সুঘর গুণী গাওযে, নারদ তুম্বুর ঔর
জন গন্ধর্ব্ব, পায় পায় নিরত করত, দে দে তার
ডিমি২ করত ডমরু, বাজত মৃদঙ্গ থট তার, ঘণ্টা ঠনঠন কর বোলত
হৈ, ঘুংগুরু কি ঝনন ঝনকার
হাঁর দাঁক দপট গাজ, গমক অচ্ছর সুরত রিবাওত, এহ গুণীয়নকে
ব্যবহার,—গোলাদাদকে প্রভু, রসিলে ছবিলে, সুর সঙ্গত
মিয়া সায়েদালী তিন মস্তকে মনবার (৬৮)

মধুমাধ সারঙ্গ। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) যৌবন মহারাজ চক্রবর্ত্তী আধানপরূপ মদ রূপ বস্তি,
চিন্তা ঘট মজন পেয়ারে, অচল ছত্রধারী।

রচয়িতার নাম।

মৃগ লোচন কাটাযে বাস, নিশি দিন সাব গন্ত ফেরত, নাম নিরখ
ফেরত, চন্দ্রজ্যোত শোহাই
অভ্রক চম্পা তিলক সমীপ, কনক মুদ্রে বিম্ব রাজত, দুঃখ গলিয় খেদ
ত্যজ গেও, ভাগ গেও সমুদ্র পাব ;—এত দুর্গ দেবী, আকবর
সাহে পিয়া পীত দান দেত, অনেক গুণ বিস্তারি। (৬৯)

গৌড় সারঙ্গ। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) আচমিকে মোহন মেরে মন্দর আই
সাত সখী মিল, দেত আশীর্ব্বাদ, লেত্ত প্রসাদ, ভুজ পাথড়ত মোসে,
গলে লাগাই।
ষোল সিঙ্গার বত্তিশ আভরং, বাজুবন্ধ টিকা শোভে, মোতন মালা
কণ্ঠ বিরাজ ;—ধর্ম্ম মুরত সঘন লাগন মন ভেঁই। (৭০)

ঐ। ঐ।

আনন্দকিশোর। শ্যাম সমূহ মেঘ বরণী, ইন্দুবাগে ভালে জ্যোতি তিন লোচনী,
করং শরণ কুন্দ দশন, মুণ্ডমালা গরে।
কবালবদনী দিগম্বরী, চতুর বাহু শিরস অভয়, বর কৃপাণ করে ধরে
শিব উরংপর চরণকমল, এয়সো ন দুজ সমান, মধুপ পড়য়ে ভারেং ;—
শ্রীআনন্দকী লগন লাগো, উপমা ন যো চন্দ পাঁও পরে॥ (৭১)

ভীমপলশ্রী। ঐ।

তানসেন ইয়ে যো নাদ দরিয়া, তান জাহাজ কিয়ে, উমাগা ফিরণ লাগে,
চম্পা চুবং।
স্বরকে যো বাদ বাণী, তেনকে আচ্ছে সমান, তিনমে গুণী লাগে
তান তরং

রচয়িতার নাম

গীত সঙ্গীৎ ধাক ধুবপদ, লিযে ত্রিবট বে, সঙ্গীত কে লাগে ওরি,
বার ভরণ লাগেওরি ,—কহে মিয়া তানসেন, সেবিযে সদা
সমুদ্র পাব, উতরিযে যো লাগে চরণ (৭২)

ভীমপলশ্রী চৌতাল।

সুরদাস কুঞ্জন মে বচো বাগ, বুধ অবগতি লিযে গোপাল, কুণ্ডলকী
ঝলক দেখে কোটি মদন ঠাট কিও
আদরসে সুরঙ্গ বঙ্গে, বাঁশরী ও পাযে বঙ্গ, মোহনকে মুকুট পর,
মেরা মন অটকে ও।
মোপর ঝনকার গাযে, মধুর২ তান লাযে, সপ্তসুর ছাযো, ইয়াকি
সুরতকো লটকাও ; গোরীবাও ঐসে, ঐসে হোত মোহনকে,
মুকুটপর শেষ নাগ লপটাও (৭৩)

ঐ। ঐ

(অজ্ঞাত) বাওয়ারিকী সঙ্গ সাথী, বাওযারি সো মাই ভাই, বাপহুঁ
বিবাহ দিনি, বাওরারোহি জান কি
পুছনে হি যাতে বাতে, কোনে গুরু বোনে নাথে, জিও মেবে
ভোলানাথে, মোহে যো লেনি মন কি
ত্রিশূল খর্পর হাতে, নয়না জিহ্বা আগ্ বনাতে, গাওয়ত হরিনাম
বদন, শৃঙ্গী পুর তান কি ,—মেরা মন কিযে শোষ, সকলি
করম দোষ, নীলধারী নীল ভোলা, অঙ্গে অঙ্গ টান কি (৭৪)

গৌড় সারঙ্গ (ব মুলতান) চৌতাল।

সুরদাস। এ সখি, নন্দকুমার বালপনসে মেরো মন হর লিন
জীওরি একেলা, তুমহারি নযনন সোঁ মরি যাও, মোরি জীবা কি
দুখ দুন দিন।

রচয়িতার নাম

শ্যামরো সলোন কানহ, বাট রোকে ঠাড় ভযো, মোসো বোলাওয়ে গয়ে ;—অধরং কো রস লিন, কৌনসি বোলাযে পায়ে, মুখসো লাগাওয়ে লিন, বাঁশরী বাজাওয়ে যাদু কিন (৭৫)

মুলতান চৌতাল।

সুরদাস বারং কহুঁ তোহে, সাবধান কেঁউ না হোস, মমতাকী পোট শিরে, কাহেকো ধরত হৈ

মেরো ধন মেরো ধাম,মেরো সুত মেরো নাম,মেরো পশু মেরো গ্রাম, ভুল হো ফেরত হৈ

ভূত ভয়ো বাওরা, বকার গই বোধ তেরি, ঐসে অন্ধকূপ গির, কাহেকো ফেরত হৈ ;—সুরদাস কহত তাকো, নাথক হোনে আবে লাজ, কাম কো বিগাড় কে,অক'য় কেঁউ করত হৈ (৭৬)

ঐ ঐ।

তানসেন। নওবঙ্গী আয়ে হো, ঝগমগাত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ

দল চমত গজ পাঁওযন, বুঁদন বর্ষং লাগি, ইন্দ্রকে আসয়ারি, যায়সে হি শাবংকি ঘটা ছাঁই

চহুঁ দেশ যাও আকি, অনমানি সাহে বাদসাকী, সব রাজা প্রজা করত সেবা ;—তানসেনকে প্রভু এতানাহি জাদ হোত, হো তোম আকবর সাহে জলালুদ্দীন, কলি যুগমে কবিও ক্রোর দান (৭৭)

ঐ ঐ।

(অজ্ঞাত) ধুবন মুখং তানে, তালকি প্রমাং, উক্ত যোক্ত কি বিধান শুধ গাওয়ে

আরোহী অবরোহী, আস্থায়ী সঞ্চারী, গ গ রে স গম পম গম পম, গগ গম পধ নিস, গ গ রে স নি ধ প ম, গ ম গ রে সা।

রচয়িতার নাম

মূর্চ্ছন প্রমাণ গো, গমক ভেদ চ্যুত অচ্যুত, সাধনকো, রেত্তরে, রেত্তং কর গাওয়ে ;—চিন্তামণি গুরু নিধান, অনুমান সম প্রমাণ, উলটি পালটি সুর নেকো, নেম প্রেম দৃঢ় কর, তব গুণীয়ন মধ্যে যাওয়ে অনুমান পাওয়ে (৭৮)

দিনপুরিয়া। চৌতাল

তানসেন নও বঙ্গী আকবর সাহ জলাল করিম নেহাল, আয় রে মায়া কর কর

তন মন ধন নে চাওয়ারে করো হায়, আওয়ানা পর তপত বুঝাওয়ানা প্যারে বালাগে-এ এ, হো ও-ও ও ও ও ,—জনম জনমকে, সব দুখ গেই সুখ পাওয়ে রি, হো শু উ উ-উ-উ উ উ-উ-উ ণ, ভুজ মৃণাল ভর ভর

অধর সোঁ অধর ধর, উরা সোঁ উরা কর, পরশত যুগল অঙ্গ, স্বভাবে সরস নারে ,—কহে তানসেন সম্বী, চং হারত, বাত করত যাকে, নেচরং আকসর (৭৯)

শ্রী। ঐ

হরদাস। গমরত শিব শিব করতা দেব তেত্রিশ কোটি দেবত, তোঁহে নাম জপত, পার্ব্বতীপত, পতিতপাবন পাতকহর, তোম্ তেনে কিয়া

ত্রিলোকনাথ শম্ভু শঙ্কর, ত্রিশূল ধারণ লিয়া, মুকুতা মুরারে, মন মহেশ দেশ দেশ, কিন্নর সে গাওরে ,—যো যো মাঙ্গত সোং প'ওয়ত, হো হো তুরত

দেও আশুদেও য কে, অস্তত কহে না যায়ে, জটা গঙ্গা শিঙ্গা ডমরু, বৃষভবাহন, —রুণ্ডমালা চন্দ্রললাট, ভোলা চক্রধা ভোরা ভানু, সব আশ্রম কহে পূরত ,—বামদেব কামদেব, নীলকণ্ঠ কণ্ঠে-ওয়ারে, আবরণ হো হরদাস ডগর, আওরে দাস করতা, ঈশ্বর

রচয়িতার নাম

ঈশ্বর পাওয়ে ;—গুঁও কা বিকার, রাগ রঙ্গে য্যায়সে কবে
এএ হো মত শাস্ত্র (৮০)

শ্রী। চৌতাল।

তানসেন — বংশীধর পি াকধর, গঙ্গাধর গিরিধর
জটাধর মুকুটধর, বাজত হরিহর
চন্দনধর ভস্মধর পীতাম্বর মৃগচর্ম্মাম্বর, চক্রধর ত্রিশূলধর,
নরহর শঙ্কর
সুধাধর বিষধর, গরুড়াসন বৃষবাহন, মানধর পরমেশ্বর ঈশ্বর ,—
কহে মিয়া তানসেন, তোম দো স্বরূপ এক হুঁজে, কৃপাকর
শিরপর আভিকর ॥ (৮১)

ঐ। ঐ।

(অজ্ঞাত) — শিব ভসম ভূষণ তঙ্গ, জট জুট গঙ্গাশেখর রূপ অথ জম দিগম্বর,
ডমরু বাজত ফণীকণ্ঠ ফনিষ্ঠ ভারে
যুগে২ দাতা, শিব স্বরূপ শঙ্কর, অথ কও শাখে২, বিখ গগল বরণ,
বিঝতেজ গলে রুণ্ডমালা প্রভাশূন্য মুক্ত কট অবতারে।
জটিত পিকঅম যোগীন কি সন্ন্যাসী, ওধা ধাবিয়া যোগি ভূপন ঘন
কর ও প্রাণ,আদেশ দেশ করত আও ঢাবী ,—ধন্য২ ধন্য মহাদেব,
সপ্তদেবন পতে ও, দেব ঋদ্ধি সিদ্ধিদাতা, আনন্দ বর রস ভর
সকি ও, কৃপা কর অর্থ সুখকারী (৮২)

ঐ। ঐ।

অলিআশ। — শিব২ ক্যা কর পূজে, বো চরণ কৌ লিঙ্গ, কৌ শীষ
ধ্যো তিন লোক।
চতুর দেশ চতুর কুঞ্জ, কৌন বেশ দিগম্বর, হিমসুতাপতি ঈশ্বর
জ্যোতি।

রচয়িতার নাম।

নাথ সিদ্ধ বীব, যোগিনী সুবগণ, গন্ধর্ব্ব, সবব উপমা দেত, বরণ ন
যাযে জ্যোতি স্বরূপ ;—মহাদেব দেবন, মন মহেশ ভোলা
শম্ভু শঙ্কব, বব দিজে বাগ, অলিআশ বীঝে সমঝে, পরম
ভোগ (৮৩)

ধানশ্রী। চৌতাল।

সুবদাস। আলত সুখ, পালত সুখ, নিত্য সুখ সমবণ, নাম গোবিন্দ জীকা
গদা লিজে
মোটে কর্মানি, পাপ অজীবণ, সাধু সঙ্গত মিল গোবাজীজে।
সমবণ সম্বত, অগতি অগোচর, পতিত উদ্ধাবণ, নাম তেরো ;—সুবকে
স্বামী, প্রভু অন্তবযামী, সবব পুবণ প্রভু ঠাকুর মেবো (৮৪)

পুবিয়া ঐ

(অজ্ঞাত) প্রথম গুণসাগব, অপাবম্পাব তন জাহাজ কব, ভামধ বিন
চুনি নগ অচ্ছব ভবি আন
ঘটা কুপ চুপ ছন্দ, ত্রিবট থরবা ধাক ধুরপদ, উপজ পাওয়ে
নাদ। (৮৫)

পুরিয়া ধানশ্রী ঐ।

হায়দার বকস আলবেলি চাল চলত, নয়না উলজ বহত, মনমে পেযারী
লাগত।
ভাও, কমল বদন শোহত, ঝাঁঝব সুধাব লেহত, সন্দুব মাগে ভরি
এয়সী শোহত
কানহকে করণ ফুল, টিকা ভুলাবি বেসব কণ্ঠমালা, চৌপকলি
বাজুবন্ধ পহরে আই ;—হায়দার বকস, বহত সদা আনন্দ,
কামনে আনোকি, শিঙ্গাব কবত। (৮৬)

রচয়িতার নাম

পূরিয়া ধানশ্রী। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) মেরা নাহি আয়ে আজু, নন্দলাল, যাউঁ কেওন উন সোতনকে
গেহে, যিনকে বসবশ ভঁয়ে, সুখ পাযে রয়েন জাগে।
ধন্য২ ভাগ সোহাগ, সরস সুন্দর তিবিয়া, অঙ্গ অঙ্গয়া ভুখণ,
দেখ রূপ ব্রজভূপ, প্রেম পাগে (৮৭)

গৌরী। ঢিমাতেতালা।

সদারঙ্গ ফুলিবী সাজ মধুবনমে, এ মধুবনমে।
যৈসে হি চুচুবাত চিড়িযন কো, তৈসে চাঁদ ছিপ যাত,
গগনমে (৮৮)

ললিত গৌরী। ধামার।

(অজ্ঞাত) মুরলীকি ধ্বন কো শুনায়েরি মহকো।
মেরে অঙ্গনমে, আনত ফিরত হায় রে, মোর মুকুট ছব ভাওরি
মহকে।
ব্রজ বনিতা বৃথভান দোলারী, আগর বগর সমঝাওরি মহকো,—
কাঞ্চনকী সুত বেণ, পসন্দ করত হায় রে, ঠাড়ি সনদরি মুস,
কাওগেরি মহকো, (৮৯)

মালশ্রী। চৌতাল।

ঐ জানত তার সুরকে, ভেদন কি ভেদ, শুধ অশুধ সঙ্গত
(ইয়া)
আওর যেত সপ্ত ধাওয়ে, প্রকার কহেবত হায়, উনহু কে পেয়ারে
কহিয়ত, ওক্ত শোক্ত সঙ্গ এয়সী, মাতঙ্গকে মাতে ফুঙ্গত।
গীত ছন্দ শোক্ত ধুরপদ, গায়েন গুণী বাজাওয়ে, তিন হুঁকে মিল
ত্রিচক্রব্যা মতকী, আওর বস রঙ্গত ;—সাহে আকবর,

রচয়িতার নাম।

গুরুয়নকে গুরু, সকল কলা সম্পূরণ, ভৌ ভেক চিন্তামন
অঙ্গে অঙ্গত। (৯০)

মালশ্রী। সুরফাক্তা

(অজ্ঞাত) নাদ অগাধ, সম্পূরণ শোধ সাধ দব, সমঝ শোচ কর বিচার,
ওংকার সুর সোয়াদ, সপ্তত চলি, সুরে সেঁউ সেঁউঙ্গত
সপ্ত ধাওগে সপ্ত তথত, গুণী গন্ধর্ব্ব মত তরং হাবে, পায় কোয়ন
যাযে সে আওয়ে, আও আয়ো, গুরু অপঙ্গত (৯১)

ঐ ঐ।

ঐ বাপ মাধো, তু ধন্য কৈসে শামলিয়া বিরলা
কর ধরে চক্র, বৈকুণ্ঠতে আয়ে, গজ হস্তীকা প্রাণ উদ্ধারিয়ালে
গৌতম নারী অহল্যা, তেহারি পাহনকে সং তারিয়ালে ;—
ঐ সো অধম, তারাত নাম লেত, ও শরণাগত আইয়াকে (৯২)

জয়েৎ। ধামার।

ঐ অব তুম কোন রূপ দেখাবত, হো তুম ব্রজকে লাম,
সখীয়নকো পায়ে একেলী।
গৌর চরায়ণ তুম নিকসে, বংশী বীন সঙ্গমে, গাবী গাওবত॥ (৯৩)

পূরবী। চৌতাল।

সদারঙ্গ সোহে বাঁহ নীক লাগে, অধরে হরি বৃত, বনকে
সঙ্গ বনা
চৌগারি গলে হার রড়ী, বেলা চামেলীকে বিচিত্র মাল, ন গুঁথং
লাগ, নগ হীরা লাল মোতি ও ন্না (৯৪)

রচয়িতার নাম।

পূরবী। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) ভজ দেব দেব মহাদেব, দেব দনুজ পালনম্, দিগম্বর দীনবন্ধু, দিকপতি দয়ালম্
বিশ্বস্তর বিশ্বরূপ বিরূপাক্ষ বিরূপময়, চিদানন্দম্ চইতন্যম্, চিতা ভস্ম লেপনম্ (৯৫)

ঐ। ধামার।

বয়জু বাওরা। তুঁমে কৌন সবরব কিয়া, কৌনে তে সামেরা, রেতে ও পাপিয়াকী এত্তে নাগর।
সোঁতে ঘটাঁ।, গাজ উমাড়া চলি, ফেরে গেঁই, রেঁঝা পাওয়ন বাদর
চন্দ্র যায়সে কামিনী, নাগর ত্যায়সে মানত, সুন্দর তাকে, এতে নাগরীয়ে;—বয়জুকী প্রভু, উমাড়া ঘুমাড়া গেঁই, ধায়ে মিনি পরি এতে সাগর। (৯৬)

পুরবী। তেওরা।

(অজ্ঞাত) ওদের্ তানা তানানা নানা নারে তানা নায়ে, তানা নানা তা দিম্ দিম্২ তানা তানানা, নানা নায়ে তানা নারে, নাদের্ তোম্দের্ তান্না তানা নানা, নানা নানা তানা নানা তদারে দানি।
নাদের তা দিম্ দিম্২, তা নানা নানা তোম্ তানানা নানা নানা নানারে, তানা নারে তানা নারে, তানা নানা নানা নানানা তানা নানা তদার্রে দানি (৯৭)

দেও গান্ধার। চৌতাল।

ঐ নিপট কঠিন সঙ্কট, বিকট দুখ ভারী, তেহারি আশ দাসকী সুধ লিজিয়ে, ইয়া সম প্রভু কিজিয়ে, মুসকিল আহশান।

রচয়িতার নাম

সুখ সম্পত অনুধ্যান, তন মন চৈন দেবায় দিজিয়ে, উত্তম দরগাসে
সদকা, পঞ্জতন শাহ মুবদান (৯৮)

ইমন চৌতাল

(অজ্ঞাত) তা তুম্ দেবে না, তাদিয়া নারে তারে তদারে তাবে দানি
ধেত্তেলেনা দিম্ তানানা নানা, তোম্ দেব্না—আ তায দা আনি
তা তুম্ তানুম্ তানা দেবে তুম্, ওদেব তানা ওদেব তানা
দেবেম্নুম্, তাদের্ না তাদেব্ না, গ ম গ ধ পম গধ্ধ ধ স,
আনি২ আলা লালে লুম (৯৯)

ঐ। ঐ।

ঐ মন্দ হাসন গজ গমন চলে, মন ভাওয়ানা তেরি
কম্বন্তী শোলেবৌস্তি তুবি ছত্র পাওয়ে, তুয়া তিসে লছন ভঙ্গ,
ম্যায়তো তেরি। (১০০)

ঐ। ঐ।

ঐ পাইয়ো নাহি হো অপম্পার, কবর যাকি আচার, যো জপত
পত গঞ্জম বাতাওয়া বিহারী পতে কৈহ।
সামবেদ ঋকবেদ, যজুরবেদ অথর্ববানে, আওরে বেদন, অতি
সুধারয়ে, নিগম আগম অগোচরে, নিরঙ্কার প্রকাহঁ। (১০১)

ঐ। ঐ

ঐ সৌরে মুকুট কুণ্ডলকী ঝাঁই ঝলকত, কপোলমে বিরাজিত
বনমালা পীত বসন।
চন্দন শিখরে দিয়ে, মুরলী অধর ধরে, সপ্তসুরে বাঝেরি চমকে
দশন (১০২)

রচয়িতার নাম।

ইমনকল্যাণ। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) তুঁহি ভজ ভজ রে, মন কৃষ্ণ বাসুদেব পরম নাম, পরম পুরুষ
পরমেশ্বর নারায়ণ
যুগে ২ জপ তপ করে, বামদেব নারদ মুনি, বশিষ্ঠ সনকাদি সুধর,
গাওরত ধ্যাওরত, অষ্টযাম রটত রহত পরায়ণ
মচ্ছ কচ্ছ বাঁই বাঁই, নরসিংহ পরশুরাম, বামদেব কপিল মুনি,
শেষ নাগ ভাওয়ান ;—নাম ধ্যান জপত রহত, সুর নর মুনি
গুণী জ্ঞানী, সকল জীব জন্তনকো তরায়ণ (১০৩)

ঐ। ঐ।

গোলাব তেরোঁহি ধ্যান ধরত, ব্রহ্ম শিব ব্যাস বাল্মীক, নারদ মুনি
সনকাদক শেষ সুরেশ শুক রটত, রহত নিশি বাসর
চন্দ্র সূরয আওরে তারাগণ, ধরণী মেরু পবন পানি, পশু পচ্ছী জল
স্থলকে, ঘন দামিনী, আউরে নারী নর
দীননাথ দীনবন্ধু, দীননকো দয়াল প্রভু, ভরণ পোষণ বিশ্বম্ভর,
সঞ্চিত অর্চ্চিত সর্ব্বাধার, গোলাবাকো প্রভু মাধব মধুসূদন,
তুঁহি রাম তুঁহি কৃষ্ণ, তুঁহি করতা সর্ব্ব উপর (১০৪)

ঐ। ঐ।

(অজ্ঞাত) তুঁহি আদ অন্ত, তুঁহি জল স্থল, তুঁহি গুরু তুঁহি চেলা।
তুঁহি সপ্ত দ্বীপাওয়ারে, নওযা খণ্ড দণ্ড জ্যোতি, ছাওয়ে রহে হো,
চৌদা ভুবন, আওরে পাঁচুযা স্থান ; তুঁহি ন বেলা তুঁহি ন
বেলা
তুঁহি ভরণ পোষণ, সকল জীব জন্তনকো, তুঁহি সর্ব্ব শশউডঘন,
পবন পানি নিশোয়াস ;—তুঁহি আলোক তুঁহি আলবেলা
(১০৫)

রচয়িতার নাম।

ইমনকল্যাণ চৌতাল

সুরদাস আলবেলা চাল চলত, বনগমন লোক লাজ, শোভা কি
চলে যঁ ইসে ইন্দ্রবাণী আলো রে
গগরা ঘুঙ্ঘুরা বাজে, সুমাহুনি লাগে, ক্ষুদ্রি ঘুণ্টিকা বাজত ঠনন
ঠনন ঠনন ঠন
রতন জড়িত মণিকুণ্ডল, শোভা করত ঝলমল, ভ্রুকুটি কুটিল চপল
নয়ন, দেখে তেরি হাসত, সুরদাস মনহুলাস, এহি চরণ কি
আশ, গুণীজন গাওরত, তানানা তানানা তানানা তানা
(১০৬)

ঐ ঐ।

(অজ্ঞাত) আনন্দি জগবন্দি ত্রিপুরাসুন্দরী, মাতা ভবানী, দয়ানী,
দয়া কর্ম্ম দানী
ধন ২ সঙ্কট শিবানী, সর্ব্বাণী, সর্ব্বকল্যাণী, মহারুদ্রাণী, দে বাগ
অচ্ছর সুধাবাণী (১০৭)

ঐ ঐ

ঐ উত্তম মধ্যম নিকৃষ্টত সঙ্গীত যো কহিয়ে, হোত শুধ সাধ জীব
ধরিয়ে, তব করিয়ে নানা প্রকারণ, বাংগনি মহাজ্ঞানী
গায়ন বাজায়ন তেঁ, নিরন্তিকারণ, জীব রাজাধিরাজ কৈ সে নিক
লাগে
শীষ অঙ্গ ভাথা অঙ্গ, ক্রিয়া অঙ্গ তে, সমঝ বুঝিয়ে রাজা, দূত লোগ
গুর ফনেশ ;—চারু অঙ্গন আগে জানি, মন মহাজন রাজা বীর
ভানন সুদিষ্ট তে, দুখ দালিদ্র ভাগ আগে (১০৮)

রচয়িতার নাম।

ইমনকল্যাণ চৌতাল

তানসেন। নাদ দরিয়া তান কিস্তি, বানাইয়ে গাওয়ে গাইয়েকো মিলায়ে
কণ্ঠ পাঠ সুবধার হে
আকসর মীন গ্রাম সাধন, গ্রামক গমক বরধমান, ধুরণ সুরণ সার হে
ওড়ব খাড়ব কেয়ে, কঙ্গার খুরিয়া, সগ তার দাড়ি লাগত, কেহি
বিদ কিন আর, মগর মচ্ছ অলঙ্কার হে,—কহে মিয়া তানসেন,
শুন সাহে আকবর, আগনি২ ওগত যোগত, হোত জগত
পার হে (১০৯)

ঐ। ঐ।

বয়জু বাওরা। জয় কালী কল্যাণী, খর্পধারিণী, গিরিজা ঘন শ্যামা, চণ্ডী
চামুণ্ডা ছত্রধারিণী
জগতজননী জ্বালামুখী, আদি জ্যোতি অনন্ত দেবী, অন্নপূর্ণা অনাদি
ভবন ভবনী।
যোগিনী জয় রক্ষা করণী, ললিত বাহু চর ভবানী অসুরদলনী,
মহিষাসুর মর্দ্দিনী,—হেম গিরি ইন্দু রাজ রাণী, কাশী বিশ্ব
বোতে কামরূপ, মোক্ষ তা সুজ বৈজু ভক্ত সুখকারিণী (১১০)

ঐ ধামার।

(অজ্ঞাত) শ্রীরাধা কৃষ্ণকী, নামামৃত পান, করে হো মন মেরো,
জনম করমকী সার জীবন।
শ্রীভগবত জন, সাধু অনুরাগে, কি সঙ্গ জনম করম কি সার
জীবন (১১১)

ঐ। সুরফাক্তা।

ঐ ধ ম গ ম গ ঋ, গ ম ধ গ ঋ স; ধ নী ঋ স, প প ধ স ঋ,
স ঋ গ ম ঋ গ ঋ স, ধ নী ঋ স।

রচয়িতার নাম

প প ধ স ঋ, স ঋ গ ম ঋ গ ঋ স, ধ নী ধ প গ ঋ গ ম, প ধ নী
স ধ নী ধ ম, গ ঋ গ ম ঋ গ নী ঋ স
শোচমে স্বরন শুধ, মত স ঋ গ ম বানাওয়ে, পাওয়ে গুরুনকী ভেদ,
কর কর বুধ প্রকাশ ,—ব্রজানন্দ কারণ অতি, প্রভুনে প্রতাপ-
শালে, পালক সকল ভব, ... দরদশন নওয়াজে। (১১২)

ইমনকল্যাণ সুরফাক্তা

তানসেন নমঃ শঙ্করায়, গণেশ গণনায়ক, কপাল মালা বিভূত ভূষণ,
মহাযোগী
জটাজুট ফণীফণা ধারে গঙ্গা শীষে চন্দ্র ল করৈঁ ; ডাওর ...
ডমরু ধরে, গলে কণ্ডমালা।
পঞ্চানন পঞ্চিকবং, প্রাপধ হরণ,বৃষবাহন করে ত্রিশূল, শশী ভালে ;—
সুরাসুর নর মুনি, যোগ করৈঁ সঘন, ভক্ত মুক্তি দয়াল,তানসেন
অধীনকে ,দরশ দিজে কৃপাল॥ (১১৩)

ঐ ধামার

সুরদাস। ছপাওরি বয়সা অহুটি প্যারী তেরি ছব বাহি সো ডগর নাগর,
ভরত অনত অনজ্ঞান।
নয়ন হুঁ তো প্যাসী অলি ফেরত কুঞ্জন গলি,ক্যাজানে চোঁহে চৌকি
কমল মদ মন ভান
শ্রীমুখ মণ্ডলতে, চুহত হৈঁ শ্রমবিন্দু চকোর পরোজি দৌরি গণিত
সুধা সিঞ্জন ,—বেণী উলটি রহি, গ্রাম হুঁ ত আওরে জ্ঞান,
ক্যাজানে বাঁচি কৌন ভু—জা অঙ্গ মৈতো মান॥ (১১৪)

ঐ তেওরা।

তানসেন দুষ্ট দুর্জ্জন দূর করো দেবি, করো কৃপা শিও শঙ্করী মা,
হর আলা পর দার বিরাজে, মন মানে ফল পাঁওয়ে বি (এবি)।

রচয়িতার নাম।

আগে মে ধাওয়েঁ পিছেমে ধাওবেঁ, আওব ধাওয়েঁ গুজবাটবি ; ধেনু
বকত তীব ধাওবেঁ, শরণাগত প্রতিপালবি, (এবি) (১১৫)

কলাঙ্গ্‌ড়া। চৌতাল।

সদারঙ্গ — গৌব গণেশ স্ববস্বতী, ঔব২ ঔব এক্ষ, পরব্রহ্ম পবশন ভই,
ঔব ছুথ গই, ঐসো সাহেব মে পায়ো
সাহেব কে বা পাশানে সাহ জেহাঁনন্দন,জগবন্দন সুলতান ঔরঙ্গজেব,
চতুর্দশ বিদ্যা নিধান, কৃপালন কো জহান মে, নব আদ
গীত যশ গায়ো। (১১৬)

ঐ। ঐ।

(অজ্ঞাত) — তুঁহি জ্ঞান ধ্যান বিষ্ণু, তুঁহি ঘোবা চক্র, তুঁহি দিন রয়ন,
তুঁহি গুরু তুঁহি চেলা
তুঁহি জল তুঁহি থল, তু পববত তু পাথাণ, তুঁহি বহুত তু একেলা।
তুঁহি সোণা তুঁহি সোণার, তু মন্দিব তুঁহি দীপক, তু বটপট বিশ্বিকি,
তো সোঁ মেলা ;—চঞ্চল শশ প্রভাকর, লগে অস্তুতি কবেঁ,
তুঁহি খালবাল তু আলবেলা। (১১৭)

ঐ। টি-তেতালা বা মুলতাল।

ঐ — মহাদেব মহেশ্বর, ত্রিশূলধাব ত্রিপুবান্তক গণেশ ;
পিনাকী জগবন্দন
বিঘ্ননাশ বিশ্বেশ্বর, বিশ্বপতি, কৈলাসী বৈকুণ্ঠ, বৃখভবাহন
কমলাসন (১১৮)

রচয়িতার নাম।

কল্যাণ তেওরা।

(অজ্ঞাত) হে অগম্য অগোচর, অনাদ নাদ অগাধ সম্পূরণ
রচাও
তুঁহি জল তুঁহি থল, তুঁহি প্রবল, তুঁহি জ্ঞান তুঁহি ধ্যান, অতীত
কথাও (১১৯)

ভূপালী চোতাল।

ঐ তাকত হৈঁ তোহারে আশ, দাস জনম জনম কে, হমারে প্রাণ
নাথনকে, মে ওঙ্কার স্তবকে।
তুম্‌সে নয়ননে কৈ সেখে, হম কো ত নাহি ঠৌরে বিন
পাথরকে
তুম জগ নিস্তারণ কে, পাপথারণ, তন মন তোহারো রি,—
হম তো ব্রহাঁ গয়ে লাজকে দরদ বহে (১২০)

ঐ ধামার।

ঐ বাজত ডফ বীণা, মৃদঙ্গ আউর স্বুর সঙ্গত, সব গুণিযন
মিল হোরি
য্যায়সে যা কি মত, ঐসিলে তান, উপজ ফিরে য্যায়সে
হোরী (১২১)

ঐ ঐ।

ঐ লাল পিচুকারী মেলে তুমে, রাজে চলে কি তে, আজে
হো সো রঙ্গ ভর
য্যায়সী সো মত, উত নাম বকসত, গুলালে লাল মারে
লাল (১২২)

রচয়িতার নাম

ভূপালী। ঝাঁপতাল।

(অজ্ঞাত) সুবধ হিন্দ বস রাজ ভযো, যাকে তাপ তেজ ঢেগম বজ
তাবা মন আওর
সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড, দেশ দেশ অনুমানি, রসনা সপ্ত শুনা ভূপেয়া
ঈশ্বর
তাতে পণ্ডন পত,ডর ডন অস্তত, তা করণ লাগি তুয়া, সরস গড়
যোধপুর (১২৩)

হেমখেম চৌতাল

ঐ সন মিলি গাওরি মিলি মঙ্গলাচারো, আজ বধাও মোরি
পিয়া ঘরে
মঙ্গল গাও চোক পুরিও, মঞ্জিরা বাজাও, দোউ দরে (১২৪)

দেশকার ঐ

নওলকিশোর নাদ বিদ্যা অপার, বিন সরস্বতী ও সাধ কো জানে
সপ্ত সুর তিন গ্রাম, একুইস মূর্চ্ছনা, বাইশ শোরত কী সুরত রাখি,
ধরং সুরং তান পবনকো অনুমানে
বাদী বিবাদী অনুবাদী সমবাদী, শুদ্ধ শালংক সংকীরং, শুদ্ধ বিকৃত,
নেম নিরস অচ্ছর, রাগ রূপ সো সাধে,—কহত নওলকিশোর,
এয়া বাকবাণী প্রসন্ন হোয়ে,দিজে বর,অব কবিতা ঠানে (১২৫)

হাম্বির। ঐ

(অজ্ঞাত) নাদ সমুদ্র অপরম্পার, কো নাহি আয়কে ভেদ পায়ো
এক গায়ন পার ২, ইড়া পিঙ্গল সুখমনা তুম্বী ধর, আগে কো
অন্ত ন লাগে কো, পার ২ আওব হাঁরে, বার২ ফের ২।

রচয়িতার নাম।

সপ্ত সুর জহাজ কিয়ে, পোল বন্ধন কো সুবচন তরঙ্গন, কোথন
দম দম, বনাহুঁন আওয়ে হ্যায়, চঞ্চল শশ ইয়ে জ্ঞান কব
হ্যায়, গুন গুণী বিনানি, অমোঘ অদৃষ্ট ইয়ে ভেদ
মাতাওয়ে (১২৬)

হম্বির চৌতাল

(অজ্ঞাত) আনন্দ ভযো রি, প্রাণন কি সুখ, দেখত হি পিয়া
কি সুখ
যো কছু বৃথা রীতি, স্যায় বিরহন অপার, ভুলি গেঁই অনুমান
কি সুখ
যেয় তো তেঁহারি সুখ, চাযেতু হ্যায়, কি ইচ্ছাবর পাগে পরশত
ঝগে ঝুমে তাতে, মিটতে একেলেমে, মের কেসা সাথেকে
সেলিম তোমে দাতা সুখ পাইও (১২৭)

ঐ ঐ।

উদ্ধবদাস শোহত শীষে মুকুট, শ্রবণে কুণ্ডল, ভালে তিলক গুঞ্জমালা,
পীতাম্বর কটি কাচনি বিরাজে
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, কর মুরলী অধর ধরত, নিরত করত শ্রীবৃন্দাবনে,
গোপীন কী মাঝে
গোপীনাথ মদনমোহন শ্রীপতি শ্রীনারায়ণ, অনাদি অনন্তেশ্বর, সরস
রূপসাগর ;—উধোদাস প্রবন্ধ সপ্ত সুর, ছাওয়ে রহে মুরলী মে,
তিন লোক বশ ভেঁই, মধুর২ গাজে (১২৮)

ঐ ঐ

(অজ্ঞাত) সঘন বন বঙ্ক, রসাল তবাল, বনবেলি ছায়ে, সাঁঝ ভয়ে বরখ
গয়ে পাবস ঋতু, কোকিলা রট
জুঁহি বেলি দলকি পত্নারে ছাঁ, ফুলি কলি সাঝে অলি নাহি গলি,
ফেরত বন বাজা নট।

রচয়িতার নাম

শ্যাম শ্বেত অরুণ পিয়র, ধন ধনুক সমান লাগত, কো দৈখাতে যাত,
চপলে ইয়াত যাত, বগ২ বৈঁ হোও ঠৌরকে, যাঁহা স্বপনে
না আত ,—কেওড়া কদম ফুলি তমাল ঢেগ সংকেত বট (১২৯)

হাম্বির চৌতাল।

তানসেন — আনন্দ ভয়া রে মোরি প্রাণনকে সুখ, দুখ গয়ে পিয়াকে
মুখ দেখে ... জব,
যো কছু বিথা মোপৈ বৈঠে, বিরহন পর, ভুলি গয়ে তন মন
কে দুখ
হোত তেহারোরি সুখন চাহারত, কিনিন সাঁওগত, পগ পরশত
রোম রোম ;—সোই হোত সন্তারে পাতশা আকবর শা,
মনসাকি দাতা তুঁহি, পায়ে নিয়ামত (১৩০)

ঐ ধামার

ঐ — অচল বিরাজিত, সুখ সম্পদ সো যো পা মহেশ শীষ
বেদবাণী
মহাজ্ঞানী গুণনিধান, দ্বিজ দীনপালক, সজ্জন সুখ দাগী, সপ্তসিন্ধু
জ্ঞানী।
প্রভূত প্রতাপ, যশ কীরত চৌদিশ, জয় পত্র ছত্র শীষ, সুর জ্ঞান
গুণী ,—কহে মিয়া তানসেন, নায়ক গোপাল চিরঞ্জীব রহো,
জল তরণী ভুয়া পবন পানি (১৩১)

ঐ ঐ।

(অজ্ঞাত) — আজ ব্রজে ধুমে, ধুম, সখি সব মিলে খেলে হোরি।
কিশোর কি পিচকারী লে, ছোরত আবীর গুলাল বর
জোরি। (১৩২)

রচয়িতার নাম।

হাম্বির ধামার

(অজ্ঞাত) — আজ ব্রজে ধুম মাচাই হায়, কাধাঁইয়া বাঁধ তাহে, যো যাযে
দেখো, আওয়ে বাঁচকে
যাকো গাহাতে ওয়াকো, ভর ভুজ মশকত, হুঁ যো দেখো আই
ভাঁজে
মথুরা নগর গোকুলকী, কাহাঁ কহুঁ মানত, নীকন কহুঁ কি লাজ ,—
প্রেমমদ পিবে কো, ছকুই রহত হায়, ঢীঠন কো শির
তাজ (১৩৩)

কেদারা চৌতাল।

ঐ — বৈরাকেরে বাদেরা বিচরে ঘন, অরং ররং জটাজুট
দোরোয়ারে
মুক্তামালা ভাগে পৌছি, কবেরি করে, ভস্ম চড়ো হো ভুখণ,
অং'শুমান' সর্ব্ব জল ভরে, নদীয়ন বে
বশ ভেঁই আত্মসুখ, পরতান সুচাওয়ে, মদনে দেখঁত দুখ,
লাগত ডরায়ে ;—মহম্মদ সা জলাল উদ্দীন, আকবর পিয়া
মিলে মহে, প্রাং প্যারে (১৩৪)

ঐ ঐ

নওলকিশোর — শিউ শক্তি রূপ, স্বরূপ অনুপ ধরে, কৈলাস সুখ নিবাস
শীষ গঙ্গা জটাজুট, মুকুট বেণীবাজিত, ঔর ব্যাল মুণ্ডমালা,
দৈ কর বিলাস
বাঘ ম্বর পীতাম্বর, কর ত্রিশূল আওর পরশু, ভস্ম অঙ্গে শোভিত,
কেশর বাস ,—হুঁ তো তেহারে দাস, জনম জনমকো,
কীজে কৃপা কোর দিজে, ভক্তি আনন্দ প্রকাশ (১৩৫)

রচয়িতার নাম

কেদরা চৌতাল

তানসেন কেও সোঁ কেও সোঁ বিঝাউঁ হো, লালন হাম তোম মান,
অথ বিচিত্র হাম সব গুণহীন
নাগোম রাগন তানন, ওগত যোগত ধোরপদ, কেয়সো কেয়সো কে
বনে, আওয়ে মহ এক ন আওয়ে, সঙ্গত কী জানন মন জান,
মহা অন্তরযামী পবরীণ
সুর ধাউ তার ধাউ, নেরত ধাউ পবণ ধাউ, অনুরাগী পরবীণ ;—
কহে মিয়া তানসেন, তুম হি বহু ন এক, সপ্ত সুর আওর
তিন গ্রাম (১৩৬)

ঐ ঐ

বয়জুবাওরা হেম রাত কি বাঢ়ন দেখো, ম্যায় চারো জাম যুপে আলি,
ক্রমে ক্রমে কাটত ভঁই
কাম জরাওবত হাঁও নেহি জরত, সুলগ ২ ভুজ ভুজবব, পীন ভঁই
আলি, পিয়া পিয়া বটত ভঁই
অতি সুখ পাওবত, দুঃখ দুঃখ আওবত, ঘরি পলছন বীতত বহত,
প্রাণপতি,—এভু বয়জু মিলাওবত, শঠে সখি অতধন, বহে না
লাগত ভঁই (১৩৭)

ঐ ঐ

(অজ্ঞাত) বাঁকে বিহারী, কুণ্ডল সব শ্রবণ ভূষিত, তা সঙ্গে মুকুট বঙ্কে,
ছোট বঙ্কে পেচ বঙ্কে
অলথ কপোল বঙ্কে, পলংন কোর বঙ্কে, ভোঁয়ে ভাল বিশাল তিলক,
নানা বঙ্কে
ভ্রুকুটি কুটিলঙ্গ বঙ্কে, চিদঃন ধবল বঙ্কে, কম্পন গিরিধর বঙ্কে,
অধরে মুরলী বঙ্কে ;—পাঁওয়েন নূপুর ছাই বঙ্কে, পীত ধড়া
ত্রিবঙ্কে বঙ্কে, কৃষ্ণ গাওবত ধধ পপ মম গ রে সা, সরস তানে
বঙ্কে (১৩৮)

রচয়িতার নাম

কেদারা ধামার

(অজ্ঞাত) মেঘ সব রঙ্গ বরখত, ইন্দ্র কেযসী পাতর নাচত,
গাওবত হোরী রচাই হাঁায় হো
গবজত মৃদঙ্গ ধুঙ্গ, বাদব চমক বিছে, আবীব গুলাল ঘন ঘটা বাদর
আই হ্যাব হে হো।
ই উ তো বিবাজ পিয়া, আপন মন্দবমে, রূপক তার কি কিন্নর
এ মন্দব ছাই,—এযসে সুখী ফাগুন সে, খেলে মহম্মদ সা,
আয়ে হো আই (১৩৯)

জলধর কেদারা চৌতাল

তানসেন নাগব রসকব সচিত হিবি পিয়া তন সওয়াঁবো হো, জানত
কছু তন মন
এতহি বিদ্যা ছন, দৃগ তিক ভবতন কো, মানোহুঁ মৈ পাই
আসমান।
লগন দেত, লগ লাগন ঐসো জ্ঞান, বৌবি কহুঁ ন আওয়ে যাওত,
অন্তব মধ্য জ্ঞান,—শাহ আকবব প্যারে, তন অধর পালক,
কব হনি পুত বিবছন (১৪০)

ঐ। ঐ

(অজ্ঞাত) রিম ঝিম বরষে রি বুঁদন, শাবণ ত্যায সে হি, আওন কিন
হো মন ভাওযান
আনন্দ গীব বাঁধ ত্যাযসী, অশেজ সুগম শিব মাহি, ফুলন পাননকী
বিভমান, লাগেও বি রঙ্গ উপজাওবন।
গরজ ২ বরষ ২, কুন্দ ২ ঝর লাও, ত্যায় সোহি দামনকী গত
আওবত,—তাকে মিলঙ্গে পেয়ারে, জঙ্গব আকবর, রিব ২
লাগেয়োরি যাওবন (১৪১)

রচয়িতার নাম

জলধর কেদারা সুরফাক্তা।

(অজ্ঞাত) দরশন দেখত তন মন, আনন্দ ভয়ো বিলাস, বিরহ অব গোবি পুন
শ্যাম গৃহে আই, আতরসে মিলে মোকে, প্রেম বুঁদ লাগি।
রোম ২ সুখ উপজ, ত্রীম ২ লাগি, পিয়াবে পাগ বরষণ ;—আন নারীকে প্রভু তোহে মিলজে, সপ্তভবং লাগি (১৪২)

শাক কেদারা ঐ।

তানসেন সকল গুণ প্রকাশ কর লে, নাদ বিস্তারং গুণীয়ন, গর্ব্ব হরং, প্রঘট সারদা বিদ্যা বনায়ে, আয়ে যশকে কারণ লীনী
দো গরজ তুম্বা কর, সুর জ্যোত দাঁড়ি দরশ, চিমেব ভব দণ্ডাই কর, আসমান গমক কর, সুন্দর মোর নাব, মধ মধ তার কি ,—তান রস উপজ, কেতা রাজ কেতা, সবাঁর জবার উজার কিনি (১৪৩)

নট চৌতাল।

(অজ্ঞাত) মন মানো মনমোহন আয়ে মন মানো মোকো, মাই তবতে ছুট গয়ে মন মেরে
জেতি দুতী আয়াহি,তেতি সব টেব গই,উনহু কিমা বতেরা (১৪৪)

ছায়ানট। ধামার

সুরদাস কব কান, কৈসে কব হো, অব বিলম রহো, কুবরিকে অঙ্গ সঙ্গ হমকে য়োগ ধ্যায়ে হো।
গৌর মুকুট মাথে, তিলক বিরাজে, কুণ্ডল কি ছব অত নেহারে হো বৃন্দাবনমে ধেনু চরাওরত, মোহন মুরলীয়ার ;—সুরদাস প্রভু তুম্হারি দরশ কো চরণ লতো, বলি হারি হো ॥ (১৪৫)

রচয়িতার নাম

ছায়ানট ঢিমাতেতালা।

(অজ্ঞাত) হম তো ভেঁই বিরহ খেলন আওসত, আওয়নে লাগি স্বজনি।
ঘড়ি ২ পল ২, ছণ ২ কি বীত হো গেই, বিতত মোহ সঙ্গ পলনল গাওবত পল কোন।
যব তে বিদেশ গমন কিহু বালমা, এয়সেহি রহত নিরত যেয়সে পঞ্ছী পরবং রাত জাগাওয়ন ;—এতনি বিনতি মোবি, সমুদ্র গুণকে প্রভু সোঁ প্রীত করত কছু টোন (১৪৬)

জয়জয়ন্তী চৌতাল।

তানসেন তুঁহি ব্রহ্ম তুঁহি বিষ্ণু তুঁহি শেষ তুঁহি মহেশ, তুঁহি আদ তুঁহি নাদ, তুঁহি অনাদ তুঁহি গণেশ
জল স্থল নরুত ব্যোম, তুঁহি আকার যম সোম, তুঁহি ও কার তুঁহি মকার, নিরংকার তুঁহি ধনেশ
তুঁহি বেদ তুঁহি পুরাণ, তুঁহি হৃদীশ তুঁহি কোরাণ, তুঁহি ধ্যান তুঁহি জ্ঞান, তুঁহি ভুবনেশ ;—তানসেন কহে বয়ান, তুঁহি দিন তুঁহি অয়ন, তুঁহি ঘবি পল ছণ, তুঁহি বরুণ তুঁহি দিনেশ (১৪৭)

ঐ। চৌতাল।

বয়জু বাওরা প্রথম মণি ওঁকার, দেবন মণি মহাদেব, আনন মণি গুবোকি, নদীন মণি গঙ্গা
গীতন সঙ্গীত মণি, সঙ্গীত কো সুর মণি, তাল মণি মৃদঙ্গ কী, নৃত্য মণি রম্ভা
রাজন মণি ইন্দ্ররাজ, গজন মণি ঐরাবত, বিদ্যা মণি স্বরস্বতী, বেদন মণি ব্রহ্মা ,—কহে বয়জু বাওয়ারো, শুনিয়ে গোপাল লাল, দিন মণি সুরয, রয়ন মণি চন্দ্রা। (১৪৮)

রচয়িতার নাম।

জয়জয়ন্তী চৌতাল।

(অজ্ঞাত) ফুলন কী মালা হাত, ফুলি হায় সখি না সাথ, উঝকে ঝরোকে
ঝাঁকি, নন্দিনী জনক কিরি
সারিবো সেলোনা গাত, যো কহে পিতা সে বাত, কঠিন প্রতিজ্ঞা
রাখি, তোড়ন ধনুক কিনি। (১৪৯)

ঐ সুরফাক্তা।

ঐ ঋ গ ম প ম গ গ, ম গ ঋ স নি স ঋ গ ঋ স, ধ নি ঋ ঋ স,
নি ধ প ম গ ঋ স নি স ঋ ধ নি
ম ম প স মি স, ঋ গ ঋ স, নি স ঋ ধ নি, ঋ গ ম গ ঋ স নি স
ঋ ঋ, স নি ধ প ধ নি ধ প, ম ম প স স ম গ, ম গ ঋ স নি
স ঋ ধ নি
তীবর কর গ ন্যাব কোমল, ধৌ য্যায়সে রঙ্গিলে, সব গুণী জানে ;—
ওহি গুণী যো ইয়ে ভেদ জানে, বাতাওয়ে গুণীয়নসে শুধ
তানে গাওয়ে, ম গ ঋ স নি স ঋ ধ নি। (১৫০)

ঐ। ধামার।

ঐ সখি, কাগত বাকে ন রহে সখি
আয়ে ফাগুন মাস, সখি
ঔর মুখ সল এসবসো করহুঁ, অব কি আওবত সোই, সখি।
ব্রজভূপ পতি, ওই মনমোহন, শ্যাম বন্ধু নাহি আয়ে, এতনি মিনতি
মেরি কহিও যা উনসো, কুবজাকে ঘরে ঠাঁব, সখি। (১৫১)

কর্ণাট। তেওরা।

ঐ বিঘ্নহরণ বুধ বিনায়ক, নায়ক, একদন্ত, লম্বোদর, ধরণীধর,
গণপতি গুরু গণেশ

প্রচলিতার নাম

ঋদ্ধি সিদ্ধিকে দাতা, স রুদ্র কুমার, আপন সেবক পর, কৃপা কীজে,
দিজে সকল গুণোপরি লাজ, আওর ভর দিজে মেরে কণ্ঠ
কলেজ (১৫২)

কামোদ চৌতাল।

(অজ্ঞাত) ঝুলত পাটকি ডোর ধরি, হরি রাধা সনে হা, হরে হিয়া উঁমে।
উঁচে মচমে ভোঁ, ডার লচযে উমচয়ে, ললিত পাটলি পাগ ঝুমে।
বংশী সুধারে ধরিয়ে অধরে, গাযে রাগ মল্লার, করি ধুন ভূমে ;—
আই ঘুন ঘটা, অম্বু ভরিয়ে ছটাকি কদম্ব কি মাঝারে চুমে
(১৫৩)

ঐ আড়া চৌতাল।

ঐ পেয়ারী কৌনত্রীয়া শিখ দেই, কৌন কিত বুধ লেই, কৌনকে
কহত লাগি মান করং হো
হাঁও হিত কিবি ভান কহুঁ, একেলা শ্যাম যাত হায়, ন পাইবি
ওয়াকে জিয়া কি ধারং হে।
মেরে কহেতে উঠ চল, রাজারামকী শরণ, অথ সুখ পাওয়েগি যব
যাহাঁ গি চরণ হো (১৫৪)

ঐ ধামার

ঐ অব ক্যাযসে নিকশ পাওরি দেইয়া, হোরী খেলত কান্‌হাইয়া
স্যায়
মহু দধি বেচন যাত বৃন্দাবন, ছিনন লাইয়া দেইয়া মাইয়া, স্যায় (১৫৫)

ঐ ঐ।

ঐ ফাগুন মাসে উলাস বঢ়ো হায়, যেয়সা ঘটা উমাড়ি ঘুমাড়ি।
হোরি বচ ব্রজ বাল, গোপাল গুলাল, উড়ে বঙ্গ লেত চৌহাটী (১৫৬)

রচয়িতার নাম

দেওশাক ঝাঁপতাল

(অজ্ঞাত) জগৎ মাত করুণাময়ি, দেবি দয়ানি, সন্তানকে তারিণী,
অধম উদ্ধারো
অগম তুয়া গতি প্রবল, নারদাদি যশ গাওবত, পাওবত চারি ফল,
তন মন সোধাবো
তুঁহি নাদ তুঁহি বিন্দ, তুঁহি স্বরকি ঘটমে, ধন ২ উচ্চারো ,—
ব্রহ্মাদি ইন্দ্রাদি সনকাদি যশ গাওবত, পাওবত চারি ফল,
তন মন উদ্ধারো । (১৫৭)

মেঘ । তেওরা ।

আনন্দ কিশোর পাওবন ঋতু পায়ো, বাদর উন উন ঘন ঘোর গরজত, বুঁদন
ঝর লায়ত, দামিনী কুঁদত বয়েন আঁধেরী, সোঝত্তন
কর হায়
দাদর মোর সোর করত চাতক, ঝিল্লি ঝনকার পাওনম ঝাঁঝকত
ঝকরত তরু তোড়ত, পাপিয়া পিকত খতুবার হায়
কোয়েলী কোয়েল চকোরী চকোর, কবত কলোল খদ্যোত দৌত
অদৌত, এতে সব বিরহিণী কো মার হায় ;—চঞ্চলা চপলা,
অতি চপলা চমকে, চহুঁ দিকে হরিত মাহি সরিত অগম্য
অপার হ য় ;—আনন্দ কিশোর ধন্য ধন্য, কালী মেঘ বরণা,
তেনকে গুণ গান করত, নিশি বাসর হায় (১৫৮)

ঐ সুরফাক্তা

অলি অ শ গরজত ঘন বরষত মেঘা, বৌছারণ, কড়ক ২ চমক ডরাত্তন
লাগি সোঁ, পিয়া ঘরে নাহি
পিক চাতক বোলত, রয়ন আঁধেরি, শূন্য মন্দির মৈ একেলী, বিরহী,
বিথা মোরি মন কি মন নাহি ।

রচয়িতার নাম।

সলিতা গহর ভয়ে, যেন প্রমাণ, উছল চলত তীখে বাবপাব,
মগ মুদে পাতি সন্দেহ রা, উপজত জন তাহি ;—অলি আশকে
প্রভু কবহি মেলেঙ্গে, ধন্য ২ বহ বালা, যাকি পাও স্থরত,
পীতম গল গোরি বাহি (১৫৯)

দেশ ধামাব

সুবদাস কাহে ব্রজ ছোড় চলি আয়ে, যাবত সঙ্গ যুগল কিশোর
কিশোবী ; তুয়া কাবণ বিভূতি অঙ্গে ভূষং বনাই,
যশোমতী মাই
নন্দ মহারাজ ভযে বাওবা, ডাগুর সে দেখ আযে, কহত, গযে প্রাণ
গোবি হা হা কানাই
সেই সে বিবছন নিরস ভয়ে ঠাও, নই কুসুম সব পল্লব ন পায়েবি
দাবিয়া ;—সকল গোপীয়াঁ দুখ দেখেঁ অব ভানুজ, তবত
দোনয়ন পর বৈঠে, রঙ্গনাথ কহে ভাই। (১৬০)

গৌড়। চৌতাল

সদারঙ্গ তুম নয়ন সে মানো ক্যোঁকি ঘটা সে উমড ঘুমড আই।
পলকে ধ্বনসে গবজত, চঞ্চল চমকত, চপলসী কুণ্ডত আই
ঔর বরণ ধুববাসী তাই, বগপন্থ তরণকে জ্যোত ঝিনানসি মানো
বাজু বন্ধ শোহাই ;—তন পহির সো বুন্দন সে মহম্মদ্ সাহ্
পিয়াকো ইচ্ছা বরবাই (১৬১)

ঐ ঐ

তানসেন শ্যাম সে ঘন শ্যাম, উমডা ঘুমডা আয়ো, মন্দ মন্দ মুরলী তান
গগন ঘোর ঘহরাই
ইথ জলধর বুন্দ, উথ শুধ বরখত, ইথ চপলাবত, পীতাম্বর
পহিরাই।

রচয়িতার নাম।

তাসো মহকত মালা গবে, ইথ বগ পাঁতি দেখ, উথ ধুববার, ইথ গবজে সব ছাই,—যহ শোভা নিরখত, তানসেন প্রভু, কৌন অরুণ বরণ বাদরতে, লাল পাগ পহিরাই (১৬২)

সুরট। চৌতাল

অতি অপ্প বাজন লাগি বাঁশরী ব্রজে নন্দলালনকী, শ্রবণে শুনত সুধ ভুলি তনকি।

সুর শুরত মুরছনা, সম ফাক দিন টের দেব ২ আয়ে গয়ে বন উপবন কি

ঐসী ধ্বন বাধ তান, উর্চ্চারিয় শুদ্ধ রাগ, গোপী গোয়ারীন নিরতত সব লটত, অতি গাত লেত, ভাত ভাঁত ভাতন কি,—অলি আংকে প্রভু, বাকে বেহারীলাল প্রেম রস ভর, যাসো লে লে বনাই, তেরি বঙ্গভরি, অধরে ধরি মোহন, জগমোহন সুর মুনি মন কি (১৬৩)

ঐ। ঐ

তানসেন চম্পা কলি কেতন হোত, নবল কলি কেতন হোত, জায় ফুল বরণ বেত, কেসবিধ পিয়া সঙ্গেরি।

পিয়াকে রিঝাওয়ে কো, একে নাব বচন মাঙ্গে, ওড় লাগত হোত যাত, পিয়া গুল ব রাঙ্গেরি।

মোল সরি বন গণে আই, নারঙ্গ তুয়া হাট হুদে অঙ্গরি,—তানসেন কে প্রভু, নিষ্ফল ছক রহত, কেতকি মিল দোয়ারে আই, বিজ মদন অঙ্গরি (১৬৪)

ঐ ঝাঁপতাল।

(অজ্ঞাত) আয়ে হমারে নাগর সো হেরি, স্বপনে স্যাম দেখে ও

হাঁও লাগি ধনন, পলকা যো ঝপকে আই, চোবে আইও নয়হনে কাজরা সোহেরি, স্বপনে স্যাম দেখে ও

রচয়িতার নাম

বাজু বন্ধ কণ্ঠ আওব মালা বিরাজে, আওব শোহে মোতিয়নকা গজরা ;—রূপ মতি কো বাজ বহাদর্ ছুট গেও প্রাণ মিট গেও ঝগরা, স্বপনে ম্যায় দেখে ও (১৬৫)

মল্লার চৌতাল।

(অজ্ঞাত) ভো জলধি অগাধ গম্ভীর, মনহু মনমথ ক্রোধে অনল ধরমরাজ দ্বোকবার, মগর মস্ত দরিয়া কায়, অলঙ্কার ইন্দ্রনকী আদিন ঘিন চপলা (১৬৬)

ঐ ধামার

ঐ কো পুছ যাকে বাদর সে, ক্যাযসে উমডা গুমডা গীর ২ পড়ত হ্যায়, মুজে বিরহন পর এতানি তু সমঝো, শোচ লয় ভবিকো পিয়া বিন মোর জীউ ক্যায়সে হিয়া তরসে।

যিনকে পিয়া সখী মোজ করত হ্যায়, উনকে দোয়ারে কেঁও ন যা বরষে

গরজ ২ মেরা হিয়া লরজত হ্যায়,বরখা|কি ধ্বন শুন পিয়া ন আওবত হ্যায়, যিনকে পিয়া পরদেশ গমন কিন, উনকে যাকে সখি কেঁও পরশে (১৬৭)

নটমল্লার। চৌতাল।

হুসি খাঁ। নব ভবন নব রাঘব, নব বাস নব আশ, নই কিরীট কুণ্ডল, নই নই হৈ কলঙ্গীরি

নই হর বনশিয়, নই রংগ ভোজন নই, নই প্রীত প্রবাহ বিহরি

নব নেহ নব গেহ, নবল লালসোঁ নই প্রীত প্রগট ভই ;—তুঁদিকে প্রভু, তোম ভয়ো নায়ক, শ্যামরো সলোন তো সোঁ বহুত উমঙ্গীরি (১৬৮)

রচয়িতার নাম

মিয়ামল্লার। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) কর বাদর অতি ধুরবার তাবে জল ভরে দই যাবে।
পিয়া বিদেশ মোহি নীক ন শোহাবে, তা পর বিরহিন মোহি আন
সঁতাবে। (১৬৯)

গৌড়মল্লার। ঐ।

ঐ হো শা বি আয়ে বাদর ভরল জল সাগর, তা মদ ঘন বোলনে
লাগি মোর চাতক দাদর।
পচ্ছী পশু জীব জন্তু, সবকো মনে ভেঁই আনন্দ, মোহে ব্যাপিত
কামে ও নবীন নাগর। (১৭০)

ঐ। ঐ।

ঐ সো বজিরি মওরা পবন নই বাদর নই সাজ নইনই পিয়া
নই মেদি হাত বঙ্গ।
নই পিয়া নই পেয়াবে, পহারে কুছ বিসরি কুচকি মুন্দিবেন্দি,
আলথ সুথব মাঙ্গে বনেরি (১৭১)

কানড়া। ঐ।

সদারঙ্গ। খরজ খথব গান্ধার, মধ্যম পঞ্চম ধৈবত, নিখাদ এ সপ্ত সুর,
শুদ্ধ নীক বনাওয়ে গাওয়ে, ধুরপদ মধ্য শুন লিজে,
গাওন গুণী।
আরোহী অবরোহী যাকো; উলট পালট এয়্সে হোত, নিখাদ ধৈবত
পঞ্চম, মধ্যম গান্ধার খথব।
দুগুণ স-খ-গ-ম কি সদারঙ্গে তু, স গুণীকো বাতায় দেও, সমঝ লে
সুমত ওয়ারে ;—স খ স, স খ গ খ স, স খ গম গ খ স,
স খ গম প ম গ খ স, স খ গ ম প ধ প, ম গ খ স, স খ গ

রচয়িতার নাম

ম প ধ নি ধ প ম গ ঋ স, স নি নি ধ, নি ধ প ধ নি নি ধ প
ম প ধ, নি নি ধ প ম গ ম, প ধ নি ধ নি ধ প ম গ, ঋ গ
ম প ধ নি নি ধ প ম গ ঋ স ;—কোট মন কি পহলে দূর,
কর লিও তব্, পুবে ইয়া বিদ্যা (১৭২)

কানড়া। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) — সো অচ্ছর নাদ কো ভেদ পাওয়ে, যো পাওবত কণ্ঠে করে
দেখাওবত, তহঁতকী তহঁতকী মান।
তান রাগকে ভরণ, সুরে অচর কি ধাবণ, রূপে রঙ্গে কি বরণ, জ্ঞান
লেহো তান লয় কি ঘর (১৭৩)

ঐ। ঐ।

ঐ শুভ দিন শুভ ঘড়ি সে মংরায়ে, লগন দববাত দিনে হুলে
বৈবেচু বাগে বঙ্গে
গায়েনে গাওবত, বাজে বাজাওবত, নৃত্য করত নৃত্যকারী, রাগ
রঙ্গে (১৭৪)

ঐ। ঐ।

ঐ মধ্যম সুর পঞ্চম রেখাব ধৈবত গান্ধার নিখাদ,ইযো হোত হ্যায়
ইয়াকো ভেদ হুয়ো হ্যায়, আরোহী অবরোহী সো, জানে ওহি যো
হোয়ে বড় গুণী। (১৭৫)

ঐ ধামার

ঐ আবে তোমে গাওবত হোরী, সুর সংগত সব গুণীয়ন মিলি
খেলত তানে, নেহি ঘরণ কি বাত মতে কি।
ইনকী অচ্ছর তানে আঙ্গটি, বাত কহত মত গত (১৭৬)

রচয়িতার নাম

কানড়া। ধামার।

(অজ্ঞাত) এ নট নাগর হোরি খেলে, খেলে নব বৃজ বন্ধুন সঙ্গ, বংশীবট নিকট
হাত লুকুটিয়া কাঁধে, কমরিয়া পীত পট, শিরে মোর মুকুট (১৭৭)

ঐ। ঝাঁপতাল

তানসেন কেলি কদম্ব মূলে, বিহরে নটবর, শ্যাম সুন্দর, রূপ নব জলদ বরং, বিছ খেলে সুন্দর ছব দামিনী পুরায়
অব তুঁহো কালি কালিয়া কান্ত আশীষ করে কালিয়া তানসেনে।
ইয়ে হো বিচিত্র অকুল জ্যোতিকো ভাঁতি, নিরখি নলিনীয়াঁ গিরিবালা
অতুল জ্যোতি, ভজ কালিন্দী জল বিহারী নব নীরে (১৭৮)

দরবারী কানড়া চৌতাল

(অজ্ঞাত) শুভ দিন শুভ কিম মনোজ, মহাজান ভগবান. সাহে মন বাদসা আওরঙ্গজেব, জগত পীর তাঁকি কিরত শুনি চহুঁ লোক
মুকুতাকি বারে ঝারে, হীরে হুঁকে লায়ে লিয়ে, লালনকে লাল ভাল, নগহুঁকে ফুল পাত, ঝব লাই তোর দোয়ার, ইয়া বিধ লিখ লিয়েঁ রগ ভোর
বৈঠো তকত খংত, মাহুঁকে সবহি ধর্ম্মবাজ, গরিব নমাজ, প্রথম সপ্ত সুখী, সাহে জাঁহা জীকো নন্দ, চোগত বরমস্ত, দিল্লী ছুল হন বর পায়ো, সবহুঁকো মন ভাও, ইয়া বিধ লিখ লিয়ে সংযোগ।
(১৭৯)

ঐ ঐ

ঐ হেস প্রবল বলী, অথ বিচিত্র বাজ বৈঠে, শোভন ছত্র পৃথ্বী, প্রতাপ ইয়া বিধ কিজে, নরপতি ভূমপতি হো হো নারায়ণী

রচয়িতার নাম

ধন্য তুঁহি ধন্য গণেশ, ধন্য রাজা তুঁ মহেশ, ইন্দ্রলোক প্রগতোবি এক রঙ্গ।

অষ্ট গুণী ধ্যান চার যুগ, মহাজন গীত ছন্দ, ধোরু ধ্রুবপত ;—

বীরভানকে নন্দন, কাটও দুঃখ ধান্ধা ফান্দা, হে রাজা রামচন্দ্র।

(১৮০)

কানড়া (দরবারী)। চৌতাল।

তানসেন হো নরহর নারায়ণ, তোম পর গোপতি নন্দন, গিরিবর ধর পর ধারং

জগন্নাথ জগদীশ, জগত গুরু ভকতবৎসল, হিত কারণ, হে মাধব, জগজন হিত কারণ

পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর, সুরপতি পতি ধরাপত, আনন্দ কৌন্দ, তুয়া প্রসাদাম্বিত নিত হি সঞ্চরং, তানসেন হোযে গুণী গাওয়ে।

(১৮১)

দরবারী কানড়া ঐ।

(অজ্ঞাত) শুভ মুহূরত সায়ত ঘরি, লগন সে গুণ কিয়ে ব্রমি দেব, যাঁহা হোযে আকবর।

কনক দণ্ড চামর ডোরত, মানো চন্দ্র কিরণ, নের ছাবর শীষন ছত্র সেহরা, পুণ্য মশালনকে উদ্যোত সব ভূমা পর।

আরায়স বনায়কে গিন ন যাত, ফুলী আতস বাজী ছাড়ি, মানো, প্রথম উদয়কর রশ্মি প্রসারি হো দিনকর ;—কোটি যুগন

চিরঞ্জীব রহো, শাহে ঔরঙ্গজেব, আজীব সো সদা, অনগন গীত বাদ্য, নৃত্য করত হৈঁ সব নারী নর (১৮২)

রচয়িতার নাম।

দরবারী কানড়া। চৌতাল।

তানসেন হজরত গৌসলা শামাদান, কুতব রওয়ানী পীরাজু তুম হো সব
পীরন পর স্থলতান।
অবহুল কাদের জলাল, নাম তেরে হেয়ান, সব জগকে তুম দান।

(১৮৩)

মুদ্রাকানড়া। ঢিমেতেতালা।

(অজ্ঞাত) মহাদেব মহেশ্বর ত্রিশূলকর গঙ্গাধর শীশ।
ধোরু খপ্পর বাঘাম্বর ওড়ে, বয়ল বাহন আউর পার্ব্বতী কো পতি
ঈশ্বর।
কাণমে কুণ্ডল জটাধারী, তেন মথেও সমুদ্র ওয়াতে, ওয়াতে, তাতে
তিছে স্থরচক্র শুধ সোণেকো,দ্বিজ হারে অটল রাজজগরাদীশ।

(১৮৪)

কৌশিকীকানড়া। রূপক।

ঐ তু ভাব দে হেরি মনতে বোলোয়া বোলন সো পিয়া নাহি
নরাজি
নিশ দিন কটা প ট, রহত বি পি তম সঙ্গ, সকল ত্রীয়নগে, তুঁহি
নরাজি
উও তো হট কব রহি, সঙ্গ তন মন কুরু আনন্দ, তু তো ভইরি মান
ভই লালন সঙ্গ লাগি ,—সাহে বাহাদুর, তুমহি বহু নায়েক
ক্যাযসে সতন মন পাউ বৈরাগী (১৮৫)

স্থঘরাই। ঢিমেতেতালা।

ঐ হে দেইয়া দুরাওবত রঙ্গ ঢঙ্গকে, চিনে যো ভেদকে বনায়ে
বতিয়ন ভেদথ তার কি।

রচয়িতার নাম।

অরণ ভরে রয়ন জাগে, সুখ চেয়ন মানকো ভবে, আওব হেতে পর
মোতন চিত বিত আওব কহাঁ দৃষ্ট সুধাব কি
বার ২ যো বাঁহি লেত হায় সুকচ বনি আতে, কাঞ্চন কি তনিয়া
তব কি ভাওয়ানকে ভান ;—সাহে জাঁহা জাঁকে অঙ্গ সঙ্গ, কি
ভজো কেয়া বাস যো আওয়ে বি, লপট যাঁহা আতরকী (১৮৬)

সাহানা। ঝাঁপতাল।

বয়জু বাউরা ফাগুন গড় যো বানাই, সখিয়ানে, গোপী গোয়ালা সব, যোড়ি
মিলি আই
আবিরে গোলালকী, বুরুজ বানাই, তোপ ধর যব বন্ধ ঘুরাই
গেঁধা কুমকুম, গোলা চলত হায়, রঙ্গ বুঁদ ঝোড়ি লাগাই ,—কহে
বয়জু বাওযাবো, শুনিয়ে গোপাল লাল, ঘেরি লিও অব
যদুবাই। (১৮৭)

বাগশ্রী চৌতাল

তানসেন অচল ছত্রপতি বাঘেলা নিকিতান বে মোহে গুরু গণেশ বুধ
সুরেশ সকল বিদ্যা ভো ভরণী।
ছত্রপতি সিংহাসন, অচল রহো বে, দদসো মের ধুঁয়া সুলতানি
গলে রুণ্ড মাল শোহে, অথ ব্রজ তালা মোহে রাখনি ;—তানসেনকে
প্রভু, তুমহি রঙ্গ নায়ক, রাজারাম সোঁ গুরু জ্ঞানী॥ (১৮৮)

ঐ। ঐ।

নওল কিশোর। তারা তেবো চরণ, তারণ ভব সাগর বারণ।
ভক্তনকে আধার, নাম উদ্ধার তেরো, অঘ কাটন কুঠার, চাব ফল
লহত অপত বারণ।
ব্রহ্ম লোক বিষ্ণুলোক, সুরলোক নাগলোক, শ্রী আদি কারণ ;—
নওল কিশোর গাওবত তেবো যশ, সুব নর মুনি গন্ধর্ব্ব
চাবণ (১৮৯)

রচয়িতার নাম

বাহার। চৌতাল।

মি৷ বক্স, ফুলী বনবাই সুখদাই, মন্দ ২ চলত পূবনাই, মোহন মনমাহি।
কেতকী গুলাব মুঙ্গরা, সেবতী ঔর বেলা, কমল কেওরা, আতর
সুগন্ধ ভরি সারী
ফুলবন বাটী, শ্যামরী গোরী, আপন ২ কান্তকে মন মাহি ;—বকসুকে
প্রভু, তোম ভয়ো নাগর, রীঝ রীঝ কুন্দ লাগাই (১৯০)

ঐ। ঐ।

(অজ্ঞাত) জগমগাত বহত ভবন, মন্দ মন্দ চলত পবন, জানকী রমণ
বৈঠে, খাসকি মহল পরি মেরি।
অতিস লাল রূপ শোভা, বিবিধ মন লোভা, বিহরত শ্রীরামচন্দ্র
খাসকি মহল পরি মেরি।
গাওরত সুরঙ্গ রাগ, হিয়াকে সোহাগ ভাগ, বিহরত অনুরাগ, প্রেমকি
বহলাও মে,—কাঞ্চার করুণা নিদান, সন্তানকে পূরণে কাম,
বিহরত সংসিয়া রাম, চরং তাহুঁ লাও মেরি। (১৯১)

ঐ। ঝাঁপতাল।

ঐ সরস সুন্দর বর, বসন্ত ঋতু আওয়ে।
জগত জনকে মনমে, চরং সুখ ছাওয়ে।
সকল বন উপবন, প্রফুল্ল ফুল সাজে, কুঞ্জ কানন কুসুম পরি, ভ্রমরা
বাজে।
মত্ত কোকিল মধুর, শাখাপর গাওয়ে, দশ দিশ সুগন্ধ শীতল পবন
ধাওয়ে,—এয়সে ঋতুর জ, সংসার সুখ দায়ী, সকল দিন রয়ন
বিরহিণী শোচাওয়ে (১৯২)

রচয়িতার নাম

ললিত বাহার ঝাঁপতাল।

(অজ্ঞাত) উড়ত বুন্দন নব আবীর, ব্যা কুমকুম, খেলত বসন্ত বনলাল গিরিবর ধব
মিলত সব অঙ্গ তন, শ্যাম শোভা ললিত, মনহমা ধন্য ২, সাজে আয়ে লবং
আয়ে বন বন সকল, গোপী কি সুন্দরী,পয়রে তনক কন, চীর পট আভবণ,—মধুব সুব গীত গাওবত, সরস সুন্দরী, চারো নিরতত মুনত কুনদ নূপুব চরণ (১৯৩)

আড়ানা। চৌতাল।

ঐ বেণী নিবখত ভুজঙ্গ, ত্যজ পাতাল লোপ গেও, ইন্না দৃগ দেখত মীন জল মধ গে, মুখ দেখহি নিকলা অউব, ওড়যন বষা বসন, হাসন দশন নিবখ দেখ, আওর আনার ধরকে মোহে
কুচ নেহার চক্রবাক্কে, লাগে ওরি যোগ সাধন, কাঞ্চন কো হববারি পাঁওয়েরি মন সুধার ;—নেত্রন কো নাহি হোত, খেমবজ ছব নেহার, বিফত মালা ডারে তেন খাতের (১৯৪)

ঐ। ঐ

তানসেন মজ্জন করি প্যারি, পহিরে নীল সারি, আঙ্গিয়াকি খেঁচি বন্ধ, টীকা সবারী।
শীষ বেদি শীষ ফুলী, বনি চোটী বন্ধ খোলে, অলকা শোহেবে মোতিয়ন মাঙ্গে ভারী
নংস বেসর কংগন বীর, জড়িত রতন হিরণ জ্যোত, জগমগান্ত,—কণ্ঠ শিরী চন্দ্রহার, চম্পা কলি বাঁহ বাজু, বাঁধে গজরা, চুড়ী হাবী অঙ্গুরী অঙ্গুটী, কটি কিঙ্কিনী,পগ নূপুর ঘুঙ্গরু,চলত গতি মরাল ;—য়হ ছব দেখে, তানসেন প্রভু বলিহাবী (১৯৫)

রচয়িতার নাম।

আড়ানা। পঞ্চম সওয়ারী।

সুরদাস। সাইবি ধন্ত ২, বৃন্দাবন ধন্ত ২, গোকুল যমুনাকে তট বারেকো প্যারে।
ধন্ত গোপী ধন্ত গোবী, ধন্ত এ গুঞ্জমালে, ধন্ত এ যশোদা গোদা, খেলত কান্‌হা (১৯৬)

ঐ। ঝাঁপতাল।

(অজ্ঞাত) রাম চড়া রঘুবীর, রণবীর গড় লঙ্কা কো, সঙ্গে লছমণ বড় ধনুকধারী
পদমদল অষ্ট অহু, যোধাবলী লিয়ে, একসে এক বল অধিক ধরে
শেষ ধরণী ধসেও,সুর বাদর ছিপেও,হাত পাঁও থাম লিয়ে পাখারি,—
দউর চহুঁ ওর যব্‌ যার লঙ্কা লেই, সকল সংসার জয় জয় যুকারি॥ (১৯৭)

আড়ানা বাহার। চৌতাল।

ঐ ঋতু বসন্ত বৃন্দাবন, বায়রণ ব্রজরাজ কাষ, তাভে ধমন নিব পলব, পিপসাত অপূর্ব্ব শোভা সো।
কেতে কি কপোত কে ধুম, কোকিল যব কণ্ঠ লিয়ে, গুঞ্জরত সমীরণ সব কো যাত তাপ, হোত হিয়া উল্লাস। (১৯৮)

ঐ। ঐ।

ঐ দশনে মিশি অধরে পান, মাঙ্গেটি কনিক শোহে হার।
গড় বাসা নর বৈঠে, নব শত শিঙ্গার কিয়ে, জর কস ক্বি আঙ্গিয়া, কেসরে বহার॥ (১৯৯)

রচয়িতার নাম।

নিসাসাগ (বা লচ্ছাসক্)। ঝাঁপতাল।

(অজ্ঞাত) দেবি দুর্গে সদা, সন্তাবচ পালিনী, অসুর দল দলনী,
দুখহর্ত্তা হো ভকত, অবিচল সুখ করজ ধ্যায়ে বিন্ধ্যবাসিনী।
দেত ঋদ্ধি সিদ্ধিবর, বিদ্যা বুদ্ধি সকল, কারণ ত্রিতাপ হরা,
নন্দনন্দিনী। (২০০)

ঐ। ঐ।

ঐ প্রথম তাল সুর সাধে, ওহি গুণী যো শুধ মুদ্রা বাণী
সো দেখাওয়ে।
দ্রুবত মধ্য বিলম্বিত, কর দেখাওয়ে, সপ্ত সুর, তিন গ্রাম, একুইস
মূরছন বাইশ শ্রুবত কি সাধন কর দেখাওয়ে (২০১)

শঙ্করা। চৌতাল।

ঐ ইয়া জগ ঝুট জানে রে মন সাঁচি শিব শক্তিকো কর বাখান।
আওবত এক যাত চলে, এহিবি উল্লাগ রহত অস্থির, সুখ পাওবত
যোহি নাম প্রাণ।
যোগ যাগে তীরথ ব্রত, সঞ্জমে আওর নিয়ম, ধর্ম্ম কর্ম্ম করত বড়ে
জ্ঞান ;—আনন্দময়ী চার যুগ মুক্তি তাকো জানতে ভোলা
দেব দনুজ, আউর মনুষ কর প্রধান (২০২)

ঐ। ঐ

তানসেন। তেরো পরতাপ বড়ো, শাহেন শাহ, তেরি ধাঁক শুনত, চৌযুগ
মানত হৈঁ।
হাত যোড়ে নজর লিয়ে, আওবত হৈঁ, তেরো যশ কো উনহি বাখান
শখে, দেখত হৈঁ (২০৩)

রচয়িতার নাম

শঙ্করা। ঝাঁপতাল।

সুরত সেন। নি ডর ডর নেওয়াবে হি
এহে সাহে জহাঙ্গীর, বলবীর রাজাবাম
ঐসী অটিল্ল সহস্র কোস ধাওয়ে, আউর নয়নকো খঞ্জন নাচাওয়ে।
আপেওয়ালী তপেওয়ালী, সাহে মোৎদম, ঔরনকো শিবধর, খরগ
ভরত বাঁচাওয়ে,—সাহে জহাঁকো নন্দ, জগবন্দন যাকো,
গীত সুরতসেন গাওয়ে (২০৪)

মারোয়া। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) শঙ্কর তেউলা কিছু পার্ব্বতী, অম্বুবেদ, বেদ সংযোগ উপজীও,
পায়ো নাম তেরো
প্রথম অঙ্গ জ্যোত কর, যেঁউ ২ কিয়ে, অঙ্গ ২ ছন কিয়ে, সুর নর
মুনি সদ ভয়ো (২০৫)

ঐ। ঐ।

ঐ পাতু কহুঁ, পাও নাম, অপরম্পাব কর ওঁকার, যাঁকে অচরচ
জপ তপ সঞ্জম ভক্ত বিহার।
ঋক্‌বেদ যযুর্ব্বেদ, সামবেদ অথর্ব্ববেদ, অগম্য অগোচর নিরঙ্কার॥(২০৬)

বেহাগ্‌ড়া। সুরফাক্তা।

ঐ পরব্রহ্ম, গোবিন্দ নারায়ণ, গোপাল জগত গুরু, পূবণ
হরে হরে
যাকী লীলা কহন ন যাত, দীন দয়াল, প্রভু পূরণ হরে হরে
করণ কারণ জগদীশ, সবদাত বিধিনাকি গতি কাম সরে;—
সুখদায়ক দুখভঞ্জন স্বামী, (দো) নিশি দিন, তত ছন নত,
সমরণ তরে করে (২০৭)

রচয়িতার নাম।

বেহাগ। চৌতাল।

তানসেন। সাঁইতো না আওয়ে আজ, আধি বাত মাঝে মাঝ, সিংহনী
জাগা, ইষে সিংহ কানন ফুকাবে
চন্দন ঘষত ঘষ, ঘষ গই নথ মেবো, বাসনা ন পূরত, মাস কি
নিহাবে
ধিক ২ জনম মেরি, জগসে জীবন মেবা, কি সুখ লাগাওয়ে নাথ,
পাকড়ি বেণু বারে বাবে,—হুঞ্জন দিন° তি, নয়নে আহ্ বাবি
বহে, তানসেন অন্তর্যামী, ধুরপদ ফুকারে। (২০৮)

ঐ। ঐ।

(অজ্ঞাত) গণপতি বিঘ্নহবণ, গজানন বিবাজিত, চন্দ্রমা ভালে।
চতুর্ভুজ এক দন্ত, আনন্দ কারং, অউরে বিরাজিত, মুক্তা মালে।
অষ্টসিধ নওয়া নিধে, ভূপকে বাদন বিদ্যা পাব জাগত, বাম বসাল;—
চঞ্চল প্রণান প্রভু, অস্তুত কারং, উগাতা যুগাতা, দাম কে
তুঁজে কৃপালে। (২০৯)

ঐ। ঐ।

ঐ। এয়সে মুসে কিনি আজ মৈ, নন্দকো ছলেয়া টিট, হাঁও যো
গেই আলি, জল ভরণে আজ।
হমারে যো সঙ্গ কিনি, পলসে বে থোরে দিনি, কিনি বেহাল লাল
কিঁউ কো কহে, ম্যায়কো আওবত লাজ।
যব হাম কিনি ফুকার, ইধার উধার কর নেহার, গেঁই ডাগব বন
কুছাড়, ভুখন শিঙ্গার আলি, কিনি হে বেহাল লাল, ভাল রি
ভাল তেবো ব্রজ কি বালা। (২১০)

রচয়িতার নাম।

বেহাগ। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) উত্তম গাওয়ে যো গাওয়ে, শুনাওয়ে সব গুণীয়ন কো, সুশাওয়ে সাঁচি স্বরং কি, উপজত পরতুমান
বাণী সুরে সঙ্গতমে, বেওবে নারে করে, দেখে লাওয়ে পঞ্চনমে,
বাদী বিবাদী অনুবাদী কে, যো করে বিধান (২১১)

ঐ ঐ।

তানসেন ঝুমে ২ আওবত, নয়নে বাব তৈঁহাবি
বিথুরি অলখ শ্যাম, মন সে লাগত ঝপথ, ঝপকে উপর যাতে, যোয়
জান তৈঁহারি
অবং বরণ নয়না তেরা, কা পিছে লাল ডোর, মানহুঁ সরজ বার,
অতি মন বার;—তানসেনকে প্রভু, তুমহি বহু নায়ক,
উপনপ কহাঁ কিজে, পিনহি অঞ্জন কারি। (২১২)

ঐ। ঐ।

(অজ্ঞাত) নিত্য ধিয়া অধরে বে মন রাম নাম, এতে তেরে হোঁ, সব বিধি, সবনীকে কাম
ঝুঁটি জগ মোহ মায়া, সকল প্রঘট বাট লাওয়ে, যুগে ২ ঢুঁড়ে ২,
ফেবি আওয়ে এহি ভবধাম (২১৩)

বেহাগ। ধামার।

ঐ যমুনা জল স্বজনি রে, ক্যায়সে যাউ
শ্যামবী রঙ্গে, লেরে কব কব ভরা, আগে পবাতন পাউঁ।
আরসী দেখো, আববে মুখ দেখা, মনহি মনমে লাজাউঁ;—
একে গোরী, ছুঁজে যৌবন মাতি, ঝঝে আওরে সব গাউ (২১৪)

রচয়িতার নাম

বেহাগ ঝাঁপতাল।

(অজ্ঞাত) কান্‌হাইয়া রে; হাম্‌সে ছল্‌ বল্‌না কর তেঁই রে।
তু যেসা বাঁকা তেসা বাঁকা কুব্‌জা, বাঁকায় বাঁকা ভালা, মিল গেই রে
কেসা তেরা ধরম, কেসা তেরা করম, ছিন্‌ লেই যৌবন ভাগ গেই রে;—নাহি তেরা দরশন, গৌয়ানা নাহি চৌয়ন, যমুনা বহে উজান, মগন ভেঁই রে (২১৫)

ঐ। ধামার।

ঐ কান্‌হ তেবি মুরলী লেকে বাজাউঁ
যৌ ২ বচন হি, কহ তুম মুখ সে, সোই সোই গাবে শুনাউঁ।
তুম্‌হারে বস্তর হামে, পহরোঙ্গি, হমার তুম্‌ পহরঙ্গে, তুম্‌ যো মান বিয়মান করত হায়, হাত গেরে চরণ মানাউঁ (২১৬)

ঐ। সুরফাক্তা।

অলি আশ গুরুগত লীলা কোই ন জানে, যো জানে তেন কি মন মাহি গুঙ্গে কি রসনা লস চথত হায়, পর কহত নাহি
সোয়াদকী বুঁদ, সিপ যো পাওবে, পাতি পড়ে ত গলে ভারত বাঁহি;—ভটবেরি শীশ দেহত, আপনা অলি আশ সুলতানি মোনি তাঁহি (২১৭)

ঐ। তেওরা।

(অজ্ঞাত) শিব ভস্ম ভূষণ অঙ্গ, ক্যাযসে বিরাজে গঙ্গা শিখরে।
ত্রিশূল কর হর গঙ্গাধর, দেবাদিদেব শিব শঙ্কর ওড়ে বাঘছাল গলে কণ্ডমাল, আওর চন্দ্র ভালে জটাজুট শিরে

রচয়িতার নাম

লিয়ে গৌরী সঙ্গ, আউর বাজে মৃদঙ্গ, শম্ভুনাথ হরি গুণ গান কবে ,—তুঁহি পরম পিতা ঋদ্ধিদাতা, দেউ কৃপা আনন্দ এহি ভিক্ষা মেরে (২১৮)

পটবেহাগ চৌতাল।

(অজ্ঞাত) পঞ্চম অচল ঠাট, স্বর নিখাদ বাদি হ্যায়, মধ্যম সমবাদী হোত হ্যায়, ধৈবত স্বর তিবর কর, এস লগাওয়ে।

এতনি আরজ মেরি, সব গুণীয়ন মে, যো রাগ স রি গ ম কী দেহ বতাওয়ে (২১৯)

মারুবেহাগ ঝাঁপতাল

সৌলাদাদ আজ আনন্দ মুখ চন্দ্র, য্যায়সে তুরিয়া মিঠে, করত ধ্যান পিয়া গল লাগন কো

বলবা যৌবন কী ভবি, মদকি ভরি আঁখিয়া, মোতন মালা শোহত সোহাগন কো

এই সি বনি যেয়সী লাটকি মোত, দীপক মর যাত, ছ ধরি নয়না জাগন কো ;—সৌলাদাদকে প্রভু, সুঘর চতুর নার, আই হ্যায় মেবে গৃহে, ঠওর ঠওর পীত পাগন কো (২২০)

মালকোষ। চৌতাল।

তানসেন রাজন কো রাজা, মহারাজাধিরাজ, চতুর্দ্দশ বিদ্যা নিদান রাজারাম

যোই ২ ধ্যাওবত, ইচ্ছা ফল পাওবত, সাঁচা বিধাত, করুণা সমান।

লাজ কি জাহাজ, শিবে তাজ, গরিব নওয়াজ, গরিবন কো মন বাঞ্ছা পুরী হোত, ইহ দরবার ;—অসুর সংহারণ, শিষ্ট সংপালন, তানসেন গাওয়ে, তেঁহারি নাম। (২২১)

রচয়িতার নাম।

মালকোষ চৌতাল

সদারঙ্গ। হেরি হো আও সর্ব্বলোগ, আলবেলি চতর নব, চল চল পিয়া পাশ।
নব শত শিঙ্গার সাজ, ত্যজ লাজন গ্রীয়া বলো, চড়ো চাঁদ অধি রাত আকাশ
মেরো কহা মান কর, এয়সী কোরাসন, অব মিলি কর হেরে, বহু সমেয়ান ;—যব তে তেঁহারি দাস, সদারঙ্গ মহম্মদ সা, দেত প্রাণ মাগ বহি তেরি আশ (২২২)

ঐ ধামার

(অজ্ঞাত) অব তুম্ যোগত নহি গোস কানন হব আয়ে ফাগুন মাস
ঠওর ঠওর পাওবত, রুবত মুস, যব দেখুঁ উনকী পাশ (২২৩)

ঐ। ঝাঁপতাল।

তানসেন গঙ্গা ভগো শীষ, যোগী জপ জগদীশ, দরশন চমৎকার, সুরষ তারাগং
শীষ জটা মোপ, শৃঙ্গী বিরাজত, বয়ল বাহন, অঙ্গ ভস্ম জরায়ন।
সেলি বাঘাম্বর, শ্রবণ জঙ্গম, আওব গলে মালা শীষ নাগ শরায়ন ;—
তানসেনকে প্রভু, আপনি কৃপা কিজে, গৌরীকে ওড় হার, শম্ভু নারায়ণ (২২৪)

ঐ। সুরফাক্তা।

বয়জু বাওরা। নাদ পুন সোয়াদ নাদ পরমেশ্বর, ব্রহ্মা আনন্দ রে ইয়া আপ্ত বহ্ম, গঙ্গা জটা মুদ্রা আলাপ বিদ্যা রে পরমেশ্বর
উলট কর বনাও, বিন্দ ২ উতপত, শরীর স্বরূপ রে, সাবগ উতরে, বয়জু পুতরে, বৈকুণ্ঠ লীলা সারগ রে পরমেশ্বর (২২৫)

হিন্দোল। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) মালতী কেতকী ফুলবহী ফুলবারী, বরণ ২ উপবন নও বাহার
ঐসী গুলে চামেলীকে রস, হাস লাগত, দেখত ভাল্ম শীষ মুদ্রা,
সোগদার (২২৬)

ঐ। ঐ।

ঐ কোয়ারা কি কুক মানো, সোহি হ্যায় আলাপচারী, এসব কি
গুল্ল সুরন রটন যো শোহাই।
মোদত হৈ যো বোলত, থগ সোহি ধুয়া ধোবগত আনে, চটক সো
গুলাব তার, সম অসম সর সাই হ্যায়।
ফুল ফুল ভাতনকে, ফুল উঁহি বাগ রঙ্গ, দেওয়াকো নজর গোল,
আসরকি কব লাই হ্যায়;—দেওয়া গোয়নকী চবাচর যো
মহাবাজ, শুন কি বসন্ত চন্দ্রকলা মত বনে আই হ্যায়। (২২৭)

ঐ। ঐ।

ঐ আইবি বসন্ত ঋতু, ফুলি বনরাই, কেতকী চামেলী বনফুল
অগে বায়ে বেলি
শুভ ঘড়ি শুভ লগন, পিয়া আওনকে, সঘন কেওবা করত উচার,
ভগবান মন ভাই।
বৌলে আম্রি আম্বুয়ারি, বোষুল লপটাই, মোতিয়া গুলাব কেস্থু
কেওরা, কমল ফুলি চোহঁ আউর, চম্পক কলি ফুল ফল চাই।
(২২৮)

ঐ। ঐ।

ঐ নবন নবেলী ই-ই রি নাম খেলত পিয়া সঙ্গ রস ধামার,
হস হস ধুমগত কর।

রচয়িতার নাম।

বীর বীর অঙ্গ লাগে ত, ফের দোচিত চিত একো লেত, আওর স
নযনানে ভর ভর।
বং বরণকে বস্তর পয়রোরি, খট দশ লালন কুন্দত নাব, ইয়ে সমে
দেথ দেহ, বিঝ বিঝ কহত হর হর। (২২৯)

বসন্ত। ধামার

(অজ্ঞাত) খেলন লাগিয়াঁ ফাগু এন ব্রজকে পথ, নন্দকে বাজ ভুলাবয়ঁ।
কৃষ্ণ খেলত, সব গোপী খেলত হৈ, খেলত মুনি জন, সরগবসকী
চোট পড়ী রাধে শিব, ব্রজ মোহি সাঙ্গ সুধারয়াঁ।
ব্রহ্মা বিষং মহাদেব, ঈশ্বর গুং গাওত সব সার,—শূব কবীর সব
খেল খেলন আয়ে, ভকত তুম্হারয়াঁ (২৩০)

ঐ ঐ

কবীর। বরজ কিশোরী ফাগু, খেলত রঙ্গে
চুয়া চন্দন আবীর গুলাব দেওবত শ্যাম অঙ্গে
ফাগু হাত কবি, ফিরত শ্রীহরি, ফিরি ২ বোলত বাই;
ঘুংঘট ওঠমে বয়ল ছাপাওসত, বেরি২ যৈছে মেঘসে চাঁদ লুকাই।
ললিতা এক সখী, ফাগু হাত কবি, দেওবত কান্থ নয়ান, বৃখভানু
কুমারী কিশোরী দুঁহ বাহু, চুম্বত শ্যাম বয়ান।
আউর এক সখী, জীউ ২ কারী, কাহাঁ লাগাও আবীরা; কমরী ফাগু
লেই কান্থ নয়ান, বেরি ২ দেওবত হাঁ হাঁ কবীরা (২৩১)

সোহিনী। সুরফাক্তা।

মযজুবাওরা প্রথমে আদি শিব শক্তি, নাদ পরমেশ্বর, নাবদ তুম্বর,
স্বরস্বতী ভণ রে
অনাহত আদি নাদ, গুণসাগর স্বরূপ, অচ্ছব শুধ বুধ মত,
গুণী জন রে।

রচয়িতার নাম

আদি ধরণী, শেষ আদি সুরস, চন্দ্র আদি পবন পানী, অণুগম্ভু বে ;—
আদি বৈজু কবি, গুরুপ্রসাদ তেঁ, লোগন কে আওবত,
গুণীগণ বে (২৩২)

পরজ। চৌতাল।

(অজ্ঞাত) এবি তু অঙ্গে ২ অঙ্গবাণী, এতহি পিয়ানী, পিয়া জিয়ে মন মানি
সবহি কল্যাণী, ধনি বোলত মৃদু বাণী, তেবে শোহা দেখে,
চন্দ্রজ্যোত ভুল জানি (২৩৩)

ঐ। ধামার।

ঐ সাঙ্গন রহো বে দালিদ্র ভয়ো, যো নিরঞ্জনকে মনমে যো
ন ভরে
যা ভয়ো সো ভয়ো, ছত্রপতি নরেশ, বিপদ সাগর কৌন্ তেহারে
উতাবে।
রাজারামকে পরসাদ পায়ো, পুণ্যকে পরতাপ বাঢ়ত ;—উগম যায়,
অথমন বেদ, দেব পুরাণ বাণ সান উতাবে (২৩৪)

ঐ ঐ

তুলসী দাস ডাব দিও গোপর আবে, গোপরঙ্গোপরি কোরি লুঙ্গার।
ভরে পিচকারী, মেরে মুখপর ডারি, অবে না খেলোঙ্গি
তেবে সঙ্গ
ফাগুন মাসে, রসরাজ করে, উড়ত ফিরত কেতে চং ;—তুলসী দাসকে
প্রভু, রূপ লাগত হ্যায়, ডাগেতে মাগেতে কেতে রঙ্গ (২৩৫)

ঐ। ঝাঁপতাল।

তানসেন ডঙ্কা কি গমক শুন, শেষ শুন শিরে বাম্নি, ইন্দ্রপুর ডর হুয়ে
গগন ছায়ে।

রচয়িতার নাম

শিংট বণে বিরদৌ,আন ভয়ে ঠাড়ে,গোপ বিধনা সো বিধনা বনায়ে।
ডমরু ডিম ২ করত, নাবদ বকসা লিয় বানে, গোলা ছুটত ছুটত
আওব, ফুটত ফুটত বক্তাব বনাওয়ে,—কহে মিয়া তানসেন,
শুন হো মদন রাজ,রাও ভবপুর যোগীন-অ গায়ে আয়ে (২৩৬)

পরজবাহার। ধামার।

তানসেন। সো আবামন মানন, কবিয়েবি , পিয়াসনে খেলিয়ে ফাগত,
বহসে ২ গর লাগ।
ঋতু বসন্ত বন, উপবন ফুলে, নিংটে ভ্রমরা বৈরাগ।
সগন্ধ পবন কর হিয়া উপজত,অনুরাগ মহম্মদ সা,সুন্দর সো মিলিয়ে,
সুখ সোঁ জিতে ফাগ (২৩৭)

ঐ। ঝাঁপতাল।

(অজ্ঞাত) ভানুজা তীরে, বৃখভানুজা সাথ করে, বিহবতয়া কুঞ্জ বনমে
কানহাই।
শ্যামে অসম ছব, নয়নে নিবখত রব, ঝুঁটি ভেই ত্রিভুবনমে, বিধি
যো বানাই।
ঝগমগত মণি হিরণ, রচিত অঙ্গে আভরণ পীত পট নীল চুনারি
সোঁহাই ;—শ্যামে ঘট কামিনী, মেঘপর দামিনী, জ্যায়সে
শরদাই, উজিয়ারি সাফাই।(২৩৮)

ঐ। ঐ।

তানসেন নি স ম স, নি নি ধ ধ প,ম ধ ধ ম, গ গ ঋ ঋ স।
নি স ম গ গ, ম ধ নি স, নি স ঋ স, নি নি ধ ম ধ।
সপ্তসুর রেকে গাওয়ে, বাজাওয়ে, তানসেন গাওয়ে, পরজ বাহার॥
(২৩৯)

রচয়িতার নাম

পঞ্চম চৌতাল।

(অজ্ঞাত) অনগন ফুলী বেলী কানন কী, তুম্‌হো চলো কৌনা, হৃদয় শ্যাম সঙ্গ জোরী
মানিনীকো মান নীক লাগে, বোলাই গই সঙ্গ চলেবেকো, বৃকভানু কিশোরী
মধুবন বৃন্দাবন, কুঞ্জ কুঞ্জনমে, বংশী বট যমুনা তট, অতমচি হোরা ;—
ব্রজকী সখী সব খেলন নিকসী,বনি ২ অত বনি, শাগরী গোরী
(২৪০)

ললিত। ঐ।

ঐ গহ্ সুর জ্যোত, পবন তাল, জল রাগ, বোল রচো সমীপ করসান বদন, কর তান গান বিদ্যাকো।
অশথ পাখাণ গুয়ে, মুবছনা দ্রুবত মধ্য বিলম্বিত, গুণ লেখা স্বামী দৃষ্ট, বোম ২ শোহাত, বাতী লাগী নর সিফতি অধ্যাকো
(২৪১)

ললিত টিমাতেতালা।

ঐ আজ রি শুভ দিন ঘরি আজ সুদিন মঙ্গল গাও
দান আসমান মিলে, তিবথ কিয়ে সীতা তিলক জবায়েন আজ নবল শ্রীরাম মাধো জী সীতা লে ঘর আয়ে
ইন্দ্রাদি জয় জয় সুর গাওবন, ব্রহ্মা বেদ পড়াবেন, আজ নবল শ্রী রঘুনাথ, সীতা লে ঘর আই
সব দেবন গ্রহ হোত কোলাহল, নারদ নিবত করাবেন, আজ নবল শ্রীদশরথ রাণী মাতা বার পানি পিবেরি। (২৪২)

রচয়িতার নাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

খেয়াল ও চতুরং।

খাম্বাজ কাওয়ালী

নিজামি শঙ্কর শিব বম্ বম্ ভোলা ; কৈলাসপতি মহারাজ বাজ।
উড়ে মৃগছাল, লাল লোচন বিশাল, পিনহি বাঘছাল, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে
বিরাজ।
রুণ্ড মাল গলসে, বৃষভ বাহন, করমে ডম্বরু, সঙ্গে ভৈরব বেতাল,
দেখত দেব সমাজ
পিশাচ ভূত দৈত্য, বোলত হর ২ শূল করমে, বামে ভবানী অপরূপ
রূপ সাজ
কহে দাস নিজামি, কর জোর জোর, দেওবত দান রথ মান মোর,
গেহে চরণ ছোড় কাঁহা যাউঁ আজ। (২৪৩)

ঐ। ঐ

তুলসী দাস ইয়ে, জগ দরশন্‌কা মেলা হ্যায়।
যব্ তু আয়া ইহাঁ ত কুছ [illegible] ; ক্যা হাস্ বোল মিল জুল বোল
বাতা, সে [illegible] দেশ কারণ, দেখ্ সব্ কৈ একূসে একেলা
হ্যায়
ইস্ মন্দি[illegible] ছ নিরখ্ তু, ক্যা রঙ্গ বিরঙ্গ কা মূরত হ্যায় ; হর
[illegible] নিরখ্ পরখ্ তু, ইস্ মূরত মে ক্যা সুরত হ্যায় ;—ধন্য ওস্
[illegible]রিগর কো কহিও, যিন্‌নে আপ্‌না হাত্‌সে বানায়া হ্যায়,
[illegible] রঙ্গ রূপ রস আধা যৌবনসে, ইয়ে কি আপ্‌না বেলা হ্যায়।
[illegible] আপোষ মে দেখো তু, হর এক শও একূকে হ্যায় নাতা ;
কোই বাপ বনে কোই বেটা, কোই চাচা ভাতিজা কওলত
হ্যায় ,—কোই মিয়া আপ্‌নে জানে, কোই দাস আপকো
মানে, কোই পীর হ্যায় কোই মহবৎ হ্যায় আউর, কোই গুরু
কোই চেলা হ্যায়।

[illegible]
অমি[illegible]

রচয়িতার নাম

ইয়া দোস্ত নিসবৎ নাতা, সব ইহাঁ কো ইহা রহে যায়েঙ্গা ; ইয়া সবজর আপনা ২, উহাঁ রাস্তা গাঁও হোয়ে যায়েঙ্গা ;—ইয়া বৌদ্দি য্যায়সে দৈব কী, সব মৌজ সে উহিঁ মিলি যায়েঙ্গে ,—ফের ন ঠাঁঠা না কাজিয়া আওয়ে ঝগ্‌ড়া না ঝামেলা হ্যায়।

(২৪৪)

খাম্বাজ একতালা।

জ্ঞানদাস। তুয়া নাম জগত লোগ, জগত মাত চণ্ডিকা, ভবানী শিব মহেশ রাণী।

আগম নিগম ধাওবত, নেহি পাওবত মহিমা সমূহ ; ব্রহ্মাদি গাওয়ে মুখে চারি শ্রুতি বাণী

বিশ্ব বীছ প্রকটো ভয়ো, মহিষাসুর প্রবল বীর, কম্পিত সব দেবগণ ত্রাস অধিক মানি ;—হা হা হা কর পুকার, আওয়ে সকল দ্বারে ঠার, চরণ শরণ রাখ লিজে মহা রুদ্রাণী

আরতি শুনি ভকতন কো, চিত্ত যব কম্পল ভয়ো, মহাক্রোধ করি করাল, সিংহ ব চপলানি ,—চলি দেবী গর্জ্জ কে, আই রং ভূম বীছ, ঝপটি ঝপটি হাঁক দেতা, মহাযুদ্ধ ঠানী।

ব্যাল ফাঁছ বাঁধে শূল, আউর গঁহে কর ত্রিশূল, নয়ন অরুণ যবহি ভয়ো, মারহি তহানি ,—জয় ২ জয় কর সুর সব, বাড়ি লাই পুষ্পবৃষ্টি, জ্ঞানদাস কো তারো আপনা অধীন জানি। (২৪৫)

ঝুম। একতালা।

জয়দয়াল মাথে পর মুকুট, শ্রুতি কুণ্ডল বিশালে লাগে, অলকা কুটিল সোহনী মদগঞ্জনী

কহনি কলিত কটি তট, কিঙ্কিণী বিচিত্র তট, পীতাম্বর অঙ্গমে ছাতি বৈজনী

রচয়িতার নাম

দিয়ে গলে বাহু পিয়া পীত নবী হাব,কবে অতি অনুরাগ ভবি,আয়ি নও
যৌবনী
কহে জয়দয়াল শুনি, মেরা মন হবি লিন, মন্দ ২ বাজে গোবিন্দ
পায়ে পব্জনী (২৪৬)

ভয়রোঁ। ঐ মধ্যমান

(অজ্ঞাত) পিয়া, আপনা গুমানা সরম আতি
পিয়া বৈঠা হ্যায়, গুমানা কি পাতি
পাঁও পাখড় লিয়ে, সঙ্গে চলবি, চুজ নেহি সঙ্গে সাথী (২৪৭)

ঐ আড়াঠেকা।

ঐ অব মৈ ভোব কব৩ ননদিয়া সোব জাগে বগলকে লোকবা।
কৈসে আউঁ তেবে রে ঢেগাও, মিত পিয়ারোঁয়া উমঙ্গ সোঁ, সতীন
কো ভঁই জোর (২৪৮)

ঐ। কাওয়ালী।

সদারঙ্গ মেই, ভোর গেই,মিলন বানেলওয়া
মোরে, মন্দিলেওয়া
আও গাও নাচ সব সখী সোঁহেলী, সদাবঙ্গে মহম্মদ সা, গে রহী,
লাগ রহেলওয়া। (২৪৯)

ঐ। ঐ

শিব নারায়ণ ভোর ভয়ো পক্ষীগণ বোলে, উঠ জন বিভুগুণ গাওরে
অগ্নিহোত্রী। লখ প্রভাত প্রকৃতিকী শোভা, বাব ২ হর্ষাও রে।
প্রভুকো সমেব নিজ মনমে, সবস ভাও উপজাও রে,
হোয় কৃতজ্ঞ প্রেমমে উনকে, নয়নন নীর বাহাও রে

রচয়িতার নাম

ব্রহ্মরূপ সাগরমে মনকো, বারম্বার ডুবাও রে,
নির্ম্মল শীতল লহরে লেকে, আতম তাপ বুজাও রে (২৫০)

ভয়রোঁ। কওয়ালী।

(অজ্ঞাত) চতুরঙ্গে হরিগুণ গাওয়ো
গায়নকী তান মান আর মুরছন, গমক জিয়েলী জিয়েকী স্থর সঙ্গত সপ্ত নিচং
ত্রদর্তুঁ ২ তন্ নন নারে ২ তারে, দানী তদারে দানী,—ধা কিটি তাক্ তা কিটি তাক্ ধুম কিটি, তাক্ ধ্বাং গদি ঘন ধা, দানী
গ প ধ ধ পপ ধধ ধনী সা, নী ধ প ম গ রে সা রে সা রে, সা সা রে গ মপ ধ নী, সা নী ধ প ম গ রে সা। (২৫১)

ঐ। একতালা।

ঐ বাকস দিজিয়ে মোকে মনে দিনে থাজা
সব জিগিকে, তুমে বাজা
আশবং তেরি, লাগ রহে তু হায়, দুখ দলিদ্র, সবে ভৌজা (২৫২)

রামকেলী কাওয়ালী।

ঐ পিয়ালা মুজে ভর দে রে
মাতয়ারে মোনে, বীত গেইলি ছঘরী বঙ্গে, ভইলী ভোর রে।
হাম তুম পিবে সাকী জাগাওয়ে, জেরা সোঁ লাগয়াঁ দেথ যাওয়ে রে,
অব এহিঁ করত সবেরে (২৫৩)

ঐ। জৎ

ঐ মাচরাই শ্রীবৃন্দাবন মে হোরি।
দেখো পিউ পিয়া খেলত, আপনা বঙ্গমে
আবিরে গুলালে, রহত বিশালে, মারত ভাগত, সবকোই তন মে।
(২৫৪)

রচয়িতার নাম।

রামকেলী। কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) ও দানি দিম্ তা নানা দিম্ ত দাবে দানি

তাবে ২ দানি তারেদানি ২, না দের্ ২ তাবে দানি দের্ ২ দিম্

তানানানা, ওদের্ তা দিম্ তানানা তানা দেৃ ২ তানানানা।

দেব্ তোম্ ২ তোম্ ২ তানা দেব্ ২ তানানানা, ত্রিবট বোলে

সবে সমঝ গুণী জন ; রামকেলী তান মিলাইয়ে, চতুরঙ্গ

গাওয়ে বাজাওয়ে মৃদঙ্গ মাদল,—নিথাদ ধৈবত পঞ্চম মধ্যম,

গান্ধার বেথাব খরজ,—খরজ থুন্ ২ থুন্ ২ থেদে কিটি,ত্রেঘেনা

তাকা থুনা, ধা কিটি ২ ধা কিটিধা ২, কিটি ২ তাক্ ২

ধেগাং ২ (২৫৫)

বৈরবী। মধ্যমান

ঐ স ঋ গ ম ধ, ম প ম গ, স স ঋ, গ ঋ স

নী—ধ—প—ম—গ—ঋ—স

ম ধ নী নী স, ধ নী স গ ঋ স নী ধ স, স স ঋ স নী, নী নী স

নী ধ, ধ ধ নী ধ প, প প ধ প ম, ম ম প ম গ, গ গ ম গ ঋ,

ঋ ঋ গ ঋ স, গ ঋ স। (২৫৬)

ঐ। কাওয়ালী।

ঐ অব ভজ, ভোর প্রাতে হরে নাম

বন্দে সকল দুখ মিট বাত যাত,আওর সকল শরীর হোত কল্যাং।

অনাহত নাদ শুন হিত চেত সে, ফের কাগ নেহি পাওয়ে কব,

কাল সমে কছু বনে নাহি আওয়ে, ভূলে মত্ত অচান রে।

আওয়ে পল ২ ছিন ২ বীত যাত, হবে নাম বিন হর ভকত বিন,

কর ভক্তোকে বন্দন জনম সুন্দর,জনম যোগ নেহি বারবার রে ;—

অব অরুচ় গতমে ত্যজ বরাশি, বহু জল তরণী কো সমান রে,

কর দান দয়া দযা ধরম মায়া, গুরু সব ত লিযা, করিম কাম

কিয়া, হারে যব তব উতরঙ্গে পার রে॥ (২৫৭)

রচয়িতার নাম।

ভৈরবী কাওয়ালী

(অজ্ঞাত) তোম্ তান্নুম, তদারে দানি
না দেব্ দেব্ দানি তোম্ দেব্ ২, তদাবে তা দেরে দানি
সরস বেদ পব রঙ্গ উপজাওয়ে, ইয়া বিধ পিয়াকো মনবি ভাঁওয়ে ;
তাক্ ধেলাং ধুম্ কেটে তাক্ দেদে ঘেনি, ধুম্ কেটে তাক্
ধুমা কেটে তাক্ দেদে ঘোন (২৫৮)

ঐ। ঐ।

ঐ কব মিলিয়াবে গিরিধারী
তু কিসি গোচমে হো তুমে ভৈঁইলি বাওরী
বাট চলত মোহে রোকত টোকত, ধর গিয়ে বেঁইয়াকো বাঁক ঝোরি।
(২৫৯)

বেলাওল আড়া।

সদারঙ্গ পিয়া বিন কেয়সে, কব পিয়ারে অপন সরমকো, তো'হে ন
সোহাই
যুগত ২ উলট পলট উন বিন কেয়সে কো ভৈঁগি, লেওয়া সদারঙ্গে
(২৬০)

বিভাষ। আড়াঠেকা

(অজ্ঞাত) তেবে লিয়ে জাগি বয়না
জাগি মোরী সাতয়া, সেই অনুরাগী (বয়না)
অরুণ বরণ তুমে, নয়না কিও রে, নয়নু ক্যায়সে জানে, বস ২ পাগি
(বয়না) (২৬১)

যোগিয়া। কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) যোগিড়া বন আয়া, সয়ো মাড়া রাজা
হুননিমা স্যান লিত্তা, মাড়া রাজা।

রচয়িতার নাম।

স্যান লিতা মৈ ভুলদি বি নহি,মাও বে অন্তব বনা, করিম রঙ্গেটেডি,
লটক ছিপদি নহি, রঞ্জন বেশ বটায়া। (২৬২)

সর্‌ফর্‌দা। ঢিমেতেতাল।

(অজ্ঞাত) মহাবোয়া রে ডুলিয়া লে আয়্,মৈ তো চলেহুঁ পিতম কে দেশ।
গুপত ধন মৈ তো'হেকা দেওঙ্গী, মো'তিমন থা'ব ভরবা, ওঁর দেহুঁ
গরে কাহারোয়া। (২৬৩)

টোড়ী। আড়াঠেকা।

সদারঙ্গ দৈয়া বটদো শুবণে ন দেবে গাগরিয়া
আওবত যাত, রোকত, টোকত, কৌন বানে তেরি, আন মিল্লি দৈয়া
সদারঙ্গ কহিয়ে দেও। (২৬৪)

ঐ কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) দে দরশ মোরে পেয়ারে, রাজ দুলরি মাতোয়ারা
কৃষ্ণজা নন্দ যশোয়া জীউকে রাজ কমবতু
হাম তো দাসী তেরে, জনম জনম কি, অব তুম্ কিজিও দয়া মুঝে
পর, চরণ কমল পর হাঁও বল গেঁইয়া ॥ (২৬৫)

আসাবরী টোড়ী। ঐ।

আধারঙ্গ আ পিতম গলে লাগে, সাতে তোরে, বিছরিয়া বৈইয়া
বামবি লখ বহি আঁখিয়া নিশি জাগে।
শাস শাস রটন জিবা উনকি, ঘরি ন বিছরিও ছিণ ২ যিন কি,
আধারঙ্গ পিত্ত তেন ন বিছোরি, আওবত যাওবত হাঁও
লাগি ঘর কি ২৬৬)

রচয়িতার নাম।

গান্ধারী টোড়ী। মধ্যমান।

সদারঙ্গ কোয়েলিয়া মদ মাতী বোলে, রঙ্গ রঞ্জন অঙ্গ রাতি ফূল বন বাগ।

ভমরা গুঞ্জরে গুঞ্জরে কুঞ্জননমে, ফূল রহী সদা রঙ্গমে কলি কলিয়াঁ। (২৬৭)

টোড়ী (জোয়ানপুরী)। কাওয়ালী।

গুলাবা সাঁচ সাঁচ কিযে

অতি সুখ লিজে, হরে জনকো না তরে, মনুখ্য জনম ইয়া বৃথা যাতি হ্যায়

কহে গুলাবা শুন রে মন মূরখ, অবকে চেত ন চেত সবেরা, যকে কিয়ে খোলো, শ্রীমধুর নাম, সদা রস পিযে (২৬৮)

সারঙ্গ। কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) ম্যায় বাদরয়া দেখে ডরানি

ঘন গরজত ঘন ঘোর শোর সে, ঝুম ঝুম বরষত পানি

স ঋ ধ ম প ধ নী, নী স ঋ ঋ বিজলী চমকে ঘন পিয়া ঘড়ি পল ছণ, কণ্ঠ লাগাওয়ে পিয়া মোরে রাখ, মেই নিপটে আয়ানি (২৬৯)

মধুমাধ সারঙ্গ। আড়া ঠেকা।

ঐ বাট রোকে ঢীঠ লঙ্গরোয়া কান্হ।

যাতেথি যমুনা জল, গাগরিয়া তোড় দেই, ঐসে ঢীঠ কো কোই সম্হারে॥ (২৭০)

রচয়িতার নাম।

গৌড় সারঙ্গ। কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) লাজ নাহি আওয়ে

সুখ দিন বীত গেই, শোচাওয়ে

এরি মন মূরথ, কাহে ভুল রহি তা কো, নিশা দিন ওহি নাম গাওয়ে (২৭১)

মুলতান। ঐ।

ঐ গ গ ঋ স নী স গ ম প, ম গ ঋ স

নী ধ প ম গ, গ ম গ ঋ স।

গ গ ম প ম গ ম প নী স, স নী ধ প ম গ ম গ স প ম গ ঋ সা॥(২৭২)

গৌরী। আড়াঠেকা।

ঐ পিয়া মোরা আয়েঁ রে, বহুত দিনন পর।

সব সখীয়ন মিলি, বন্দনমালো বাঁধো, চৌমুখ দীয়রা বারো (২৭৩)

পুরবী কাওয়ালী।

ঐ পুরবী মুরীদি হো, কৈঁউ ঠাড়ে, সুল্‌তান্‌ নিজামুদ্দীন্‌ আউলিয়া

মহবুব পীরকে আগে আকে।

যারনমে সব ফুলবন বরসে, সগরী বাজা বাজন লাগে, কর্ত্তা আগে

দস্ত বঁধায়কে, পীরকে আগে আকে (২৭৪)

ঐ। একতালা।

ঐ ব্রহ্মতালে ব্রহ্মময়ী ন'ম চতুরঙ্গে গাওয়ে।

নাচত তাথৈ ২, সপ্ত সুর পঞ্চম, সপ্ত সুরে সুর মিলাওয়ে ;—গুণী

জন গাওয়ে গমকী গান্ধার, নী স নী ধ প ধ স স নী ধ প,

তালে ত্রেকেটেতাক্‌ ত্রেকেটেতাক্‌ ২, প ধ নী ধ ম প বীণ

বাজাওয়ে (২৭৫)

রচয়িতার নাম

পূরিয়া (রাত) আড়াঠেকা

(অজ্ঞাত) থোড়ে ২ দিন ন কি ; নওলা দুলাইয়াঁ, নইও রূপ নইও যৌবন
নইও যৌবন, নইও ভূখণ, গাহে, আজু সা পিয়া সঙ্গে (২৭৬)

ইমন পুরিয়া একতালা।

ঐ গুল্ গুল থান্যা বুল বুল চহচহা সেজনদনাব, কুমরি বরসরাহ্
বজা খুশ্মন্দ বহাব মুক্বায় চমন শীশ বদস্ত্ জামিন হদ্
গাহ্সে চমন্ কজয়ে বেকজ্ অওজ্ মন্ খুশী দারুন্ দা।
শাহ্ শাহ্ আবজুদের বতু দিল বজু সো শামা থান্শামা পরমানা দে
জুবানি, জেরা ২ মন্তে জেরা এক্তেবেকে গো (২৭৭)

ইমন কল্যাণ মধ্যমান।

মহম্মদ সা। এ কি নজর বসন, সুন্দর সোলে না সব জিয়ারা
মহম্মদ সা পিয়া, তুম পরোয়া আজু, তন মন ধন, সব জিয়ারা (২৭৮)

ঐ। আড়াঠেকা।

ঐ বানেরা আইলা ম তেরি ঘরে আই এসেঁা
সদা রঙ্গিলে ছবিলে, মহম্মদ সা পিয়া সুন্দর, বরেয়াঁ পাইলা (২৭৯)

ঐ ঐ

(অজ্ঞাত) রঙ্গে রঙ্গিলারা, প্যারে গাই ; লালন নেতা ২, নাকা, একে পল মেবা।
বৈঠে রহে মিতকী, ঢেগাই ২, তন মন সাঁড, নিশা দিন ওয়াকে, পাশ সে (২৮০)

রচয়িতার নাম।

ইমন কল্যাণ। আড়া

(অজ্ঞাত) মিয়া মডি আবজ বে মান দা গুমান, কর দা সাতভে নাল।
সোহনী সুরত মোহিনী মুরত, মাম ভি পড়া সাতে নাল বে (২৮১)

ঐ ঐ

সদাবঙ্গ। পট ডোরে কওযানা, মেহো তোবা, ও স্থর জ্ঞান মহম্মদ সা,
চতুর সুঘর বলামুবা
একে খবি রেতু কা, ভেই লেওয়া সদাবঙ্গে বিধে আলামুরা (২৮২)

ঐ। ঐ

(অজ্ঞাত) কে য়েলিয়া বোলই রে পিউ, কওনা দে পিয়া কি বাত মেরা,
মন লাগিলা
দিষ্টি পতি মকতা ললন কী, উন বিন নিশি দিন, বহিল নামা
(২৮৩)

ইমনকল্যাণ। কাওয়ালী।

মহম্মদ সা। চতুরঙ্গে রস শুনি গাওয়ে (দিম্)
গাওয়ানা গুণি আওয়ে, তুহা মহম্মদ সা কী, ঘরে কৈঁউ আওয়ে,
মিয়া রস্তত বঙ্গ সো রস শুনি গাওয়ে, তালে তানে সুর
জেবা ২ জেরা সুখ পাঁওয়ে।
না দেন্ ২ তা নে তদরে থিয়া নাবে তোম্ তানা, নে তানা২ দেব্২
নে তদানি তদাবে দিম্, তানা নানা দিম্, তা না দিম্ ;—
তানা নানা২ নানা২, ধেলাং২ ধেলাং২
ঘেঘেতা২ তেরেকিটি২, তাগে নাগে নাগ থুক্২ থুক্ চুং২ চুং২
থিয়াইয়া , থিয়াইয়া২ থিয়াইয়া ;—আ-আ-আ-আ আ-আ-আ
গুণী॥ (২৮৪)

রচয়িতার নাম

ঐ। আড়াঠেকা (বা একতালা।)

বাহাদুর সা। আল্লা সাডি আরজ শুনিয়ে রবসাঁই ; হুঁত মাঙ্গদা, তুস দি, তন মন ধন, রব দে দোহাই।

তু দাতা সাডা, বকস নিহারো সদা, তাঁডে কারণ তু পাশ আই॥

(২৮৫)

কল্যাণ। আড়াঠেকা।

ঐ চুনরিয়া রঙ্গা দে বে, মোরে মি তু রে।

তা পর লাল কিনারী দিজে মুল্ক আউব খালর, রাজা বাহাদুর রে তু রে (২৮৬)

ছায়াকল্যাণ কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) যানে না দেওজি, আপনা বলামা কো, রেওয়া আখাড়ুমে কর বাখোজি, পেয়ারে বুঁদ বুঁদ পিয়া।

ঘটকারি আওর বিজলী চমকে, ডর পাওন পিয়া মহম্মদ সা, বরষে পেয়ারে বুঁদ বুঁদ পিয়া॥ (২৮৭)

ইমণ ভূপালী। ঐ।

ঐ লালারে তুরে কাছে না ছুঁয়ারে।

হমারি গাগরিয়া ভারি, অব দেহো গারি, নিরখ২ হাসা২, দেহো তেঁই তারি।

তুহ ত মহা ঢিট পিট, তেনে লাগই, আওবত ধাওবত, হেরত ফেরত, দেওবত পিঁছকারী। (২৮৮)

ঐ। একতালা।

ঐ যৌবন মধাম তেরা, মাইরি, আইলা মেরে ঘর, গাও আনন্দ বধাওয়ারা।

রচয়িতার নাম।

জিয়ে ঝুলা ঝুলাইয়াঁ, করোরে বরষে কহ রে, ধন আহু ধন২ রাতরি,
আলা হো মিলাইলা (২৮৯)

ভূপালী কাওয়ালী

(অজ্ঞাত) বাজু রে রে মন ; বাজু রে মন্দিলেওয়া আজু, বাজু
সুকুমার পিয়ারোয়া, রঙ্গে২, হর রঙ্গে২ হর সীলে মন্দিলেওয়া
আজু
সরস বেদপর নানা উপজাওয়ে, গাউঁরে পিয়াকে মন এ রিঝাঁওয়ে,
তাকি ধেলাং ধুম্ কিটিতাক্ ধে ধে ধেনা ধে ধে ধেনা ধুমা-
কিটি তাকে ধেগাঙ্গে ধা ; বাজুরে মন্দিলেওয়া আজু॥
(২৯০)

ঐ। ঐ

ঐ লিয়ু মন বশ কর লিয়ু লালা।
ক্যায়সে কো যাউঁ, তেরি নাগরিলা।
চতুরা নারে প্যারে শিঙ্গার প্যারে, হীরা মোতিয়ন কো হারোয়া
ডারে, হমারি করম মে, মেই যা যাসে লাগ (২৯১)

ঐ। ঐ

ঐ অম্বে হে অম্বে, শম্ভু হে শম্ভু
খড়্গ চক্র কর অম্বে, ডমরু করে ত্রিশূল কামার
মুক্তমাল অম্বেকে পোঁহে, শম্ভু ধরে গলে ব্যাল ;—উমা ভাল পর
বেঁদি রাজে, শিবকে চন্দ্র ভাল
বসন ধরে সা বি সুত অম্বে, বাঘাম্বর ত্রিপুরার ;—
দীন শিব মেয় কৃপা কর শম্ভো। নিজ ভক্তন প্রতিপাল (২৯২)

রচয়িতার নাম।

ভূপালী কাওয়ালী

(অজ্ঞাত) চতুরঙ্গে সবে মিলি গাওহী গুণী
তাল তান সুর লয়কে দেখ্‌কে, অতীত অনাঘাত, সম বিষম
স ম গ প, প ম ধ ম গ ধ স, ধ স, ধ ধ স স গ গ ধ ধ ধ ধ স স স ধ প
ধা কিটি২ কিটি ধুম্ কিটি২ কিটি, ধ কিটিতাক্ ধুম্ কিটি তাক্ ধা, ধা কিটিতাক্ ধুম্ কিটিতাক্ ধা কিটিতাক্ ধুম্ কিটিতাক্, কেড়্‌না কেটে তাক তেরেকেটে নাগ ধা (২৯৩)

ঐ। আড়াঠেকা

ঐ পব দেশোয়াঁ, আয়ে যা, চল ত হঁ এ এ এ
আওবে গোসাঁইয়া এক্তেনি মিনতি তোসে, ও নবীন নেই কেয়সী, এ পব দেশোয়াঁ (২৯৪)

হাম্বির তিওট

বাহাদুর খাঁ চামেলী ফুলি চম্পা
গুলাবা গেঁধা লাইও বে মালেনিয়া, হাবোয়া নও সাকে গলে ডাবোয়া
মহম্মদ শাহে মোতিয়নবো সাহেবা, এচ্ছা বানেবা,—আউর শাহে শোহে সেহাবা (২৯৫)

ঐ। মধ্যমান

(অজ্ঞাত) শোন্ তো জানি যা আলবে মিয়া
এই গাঁ দেঁবা, করম কবে বে খো নজর কর নিয়া।
দম্ পর দম্ সাঁড়ি, এই সবে মিয়া, এই গাঁ ইসকো দিনারে (২৯৬)

রচয়িতার নাম।

হাম্বির কাওয়ালী।

(সুজাত) বানে ঠানে কাঁহা চলী
এসিকো মন ভাঁওয়ে, সুন্দর সোলেনা কানূহাই
এসি দেখোঁ তুজে কো, তুঁজেকো চন্দ্রমা, ছায়ালোকা দেখ্‌
দেখাই (২৯৭)

ঐ ঐ

ঐ ওদের্‌ তান্ন দেবে না দিম্‌ ২ ৩০৬)
তাদিয়ানাবে, তানা দেবে না তোম তদারে দারে দানি,
তদাবে দানি, দিম্‌ তদারে দানি
ধেতে লাগে দিম্‌ তান্নাবে, থিয়াইয়া২ ;—ধা কিটি ধুম্‌ কিটি তেরে
কিটি তেবেকিটি, তাক্‌ ধেলাং ধুম্‌ কিটিতাক্‌ দানি (২৯৮)

ঐ একতালা

ঐ দেব২, তেলে না নাদেব্‌ দেব তোম্‌
দেব্‌২ তোম্‌২ তদারে দানি, না দের২ দানি তোম্‌ দের২ দানি, ও
দেব্‌ না দিম্‌ তানা দেরে না
না দের২ দানি তোম্‌ দের্‌২ দানি, তোম তদারে তদারে দানি, না
দেব্‌২ না দের্‌২ তোম্‌ দের্‌২ তোম দের২, তোম তানানা
তদারে দানি॥ (২৯৯)

ঐ ঐ

ঐ তেলে না দেব্‌২ তোম্‌
দেব২ তোম্‌ দেবে দানি দেরে দানি, তা না না দেব্‌২ দানি তোম্‌
দেব্‌২ দানি, তোম্‌ তানানানা তানা দেরেয়া তাদের্‌ দানি
নাদের্‌ দেব্‌ দানি তোম্‌ দের্‌ দেব্‌ দানি, তোম্‌ তানানানা তানা
দেবেয়া, ওদের্‌ না তা দেরে দানি দিম্‌ ওদের দের্‌২ দের্‌২
তোম্‌ দের্‌২ দেব্‌২ দেব্‌ তোম্‌ তানা নানা, তাদেব্‌ দানি।(৩০০)

রচয়িতার নাম।

কেদারা আড়াঠেকা

(অজ্ঞাত) তু ধন্য ধন্য রে
ধন্য তেরা ভাগ যো তু সো মেরা, ঘরে পিউ প্যারে।
যো তু সবস বস, কি ভাওয়ানাকে, তু সবে সামে রা, বাজ ছলাল
রপ (৩০১)

ঐ ঐ।

শিখে হো ছলবল নট নাগর
এ রি নট নাগব।
মদন মোহনকী, মধুর মূরতি হায়, এসে গুণ সাগর। (৩০২)

ঐ ঐ

ঐ ঝিনি ২ চাঁদনী
রাতাদিন মেরা, বন্নে ভিনে রা হাম কহে পিয়া কহে, কর বাত।
দারুরী সুবাহি, মে বহতে সুখ বলা, দারুরা পিয়ালা পিও রাজা।
(৩০৩)

ঐ ঐ

ঐ রসিলি তু চলরে বৃথ ভান দোলাবি
দদতন সুত রেপ গত চল রাখে, চাহত রসকে বিহারী।
পশুপতি তিলক তাসরেপ, পাধাড়ো বেগ চলো পাগ ধারি, বীত মাস
শ্যাম মেয় তো ঠাড়ে, কুঞ্জভবন বনয়ারী॥ (৩০৪)

ছায়ানট। তিয়ট

ছোট মিয়া। দেরে ২, তানানা তানা দেরে না।
তানা দেরে না, তানানা আ আ আ, আ ২-আ ২ আদানি।

দ্বিতার নাম।

(অজ্ঞা- নাদের দের্ দিম্ ২ তানানা ২, তানা দেরে না তানা দেরে না তা
ত।) দানি ,—স স গ ম পপপ পম, ধধ নীধপ, সা নী ধ পপ, রে রে
গ ম প গগ রে রে সা (৩০৫)

ছায়ানট তিয়ট।

ছোট্ মিয়া। নে বরকে-এ এ ঝঙ্কার।
রে শুনা যাউঙ্গি, এ ভরি গা
* * * * ॥ (৩০৬)

(অবশিষ্ট ভুলিয়া গিয়াছি)

ঐ। একতালা।

(অজ্ঞাত) পন নবেবে, বানায়ে থাবা আয়া
রহজন কো রহসে ২ গাবে মা লাগায়া।
শাশ ননদী ডর মোহে, সরস লজ্জায়। (৩০৭)

সুরট তিয়ট

ঐ মোতিয়া মাঙ্গ দে, ধীরে মুজে বোলো।
এতনী আরজ, সতীন্কি বড়াই কদি নহি ভুলো।
মৈ তেরি দাসীয়ারি, তু মেরে সাহেব, আপনা দি লৌদি কুঁজী মুলে
খোলো (৩০৮)

দেশ ঐ

ঐ এয়সী চঞ্চল নার, জল ভরণ যাতে, কাণমে কুণ্ডল গল মোতিয়া
দে হার, নয়না রসিলে মন্দর হি সি চাল
মোর মুকুট মাথে, তিলক বিরাজে, বনশী কি ধ্বন শুন, হোই নিহাল।
(৩০৯)

রচয়িতার নাম

মিয়া মল্লার। ঝাঁপতাল

তানসেন গরজে বরষে বাদরবা আয়ে সো অব, ননি ননি বুন্দন, ভিজত্
হৈ স্বজনয়
শুভ ঘরি, শুভ দিন মুহুরত, আনন্দ ভরা ঘর অঙ্গনয়া সো অব॥ (৩১০)

মল্লার মধ্যমান

(অজ্ঞাত) আওয়ানা কি ধন মন সয়ই হো।
ঋতু যাত বরখাই, আউর ঋতু আই হো
লিখি ২ পাতিয়া ভেজ পাঠাওয়ে, পিয়াকো কহি না শুনাও, দাদরা
মোরা পাপিয়া বোলে, পিউ নট নাই হো (৩১১)

ঐ। কাওয়ালী

ঐ পিয়াকো কহিও আওয়ানা কো
ধন পীত যাত বরখা ঋতু আই হো
লিখি ২ পাঁতিয়া ভেজ পাঠাওয়ে, পিয়াকে যাকে শুনাও, দাদরা
মোরা পাপিয়া বোলে, পিউ ২ বস লে চল॥ (৩১২)

ঐ ঐ

ঐ হিরা লাল মণি মুকুতাওয়ে
তক্ত বানাওয়ে নগেন্দ্র ভাঁওয়ে, তা পরি বৈঠে বাহাদুর পাতসা,
মই খর সব হিরে ধার।
এ সব করী যাত বানাওয়ে, শ্বেত ছত্র শিরসে চান্দ আওয়ে, আওয়ে
পাতসা ;—ঝল্‌মলাওয়ে ২, গুণীজন মিলিবা মল্লার গাওয়ে,
দেব ২ ইন্দ্রজিত কী, দরশন পাওয়ে। (৩১৩)

রচয়িতার নাম।

মল্লার কাওয়ালী

(অজ্ঞাত) উমড়া গুমাড়া ঘেরে আই বাদেরোয়াঁ।
গরজে ২ গরজে ২, গর জে গর-জে বরখা নিকো ধাওয়াঁ।
একে আঁধিয়ারি কারি, চুজে বিজলিয়াঁ, কৌনে আখাঢ় মাস পিয়া এ
মন্ দেলেবা। (৩১৪)

ঐ। ঐ।

ঐ উমাড়া গুমাড়া ঘন গরজে।
বরষত বাদর চল্ বে পুরাইয়াঁ, থরং কম্পমানয়া বিরাজে,
জটাজুট শন্ শনা নানা নানা নানা
পবন চলত শন্ শনানানা নানানানা, ক্রম পল্লব সব ফুলে ;—ভ্রমরা
গুঞ্জর বোলন বন্২, চাতক দাদর মৌরা বোলে রে (৩১৫)

মেঘমল্লার। মধ্যমান।

তানসেন এ মেঘে, বরিষণ আওয়ে দেরে পানি।
পৃথিবীয়ান অব বাদেবা হো
চন্দ্র সুধাংশু সেবা, রস রঙ্গিলা, অব বাদেরা হো
সাঁচ দেলে পাওয়েনে ডোরা, ইন্দ্রলোকে,পাতাল লোকে বাসুকি
মিয়া তানসেন সাহে, পুরাণে পড়ে তান, আকবর সা গব
গায়ে, অব বাদেবা হো (৩১৬)

ঐ আড়াঠেকা

(অজ্ঞাত) আই হো খেলনে কো সব বন বন চুণ্ডি
এক ঢাকা কড়ে, এক মৃদঙ্গ বাজাওয়ে, একে একে নাচত গাওত
(৩১৭)

রচয়িতার নাম।

জাজমল্লার। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) পাপিয়া বোলে, তোরে আঙ্গনাওয়া, তরফেং নিদ, মেয় কো না আওয়ে
আখিং রাতিয়াঁ, শরদ কোয়েলিয়া, পিযাকো লাওয়ে। (৩১৮)

ঐ। একতালা।

ঐ ননদিয়া তোরা ; বিবারে
আওয়ে কল্যাণ পরুই মেয়কো, ও নবীনা এ দারুবা পিও, মোরা রে সোরা। (৩১৯)

সুরটমল্লার। কাওয়ালী।

অমির্চাঁদ মেঘ তো, উনকে দরশ পিয়াসী।
যিন্‌কে ঋষি মুনি ধ্যান ধরত হ্যাঁয়, যোগী যোগ অভ্যাসী।
যিন্‌কো কহত হ্যাঁয় অজর অশোকী, আশ্রয় যিনকো হ্যাঁয় ত্রিলোকী,
না ও জনমে না ও মবে, অকাল পুরুষ অবিনাশী।
অভেদ অচ্ছেদ অনন্ত অবর্ণ হ্যাঁয অক্ষয় আউর অনাদি ;
অচল অমূরত আউব অনুপম, প্রভু পূরণ সর্ব্বনিবাসী।
অতুল বল যাঁকো অটলরাজ, সৃষ্টি সকল হ্যাঁয় দাসী ;
অমিচান্দ যিন্‌সে প্রকাশত রবি,শশী বায়ু অগ্নি প্রকাশী (৩২০)

গোঁড়মল্লার। ঐ।

(অজ্ঞাত) ঝিল্লী ঝনকত, ঝমকত বাদর ; চমকত যোগিনী, দমকত দামিনী, ওঁর ভই বেলিয়া হরি হরি।
গরজত ঘন, দমকত ধরণীধর, বোলত পাপিহন, কারী কোয়েলিয়া ঘরি ঘরি। (৩২১)

রচয়িতার নাম

কামোদ। মধ্যমান।

(অজ্ঞাত) বরখণে লাগে মেহ, হারোয়া, পিয়াকো মিলন ক্যায়সে
আউঁ স্বজনি
নিশি আঁধিয়ারি, গরজে বাদরওয়া, চমকে ২ বিজলী চমকে,
ডর প্যউঁনি (৩২২)

ঐ। টিমাতেতালা।

সদারঙ্গ। নভেলি লা ডৌলি বাধিকা (প্যারে)
লাড কবণু, লালন শুনত; হঁস রসকে বাতিয়াঁ করত
প্যারে ২
বহসে২ ডোলে অঙ্গনমে, সঙ্গে লিয়ে থব নিপুব বারি প্যারী, অচল
যৌবন ঢং সদারঙ্গে, আউবে শীতল বাঁতে প্যারী (৩২৩)

কানড়া। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) এসি চাঁদনী রাতি; পিয়া মেরা, মধুকা করোঁ, ভর দেহ
মাঙ্গায়ে
মতিয়ানা থার ভরে, চৌমুখ দে আববায়, রহসে মঙ্গল
গাওয়ে (৩২৪)

ঐ। একতালা।

সদারঙ্গ। চটা কেঁউ না বোলিয়ে?
হেরি মায়েরি লালে, রস কি রসালে।
ইথে উনকী হিত কি ছবি, বানাওয়েজে সদারঙ্গ কি
পোক্তান। (৩২৫)

রচয়িতার নাম।

দরবারী কানড়া। কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) চতুর কলালিয়া হিঁ ভর লে আওয়ে, পিবেতা তোমে তো
ঘর আওব৩ এবা হো তুম, কাহেকো জান২
প্রথম চুহ৩ পিছে ভর ভর পিয়ে, তেঁই শিখ হো রস গুন বিদ্যা
জান২ (৩২৬)

বাগশ্রী। মধ্যমান।

ঐ গোবে ২ মুখপব, কেশব শোঁহে; আউর শোহে নয়না
কাজবা রে
শীষে ফুলি, কণ্ঠে মালা মোতি, আউব শোহে নয়না
কাজরা বে (৩২৭)

সাহানা। আড়াঠেকা।

ঐ আচনী কি বণি সোলে ভান বানেরা।
বিনা দেখোঁ জিয়া, ঘায়েলা বানেরা।
সব অবলিয়া মিলি, দেওত মন্নাবথ, পাওবত রাগ সরস,
সুর সাহানা (৩২৮)

ঐ। কাওয়ালী

ঐ ফুল রহী কলিয়াঁ, মধুবন।
সুমন বাগকে গলিয়া চলিয়া।
তরুবর পর কোয়েলিয়া বৈঠে, রঙ্গ বিরঙ্গ চাখত মিঠী, অলিদল
পিয়ে মধুয়া, জুহি বেলী কেশর চামেলিয়া (৩২৯)

আড়ানা। আড়াঠেকা।

ঐ পিয়ারবা আইল মেরে গলিয়া।
সুখ সো করহি শিঙ্গারবা
সব সখীয়ন মিল, গাহ সুমঙ্গল, ঘবে২ বন্দনবার বাঁধো (৩৩০)

রচয়িতার নাম

আড়ানা একতালা।

হরদাস বংশী বাজে শ্যাম, ফে কোন্ রাগে তান
চরাচরগং, সুর নর মীন, ব্যাকুল ভেই এ তিন ভুবন
স্থগিত রবি চন্দ্র পবন, যমুনা বারি বহে উজান, গাভীগণ খাওরত
চরন, ভুলি সব তুলি বয়ান
মৃত তরুগণ পাওয়ে জীবন, মুনিগণ গাওয়ে নারায়ণ, যোগীজন
ছোড়ে ধ্যান, প্রেমবারি বহে নয়ান, (মুরলী কি ধ্বনি
শুনি) ;—উনঞ্চাশ কোটি মুরলী তান, অচল গলিত জল
সমান, হরদাস কহে ডগর বাণী, ভরসা প্রভু তেরা
চরণ (৩৩১)

বাহার কাওয়ালী

(অজ্ঞাত) চতুরঙ্গ ঐসে বনাইয়ে
গাইয়ে গুণী তাল মান ঔর সবস বোলপড় অচ্ছব পটবী
বৈঠাইয়ে ; গাওরত সব অলঙ্কার যত গুরুকে চরণ পর
দানি নাদের দের্ না দের্২ ;তোম্ দের্২ তোম্ দের্২ তাদের্ না
ওদের্ তানা দেরেনা দীম্ ; ও তা দানি দানি
সা মা পা মা পা গা মা ধা পা ধা, ধা নে সা ধানে সা ধানে সা রে
সা নে ধা,সা রে গা রে সা ধা পা ;—ঘেঘেতা২ তেরেকেটেতা
তেরেকেটেতা তেরেকেটেনাক্ ধুম কেটে তা ধা থুনা ধা থুনা
নাক্ধেৎকেড়ান্ তেরেকেটে তাক কেড়ান্ ধা ধা কেড়ান্
কেটে তাক্ তেরেকেটে নাক্ ধা (৩৩২)

বাহার আড়াঠেকা।

ঐ যৌবন মদ মাতি, এতি ডোরে নারে সমবে সমর
শ্রবং রাখত হি, পিয়া মোবে অনেক বারে ভালা, যো তু দেখাও
তাহি, ওয়াহি পে বাহার। (৩৩৩)

রচয়িতার নাম।

বাহার। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) ফুলি ফুলাওয়া, আবি
আবে ফরে, আম্বয়া কি বৌলা, গুঞ্জরে ভৃঙ্গনকী হার,
কুঞ্জভবনে সোঁ।
ভৃঙ্গনকী হাব, ডোলে কুঞ্জভবনে সো, মেয় বিরহিণী কো শাতাওয়ে,
আজু॥ (৩৩৪)

ঐ। ঐ।

ঐ টেশু ফুলে
আম্বয়া বন বাগান; বোলে ডোলে কোয়েলিয়া।
গুঞ্জে২ গুঞ্জরে ভ্রমরা, পাপিবা ফুকারে, পিউ২ পিয়া। (৩৩৫)

আড়ানাবাহার। কাওয়ালী।

ঐ সঘনে ঘনে ইয়া মুরলিয়া
ভরে, যৌবে ভরে তান ফুকাবে মিলিয়া; খিলিওয়ালে
লালে ওডলা।
লাল ডাভ কেতয়া এরি মায়ী, ভ্রমরং কপোতী কোয়েলিয়া বোলে,
সবস রঙ্গ সোঁ;—বৃনিলে বৃনিলে, সংযমে লাগি হেলে
ডোলে। (৩৩৬)

শঙ্করা। আড়াঠেকা।

ঐ সমরত প্যারে নিশি দিন তেহারে নাম।
জপ তপ করে, ধ্যায়ে তেহ্যারে গুণ, রসনা অলস বশ অনুবাগে॥
(৩৩৭)

ঐ। ঐ।

সদারঙ্গ আদি মহাদেব বীণ বাজাই
পাই নিয়ামত খাঁ পিয়াবে, পরম সদারঙ্গ করম দেখাই

রচয়িতার নাম।

সপ্ত সুরকো তিন গ্রামকো, উনঞ্চাশ কোটি তান, গুণী গণকো
সমঝাই (৩৩৮)

মারু বেহাগ। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) মুখ ছবি দেখেঁ হো নন্দ ঘরণী।
শরদ নিশিকো অংশু, গলিত ইন্দু আভা হরণ।
ললিত শ্রীগোপাল লোচন, লাল অংশু ভরণ, মানহুঁ বারিজ পত্রকী
বিভ্রম (৩৩৯)

বেহাগ। ঐ।

সদারঙ্গ। বালামারে মোরা মন কি চিন্তে; আনাদেহো আনাদে
ও মিত পিয়ারোয়া
সদারঙ্গে গুণ গাওয়ে বিদাশোয়া, সুখালি দানি সোহানা সে,
ও মিত পিয়ারোয়া॥ (৩৪০)

ঐ। একতালা।

(অজ্ঞাত) পড়হুঁ পায়
প্যারে মোরে আজকী রয়না জিন জাগাওয়ে।
সব নিশি বীতি, তোমারি ওয়াদে, লঙ্গী ববেইয়াঁ, গরহুঁ লাগাওয়ে
(৩৪১)

ঐ। কাওয়ালী।

ঐ ক্যায়সে কাটোজি রয়না, সো পিয়া বিনা।
একেলি জাগি স্বজনি আজু মরি মা, নয়নাসে নিদ না আওয়ে
চড়ি সেইয়াঁ।

রচয়িতার নাম

একে বসন্ত সুগন্ধ পবন চলি, ছজে ফাগুন তিঝে গৌএরি, কুহরে
কোয়েলিয়া বোলে লাগি, সব ক্রমন গরি ম (৩৪২)

বেহাগ কাওয়ালী

(অজ্ঞাত) এতে গেতে গামিনী রে, তেবে সুন্দর সোলেনা মধুকে
অঙ্গন সো মন, মদভর দেখো, চাঁদেনী রাতি রে (৩৪৩)

ঐ। ঐ

ঐ দারা, দিম্ তানানা দের্ ২ তাম্সুম্
দের ২ তাম্সুম্ তাদের্ না, ওদের্ তানা দেরে না, দিম্ তোম্
তায়াবে, তোম্ দের ২ দের নে তাদানি।
দিম্ ২ তোম্ ২ তানা নানানানা দের্ ২ না রে, নে তানা দিম্
তাদিয়ানাবে, তোম্ দের্ ২ দের নে তাদানি (৩৪৪)

মালকোষ। আড়াঠেকা।

ঐ মেরা গর আইলা
প্যারে আজু করোঙ্গি আধা বঙ্গিরে।
আতর আরগ বেয়সা, কৌন্দ ফুলনকী শেষ বিছায়া হো, গোতিহার
গর ডারা (৩৪৫)

ঐ কাওয়ালী

মধ্যবঙ্গ। লাগি মোরে ঠুমকে পালঙ্গি না
রি ননদিয়া, থব বিরও মোহে, কহত পাঁও এরি বাজে
ঘুঙ্গুরিয়া
তনমন ধন নে চাসব কবহুঁ, সদারঙ্গে পিয়া লাগত নিকো,
গোবে গাতে মেয়া যাত মন্দবিয়া (৩৪৬)

রচয়িতার নাম।

মালকোষ। কাওয়ালী

(অজ্ঞাত) দিম্ তা নুম্ তানা দেরে না।
তানা দেরেনা ২ দিম্, তানা নানা নানা নানা, না দেম্ ২
দের্ দানি ২ ওদারে দানি
ওতানারে ২ দিম, থিয়াইয়া ২ থিয়াইয়া ; ধা কেটে ২ কেটে ধুম্,
কেটে ২ কেটে তাক্, ধা কেটে তাক্ ধুম্ কেটে তাক্ ধা, ধা
কেটে তাক্ ধুম কেটে তাক্ ধা, তদারে দানি (৩৪৭)

সোহিনী বাহার। আড়াঠেকা।

ঐ মেরা মন চুরি, কবিন্সি রে
যৌবন ধন মেরা, সব গেই রে
এগবন গুঞ্জরি, ফুকারত শুক শারী, আউর যেতি ব্রজনারী, মগন
ভেই রে (৩৪৮)

ঐ। ঐ।

ঐ সো লাগে মেরে নয়নুয়া তুম সেবে
শামলী সুরত রস ভরি আঁখিয়া, বিন দেখে নেহি চায়েন জিয়া
কোয়ে (৩৪৯)

ঐ। ঐ

ঐ কাল্সে তো বেকল হ্যায়, ইয়াব কেসা তুঝে আজারে হ্যায়।
সরজ্ তেরি দেখ্কে, কাহলে লাগে ও তবীব হরকীজ নেহি বাঁচনে,
কো তু ইস্কি কেয়া বিমাব হ্যায়
রাত্কো তু ছিপ ছিপ্কে, যাতা হ্যায় বহাঁ মহেরু, সচ্ ব তাও লাগি
লগন, কিস্সে নই পেয়ারা (৩৫০)

রচয়িতার নাম।

পরজ। আড়াঠেকা।

সদারঙ্গ। ঠাঙ্গরা রে মহারাজ।
আইয়ো মেরা গর, পৌঁড়া মেরা আরজী, হো রাজা
সুঘরে মহম্মদ সা, রঙ্গীলা ছবিলা গর লাগিলা, সদারঙ্গ করো হো
খোস্ হামে। (৩৫১)

ঐ। ঐ।

(অজ্ঞাত) মারেরি নন্দ ২ মুরলী ধ্বন বাজত; নিরতত কুমার কাঁন্হাইয়া।
য্যায়সে নিরমল, শরদ চাঁদেনী, ত্যায়সে নন্দ দুল্হাইয়া। (৩৫২)

ঐ। ঢিমাতেতালা।

ঐ উনাডা গুমাডা ঘন আওয়ে, আওবে।
বাদেরে মিয়া, মাডরিয়া চাহে দারুরা।
মেরে খাওয়া কেটে তাঁডি, জানে সেলামত, মহে প্রবঞ্চন না চাহে
দারুরা। (৩৫৩)

ঐ। জলদ একতালা।

ঐ ফুলুয়া বিনত ডাবে, ডারে গোপীনকী সঙ্গ কুমার, চন্দ্রবদন
চমকত, বৃখভানুকী লালীরি।
অয়ি চঞ্চল কুমারী, আপনা অঞ্চল সম্যারি, আওবত ব্রজ নন্দলাল,
ছিননকী আলি রি। (৩৫৪)

বসন্ত। কাওয়ালী।

ঐ চলো সখি খেলিয়ে বসন্ত বাহার, খোয়াজাকে দরবার।
খোযাজা মন মন হের মৈ চলীরে, ভর মোতি অনেক থার (৩৫৫)

রচয়িতার নাম

পঞ্চম। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) কেঁউ মন ভুলা হৈ রহ সংসার সাব
মন মত দে তুক করলে গুজারা জারা
ইস্ জগমে সুখ নিত্য কভু নাহি ভাই, ইহ তো হৈ, ঝ্যায়সে পানীকি
ধারা ধারা (৩৫৬)

কালাংড়া। কাওয়ালী

ঐ ঘরি পল ছণ গুণী গাওয়ে ত্রিবটকো
গাওয়ে, বাজাওয়ে, রিঝাওয়ে হাসন জীকো
ধা ধা তেবে কেট তেবে কেট তেরে কেট, নাক্ তাক্ তেরে কেট
ধেন্ত্রা ধা ধি ধেন্ত্রা ধা ধি কেড়ান্ ধা
না দের্ দের্ দানি তোম্ দের্ ২ তা না তোম্ দের দের্ দানি,
তোম্ দের্ ২ দের্ ২ দের্ চতুর গাওয়ে, সুঘর বাজাওয়ে,
সব গুণীয়নকে ভেদ ন পাওয়ে,—ক্রেধান কিটি তাক্ তাক্
ধুম্ কিটি তাক্, ঘরি পল ছং গুণী গাওয়ে;—যো গুণী হোয়ে,
ত্রিবটকো বাজাওয়ে, উলট পুলটকো ভেদ ন পাওয়ে, কেড়ান্
কিটি তাক্। (৩৫৭)

ঝিলফ। ঐ।

ঐ তা সুম্ দেবে না দীম্ তা নেতা নাবে নারে, নেতান্না তা না
নে তান্নারে, আলালুম্ আলালিয়া লিয়লুম্ আলা আলা
লাংরে
ধে তোম্ তা নাবে নারে, নে তান্না তা না দেবে, তানা দেরে
তা দা রে দানি দীম্, তান্না তা না নে তা নে তান্না তানা
নে তান্নারে, আলালুম্ আলালিয়া লুম্ আলা আলা লালে।
(৩৫৮)

রচয়িতার নাম

ললিত। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) ভোর ভঁয়ে যশোবা জননী, মুখ চুম্বন দেবে গোপাল না কেবে।
উঠ মেবে লাল, মদন গোপাল, বতিব পরেশ মাখন খাও
গোপালা
শ্রীবৃন্দাবন গেও, আনন্দ কিও বে, শ্রীযমুনা শ্রীকো গহন চর্‌য়ন
কেবে (৩৫৯)

ঐ। কাওয়ালী।

ঐ পিয়া পিয়া বটত পাপিয়ারা বোলে।
আওরে কোয়েরিয়া সখন দেত ম্যায় পিয়াকে মিলন কো।
ঝিঙ্গর ঝিঙ্গার দাদর বোলে, মৌর ন কুকত বন বন ফেরে, অথর
শুনি মন রঙ্গ প্রীতম কি, মগন ভয়ে সবহিকে হিয়ারা (৩৬০)

রচয়িতার নাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

টপ্পা ।

ঝিঁঝিট। মধ্যমান।

শোরী মিয়া সরমা দিয়া নিয়া
তুগ্‌লে, নালে, গেল্‌হাঁ, কেরে হো মিয়া
বাঙল দেশোয়াবিবে, বিরণাদি পোঁহে মিয়া ; তেভি কসম নেহি
খাঁ দিয়াঁ, তুগ্‌লে নালে গেল্‌হাঁ কে রে হো মিয়া (৩৬১)

ঐ ঐ

(অজ্ঞাত) কানমে বাঁশরী বাজাই। এ কান্‌হাই
তেনে মুরলী কি তান শুনাই (মনমোহন শ্যাম)।
ক্যা তেড়ি শুনি বাওরী বাওরী, এবসে বাজাই তেড়ি
রাম দোহাই।
হবে হরে বাঁশকা, বাঁশরী বানাই, মোহে লিয়ে মন মেরে বি (৩৬২)

ঐ। আড়াঠেকা।

শোরী মিয়া। ইয়ার্ ইয়ার্ হুঁদাবে জানী, বখেড়া দিদার
অরি যো মর্গ শরা ইস্ক্ দিবানাবি মদ্, কেয়া সক্ক্রায়ু সৈদা
বাদন মুদ্ জানী, বখেড়া দাব।
অরি যো মর্গ শরা ইস্ক্ দমগনিমে থোড়া,শোরী কহে॥ (৩৬৩)

লুমঝিঁঝিট। ঠুংরি।

(অজ্ঞাত) কেয়া করুঁ স্বজনি, পিয়া বিন, কেয়া করুঁ স্বজনি।
পিয়া বিন বাতা হৈ যৌবন মোরি, কৌন দেশ বিলম্ রহেঁ হৈঁ,
নহি আয়ে দিলবর্ মেরে

রচয়িতার নাম

উড়ি২ কাগা যা দচ্ছিণ কো, খবর লে আয় মোরি পিতমকী ;—
মোরী বালা যৌবন কহা ন মানে, নদীয়া ভরগই শাবণকী
লিহে গাগব সাগর কেলি করে, কংকর মারে গিরিধারী ,—মোরি
গাগরী ফুন্ গই, চুনরী ভিন্ গই, শাশ ননদী ঘরে দি গারী ॥
(৩৬৪)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। মধ্যমান।

শোরিমিয়া মহেড়া বালামা হুজে, আর বে
মত কয় দে প্রকিতি, ভুব চঞ্চল জটী, শরী ফকীর্ রুপা,
নটকানা দে। (৩৬৫)

খাম্বাজ। মধ্যমান।

ঐ মিয়াবে জান্হু ডা'ক', সোঁড়া।
মেয় তু তেরে বাঁদি হো-ও-ও রেইয়াঁ।
তুমে তু যা নয়না বা গুমানেড়া ; মেয় তু তেমে বাঁদী হো ও ও
রেইয়াঁ। (৩৬৬)

ঐ। ঐ।

ঐ ভলাবে জটি জোর, জোর মৈ বাবি, বন্দিয়া মৈ না
সাঁডিবামে নাহি।
লে চলত, চিত্ত মহবুব দে থানে, বন্দিয়া শোরী টপ্পেদার। (৩৬৭)

ঐ। ঐ।

হাম্‌দম্।০ যব তুমে পীত শুননি জনিয়ার।
হারে মে তেনে হেঁ, লাগাদি ভালা সাঁড়ি ভালা, মেলা
হাম্ দম্

রচয়িতার নাম

হামসের পুরজে মুবিয়াঁ, মনমে খ্যাল সে ; চক্‌নম্‌ চশ্‌মে বদখোঁ
নকুনাদ, বর্ষণে আওয়ে (৩৬৮)

— —

খাম্বাজ। ঠিমেতেতালা।

(অজ্ঞাত) মেষ, না খেলোঙ্গি তেবে সনে হোবী (কান্‌হাইয়া)
টিট লাঙ্গাবোয়া, বরজ না মানে, ভরে ভরে মারে পিছকারী (৩৬৯)

ঐ। ঐ।

ঐ হা ধুনা মুরলী মধুর কেঁহি বাজি রে।
মধুবন কুঞ্জন কি দেখো মেখি আলি, নিদ নাহি আওবত মেবা তো
সগরি রয়ন জাগি রে
সপ্ত স্বরণ মন মোহ লিয়ো হ্যাব, ব্যাকুল ভেঁই ধুন শুন্‌কে মাবে,
কোন মতন্‌ সে বাঁশিয়া বাজাওয়ে শুনত রোখত পিছ
খাড়ি বে (৩৭০)

ঐ। ঐ।

ঐ মেরকো নিদিয়া ন জাগাও আজ গারি দেউঙ্গি
এয়সো ছল্‌ বল্‌ তুস কি নাবি, সতীন সঙ্গ পীত কিয়ে কি কছু রীত
ন জানি, সনদ পিয়া সে কর জোর হরি (৩৭১)

ঐ কাওয়ালী।

শোরিমিয়া খেড়াদাবে নাওবিন জান দি কিবে শোরি তেরে।
বট খেড়া দিয়া বে, লেপ ধোলাইয়াবে মিয়া, শোরি দা চেবা মেম
গছান দি কিবে শোবি তেরে। (৩৭২)

রচয়িতার নাম

খাম্বাজ। কাওয়ালী

(অজ্ঞাত) সাজিয়া পবহাঁই দিনি যা শ্যামে হো।
সাজিয়া পরহাঁই আব্ দেনেন্‌কি, অথবা পিছে২ তানি।
শ্যামলী সুরত, রসভর মুরত, পধারি কাউর নটকায় (৩৭৩)

—— ——

খাম্বাজ। কাওয়ালী।

ঐ ছোড়ি দে মেরি এ বেইয়াঁ (ভালা সেইয়াঁ)
বিনতি করতুঁ হায় পড়ু তেরে পৈঁইয়া; বারে২
সমঝাইয়াঁ
রুমুকু ঝুমুকু মেরি, পায়েলী বাজে, জাগত শাশ জঠনিয়া (৩৭৪)

—— ——

ঐ। ঐ

ঐ চিত্ত বন নয়নু দে
কাটারী হো-বাজা
একে ত কাটারী মুজে, বিরহন মোরি বে, দুসরা কাটারী ভালা,
নয়না তেরা রে (৩৭৫)

—— ——

ঐ। একতালা।

ঐ নিপট নিঠুর নটবর বর, ডগর বগর ঘেরে।
এতেনি শুনি ছল বল না, দুরজন হুঁই সাকাওয়ে, নিঠবি২ করি২
করি, মেরা অঙ্গ হেরে (৩৭৬)

—— ——

ঐ। ঐ।

মহম্মদ সা এতেহি রঙ্গিলা, নন্দুলা বানেবা।
মহম্মদ সা পিয়া, এতেহী রঙ্গিলা, সুঘরে রসিলা, ছবীলা বানেবা
(৩৭৭)

রচয়িতার নাম।

খাম্বাজ। একতালা।

(অজ্ঞাত) টপকত ঘন-গরজত, বনে বোল বহি মোরা রে
নিশি আন্ধিয়ারি কারি, বিজরী চমকে, দ্বারে ফিরে কুঞ্জে২,
নন্দজীকি ছোরা রে। (৩৭৮)

ঐ ঠুংরি।

ঐ গোহে, আন আচমক ঘের লয়ি, নট নাগর সুন্দর শ্যামরিয়া।
ঘরসে যমুনা জল ভরণে চলি, সঙ্গ নাগরিয়া লিয়ে গাগরিয়া।
ঝুক, ঝমক লওন সে নিকশ পরেহো, মেয় কাঁহা কহুঁ বাকি
লাবরিয়া
হাঁস, ঝপট ঘুঁঘট পট খোল দিও, নটকার নয়ন করি বাবরিয়া
সব সখী সঙ্গকি বেজ ভজি, মোহে ছাড় একেলী ডাগরিয়া।
বৃখভান লাল মেরে টেড় শুলো, বল হিত প্রয়াল পর পাবরিয়া। (৩৭৯)

ঐ। ঐ।

ঐ নিবদয় শ্যাম নে তোড় দয়ি, পন ঘট পর মেরি গাগরিয়া।
যব নীর ভরণ ঘরসে নিকশি, এক কাক বোল গেও মাগরিয়া।
দচ্ছণে দয়ি জার বিসার গেও, বাঁয়ে মৃগ ছিকত ছাগরিয়া।
সঙ্গকী সখী সব নিকশ গেয়ি, যো থি সব গুণ পূরি আগরিয়া।
মোহে জানকি একেলী ঘের লয়ি, বন্দাবন বাবো শ্যামরিয়া (৩৮০)

ঐ। ছেপ্‌কা।

ঐ ভালা, তেসাকি মসকি সেইয়াঁ গাগরিয়া।
জটধারিণী যোগিনী কামিনীয়া
বাগোমে যাতি, ফুল চুনি২ লাতি, ভালা হার গাঁথি, ওরে
মালিনীয়া॥ (৩৮১)

রচয়িতার নাম।

পুম খাম্বাজ। কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) পিয়া প্যাবে, এতেনি আবজ মেরি মান্
মিলন কিও রে আরে মান।
আউর সঙ্গন পিবা, হাসত বোলত হো রে, হাম্‌সে করত গুমান।
দয়া কিসি না করে, জোড় করতু হাথ, রাখ্‌লে মান আ গুমান।
(৩৮২)

সিন্ধু। মধ্যমান।

শোরীমিঞা বে ছৈলা, মান না করিয়ে; সাঁচে রবসে ডরিয়ে।
আও শোরী, মিল পিয়ালা পী লে, সমঝ সমঝ পাগ ধরিয়ে। (৩৮৩)

সিন্ধু। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত) বাজ বালারে, এ খম বারি মারো।
মেয় ত তাঁড়ি দাসেওয়ারে, তু মেড়ু গাহেবালা, কাহে লাগাকে
তু পালা রে। (৩৮৪)

সিন্ধুখাম্বাজ। মধ্যমান।

ঐ চলো সখি খেলিয়ে ফাগ আজু ব্রিজমে (পিয়ারে)।
হোরি কো খেলনা, নন্দজী সো মিল্, না, এক পন্থা দোই কাম আজু
ব্রিজমে (৩৮৫'

সিন্ধু কাফি। মধ্যমান।

শোরিমিয়া। সহর চলা জটী রঙ্গে জরদে গো জরদে।
মেয় ভবর বে ও জটি, তেরি জাদু নয়না বে।
তু ত জীবকো মানন নবে মানদ মতি, শোরি আটকে ভাটকে,
দিলে লাগি সরকার বে মিয়া,—এ জটী তেরি জাদু নয়না
বে (৩৮৬)

রচয়িতার নাম

সিন্ধু কাফি। জৎ।

(অজ্ঞাত) ফাগুন কো দিন চায়, সখিরি আপনা বালামাকো, মাঙ্গনা দেহি

যো কছু মাঙ্গে, সব কছু দেঙ্গি, কান্তে দাওয়া নাহি যায়, সখিরি আপনা বালামাকো, মাঙ্গনা দেহি (৩৮৭)

সিন্ধু খাম্বাজ। কাওয়ালী

ঐ এ শ্যামলিয়া তেঁই ত মন লিহ্ রে।

তেরি শ্যামলী সুরত মেরা মনলি ভাঁওয়ে, চলিং কাস্তে যৌবন রস লিহ্ রে।

অধরে মুরলিয়া বাজন লাগি, সপ্ত সুর তিন গ্রাম বে, গাওবন২ গাওবন রে;—ব্রজকী সখী সব বহ বে মগনা (৩৮৮)

ভৈরবী। মধ্যমান।

শোরীমিয়া। দেলে বরিয়াঁ লালাবে।

সাহা আনাদে; হরমত বাঁদিয়া কাঁদিয়া, তেবি শোড়া বে।

আউর ক্যায়সী দম লালাবে, বোলি বোলাওয়ে, তাওে লাগি শরী সোঁড়া বে (৩৮৯)

ঐ। ঐ।

ঐ সিহ্রি রে সারি রাত তা ঝুম।

তদারে করুণ খিয়া, লাগদি বাঁ দিয়া সাঁড়িবে

জাগত জাগত, নয়নাকী না লাগাদী, সিহ্রি শোরী রে (৩৯০)

ঐ। ঐ

ঐ শীসাহেমে এ দরকে না রুম্

রচয়িতার নাম

বর মিয়া আ-আ রস্, মন বঙ্গে দাকস্
মন মেয়ি অঙ্গমেয়ি, মুশলে পোঁহেলে মণি, বুলবুল শিরুন সুখনিদা
রুস্ (৩৯১)

— —

ভৈরবী। মধ্যমান।

শোরিমিয়া তু কেঁউ বোলিয়া নারবে
বাজন্থ কর চাকরী তেরে।
তন ফুকদা সুখদা গহর, গুলামনবী চুপ রহো ধীরে ধীরে (৩৯২)

———

ঐ। ঐ।

ঐ নিলালে ওয়ালা যৌবন কিসি দানি, কিসি দারে তেবাদা
যৌবন বালা
গুল্‌বি লালা বাকে বাহাবা, গুল্ বিনা পব মানে তে শোবী,
দাগাবাজি গব পব কাবি লালওয়ালা যৌবন (৩৯৩)

———

ঐ কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) তুত দাঁ শিখলায়া বেন মাবি, মিয়া বঞ্জা গরিয়া দেন্দ
শাহু নি
এন তুত দাঁ মাবিবে মিযা, কছু নাহি জান্দা বে মিয়া, ইস্‌কা তুহাদা
সাঞ্জা গরিয়া দেন্দা সাহু কিঁউ আয়া (৩৯৪)

— —

ঐ ঠুংরি।

ঐ পানি ঘটয়া বোখদা কেযসে ভব পানিয়া রে গুরো।
একে ভব ভেয় মোহে, সগরি লোগয়ান কো, তুঙ্গে শাশ ননদী মেরি
বেই রনিয়া (৩৯৫)

———

রচয়িতার নাম।

ভৈরবী। কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) গেরি খুলে হো নয়নুয়া, লাগাওয়ে জাদু ডারা।
নয়নুয়া লাগাওয়ে জাদু ডারা
জাদু কি ডারা, ভালা না কিয়ো রে, বাঁকেয়া নজরা মুজে মারা।
জাদু কি পুড়িয়া, পড়িং মারা, ক্যা করে বৈদ্য বেচারা। (৩৯৬)

ঐ। ঐ।

ঐ তেরি নয়না জাদু ঠারা।
এ জী দিন্ দে সাহা মারা রে
পালে কে না, তেজাং করে, আনামা মারে, ভাতা না পালটি দিয়ু মারা। (৩৯৭)

সিন্ধুভৈরবী। মধ্যমান।

শোরিমিয়া। ও জটী সাহুমান লে, জাদিয়া খাঁ গম্ তেরে মেয় তেরে শোয়ে।
লোগাঁদি বদনামে সোঁ, ডর মত শোরী, তু ত আপনা জনম তেরি সোঁ। (৩৯৮)

ঐ। ঐ।

ঐ হো মিজাযে দি বাহার রবে মিয়া। খেলে সব গুঞ্জে গুল,
গিলা তো কুমরি লালে হাজারে দি।
চেঁক রহি হ্যায় মস্ত বুলবুল, শোরি ফিরে মদ হুঁস, নেলেমে আজানি কর পেযারে (৩৯৯)

টোড়ীভৈরবী। মধ্যমান।

ঐ মেয় লাগী কর যা মন ফাঁশরী।
দেখো জিয়া ক্যাসে গত হ্যায়, চশমত নাহি, কোই আওয়ে মোহে সা শোরো। (৪০০)

রচয়িতার নাম।

সুরটমল্লার। ঐ।

(অজ্ঞাত) মাড়া সখি মাভি রাজা হো, মেয় সুখে গহে দারুবা
এতেনি মিনতি মেরি, মান লে সাঁওয়া, * * (৪০১)

বাগশ্রী। কাওয়ালী।

ঐ মোহে মনাওন আয়ে সগরিবে, রাতিয়াঁ কোন্ সোতেন সঙ্গে
জাগে
সগরি রয়ন মেয়কে তবফত বীতে, ভোর ভঁই গল লাগে।
আওবন কহে গেই আজহুনা আওয়ে, কেম তুতিমন বর
মায়ে। (৪০২)

সুরটখাম্বাজ। একতালা।

ঐ বাদেরে তেয়ে পড়্হুঁ পাউঁ, যাউঁ দেশোয়ারি রে।
মেয় যাউঁ দেশোয়ারি, মেয় যাউঁ দেশোয়ারি বে।
উমাড়া গুমাড়া মেকি তাল, বিমিকি ঝিমিকি পড়ত লাল, টবেবে২
বরষত রহে, পবন ক্যা ঝঙ্কারে বে (৪০৩)

বেহাগ। কাওয়ালী।

ঐ এতেনি মিনতি মেরা রে, উনসে কহিও যা, কাত কহুঙ্গা
আওবন সো পিয়া, হাসত বোলত হায়, কব জোবি মেয় বহুঁ, যব
মেরে পাশ আওয়ে (৪০৪)

মালকোষ। ঐ।

ঐ পাঁও তেবে গুইয়াঁ মেবা এতেনি, সন্দেশ আজিকো
কহিও যা।

রচয়িতার নাম।

যতু মানি আঁজু তুম নাহি আওয়ে, কোন্ ফুলে মারি দেশ বাহার,
হমারি সেঁইয়া কো তুঁই যা কহিও, ফুলবনে কোয়েলন বারি
ফুকারে (৪০৫)

মালকোষ। কাওয়ালী।

(অজ্ঞাত) হা বি মেয় পিয়া সঙ্গে লর প্চ তানি
দেখো এমসী মত কি আনি
নিশি দিন মণ্ডকো কলন পব৩ হায়, শোচত বয়ন বিহানি বি গ্যায়,
তরফ২ মবি বহি ছেজ পব, মীন বিন যেসা পানি (৪০৬)

কালাংড়া। মধ্যমান।

ঐ আয়াবে বাজন মাডা ডাবে।
আরাবে মায় এসি দেবা হেঁ।
তানে ফরমা, আ ফকীরা ধালাবে, লাগাবিধ সাহু ডোলেনাকে
বাঁওয়ারে (৪০৭)

ঐ একতালা।

ঐ রাজাজি থাড়া জোর বিন্ দেশাবে।
পায়েলা গেবি, রুণু ঝুমু বাজে, শাশ ননদী ঘর জাগে, মেয় ক্যায়সে
আউঁ (৪০৮)

ঐ। জৎ।

ঐ আজ সোহাগ কী রাত, বনে সোঁ নেহ লাগায়া।
বনরা কী বনরী, যুগ ২ জীয়ে, বনরা কে উমর দবাজ;
বনে সোঁ নেহ লগায়া (৪০৯)

রচয়িতার নাম

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অন্যান্য।

ঝিঁঝিট। একতালা

তুলসী দাস। সীতাপতি রামচন্দ্র, রঘুপতি রঘুরাই
রসনা বস নাম লেত, সন্তানকো দরশ দেত, বিহসিত মুখ চন্দ্র মন্দ্র সুছব সুখদাই
দশন দমক চঁওর চাল, অমন বয়ান দৃগ বিশাল, ভ্রুকুটী মন মদন পায়, নাসিকা শোহাই।
কেশর কো তিলক ভাল, মানু রবি প্রাতঃকাল, শ্রবণ কুণ্ডল ঝলমলাত, রতিপতি সবিস্মাই
গলমে শোঁহে মোতি মাল, তারাগণ উর বিশাল, মানু গিরি শিরোপর, সুরেশ্বরী চলি আই
শ্যামর ত্রিভঙ্গ অঙ্গ কাছু নিকট কাজলি থঙ্গ, মানহুঁ সারা কি দেবী আপহি বোলাই
সখা সহিত সরযূ তীর, বৈঠে রঘুবংশ বীর, হরত নিরখ তুলসীদাস, চরণ রজ পাই (৪১০)

রামকেলী কাওয়ালী বা ঠুংরি

ঐ নিরখত যাত জটাই রথপর, নিরখত যাত জটাই হো।
ব্রহ্মরূপ ধরে আওয়ে নিশাচর, ভক্তা দেও পহুরাই হো,
ভিক্ষা লে কর চলে জানকী, হরে নিশাচর যাই হো।
সূর্য্যবংশকী রাজা দশরথ তেন্‌কী পুত্র রঘুরাই হো,
উন্‌কি তিরিয়া নাম জানকী রথপর লেত উঠাই হো।
এতেনা শুন্ পর খগপতি ধাওয়ে, হুঙ্কাবন গঁহুরাই হো।
যানে না দেঙ্গে রহো নিশাচর, যব্ তক্ রাম না আই হো।

রচয়িতার নাম।

অগ্নিবাণ যব্ মারে নিশাচর, ভূমপর দেওত্ লুটাই হো।
রাম লছমণ ব্যাকুল ভেই, জীব জন্তুসে পুছত হো,
কোই,দেখে হো কাঁহা প্রাণ জানকী,কোন্ হর লেত চলাই হো।
কমল নয়নমে নীর বহত হায়, যেয়সী গঙ্গ ত্রিবেণী হেং,
হাহা করকে ধুল্পর লুটে, ত্রিলোকপতি রঘুরাই হো॥ (৪১১)
(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

যোগিয়া (মিশ্র) কাহার্‌বা

তুলসী দাস মনোয়া ভজ্‌লে সীতা রাম
ভজ্‌লে সীতারাম মনোয়া কাহে না জপ লে নাম ;
দিন দিয়া জি হরিগুণ গাওয়ে, গুরু দিয়া যো নাম।
রাম গডকে বৈঠে রামজী, সব্‌কি মজুরা লিজে ;
যো যেয়সা নক্‌রী করে গা, উন্‌কো তেয়সা দিজে
লেড়্‌কা বালা লালন পালন, তেন্ কি সুধ বিলাওয়ে ,
মরণ কালমে শরণ লেকে, বার বার বোলাওয়ে
এক্ নর ভুলে দু নর ভুলে, ভুলে জগৎ সংসার ;
জান্ শুন্‌কে যো নর ভুলে, উন্‌কে নেহি পার (৪১২)

সিন্ধু ভৈরবী। জৎ

(অজ্ঞাত) আরে সখি, ঐ দেশে মুঝে যানা
যেস্‌কি নাম নাহি, আঁউর নাহি ঠিকানা
যাঁহা পাপ পুণ্য নাহি ভাওয়ে, যাঁহা শোক তাপ নাহি আওয়ে,
যাঁহা নাহি কোই আপনী বেগানা। (৪১৩)

খাম্বাজ ঠুংরি।

ওয়াজেদ আলি যব্ ছোড়ি চলে লক্ষ্ণৌ নগরী
কহো হালে আদম পরা কেয়া গুজারি।

রচয়িতার নাম।

আদামা গুজারি, সাদামা গুজারি, যব্ হাম গুজাবি
দুনিয়া গুজাবি (৪১৪)

খাম্বাজ। ঠুংরি।

(অজ্ঞাত) ভালা নিমক হারাম নে মুলুক ডুবায়া।
হজরত যাওঁ লণ্ডন কো
মহল মহল মে, বেগম রোয়েঁ, গলি ২ রোবেঁ পাথরিয়া (৪১৫)

ঐ। ঐ।

ঐ সাহাজাদেয়া লুম্ তেরে লিয়ে
জঙ্গল সরব বিয়া বন ফিরে
তানাথা কা মংলি পাহলি কাকালি, কর যোগেনাকা সমান ফিবে।
পূরব পশ্চিম, উত্তর দচ্ছিণ, দিল্লী সহর মুলতান ফিরে (৪১৬)

তিলক কামোদ। কাহারবা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যায়সে কাহাবোয়া জাল বিছু রে।
জাল বিছু, জাল বিছু জাল বিছু রে
দিন্‌কো সাবে মছলি আওর রাত্‌কো বিছু জাল ;
আওর এনসে বিকৃদারি কিয়া, জীয়া কি জঞ্জাল। (৪১৭)

পরিশিষ্ট।

রচয়িতার নাম।

দেবতা বিষয়। গণেশ।

ঝিঁঝিট ঠুংরি।

ধনকৃষ্ণ রায়চৌধুরী।

গজেন্দ্রবদন একবদন, চতুর্ভুজ স্থূলকায়
সিন্দূর বরণ, ইন্দুর বাহন, দ্বীপীচর্ম্ম শোভে গায়।
করে, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সুশোভন, যোগীন্দ্র পুরুষ আদি নিরঞ্জন,
মদনরিপুর প্রথম নন্দন, বিপদে তার আমায়
সর্ব্ব দেব আগে মান্য হয় তব, তব গুণ প্রভু! আমি কি বর্ণিব?
সিদ্ধি ঋদ্ধি আদি প্রদাত তুমি সব, মুনিগণে গুণ গায়
শ্রীপদ সরোজে লইলাম আশ্রয় অধীনেরে দয়া কর দয়াময়! আমি
মূঢ়মতি ধনকৃষ্ণ কয়, রাখ মোরে রাঙ্গা পায়। (১)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। ঠুংরি বা অদ্ধা।

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়।

অতি বিঘ্ন বিনাশক, শোক হরং
নতি পাদতলে, গতি দেহি শুভং।
গজ মুণ্ড ধরং, মতি বুদ্ধি পরং; অভিলাষ বিলাস সুসিদ্ধি করং।
পদরঞ্জক নূপুর, বাদনকং; মনরঞ্জন নাদন মোহনকং।
অতি খর্ব্ব তনুং সব গর্ব্ব হরং; অতি দীন জনে মতি শুদ্ধ করং।
মন মানস পূরণ সিদ্ধি করং; অতি জ্ঞানহি শীলন উচ্চতরং।
যত পাপিহি তাপ দূর করং; বুধ শেষ গুণেশ গণেশ শুভং।
শুভসিদ্ধি করং খিল বিঘ্নহরং; রূপ শোভন সা নিভ পূর্ণ বিধুং
মতিহীন জনে গতি দান করং; সব লোকহিতে পুর পূজ্যপদং॥ (২)

রামকেলী। তিয়ট।

ঐ

প্রণমামি গণরাজ! গজানন বিঘ্নরাজ! দৈব কর্ম্ম অনুষ্ঠানে
তুমি প্রভু সর্ব্বাগ্রজ।

রচয়িতার নাম

হেরম্ব সঙ্কটে ত্রাত, বিনায়ক বুদ্ধিনেতা, সিদ্ধিদাতা বিঘ্নত্রাতা,
তব চরণ পঙ্কজ
খর্ব্ব স্থূল লম্বোদর, দীনাতুর কৃপা কর, বিঘ্নহর! বিঘ্ন হর, দেহি
দীনে পদরজ (৩

ছায়া নট কাওয়ালী

কৈলাসনাথ মুখো

হেরম্ব গণেশ হেরং গজানন।।
সর্ব্ব দেবাগ্রজ কেহ তবাগ্রজ নন, যায়২ যায় প্রাণ বৃথা
না ভজি চরণ
দেবাসুর নর আর কিন্নরাপ্সরগণে, সুসিদ্ধি সুবুদ্ধি পায় হে, তায়
হে!—কবি' বর প্রদান হে! কবিবর বদন হে! তার
পাপাশ্রিত জনে, ঘুচাও মনোবেদন (৪)

শিব বিষয়।

খাম্বাজ। ঝৎ।

ঐ

ওহে মহাদেব! ব'সেছ সুখের রাজ্য কাশীতে
আত্মজ্ঞান প্রকাশিতে,—যত পাপীকে অভয় দিলে কালভয়
নাশিতে।
বরুণায় পাপের বারণ, অসিতে অঘ বিদারণ, কারণবারি গঙ্গাধারণ,
মুক্তি পঞ্চক্রোশীতে।
কর্ণমূলে মরণকালে, তারকব্রহ্ম নাম ব'লে, চিদাকাশে তুলে নিলে,
না হয় ভবে আসিতে।
কোথা থাকে চিত্রগুপ্ত? মন বুদ্ধির না হয় প্রাপ্ত, অথচ ত্রিলোক
ব্যাপ্ত, জ্ঞানালোক রাশিতে (৫)

সিন্ধু আড়াখেমটা।

ঐ

তোমায় ব'লে কেদার ২, পঞ্চস্বরে ডাকে লোকে।
ভেবে তোমায় বধির বিভু! অধীর হ'য়ে লোকে বকে।

রচয়িতার নাম।

কর্ণাদি ইন্দ্রিয় কয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়চয়, ভোগ্য ভোক্তা হও উভয়,
অহঙ্কারে জীবে বকে
চেতনরূপে তব স্থিতি, দশ ইন্দ্রের চিত্তে গতি, যজমান পশুপতি,
অষ্ট মূর্ত্তি শ্রুতি লেখে
হৃদে ব'সে অন্তর্যামি। কর্ণাদিকে শুনাও তুমি, ভ্রান্তিবশে ডেকে
আমি, ভাবি শুনাই শুনে লোকে (৬)

ভৈরবী একতালা

কৈলাসনাথ যোগীবর, হ'লে রাজরাজেশ্বর, আসি' কাশীধামে।
মুখো। হ'য়ে শ্মশানবাসী, স্বর্ণপুরী কাশী, অন্নপূর্ণা স্থাপন কর বামে
যত বসতি ভক্ত, নহেত পঞ্চভুক্ত, বক্ত বিরক্ত সবে দেখ সমে;—
কীট পতঙ্গ, পূত পাপাঙ্গ, সমভাবে তরে তোমারি নামে (৭)

ললিতবিভাষ একতালা

ঐ বম্২ বম্ হর২ হর, শিব২ শিব মহাদেব।
সর্ব্বাদি ঈশান, অষ্ট অভিধান, তন্ত্রোপকরণ আপনি সব।
হর ব'লে করি মৃত্তিকাহরণ, মহেশ্বর নামে তোমারি গঠন,
শূলপাণি বাণী প্রতিষ্ঠায় স্মরণ, পিণাকধৃক্ আবাহনে স্তব
পশুপতি ব'লে করাই হে স্নান, শিব২ শিব তোমারি অর্চ্চন,
মহাদেব বলি' করি বিসর্জ্জন, ভজন পূজন তন্ত্রে এই তব
হর২ হর ত্রিতাপহারী, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ পুরী ত্রিপুরারি, আকার
উকার মকার শেষে স্থিতি যারি, সৃষ্টি স্থিতি অন্তে সদাশিব
করিলে ত্রিবার শিব নাম উক্তি, একবারে দেন জীবেরে মুক্তি,
অপর দুবারে শ্রুতির যুক্তি, ঋণী হন তারে পালিতে ভব।
ব্যাপক বস্তু পরিচ্ছেদ ভাবে, আবাহন বিসর্জ্জন নাহি সম্ভবে, সর্ব্ব
ঘটে স্থিতি কেবা আরাধিবে, তুমি যজমান তুমি হে শিব! (৮)

বিভাষ। একতালা।

কৈলাসনাথ মুখো — শিব শম্ভু, আমি নিরাশ্রয় হে! তবি যেন অন্তকালে
স্বভু প্রভু দয়াময়, বিভু রূপে যা'য, ধ্যানে না পায় কোন কালে,
তুমি প্রকাশি বরুণা, অসি আর বরুণা, মধ্যে কাশী তুমি প্রকাশিলে লীলে
ওহে। উদার ভাবেতে উদ্ধার ভবেতে, সারোদ্ধার তুমি পাপী তরালে,— মন্ত্রে জীবচয়, অমনি শিব হয়, অশিব নাশ তার লীলে সবরিলে
ওহে। কৈলাসের নাথ, কৈলাস অনাথ, ক'রে কেন রৈলে ভুলে? যদি ধরাতে তরাতে, এলে হে কাশীতে, কৈলাসে যেন থেকো না ভুলে (৯)

সুরট কাওয়ালী।

ঐ — জয় শিব শঙ্কর, যোগী যোগেশ্বর, হর হর শশিধর, হাতবে কলুষ হর
স্মরহর মহেশ্বর, গঙ্গাধর শেষ, চন্দ্রশেখর খণ্ড পরশু, ত্রিপুরান্তক কাল মহাকাল ঈশ জয় মৃত্যুঞ্জয় জয় হে জটাধর
প্রমথনাথ তুমি ঈশান রুদ্র, কৃত্তিবাস তুমি ত্র্যম্বক ভদ্র, গিরিশ গৌরীশ তুমি শূলিন সর্ব্ব, করুণা কটাক্ষে হের হে কালেশ্বর।
নির্ব্বিকার তুমি কালভয় হারী, বিষপানে হর ধরা রক্ষাকারী, অনাদি আদি ভব আর ত্রিপুরারি, অন্তক ত্রাস নাশ পিণাকপাণি ধর।
দাস ত্রাস নাশ কালভয়ে ব্যগ্র, কলুষ ক্লেশ কর বামদেব উগ্র, কৈলাসের পতি তুমি কৈলাসে শীঘ্র, তারিতে ভবসাগর এই ভার ধর ধর (১০)

রচয়িতার নাম।

স্থরট। কাওয়ালী।

চন্দ্রকান্ত মুখো (ন্যায়রত্ন)। জয় শঙ্কর শং করণং।

কত অগণ্য জন্তু সৃজন পরিপালন, দৈত্যদলন তরণং

শিরে বিদ্যুৎ উজ্জ্বল জটা বিরাজিছে, রজত গিরিভ তনু ফণীমণি রাজিছে, ডিণ্ডিম বাজিছে, সহগণ নাচিছে, মধ্যে শোভিছে হরণং

কিবা ব্যাঘ্র কৃত্তিধর বিভূতি ভূষিত, তদুপরি বিষধরগণ ঘন গর্জ্জিত, পর সুখ রঞ্জিত, নেত্র সুশোভিত, মোহিত স্থিত করণং

কিবা ললাট পর বিধু কত শত শোভিছে, তদুপরি সুরধুনী কল ২ নাদিছে, ডম্বুর বাজিছে, পিশাচ নাচিছে, শম্ভু রূপ মোহনং

সদা ববম্ ববম্ বম্ বম্ ২ গাইছে, পরানন্দ মত্ত কত মত নাচিছে, পর বর যাচিছে, কত জন পাইছে, চরমদ পরম ধনং।

কিবা ভক্ত বৃন্দ মনানন্দ বিধায়ক, সুরগণ সজ্জন চিত্ত বিনায়ক, সমৃদ্ধিদায়ক, ভবাব্ধি তারক, চন্দ্র মরক হরণং। (১১)

বসন্তবাহার। আড়াঠেকা।

কৈলাসনাথ মুখো। দেহ গতি পশুপতি! অগতির গতি (ওহে!)

হে হর! হর কলুষ, বিনাশ কুমতি

তুমি দেব মহাদেব, তুলনা কার সহ দেব? তোমায় পূজে বাসুদেব, হল ত্রিদিব পতি

শঙ্কর পাপ সংহর, হর হর স্মরহর, দুর্গতি দুর্গতি হর, তার হে তারাপতি? (১২)

দেবতা বিষয়। হরি।

রূপবর্ণন।

ভৈরবী। ঠেকা।

দাশরথী রায় মরি কি শোভা কাল বরণ

জিনি নীলকান্ত মণি, ও নীলকান্তমণি, সুরমণির শিরোমণি চিন্তামণি; হরের রমণী ভাবেন যায়, চিন্তে মুনি শ্রীচরণ।

রচয়িতার নাম

অলকা তিলকা যুক্ত জলদ কায়, ভক্তগণ মাঝে যে রূপ ব্যক্ত পায়,
ভবে ভেবে জীব, পায় মুক্ত কায়, করে সকায় স্বর্গে গমন ॥ (১৩)

স্তব।

ঝিঁঝিট। একতালা

কৈলাসনাথ মুখো। জপ রে জীব জনার্দ্দন, জগত জনেরি জীবন
যোগেশ যিনি জগবন্ধু, অকূল সিন্ধু তারণ
গোলোক পালক পুলক রাম, প্রবীণ অথচ বালক শ্যাম, ত্রিলোক
তিলক নিরুপম, কলুষ নাশন।
শমন দমন বামন হরি, দয়াময় প্রভু দানব অরি, মাধব মধুরিপু
মুরারি, সাধকরঞ্জন
পীতাম্বর পতিত পাবন দয়াময় দরিদ্রের ধন, দুরিত মোচন ত্বরিত
তারণ, পরম কারণ (১৪)

ঐ। ঐ।

ঐ কর রে তার অবাধন, যে জন পরম কারণ
পুরুষোত্তম পদ্মনাভ, পুণ্ডরীক নয়ন
কৃষ্ণ কেশব কিরীটী হারী, কৃপালু কলুষ কৃশ কারী, কণক কিরণ
কাগদ হরি, কেশী নিসূদন
তিমির নাশক তাপস জনে, তৃপ্ত কারক তৃষিতগণে, তপন তনয়
তাপিত জনে, করুণানিধান।
কোমল শ্যামল বিমল মুরতি, অগতির গতি কমলাপতি, কর রে তার
ক'রে আরতি, মানস সাধন॥ (১৫)

খাম্বাজ। একতালা

নবীনচন্দ্র বন্দ্যো। হরি! বুঝিয়াছি ভবে সার
তোমা হতে বড় প্রভো! নামটি তোমার!
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম দেখা নাহি যায়, জানি না তোমারে কে দেখিতে পায়,
আমি কিন্তু কভু দেখি নাই তোমার, স্বপনেও একবার।

রচয়িতার নাম।

নিরখি জগতে নামেরি রাজত্ব, নামেরি প্রতাপে কাঁপে স্বর্গ মর্ত্য,
নামেরি মাহাত্ম্য নামেরি মহত্ব, নামে মত্ত ত্রিসংসার ;—নামেরি
গাম্ভীর্য্য নামেরি ঐশ্বর্য্য, মহা শৌর্য্য বীর্য্যে সাধে বিশ্বরাজ্য,
আর্য্য কি অনার্য্য, পূজ্য কি অপূজ্য, শিরোধার্য্য সবাকার।
যে দিকেতে চাই নামেরি বিভব, যথা তথা দেখি নামেরি উৎসব,
ত্রিজগতে জয় নামেরি হে তব, নাম ভব কর্ণধার ;—নামেরি
তুফান নামেরি তরঙ্গ, নামে জুড়ায় প্রাণ নামে শীতল অঙ্গ,
নাম নে যেন করি ভবলীলা সাঙ্গ, এই ভিক্ষা পদে তোমার
(১৬)

নিম্নোক্ত গীতটী কৃষ্ণ ও কালী উভয় পক্ষে অর্থ হয়।

সুরট জৎ

কৈলাসনাথ মুখো। অপরূপ কাল রূপ কেশবে (কে শবে ?)
সুরপুর ছাড়ি', এ'ল কে সে (এলোকেশে,) হের ঐ মাধবে
(মা ধবে)
না রয় আপদ তার পদে, সদা শিব (সদাশিব) রয় পদে, নিরখি
পবিত্র পদে, জীবের পাপ না রবে ;—যশোদয়ালঙ্কৃত (যশো
দয়ালঙ্কৃত) বপু, হেরি কি বা মার (রামার) বপু, রূপের ছটা
ছ'টা রিপু, দেখে স্থির ভবে।
যুগ ভুজে করে কিরণ (কি রণ ?), চরণ কিরণে কে রন, যে লয়
শ্রীপদে শরণ, তার কি বিপদ হবে ?—ঋজু পায় সরল ভাবে,
কুব্জা (কু বুঝা) পায় বাঁকা ভাবে, প্রেমে না পায় বৈরিভাবে,
যে ভাবে যে ভাবে
হেরি রমাপতি পরে (রমা পতি'পরে), মোক্ষপদ পায় নরে, কেন
তারে ভাব না রে? ভাবনা তোর যাবে ;—কিবা রূপ ধরাপরি,
পীতাম্বর পরি' হরি (পরিহরি'), করেন গো রক্ষা তারি,
ভাব রক্ষা পাবে

রচয়িতার নাম।

হেন দুর্লভ চরণে, জটিলে না পায় ধ্যানে, কুটিলে পাবে কেমনে,
তাও কি সম্ভবে?—ভজিযে ঐ শ্রীচরণ, পূত হয় নি রাধার
(নিরাধার) মন, কৈলাস দিলে না মন, কেমনে তারে (তারে,
অর্থাৎ তাবারে) পাবে? (১৭)

বাগশ্রী আড়াঠেক।

কৈলাসনাথ মুখো
মাধব মুরলীধারী, মধুরিপু মনোহারী, শমন শাসনকারী।
বিনোদ বিহারী হরি, রাধব রাসবিহারী, গোবিন্দ হে গিরিধারী,
নিরাশ্রয় রক্ষাকারী
যোগীজন রঞ্জন, বিপদভয়-ভঞ্জন, কমলাপতি বামন, সৃজন পালন
কারী
দয়াময় দানবারি, কনক কিরীটী হারী, বামন বলির দ্বারী,
দারিদ্র্য দমনকারী। (১৮)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। মধ্যমান।

ঐ
সদা মন ভাব না রে তারে
যারে হেরিলে অভয়ে রবে, আনন্দ অপারে
যার মায়ায় জগত ভুলে, তুমি তারে থাক ভুলে, আছে ত সে হৃদি
মূলে, হের না একবারে।
যে থাকে তোমারি সঙ্গ, তার কর না প্রসঙ্গ, অপর রিপু কুসঙ্গ, লয়ে
থাক আদরে॥ (১৯)

সাধন।

ভৈরব। একতালা।

ঐ
যাবে কৃতান্ত, ভয় একান্ত, কমলাকান্ত ভজ মন।।
হরি সনাতন সাধু শান্ত, শরণাগত জনধন।

রচয়িতার নাম

শমন সদন গমন বারণ,—কারণ ধ্যান কর মন। পাপ তাপ সব, হবে লাঘব, রাঘব কর স্মরণ।

জনার্দ্দন জগতজীবন, জগন্নাথ জগতপালন,—জনম মরণ হরণ কারণ যোগেন্দ্র যোগীর ধন।

দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু, ইন্দীবর লোচন,—যার কৃপাবিন্দু দানে হয়, ইন্দ্রলোকে গমন।

প্রতি যুগান্তে অবতরণ, ভবতারণ নিরঞ্জন;—সে ভবতারণ কও হে শবণ, কর তাঁর গুণকীর্ত্তন।

অভাজন আমি না জানি ভজন, কেমনে করি কীর্ত্তন?—বহ্মা শিব আদি যাঁর, আদি অন্ত নাহি পান; দীন কৈলাসে, কহে ত্রাসে, রাখ দিয়ে শ্রীচরণ। (২০)

ভৈরবী। একতালা।

কৈলাসনাথ মুখো। হরি! জান ত, নাহি অজানিত হে! জান তুমি অন্তর্যামি!। কত জন্ম গেল ব'য়ে, মর্ম্মবেদন্ পে'য়ে, স্বকর্ম্মদোষে ভুগিলাম আমি

আমার, কাযের উপর ভার, দিওনা এবার, যা কর কর আপনি তুমি; জানি ধর্ম্মের যে গতি, (দীননাথ!) নাহি তাহে মতি, অধর্ম্মের প্রতি মতি অনুগামী।

হরি! না ছাড়ি ভাব্ অহং, শুভ কাযে সোহং, তখন অহং ভাবি স্বকর্ম্মস্বামী,—হ'লে কুমতিতে মতি, এমনি শঠ মতি, তখন তোমার প্রতি দূষি হে আমি। (২১)

ঐ। কাওয়ালী।

যদুনাথ দাস ভজ রে হরি পদাম্বুজে, মূঢ় মন মধুকর। ঘুচিবে ঘোর পাপপিপাসা, মহামোহ অন্ধকার

ছাড় কু-রঙ্গ ছাড় কু-সঙ্গ, নিত্য সত্যব্রতে ঢাল রে অঙ্গ, বিনা শ্রীহরি অনাথ-অন্তরঙ্গ, ভব তরঙ্গে কি পাইবে পার?।

রচয়িতার নাম

গেল২ কাল, পাতিয়াছে জাল, নিকটে বিকট কালান্তক কাল,
থাকিতে সময়, খুলিয়ে হৃদয়, হৃদয়নাথে মন ডাক নিরন্তর
কি কায আবাসে, কিবা কায বাসে? যাইতে হইবে চির পরবাসে,
এখনি স্ববশে, পরম উল্লাসে,শ্রীনিবাসে আত্ম সমর্পণ কর॥ (২২)

সিন্ধুভৈরবী। আড়াঠেকা।

কৈলাসনাথ মুখো — নারায়ণে না রাখ মতি (ওরে মন আমার)।
নিতান্ত নিকৃষ্টপদে হইবে তোমার গতি
নারায়ণ পরাবেদা, নারায়ণ পরাক্ষরা, নারায়ণ পরা মুক্তি, নারায়ণ পরা গতি।
অনন্ত রাম নারায়ণ, মুকুন্দ মধুসূদন, কেশব কৃষ্ণ বামন, কংসারি বৈকুণ্ঠপতি।
পুরাইতে মনস্কাম, এ ভব রোগে আরাম; সে হরে মুরারে রাম, করিবে কর ভকতি
রক্ষ মাং হরে মুরারে। কৃষ্ণ মধুরিপু মোরে, গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে, নিরাশ্রয়ে কর গতি
হরে কৃষ্ণ বরদয়, কৃষ্ণ জয় হরে জয়, হরে রাম জয় জয়, রাম হরে কর স্তুতি। (২৩)

খটভৈরবী একতালা।

ঐ — সদা নারায়ণ, কর রে সাধন, যে জন মন তোর ঘুচাবে বেদন।
ম'জে কুরস আলাপে, মায়ার প্রলাপে, নারায়ণ জপে ত্যজ অকারণ
শক্তি থাকৃতে তুমি ভক্তি না করিলে, মুক্তির পথে তুমি নিজে কণ্টক দিলে, কণ্ঠরোধ হ'লে জপিতে সে কালে, পারিবে না হে!— কর এই বেলা হরির চরণ স্মরণ
কমলা সেবিত কমল চরণ, নয়ন কমলে কর নিরীক্ষণ, হৃদয় কমলে, পাবে দরশন,কৃপাময় হে।—তব আধিব্যাধি সব হইবে মোচন

রচয়িতার নাম।

পাসরিলে হরি উঠি' ভব তরি পা সরিলে কে রাখে বিনে হরি?
ভবসিন্ধু পারে, সে ভব দুস্তারে, নিরুপায় হে!—কে তুলিবে
বিনে সেই পতিতপাবন? (২৪)

বিভাষ। ঢিমাতেতালা।

কৈলাসনাথ মুখো
কৃপাবান্ ভগবান্ ভবের সে করুণানিদান
কেবল সেই কৃষ্ণ সবারি শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণু সুর প্রধান,—সেই পদ্মনাভ,
রাবেক ভাব, ত্যজি' মনের মান্ অভিমান
মন রে! হইয়ে প্রহরী, রাখ বুকে বেঁধে হরি, হরিময় করিয়ে প্রাণ;—
সতর্কে থেক যতনে, নিদ্রা কিম্বা জাগরণে, চক্ষে ২ রেখ রে
সন্ধান;—আর নাহি গতি, ভবের অতি, গতি মতি সেই সে
প্রধান
তোমার কর্ম্ম তুমি কর, হৃদে ধর পীতাম্বর, করি' বেদ বিধান;—
তাঁর মনে যা ইচ্ছা হয়, তিনি সেই ইচ্ছাময়, বিশ্বস্তর সকল
প্রধান,—দেহ তাঁর উপর ভার, হরিতে ভুভার, তিনি মুক্তি
দেন্ বা না দেন্ (২৫)

ঐ একতালা।

চন্দ্রকান্ত মুখো (ন্যায়রত্ন)
মানব জনম পেয়ে, কৃষ্ণ না ভজিয়ে, অনিত্য বিষয়ে ভুলে রইলি
মন!
ও তোর হ'ল না হ'ল না শ্রীকৃষ্ণ ভজন।
যত দৃষ্ট হয় শত বিষময়, যবে হবে লয় সবে হবে লয়, যে জন ভাগবত
হয়, (ও তার) দেহ নিত্য রয়, (ও সেই) নিত্য দেহে করে
শ্রীকৃষ্ণ সেবন
অসার সংসার জ্ঞান করি সার, যাও বারেবার না ঘুচে সংসার,
শেষেতে তোমার হ'ল মাত্র সার, কৃতান্ত বন্ধন
ভক্তিভাবে ভজ শ্রীনন্দ নন্দন, ঘুচে যাবে তোর মায়ার বন্ধন, সাধিলে
সে ধন, না থাকে বন্ধন, (মন রে!) যজ্ঞ ব্রত দানে না ঘুচে
বন্ধন।

রচয়িতাব নাম

আশী লক্ষ পবে মানব জনম, বৃথা গেল বিনে শ্রীকৃষ্ণ ভজন, চিন্‌লি নে
সে ধন, (ও তুই) কল্লিনে সাধন, (কৃষ্ণ না ভজিযে) হ'ল
জনম মবণ কৃতান্ত বন্ধন
চন্দ্রকান্তে কয় ওরে অবোধ মন! দাবা সুত ধন, যা ভাব আপন,
বিনে কৃষ্ণধন, কেহ নয় আপন, (ও তুই) সেই পবমধান কব্
বে সাধন (২৬)

বেলাবলী কাওয়ালী

কৈলাসনাথ মুখো।

মুরহব! কব গতি এ দীনে
অধীনে, দীন হীনে,—কি দিয়ে পূজিব হরি? উপচাব নাহি হেরি,
তোমারি চরণ সাধনে;—লও পঞ্চভূত দেহ তব অর্চ্চনে
পূজা করিতে কেশব। ষোডশোপচাব সব, কত লোকে দেয় মাধব,
যতনে;—বল, আমি তা কেমনে দিব? জান ত হে বাসুদেব!
বিভব নাহি সেবি পদ কেমনে? গেল!—তাই ভেবে স্থির
করেছি গো মনে, লও যা দিয়েছ দরিদ্রের ধন, সাধনে
আমার এ মৃৎ কায়, তব বর্ক্ষে যেন হে যায়, সলিল যায় অর্ঘ্য জলে
চবণে,—হরি! যে আছে মম দহন, ধূপ দীপে আবাহন,
প্রভঞ্জন যায চামব ব্যজনে,—যায মম ব্যোম তোমারি অঙ্গনে,
এ রূপে পঞ্চত্ব হ'লে ভাবিনে (২৭)

ইমন ঐ

ঐ

হবিষে সাধনা কব হরি। (ওরে মন!)
পরিহর ওরে মন, পাববার পরিজন, পরিত্রাণ পাবে হবি কর হে
সাধন;—সদ মনোমদে প্রেমামোদে, ভুলে থাক অকাবণ,
পরম পুরুষ মুবাবি
তুমি আগে মন যার ছিলে, এখন মন তার ওছিলে, সদা ফের নৈলে
ফেব হবে, ললাটে তোমার হেরি।—বারে ২ আসিস্ সাধে,
হৃষীকেশের আশীর্ব্বাদে, সে হবি তরাবে তোমাবি

রচয়িতার নাম।

এ কি তব বে বিক্রম ? ভুলে গেলে ত্রিবিক্রম, হ'ল ক্রমশ কলুষ
ভাবি ,—আসা যাওয়া পরিশ্রম, বাড়িল বিফলে তোমারি ;—
হ'ল তব যাতায়াত, আশীলক্ষ ক্রমাগত, এখনো জাননা ত,
আর হবে গত কত ; কর হরিপদ সার, তর কর ভরসার, কি
হবে উঠিলে সিহরি' ? (২৮)

— —

বসন্তবাহার মধ্যমান।

কৈলাসনাথ মুখো। না কর আর কর কৃপা, জপিতে ছাড়্ব না।
হরি! তোমার নাম লইয়ে, করিব জল্পনা।
আমার কর্ম্ম আমি করি, মুখে ডাকি হরি২, যা হবার হউক আমারি,
নাহি সুখ কামনা
তুমি তা'র কি ধন দিবে ? যা ভাগ্যে থা'কে তা' হ'বে, বিধির লিখন
কে খণ্ডাবে ? বৃথা সে কল্পনা (২৯)

খাম্বাজ। একতালা।

ঐ মন! তোর পায়ে পড়ি, হাতে ধ'রি মিনতি ক'রি
তুমি মুখে যদি নাহি বল, অন্তরে রেখোরে হরি
তুমি বৃথা কাযে সদা মত্ত, ছেড়ে দিলে পরমার্থ, তত্ত্ব না করি' ,—
তুমি বারেক ভ'জে দেখ, সুখ না পাও দিবে পরিহরি।
কতবার এ সংসারে এলে, ধন জন কত পেলে, এলে সব ফেলে ;—
যদি সর্ব্বস্ব কেউ কেড়ে লয়, লবে না তোর হরি হরি'
তোমার মুখের কথা হরিবোল, তাও সার হরি বোল গোলে হরি-
বোল করি' ;—বরং সে ও ভাল, হরি বল, সৎকার্য্যেরি কায
শুভকারী (৩০)

রচয়িতার নাম।

বাগশ্রী আড়াঠেকা।

বরদারঞ্জন শীল — বল রে ভাই! মনসাধে, বদন ভরিয়ে হরি।
মাতি' মিছে গণ্ডগোলে, রহিলে বিষয়ে ভুলে, ডাক্‌লে না ভাই হরি ব'লে, যে জন ভব বিপদ্‌হারী
করিলে অসার চিন্তে না পেরে ভাই সার চিন্‌তে, কর রে ভাই তার চিন্তে, যে জন চিন্তা অন্তকারী,—কি হইবে সুখ আশে, ধন মান অভিলাষে? ভুল না আর মায়াবেশে, পাবে শান্তি বারি (৩১)

খাম্বাজ ঝাঁপতাল।

ঐ — ভজ রে মন! সে জন, যে জন ভবকারণ
ভবের আরাধ্য যিনি, ভবেরি ভয়বারণ
যাঁহা'র প্রেম কৃপায়, বিপিনে বিহঙ্গ গায়, বহে সুরভিত বায়, তাঁহারে কর স্মরণ
হৃদয় কবাট খুলি', দেখরে নয়ন মেলি', ডাক দয়াময় বলি', যে জন ভবতারণ,—অসীম ব্রহ্মাণ্ডপতি, অগতির তিনি গতি, দেহ মন তাঁর প্রতি, সকলি কর অর্পণ (৩২)

আলাইয়া। একতালা।

বিজয়নাথ মুখো। — গৌর নিতাই এস হে! হরিনাম সুধাময় রস প্রকাশে
গাইব অবিরাম, হরি নাম, মুক্ত যাহে ভবপাশে
ললিত মধুর বিশদ ছাঁদ, গাও হে আসিয়া গৌর চাঁদ,
পাবে আনন্দ ভকতবৃন্দ, নাচিবে প্রেম উল্লাসে।
তান পূরে তান মিলায়ে রঙ্গে, বাজায়ে মৃদঙ্গ তাল তরঙ্গে, ভাসিবে অম্বরে হরি-যশোগাথা, জলে কমলিনী যেন বিকাশে
ভাবে২ সবে হইবে ভোর, ভাঙ্গিবে ভবের ঘুমের ঘোর, হৃদিমাঝে হরি নবনীচোর, হাসিবে সুখ বিলাসে

রচয়িতার নাম।

রবে না কলির পাতক ভার, হরি নামে সবে পাবে নিস্তার, হরি২
নাম পাতকী উদ্ধার, জনম মরণ নাশে (৩৩)

দেশমল্লার ঢিমাতেতালা।

কৈলাসনাথ মুখো

ঐ ভয়ে ভাবি ভবে বিপদ
তব শ্রীপদ, অখিল সম্পদ, আছে মায়াতে আবৃত ক'রে,
ভুলায় নিজ মনোমদ
হ'য়ে, নূতন কলেবর যুতা, নূতন মাতা নূতন পিতা, নূতন দারা পুত্র
সুতা, নূতন ২ হয় আদর,—পুরাতন পরে হ'লে, ছেড়ে যায় পুন
সেই কলেবর;—এরূপ যাতায়াত, প্রতি প্রণিপাত, হরি!
আর ভবে আসিতে হ'লে, না ভুলি যেন ঐ পদ।
হরি! শুভ কাযে নাহি মতি, অশুভে হয় মনপ্রীতি, গতি কর
সে মতি কর হরণ,—ও হে, জনমেরি যত কথা, মনে যেন
থাকে গাঁথা, পুন ভুলিতে না হয় কখন;—যদি জাতিস্মর,
কর অতঃপর, তবে ভুলিব না ভব ঘোরে ভগবান! তব পদ
(৩৪)

জয়জয়ন্তী একতালা

শ্রীধর কথক

কেশব নাশয় মে মনোবিষয়াভিলাষং।
কলুষ মোচয় ছেদয় মম মরণ পাশং
সুমতি সঙ্গতিহীন, নিয়ত কুকৃতি লীন, ক্ষীণ মলিন সুদীন
দুরাশং,—সদয় ভব মধুসূদন! মম হৃদয়ে উদয়, দেহি নিজ জন
সহবাসং (৩৫)

অনুযোগ ও অভিমান।

ললিত বিভাষ ঝাঁপতাল।

কৈলাসনাথ মুখো

শত্রুভাবে যে বা ভাবে, রাখ চির সম্পদে
মিত্রভাবে ভাবে যে জন তার বিপদ পদে ২

রচয়িতার নাম।

হরি! শুম্ভ নিশুম্ভ সুধী, হিরণ্যকশিপু আদি, রাবণ প্রভৃতি বাদী,
রাখ সম্পদে,—শিশুপাল অধিপাল, হ'ল মনোমদে,—
রাজ্য ভোগ করি' সবে, লয় হয় শ্রীপদে
হরি, তব ভাব বুঝা ভার, কর্মে মিত্র ব্যবহার, চিরকাল যায় তার,
বিবিধ বিষাদে,—ধ্রুব প্রহ্লাদে কত ফেলিলে বিপদে;—
যদি, ভালবাস বৈরি ভাব, আমারে সে ভাবে ভাব, যাতে হয়
সুখ পাব, পদ সম্পদে (৩৬)

আলাইয়া। আড়াঠেকা।

কৈলাসনাথ মুখো।

তোমায় ভ'জে ওহে হরি, প্রায় শঙ্কর হ'লাম
শিবের কুন্তল হ'ল জটা, নৈরাশ্য ভস্ম মাখিলাম
ভিক্ষা ঝুলি কক্ষে ক'রি', দ্বারে ২ সদা ফিরি, কপালে আগুন হেরি,
গৃহে নাহি স্থান পেলাম।
দুঃখ তার শোকভার, হল শিঙ্গা ডম্বুর আমার, যন্ত্রণাই ভূষণ আর,
নিবান্ধব শ্মশানে র'লাম;—বিষয় বিষ প্রবল, পানে নীল কণ্ঠ
হ'ল সব চিহ্ন পেলাম্ কেবল, হৃদে কালী না পাইলাম। (৩৭)

সিন্ধু ভৈরবী। কাওয়ালী।

ঐ

যার ষোল শত গোপিনী কাঁদে, সে হরি কি দয়াময়?
পিতা মাতা কারাগারে, আপনি বাঁশী বাজায়।
যশোদা নবনী দিল, তার সনে না বনিল, (আবার) রাধার
বিরহানল, আরাধনের ফল পায়
একটি কুঁজো সোজা ক'রে, নিলে জাতি কুল হ'রে, (আবার)
পথেতে ডাকাতি ক'রে, রজকের প্রাণ যায়।
বিষদান ক'রে দুষ্ট, পূতনা পায় কোলে কৃষ্ণ, (আবার) কথার
ছলে দুরদৃষ্ট, শিশুপালের প্রাণ যায়

রচয়িতার নাম।

মাতুল কংস করে ধ্বংস, ষাটি হাজার যদুবংশ, সকল বংশ ক'রে
ভ্রংস, নিসংশেতে হরি রয়
যে বলে দয়াময় হরি, সর্ব্বস্ব তার লন্ হরি', (আবার) ভোগসুখ
পরিহরি, জগত তারে ছাড়ায়
গ্রহণ নাই যার কারো মায়া, তার ত হবে না দয়া, কঠিন ঠাকুর
পাষাণকায়া, যোগী ঋষির ভয় হয়। (৩৮)

— —

প্রার্থনা।

ঝিঁঝিট। মধ্যমান।

কৈলাসনাথ মুখো

দীননাথ! হেরে অনাথ এ দীনে
বারেক করুণা কর, নাথ পদে স্থান দানে
বিতর হে কৃপা বিন্দু, পার কর ভব সিন্ধু, দেখ্‌বে তুমি কেমন বন্ধু,
শমন রাজার ভবনে
জগবন্ধু, তোমা বিনে, বন্ধু নাই আর ত্রিভুবনে, দেখা যাবে সেই
দিনে, যে দিন পড়িব শাসনে (৩৯)

———

খাম্বাজ। একতালা।

রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ

মন যে আমার দুল্‌ছে হরি!।
কিসে এ দোলা নিবারণ করি?
হেরে ভব নদীর তুফান, দুল্‌তেছে নাথ তনু তরি;
এখন খেয়া ঘাটেতে ভাব্‌ছি ব'সে, এস হে পারের কাণ্ডারি!।
দীন পূর্ণচন্দ্র কহে, ব'স ভক্তির হালটি ধরি'; অনায়াসে পারে
গিয়ে হবে, নিত্য সুখের অধিকারী (৪০)

———

রচয়িতার নাম।

খাম্বাজ একতালা

কৈলাসনাথ মুখো — হরি হে! তোমার, মহিমা অপার, কে জানে কি গুণে
কাহারে তার, অজামীলে তার, কি দোষ আমার?
না তার তারকব্রহ্ম মুরারি?
তোমারি বিধান, ল য়ে বিধি দান, যোগীবর ঈশান ডমরু নিনাদে, সংগে
করেন গান, ওহে ভগবান! নিদানের বিধান তুমি হে সবারি
শমন সদন, ও হে নারায়ণ! করিতে গমন কাঁপে মোর মন,
প্রসন্নবদন, হও মধুসূদন. বিপদে প্রধান উচিত তোমারি
কৈলাস স্বদোষে অশেষ কলুষে, প'ড়ে অবশে যে ভাবিছে মানসে,
মুরহর বেশে, প্রভু হৃষীকেশে, যদি দেখে নাশে কল্মষ ভারি (৪১)

সিন্ধু ঝাঁপতাল।

ঐ — হরি! বঞ্চিত বাঞ্ছিত পদে, এর্ বেশি কি মনোবেদন
কিঞ্চিত কৃপা করি' কর, সঞ্চিত ধনে বিতরণ
রেখেছ সঞ্চিত ক'রে, সেই ত বিপদ কারণ; তবে কেন এ বিপদে
না দেহ ভবতারণ? কোন্ কালে দিবে যদি না দিলে হে
এখন?
হরি! কত জন্মার্জ্জিত পাপে, দাহিতেছে মনস্তাপে, তপন তনয়
তাপে, তাপিত দারুণ,—থরহরি কাঁপি আর, শিহরিল কলেবর,
অন্তকে কি কব অন্তে, তুমি যদি না কৃপা কর? মুরহর! দূর
কর, দুরিত কুৎসিত মন।
হরি! অকৃতি সন্তানে ধন, মা বাপে কে করে দান? কৃতি হ'লে
তার প্রতি, না করে তেমন,—আমি ত অতি কুনীত, জ্ঞান
ত নই অজ্ঞানিত, এত'তব হিত নীত, দিতে তব শ্রীচরণ (৪২)

আলাইয়া। একতালা।

ঐ — চরণে চরণ দানে, হৈওনা কৃপণ।
পতিতে রাখিও পদে, পতিতপাবন।

রচয়িতার নাম

এ মতি মাতঙ্গ মত্ত, জ্ঞানাঙ্কুশ করি ব্যর্থ, নিয়ত কলুষারণ্যে করে
বিচরণ ,—ছিঁড়িয়ে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম শৃঙ্খল বন্ধন।
তাই ডাকি সকরুণে, পাব ও পদ কেমনে, মন যদি পাদপদ্মে না নিল
শরণ ;—নিজগুণে কর দয়া পাতকীতারণ।। (৪৩)

ভৈরবী। কাওয়ালী।

দাশরথী রায়।

ভাব, নির্ব্বিকার নিত্য নিরঞ্জন।
যে করে ত্রিজন সৃজন, আয়োজন, বিসর্জ্জন ; সে জনে
নির্জ্জনে ভাব, সত্ত্ব রজঃ তমো করি বিবর্জ্জন
ভাব ব্রহ্ম সনাতনে, চেতনে যতনে, সে রতনে, সহজ প্রেমে কর
উপার্জ্জন ; বৃথা পূজনে কি আছে প্রয়োজন ?।
সর্ব্ব মনোরঞ্জন, সর্ব্বজন প্রিয়জন, সর্ব্ব ঘটে ঘটে বিরাজেন ,—দেখা
ঘটে কৃপা কল্লে সাধুজন, গুরু দিয়াছেন যার চক্ষে জ্ঞানাঞ্জন
(৪৪)

আলাইয়া। ঐ।

ঐ

বুঝি, সঁপিলি রে মন আমায় শমনে।
কুপথ ভ্রমণে, পাবি রে ত্রাণ কেমনে ? ভেবেছ রে কি মনে ? এক-
বার ভাবিলিনে রে রাধারমণে
না ভেবে বরণ কালো, হ'ল রে হরণ কাল, চিরকাল ,—আসিবে
পাইয়ে কাল, শিয়রে বসিবে কাল, সে কালে তুই কি ডাকিবি
রে কালদমনে ? (৪৫)

জয়জয়ন্তী। ঝাঁপতাল।

ঐ

জয়তি জগদীশ ! জগবন্ধু ! বন্ধু সংসারে।
কলুষ গর্ব্ব খর্ব্বকারী, কুরু করুণা কংসারে।।

রচয়িতার নাম।

যদি হে গতিহীন জনে, তার তা'রে ছুস্তাবে, তবে ত্বন্মাহাত্ম্য গুণ,
বিস্তার হে মুরারে।
ছজন কুজন সঙ্গে, ভ্রমণ সদা কুপ্রসঙ্গে, মগ্ন সংসার তরঙ্গে, আসি
ফিরে বারে বারে ;—ক্রিয়াবিহীন কুমতি দীন, দাশরথী
দাসেরে দেহি মাং চরণে স্থান, শমন শাসন সংহারে! (৪৬)

জঙ্গলা। একতালা

দাশরথী রায় তাই বলি মন মিছে বার ২ ভ্রমণ, করিছ ভব সংসারে
সদা বিষয় মদে মত্ত, (মন রে!) কুতত্ত্বে প্রবৃত্ত, এ তত্ত্বে আর নাই
প্রশংসা রে!।
পান কর সেই নাম সুধা, যাবে ভবের ক্ষুধা, ভাব্‌তে কি তোর বাধা,
সে কংসারে,—দিবাকর সুত, বাঁধ্‌বে দিয়ে সুত, করের তরে
করে, কি কর দিবে তার করে, করবি মিমাংসা রে?।
ওরে! অমাত্য বন্ধুবর্গ, ত্যজ এ সংসর্গ, এরাই উপসর্গ, কেবল
সংসারে,—একবার হয়ে বিজন, (ওরে দাশরথি!) ও পদ কর
ভজন, সে জন ভবনে যাও, ছজন কুজন ধ্বংসে রে! (৪৭)

সুরট মল্লার। ঢিমেতেতালা।

ঐ শমন সঙ্কটে তরি কেমনে,
ও মন পাতকী ভাব কি মনে? কিসে হবে রে বিশ্বাস এ নিশ্বাস
বিনাশ জীবনে?
ভেবে দেখ মন মনে, একবার ভাব আগমনে, আমি ভজিতে বলেছি
বাধাবমণে ;—তুই এসে ধরণীতলে, ছজন কুজনে ভুলে, বিজনে
সে জনে ত পূজিলিনে।
এখন, কি করি কি দি বা কর, ভয়ঙ্কর দিবাকর সুতে বিহিত ভব
বন্ধনে?—আশা কুবৃত্তি হ'তে, যদি নিবৃত্ত হ'তে, তবে প্রবৃত্তি
হ'ত হরিচরণে।

বচস্মিভাব নাম
জঠরে যন্ত্রণা পেয়ে, কঠোর জঠর দায়ে, অযতনে হারালি সে রতনে,—
ভেবে অহং কার যদি অহঙ্কার হ'ত হিত, হ'ত চিত। তবে ভব
পারে যেতে ভাবি কেন (৪৮)

বাউল সঙ্গীত।

টোড়ী ভৈরবী। একতালা।

(অজ্ঞাত) বৃথা দিন গেল বল হবে
এখনো, জ্ঞান্ না হ'ল, দিন ফুরাল, (ওরে ও মন।) হরি বল
বদন ভ'রে।
তুমি সুখে শুয়ে মায়ার কোলে, সদা দেখ্‌ছ স্বপন মায়ার বলে,
ভাবছ সদা আপন ব'লে, প্রফুল্ল অন্তরে,—এবে আমার বিভব
আমার ভবন, আমার দাসী এই পরিজন, আমি যে কর্ত্তা এখন,
জ্ঞানী মানী বল্‌ছ মোরে
যেমন বিভিন্ন ভাসমান তৃণ, প্রবাহেতে হয় মিলন, কালেতে হয়
বিভিন্ন, খরস্রোত নীরে ;—দেখ তেমনি ধারা ভবের আচার,
তবে তুমি বা কার কেবা তোমার ? ভাংবে যখন চটকা
তোমার, (ওরে ও মন।) অহং তত্ত্ব যাবে দূরে (৪৯)

সুরট আড়াখেমটা।

ঐ ভক্তভাবে ডাক্‌লে আমি রইতে পারি কৈ ?।
ও রে! যে ডাকে আমারে আমি তারই হ'যে রই।
যে জন বিশ্বাস ক'রে, জীবন সঁপেছে মোরে, কে আছে তার
এ সংসারে, বল আমি বই ?
আমি ভক্তের অধীন, আমায় জানে সবে চিরদিন, ভক্তকে
দেখিলে আমি আনন্দিত হই
দারা সুত ধন প্রাণ, ওরে যে করে আমায় অর্পণ, তাহার সকল
ভার, মাথায় ক'রে বই ,—ও রে! ভক্তির জোরে ধ্রুব প্রহ্লাদ
হ'ল শমন জয়ী (৫০)

রচয়িতার নাম

খম্বাট আড়াখেমটা

রামকৃষ্ণ রায়। তোর নাম রেখেছি হরিবোল

মনের সাধে ও মন, আমায় খেল্‌ না হরিনামের খেলা

প্রেমে নেগে ভক্তি মাটি, গড়্‌ না হরির চরণ দুটি, আর হৃদ্মনে

সেই চরণ, পরিয়ে দি নম দুলের মালা (৫১)

পিলু বারোয়াঁ ঐ।

গোবিন্দচাঁদ গোঁসাই। এসে এক রসিক পাগল, বাঁধালে গোল, নদের মাঝে দেখ্‌সে তোর

পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হব, দেখব রসের নব গোরা

নিতাই পাগল গৌর পাগল, চৈতন্য পাগলের গোড়া,—অদ্বৈত

পাগল হ'যে, রসে ডুবে, প্রেম এনেছে জাহাজ পোরা।

ব্রহ্মা পাগল বিষ্ণু পাগল, আর এক পাগল না দেয় ধরা,—

কৈলাসের শিব পাগল, খেয়ে পাগল, সার করেছে ভাং ধুতুরা।

ওমিন্‌ পাগল জোছেন্‌ পাগল, আর এক পাগল না দেয় ধরা;

তারা তিন পাগলে যুক্তি ক'রে, মক্কায় কর্লে নমাজ পড়া।

যত সব বৈরাগী বৈষ্ণব ভেক নিয়ে, নাম বাড়ালে বাউল নাড়া,—

গোঁসাই গোবিন্দের বচন পাবি চরণ, জ্যান্তে মরা॥ (৫২)

ব্রাহ্ম সঙ্গীত।

খাম্বাজ একতালা

কৈলাসনাথ মুখো "আমি" ২ বল তুমি।

তুমি চিন্‌লে না মন। কেবা "আমি"?

জগৎময় যখন দেখিবে "আমি", তখন জান্‌বে তুমি তোমারি তুমি,

নৈলে "আমি" ২, বৃথা কর তুমি, তোমার ত তুমি নও হে স্বামী

শূন্যময় জগৎ তুমি তা ভুলে, ভিন্ন ভেবে কেন মজিলে মজালে?

অহঙ্কারে ফুলে, স্থূলে সূলে ভুলে, হৈও নারে কুপথগামী (৫৩)

রচয়িতার নাম

খট ভৈরবী। জৎ

কৈলাসনাথ মুখো — সংসার বিপদার্ণবে, কে তারিবে ভেবে মরি
তারকব্রহ্ম হৃদে সদা, যাবেক না স্মরণ করি
চিন্ময় সে স্বপ্রকাশ, অজ্ঞান তিমির নাশ করে মুক্ত ভবপাশ, তবু
তাঁ'রে জান্‌তে নারি
স্বয়ং প্রভু অনাময়, দয়াময় দেন্ অভয়, সে নামে বিপদ জয়, হয়
তবু তা নাহি করি, অন্তরাত্মা যে জন নাবিক, কর্ণধার
ভবের তারিক ভার দিলাম না ধিক্ প্রাণে ধিক্, দিলে দিতেন
কৃপা তরি।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস, গন্ধ পঞ্চ বিষয় বশ, থাকে যে ইন্দ্রিয় দশ,
ভাবি একা কিবা করি, অহঙ্কারে হ'য়ে মত্ত, না জানিলাম
নিজ তত্ত্ব, হারাইলাম পরমার্থ, ভ্রমবশে সদা ফিরি
পরের করি বিচারণা, স্বকার্যে নাই বিবেচনা, মশালচি চিরকাল
কাণা, পরকে পথ দেখাতে পারি, নিজে ভুলি আপন পথ,
গোলকধাঁধায় পতিত, ভব পারে যেতে চিত, কাযে তাহা
নাহি করি
সকলে সে পার করে, তাঁ'রে পায় কেউ না করে, একা থাকে
একেশ্বরে, গত শত হর হরি,—এমন নেয়ে ঘরে পে'য়ে, না
দেখিলাম তারে চে'য়ে, মায়াতে মোহিত হয়ে ভবে আসা
যাওয়া করি। (৫৪)

৺রামমোহন রায় রচিত (১৪৩ পৃষ্ঠাঙ্কে) 'ভুলনা নিষাদ রাজ পাতিয়াছে
কর্ম্মজাল' ইত্যাদি গীতের
উত্তর

ইমন ভূপালী। চিমাতেতালা

দিগম্বর ভট্টাচার্য্য — দেখরে বুদ্ধি নিষাদ, পাতিয়াছে জ্ঞান ফাঁদ, সাবধান রে আমার
মানস বিহঙ্গ।

রচয়িতার নাম

দেখ নানাবিধ ফল, ও যে গরল কেবল, তর্কেং চলং, দেখিতে
সুরঙ্গ
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন! কর্ম্মরথে ভক্তিপথে করহ গমন,—
মিলিবে মধুর ফল, মধু তাহে অবিরল, মত্ত হবে সুধাপানে,
দেখিবে যে রঙ্গ। (৫৫)

বেহাগ একতালা।

কৈলাসনাথ মুখো

প্রভুর, লীলা বুঝা ভার
যা দেখি নয়নে, শয়নে স্বপনে, সকলি কেবল মনেরি বিকার।
চিদানন্দময় জগৎ স্থিতি, ব্রহ্মময় সবে একাধারে গতি, অহঙ্কার ভাব,
সুখ দুখ ভাব, জীব শিব একাকার
অপার আকাশ সদা নিরাকার, নানাকার দেখায় সে চক্ষেরি বিকার,
বস্তু সত্য নয়, কিন্তু দেখা যায়, বিবর্ত্ত মাত্র জগত্ শূন্যাকার,—
চেতনের আভাস মায়া প্রভৃতি ভাসে, অচেতনে সব চেতন প্রকাশে,
জগৎ সমুদয়, বস্তু সত্য নয়, কেবলমাত্র সচ্চিদানন্দ সার (৫৬)

দেবী বিষয়। সরস্বতী।

ললিত। আড়াঠেকা।

(অজ্ঞাত)

বীণা করে কে বিহরে, শ্বেত সরোরুহ পরে
বদন শরদ ইন্দু অধরে হাসি না ধরে
নখর নিকর শোভা, রজত রাজীব প্রভা, মধুপ মানস লোভা, কর
কুবলয়,—ভালে তরুণ অরুণ, সিন্দূরবিন্দু শোভন, আঁখি খঞ্জন
গঞ্জন, বর্ণ হারে বর্ণিবারে
বামা অতি কৃশোদরী, নিবিড় নিতম্ব হেরি, তনু রুচি চারু মরি,
ভুবন মোহিনী,—ছত্রিশ রাগিণী সঙ্গে, ছয় রাগ মিলে রঙ্গে,
চাহে না বালা ভ্রূভঙ্গে, সিতরূপে মন হরে। (৫৭)

রচয়িতার নাম।

হাম্বির। একতালা

প্রমথনাথ গোস্বামী। কমলদল বাসিনী।
নলিনাক্ষি নারায়ণী, নলিনাক্ষ বক্ষ বিহারিণী।
চোর রত্নাকরে রতন প্রদানে, কবি রত্নাকর কর মা. দ্বৈপায়ন করি
বেদের বিভাগ, তোমারি মহিমা করিল প্রকাশ, তুমিই রাখিলে
নাম বেদব্যাস, ওমা বিধাতৃ রসনাবাসিনি।।
ভবভূতি আদি কোবিদ মণ্ডলে,বিবেকদায়িনী মা।—আবার মুরারির
করে সঁপিয়ে মুরলী, বলাও স ঋ গ ম প ধ নি
শশাঙ্কে মৃগাঙ্ক রাখি, তুমি কলঙ্কী কর মা —তুমি ভবভূতি ভালে
বিভূতিদায়িনী, ও মা শঙ্করাদি চতুর্মুখ প্রসবিনি.
কিবা বেদ বিধি তন্ত্রে, সবে মুগ্ধ তব মোহ মন্ত্রে, প্রমথের এই হৃদয়
তন্ত্রে, র'স ত্রিতন্ত্রীধারিণি. (৫৮)

— —

খট। ঝাঁপতাল

ব্রজেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্বেত শতদল'পরে, বিহরে শ্বেতাঙ্গিনী।
বীণাপাণি ত্রিভঙ্গিনী, নিবিড় নিতম্বিনী।
পদ নখরে শশধর, রতন নূপুর তদুপর, আহা কি শ্রুতি মধুর, রুণু রুণু
মঞ্জীর ধ্বনি।
রাম রম্ভা জিনি উরু, নিতম্ব তাহাতে গুরু, মরামে মরি সরমে হরি,
•পলাল হেরি' কটি সরু,—মরি কি রূপ মাধুরী, পরিধানে
নীলাম্বরী, নব ঘনে জড়িত যেন, সুস্থির তড়িত শ্রেণী
রমণী হৃদি হ্রদোপরে, শতদল কোকনদ, তাহে মধু পানোন্মত্ত,
বসেছে দুটি ষট্পদ,—শোভিছে গলে গজমতি প্রকাশিছে
রূপ ভাতি, বদন শরদিন্দু হেরি', স্মরশরে মত্ত মুনি।
তিল ফুল জিনি নাসায়, মরি কি নোলক দোলে, মৃগ শিশু জিনি
আঁখি, ধনুর্দ্ধর অধতলে;—অধরে মৃদু মধুর হাসি, ক্ষরিছে
তায় সুধারাশি,সুধাকর অধরে হেরে, লাজে হ'য়েছে অভিমানী

রচয়িতার নাম

শিরে চিকুর সুচাঁচর, বিনায়েছ তাহে বেণী, প্রকম্পিত পৃষ্ঠদেশে,
হেরে বিবরে লুকায় ফণী, এ অপরূপ রূপ তাজিলে, কে হেরেছে
কোন্ কালে? মহেন্দ্রের জিহ্বা মূলে, বসত গো মা বাগ্বাণী
(৫৯)

গঙ্গা।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ — মধ্যমান।

রামগোপাল মুখো

তব নিস্তারিণী সুরধুনী (গঙ্গে)
জড় ও রূপকে তোমায় করে নানা স্তুতি শুনি
শৈল সুতা সপত্নী, সে ভাবে ও হও ভবানী, পুরাণেতে আছে শুনি, শান্তনু সহধর্মিণী
দেবনদী সুরধুনী, হরের শিরে কর ধ্বনি, কিন্তু এই শঙ্কর বাণী, তুমি জ্ঞান স্রোতস্বিনী;—এ তত্ত্বে সবে অজ্ঞানী, বিনে পাগল চূড়ামণি
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে, জ্ঞেয় বস্তু জেনে পরে, পরিত্যাগ করেন তোমারে, তাতেই ও পান জহ্নু মুনি
জ্ঞানেতে অজ্ঞ নতা ক্ষয় হলে জ্ঞান আপনিই হয় লয়, সেই রূপকে তোমাকে কয়, জাহ্নবী জহ্নুনন্দিনী
বিনয় ক'রে বলে পাগল, ঝেড়ে ফেল রূপক সকল, তখন বুঝ্তে পারিবে সকল, যার তত্ত্বে হয়ে জ্ঞানী
চিন্তা ত্যাগের চিন্তা করি,' জ্ঞান স্রোতে ভাসাও হে তরি, তবে উদয় হবেন হরি, চিন্তাশূন্য চিন্তামণি (৬০)

ঐ। কাওয়ালী।

কৈলাসনাথ মুখো

পতিতপাবনি তার গঙ্গে (গো মা)
দেখো ২ যেন তার ছেড় না পাপাঙ্গে
তব সতীনী সাধনা, চ হি যোগ আরাধনা, দর্শনে তোমারি বারি, পূত হয় অঙ্গে।

বচয়িতার নাম

মৃত দেহ হ'লে পরে, জননী তখনি ছাড়ে, তুমি রাখ কোলে ক'রে,
তবগতবঙ্গে। (৬১)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ   মধ্যমান

কৈলাসনাথ মুখো।   সরল তরল তব বারি। (মা গঙ্গে)
যে পরশে পায় হরষে, সুখ মোক্ষ গতি তারি।
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ম'লে, যদি তব জল মেলে, তারে দাও পরবালে,
শুভ গতি শুভঙ্করি!।
জ্ঞানে মোক্ষ অজ্ঞানে নয়, যে মুনি এমনি কয়, দে'খে তার এমচয়, দূর
হ'তে প্রণাম করি ;—সগরবংশ এ'ং নাশি, অজ্ঞানে রয়
ভস্মরাশি, তব জীবন পরশি', উদ্ধার হ'ল সবারি
জল ভূচর খেচর, স্থাবর কীট চর'চর, বাল্মীকি মতে এ চার, তব
নীরে যায় তরি' ;—যথা স্থানে মৃত্যু হ'লে, অস্থি তোমায়
সমর্পিলে, মুক্ত হয় অবহেলে, নাশ পাপ তাপ তারি।
শুভ তিথি যোগ পেলে, এক জনের স্নানের ফলে, তার সহ কোটি
কুলে, সশরীরে যায় উদ্ধারি' ;—পঞ্চ উপাসকের লোকে,
পরস্পর বিরোধ থাকে, কিন্তু তব বারি দে'খে, অবিরোধে ভক্তি
ভাবি॥ (৬২)

ভূপালী   কাওয়ালী।

ঐ   ভাগীরথি, কর গতি এ দীনে!
শমনে কেমনে, এড়াব মা তোমা বিনে? পতিতোদ্ধারিণী জেনে
আশ্রয় লইলাম চরণে, মা,—ত্রাণ কর অন্তক শাসনে
তব তীরে বাস ক'রে, তব নীর পান ক'রে, তরনীরে তাজি বিনা
সাধনে ;—ওমা, তাব যত দেব দেবী, অসাধ্য যোগেতে সেবি,
দয়া হয় কি না হয় কে জানে? এবার শরণ লইলাম তব
জীবনে ;—জেনে অভাজন তার গতি বিহীনে

রচয়িতার নাম

সুরধুনি ত্রিপথগে। আমারে মা সুপথ দে কিসে তোমায় তুষি তা
ত জানি নে,—মা! উপহার নাহি দিলে, তোমায় পূজি
তোমার জলে, বিল্বদলে তব জলে যতনে;—যায় বিষ্ণুলোকে
তব তুষ্টি সাধনে; ধর মৃত দেহ নির্ব্বিকার তারণে (৬৩)

সুরট। কাওয়ালী।

কৈলাসনাথ মুখো।

কিবা লহরী আ মরি।
ধরিলে সুখদা রূপ পাপবারি বারি'
ও বারি সবারি হয় পরশিতে সুখকর, হরিষে ধরে নীরে শিরে গঙ্গাধর,
তুমি উদ্ধার জনে, দরশনে পরশনে, মা! তব সত্ত্ব গুণে দেহ
তা'রি তারি'।
ভীষ্ম জননি গো মা বিশ্ব জননী হ'লে দুষ্য অদূষ্য জনে সকলে কর
মা কোলে, শ্রীহরি পদোদ্ভব, সত্ত্বগুণ সম্ভব, বারিতে পূজিতে
তব শিরনারি নারি (৬৪)

বাহার মধ্যমান।

ঐ

গঙ্গে গতিদায়িনি! পতিত পাবনি!!
কাতরে কলুষ হর, শিব সীমন্তিনি!
কূলে আসি' চিন্তা করি, তব শুভঙ্করী বারি জেনে যেন অন্তে মরি,
এই কোরো শিববাণি!।
কিমাশ্চর্য্য তবোদক, সেবে পঞ্চ উপাসক, ও বারি পাপনাশক,
পূতকারী হও আপনি (৬৫)

বেহাগ। একতালা।

ঐ

তার গঙ্গে মা, শিব সীমন্তিনি!।
একান্ত বাসনা, কর মা করুণা, পতিতোদ্ধারিণি তারিণি!।
তুমি সুখদা মোক্ষদ, মন্দাকিনী জ্ঞানদায়িনী জননি!—

রচয়িতার নাম।

দ্রবময়ী হ'লে শিবের মৌলে, কল ২ ধ্বনি কূল প্রদায়িনি!
ভগীরথের প্রভূত আরাধিত, তাহে অচ্যুত পদচ্যুত,—ভূতলে
আসিয়ে করি' কটাক্ষ, রক্ষা করিলে ষ৩েক প্রাণী (৬৬)

ললিত আড়াঠেকা।

কৈলাসনাথ মুখো।

ছিলে ব্রহ্মার কমণ্ডলে, এলে গঙ্গা ভূমণ্ডলে
নিজে হ'য়ে অধোগামী, ঊর্দ্ধগতি জীবে দিলে
পবিত্রদা তব বারি, উদ্ধারিতে ভববারি, শরণ লয় এবারি, ভেবেছি
চরম কালে,—বিষ্ণুপদে জন্ম নিলে, ক৩ বিষ্ণু জন্ম দিলে,
তোমারে মা সংসেবিলে, বিনা পূজায় মোক্ষ মিলে
শুভা শিবসীমন্তিনি! শান্তিদা এান্তিনাশিনি! জ্ঞানদা মোক্ষ-
দায়িনি! শিব শিরে বিহরিলে; উদ্ধারিতে সগর কুল, হইয়ে
মা সানুকূল, কীট প৩ঙ্গাদির কুল, মোক্ষ পায় স্পর্শে জলে (৬৭)

ঐ ঐ।

ঐ

বিধাতা যে দেয় কূল, এমন কভু নাহি মিলে।
সবে মাত্র তুমি গঙ্গা! অন্তে দেখিলে ত্রিকুলে।
ল'য়ে অপবিত্র দেহ, মোক্ষধন তুমি দেহ, এ ভার না অন্যে কেহ,
স্বীকার করে দেবদলে,—বিনিময়ে ত্যজ্য পদ, দেহ লয়ে বিষ্ণু
পদ, দিয়ে পূরাও মনসাধ, তব গর্ভে স্থান পেলে।
পাবে না গর্ভ যাতনা, তব গর্ভগত জনা, স্বর্গে বাস তার যোজনা,
হয় সুখ তব কোলে;—দূরে থেকে শত যে জন, অন্তে গঙ্গা
বলে যে জন, সব পুণ্যের হয় ভাজন, তার মোক্ষ করতলে (৬৮)

রচয়িতার নাম।

দেবী বিষয়। শ্যামা।

৩৩৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "আমাই আর নাই মা তোর ভিকারী" গীতটি অসম্পূর্ণ আছে সম্পূর্ণ গীতটি নিয়ে দেওয়া গেল।

ঝিঁঝিট। মধ্যমান।

দাশরথী রায়। আমাই আর নাই মা তোর ভিকারী (ও রাণি.)
কাশীতে রাজ রাজেশ্বর, তোর মেয়ে রাজ রাজেশ্বরী
অন্ন পূর্ণ স্তনেতে সদা, কাশীতে তোর উমে অন্নদা, ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র
সদা, তোর এক্ষময়ীর আজ্ঞাকারী
রত্নময় পুরী ক'রেছেন আমাই ; পথে পতন,সব রতন, বত্নে যত্ন নাই ;
—রত্নাকর হ'য়েছেন দাস, শিবের কুবের ভাণ্ডারী (৬৯)

ঐ। পোস্ত।

ঐ যে ভাবে তারাপদ, ঘটে কি তায় আপদ, সে পদ ব্রহ্মপদ,
মুক্তিপদ প্রদায়িনী
কি আর করিবে কালে, মহাকাল যাঁর পদতলে, ডাকিলে জয় কালী
ব'লে, কাল ভয়ে পলায় অমনি।
মায়ের মায়া অনন্ত, অনন্ত না পায় অন্ত, কালহরা কালীমন্ত্র, তারিণী
ত্রিগুণধারিণী ,—মা আমার দক্ষিণে কালী, কখন বা হন
করালী, কখনো হন বনমালী, কভু রাধা মন্দাকিনী (৭০)

ইমন। আড়াঠেকা।

ঐ কি অপরূপ রূপ শিবমোহিনী
জগতে নাম জগদ্ধাত্রী, কালী কালবারিণী

রচয়িতার নাম

নখরেতে কোটি শশী, অষ্টভুজা করে অসি, মুখে অট্ট ২ হাসি,
দশনে তড়িৎশ্রেণী
রূপে আলো ত্রিভুবন, যোগীর আরাধ্য ধন, পরশে যাঁর চরণ,
ধন্য হন ধরণী, —হের গো হৈমবতি! আদ্যাশক্তি ভগবতি!
কহে দ্বিজ দাশরথী, সতী বিন্ধ্যবাসিনী। (৭১)

টোড়ী একতালা।

দাশরথী রায় জাগ জাগ জননি!
মূলাধারে নিদ্রাগত, কত দিন গত হ'ল কুলকুণ্ডলিনি।
স্বকার্য্য সাধনে চল শির মধ্যে, পরম শিব যথা সহস্রদল পদ্মে,
ক'রে ষট্‌চক্র ভেদ, পুরাও মনের খেদ, চৈতন্যরূপিণি।
ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্ন, চিন্‌তে নারি এ তিন নাড়ী, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর;
শিবরূপে দেবতারা, নিয়ত জপে তারা, যে অপেক্ষা তারা
গো! তোমার;—অধিষ্ঠান হয়ে স্বাধিষ্ঠানপুরে, চিন্তাহরা
চল চিন্তামণিপুরে, জীবাত্মা যে স্থানে অনাহত চক্রে, দীপশিখার
ন্যায় জ্বলে দিবা রজনী।
এই দেহ বিশ্বচক্রে, যে বিশুদ্ধ চক্র, ষোল দলে কমল শোভা পায়,
তাহে অর্দ্ধ নারি সবে, সদা সেবা করে, শাকিনী নামে শক্তি
তথা, ও গো কুণ্ডলিনি!—কর গো গমন আদ্য অক্ষর মধ্যে,
দ্বিদল পদ্মে, মন ক'রে ষট্‌চক্র ভ্রমণ, কৃষ্ণধনকে সাধন করাও
মা সর্ব্বাণি!। (৭২)

মুলতান। কাওয়ালী।

ঐ ভ্রান্ত কে আছে তোর সম রে?
করিলি সাহস কি বিষম রে? শম্ভু হারাবি আজ্ জীবন্, শম্ভুহৃদয়-
বাসিনী সমরে।

রচয়িতার নাম

ঐ দেখ, হাসিতে ২, এল অসিতে নাশিতে তোরে, শাসিতে নাশিতে
পারে কে ওরে? যাঁর চরণে শিব আরাধে, অনন্ত জীব আবাধে,
চরণাধারে দেখরে শশধরে; শম্ভু! তোর এমন উন্মত্ত ধারা,
চাও জিনিতে শশীধরা, শশী ধরা বামনে সাধ করে
ধর এত শক্তি মনে, গঙ্গাধর শক্তি সনে, চল্লে রণে পোরের বাসনা
দিয়ে দূরে,—ওরে দাশরথি ত্বরায় শোন, কুমতির শরাসন,
ছাড় ২, ছাড় রে অজ্ঞান শরে,—জ্ঞান গঙ্গাজল ভক্তি শতদল,
ল'য়ে লও গে শরণ দিয়ে, বিল্বদল ঐ পদোপরে। (৭৩)

মুলতান। কাওয়ালী।

দাশরথী রায়।

চক্ষে না দেখি না পাই শুনিতে।
কার রণজয় রে রমণীতে, কঁপে ধ্বনিতে ধরণী ধনী, বনিতে কা'র
অবনীতে,
ভালে ভাল শোভা করে রে বাল সুধাকরে, দিক্ আলো করে ও
দিক্বসনীতে,—মরি ২ শিবহারে, কি শোভা করে উহারে,
এত কি রমণী সাজে মণিতে,—নীল জলধর, নিন্দি' কলেবর,
দেবী তড়িত নিন্দিত কত শোভা করিছে শোণিতে
বড় বিপদ সম্প্রতি, রে দনুজ অধিপতি সব সেনাপতি পতিত
মেদিনীতে;—সব হস্তী সব হয়, ক্রমে সব শব হয়, শেষে প্রাণ
নাহি পায় এক প্রাণীতে,—না ঘটে মরণ, ক্ষেমাগিয়ে রণ,
বামার চরণে হও দাস দাশরথি ত্বরান্বিতে (৭৪)

আলাইয়া। একতালা।

ঐ

কর কর নৃত্য নৃত্যকালি! একবার মনসাধে রণক্ষেত্রে মা
মোর হৃদয়মাঝে
দেহের ভেদী ছজন কুজন, এরা বাদী ভজন পূজন কাযে।

রচয়িতার নাম।

জ্ঞান অসিতে তায় কর মা ছেদন, নিবেদন চরণ সরোজে ;—আগে
বধ ব্রহ্মময়ি মোর কুমতি রক্তবীজে ;—ও তোর ভক্ত দাশরথী
অনুরক্ত হয় ঐ পদাম্বুজে (৭৫)

রামকেলী। একতালা

দাশরথী রায় — কার কামিনী, হয়ে উলঙ্গিনী, দনুজ সমরে নীলাব্জ বরণী ?।
না জানি কি বুঝে, হৃদয় অম্বুজে, মহাকাল ধরে চরণ দুখানি
বিহরিছে হ'য়ে শান্তামূর্ত্তি, কাল রূপে কাল নাশিয়ে দীপ্তি, সুধাপানে
সুধামুখী নন তৃপ্তি, অনুরক্ত রক্ত যোগাচ্ছে যোগিনী।
কে বটে ও নারী, চিনিতে না পারি, মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী, রণে এসেছে ;
উন্মত্তা বেশে বিগলিত কেশে, বিবাসে দিগ্‌বাসে দাঁড়ায়েছে ;—
দেখ মহারাজ! একি নারীর সাজ, লাজে লাজ দিলে নাহি
কিছু লাজ, রণে ক্ষান্ত হও রণে নাহি কায, করে করি' অসি
নাশিছে সেনানী (৭৬)

জয়জয়ন্তী। আড়াখেমটা।

কালীপদ দাস। — ভয় কি আছে এই তরণী, পার হ'তে সেই বৈতরণী, উপায়
আছে ভাব না ও পায়
কালীপদ বলে কেন তুল্লিনে নামের পাল, বুঝি মনমাঝী নয়
রাজি, তাই হাল দে'খে ছেড়েছে হাল ; আজ কাল ক'রে
কাল, কাটাইলি চিরকাল, ভক্তিরজ্জু বাঁধলি না ত
নৌকায় ;—ওরে! কালীনামের গাব কখনো লাগালিনা
গহরায়। (৭৭)

রচয়িতার নাম।

খাম্বাজ। একতালা।

কালীপদ দাস দিন বাজে কাযে গেল কেটে

আমার কি হবে উপায়, ভেবে ২ কায়, জীর্ণ শীর্ণ হায় প'ড়েছি শঙ্কটে।

তুচ্ছ কর্ম্ম ভূমি তুচ্ছ সুখভোগ দুখের মুখে ছাই কেবল ভোগাভোগ, নাহি যোগাযোগ, কুক্রিয়া সম্ভোগ, গেল না এ রোগ কুসঙ্গেতে যুটে

ভ্রমবশে মায়াবশে গেল দিন, ভাবিতে ভবানী নাহি পেলাম দিন, অর্থলোভে ক্ষোভে ভ্রমি অনুদিন, দিন দিন ভবের হাটে ;—কালীপদ বলে কালী পদ চিন্তা, রোধ ক'রেছে আমার কুহকিনী চিন্তা, হ'য়ে ভ্রান্ত পদে ২, সম্পদের আমোদে, ভূতের বেগার মলেম খেটে। (৭৮)

সুরট। কাওয়ালী।

ঐ মন। তোর আসামী আমি হব না এবার।

দয়াময়ি মার, আমি রে কুমার, আমার ভবপারের ভয় কি আছে, অভয় আছে অভয়ার

কেলে মায়ের ছেলে আমি, কা'রে করি শঙ্কা ? সগর্ব্বেতে চ'লে যাব বাজাইয়ে ডঙ্কা ;—মা আমাদের কর্ণধার, ধারি না রে তোদের ধার, পেয়েছি অভয় যার নাহি রে আশঙ্কা ;—তাতে, আমি খাসের প্রজা, তোদের ভূয়ো জারি সার।

মায়ের বুকে বুক বেড়েছে, হার মেনেছে সকলে ; কা'র সাধ্য তারাদাসে শাসে এসে সবলে ;—তুই এসেছিস্ আমার জন্যে, শ্যামা মা যদি তা শুনে কর্ণে, অপর্ণার কাছে অপমান হবি শেষ কালে, ওরে কালীপদ! কালী পদ ভাব্না ভবে হবি পার।

(৭৯)

রচয়িতার নাম।

দেবী বিষয়। আগমনী।

খাম্বাজ। একতালা। (গিরিরাজের উক্তি)

তারকব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য। বাণি। অকারণে কেন ভাব ?।

ভবেরি ভবনে, কি অভাব ধনে ? নন্দিনীর আমার এমনি স্বভাব

থাকিতে বিবিধ বস্ত্র আভরণ বিভূতি ভূষিত অজিন বসন,

শ্মশান বাসেতে সদা শবাসন, ত্রিলোকবন্দিনী নন্দিনী তব

উমা মহেশ্বরী রাজরাজেশ্বরী ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সদা আজ্ঞাকারী,

স্বর্ণময়ী পুরী, কুবের ভাণ্ডারী, ভবের বিভব ব'লে কি

জানাব ?। (৮০)

ঐ। ঐ। (ঐ)

ঐ বাণি। মহাযোগী ত্রিপুরারি

সদা তত্ত্বে মত্ত, বিষয়ে বিরক্ত, পরম শক্তিভক্ত, আগম

প্রকাশকারী

যোগেশ্বরী উমা ত্রিতাপহারিণী, সৃষ্টি স্থিতি জগৎ সংহারকারিণী,

জগতের কর্ত্রী জগত জননী, তুমি জান উমা তনয়া আমারি।

সত্ত্ব রজস্তম ত্রিগুণধারিণী, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রসবকারিণী, বটপত্র-

শায়ীর আধাররূপিণী, কে জানিতে পারে মায়া তাহারি॥ (৮১)

খট। একতালা। (ঐ)

ঐ মনে, ক'রেছি এই বাসনা।

জামাই সহিতে, আনিয়া দুহিতে, হিমালয়ে করব শিবস্থাপনা।

ঘরজামাই ক'রে রাখ্‌ব কৃত্তিবাস, হিমালয়ে করব দ্বিতীয় কৈলাস,

হর-গৌরী আমি হেরব বার মাস, বৎসরান্তে আনতে যেতে

হবে না।

জামাই আশুতোষ হন আশু তোষ, ভক্তিরত্ন পে'লে পরম সন্তোষ,

রচয়িতার নাম।

বিল্বপত্রে পূজ্লে জামাতা সন্তোষ, ভুলে রবে ভোলা যে'তে চা'বে না (৮২)

স্থরট্মল্লার আড়াঠেকা। (মেনকার উক্তি)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

কৈলাস সংবাদ শুনে, মরি হে পরাণে
কি কব হে গিরিবর! যাও২ এস জে'নে।
সুখে রাখিতে সংসার, উমা ও তি বিয়ে ভার, সার করি' যোগাচার, শিব নাকি আছেন শ্মশানে
যোগাচারী হে'য়ে হবে সকলেতে যোগ ক'বে, শিবের বৈভব হ'রে, গ'য়ে গেছে স্থানে২ ;—(ঐ দেখ) শশী গগনমণ্ডলে, সুরধুনী ধরাতলে, ফণীগণ গেছে পাতালে, অনঙ্গ নিবিড় বনে
শিবের স্বভাব দেখিয়ে, ভেবে২ কালী হ'য়ে, উমা আমার রাজার মেয়ে, পাগলিনী অভিমানে ;— সেজে বিপরীত সাজ, বিরাজে ত্যজিয়ে লাজ, কি শুনি দারুণ কায, মাতিয়াছে সুধাপানে। (৮৩)

ঝিঁঝিট। পোস্ত (মেনকার প্রতি প্রতিবাসিনীগণ)

দাশরথী রায়

মেয়ের ত তুমি মা, নামটি উমা রেখেছিলে।
কেন মা তোর উমাকে, ডাকে দুর্গা দুর্গা ব'লে?
শুন গো মা গিরিদারা! দীন হীন ভবে যারা, তোর্ মেয়ের নাম দীনতারা, রেখেছে তা'রা সকলে
কেহ ত্রিগুণধারিণী, কেহ ত্রিতাপহারিণী, কেহ বলে সর্ব্বাপদহারিণী সর্ব্বমঙ্গলে (৮৪)

মল্লার। একতাল। (দুর্গার প্রতি মেনকা)

ঐ

ওমা শঙ্করি! আমার স্বর্ণপুরী, ত্য'জে কেন বিল্বমূলে?।

রচয়িতার নাম

আমি কেঁদে মলেম উমে! মায়ের কপালক্রমে, এমন অবোধ মেয়ে জন্মেছ কুলে

আগে মা ব'লে আসিবে, মা'র দুঃখ নাশিবে, মা ব'লে তুষিবে, বসিবে কোলে ;—দুঃখপাসরি গো উমা! কোলে এস মা! (বিল্বমূল ত্য'জে) যদি কণ্টক বাজে তোর পদকমলে।

শুন মায়ের কথা কাণে, যেখানে সেখানে, ব'সো না ব'সো না ও মা বিমলে —শিবের বামে ব'স মা! ব'স মায়ের কোলে, আর তোর দাস দাশরথীর হৃদকমলে (৮৫)

বাহার কাওয়ালী (শিবের প্রতি গিরিরাজা)

দাশরথী রায় শঙ্কর! কর মোরে করুণা

গুণধর গঙ্গাধর অধৈর্য্য ধরাধর, ধর মিনতি ধর না ;
হর হর বিষাদ, পুরাও হে মনসাধ, সাধ পুরাতে করি সাধনা

হর ক্লেশ হে অশেষ গুণমণি শূলপাণি, পাষাণী প্রাণে বাঁচে না ;—
বিপদে তব দাস, রাখ হে দিগবাস, আশায় নৈরাশ যেন ক'রো না

নাম ধরেছ আশুতোষ, আমায় আশু তোষ, তবে রয় যশ ঘোষণা ;—
দেহ তিন দিন জন্যে, প্রাণের ঈশানী কন্যে, তিন দিন বিনা শিবে রবে না (৮৬)

বিজয়া।

খট। একতাল। (উমার প্রতি মেনকা)

ঐ প্রাণ উমা, মাকে কোন্ প্রাণে মা! বল্লি আমায় বিদায় দে মা!

পারি প্রাণকে বিদায় দিতে, তোয় নারি পাঠাতে, প্রাণ উমার কাছে কি প্রাণের উপমা

রচয়িতার নাম।

সে দিন ক'বে কত রোদন, হরের ঘরের বেদন, তুই আমায় কত
জানালি মা !—তা কি নাই মা মনে, দে'খে নয়নে তোমায়
ত্রিনয়নে, সে ভাব ভুলেছ ভুলেছ হর মনোরমা। (৮৭)

বিভাষ। ঝাঁপতাল। (গিরিরাজার প্রতি মেনকা)

দাশরথী রায় গিরি! যায় হে ল'য়ে হর, প্রাণ কন্যা গিরিজায়।
পার ত রাখ প্রাণের ঈশানী, বাঁচে পাষাণী, দে'খে গিরিজায়।
রবে কুমারী, হবে গিরি! আশুষ্টপূর্ণ মানসে; দিয়ে বিল্বদল যদি,
আশু তোষ আশুতোষে; হবে যাতনা দূর, দুঃখহর হর
কৃপায়;—তুমি হর চরণে যদি ধর,দোষ নাই হে ধরাধর! ধ'রে
চরণে তুমি হে নাথ! দিলে কন্যা যা'য়
নাথ! কিসে যাবে আব এ বেদন, ভিন্ন হর আরাধন, রাখিতে ঘরে
তারাধন, নাহি অন্য উপায়;—ম'জে অসার সম্পদে, সঁ'পে
মতি না হর পদে, কেন মুক্তি কন্যা তুমি হা'র' হও দাশরথি!
কি হবে কাল এল আজি, কি কাল নিশি পোহায়॥ (৮৮)

ললিত। একতালা।

ঐ গিরিধামে গুণধামের বামে, ত্রিগুণধারিণী।
বসিলেন হর, ভুবন মনোহর, যেন হিরণ্য জড়িত হীরক মণি।
কহিছে শিখরী হরকে করি' বিনয়, এমনি রূপ দেখাতে আবার যেন
দয়া হয়, দয়াময়!—বাণী কয় আর নয়ন ভাসে, আবার এমনি
এসে যুগল বেশে, ব'সো হরঘরণি!।
বল্‌তে গৌরী রূপ আর হর রূপের বাণী, বাণীর হরে বাণী;—হ'ল
পঞ্চাশ বর্ণ বিবর্ণ, অতীত বর্ণ; জ্ঞানহীন দাশরথী কেন,
সে রূপ বর্ণনে হয় অভিমানী?॥ (৮৯)

রচয়িতার নাম।

প্রাচীন কবি। ঠাকুরাণী বিষয়।

ধরতা।

তাল রূপক। নিতাই বৈষ্ণবের দল।

রামজী দাস। চি —ভবানী ভজন বিনে, ভবে আর অন্য গতি নাই ;
প-চি —দেবের দুর্লভ ধন, ব্রহ্মার বাঞ্ছিত ধন, সে চরণ আমরা কিসে পাই ?
ফু।—লোকে শিবকে বলে পাগল, কিন্তু বোঝবলে সে পাগল, শিবের মতন শিয়ান পাগল, আ'র কি কোথায় আছে ?—(মা !) সে ধন হৃদয়ে রেখেছে ;—
সে ত আপনার কাযে নয় বিভোলা, পাগল হয় সে পরের বেলা, চরণ, দিতে হবে ব'লে ভোলা. চোক্ বুজে রয়েছে।
মে —কিন্তু আমার নাই ছাড়াছাড়ি, হয় হবে সঙ্গে আড়ি, তারা গো মা !—যেমন শিব দিয়েছে জীবকে ফাঁকি, তেম্নি ফাঁকি শিবকে দিব।
মহ —জীবের বল আছে কি না, শিবে ! তাই শিবকে জানা'ব
স।—যেমন অশ্বত্থামা যুদ্ধ ক'রে, বিশ্ব বৃক্ষ শিবকে মেরে, কর্লেন পরাজয় ; তখন পাণ্ডবের দ্বার ছেড়ে পলালেন মৃত্যুঞ্জয় ;—
এখন তোমার চরণ পাবার তরে, পিতা পুত্রে যুদ্ধ ক'রে, ভক্তিবাণ সেই শিবকে মেরে, শিবত্ব পদ কেড়ে লব (৯০)
(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

তাল আড়াখেমটা। ঐ

ঐ চি —তারা তত্ত্বমসি ! আসি' মায়াপী রাক্ষসী নাশে জগতে ;—
প চি —ত্রাহি দুর্গে ! ত্রাহি দুর্গে ! দুর্গে ২ দুর্গে ! রক্ষ দুর্গে দক্ষ দুহিতে !

ফু —হর্ত্রী কর্ত্রী অভয়দাত্রী, মঙ্গলা মঙ্গল বিধাত্রী, জগদ্ধাত্রী জগতের মা তুমি মা।—

হও যে আমার মা, পিতার মা, পুত্রের মা, মায়ের মা, মা ব'লে যে ডাকে মা। তার মা হও তুমি মা। তোমার মতন এমন মা, ব্রহ্মাণ্ডে আর নাইক মা।

মে —তোমার পুত্র হয়ে ভবে এসে, কপাল দোষে মা।—দুঃখ পাই মা পদে ২, প'ড়ি কত ঘোর বিপদে, যদি ভক্তি থাকে তোমার পদে, সম্পদে আর বাঞ্ছা নাই

মহ —এখন শমন দমন কিসে কর্ব্ব বল মা। কাম্নিবারণ তোমার চরণ, কেমন ক'রে পাই ?।

স।—কালি। দণ্ডে ২ দণ্ডকরে, কাল দণ্ড ল'য়ে করে, সে দুস্তারে নিস্তারিণী ত্বং; গুনি মহত্ত্বং, বিষ্ণু ত্বং, শিবত্বং, ইন্দ্র চন্দ্র ধনেশত্বং দিনেশত্বং গণেশ ত্বং, শক্তি মুক্তি ভক্তি ত্বং, পরম ব্রহ্ম পরাত্বং,আছে সম্পদে আবো বিপদ, পদে ২ মা।—অন্য পদ চাই না গো মা, কেবল ও পদ ভিক্ষা চাই

খা —মা। তোমার পুত্র হয়ে আর, দিব কা'র দোহাই ?।

২ফু —দুর্গে। তোমার শ্রীচরণ, হয় যে আমার পিতৃধন, আছে পিতার বুকে,—

পিতা, বর্ত্তমানে কিসে সে ধন, প্রাপ্ত হয় আমাকে ?

২মে —মা। আপ্নি যদি দয়া ক'রে, শ্রীপাদপদ্ম দাও আমারে, তবে আমি ডঙ্কা মেরে, কাল পরাজয় ক'রে যাই

অ —ভবে শং কর শঙ্কররাণি।

ভবানি ভৈরবী ভীমে, ভয়রূপা ভয় নিবারিণি।।

২চি
২প-চি। } (পাওয়া যায় নাই)

৩ ফু —মা। আদ্যে সিদ্ধে মহাবিদ্যে। অনাদ্যে আরাধ্যে সিদ্ধে। সিদ্ধেশ্বরি স্বয়ং সিদ্ধিরূপিণি।—সিদ্ধি বাসিনি, গীর্ব্বাণি, নির্ব্বাণি, সর্ব্বাণি।—ল'য়ে তোমার পদাশ্রয়, শিব হয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়, জন্মের মত মৃত্যুভয়, ঘুচিয়েছ তার ভবানি।।

রচয়িতার নাম।

৩ মে।—এখন সব ত্য'জে হয়ে সন্ন্যাসী শ্মশানবাসী মা! রাখি'
হৃদকমলে, বিল্বদলে, পূজা করি সর্ব্বদাই। (৯১)

তাল আড়াখেমটা। (নিলু পাটুনির দল)

গীতানাথ চি —মহিমা অপার, শুনে তারা গো তোমার;
মুখো প চি —অভয় চরণ, লয়ে শরণ, ঐ মা!—ভবভয় নিস্তারের
কালে হয়েছিলে ভার

ফু।—কালী ২ ব'লে কালি, তবু ত এলে না কালি! হৃদয়
পদ্মেতে,—
(তারা গো মা!) আমি তাই মনে ভেবেছি কালি! কাল অন্তে
গুলে কালি, না খেলে কি যাবেন কালা, অন্তরের মায়েতে

মে —পিতা আমার পাগল ভোলা, তেম্নি আমার মা পাগলা,
আমি ও পাগলা;—এখন তিন পাগলে হয়ে মেলা, ভবের
জ্বালা সব ঘুচা'ব

মহ —কেমন পাষাণের মেয়ে, পাষাণ হয়ে রও, অন্তে তারামন্ত্রে তারা
মা তোমায় গলা'ব

স —যেমন জহ্নু মুনি যোগের বলে, গণ্ডূষেতে গঙ্গা খেলে, তেম্নি
আমি সাধন বলে, কালী ব'লে কালি খা'ব।

খা —কেমন বেটা আমি তোমার, তাই তোমায় দেখা'ব

২ফু —আমি জন্মেছি মা গণ্ড যোগ যোগে,—
তারা মাকে খাব আগেভাগে, শেষে বাপ বেটাতে যোগী হয়ে
থাক্‌ব যোগে যাগে

২ মে।—মাতৃহীন হ'লে সন্তান, সে কি আর বাঁচে না প্রাণে, শুনেছ
কোন্ খানে;—আমি থেকে পিতার সন্নিধানে, স্নেহের সুখে
কাল্ কাটা'ব (৯২)

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

রচয়িতার নাম।

তাল রূপক। (নীলু পাটুনীর দল)

নীলমাধ মুখো। চি।—জন্ম মৃত্যু জরা, ত্রিতাপহরা, তারা নাম তোমার ;
পি চি।—আমার ভাগ্য গুণে, তোমারে ত্রিগুণে, সেধে দুঃখ হ'ল মা অপার

ফু —ঐহিকের সুখ যা হবার তা হ'ল মা! কিন্তু ভুলাতে পারবে না পরমাত্মিকে।—
গেল২ দুঃখে দিন যাউক মা! কিন্তু ছাড়্‌ব না এ প্রাণ থাক্‌তে ডাক্‌তে তোমাকে।

মে —জন্মভূমে এসে কর্ম্মভোগে গেল কাল ; কিন্তু ঐহিকের সুখ কিছু হ'ল না।

মহ।—এবার জান্‌ব তারা। তারানামে কেমন করুণা ॥

স।—পুরাণে শুনেছি শিবের উক্তি, কলিযুগে হয় জীবের মুক্তি, কা'লী নাম সাধনে ;—আমা'র কা'ল'প্রাপ্তি কালে, ডাক্‌ব কালী ব'লে, তখন কি চরণ পাব না ? ॥

খা।— * * * * *

২ ফু —যে জন একান্তে, ডাকে দিনান্তে, সুখ মোক্ষ লাভ হয় মা তার ;
(ওগো ব্রহ্মময়ি মা গো তারা!) আমি প'ড়ে বিষম দুর্গে,
সদা ডাকি দুর্গে, কৈ মা দুর্গে দুঃখ ঘুচালে আমার ?

২ মে —ঐহিকেতে দুঃখ দাও২ তারা! তাহে দুঃখ ভাবিনা মনে ;—
পাছে অন্তরে রও অন্তকালে, অন্তরে তাই ভাবনা। (৯৩)

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

বাহার। তাল রূপক। (নীলু পাটুনীর দল)

ঐ চি —কা'রেও মা তাচ্ছল্য, কা'রে বা বাৎসল্য, কা'রে ও সাচ্ছল্য শঙ্করি!

রচয়িতার নাম।

প চি —এই কি মায়ের মায়া, মহামায়া গো! মানবকায়া মাগো!
কোন্ গুণেতে ধর তুমি ত্রিপুরাসুন্দরি?।

ফু —পিতা তোমার অচল গিরি, তা'তে তুমি হ'লে গৌরী, মরি২
মায়ের কিবা মায়া;—
(ও মা তারা২! তারা গো মা!) সদয় হ'য়ে সকৌতুকে, চরণ
রাখ্‌লি পতির বুকে, ছাই মাখালি তাহার মুখে, তোর ত
এই দয়া

মে।—কা'রেও পাষাণ হও পাষাণের মেয়ে, আবার অন্তে দাও চতু-
র্ব্বর্গ পায়ে;—আমায় ঠেলে পায়ে, এত তোমার ডাকি দুর্গা২
ব'লে

মহ।—দীনতারিণী তারা, হ'য়ে গো তারা! মা কি আমার ভাগ্যে
বিমাতা হ'লে?॥

স।—পিতার ধন সন্তানে পাবে, বিচারে পরাস্ত হবে, আর কিসে
ঘুচাবে?—ল'য়ে অমূল্য ধন, অভয় চরণ, মহিষাসুরের মাথায়
দিলে (৯৪)

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

বাহার। তাল রূপক। (নীলু পাটুনীর দল)

সীতানাথ মুখো।

চি।—মা দুর্গে ত্বং দুঃখহরা, পরাৎপরা, বহুরূপ-ধরা ত্রিগুণা;

প-চি —ত্বংহি ভগবতী ভাগীরথী, লক্ষ্মী স্বরস্বতী, মা কুন্তী
যমুনা।

ফু —সুরপুরে সুরধুনী, জলময়ী হ'লে,—
(করুণাময়ি মা গো!) ব্রহ্মা তোমায় রেখেছিলেন ব্রহ্ম
কমণ্ডলে

মে।—তাইতে ভগীরথ সাধনের ফলে, পিতা উদ্ধারিবে ব'লে, ডাক্‌লে
মা ব'লে;—এখন ভবে এলে ভাগীরথি! পাপী তাপী
তরাতে।

রচয়িতার নাম

মহ —তারা গো ও তোর অপার লীলে মা! কে আর পারে বুঝিতে।

স —শিবের হৃদয় মাঝে কালিকে, তুমি লক্ষ্মীরূপা গোলোকে, এখন গঙ্গারূপে বিরাজ কর গঙ্গাধরের জটাতে (৯৫)

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

গোষ্ঠ।

তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি।—শুনে সুমধুর শঙ্খের ধ্বনি, গোকুলের গোপিনী, প্রভাতে এল নন্দালয়;

প-চি —নিশি অবসানে, মঙ্গল বিধানে, মঙ্গল আরতির সময়

ফু।—কোকিল কৃষ্ণ গুণ গায়, বাণী কৃষ্ণে নাচায়; প্রভাত সময়ে;— বদন চা'য়ে, করতালি দিয়ে, বলে গোপাল! নাচরে তাধিয়ে তাধিয়ে।

মে।—যাবি রাখাল সঙ্গে গোষ্ঠে, আমার প্রাণ উঠে ওষ্ঠে, যখন বলে তা'রা "সঙ্গে দে নে যাই তোদের গোপালকে।"

মহ।—প্রাণ গোপাল রে, নাচরে একবার অঙ্গনে, দেখুক সব ব্রজ গোপিকে

স —নাচ্‌রে হেলে দুলে, ডাক্‌রে মা মা ব'লে, আয়রে কোলে; এখন ক্ষীর সর নবনী দি তোর চাঁদমুখে।

* * * *

২ ফু —মায়ের কথা রাখ, থেকে২ নাচ, এখনি আসিবে রাখালগণ, করি ভয় রে;—

বাঁকা হ'য়ে দাঁড়া, ল'য়ে বাঁশী চূড়া ধড়া, গোপাল রে! ভানু উদয় হয় রে! ধেনু গোষ্ঠে যাবার হইল সময় রে। (৯৬)

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

রচয়িতার নাম

ব্রজলীলা ।

তাল রূপক (পরাণের নিজ দল)

পরাণচন্দ্র চি —শ্রীকৃষ্ণ প্রেমালসে, নিশি শেষে, আছেন ঘুমায়ে ;
চন্দ্র। প-চি —ছুটি চরণ ধ'রে, প্যারী ধীরে২, অতি মধুর স্বরে, বঁধুকে বলে বিনয়ে

ফু —গুণমণি . শুন কই, দিনমণি উদয় ঐ, হ'ল এক্ষণে ;
অতি কিরণে ;—
জলে কমল ফুট্‌ল, সৌরভ ছুট্‌ল, গৌরব বাড়্‌ল, ভ্রমর মাত্‌ল,
বংশীধারি ! রইতে নারি কুঞ্জকাননে

মে ।—আমরা কুলের বৌ সকলে, না গেলে সেই গোকুলে, ঐ কুটিলের কুলাঙ্গনায় জল্‌বে জীবন

মহ —প্রভাত হ'ল নিশি, অস্তে গেল শশী, উঠ২ কালশশি ! আমরা আসি এখন

স ।—প্রেমরসে আর্দ্র হও, কত আর নিদ্রা যাও ? ফিরে চাও,
চেয়ে দে'খে বিদায় দাও, নৈলে স্বদাসীর প্রণাম লও ;—
পুনর্ব্বার হ'লে নিশি, (তখন) মোরা শ্যাম সকল দাসী,
আসি' হৃদপদ্মে শ্রীপাদপদ্ম করিব ধারণ

খা —বেখে যাই, তোমায় রেখে যাই, নহে এমন মন

২ ফু —মনে করি যাব না, না গেলে কুল থাকে না, তাইতে যেতে চাই ; যেতে চাই ,—
যেতেও নারি থাক্‌তেও নারি, ভয়ে মরি কানাই ! গেলে পাছে তোমায় হারাই ;—না গেলে পর কুল হারাই

২ মে ।—আমরা কুলের বধূ সকলে, যেতে হবে গোকুলে, তোমারে ফেলে ; তাই আকুলে ভাবি, বুঝি অকূলে দিতে হ'ল কুল বিসর্জ্জন ।(৯৭)

রচয়িতার নাম।

তাল রূপক। (কৃষ্ণদাস বৈরাগীর দল)

ঈশ্বরচন্দ্র চট্টো। চি —কৃষ্ণ ডুবেছেন কালীদয়ে, সংবাদ পেয়ে, ব্রজবাসীগণ ধায়;
প-চি।—উপানন্দ ধায় রে সকলের আগে২ ঐ বলরাম যায়।
ফু —হায়! আকুল কৃষ্ণের শোকেতে, কালীদহের কূলেতে,
দাঁড়ায়ে বলাই;—বলে আহা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ? কৃষ্ণ
গুণের ভাই!
একবার আয়রে কৃষ্ণ করি কোলে, ডাক্‌রে কৃষ্ণ দাদা ব'লে,
আবার তোরে কোলে ক'রে, মায়ের কাছে ল'য়ে যাই
মে।—কর্‌লি এ কেমন খেলা ভাই! মনেতে ভাবি তাই, ভাই হ'য়ে
ভাইকে কোথায় ফেলে গেলি
মহ —প্রাণের কৃষ্ণরে! মনের কি দুঃখে কালীদহে ঝাঁপ দিলি?।
স —এই এলাম তোর সনে, ল'য়ে সব রাখালগণে, গোচারণে;
অভিমান তোর কি ছিল মনে? এখন তাই ভেবে ভাই
কোথায় লুকালি?॥
খা।—আমরা তোর জন্যে সকলে শোকাকুলী।
২ ফু —হায়! আমি রে তোর জ্যেষ্ঠ ভাই, কৃষ্ণ তুই কনিষ্ঠ ভাই,
শোন্‌রে পরিচয়; যে দিন ব্রজপুরে নন্দের ঘরে জন্ম আগে
হয়;—
তেম্‌নি আগে আমার মরণ হবে, পশ্চাতে যা হবার হবে,
ভাইকে ফেলে অগ্রে গেলে, ভাইয়ের এমন ধর্ম্ম নয়।
২ মে।—কা'রে ভাই ব'লে ডাক্‌ব আর, এমন কেউ নাই আমার,
ভাই বলা জন্মের মতন ঘুচালি
অ।—আর এ প্রাণ বাঁচে না; এ প্রাণ বাঁচে না, বাঁচে না বাঁচে
না;—
তোমা ধনে হারা হ'য়ে, কি ধন ল'য়ে, থাক্‌ব আমি গোকুলে?
তুমি যেমন ভাই, অমন গুণের ভাই, যুগযুগান্তরে মিল্‌বে না।

রচয়িতার নাম।

২ চি —ত্রেতাযুগে রাম ছিলে তুমি, লক্ষ্মণ আমি ছোট ভাই ছিলাম তোমার,

২ প-চি —তোমার জন্তেতে অরণ্যেতে রে! সে সকল কথা মনে হয় রে আমার

৩ ফু —হায়! মা জানকীর জন্তেতে, রাবণ রাজার সঙ্গেতে, যুদ্ধ যে দিনে; রাবণ শক্তিশেলে বিনাশিলে আমায় সে দিনে;—
আমার সে সব দুঃখ ছিলাম স'য়ে, তোমা ধনে হারা হ'য়ে,
শক্তিশেল বাণ ভাই শোকের বাণ, আর যে সইতে
পারি নে।

৩ মে —এ সব সহ্য হয় না আর, ফেটে যায় রে বুক আমার, দেখা দে নৈলে প্রাণে দিব জলাঞ্জলি (৯৮)

(ধরতা পাওয়া যায় নাই)

উত্তর।

তাল রূপক। (পূর্ব্ব নগাড়ার সখের দল)

রামচন্দ্র বন্দ্যো। চি।—সৈ! আমারে সকাতর, হেরি' নটবর, কাতর হলেন অতিশয়;

প-চি।—"কাঁধে করি, এস কিশোরি!" বলেন রসময়।

ফু।—যেমন তুলেছি চরণ, অমনি কৃষ্ণ অদর্শন;—
সৈ! সৈ! সৈ রে! প্রাণকৃষ্ণ বিনা মরি গো এখন।

মে —হায়! শুনিয়া বংশীরব, লইয়া সখী সব, সৈ! এলেম্ প্রাণ কেশব্ স'য়ে রাসে মজিতে

মহ —সে আশায় কৃষ্ণ আমায়, সৈ রে! নিরাশ করিতে

ওঃ।—গেলেন ত্যজিয়া রাসোল্লাস, অপূর্ণ অভিলাষ, সৈ! সৈ! সৈ রে!
তাইতে শতধার বহে আমার আঁখিতে

খা।—কৃষ্ণ বই কে পারে আমায় তুষিতে?

(প্রাণ সৈ! তেহারাণ)। (৯৯)

৪চয়িতার নাম।

পাল্‌টা (ভবানীপুরের সখের দল)

৫৬৭ পৃষ্ঠায় ৩৬ নং গীত দেখ

পাল্‌টার প্রত্যুত্তর (পূর্ব্ব নপাড়ার দল)

তাল রূপক

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো চি —সৈ! যে জন ত্রিভুবন, কটাক্ষে সৃজন, পালন নাশন করে,

প-চি —তাঁরি অঙ্গে, প্রলয় প্রসঙ্গে, লয় হয় পরে।

ফু —শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া লগনে। কিছু কি আছে ভুবনে? সৈ। সৈ! সৈ রে! চরাচরে খ্যাত শশিবদনে।

মে —হরির শ্রীঅঙ্গে মনোহর, বহি গো নিরন্তর, সৈ। উঠ্‌তে কাঁধে তায় নাহি কিছু গো সরম।

মহ —পোড়ালে কু ব'লে আজি মোর মরম

ওঃ —অতি রসিক রসময়, হয়েন না নিরদয়, সৈ! সৈ! সৈ রে. তিনি দয়াময় দয়া করা তাঁর ধরম॥

খা —আমারে দিতে জ্ঞান কালার এ করম

(প্রাণ সৈ তেহারাণ) (১০০)

মান।

ধরতা

তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি —এত যদি সাধিতে কাঁদিতে হবে জানিতে;

প-চি —তবে শ্যামচাঁদ! কেন বঞ্চিলে অধিনীর কুঞ্জেতে?

ফু —এ লাঞ্ছনা শ্যাম শুধু তোমার নয়,—রাষ্ট্র যথা তথা, ছি ছি লাজের কথা, দারুণ মর্ম্মব্যথায় হৃদয় দগ্ধ হয়।

মে।—চন্দ্রার কারণে রাধার মান, শ্যামের তাই অপমান, চিরকাল এ কলঙ্ক রহিল

রচয়িতার নাম

মহ —কৃষ্ণ ভ'জে হায়, আমার এই হ'ল
স —মানময়ী মানদানে জুড়াবে,—আবার যার বাধা তার হবে,
রাধার শ্যাম রাই পাবে, অভাগীর অপবাদ লাভ কেবল
খা —মানানলে গোকুল দহিল
২ ফু।—সেধে কেঁদে আর তোমার শক্তি নাই;—
এবার তোমার হ'য়ে,না হয় আমি গিয়ে,দুটো ব'লে ক'য়ে
রাধারে বুঝাই
২ মে —তোমার দুঃখ না দেখা যায়, তাই গো তার ধরব পায়,
কি করি কর্ম্ম ফল আজ ফলিল (১০১)

(ধরতা পাওয়া যায় নাই)

(উত্তর) তাল রূপক। (নীলু পাটুনীর দল)

সীতানাথ মুখো

চি —তোরা বল্লি সৈ যে কথা, শুনে ঐ বারতা, প্রাণে আজ
ব্যথা পেলাম বেশ,
প চি —নারীর মান বাড়াতে কি, বল গো সখি! শ্যাম বঁধু
নাকি সাজ্‌লে নারীর বেশ
ফু —যার মানেতে আমারি মান, সেই বঁধুর আজ অপমান,
এ অভিমান করায় ধিক,—
নারীর জন্মে ধিক, নারীর কর্ম্মে ধিক, ঐক্যতে ধিক বাক্যেতে
ধিক, সুরীতে ধিক পিরীতে ধিক,আর কত বল্‌ব অধিক
মে।—তোরা ছিলি ত ভাল সখি সঙ্গে,—কে এমন কুচকিনী,
কার কথায় বল্‌ গো শুনি,কৃষ্ণ আজ বিদেশিনী সেজেছে?
মহ —আমার সময় গুণে,কোন্‌ আবাগী বৃন্দাবনে,এমন বাদ সেধেছে?॥

* * * *

২ ফু।—যার মাথায় কাল চুল, বচন তার অনুকূল, কিন্তু তারে
চেনা ভার;—

রচয়িতার নাম।

শঠের রীত ব্যাভার, এই প্রকার; বলে তারে ভাল বাসি,
অন্তরে বিষ মুখে হাসি, বরের মাসী কন্যের পিশী, এমনি ব্যাভার তার
২ মে।—ভাল মন্দ আর বল্‌ব কাকে;—কেবা আপন কেবা পর,
চেনা গেল অতঃপর, চিত্রের ময়ূরে হার খেয়েছে। (১০২)

তাল রূপক। (চিন্তামণি মদকের দল)

(অজ্ঞাত) চি।—সুচিত্রে চিত্রলেখা, ললিতা বিশখা, বিচিত্র করে দরশন;
প-চি।—বংশীধারী, হ'লেন জটাধারী, ছদ্মবেশধারী যোগীর বেশ ধারণ।
ফু —সুমধুর মধুর তালে, শিঙ্গায় বলে, জয় জয় রাধে, ও শ্রীরাধে, দেখা দাও রাধে;—
আমার পূরাও এই মন সাধ, ত্যজ বাদ বিসম্বাদ, অপরাধ ক্ষমা কর রাধে।
মে —যদি কৈলাসনাথ শিব হ'ত, ডাক্‌ত দুর্গা ব'লে; ও কে রাই ব'লে কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়াল ?।
মহ।—ও কে নীলকণ্ঠ প্রায়, মনের উৎকণ্ঠায়, কুঞ্জে এল ?
২ মে।—বৃন্দে সাজায় মাধবকে, সুচিত্রে দেখে চক্ষে, যেন বজ্রাঘাত বক্ষস্থলে পড়িল। (১০৩)

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

(ধরতা পাওয়া যায় নাই)

(উত্তর) তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি।—শ্যাম চিন্তে, চিন্তামণির প্রেমচিন্তে, সে চিন্তে মনে ক'রো না;
প-চি।—চিন্তামণি গেছেন চ'লে, চিন্তা অনল দিয়ে জ্বেলে, এই গোকুলে; কাঁদলে চিন্তামণি ব'লে, চিন্তামণি আস্‌বে না।

রচয়িতার নাম।

ফু।—চিন্তাহারী চিন্তেশ্বরী, চিন্তাময়ী তুমি প্যারি! চিন্‌তে
বাকি; জান্‌তে নাই বাকি;—
যোগী ঋষি ধ্যানে যারে, দিবা নিশি চিন্তা করে, সে শ্যা
তোমায় চিন্তা করে, তোমার চিন্তা কি?

মে —চিন্তাময়ী তুমি রাধে, চিন্তামণি কালাচাঁদে, ধরালে পদে
এখন কাঁদ তার বিচ্ছেদে, আগে চিন্‌তে পালে না।

মহ।—কেন কর অসার চিন্তে, ভেবে চিন্তে আকুল হইও না।

* * * *

২ফু।—চিন্তামণির চিন্তা ক'রে, এসেছি এই ব্রজপুরে, দেখ্‌তে
ধন, পূজ্‌তে শ্রীচরণ; হায়, হায়! করি কি এখন
ভবের চিন্তা হবেন যিনি, চিন্তাহরা কর্ত্তা তিনি, আমার
চিন্তামণি হলেন অদর্শন।

২মে —বৃথা হ'ল ব্রজে আসা, চরণ দর্শনের আশা, হ'ল নিরাশ
রাই! তোমার আমার সমান দশা, পিপাসা ত মিটি

তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি —যজ্ঞেশ্বর যোগীর বেশে, সুযোগে, রাধার মান ক
শেষ;

প চি —"মরি ২ আজ ম'রে যাই হে!" আবার বদনে বল্‌ছ
হৃষীকেশ!।

ফু।—পদাবলী বক্ষেতে, ভিক্ষার ঝুলি কক্ষেতে, স্বচক্ষেতে দে
হে শ্যাম!—(ওহে শ্যাম! শ্যাম! ওহে বাঁকা শ্যাম!
তোমার অঙ্গে মাখা কেশব মাটি, নামাঙ্কিত পরিপাটী,
আঁখি দুটি, অতি অনুপম।

মে —ও রূপ ভাব্‌লে মনে, অতি গোপনে গো! এখন রাই
মনের আঁধার যায় চ'লে

রচয়িতার নাম

মহ —শুন বংশীবদন। ক'রে মান ভঞ্জন হরের ভূষণ আজ কা'রে দিলে ?

স —তোমার বাঘাম্বর অম্বর কৈ ? শিঙ্গে আর ডম্বুর কৈ ? যোগীর বেশ কৈ ?—এখন কে তোমার মাথার জটা মুড়ালে ? (১০৫)

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

মাথুর।

তাল রূপক। (চিন্তামণি মদকের দল)

(অজ্ঞাত) চি —বসন্তে পেয়ে কৃষ্ণ দরশন, দূতী বৃন্দে কয় বিনয় বচনে ;

প-চি।—তুমি বঁধু রাধার বঁধু, শ্যাম বঁধু নিবেদন করি চরণে

ফু —রাধার প্রাণধন প্রেমধন, জীবনধন যৌবনধন, অমূল্য সে ধন ;—

যত্নের ধন, কুলের গৌরব ধন, সাধের সৌরভ ধন, হ'রে সে ধন, ক'রে নির্দ্ধন, এলে কৃষ্ণধন।

মে —ধনের শোকেতে সর্ব্বক্ষণ, ঝুরিছে রাধার হুনয়ন, এলাম তাই এখন বল্‌তে মধুমণ্ডলে

মহ —ক'রে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসাধ, কালাচাঁদ। হ'ল এই বিষ রাধার কপালে (১০৬)

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

প্রভাস মিলন।

তাল রূপক। (উদয়চাঁদ বৈরাগীর দল)

ঐ চি।—প্রভাসে যজ্ঞে গমন কালে কৃষ্ণধন,

প চি।—শুনে সুমঙ্গল সমাচার, সঙ্গিনীর সমিভার, শ্রীরাধার প্রভাসে আগমন

ফু —রত্নবেদী যেখানে, রাজনন্দিনী সেই খানে, হ'লেন অধিষ্ঠান ;—

তুলে চাঁদবয়ান, কৃষ্ণের পানে চান ;—

রচয়িতার নাম

সত্যভামা সুন্দরীকে, শ্রীকৃষ্ণের বাম ভাগে দে'খে, মনের দুখে
শ্রীরাধিকের বাড়্‌ল অভিমান।

মে।—দে'খে মানিনী উন্মাদিনী রাইকে, বৃন্দে কয় ওমা আমি কোথায়
যাই।

মহ।—কেন বিরস বয়ান, কর্‌লি কার উপরে মান, ওগো মানময়ি
রাই ?

স —তোর সঙ্গে রাই! প্রভাস যাত্রা কর্লেম যখন; তখন তোর
দেখেছি ত হাস্যবদন;—এসে এই কুরুক্ষেত্রে, কৃষ্ণরূপ দৃষ্টি
মাত্রে, বারি বয় যুগলনেত্রে, দেখ্‌তে পাই॥

* * * * *

অ —আছ কি রাগে, ঐ বিরাগের ভরে;—রাই কাঙ্গালিনী,
অভিমানী, কেন কিসের তরে ?
এল থেল এলোকেশে, নয়নজলে বয়ান ভাসে, কৃষ্ণ দরশনে
এসে, মনে ভাবি তাই, রাজনন্দিনি রাই! কেন রইলি ধরা
ধ'রে ?। (১০৭)

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

তাল রূপক।

(অজ্ঞাত) চি।—শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ করেন প্রভাসের কূলেতে;

প-চি —সে তত্ত্ব পেয়ে, কেঁদে আকুল হ'য়ে, যশোদা গেলেন
যজ্ঞেতে

ফু।—হে'রে তাঁরে যজ্ঞস্থলে, কৃষ্ণেরে দেবকী বলে, নয়নজলে বক্ষ
ভেসে যায়,—মরি হায়! হায়! হায়!—
গোপাল! তুই মা তোমার একতর, যজ্ঞ কর যজ্ঞেশ্বর!
এ দান যজ্ঞে আমার আজ্ঞে, অগ্রে জুড়াও যশোদায়

মে —আছে জ্বালাতন তো বিনে নন্দরাণী; কেঁদে অন্ধ হ'য়েছে নন্দ
ঐ দেখ না।

মহ —রতনমণি রে! একবার পূরাও মা ব'লে নন্দরাণীর বাসনা॥

ম —যখন কংস ভয়ে গোপাল তোরে, পাঠালেম ব্রজপুরে,
তখন রে ঐ মা তোরে পালন করে,—তোর যেমন বৃন্দাবনে,
যশোদা যেমন জানে, এমন কি ত্রিভুবনে, কেউ আর জানে না।

খা। যাও মা ব'লে, ব'স কোলে, বিলম্ব ক'রো না।

২ ফু।—যশোদা অতি দুঃখিনী, অতি দুখিনী দুখিনী তাপিনী,
যেন মণিহারা সাপিনী,—
তুমি রে তার কোলের ছেলে, সেই যে এলে আর না গেলে,
কোলের ছেলে হারা হ'লে, লোকে বলে অভাগিনী।

২ মে —আমি যে এমনি ক'রে, কত কাল ছিলাম রে গোপাল!
সজল নয়নে, চায়ে গোকুল পানে, কতই কেঁদেছি রে গোপাল!
সন্তানের প্রতি মায়া জননীর যেমন দয়া, মায়ের মায়া
পুত্রে জানে না।

* * * * *

মে—(হায়! হায়! গোপাল!) পুত্রধন অবোধ থাকে যতদিন,
জননীর বশ ততদিন, সময় ক্রমে কার বা ছেলে, কা কস্য
পরিবেদনা (১০৮)

পাঁচালী।

রামায়ণ।

(হনুমানের গীত) জয়জয়ন্তী। ঝাঁপতাল।

মজ না মজ না মন! জানকীবল্লভ পদে।
ত্য'জো না ত্য'জো না, সদা ভজ না হৃদে নয়ন মুদে
জেনো অনিত্য সংসার, ভুল না যেন সারাৎসার, ত্রিসংসার সকলি
অসার, ম'জো না সংসার মদে।
ওরে! যা'তে জনমহারা, জাহ্নবী শঙ্করদারা, সদানন্দ ধারণ করেন্
যে পদ হৃদে;—না ভ'জে ঐ দাশরথী, কুমতি দাশরথী,
না ক'রে সঙ্গতি ও ধন, দুঃখ পায় সে পদে পদে॥ (১০৯)

রামচন্দ্রের বিবাহ

(বিশ্বামিত্রের উক্তি) মল্লার। কাওয়ালী।

কি কর, কর রে মন অনিত্য ভাবনা রাম নাম ভাব না।
শমন সঙ্কটার্ণবে অনাসে পার হ'য়ে যাবে, যে নাম ভাবিলে জীবের
থাকে না ভব ভাবনা
ওরে! কুমতে কুপথে সদা করো'না ভ্রমণ, চল রে চরণ শ্রীরামের
শ্রীচরণ, দরশন করিলে ভবে হবে সিদ্ধকামনা
ওরে, যে পদ আপদের আপদ, কর সে পদ সম্পদ, এ সম্পদ মিছে
আর ভেবো না ;—কর হৃদয় পদ্মেতে সে পদ স্থাপনা ;—
অবশ্য কলুষ তবে হবে রে নিধন, পাইলে সে ধন কে বলে
নি র্ন ? হরের হৃদয় ধন, করিলে আরাধন, ঘুচাবেন
দাশরথী দাসের জঠর যন্ত্রণা (১১০)

(রামলক্ষণের রূপদর্শনে বিশ্বামিত্র) পরজ জৎ।

দে'খে রূপ কমল আঁখির, মুনির আঁখি ভাসে জলে।
ভবে দেখিনে এরূপ, রূপ দে'খে মন যায় যে ভুলে
ভব তাই ভাবেন এ রূপ, সম্পদে ভে'বে বিরূপ, ত্রিনয়ন মুদে ও রূপ,
বেঁধেছেন হৃদয় কমলে।
বৈরি ভাবে কাল রূপ, ভক্ত ভাবে বিশ্বরূপ, দশরথের বাৎসল্য রূপ,
ভেবে রামকে করে কোলে ;—জন্মে ভাবিনে ও রূপ, কর্ম্ম
ক'রেছি যেরূপ, কেমনে দাশরথী ঐ রূপ, হেরবে রে সেই
অন্তকালে ? (১১১)

(রামেরপ্রতি তাড়কা) সিন্ধু ভৈরবী কাওয়ালী।

আহা মরি কি অপরূপ তোর হেরি নয়নে।
ধরাতে ধরে না রূপ, এ রূপ বিরূপ হ'য়ে কে তোয় দিলে
কাননে ?।

এ লাবণ্য হে'রে কে হ'ল কুপিতে, যদি থাকে পিতে সেও ত তোর
কু-পিতে, যদি হ'ত সে সু-পিতে, তবে কি পারত সঁপিতে,
প্রাণ থাকিতে, পারিত কি দিতে আসিতে এ বনে ?।
দাশরথী খেদে বলে তাড়কায়, তোমার মত পুণ্যবতী বলি' কব
কা'য়, আসিয়ে ধরায় পে'লে দূর্ব্বাদল কায় ;—ছিল পুঞ্জ২
পুণ্যফল, য তে হাতে চারি ফল, পে'য়েছ যেওনা আর বিফল
অন্বেষণে। (১১২)

(রামের প্রতি নাবিক) পরজ। একতালা।

পারের দুঃখ দেখ আজ মহীমণ্ডলে
হ'তে পার, যে ব্যাপার, এম্‌নি কাতরে তরিবার তরে দাঁড়ায়ে জীব
ভবকূলে
হরি কাণ্ডারী বিনে কে কবে পার হে। তা'তে না পে'লে চরণ-
তরী, কেমনেতে তরি ? তরী বিনা আমরা রহিলাম পড়িয়ে
কূলে (১১৩)

(রামের প্রতি এয়োগণ) খট। একতালা।

হে কৃপানিধান। গ্রহণ কর দান, যেমন বিধান আছে
এ সংসারে।
ধরায় পুণ্যধর, হ'লাম হে শ্রীধর। ধর নাথ আজ ধর হে।
তোমার কমলায় শ্রীকরে কমল করে
এমন কি ধন আছে তোমায় দান করি, দিলেন কুবেরের ভাণ্ডার দান
ত্রিপুরারি, লক্ষ্মী যার জায়া সদা আজ্ঞাকারী, কিঙ্কর হ'য়ে পদে
আছে রত্নাকরে (১১৪)

রামের বনবাস।

(রামের প্রতি লক্ষ্মণ) অহং সিন্ধু। জং।

সঙ্গী কর রঘুবর। ত্য'জো না রাম নিজ দাসে।
এই কি বল ভাল বাসি, একাকী যাও বনবাসে।
পীতবসন পরিহরি', বাকল পরিলে হরি, মরি ২ কায় কি আমার,
ছার আভরণ বাসে?।
রবির কিরণে মুখ, ঘামিলে পাইবে দুখ, ছত্রধারী হবে কে এসে?—
ক্ষুধাতে হ'লে আকুল, কে যোগেবে ফল মূল?—এই দাসে
হ'লে অনুকূল, রবে হে হরিষে (১১৫)

(রামের প্রতি হনুমান) ঝিঁঝিট। আড়া।

তোমার কি ভয় ব্রহ্মবধ, তব পদ ভাবিলে ব্রহ্মপদ, ওহে ব্রহ্ম
সনাতন
ব্রহ্মাণ্ডের পতি তুমি, ব্রহ্মার হৃদি পদ্মের ধন
ব্রহ্মার বেদের বাণী, ব্রহ্মলোক নিবাসিনী, ব্রহ্ম কমণ্ডলে যিনি, ঐ
পদে উদ্ভব হন।
কি শুনি রাম অসম্ভব ঐ চরণ ভাবেন ভব, তুমি ভবের বৈভব,
শুনেছি ভবের বচন। (১১৬)

(লক্ষ্মণের প্রতি রাম) ললিত ঝিঁঝিট। একতালা।

কার্ প্রাণ নাশন, করবি রে ভাই শোন্, মিতার আমার কোন
অপরাধ নাই।
প্রেমে "ওবে হাঁরে", ও বলে আমারে, আমি ওরে বড় ভালবাসি,
ভাই।।
"ওবে হাঁরে" বলে জাতীয় স্বভাব, অন্তরে উহার বড় ভক্তি-ভাব, নইলে
আমি ধন। সাধু জনার মন, জুড়াই রে!—আমি ভাবগ্রাহী
কেবল ভাবেতে জুড়াই

ভক্তিশূন্য আমি ব্রাহ্মণেরো নই, ভক্তিতে আমি চণ্ডালের হই, ভক্তি
শূন্য নর, সুধা দিলে পর, সুধাই না রে।—ভক্ত জনে এনে বিষ
দিলে খাই (১১৭)

(রাবণের প্রতি লক্ষ্মণ) সুরট মল্লার কাওয়ালী।

যদি রাখিতে জীবন রাবণ, করিস্ বাসনা মনে
হবে একান্ত দুঃখান্ত, কৃতান্ত ভয়ান্ত, নিতান্ত নিলে শরণ শ্রীকান্ত
শ্রীচরণে।
শুক নারদের যা'য় পরমার্থ, মহাযোগী যা'য় কৃতার্থ, বিধি ব্যাস আদি
না পায় সাধনে ;জ্ঞান পরিহরি, সে হরির শক্তি হরিলি
কেমনে ?
তুই ত অতি মূঢ়মতি, সম্প্রতি রেখে সম্প্রীতি, সঁপিতিস্ মতি যদি দৃঢ়
জ্ঞানে ,—তুই, করিস্ তাঁর উপরে দর্প,যে হরে ত্রিভুবনের দর্প,
এ যে সর্প দর্প নাশিতে ভেকের মনে ;—যে ধন নয়ন মুদে, সদা
সাধেন ত্রিনয়নে। (১১৮)

(রামের খেদ) জঙ্গলা। একতালা।

ওরে ভাই লক্ষ্মণ! এ কি হেরি কুলক্ষণ, কি দুঃখে ভাই মুদিলি
নয়ন
একবার ডাক্‌রে দাদা ব'লে,(লক্ষ্মণ রে!) ও বদন কমলে,দুঃখের কালে
আমার জুড়াক্ রে জীবন।
কায কি আমার রাজ্যে, কায কি আমার ভার্য্যে, যদি, তুমি কর্লে
সমর শয্যাতে শয়ন ,—দুঃখ আর সইতে নারি, তোর শোকে
ভাই মরি মরি, দারুণ শক্তিশেলে কত পেলি রে বেদন।
ভাই! হারায়ে তোমারে, ধিক্ ধিক্ আমারে, এখনো পাপ দেহে
র'য়েছে জীবন ,—একবার কওরে কথা, দূরে যাক্ মনের ব্যথা,
হারাই অকূল সাগরে অমূল্য রতন (১১৯)

(রামের খেদ) ঝিঁঝিট মধ্যমান।

কি হ'ল হায়! কি নিশি পোহায়
আজ কেন ভাই নিরব, বব কি হারায়ে তোমায়?
রাখিয়ে তোরে অন্তরে পাই যে বেদন অন্তরে, ও চাঁদ বদন হেরি
অন্তরে; কি ল'য়ে অযোধ্যা যাব, কি কব সুমিত্রা মাতায়?
কেন ভাই হ'লে বিবর্ণ? সুবর্ণ জিনি তোমার ছিল বর্ণ, শশীবদন
মসি হ'ল, সে বর্ণ লুকাল কোথায়? (১২০)

(রাবণের উক্তি) খাম্বাজ। কাওয়ালী

শে কাননে হ'ল দগ্ধ কায়।
আমি এ দুঃখ কব কা'য়, কে আছে লঙ্কায়, সশঙ্কিত সদা রিপুর
শঙ্কায়, প্রাণসম হারাইয়ে অতিকায়, আর কত সব শব প্রায়
পুত্রশোকে হয় হৃদয় বিদীর্ণ কোথা গেল প্রাণাধিক কুম্ভকর্ণ, কেঁদে
নয়ন অন্ধ বধির হ'ল কর্ণ, কি ফল আর স্বর্ণ লঙ্কায় (১২১)

(রাবণের প্রতি মন্ত্রী) ঐ ঐ।

আর কি ভয় করিতে রিপু জয়।
ব'সে ২ লাভ কর বিজয় হয় ফনীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র রণে পরাজয়; কি
করিবে ভণ্ড, রণে শাসিব ব্রহ্মাণ্ড, যদি সাধ পূরণ করেন আজি
মৃত্যুঞ্জয়
পার রণে প্রবেশিতে ল'য়ে মায়াসীতে, তায় পার নাশিতে অসিতে,—
সমরে পড়িলে সীতে, যাবে জীবন নাশিতে, অবশ্য ত্রাসেতে
সীতে লইবে আশ্রয় (১২২)

(রামের প্রতি হনুমান) বিভাষ একতালা।

কেন ভ্রান্ত হে কমলাকান্ত! না বুঝে তব কান্তারে।

হ'লে রাক্ষসের দায় য় আসিতে, এলে জগতে লীলা প্রকাশিতে, কে
পারে নাশিতে সীতে, রাবণান্তকারিণীরে
পড়ি চেড়ী বেষ্টিত ক্ষিতিতে, ধারা যুগল আঁখিতে, মায়ের দুঃখ দে'খে
আঁখিতে, দুঃখ পেলাম অন্তরে,—কেঁদে দাশরথী কয় দাশ রথি!
এ ভব কোন্ ভাব অতি, কত সবে আর ভার ক্ষিতি, আশু
রাবণে পাঠাও কৃতান্ত পুরে (১২৩)

(হনুমানের সীতার ধ্যান) ঝিঁঝিট। ঝাঁপতাল।

বসিলেন যোগে যোগ সাধনে
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র, নাহি পায় যাঁরে ধ্যানে।
বেদে নাই যার অন্বেষণ, দর্শনে নাই নিদর্শন, কে কবে তার নিরূপণ,
ব্রহ্মা ভাবেন ব্রহ্মজ্ঞানে।
বর্ণময়ীর কিবা বর্ণ, লাজেতে বিবর্ণ স্বর্ণ, বর্ণিতে পঞ্চাশ বর্ণ, বর্ণে
পরাভব মানে; অসাধ্য সাধন অতি, গুণ গান গণপতি,
পতিত জনার গতি, দাশরথী কিবা জানে॥ (১২৪)

(রাবণের খেদ) আলাইয়া। একতালা।

কোথায় গেলি রে ইন্দ্রজিতে!
আমার এ সকল ঐশ্বর্য্য হ'ল রে অসহ্য, না হেরিয়ে তোমার সে রূপ
মাধুর্য্য, তব বীর্য্য ভয়ে কাঁপে চন্দ্র সূর্য্য, ইন্দ্রে বেঁধেছিলে
ইন্দ্র জিতে।
তোমার বাহুবলে নাশিলাম সব, সাশিলাম রিপু যত কত কব,
এ সব বৈভব, তোমা হ'তে সব, আজ মরে প্রাণে
তোমার পিতে
গেলি পুত্র এখন শোকে আমি মরি, শূন্য হ'ল আমার স্বর্ণলঙ্কাপুরী,
বনচারী জটাধারীর নারী, চুরি ক'রে এনে কাল সীতে। (১২৫)

(রাবণের উক্তি) বাহার মুলতান। কাওয়ালী।

দেরে দেরে শরাসন, সারথি রে,
চালা রথ, মনোরথ, পুরাই ব'ধে আজ, দশরথ সুত
দাশরথীরে
তায় সসৈন্যে দিব উচিত দণ্ড, দেখিব কি কনে যোগী ভণ্ড, কে
রাখে ব্রহ্মাণ্ডে,—নর বানরের রুধিরে সাগর করিব সাগর
তীরে
আমি কোদণ্ড ধরিলে নিতান্ত, এখনি করিতে পারি অন্ত, এই অনন্ত
ব্রহ্মাণ্ড,—মম অখণ্ড দাপে কাঁপে রবি সুত, রসাতলে পাঠাই
বসুমতীরে (১২৬)

তরণীসেন বধ।

(তরণীসেনের উক্তি) বিভাষ। ঠেকা।

আজ ক্রতগমনে চল চরণ শ্রীরামচরণ দরশনে
চরমে রবে না দুঃখ, সুখ সে পদ শরণে।
জন্মিয়ে পাতকীকূলে, আছি বিহ্বল স্থূলে ভুলে, রাম যদি কূল দেন
অকূলে, ভবকূলে তবে ডুবিনে।
ওরে কর তুমি কি কর, আশু তুলসী চয়ন কর, রামকে যদি প্রদান
কর, কর চন্দনাক্ত যতনে,—বদন রে! বলি শুন তোরে,
ডাক সদা সীতাকান্তেরে, তবে কি ভয় কৃতান্তেরে, অন্তরে
আর ভাবিনে। (১২৭)

ঐ আলাইয়া। ঝাঁপতাল।

ত্বরায় সাজা রথ, মনোরথ পূরাব রণে।
কর যোজনা অশ্ব; কবি দৃপ্ত, গিয়ে নীলবরণে।

দিয়েন অনুমাত স্কার প্রধান, মনেতে ক'রেছি বিধান, সব শরণ
ভবের প্রধান চরণে ;—রাম শ্যাম র এই তারণী, আশু রথ
ল'য়ে সারথি চল দাশরথী বিরাজ করেন যেখানে ;—
তা হ'লে যা'বে ভয়, রাম যদি দেন অভয়, শমন দূরে যাবে
পায়ে ভয়, পার ভবভয়ভঞ্জনে (১২৮)

(তরণীসেনের উক্তি) আ'ল'ইয়া। একত'লা।

যদি কৃপা করেন রণে রাম
মিছে সংসার আশ্রমে, ভ্রমণ করি ভ্রমে, সে চরণ স্মরণ হয় না কোন
ক্রমে ; কিছু পরিশ্রমে, পাই যদি চরমে, তবে পূর্ণ হবে
মনস্কাম
যদি, এ পাপ দেহ পতন হয় রামের শরে, দেখ্‌ব সর্ব্বেশ্বরে ডাক্‌ব
উচ্চৈঃস্বরে, শমন হ'য়ে দমন অমনি যাবে স'রে, কর্‌ব গোলক-
ধামে সুখে বিশ্রাম ॥ (১২৯)

(রামের প্রতি তরণীসেন) মল্লার। একতালা।

কৃপাং কুরু কমলাক্ষ! রক্ষ এ দীন পামরে।
গতি বিহীন, ভেবে হীন, বঞ্চনা ক'রো না মোরে
ছিজন কুজন সঙ্গ ত্য'জে, বিজন হ'য়ে তোমারে ; ভজন ক'রেছে
যে জন, সে জন অনায়াসে তরে ; ক'রে তার দুঃখ ভঞ্জন,
পাঠাও ভব সিন্ধুপারে (১৩০)

রামের রাজ্য প্রাপ্তি।

(রামের প্রতি কৈকেয়ী) আ'ল'ইয়া। একতালা।

তুই কি ঘরে এলি রে রামধন ?।
আমার অন্তরের যে ব্যথা তুই বিনে কে জানে তা, আমি রে তোর
কৈকেয়ী অভাগিনী মাতা ; কৈ কৈ রাম তুই কোথা, কইং
দুখের কথা, আয় দেখিরে দেখি চাঁদবদন।

ভুবন জীবন! তোমায় বনে দিই নাই অ মি, অন্তরের কথা জান
অন্তর্যামি! রাবণে বধিতে বনে গেলে তুমি, আমায় ক'রে
বিড়ম্বন।
বিধির চক্রে বাছা বনে গমন তোমার, আমার দুঃখে কান্দে
বন পশু কুমার। পাপিনী মা ব'লে মুখ দেখে না আমার,
পুত্র ভরত শত্রুঘন। (১৩১)

(ভাবীদিগের উক্তি) খাম্বাজ পোস্ত।

চল সবে ভার ল'য়ে যাই, অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তাঁর চরণে ভার, রাম বিনে ভার আর কে লবে ?
দিয়ে ভার ল'বে শরণ, বল্‌ব তাঁর ধ'রে চরণ, এবার ভার বইলাম
যেমন (হরি!) সে ভার আর দিও না ভবে
পাপে হ'য়েছি ভারি, আর ত ভার সইতে নারি,না ভ'জে ভূভারহারী,
ভার হ'ল ভার বইতে ভবে (১৩২)

(রামের প্রতি সুগ্রীব) ঐ। একতালা।

দেখো ভুল না তখন চরম কালে দিও হে চরণ
আমি পশুজাতি, কি জানি ভকতি, তুমি অগতির গতি পতিত
পাবন
কর্ম্মভূমে আসি' না হইল কর্ম্ম, বিষয় অর্ণবে ডুবাইলাম ধর্ম্ম,
জন্মাবধি আমার বৃথা গেল জন্ম, কালবশে কাল হ'ল
হে হরণ।
অসার সংসারে তুমি সারাৎসার, ভবভয়হারী ভবকর্ণধার, ভজন
বিহীন আমি দুরাচার, শরণাগতেরে রেখো হে স্মরণ। (১৩৩)

(রামের প্রতি হনুমান) অহং। ঐ।

কি দিব তুলনা, জগতে মেলে না, তোমারি তুলনা তুমি
হে হরি।

আছেন নাভিপদ্মে বিধি, তোমার গুণনিধি তুমি বিধির বিধি
সর্ব্বোপরি
ভ'জে তোমার পদদ্বয়, মৃত্যুকে করেন জয়, মৃত্যুঞ্জয় নাম ত্রিপুরারি,—
চরণে জাহ্নবী, পাষাণ মানবী, স্বর্ণময় হ'ল কাষ্ঠতরী—ওহে!
তোমার অভয় পায়,জীবে মুক্তি পায়,ভবের উপায় পাবেন তরী।
বলির বাড়ালে সম্পদ, দিয়ে মাথে পদ, দিলে ইন্দ্রপদ, স্বর্গোপরি।
দীনের দীনবন্ধু, করুণার সিন্ধু, ত্রাণ কর ভবসিন্ধুধারি,—হ'লে
পূর্ণ অবতার,হরিতে ভূভার,রাবণ বধিলে রামরূপ ধরি' (১৩৪)

(হনুমানের উক্তি) খট। একতালা।

আমি জানিনে গো আর, মা গো তোমার, কেবল অভয়
পদ ভিন্ন
হ'য়ে সীতে, ভাব ন শিতে, অবনীতে অবতীর্ণ
হই বাঞ্ছিত, নাই সঞ্চিত, জন্মার্জ্জিত কৃত পুণ্য, হের দীনে,
এ দুর্দ্দিনে, তোমা বিনে, নাই আর অন্য।
করিতে মা তব তত্ত্ব, না জেনে এসেছি তত্ত্ব, পরম পদার্থ পদ দিয়ে
কর ধন্য, মা তোমারে, নিরাহারে, পুজে পদ পাবার জন্য;—
দাশরথী প্রিয়া সতী, দাশরথী জ্ঞানশূন্য (১৩৫)

(অঙ্গদের প্রতি হনুমান) খট ভৈরবী ঐ।

যদি করেন পার, ভব কর্ণধার, তবে কে করে পারের চিন্তে
সে অচিন্ত্য অব্যয় জগতের মূলাধার, নিত্য নির্ব্বিকার, তিনি সাকার
কি নিরাকার, কে পারে জান্তে
সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম সনাতন, পরম পদার্থ পরম কারণ, পরমাত্মারূপে
জীবে অধিষ্ঠান, পুরুষ কি নারী নারি রে চিন্‌তে
দয়াময় নাম শুনি চিরদিন, দে'খে দীন হীন দেন যদি দিন,
আমি দুরাচার ভজনবিহীন, স্থান কি পাব না সে পদ প্রান্তে?॥
(১৩৬)

(রামের প্রতি হনুমান) অহং। একতালা।

তোমার কে বুঝিবে ভাব, ভব পরাভব, মুকুন্দ মাধব, মধুসূদন।
হরি! কে পায় তব অন্ত, অনন্ত যা'য় ক্ষান্ত, তুমি হে নিতান্ত
কৃতান্ত দলন
কূর্ম্মে ক্ষীর উদ্ধার, তুমি গদাধর, সৃজিয়ে সংসার, কর হে পালন;—
তোমার ব্রহ্মা আজ্ঞাকারী, গোলোক বিহারি, হ'লে বনচারী
কমললোচন!।
কিবা বরণ উজ্জ্বল, জিনি নীলোৎপল, অনিল নীলকণ্ঠ ভূষণ;—
অসার সংসারে, আসা বারে বারে, ঘুচাও একেবারে, বারিদ
বরণ!—আমার পঞ্চত্ব সময়, দীন দয়াময়! দিও হে অভয়,
অভয় চরণ (১৩৭)

—০০—

(বিধাতার প্রতি হনুমান) সুরট। পোস্ত।

বিধির নাই বিবেচনা, থাকলে আর এমন হ'ত না।
স্বর্ণভূমি ফেলে রেখে, বেণাবনে মুক্তা বোনা।
ধার্ম্মিকের খাদি কাচা, অধার্ম্মিকের উড়ে কোঁচা, সতীদের অন্ন যোড়ে
না, বেশ্যাদের জড়াও গহনা।
রাবণের স্বর্ণপুরী, শ্রীরামচন্দ্র বনচারী, পত্র মূল ত্যজ্য করি', যত্ন করে
যুগীপানা।
সৃষ্টি সব সৃষ্টি ছাড়া, বাজিয়ে পায় শালের যোড়া, পণ্ডিতে চণ্ডী প'ড়ে,
দক্ষিণা পান চারটি আনা। (১৩৮)

———

(হনুমানের গীত) বিভাষ। ঝাঁপতাল।

ত্যজ রে বিষয় বাসনা, ভজ রে রাম চরণ
ভবের বৈভব রাম, ভবভয়তারণ।
দশরথের নন্দন, জগত মনোরঞ্জন, দিয়ে তুলসী চন্দন, ল'রে
তাঁর শরণ।

দেখোরে মন হৈও না ভ্রান্ত, রাম রাম দ্বি অক্ষর মন্ত্র, অপর সেই
মহামন্ত্র, দে'খে ক্ষান্ত হবে শমন
গুণাতীত সে রঘুপতি, আরাধয়ে পশুপতি, পতিত জনার গতি, হরি
পতিতপাবন॥ (১৩৯)

(হনুমানের উক্তি) খাম্বাজ। একতালা।
গেল দিন ভবের হাটে। ও কি হবে, রবি বসিল পাটে।
আসা যাওয়া সার, হ'ল বার বার, কিসে হব পার, ভবের ঘাটে।
না ফলিল আমার আশা বৃক্ষের ফল, কর্ম্মফলে বনে খেয়ে বেড়াই
ফল, নাইক পুণ্যফল, কর্ম্ম সূত্র ফল, সে ফল কি ফলে কাটে।
গুরুদত্ত তত্ত্ব মনে করি যদি, ভুলাইয়ে রাখে ছ'জন প্রতিবাদী, তাই
ভাবি নিরবধি, স্বীয় গুণে রাখ সঙ্কটে। (১৪০)

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী।

(যোগমায়ার জন্ম) ভৈরবী। কাওয়ালী।
দেখিলে রূপ হরের নয়ন উথলে।
ভূভার-হারিণী স্বয়ং ভূতলে; শশী আসি নখবাসী, তরুণ অরুণ
পদতলে।
হেরি' যোগেন্দ্র কামিনী, স্বরূপিণী সৌদামিনী, হতমানিনী হ'য়ে
গগনে সঘনে চলে
মরি কি মাধুরী, হিমগিরির কুমারী, হেমগিরি মলিন মুখানলে;—
নন্দ হিতার্থে কৃষ্ণ প্রত্যর্থে, জনমিল যোগমায়া আসি' যশোদা
নন্দিনী ছলে
ত্রিলোচনী এলোকেশী, সুরূপসী খর্ব্বকেশী, শশী মসি দোষী হে'রে
মুখ মণ্ডলে;—শ্রুতি নাসার তুলনা, শ্রুতি মূলেতে মেলে না,
অতুলনা ললনা শ্রুতি বলে;—দাশরথী বলে শুন, পাবে তাঁর
দরশন, কর জ্ঞানচক্ষু যোগ যোগমায়ার পদতলে। (১৪১)

(শ্রীকৃষ্ণের রূপে প্রতিবাসিনীগণ) খাম্বাজ। ঠেকা।

আ মরি কি রূপ মাধুরী।
একবার হেরিলে চক্ষে, চক্ষু পালটিতে নারি
কোটি শশী নখোপরে, আরাধয়ে শশীধরে, জগতের মন হরে, কটিতে
হারে কেশরী
অঙ্গ শোভা নীলাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ, অঙ্গ বিভু মাগে রজঃ,
বহে দুনয়নে বারি। (১৪২)

(গোপবেশে দেবগণের উক্তি) সুরট। কাওয়ালী।

ওরে! কি আনন্দ নন্দপুরে মরি হায়!
হেরি' নীরদকায়; নাচে আর বলে সবে, হরি কথা কবে কবে?
সে দিন কখন হবে, এড়াব শমনদায়।
নাচে ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র, সঙ্গে যত গোপবৃন্দ, গোবিন্দের পদারবিন্দ
দেখিয়ে;—নাচে নন্দ উপানন্দ, সানন্দ সদানন্দ, আনন্দ
সাগরেতে দেহ ভাসায়ে;—প্রেমে মত্ত চিত্ত সদা, নাই চেষ্টা
তৃষ্ণা ক্ষুধা, কৃষ্ণ নামামৃত সুধা, পানে কি আর ক্ষুধা পায়?
(১৪৩)

(শুকের প্রতি পরীক্ষিত) জয়জয়ন্তী। একতালা।

মুনি! ঐ ভয় মম মানসে।
জীবনান্তে পাই জীবন কিসে;—বল কে বাঁচাবে আমায় হ'য়ে
ধন্বন্তরী, শমন তক্ষক বিষে।
সে হয় সামান্য ফণী, সে ত নয় মুনিমন্ত্রে বশ মুনি!
কাল পে'য়ে অমনি, দংশিবে কালফণী, হৃদয়মন্দিরে এ'সে
জন্মাবধি আমার কুপথে ভ্রমণ, সে রাধারমণ প্রতি ক[illegible], কিসে
হবে কাল কালীয় দমন, কাল গত কাল বশে;—ভক্তিত

দাশরথী বিষয় পরিহরি, কবিত কি অন্তে কাল বিষহরি,
বিষহরির বিষ হরি' হরি, জীবন দিতেন এই দাসে। (১৪৪)

(গঙ্গার প্রতি বসুমতী) সুরট। ঝাঁপতাল

হর নিদয় হরি নিদয় মোরে হর কামিনী।
তুমি যদি নিস্তার পথ কর ত্রিপথগামিনি .
স্বীয়, কর্ম্মদোষে ভবে এসে, পেয়ে দুঃখ পদে পদে, হ'লে পতিত
পদে পতিতে দে'খ, পতিতপাবনি পদে, শুনে ধরেছি পদ
হরিপদ বক্ষো বিহারিণি
আরাধিয়ে পীতাম্বর, হর পূজে না পেয়ে বর, বড় দুঃখ পেয়েছি
গিরিবর নন্দিনি!—জীবনান্ত জেনে অন্তে, এসেছি তব জীবনে,
তুমি জীবনরূপিণী গঙ্গে তোম বিনে ত্রিভুবনে, কে আছে আর
দাশরথি'র দুঃখনিবারিণী (১৪৫)

(কৃষ্ণের প্রতি বসুদেব ও দেবকী) মল্লার। ঠেকা।

সম্বর এ রূপ কমলআঁখি!
এই যে অসম্ভব মাত্র হবে কি? যার ব্রহ্মাণ্ড উদরে তারে,
উদরে ধরে দেবকী
জনক আদি তপোধন, করে যে ধন সাধন, শুক নারদাদি যার প্রেমে
বিবেকী; পাষাণ উদ্ধারিল, যার পদে গঙ্গা জনমিল, অজা-
মিল তরিল যাঁরে ডাকি';—বিরিঞ্চির ধন, হবে সে ধন নন্দন,
আমি এত কি সাধন রাখি।
হর হর কংস ভয়, হরি কর হে অভয়, আমরা উভয়ে সভয়ে, সর্ব্বদা
থাকি; হৃদয়ে পাষাণ দিয়ে, পাষাণ হয়ে
আছে মায়া কলঙ্কী?—দুঃখ বলিব কা'য়, হে নীরদকায়
আমার ষড় পুত্র ব'ধে, দুঃখ দিয়াছে পাতকী (১৪৬)

পরজ। খেমটা।

চলেন গোকুলে কাল হরিতে হরি।

বাসুদেব লন দুঃখে বক্ষে করি', ঘোর অন্ধকার তাহে ঘন বারি,
বসাতল থে'কে, এসে অনন্ত মস্তকে, হ'লেন অনন্ত ছত্রধারী
হৃদয়ে সন্দ কিরূপে যাই নন্দালয়, নাহি হয় পথ নির্ণয় ; সকলি
হরির দূত, সঘনে হয় বিদ্যুৎ, দেখাইছে পথ অন্ধকার হরি'
বসু কবে দরশন, চতুর্দ্দিকে বরিষণ, কোন্ দেবতা মম সহকারী ,—
মোর অঙ্গে না লাগে জীবন, তবে বুঝি জীবনের জীবন, যমুনা
জীবন পারে রাখিতে পারি (১৪৭)

রামকেলী। একতালা।

ভয়ে আকুল বসুদেব, দেখে অকূল যমুনা
কূলে ব'সে দুনয়নে বারি, কোলে অকূলের কাণ্ডারী তাত
জা ন না
একবার ভাবে যদি ধরতাম কংসের পদে, দৈবে দয়া যদি হ'তো
পাষাণ হৃদে, তা হয় না আর ,—গেল একূল ওকূল দুকূল,অকূল
পারে গোকুল, কুলের তিলক রাখ্তে কুল পেলেম না
বসু বলে শিশু রক্ষগো জননি ! এমন অকূলে কুলকুণ্ডলিনী, বই
কূল আর কই ;—হ'ল প্রতিকূল বিধি, দিয়ে হ'রে লয় মা নিধি,
কৃপানিধি বিনে দীনের কুল আর রইল না। (১৪৮)

গোষ্ঠ।

(কৃষ্ণের প্রতি শ্রীদাম) ললিত ঝিঁঝিট। একতালা।

কাঁ ? । একি ভাই ! রইলি প্রভাতে অচৈতন্য ? ।
উঠিল ভানু ও নীলতনু । যায় না ধেনু বেণু ভিন্ন
পর ধড়া, মোহন চূড়া,ব্রজের চূড়া, ও নীলবর্ণ . রাখাল সাজে,.রাখাল
মাঝে, নেচে ২ চল্ অরণ্য

(কাত্যায়নীর প্রতি বাধা) ললিত। একতালা।

হে কুলদায়িনি সতি, ব্যাকুল সব কুলবতী
অকূল মাঝে কুলাও যদি কূল, তবে দাও মা গোকুলপতি পতি।
যার তরে চিত্ত কাতর, নেত্রে নীর নিরন্তর, বিতর সত্বর বর, হে
হৈমবতি!—সংসারে আর নাই মা মতি, দেখ্‌লেম/যে হ'তে
সংসারের পতি, রূপে নয়ন মত্ত, শ্যামের তত্ত্ব,শুনে মত্ত শ্রুতি
(১৫২)

(গোপিকার উক্তি) সুরট। কাওয়ালী।

হায়! ২ লজ্জায় প্রাণ যায়,গিরিজার পূজে পতি পাব অবিলম্বে।
সেই নবীন চোর, নবীন কিশোর, ঐ যে গোবিন্দ লইয়ে বসন
উঠেছে কদম্বে
আছে কি ভাবে মত্ত হয়ে, রাধার বস্ত্র ল'য়ে, আছে রাধার নাম
অবলম্বে
রমণী দুঃখে ভাসে, ও গিয়ে বৃক্ষে হাসে, সুখ আশে পড়েছি বিড়ম্বে ;—
হরি করি' সাধ, হরিবে বিষাদ, আছে আর কি কপালে
মোদের এই ত আরম্ভে॥ (১৫৩)

---

৬৮৫ পৃষ্ঠায় (১) নং গীতটী অসম্পূর্ণ আছে উহাতে নিম্নলিখিত অন্তরাটি
যোগ করিতে হইবে

ঐ ঐ ঐ।

তোমা'র এ কেমন বাসনা হরি ? '

* * * * *

কত সাধের সাধনা তোমায় সাধিলাম, সাধ না পুরালে হে শ্যাম!—
অধীনীদের হবে কান্ত, তা ত হ'ল না হে একান্ত, অধিকন্তু এ
কি হে লাজে মরি (১৫৪)

---

৭ বিকার নির্ব্বিকার, কে কবে বিনে নির্ব্বিকার, আছে আর সাধ্য কার, অধিকার এ ভূমণ্ডলে ? (১৫৭)

খাম্বাজ ঝাঁপতাল

আসি' দেখিছেন উদ্ধব, ছিন্ন ভিন্ন ব্রজমণ্ডলে
হেরি' কৃষ্ণ শূন্য, অচৈতন্য প'ড়ে সব ধরাতলে
এসে না ভ্রমর সব, কুসমাদি কমলে নাহি রব, হ'য়ে নীরব কোকিল কাঁদে তমালে,—না শুনিবে মধুর বেণু, কান্দে ধেনু সকলে,
যমুনা হয়েছে প্রবল, গোপীকার নয়ন জলে (১৫৮)

মল্লার ঐ

হরি হেরিতে হরি সোহাগিনী, চঞ্চল চরণে চলে
যেন মত্তা মাতঙ্গিনী, দলিতে কমলদলে
গগন হ'তে শশী যেন, উদয় আসি' ভূতলে, সখীগণ যেন তারা, ঘেরিল তা'রা সকলে ; হৃদে কাতরা, গমনে ত্বরা, ভাসে আঁখি-তারা জলে
রাধার চরণতল কিরণ, যেন তরুণ অরুণ, নখে দশখণ্ড শশী, আছে পদ কমলে ; দাশরথী কহিছে যখন, মুদিব আঁখি যুগলে, হৃদয়পদ্মে যেন দেখি ও পাদপদ্ম যুগলে,—তবে কি আর ভবে ভয়, হবে কালে সে কালে (১৫৯)

মান।

৬৮৯ পৃষ্ঠায় ১৪ নং গীতটী অসম্পূর্ণ আছে সম্পূর্ণ গীতটী নিম্নে দেওয়া গেল

ললিত। একতালা।

এমন কাল রূপ আর নাই, ত্রিসংসারের মাঝে অন্য।
নাই আর এমন, বাঁকা নয়ন, আমার বাঁকা সখা ভিন্ন

(কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা) খটভৈরবী। একতালা।

দেখিলাম শ্রীরাধায়, শ্যাম হে শ্যাম' প্রায়, অসিধরা ধরা যায়
রসাতলে
একবার তুমি হে শ্রীধর, হয়ে গঙ্গাধর, ধর গে রাইচরণ
হৃদিকমলে।
সে ধনীর ধ্বনিতে নাই কারো উৎসব, অকালে যেন গর্ভিনী প্রসব,
সংসারবাসী সব, শঙ্কায় হবে শব, সব যায় হে! একবার
তুমি হে কেশব শব না হ'লে॥ (১৬৩)

(ঐ) সুরট ঝাঁপতাল।

বঁধু হে, পরাধিনী নারীর বেশ তোমারে।
পরাতে পরাণ বঁধু! পরাণ বিদরে
পর পরাধিনীর দুঃখ জানাতেম তোমারে, পরাতেম পরাণবঁধু! পর
হ'লে পরে;—পর নও পরম সখা, তুমি ইহ পরে, গোপী-
গণের পরম নিধি, গণ্য পরাণ উপরে
রমণীরঞ্জন প্রাণবঁধু হে, তোমারে, রমণী সহিত সুরমণি সাধ
করে,—হবের রমণী তোমায় সাধেন সাদরে, বঁধু! হ'তে
চাও রমণী, দাসী রমণীর তরে (১৬৪)

(কৃষ্ণের প্রতি ললিতা) দেশ মধ্যমান।

আমার বিধি কি সাধ করিবে পূরণ।
অসাধনে পাব সাধনের ধন, পতি হবেন কৃষ্ণ পতিত পাবন
কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমী, যদি হ'তে পারি আমি তবে অন্তে পাব
রাই চরণ
ওহে! নারী পুরুষ উভয়েরি, পতি দয়াময়, শুধু রমণীর নয়;—
প্রজাপতি সুরপতি, পশুপতির পতি, দিবাপতিপতি সেই
পতিতপাবন (১৬৫)

অক্রূর সংবাদ।

বিভাষ। ঝাঁপতাল।

দেখিছেন অক্রূর রূপে, রাম যেন রজত গিরি
বামে হেরিয়ে নীলগিরি, নয়ন মন নিল হরি'
হীরক মণি মান হত, রামের অঙ্গে শোভা কত, তা'তে মিলিত
মরকত,—নিন্দিত রূপ মাধুরী।
অক্রূর, বাম নয়নে দেখে রাম, দক্ষিণ নয়নে দেখে শ্যাম, এক
আঁখিতে দুই দেখিতে, না পেয়ে আঁখিতে বারি;—দাশরথী
কয় ওরে নেত্র! রাম শ্যাম অভেদ গাত্র, যাঁকে তাঁকে দেখ রে
মাত্র, দুই কৈ রে একই হরি॥ (১৬৯)

(গোপীগণের প্রতি বৃন্দা) ঝিঁঝিট। জৎ।

কেন চক্র ধ'রে সকলে?।
এ চক্রে কি রয় গো রথ? জান না কা'র চক্রে চলে
ভেবেছ রথ টান্‌ছে বাজী, (সৈ। তোরে কই) বাজী কৈ এ
কেবল বাজি, আজ আমাদের সুখের বাজি, বুঝি সাঙ্গ হ'ল
এ গোকুলে
হয় ধর হয় হ'তে না হয়, এ দশা যা হ'তে হয়, আগে তা বুঝিতে
হয়; হয় ছেড়ে সকলে, হয় প্রাণ জলে, না হয় দেও অনলে
কেন, কও সব তোমরা কুভারতি, সারথিরে কও অসার অতি, কি
করিবে সারথি, এর মূল রথী দাশরথী বলে (১৭০)

(এই ভাবের গীত ব্রজমোহন রায় কৃত)

আলাইয়া। কাওয়ালী।

ওই রথ চক্র ধরি আমরা সকলে।
কি চক্রে চালাবে রথ ওহে চক্রধর! গোপী জীবন ত্যজিবে পড়ি'
চক্রতলে।

বামন ভিক্ষা।

(বামন রূপী কৃষ্ণের প্রতি ঋষিগণ) খটভৈরবী। একতাল।

ছিলে হে তুমি, পশ্চাদ্গামী, আবার পশ্চাতে রাখিলে সর্ব্বে।
অসম্ভব ভাব তোমার বুঝিতে না পারি ; এ কেমন, বল হে বামন!
আছে কি গুণ তোমার ঐ চরণ খর্ব্বে ?
হেন রূপ না হেরিলাম বিশ্বময়, রূপ দে'খে বিশ্বময় জ্ঞান হয়, ধন্য
ক'রে তুমি হয়েছ উদয়, তবে কোন্ পুণ্যবতীর গর্ব্ভে
গনে২ আমরা করেছি বিধান, আমরা মিছে যাই বলিব সন্নিধান,
সে করিবে তোমায় সর্ব্বস্ব প্রদান, যদি দেখে চক্ষে ও রূপ পূর্ব্বে
(১৭৪)

মাথুর।

(শ্রীরাধার খেদ) খটভৈরবী। একতাল

মনের বিষাদে, কান্দেন শ্রীরাধে, বলেন "কোথায় আছ প্রাণকৃষ্ণ."
ব'ধে রাধার প্রাণ ; কেন দীননাথ, হেন বজ্রাঘাত, আবার কোথা
গেলে কা'র পূরাতে ইষ্ট ?
একে ত ননদী বাঘিনীর প্রায়, প্রবল শত্রু ফিরে পায় পায়, না দেখি
উপায়, এ কি অদৃষ্ট ;—এখন আমার কেবল মরণ মঙ্গল,
মন্থনেতে সুধা উঠিল গরল, জীবন ধারণ বিফল কেবল, তা
হ'তে এখন মরণ শ্রেষ্ঠ ১৭৫)

(রাধার সখীগণের উক্তি) খাম্বাজ। একতালা।

রাধার জীবন হরি', হরি গেছেন মথুরায়।
সে নীরদ কায় ; উপায় কি করি, রাই কিশোরী কিসে রক্ষা পায় ?
হয়েছেন চৈতন্যহারা, স্থির হয়েছে নয়ন তারা, কি করিবে বৈদ্য যা'রা,
কি ঔষধি দিবে তায় ? এ রোগের আর নাইকো বিধি, অন্য
কোন মহৌষধি, বিনা কৃষ্ণ গুণনিধি, কে বাঁচাবে রাধিকায় ?।
(১৭৬)

তোমার মাতা যশোমতী, কি কব দুর্গতি, ওহে যদুপতি পতিত
পাবন!—ওহে! তব সঙ্গীগণে, তব অদর্শনে, ধরাসনে তা'রা
করিয়ে শয়ন;—বহে চক্ষে বারিধারা, বলিতেছে তা'রা,
বলেছিলে ছাড়া হব'না আজন্ম (১৭৯)

(কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা) ইমন। কাওয়ালী।

বল, দুদিক্ কেমনে রাখিবে কানাই?
শুনি তাই, দুই গুরুবে হ'লে দীক্ষে, কোন পক্ষে মুক্তি নাই
দু রাজার প্রজাদের মন্দ, দু দল হ'লে বাঁধে দ্বন্দ্ব, দুই উক্তিতে মনের
সন্ধ মেটে না;—ওহে প্রাণাধিক! বল্‌ব কি অধিক, তার
সাক্ষী সুরধুনীর দেখ্‌তে পাই
ওহে! দু পা দিলে দুই তরীতে, (বল) কেমনে পারে তরিতে?
কোন রূপেতে তরিতে পাবে না,—উভয় বিদ্যমান, রাখ্‌লে
তুল্য মান, বল হে গোবিন্দ আমি মনের সন্ধ মিটিয়ে যাই (১৮০)

ঐ ঐ। ঐ।

ওহে কালাচাঁদ! বড় পিরীতি বড় ভাল নয়
বড় প্রেমে বড় জ্বালা, হয় না তা'তে সুখোদয়
বড় গাছে বড় ঝড়, বড়ই বড় দুষ্কর, বড় হ'য়ে ছোট হ'লে অপমান;—
বড় লবণাম্বু সিন্ধুনীর, অতি বড় সুগভীর, বড় বীর শম্ভুবীর
রণেতে হইল ক্ষয়।
দেখ, বড় আশা করি', কালনিমে পাকায় দড়ি, ভাগ ক'রে লব ব'লে
লঙ্কাখান;—শেষে হনুর করে যমঘরে গেল সেই দুরাশয়॥(১৮১)

(মিলন গীত) খট ভৈরবী আড়াঠেকা।

শোভা দেখি' বাণীর নাই বাণী
নীলাম্বুজ বামে রাধে, স্বর্ণ সরোজিনী জিনি'

[illegible]

নবনারী কুঞ্জর।

(রাধার উক্তি) ঝিঁঝিট। মধ্যমান।

প'রে অকলঙ্ক শশীর হার গলে
কালা কলঙ্কিনী নাম, রটালে সবে প্রতিকূলে।
হরি, ত্রিলোক পূজ্য জগৎমান্য, যে ভজে সে ধরায় ধন্য, হ'ল সেই
পদ ভ'জে জঘন্য, অগণ্য রাই এ গোকুলে॥ (১৮৬)

পরজ। একতালা

কিবা নিকুঞ্জে কুঞ্জর গামিনী, কুঞ্জরী হইয়ে ভ্রমে
মন্মথমোহন মনোমোহিনী, মোহ করিবারে শ্যামে।
যার মায়ার প্রভাবে জীবে, মহীতে মোহিত হ'য়ে, ভ্রমণ করিছে সদা
অসার সংসার ভাবিয়ে, ভাবনা না করে ভবে কি হবে চরণে ;—
দাশরথী কহিছে খেদে আমি কি পাব দরশন, শ্মশান ভবনে
ভেবে যে রাধার ভব পান্ না অন্বেষণ, যে রাধার মায়ায়
গোলোক পরিহরি হরি ব্রজধামে। (১৮৭)

প্রহ্লাদ চরিত্র।

(প্রহ্লাদের উক্তি) খাম্বাজ। কাওয়ালী।

কর শ্রীনাথ অনাথে করুণা
মন ভ্রান্ত নিতান্ত স্বমাগ স্মরে না।
শান্ত হ'ল না অবসান ত দিবে, এ ভ্রান্তগতি মন নিতান্ত কবে হরি।
[illegible]ভোন্ত-বাসে [illegible]যতে বাসনা
[illegible]বার কারণ. হরি হে তব চরণ, স্মরণ সদা করিবার কারণ,
বিনয়ে বলি বার বার [illegible] দুরাচার এ মানসে, না শুনে রিপু
বশে, মন ত [illegible]লে যম যন্ত্রণা, হরিমন্ত্র না ভেবে করে কি
মন্ত্রণা॥ (১৮৮)

[illegible]

[illegible] এব [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বর্ণনা [illegible]

কেমবয়সী [illegible]

[illegible]

[illegible]